প্রার্থনা।

সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্ব জীবের প্রাণ শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমি
অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাসের দুটি পদ অর্পণ করিয়া প্রণাম করি।

(১)

জ্ঞানাতীত মায়াতীত তোমা বলে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে?
ভক্তি ও স্নেহে যদি না ভুলিবে তুমি।
তবে "প্রিয" বলি কি আর না ডাকিব আমি?
প্রাণনাথ পিতা সখা সম্বন্ধ মধুর।
বড় হযে সে সব কি করে দেবে দূর?
মায়া মিশাইয়া এসো প্রভু ভগবান।
দুটা কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে বসে রবে।
কিরূপেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে?

---

(২)

আমি আর শ্রীগৌরাঙ্গ।

তপ্ত বালুকায়, আছিনু শুইয়া,
চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
গৌর আমায় নিয়া গেল॥

কি গুণে আইল, কেন দয়া হলো,
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে, শ্রীগৌর আমার,
অসাধন চিন্তামণি॥
কুঞ্জে নিয়া গেল, অঙ্গ জুড়াইল,
আমি ইতি উতি চাই।
সুন্দর এমন, শীতল কানন,
কভু আমি দেখি নাই॥
এ ভবে আসিয়া, বেড়াই ভাসিয়া,
সদা হাবু ডুবু খাই।
বুঝিলাম মনে, পানু এত দিনে,
প্রাণ জুড়াবার ঠাঁই॥
মনে বিচারিনু, যা হতে পাইনু,
দুঃখ মাঝে সুখ এত।
সব তেয়াগিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া,
তাঁহারে সঁপিব চিত॥
মনে মনে বলি, "শুন মোর সখা,
আমি দাস তুমি প্রভু।
সম্পদে বিপদে, রেখ রাঙ্গা পদে,
তোমা নাহি ভুলি কভু॥"
গৌরলীলা গুণ, শ্রবণ পঠন,
করি প্রাণ এলাইল।
গৌরাঙ্গ কৃপায়, গৌরাঙ্গ ভাবিতে,
নয়নে আইল জল॥
বৈষ্ণব দেখিলে, আনন্দ উথলে,
ভাবি এরা নিজ জন।
যারে আমি ভজি, আমার শ্রীগৌর,
ইহারা তাঁহারি গণ॥

প্রার্থনা ।

খোল করতাল, ধ্বনি কাণে গেলে,
শ্রীগৌরাঙ্গ পড়ে মনে ।
আনন্দিত মনে, ধ্বনি লক্ষ্য করি,
ধাই যাই সেই স্থানে ॥
বৈষ্ণবের পুঁথি, চরিতামৃতাদি,
দেখিলে বুকেতে করি ।
পড়িতে না পারি, সূচীপত্র হেরি,
কান্দিয়া কান্দিয়া মরি ॥
পুস্তক বিক্রেতা, পুঁথি শিরে করি,
রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমে ।
তার পাছ পাছ, ঘুরিয়া বেড়াই,
চেয়ে থাকি পুঁথি পানে ॥
বটতলা যাই, দুধারেতে চাই,
বৈষ্ণবের পুঁথি আছে ।
ইহাই ভাবিয়া, থাকি দাঁড়াইয়া,
সেই দোকানের কাছে ॥
সেই সব কথা, কি হবে কহিয়া,
কইতে বুক ফেটে যায় ।
মনে মনে কত, দারুণ প্রতিজ্ঞা,
করেছিনু প্রভু পায় ॥
বলেছিনু প্রভু, অকারণে তুমি,
করুণা করেছ মোরে ।
রাখিব যতনে, তোমারে আদরে,
হৃদয়ের রাজা করে ॥
যেন উপকার, আপনি করিলে,
আমি শোধ দিব তার ।
এই জগ মাঝে, গৌরাঙ্গ গাওয়াব,
যত দিন বাঁচি আর ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা, লিখিয়া লিখিয়া,
আগে জানাইব জীবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা, কর্ণেতে পশিলে,
অবশ্য তোমার হবে॥
এমন পাষাণ, ত্রিজগতে নাই,
যে গৌরাঙ্গ লীলা পড়ি।
ধৈর্য্য ধরি রবে, মোটে না কান্দিবে,
না দিবে সে গড়াগড়ি॥
লীলা পড়ি জীবে, নির্ম্মল হইবে,
তখন কৌপীন পরি।
গৌর গুণ কথা, দুঃখী জনে কব,
জনে জনে গলা ধরি॥
এই সব সাধ, মনে হয়েছিল,
নব অনুরাগ কালে।
তখন সদাই, গৌর গুণ গাই,
ভাসি প্রেমানন্দ জলে॥
সেই অনুরাগ, গৌরাঙ্গ সোহাগ,
পীরিতি অঙ্কুর আর।
কেনেবা আইল, কেবা নিয়ে গেল,
এখন হা হতাশ সার॥
"মনে পড়ে প্রভু, তোমায় আমায়,
কহিতাম কত কথা।
তোমা বিনা আর, কহি নাই কারু,
আমার মনের ব্যাথা॥
সেই সুখ দিন, সুখের মালঞ্চ,
কি দোষে ভাঙ্গিলে প্রভু।
সে চাঁদ বদন, সজল নয়ন,
আর কি দেখিব কভু?"

প্রার্থনা।

সুখের পাথার, শ্রীগৌর আমার,
তাহে করিতাম খেলা।
সে সুখ সম্পত্তি, আজি দুষ্ট বিধি,
কোথা হরি নিয়া গেলা॥
"বৃথা ভক্ত আমি, জন্মিনু তোমার,
সেবা না পাইয়া তুমি।
অনাথ করিয়া, গিয়াছ ফেলিয়া,
কি করিতে পারি আমি॥
মোর অধিকার, অপরাধ করা,
তোমার করিতে ক্ষমা।
চিরদিন হতে, যুগে আর যুগে,
এ সম্পর্ক তোমা আমা॥
তুমি যদি আজ, ফেলি যাও মোরে,
আর কার কাছে যাব।
অন্তর্যামি তুমি, বল দেখি কার,
কাছে গিয়া সুখ পাব?"
আবার কখন, ভাবি মনে মনে,
তোমাতে পীরিতি নাই।
কৃতজ্ঞতা পাশে, আবদ্ধ হয়েছি,
তাই তোমার গুণ গাই॥
পেয়ে উপকার, হয়েছি তোমার,
এই সম্বন্ধ তোমার সনে।
তোমাতে আমাতে, বন্ধন যেমন,
খাতক ও মহাজনে॥
নিস্বার্থ পীরিতি, যার তোমা প্রতি,
সেইত তোমারে পায়।
আমি ভজি তোমা, স্বার্থের লাগিয়া,
কাটাইতে ভব ভয়॥

প্রার্থনা।

ইহা সব সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব,
আপদ সাগরে থাকে।
বিপদে পড়িলে, স্বভাব দিয়াছ,
সহজে তোমারে ডাকে॥
এরূপ ডাকিয়া, তোমা দুঃখ দেই,
ক্ষম মোর অপরাধ।
তোমা মনোমত, অবশ্য হইবে,
কর তুমি আশীর্ব্বাদ॥
হে মধু মুরতি! নয়ন আনন্দ,
নয়ন উপরে বসো।
ওহে প্রাণেশ্বর! শীতল আনন্দ,
হৃদয়ে করহে বাস॥
হে পরশ মণি! বিমল আনন্দ,
শ্রীকর মাথায় ধর।
হে ভুবন বন্ধু! জগত আনন্দ,
জগত শীতল কর॥
ভীষণ আন্ধারে, ঘেরিল সংসারে,
উর নবদ্বীপ চাঁদ।
তিমির ঘুচাও, কৃপায় পুরাও,
বলরামদাস সাধ॥

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীল হেমন্ত কুমার ঘোষের প্রতি:—

মেজদাদা! তুমি আমাকে এই জড় জগতে রাখিয়া গোলকধামে গমন করিলে, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী প্রকাশ করিয়াছিলাম।

"কয়ের বৎসর গত হইল আমরা দুইভ্রাতা একটি শোক পাইয়া ব্যথিত হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে যখন সকলের মরিতে হইবে, তখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কি করিব, কোথায় যাইব? মরার জন্যে প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়? ইহা লইয়া দুই ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম।

"পরিশেষে ইহা সাব্যস্ত হইল যে, শুনিয়াছি যে মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞান-পথ আর এক ভক্তি পথ। কিন্তু ইহার কোন্‌টী ভাল? কোন্ পথে আমরা যাইব? তখন ইহার কোন নিরাকরণ করিতে না পারিয়া দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজ দাদা লইলেন ভক্তি-পথ, আমি লইলাম জ্ঞান-পথ। এরূপ ভাগে আমরা কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজ দাদা মধুরপ্রকৃতি, ভক্তিময়, ও সর্ব্ব জীবে দয়ালু, আর আমি জ্ঞানাভিমানী, তেজিয়ান, ও ভক্তি ও হৃদয় শূন্য।

"মেজ দাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভক্তি-পথ, শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে পথ দিয়া অন্ধ লোকেও যাইতে পারেন। অতএব তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে লাগি-লেন। কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের গুরু কোথায়?

"অগ্রে আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম বোম্বাই নগরে আমেরিকা দেশ

হইতে ব্ল্যাব্যাটস্কী নামক একটি মেম ও অলকট নামক একটি সাহেব আসিয়াছেন। ইঁহারা পরম যোগী, সিদ্ধ পুরুষ, অনেক অলৌকিক কার্য্যও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট গমন করিলাম, ও তিন সপ্তাহ কাল তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু, আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান। এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চুর্ণী নদীর ধারে, হাঁসখালি গ্রামে, একটি পরিত্যক্ত নীল কুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া, সেখানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। আর সেখানে নির্জ্জনে কিছু কিছু মন সংযমের কার্য্যও করিতে লাগিলাম।

"এ দিকে আমার মেজ দাদা মহাশয় আমাদের জন্ম-স্থান যশোহর জেলাস্থ মাগুরা (অমৃতবাজার) গ্রামে, সপরিবারে থাকিয়া ভক্তিচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ লোক লইয়া একটি হরি-সংকীর্ত্তন দল করিলেন। সন্ধ্যাকালে হরি-সংকীর্ত্তন করেন, আর অন্যান্য সময় ভক্তিগ্রন্থানুশীলন করিতে লাগিলেন। মেজ দাদা মহাশয়ের ভক্তি রস ক্রমেই উৎকর্ষ হইতে লাগিল, ও তাঁহার সঙ্গগুণে গ্রামস্থ লোকেও অনেকে ভক্তিমান হইলেন।

"ক্রমে সংকীর্ত্তনের তেজঃ বাড়িতে লাগিল। অগ্রে একবার করিয়া সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং শেষে আবার অপরাহ্নেও হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মেজ দাদা প্রায় অহোরহ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"গ্রামস্থ লোকে সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন, এমন কি, অনেকে আপনাদের সাংসারিক কার্য্য করিতে অপারক হইতে লাগিলেন। শেষে সংকীর্ত্তনের বিবিধ দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। যথা বালকের এক দল হইল, ও স্ত্রীলোকেও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"আমার মেজ দাদা মহাশয়ের তখন সংকীর্ত্তনে দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আর তখন তিনি সমুদায় বিষয় কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ভক্তি-তরঙ্গে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

"আমাদের প্রায় দুই মাস দেখা শুনা হয় নাই। কিন্তু মেজ দাদা সমস্ত দিবা কিরূপে যাপন করেন তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন। আমিও প্রত্যহ

পত্র লিখি, কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, সুতরাং বিষয় কথা ব্যতীত পরমার্থ কথা কিছুই লিখি না। এমন সময়ে আমাকে দেখিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মেজ দাদা মহাশয় হাঁসখালিতে শুভাগমন করিলেন।

"দেখি, মেজ দাদা মালা ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতি কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে মলা মাত্র নাই। নয়ন দেখিয়া বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে। মেজ দাদার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম মেজ দাদা যে পথ লইয়াছেন ইহাতে অবশ্য কিছু আছে।

"মেজ দাদাকে দর্শন করিয়া বড় সুখ বোধ হইল। তিনি তখন এক সন্ধ্যা আহার করেন, মৎস্যাদি সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন। আমি যত্ন করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলাম। মাংস রহিল না বটে, কিন্তু মৎস্যাদি বহু প্রকার ছিল। দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিলাম। মেজ দাদার থালে মোটা চিঙ্গড়ী মাছের দুটা ভাজা মাথা ছিল। মেজ দাদা আসনে বসিলেন। কিন্তু চিঙ্গড়ীর মাথা ও অন্যান্য মৎস্যের ব্যঞ্জন দেখিয়া, কাতর ভাবে, আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

"আমি বলিলাম, 'মৎস্যাদি বৈষ্ণবগণ খাইয়া থাকেন। তুমি কেন খাইবে না?' তাহার পরে বলিলাম, 'যে ধর্ম্মে খাইলে ধর্ম্ম যায়, না খাইলে ধর্ম্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্ম্মের ভাল মন্দ সম্বন্ধ আছে সে ধর্ম্ম আমি মানি না।'

"মেজ দাদা কোন উত্তর না করিয়া কাতর ভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম, "ভণ্ডামি করিতে হয় বাহিরে করিও, আমার এখানে কেন?' তবু মেজ দাদা থালায় হাত দেন না। তখন বলিলাম, "তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যত্ন করিয়া অতি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে। তুমি ভক্তবৎসলের পূজা কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়া ত্যাগ কর?" ইহাই বলিয়া একটু, মৎস্য হস্তে করিয়া মেজ দাদার মুখে দিলাম। আমি যখন নিজ হস্তে মুখে মৎস্য দিতে গেলাম,

তখন মেজ দাদা হা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি মেজ দাদার ধর্ম্ম নষ্ট করিলাম।

"দেখা হওয়া অবধি কথা চলিতেছে। এক মুহূর্ত্ত ফাঁক নাই! কখন সুখ দুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্ম্মের কথা আরম্ভ হইলে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি মেজদাদাকে বলিলাম, 'তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্তু। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমার সমুদায় মিলে না, তবু তাঁহার নাম করিলে আমার আনন্দ হয়। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের কি দুর্ব্বলচেতা মনুষ্যের জন্য। তেজস্বর পুরুষের স্ত্রীলোকের মত কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষে জ্ঞান চর্চ্চা করিতে পারিলে আর কান্নাকাটার মধ্যে কেন যাইবে?'

"এখন ভক্তপাঠকগণ বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস ছিল না। এমন কি, মেজ দাদা যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তবু তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সে যাহা হউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথা লইয়া তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজ দাদা বলেন, ভক্তি বড়। কিন্তু মেজ দাদা আমার সহিত কখন তর্কে পারিতেন না। তবে আমার আন্তরিক টান বরাবরই ভক্তির প্রতি ছিল।

"মেজ দাদা যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে বুঝিলাম যে, তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি। ফল কথা মেজ দাদাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম তিনি আমা অপেক্ষা অনেব ভাল হইয়াছেন। এমন কি, আমি তাঁহার মত হই নাই বলিয়া মনে মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে আমি তাহা স্বীকার করিলাম না। ইহা আমার মনে মনে ছিল। মুখে আস্ফালন করিতেছিলাম, কিন্তু মনে বেশ বুঝিলাম তিনি আমা অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছেন ও গৌরাঙ্গের মতই ভাল।

"বিকালে দুই ভাই গাড়ীতে ভ্রমণে গেলাম। গাড়ীতেও ঐ কথা। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ীর মধ্যে কথা বার্ত্তা বন্ধ হইল। মেজ দাদা আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম।

নবদ্বীপের লোক যেমন বিদ্যা বিদ্যা করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন, তেমনি এই অদ্ভুত নগরে বিদ্যা শিখিবার লোকের সৃষ্টি ও আবির্ভাব হইতে লাগিল। অতএব যখন সার্ব্বভৌম টোল বসাইলেন, তখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ, প্রভৃতি ছাত্রগণ বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম টোল করিলেই উহারা সকলেই তাঁহার টোলে প্রবেশ করিলেন।

প্রথম রঘুনাথ—ইনি দিধীতির গ্রন্থকার। ন্যায়ের এরূপ গ্রন্থ আর নাই। তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক জগতে সৃষ্ট হয় নাই।

দ্বিতীয় ভবানন্দ—ইনি রঘুনাথের সমকক্ষ, জগদীশের গুরু। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত জগদীশের নামে ন্যায় শাস্ত্রকে জাগদিশী বলে।

রঘুনন্দন—ইনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি স্মৃতি অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া যে স্মৃতির সৃষ্টি করেন, তাহা অদ্যাবধি বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছে।

কৃষ্ণানন্দ—ইনি তন্ত্রসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি তন্ত্রশাস্ত্রের রাজা।

এই সমস্ত লোক চির দিন পূজিত থাকিবেন। ইঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গদেশে প্রায় কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইঁহারা যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, আর যত দিন সংস্কৃত ভাষা থাকিবে, তত দিন ইঁহাদের কীর্ত্তি থাকিবে। ইঁহারাই নবদ্বীপের, বঙ্গদেশের, ও ভারতবর্ষের ভূষণ স্বরূপ। ইঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা বিচার করা দুষ্কর ও নিষ্প্রয়োজন। এই সময়ে এই সমস্ত ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সার্ব্বভৌম বিরাজ করিতেছিলেন।

এই টোলে কিছু কালের জন্য আর একটি ছাত্র পড়িয়াছিলেন। উপরে যে সকল জগদ্বিখ্যাত পড়ুয়াগণের নাম করা গেল, তাঁহারা সকলেই এই ছাত্রটীকে ভয় করিতেন। তাঁহার নিকট সকলের প্রতিভা লোপ পাইত। তাঁহার নাম নিমাই। তাঁহারই কথা এই গ্রন্থে লিখিব।

এইরূপে বাসুদেব কর্ত্তৃক নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আর বহু দিন নবদ্বীপে বাস করা হইল না। তখন উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা শ্রীপ্রতাপ রুদ্র গজপতি। এই রাজার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মুসলমানগ

তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি সার্ব্বভৌমের যশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া ও বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে লইয়া গিয়া স্থাপন করিলেন। তখন সার্ব্বভৌমের টোল নীলাচল পুরীতে হইল। কিন্তু তাহাতে নবদ্বীপের বড় ক্ষতি হইল না। কেন না, যেমন সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, তেমনি রঘুনাথ রহিলেন, ভবানন্দ রহিলেন, রঘুনন্দন রহিলেন, ও সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি রহিলেন। সার্ব্বভৌম নীলাচলে গিয়াছেন শুনিয়া ভারতের তাবৎ স্থান হইতে পড়ুয়াগণ সেখানেও জুটিতে লাগিল। সার্ব্বভৌম শুদ্ধ ন্যায় শাস্ত্র পড়াইতেন তাহা নয়, বেদ, বেদান্ত ও দণ্ডীদিগের উপযোগী অন্যান্য শাস্ত্র পড়াইতেন, ও বহুতর দণ্ডী তাঁহার শিষ্য ছিল।

এই সার্ব্বভৌমের সমাধ্যায়ী ছিলেন, জগন্নাথ মিশ্র নামক এক জন বৈদিক ব্রাহ্মণ। তিনি উপেন্দ্র মিশ্রের তনয়। নিবাস শ্রীহট্টে, ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র। জগন্নাথ তৃতীয়। এই জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসেন। আসিয়া পরম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। দেখিতে পরম সুন্দর, এমন কি নবদ্বীপে তিনি এক জন অদ্বিতীয় রূপবান ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সুধু তাহাও নহে, জাত্যংশেও কুলীন, ভরদ্বাজ বংশজাত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদ ও গুরু রামভদ্র এক সময়ের লোক। এই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী দুই পুত্র, দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শচী। এই শচী দেবীর সহিত নীলাম্বর, জগন্নাথ মিশ্রের রূপ গুণ দেখিয়া, বিবাহ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত পুরন্দর আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া, অন্যান্য শ্রীহট্টীয়েরা নদিয়ার যে পাড়ায় বাস করিতেন, সেই পাড়ায় বাস স্থান করিয়া শচী দেবীকে লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই জগন্নাথ ও শচী আমাদের নিমাইয়ের পিতা ও মাতা। নীলাম্বর, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নকে দান করেন, চন্দ্রশেখর জগন্নাথের বাড়ীর নিকটে বাস করিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র আর শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলেন না। যদিও দরিদ্র, তবু তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ অনায়াসেই হইত। জগন্নাথের উপর্য্যুপরি আট

উপক্রমণিকা।

চারি শত বৎসর হইল, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের নবদ্বীপ নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এই কয়েকটী নামে সচরাচর বিখ্যাত, যথা নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরহরি, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভু, ইত্যাদি। এখন ভাগীরথীর পশ্চিম পারে, নবদ্বীপ নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই অপর পারে তখনকার নবদ্বীপ ছিল ; বর্ত্তমান নবদ্বীপকে তখন কুলিয়া বলিত।

এই সময়ে বাঙ্গলার স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায়। রাজা ছিলেন যবন, আর যদিও কখন কখন হিন্দু রাজা হইতেন, কিন্তু হয় তিনি কার্য্যগতিকে, কি রাজ্য-লোভে, নিজেই মুসলমান হইয়া যাইতেন। না হয়, মুসলমান সেনাপতি কি ভৃত্য কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইতেন। একাদিক্রমে তিন পুরুষ হিন্দু রাজা তখনকার কালে আর হয় নাই।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের রাজা ছিলেন। হোসেন খাঁ নামক এক পাঠান তাঁহার এক জন প্রিয় ভৃত্য। এই ভৃত্য রাজ-আজ্ঞায় একটি দীঘি কাটাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়া রাজ-অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল। রাজা তাহার অপরাধের নিমিত্ত তাহার পৃষ্ঠে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্র করে এবং সুবুদ্ধি রায়কে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয়। সুবুদ্ধি রায় হোসেন খাঁর বন্দী হইলেন, আর হোসেন খাঁর স্ত্রী সুবুদ্ধি রায়কে বধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু হোসেন খাঁ, পূর্ব্ব প্রভুর প্রাণ দণ্ড না করিয়া, বল তাঁহাকে যবনের জল পান করাইল। সুবুদ্ধি রায় এই নিমিত্ত হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। গৌড়ীয় পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত এই যে, তপ্ত ঘৃত পান করিয়া কি তুষানল করিয়া, প্রাণ ত্যাগ করা। সুবুদ্ধি এরূপ ক্লেশকর প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতি নিমিত্ত, নূতন ব্যবস্থা পাইবার আশায়, বারানসীতে পণ্ডিতগণের গমন করিলেন। তাঁহারাও ঐ রূপ ব্যবস্থা দিলেন। সেই সময় তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ বারানসী ধামে আগমন করিয়াছেন।

বিলি করিয়া বাস করিত। এই রূপে শঙ্খবণিকের নগর ছিল, কাংস্য-
বণিকের নগর ছিল, তন্তুবায়ের নগর ছিল, আর এক পাড়ায় গোয়ালাগণ
বাস করিত। তখন গন্ধবণিকগণ সমাজে আদৃত ছিলেন; কিন্তু সুবর্ণ
বণিকগণ সমাজে অত্যন্ত অপদস্থ ছিলেন। নবদ্বীপে যে তাঁহাদের স্থান
ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহ সচ্ছন্দে চলিত। এখনকার মতন তখন
লোকের প্রয়োজন অধিক ছিল না। দুটি অন্ন পাইলেই চলিয়া যাইত।
বিশেষতঃ তখন মোকদ্দমার ব্যয় ছিল না, কি কোন বলবৎ কর ছিল না।
যাহাদের সম্পত্তি ছিল, তাহারা অতিথি, অভ্যাগত ও দীন দুঃখীর সাহায্যে
কিছু মাত্র কৃপণতা করিতেন না। অতিথি ফিরাইলে সমাজে কলঙ্কিত
হইতে হইত। ব্রাহ্মণগণ প্রায় কায়স্থ জমীদারগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত
হইতেন। এই রূপে একা হরিপুরের গোকর্দ্ধন দাস নবদ্বীপে বহুতর ব্রাহ্মণের
প্রতিপালক ছিলেন। কাি

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বজ্জনের সমাজ বলিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য ছিল
সে কথা পরে বলিতেছি। ধর্ম্মার্জ্জন করা তখন লোকের প্রধান কর্ম্ম ছিল
প্রভাত হইলেই নবদ্বীপবাসাগণ গঙ্গা স্নানে গমন করিত। যা দলে দলে পূজ
করিতে বসিতেন; আর গঙ্গা পুষ্পময় হইত। সন্ধ্যা হইলে আর ঐ রূপ লক্ষ
লক্ষ লোকে আবার গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। গঙ্গাপুলিনের
ধারে ধারে প্রশস্ত পথে ফল-পুষ্প-সুশোভিত নানা জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণী ছিল
সেই সকল বৃক্ষতলে পণ্ডিতগণ বসিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। তৎ নকা
কালে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ অনেকে করিতেন এব ওয়া
তীর্থ-পর্য্যটন ভদ্র লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিপুর
এমন কি তীর্থ দর্শন কুলীনগণের একটি কুল-লক্ষণ ছিল। অথনর
তীর্থ পর্য্যটন বড় কষ্টকর ছিল; পথ ঘাট ভাল ছিল না; বিশেষ অরাজকতাতে
নিমিত্ত সকল স্থানেই দস্যু-ভয় ছিল। এ দিকে আবার লোক সমুদয়
এখন অপেক্ষা সুস্থ বলিষ্ঠ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু ছিলেন। তখনকার বাঙ্গালিরা
এখনকার অপেক্ষা অনেক বলবান ছিলেন; যুদ্ধে ভদ্র লোকে পটু ছিলেন
না বটে, কেন না বিদ্যা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বিব্রত থাকায় রক্তারক্তিতে

তাঁহাদের স্পৃহা ছিল না। যদিও পথ তখন দুর্গম ছিল, তবু বহুতর লোক তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। ক্লেশ সহ্য করা এমন অভ্যাস ছিল যে, দুই চারি দিনের উপবাসে কেহ বিশেষ ক্লিষ্ট হইতেন না।

গৌড় দেশ হইতে যাঁহারা তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা প্রায় দক্ষিণ দেশে যাইতেন। তাহার কারণ তখন পশ্চিমে হিন্দু মুসলমানে সর্ব্বদাই বিবাদ চলিতেছিল, কাযেই যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিল। এমন যে শ্রীবৃন্দাবন, তাহাও মুসলমানদের উৎপাতে জঙ্গলময় হইয়াছিল, সুতরাং তখন প্রায় কেহই বৃন্দাবনে যাইতেন না। তখন যাঁহারা তীর্থে যাইতেন, তাঁহারা শ্রীক্ষেত্র হইয়া বিষ্ণু-কাঞ্চী, শিব-কাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন করিয়া কন্যাকুমারী যাইতেন। পরে সেখান হইতে নাসিক, পাণ্ডুপুর, সৌরাষ্ট্র, দ্বারকা দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

পূজা অর্চ্চনার মধ্যে প্রায় ভদ্র লোক মাত্রেরই বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য, প্রায় সকলেই শাক্ত কি রাজ- কেহ কেহ রামমন্ত্র উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প বলিয়া ভদ্র লোকের মধ্যে কেহ বৈষ্ণব ছিলেন না বলিলেও চলে। এমন কি, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত আদর করিয়া পাঠ করিতেন, তাঁহারাও অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে মানিতেন না। নবশাখদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা আপন জাতীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্র লইতেন, তাহাদের বৈষ্ণব লক্ষণ বিশেষ কোন রূপ ছিল না। তবে অতি অল্প সংখ্যক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গোস্বামী বলিতেন, ও বিষ্ণু- মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি নবশাখগণের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, সুতরাং তাঁহারা যে কি উপাসনা করিতেন ও তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি রূপ ছিল, তাহা এখন জানা যায় না।

ইহার মধ্যে এক দল তন্ত্র সাধন করিতেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল, যাগ যজ্ঞ মন্ত্র প্রভৃতি নানা রূপ ক্রিয়া দ্বারা দেব কি অপদেবতাগণকে বশ করা।* ইঁহারা মদ্যপান, মাংসাহার, সর্ব্ব বর্ণ একত্র ভোজন প্রভৃতি

* কেহ বলেন যে, তন্ত্রসাধনের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ভারতবর্ষ যবন অধিকার হইতে উদ্ধার করা। কিন্তু সে কথা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

সমাজ বিরুদ্ধ আচারে লিপ্ত থাকায়, তামসী নিশিতে নির্জ্জনে আপনাদের সাধনা করিতেন।

সমাজের কর্ত্তা ছিলেন অধ্যাপকগণ। ইঁহারা বহু পরিশ্রমে বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর আস্থা কমিয়া যাইত। এই অধ্যাপকগণ মধ্যে নৈয়ায়িকগণ আবার সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেন। তাঁহারা অগাধ বিদ্যার বলে, বুদ্ধির চাতুর্য্যে, তর্কের ছটায়, ও বাক্‌জাল বিন্যাসে, সমস্ত দেশ স্তম্ভিত করিতেন। ক্ষোভের মধ্যে এই যে ধর্ম্মের প্রতি ইঁহাদের আন্তরিক আস্থা প্রায়ই ছিল না।

যখনকার কথা বলিতেছি সে সময় ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চার নিমিত্ত নবদ্বীপ সমুদায় ভারতে বিখ্যাত হইয়াছিল। এ ন্যায় শাস্ত্র পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল না, ইহার চর্চ্চা মিথিলায় হইত। আর ন্যায় পড়িতে হইলে নবদ্বীপের হইতে প্রতি স্থানের পড়ুয়াগণকে মিথিলায় গমন করিতে হইত। মিথিলা-পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় পড়ুয়ার বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা দেখিয়া সশঙ্কিত হইতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের আধিপত্য নষ্ট হইবে। এই আধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা গৌড়ীয় কোন ছাত্রকে ন্যায়ের কোন পুস্তক সঙ্গে আনিতে দিতেন না। কাযেই পুস্তক অভাবে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল হইতে পারিত না।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বের কথা শ্রবণ করুন। সর্ব্ব প্রথমে রামভদ্র ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে একটি সামান্য প্রকার ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। নবদ্বীপে রামভদ্র সিদ্ধান্ত-বাগীশের সমকালে প্রধান অধ্যাপক দুই জনের নাম শুনা যায়, যথা মহেশ্বর বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। বিশারদের বাড়ী নবদ্বীপের বিদ্যানগরে। তাঁহার দুই পুত্র সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি। ইঁহারা দুই জনে রামভদ্রের টোলে ন্যায় অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বিশারদের যেরূপ সতেজ বুদ্ধি, তাঁহার দুই পুত্রেরও সেই রূপ। তবে বোধ হয়, সার্ব্বভৌমের ন্যায় (ইঁহার নাম বাসুদেব) বুদ্ধিমান তখন ভারতে কেহ ছিলেন না। রামভদ্র ন্যায়-শাস্ত্র পড়ান বটে, কিন্তু গ্রন্থ অভাবে পদে পদে পদস্খলন হয়। ইহা

দেখিয়া, আর পড়িতে অনেক কষ্ট পাইয়া, বাসুদেব মনোমধ্যে একটি সংকল্প করিলেন। সেটি এই যে, তিনি যে গতিকেই হউক মিথিলা হইতে ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনয়ন করিবেন। এই মনস্থ করিয়া, ও পাঠ সমাপ্তির নিমিত্ত, বাসুদেব মিথিলায় গমন করিলেন। কিছু কাল পরে ন্যায়ের বৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে আসিলেন! এই অমানুষিক ব্যাপারের নিমিত্ত বঙ্গ দেশ চির কাল বাসুদেবের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এই প্রথম প্রকৃত প্রস্তাবে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল স্থাপিত হইল।

এই রূপে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার একাধিপত্য লোপ হইয়া নবদ্বীপে আসিল। সার্ব্বভৌমের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল, এবং পড়ুয়াগণ তাঁহার টোলে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে নবদ্বীপের সৌভাগ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল।

বিবেচনা করিতে গেলে নবদ্বীপের প্রতিপত্তি বাণিজ্যের নিমিত্ত কি রাজধানী বলিয়া ছিল না। সর্ব্ব দেশেই রাজার কি বাণিজ্যের স্থান বলিয়া নগরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নবদ্বীপে বাণিজ্যের তাদৃশ সুবিধা বা বিস্তার ছিল না, নবদ্বীপ তখন রাজধানীও নহে, নবদ্বীপের বাণিজ্য কেবল বিদ্যা লইয়া। নবদ্বীপের ভদ্র লোক মাত্রেই বিদ্যারসে একেবারে উন্মত্ত ছিলেন। কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি নর, কি নারী, সকলেরই মধ্যে শাস্ত্রালাপ ব্যতীত আর প্রায় কোন কার্য্যই ছিল না।

নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা হইল তাহা কোথাও কোন কালে দেখা যায় নাই। কখন কোন নগর যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়, কখন বা নাগরিয়াগণ ধনোপার্জ্জনের নূতন কোন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় উন্মত্ত হয়। কখন বা কোন নূতন ধর্ম্ম লইয়া কি কোন রাজনৈতিক কি সামাজিক পরিবর্ত্তন লইয়া উন্মত্ত হয়। নবদ্বীপ নগর বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইল। ভদ্রলোকে অন্যান্য চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দিল। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যা-উপার্জ্জনই জীবের প্রধান সাধন। যে পণ্ডিত, তাহারই জীবন সার্থক। যে পণ্ডিত, সেই মনুষ্য, সেই রূপবান, সেই কুলীন ও সেই সুখী। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই বিদ্যা উপার্জ্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইত। মাতার ক্রো

মাত্র ইচ্ছা পুত্র পণ্ডিত হয়, পিতার ত হবেই। যাহার কন্যা থাকিত তিনি পণ্ডিত জামাইকে কন্যাদান করিতেন। ধনী লোক, বিদ্বান লোক প্রতি-পালনের নিমিত্ত ধন ব্যয় করিতেন। বিদ্বান লোক পথে দেখিলে সকলে এক পাশ হইতেন। এই রূপে সহস্র সহস্র লোকে দিবা নিশি বিদ্যাচর্চ্চা করায় নবদ্বীপের আকৃতি প্রকৃতি অন্য নগর হইতে পৃথক হইয়া গেল। স্ত্রীলোকে ঘাটে শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেছে, বালকগণ স্থানে স্থানে বিদ্যা-যুদ্ধ করিতেছে, আর পড়ুয়াগণ নগর একেবারে অধিকার করিয়া লইয়াছে। পড়ুয়াগণ দলে দলে নগরে বেড়াইতেছে, গঙ্গাতীরে মণ্ডলী করিয়া সহস্র সহস্র পড়ুয়া স্থানে স্থানে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছে। সহস্র সহস্র পড়ুয়া প্রত্যহ নগরে নানা স্থান হইতে প্রবেশ করিতেছে। সকলেরই বাম হাতে পুঁথি, পুঁথি ছাড়িয়া পড়ুয়াগণের বাহির হইবার যো নাই। পুঁথি তাঁহাদের ভূষণ, পুঁথি তাঁহাদের সঙ্গী, বন্ধু ও বল।

প্রত্যেক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহস্র সহস্র পড়ুয়া। স্নান করিবার সময় ঘাটে পড়ুয়ায় পড়ুয়ায় দেখাদেখি হইত, আর বিদ্যাচর্চ্চা ও তর্ক হইত। এক অধ্যাপকের ছাত্রের সঙ্গে অন্য অধ্যাপকের ছাত্রের বিবাদ বাধিত। কখন কখন এই যুদ্ধে মারামারি পর্য্যন্ত হইত, কেহ বা সন্তরণ দিয়া ওপারে পলায়ন করিত। স্নানের সময় পড়ুয়ার উৎপাতে গঙ্গা কর্দ্দমময় হইত।

বহুতর লোকের নবদ্বীপে বাসাবাড়ি ছিল। কেহ বা পুত্রকে অধ্যয়ন করাইবার নিমিত্ত থাকিতেন। কেহ বা বিদ্যাচর্চ্চা করিতে কি শুনিতে নবদ্বীপে থাকিতেন। কেহ বিখ্যাত অধ্যাপকগণকে দর্শন করিতে আসি-তেন। নবদ্বীপে না পড়িলে কাহার বিদ্যা সমাপ্তি হইত না।

যদি কোন স্থানে কেহ পণ্ডিত হইতেন, তবে তিনি নবদ্বীপে পরীক্ষা দিতে, বা কেহ দম্ভ করিয়া জয় লাভ করিতে আসিতেন। তখন নগরে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত।

এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা, সেই সময় সার্ব্বভৌম, ন্যায়ের গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া, নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিলেন। ভগবানের একটী নিয়ম আছে যে, তাঁহার কাছে একান্ত মনে যাহা চাও তিনি তাহা দিয়া থাকেন।

কন্যা হয় ও সবগুলি নষ্ট হয়। তাহার পরে এক পুত্র হয়, তাহার নাম রাখেন বিশ্বরূপ। দম্পতির এই পুত্র সর্ব্বস্ব ধন ছিল। বিশ্বরূপ রূপে গুণে অতুলনীয়। পুত্রের বয়স যখন আন্দাজ আট বৎসর হইল, তখন জগন্নাথের পিতা মাতার নিকট হইতে আজ্ঞা পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল, যে সত্বর তিনি যেন স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে দর্শন করেন। পিতা মাতার এই আজ্ঞাপত্র আসিলে শচী দেবীও শ্বশুর শাশুড়ী দর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। স্ত্রী পুরুষে দুই জনে তখন পুত্রটিকে লইয়া যাত্রা করিয়া, ক্রমে শ্রীহট্টে নিজ গৃহে পৌঁছিলেন।

এ ১৪০৬ শকের কথা। ঐ শকের মাঘ মাসে শচী দেবীর আবার গর্ভ হইল। তখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম নয় কি দশ বৎসর। কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, জগন্নাথের নবদ্বীপে আসিবার ইচ্ছা ছিল না, তবে তাঁহার মাতা শোভাদেবীর আদেশ ক্রমে তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। শোভাদেবী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন যে পুত্রবধূর গর্ভে শ্রীভগবানচন্দ্র স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব তিনি শীঘ্র ইঁহাদিগকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। এই জন্য শোভাদেবী জগন্নাথকে শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিতে আদেশ করেন।

দশহরার সময়, গঙ্গা স্নানের যাত্রীগণ সমভিব্যাহারে, জগন্নাথ স্ত্রী পুত্র লইয়া নবদ্বীপের বাড়ীতে আসিলেন। শচীর গর্ভ দশম মাস উত্তীর্ণ হইল, তবু পুত্র কন্যা কিছুই হইল না, ক্রমে একাদশ মাসও উত্তীর্ণ হইল। মাঘ মাসে গর্ভ হইয়াছিল, পুনঃ আর এক মাঘ আসিল, তবু শচী প্রসব করিলেন না। পরে ফাল্গুন মাস আসিল, তখন জগন্নাথ ব্যস্ত হইয়া শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ডাকাইলেন। তিনি বিখ্যাত গণক। নীলাম্বর গণনা করিয়া দেখিলেন, অতি সত্বর শচী প্রসব করিবেন, ও তাঁহার গর্ভে কোন এক মহাপুরুষ জন্ম লইবেন। এই কথা শুনিয়া সকলে স্থির হইলেন

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে জ্যোতিষ-প্রকাশ-গ্রন্থকার এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলেন, যথা :—

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভ ক্ষণ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব্ব শুভ ক্ষণ॥

এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম-পত্রিকা দিলেন। দিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র যে সত্য ইহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম-পত্রিকা দ্বারা দেখাইলেন। অন্যান্য বহুতর জ্যোতিষীগণও এই জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, এরূপ "সর্ব্ব শুভ ক্ষণ" সংযোগ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট।

প্রথম অধ্যায়।

১৪০৭ শকে, পবিত্র জাহ্নবী তীরস্থ বিদ্বজ্জন-পরিশোভিত নবদ্বীপ নগরে, মনোহর ফাল্গুন মাসে, নির্ম্মল পূর্ণিমা নিশিতে, গৌরাঙ্গদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্ব দিকে এক খানি সোণার থালার ন্যায় চন্দ্র উদয় হইলেন, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গ, সিংহ রাশিতে পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই সময় আবার চন্দ্র গ্রহণ হইল ও নবদ্বীপ নগরে সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গৌর-ভক্তগণ এই সমুদায় ঘটনা লইয়া নানা কথা বলিয়া থাকেন। শ্রীপাদ কবি কর্ণপূর লেন যে, চন্দ্রগ্রহণ হইবার আর কোন কারণ ছিল না। বিধি দেখিলেন যখন অকলঙ্ক চন্দ্র স্বরূপ গৌরাঙ্গ উদয় হইলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রের প্রয়োজন নাই। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বিধির ইচ্ছা ক্রমে রাহুতে চন্দ্র গ্রহণ করিল। অন্য কেহ বলেন যে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, সেই মহা ব্যাপার ঘোষণা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ হইল, যেহেতু গ্রহণ হইলে লোক মাত্রে হরি ধ্বনি করিবে। প্রকৃত কথা, যাই গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন আর নবদ্বীপ-বাসী সকলে প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে যাহা হউক, এই রূপে হরি ধ্বনির সহিত যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে নগরে, সমাজের লোকে কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়া উন্মত্ত; যে সমাজে সূচ্যাগ্রভাগাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিত লোকে বিদ্যমান; যে ন্যায় শাস্ত্রে ভগবানকে স্থাপন করিতেছে ও আবার খণ্ডন করিতেছে; সেই নগরে, সেই সমাজে, সেই তর্ক তরঙ্গের মাঝে, শ্রীগৌরাঙ্গ উদিত হইলেন। ইহাতে গৌর ভক্তগণের মনে নানা ভাব উঠিতে পারে। এরূপ মনে উদয় হইতে

পারে যে, সমস্ত বিদ্যাচর্চ্চার চরম ফল কি, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যাচর্চ্চার ফলের স্বরূপ স্বয়ং উদয় হইলেন। এরূপও কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, পাছে লোকে একথা বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল নির্ব্বোধ লোককে ভুলাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি বাছিয়া লইয়া সার্ব্বভৌমের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতি প্রখর বুদ্ধিমান লোক, যাহাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, তাঁহারা তর্কশাস্ত্র পড়িয়া ও তর্ক করিয়া স্বভাবত আপনাদিগকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসীন ভাবেন; এমন কি, শ্রীভগবানের আধিপত্য পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে গ্লানি মনে করেন। তাহারা এক প্রকার দৈত্য, তাহাদের ভয়ে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পিত হয়েন, ও যত শুভ সমুদায় লুকাইয়া থাকেন। যখন হিরণ্যকশিপু বিরাজমান, তখন তাহার দৈত্যভাব জগতে আধিপত্য করিত, আর যাহা কিছু ভাল লুকাইয়া ছিল। সেই সময় ভগবান নৃসিংহ রূপে অকুতোভয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই রূপেই কি গৌরাঙ্গ, যখন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও নৈয়ায়িক রঘুনাথ বিরাজ করেন, তখন তাঁহার উদয় হইবার উপযুক্ত সময় করিয়াছিলেন? এ সমস্ত নিগূঢ় কথা আমরা ক্ষুদ্র জীব কি রূপে বুঝিব?

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটিতে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ ছিল, তাহারই তলাতে আঁতুড় ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন। ধাত্রী দেখিলেন যে, শিশুটির জীবনের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই। তখন তাহাকে জীবিত করিবার জন্য সকলে যত্ন করিতে লাগিলেন। একটু পরে শিশুটির নিশ্বাস পড়িতে লাগিল দেখিয়া সকলে আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শিশুর শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক বড়, কারণ ইনি ত্রয়োদশ মাস গর্ভে ছিলেন। বর্ণ একেবারে কাঁচা সোণার ন্যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীহট্টীয়গণ যে পাড়ায় বাস করিতেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সেই পাড়ায় গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই পাড়ায় শ্রীমুরারী গুপ্ত বৈদ্যের বাস ছিল। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন মুরারীর বয়স আন্দাজ পোনর বৎসর। এই মুরারী গুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা লিখিত হয় এবং ঐ গ্রন্থকে মুরারী গুপ্তের কড়চা বলে। অনন্ত-সংহিতা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে ও মুরারীর কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গের

আদি-লীলা লিখিত। জগন্নাথ, পুত্রের নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও বয়স্যগণ তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতেন, কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন। আর পরিশেষে সেই নামে তিনি নবদ্বীপে সর্ব্ব সাধারণের নিকট বিখ্যাত হন। তাঁহার সূতিকা গৃহ নিম্ব বৃক্ষ তলে ছিল বলিয়া এই নামের সৃষ্টি হয়, কি নিম্ব তিত, নিমাইকে যমের নিকট তিত করিবার নিমিত্ত তাহার জননী তাহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন, তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। উপবীত কালে, তাঁহার আর একটি নাম হয় "গৌরহরি।" তাহার বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে। ভক্তগণ তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ, কি গৌর নাম রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার সর্ব্ব শেষের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

এই যে শিশুটি শচী জগন্নাথ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ইঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অন্য শিশুর ন্যায় নহে। প্রথমত যেরূপ বয়স, তাহা অপেক্ষা শরীর অনেক বড়। সেই শরীরে রোগ মাত্র নাই; আর শিশু এরূপ বলবান ও চঞ্চল যে নারীগণ কোলে করিয়া রাখিতে পারেন না। শিশুর আর একটি প্রকৃতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শিশু স্বভাবে যখন রোদন করে, তখন হরি নাম শুনিলেই চুপ করে। অন্য রমণীর কোলে আঙ্গিনায় নিমাই রোদন করিতেছে, শচীরাণী ঘরে রন্ধন করিতেছেন। রমণী নিমাইকে থামাইতে পারিতেছেন না, তখন শচী তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুই হরি হরি বল ছেলে থামিবে এখন।" বাস্তবিক তাহাই হইত। রোরুদ্যমান শিশু সঙ্গীত যন্ত্রের ধ্বনি শুনিলে যেরূপ চুপ করে, হরি নাম শুনিলেই রোরুদ্যমান নিমাই সেইরূপ অমনি চুপ করিত। এদিকে নিমাই কোলে থাকিবে না, নামিয়া পড়িবে। তখন হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে। কোল হইতে নামিয়াই জানুযোগে দ্রুত গতিতে চলিবে। অন্যমনস্ক হইলেই কোথায় পালাবে ঠিকানা নাই। এই জন্য নিমাইকে আঙ্গিনায় নামাইয়া প্রতিক্ষণ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। একটু ফাঁক পাইলেই নিমাই আঙ্গিনা ছাড়িয়া রাজপথে উপস্থিত, কি নিমাই গঙ্গামুখে চলিল, আর তখন যদি দেখিল, তাহাকে কেহ ধরিতে আসিতেছে, তখন জানু পাতিয়া দ্রুতবেগে পলাইবে। এই রূপ নিমাই যখন হামাগুড়ি দিয়া

চলিত, তখন তাহার এক অপূর্ব্ব শোভা হইত। এই শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত শচী যাইয়া তাহাকে আঙ্গিনায় ছাড়িয়া দিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাড়াইয়া দর্শন করিতেন। পদ-কর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হাঁমাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচী বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভা সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘ নখ গলে॥
সোণার শিকলি পিঠে পাটের থোপনা॥
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥

নিমাই যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন তাহাকে লইয়া জগন্নাথ, শচী ও বিশ্বরূপ এবং আত্মীয় প্রতিবাসীগণ সকলেই শশব্যস্ত হইলেন। কোথা কোন দিক হইতে নিমাই ছুটিয়া পালাইবে, আর নগরে হারাইয়া যাইবে, সকলের এই ভয়। বিশেষত এক দিন নিমাই একটি সর্প ধরায়, তাঁহারা আর তাহাকে বিশ্বাস করিতেন না। আর এক দিন এইরূপে আর একটি বিপদ হয়।

এক দিবস মেঘমালী (শিব গীতা গ্রন্থ) নামক এক জন চৌর, শিশুটিকে এইরূপে পথে সহায়হীন ও স্বর্ণ আভরণে ভূষিত দেখিয়া, লোভ প্রযুক্ত তাহাকে লইয়া পলাইল। বাড়ীর সকলে হঠাৎ নিমাইকে না দেখিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কত শত লোক পথ দিয়া যাইতেছে, কে কাহাকে তল্লাস করে? নিমাইয়ের উদ্দেশ না পাইয়া সকলে যখন চিন্তা সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, তখনি নিমাই দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া পিতার কোলে উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, কে এক জন তাঁহাকে নিয়া গিয়াছিল, আর সেই রাখিয়া গেল। এই মেঘমালীর কথা এখন শ্রবণ করুন। এই দস্যু নিমাইকে স্কন্ধে করিবা মাত্র নিমাইয়ের প্রতি তাহার গাঢ় স্নেহ ও আকর্ষণ হইল। এই শিশুটিকে বধ করিতে হইবে, এই কথা

মনে করিয়া তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। তখন সে কিরূপ নৃশংস ও দুরাচার তাহা মনে বুঝিতে লাগিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে প্রথমে নিমাইকে দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল, পরে তাহার হৃদয়ে ঔদাস্যের উদয় হইল, ও সেইক্ষণ হইতে মেষমালী সংসার ত্যাগ করিয়া পরম সাধু হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিশুটির আকৃতি মনুষ্যের মত হইলেও, ঠিক অন্যান্য শিশুর মত ছিল না। মনুষ্যের এরূপ নির্ম্মল গলিত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ হয়, ইহা কবিগণ বর্ণনা করিতেন বটে, কিন্তু এই শিশুতেই প্রথমে সকলে উহা প্রত্যক্ষ করিলেন। হস্ততল ও পদতল যেন হিঙ্গুল দ্বারা রঞ্জিত। যখন আঙ্গিনা দিয়া শিশুটি হাঁটিয়া যাইত, তখন বোধ হইত যেন পদতল দিয়া শোণিত ক্ষরিয়া পড়িতেছে। অঙ্গের গঠন সুঠাম। প্রতি অঙ্গের চলন, প্রতি অঙ্গের গতি, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হাসি ও কথা—সমুদায়ই লাবণ্যময়। প্রফুল্ল বদন যেন কুঁদে কাটা, একেবারে দোষশূন্য। ঠোঁট দুখানি বিম্বের মত। কিন্তু বোধ হয়, নয়ন দুটিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের এরূপ আঁখি হইতে পারে, ইহা শিশুকে দেখিবার পূর্ব্বে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। নয়ন দুটি পদ্মদলের ন্যায় দীঘল ছাঁদের, তাহাতে ঈষৎ রক্ত বর্ণের আভা প্রকাশ পাইতেছে। যেন তাহার মধ্যে মকরন্দ টল মল করিতেছে। শিশুটি যাহার প্রতি চাহিত, তাহারই চিত্ত তদ্দণ্ডে হরণ করিয়া লইত। তাহাকে যে দেখিত, তাহারই মনে কি একটি নূতন ভাবের উদয় হইত। সে ভাবটি এই যে,—এইটি কি মনুষ্য শিশু, না দেব শিশু?

নিমাইয়ের আর একটি অপ্রাকৃতিক গুণ দেখা যাইত, তাহাকে কোলে লইলে শরীর আনন্দে পুলকিত হইত। কি পুরুষ কি নারী নিমাইকে কোলে করিলে, আর ছাড়িতে চাহিতেন না। সুতরাং শচী আর পুত্রকে কোলে করিবার বড় একটা অবকাশ পাইতেন না।

ইহা ব্যতীত শিশুর জন্ম হইতেই শচী জগন্নাথ ও অন্যান্য নিজজনে অনেকরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে লাগিলেন। শিশু যখন নিদ্রা যাইতেছে, তখন কেহ দেখিল, যে তাহার হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় কি জ্বলিতেছে। কখন দেখিল সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুৎ দ্বারা আবৃত। আবার কখন শচীদেবী গৃহ

মধ্যে বহুতর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তখন ভয় পাইয়া জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিলেন। কখন ভাবিতেন এ সব চোর, আবার কখন ভাবিতেন ডাকিনী। ডাকিনী ভাবিয়া শচীদেবী পুত্রের মাথায় রক্ষা বান্ধিয়া দিতেন, ও সর্ব্বাঙ্গে থুথু দিয়া মন্ত্র পড়িয়া পুত্রের প্রতি অঙ্গ জনার্দ্দনকে সঁপিয়া দিতেন।

এক দিবস রজনী যোগে শচীর কোলে শিশু ঘুমাইয়া আছে, শচীদেবী দেখেন কি যে নানাবিধ আলোর মানুষ তাঁহার পুত্রকে ঘেরিয়া কি করিতেছেন। এই রূপ অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে দেখিয়া দেবীর তখন একটু সাহস হইয়াছে, তিনি তখন ব্যস্ত হইয়া নিমাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার পিতার ঘরে যাইয়া শুইয়া থাক।" মনের ভাব এই, পিতার কাছে শুইলে পুত্রের বিপদ হইবে না। আর জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, যে নিমাই তাঁহার ঘরে যাইতেছে, তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া যান। নিমাই মায়ের কথা শুনিয়া আঙ্গিনা দিয়া তাঁহার পিতার ঘরে যাইতেছেন, এমন সময় শচী অতি মধুর নূপুরধ্বনি শুনিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের কাছে চলিলেন, ও দেখিলেন জগন্নাথ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে লইতে আসিতেছেন। এরূপে উভয়েই পুত্রের শূন্য পায়ে অতি মধুর নূপুরধ্বনি শুনিলেন। পরে নিমাইকে ঘুম পাড়াইয়া দুজনে পুত্রের কথা কহিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, এ পুত্রের দেহে গোপাল বিরাজ করেন। বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত শচী ইহাতে আপনাকে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত মনে না করিয়া বলিতেছেন, "যিনিই থাকুন, যেন আমার পুত্রের কোন অমঙ্গল না হয়।"

গৃহের ভিতর যাহাই হউক, যখন নিমাই খেলা করে, তখন ঠিক সামান্য বালকের মত। নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত। যদিও তাঁহার পিতা তাঁহার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু লেখা পড়ায় শিশুর কিছু মাত্র মন ছিল না। বয়স্য শিশুদের সঙ্গে মিলিয়া নিমাই সমস্ত দিন খেলায় মত্ত থাকায় শচী অনেক সময় দুঃখ পাইতেন। যশোদা যেমন নীলমণিকে সাজাইতেন, সেইরূপে শচী নিমাইকে সাজাইয়া ছাড়িয়া দিতেন, অমনি নিমাই খেলায় মাতিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিত। শচী ধরিয়া অঙ্গ মুছাইয়া

দিতেন, কিন্তু চঞ্চল নিমাই তদ্দণ্ডে আবার যাহা তাহাই হইত। খেলার মত্ততায় নিমাইয়ের ক্ষুধা বোধ নাই, রৌদ্র জ্ঞান নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, রৌদ্রে বদন ঘামিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতেছে, শচী অনেক তল্লাসে নিমাইয়ের লাগ পাইয়া এই রূপ দেখিয়া বলিতেছেন, "আমার অবোধ পুত্র! তোর কি ক্ষুধাও লাগে না? রৌদ্রে তোর সোণার অঙ্গ কালী হইল, তোর কবে জ্ঞান হবে!" কিন্তু নিমাই খেলা ফেলিয়া আসিবে না। তখন কোন দিন শচী জোর করিয়া আনিতেন; আর কোন দিন মা ধরিতে আসিতেছেন দেখিয়া নিমাই পলাইত। নিমাই পালাইলে ধরেন, শচী দেবীর এমন সাধ্য ছিল না। তখন শচী দেবী কান্দিতেন, আর মায়ের চোখে জল দেখিলে অত্যন্ত কাতর হইয়া নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের গলা ধরিত।

সন্ধ্যা হইলে, নিমাইয়ের ঘুমাইবার পুর্ব্বে ক্ষণেক কাল শচী আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। সেই সময় নিমাইকে লইয়া তিনি খেলা করিতেন, ও নিমাই মায়ের সঙ্গে খেলা করিত।

ঐ সময়ের লোক, পদকর্ত্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষ, নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে খেলা এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশু রূপ দেখি এই জগমন লোভা॥

আবার চৈতন্যমঙ্গলে :—

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে খটী করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥

শচী মার স্তন যুগে দু পা রাখিয়া।
সোণার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে॥

এক দিবস নিমাইচাঁদ এক কুকুরের ছানা বাড়ী আনিয়া উপস্থিত। সেটিকে পিঁড়ায় তুলিয়া দড়ি দিয়া বান্ধিয়া রাখিলেন। অতি শুদ্ধা শচী দেবী পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া কুকুরের ছানা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত নিমাইকে অনুনয় ও তাড়না করিলেন। কিন্তু নিমাই কোন ক্রমেই শুনিল না। যাহা হউক, নিমাইয়ের অগোচরে তাহার মাতা সেই কুকুর ছানা ছাড়িয়া দিলেন। এমন সময়ে নিমাইয়ের একটী বয়স্য দৌড়িয়া তাহাকে সংবাদ দিল, যে তাহার মা তাহার কুকুর ছানা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ কথা নিমাইচাঁদ শুনিয়া বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল যে সত্যই কুকুর ছানা নাই। তখন নিমাই ক্রোধে ও দুঃখে রোদন করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শচীদেবী আর একটি ভাল ছানা আনিয়া দিব বলিয়া, এবং অনেক যত্ন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এই খানে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তুমি এ কুকুরের ছানার কথা কেন লেখ? উত্তর এই যে, যাঁহারা নিমাইচাঁদকে গোলকপতি ভাবেন, তাঁহারা সেই পরম বস্তু, কুক্কুর শাবকের নিমিত্ত ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, মনে করিয়া একটি অতি মধুর রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। আর, পাঠক! নিমাইচাঁদের সহিত আর একটু পরিচয় হইলে, তুমিও, সম্ভবত, এ সমুদায় কাহিনী মনে করিতে সুখ পাইবে।

শ্রীনিমাইচাঁদের আর একটি অপ্রাকৃতিক শক্তি ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শচীর অগ্রে নাচিবার সময়, নিমাই মধুর অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিত। কিন্তু নিমাই শুধু শচীর আগেই এরূপ নাচিত এমন নহে। তাহার মধুর নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত পাড়ার সকলে যত্ন করিত, ও নাচাইবার নিমিত্ত সন্দেশ কলা দিত। নিমাই এক হাতে সন্দেশ ও এক হাতে কদলী করিয়া বাহু তুলিয়া এমন নাচিত যে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। বোধ হইত, যেন নিমাই আপনি নাচিতেছে না, কে তাহাকে নাচাইতেছে। নৃত্য দেখিলে নিমাই যে স্ববশে নাই, তাহা স্পষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য কথা এই যে, সেই শিশুর নৃত্য দেখিলে দর্শকের সংসারে

ঔদাস্য উদয় হইত, মন আর্দ্র হইত, ভক্তিতে শরীর পুলকিত হইত, আর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ এরূপ খেলিত, যে আনন্দাশ্রু পড়িত, এমন কি যাঁহারা দেখিতেন, তাঁহাদেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে ইচ্ছা করিত, তবে লজ্জায় নাচিতে পারিতেন না।

নৃত্য অঙ্গ ভঙ্গি মাত্র, তাহাতে এত শক্তি কেন? অন্য এক জন অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে তাহাতে দর্শকের সুখ কেন উদয় হয়? নৃত্য কি অদ্ভুত বিদ্যা! ইহার শাস্ত্রও আছে। নৃত্যের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা বালক নিমাই দেখাইতেন। চারি বৎসরের শিশু, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। শরীরে কখন রোগ হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, বদন যেন পুর্ণিমার চাঁদ, বর্ণ যেন সোণ কুসুমের ন্যায়। হৃদয় প্রশস্ত, কটি ক্ষীণ, শচী আঁটিয়া ঝাপড় পরাইয়া দিয়াছেন। আবার মুখ খানি মুছিয়া উহা অলকাবৃত করিয়াছেন। কেশ সংস্কার করিয়া মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিয়াছেন, আর সেই চূড়ায় সুবর্ণ ফুল ঝুলিতেছে। নিমাই শচীর আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে। আর শচী ও অন্যান্য রমণীগণ হাতে তালি দিতেছেন। নিমাই দুলিতেছে, আর রমণীগণের হৃদয় দুলিতেছে। নিমাই নাচিতেছে, আর তাহাদের হৃদয় নাচিতেছে। দেখিতে দেখিতে দর্শকগণের নয়নে আনন্দাশ্রু আইল, বাহ্যদৃষ্টি একটু কমিয়া গেল, তখন দেখিতেছেন যেন শচীর আঙ্গিনায় একটি অপরূপ সোণার পুতুল নাচিতেছে। ইহাতে জগত সুখময় বোধ হইতেছে, আর মনে কি বোধ হইতেছে, না, শ্রীভগবান পূর্ণানন্দ, তাঁহার রাজ্য সদানন্দ, ও তাহার সাক্ষী—নিমাইচাঁদ।

এই রূপে নিমাই কখন বয়স্যের মধ্যে আপনি আপনি নৃত্য করিত। নিমাইকে মুখে হরি বোল বলিয়া, দুই বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া, বয়স্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া হাতে তালি দিত। পরে তাহারাও উন্মত্ত হইয়া "হরি বোল" বলিয়া নৃত্য করিত। যথা বাসু ঘোষের পদ :—

কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া॥
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া॥

কখন নিমাই নাচিতে নাচিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিত, আবার সেই সঙ্গে বয়স্যের মধ্যেও কেহ কেহ বা ঐ রূপে ধূলায় গড়াগড়ি দিত। যাহার উন্মত্ততা কিছু কম আছে, নিমাই এরূপ বয়স্যকে স্পর্শ কি আলিঙ্গন করিলে সেও, কেন কি জানি, তদ্দণ্ডে উন্মত্ত হইত। এই রূপে মুখে "হরি বোল" ধ্বনি শুনিলে শচী তখনি বুঝিতেন যে এ নিমাইয়ের কায, আর দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া কোলে করিয়া, অঙ্গ মুছাইতে মুছাইতে বাড়ী নিয়া যাইতেন।

এক দিনকার এই রূপ নৃত্য কিছু বড় রকমের হয়। তখন নিমাইয়ের বয়ঃক্রম আন্দাজ চারি বৎসর। এই ঘটনাটি আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস, প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, কবিতায় যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখানে দিলাম :—

সব শিশু মেলি গলে বনমালা পরেছে।
করতালি দিয়া হরি হরি বলে নাচিছে ॥ ধ্রু ॥
শিশু ধরি কোলে নিমাই আধ বোলে
বলে বোল হরি বোল।
আলিঙ্গন পেয়ে উঠয়ে মাতিয়ে
নাচে বলে হরি বোল ॥
মাঝে গড়ি যায়, নিমাই ধূলায়,
হরি বোলে উভরায়।
নিমায়েরে ঘিরি, কর ধরাধরি
নাচিয়া নাচিয়া যায় ॥
বৃদ্ধ গরবিত প্রবীন পণ্ডিত
পথে যায় সেই কালে।
হাঁসিবার মন উলটা ঘটন
সাজাইল সেই দলে ॥
শিশু বৃদ্ধ সনে আবিষ্ট হইয়া
নাচে আর হরি বলে।

"একটু পরে মেজ দাদা গুন্ গুন্ করিয়া একটি গীত গাইতে লাগিলেন। গীতটীর সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন ছিল না। সেই গীতটী আমার হৃদয় কোমল, ও শ্রবণ তৃপ্তি করিতে লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মদ্য বিশেষ। ভক্তের শুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিলেই জীব মাত্রের হৃদয় স্পর্শ করে।

"মেজ দাদা গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে যেন শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন। আমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে উহা আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, ও ক্রমে অস্থির করিতে লাগিল। সেই গুন্ গুন্ স্বরটী শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল,—অদ্যাপি আছে।

"মেজ দাদা যে গীতটী গাইতেছিলেন, তাহা আমি পরে শিখিয়াছিলাম। সে গীতটী তাঁহার নিজের কৃত। সেটী এই :—

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধুলায় পড়িল গোরা।
ধুলায় ধুসরিত অঙ্গ, দুনয়নে বহে ধারা॥
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনোচোরা॥
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি আমার প্রাণধন, তুমি আমার নয়ন তারা॥

"শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাঘটিত গীত পূর্ব্বে মহাজনগণে কিছু কিছু প্রস্তুত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রথা আবার মেজ দাদা কর্তৃক সৃষ্টি হইল। এখন এই উপরি-উক্ত আদি গীতটী দেখা দেখি কত শত গৌরাঙ্গ-লীলাঘটিত পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

"সে যাহা হউক, পর দিবস মেজ দাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই করুণ স্বর টুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল। মেজ দাদা বাড়ী যাইয়া আমাকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, 'শিশির! আমি জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও নাই।'

"মেজ দাদার এই পত্রে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ, আমি বুঝিলাম যে, মেজ দাদা যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা সমুদায় ন্যায্য। আমি আগেও বুঝিয়াছিলাম, তখন আরো বুঝিলাম যে, আমি বৃথা জ্ঞানের কথা বলিয়া মেজ দাদার হৃদয়ে বড় কষ্ট দিয়াছি। তখন হৃদয় মাঝারে সেই গুন্ গুন্ শব্দটী আরো যেন কান্দিয়া উঠিল।

"তখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয় বস্তু, মেজ দাদা আমার প্রিয় বস্তু। এ উভয়ের অনুরোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু জানা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেও গৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম, আর শুনিয়া উহার প্রতি বড় লোভ জন্মিয়াছিল। যখনই গৌরাঙ্গ লীলা শুনিতাম তখনই উহা আমার নিকট মধু হইতেও মধু লাগিত।

"আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজ দাদার পত্রের উত্তর দিলাম। মেজ দাদাকে যাহা লিখিলাম তাহার ভাবার্থ এই যে, 'এবার তুমি আমার সঙ্গে যে দুঃখ পাইয়াছ, অন্য বারে আমি তাহা দূর করিব। বিচিত্র কি হয়ত আমিও হরি বোলা হইব।'

"শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ খানি আসিল। আমি উহার প্যাকেট খুলিলাম। পুস্তক খানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেমন করে আমার অঙ্গ দিয়া যেন একটি আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। পিপাসাতুরের জল পান করিয়া যেরূপ অঙ্গ শীতল হয়, আমার পুস্তক খানি স্পর্শ করিয়া সেইরূপ তাপিত হৃদয় শীতল হইল। আমি চৈতন্যভাগবত অল্প অল্প করিয়া পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি কেন, না, অতি অল্পেই আমার উদর ভরিয়া যাইতে লাগিল।

"মেজ দাদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন, ও আবিষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিতেন। সে সমুদায় পত্র গুলি যেন তাঁহার হৃদয়ে কে প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। আমি সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশ গুলি বড় মান্য করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মেজ দাদাকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম যে পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে আর তাঁহাকে দুঃখ দিব না। সেই পত্রের উত্তর আসিল।

"তখন বিকাল বেলা, প্রায় ছটার সময়। আমি ঘরে একলা আছি। আমার ঘরের মেঝে বাঁশের চাঁচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজ দাদার পত্র খানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার ভাবার্থ এই :—'শিশির! কোন দেবতা, আমি তাঁহাকে চিনি না, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে তোমার কনিষ্ঠ শিশির ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। ঐ দেহ দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্য্য সাধন করিবেন।'

"এই পত্র খানি পড়িয়া আমি সেই চাঁচের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

"একটু পরে উঠিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমি উপরে এই মাত্র বলিয়াছি যে, মেজদাদা এরূপ আবিষ্ট হইয়া যে উপদেশ গুলি আমাকে পাঠাইতেন আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম। মেজ দাদার পত্রে সুতরাং যাহা লেখা ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিলাম। 'এ আবার শ্রীভগবানের কি লীলা? প্রেম-ভক্তি প্রচারের কি আর দেহ মিলিল না? আমি কঠিন, কর্কশ, ভক্তিশূন্য, রাজনীতি লইয়া বিব্রত। ইংরাজী পড়িয়া এক প্রকার নাস্তিক হইয়াছি।' আবার ভাবিলাম, 'আমা দ্বারা শ্রীভগবান প্রেম-ভক্তি প্রচারের কার্য্য করিবেন তা তাঁহার বিচিত্র কি? তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ধের দিব্য চক্ষু হয়। তাঁহার ইচ্ছা হইলে এই পাষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর হইবে তাহার বিচিত্র কি?'

"আমার এখন বোধ হয় যে সেই পত্র খানি দ্বারা মেজ দাদা মহাশয় আমাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

"আমি তখন অতি কাতর ভাবে করযোড়ে শ্রীভগবানকে নিবেদন করিলাম যে, 'ভগবান! যদি তুমি অসাধনে, কেবল আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া, নিজ গুণে, আমার প্রতি এরূপ কৃপা কর, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি, যথা সাধ্য, সরল মনে, তোমার চরণ ভজন ও জগতে তোমার গুণগান করিব।'

উপরের প্রস্তাবটী গত এই চৈত্রের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত

হয়। মেজ দাদা! তুমি আবিষ্ট হইয়া পত্রে আমাকে যাহা যাহা লিখিয়াছিলে তাহা আমি লজ্জা ক্রমে সব প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আমি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা লিখিব কি তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, ইহা যখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তখনই তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে আমার ভাগ্যে সে ফল লেখা আছে। সেই তোমার শ্রীমুখের বাক্য এখন সফল হইতেছে। অতএব তোমার কনিষ্ঠের এ পরিশ্রমের ধন আর কাহাকে দিব? তুমিই গ্রহণ কর।

তুমি যদি এই জড় জগতে এখন থাকিতে, তবে এই গ্রন্থের প্রতি আখর লইয়া আমার সহিত বিচার করিতে। তুমি আমি দুজনে একেত্র হইয়া ভজন করিতাম। এখন তুমি নাই, কাযেই ব্যথার ব্যথিত নাই, আমার ভজনও নাই। যখন হৃদয় শুষ্ক হইত, তখন তোমার মুখ পানে চাহিলেই আমার রসের উদয় হইত। এখন আমার সে সম্পত্তি কিছুই নাই। একে রোগে জীর্ণ শীর্ণ দেহ, তাহাতে তোমার বিরহে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু যে আমি লিখিতেছি, তাহার কারণ যে আমি আর এ জগতে এরূপ একটি কার্য্য ব্যতীত কিরূপে সময় যাপন করিব?

এই গ্রন্থ লিখিবার সময় তুমি এ জগতে ছিলে না, কাজেই আমার এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সমুদায় কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই, তাহা এখন বলিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত কি ভগবান তাহা লইয়া বিচার করিবার এখানে আবশুক নাই। যে জন অন্তরের সহিত শ্রীভগবানকে করুণাময় বলেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের অবতার অসম্ভব নয়। যাঁহারা মুখে তাঁহাকে করুণাময় বলেন, মনে মনে ভাবেন যে এ ক্ষুদ্র নরসমাজে তিনি আসিবেন কেন, তাঁহারা অবশ্য অবতার মানিতে পারেন না। যাঁহারা মনের সহিত বিশ্বাস করেন যে শ্রীভগবান প্রকৃতই দয়াল, তাঁহাদের এ কথা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া থাকেন? বিশেষতঃ তাঁহার সহিত যদি মিলন প্রয়োজন হয়, তবে যখন আমরা তাঁহার মত বড় হইতে পারি না, কি আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না, তখন তাঁহারই আমাদের মত ছোট হইয়া আমাদের স্থানে আসিতে হয়।

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন তাঁহারা তাঁহার লীলা পড়িয়া সম্ভবতঃ এই তিনটী কথা বুঝিতে পারিবেন যেঃ—

[১] শ্রীভগবান আছেন।

[২] তিনি গুণেরনিধি।

[৩] তাঁহাকে পাওয়া যায়।

এ তিনটী বিশ্বাস যাঁহার আছে তাঁহার আর দুঃখ থাকিল না।

জগতে যত গুলি অবতার উদয় হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া পুজিত। অতএব তাঁহার লীলা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালি মাত্রের। আর জগতে যত যত অবতার উদয় হইয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল গৌরলীলাই প্রমাণের আয়ত্ব। ঐ লীলা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধুগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থে যে লীলা সন্নিবেশিত করিলাম উহা প্রামাণিক গ্রন্থ ও মহাজনের পদ হইতে গৃহীত হইল। অল্প দুই একটী লীলা জনশ্রুতি হইতেও লওয়া

প্রামাণিক গ্রন্থে সূত্ররূপে যে সমস্ত লীলা সংক্ষেপে লেখা আছে, আমি তাহা বিস্তার করিয়াছি। তবে এই বিস্তার কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া করি নাই। লীলা গুলি পরিস্কাররূপে দেখাইবার জন্য এইরূপ মাঝে মাঝে করিতে হইয়াছে। যেখানে কোন লীলা সূত্র দেখিয়া না বুঝিতে পারিয়াছি সেখানে অন্যান্য গ্রন্থের ও লীলা দ্বারা উহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাও যেখানে না পারিয়াছি সেখানে কাতর হইয়া ভগবানের পুজা করিয়াছি। এইরূপে কাতর হইয়া নিবেদন করিতে করিতে আমার মনে যেরূপ লীলা স্ফূরিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছি। পাঠকের পড়িতে রস ভঙ্গ হইবে বলিয়া আমি কথায় কথায় প্রমাণ দেখাইয়া দেই নাই।

প্রথম খণ্ডে আমি রস বিস্তারের চেষ্টা করি নাই ও লীলা গুলি কিছু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহার কারণ, যে রস শাস্ত্রের নিয়ম এই যে রস বিস্তার ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। একেবারে রস প্রস্ফুটিত করিলে উহা

কেহ আস্বাদ করিতে পারেন না। অনেক সময় অনিষ্টও হয়। যেমন অগ্রে তিক্ত খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া শেষে পায়স খাইতে হয়, অগ্রেই পায়স খাইতে নাই, রসাস্বাদের নিয়মও সেইরূপ। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস বিস্তারের প্রাণ পণ চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ প্রভুর আদি লীলা বিস্তার করিয়া বর্ণিত নাই। প্রকৃত কথা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড না পড়িলে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ, কি তাঁহার ধর্ম্মকে, সম্যকরূপে আস্বাদন কবিতে পারিবেন না। যিনি গৌরলীলা রসে সাঁতার দিতে চাহেন, তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ইহা লইয়া আমি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু বিচার করি নাই। তবে যাহারা তাঁহার পূর্ণ ভক্ত নহেন তাঁহাদের নিমিত্ত তাহাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। সম্ভবতঃ সেই নিমিত্ত দুই এক স্থানে গৌরভক্তগণের কিছু কিছু ক্লেশ হইতে পারে। কিন্তু সীতাকে যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন হনুমান প্রভৃতি ভক্তগণের একবারও এ সন্দেহ হয় না যে জনক দুহিতা এ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।

হে গৌরভক্তগণ! শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্তু। যিনি যত পরীক্ষা করুন না কেন, সত্য বস্তুর তাহাতে ভয় কি? সোণা যত অগ্নিতে দগ্ধ কর ততই নির্ম্মল হইবে। গৌরলীলা লইয়া যিনি যত চর্চ্চা করিবেন, ততই তিনি শ্রীগৌর চরণে আকৃষ্ট হইবেন।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

উনবিংশ অধ্যায়।

লজ্জা নাহি করে সুখে নৃত্য করে
ঊর্দ্ধ দুই বাহু তুলে॥
কলসী লইয়া নাগরিয়াগণ
নাচিবারে মন ধায়।
দাঁড়াইয়া দেখে জল বহে চোখে
দারুণ কুলের দায়॥
হরি ধ্বনি শুনি বুঝিলেন আই
এ সব নিমাই কর্ম্ম।
ধাইয়া আইল ভৎর্সিতে লাগিল
"এই কি তোদের ধর্ম্ম ?"
খেপা ছেলে পেয়ে পাগল করিয়া
পাইছ মনেতে সুখ।
এক পুত্র এই আর মোর নাই
বুঝ না পরের দুঃখ॥
ভৎর্সনা শুনিল চেতন পাইল
বিজ্ঞ জন ভাবে মনে।
একি অকস্মাৎ কি ভাব হইল
মতিচ্ছন্ন হল কেনে॥
ঘরে গেল আই পুত্র কোলে করি
বনমালা গলে দোলে।
আই কোল হতে আনন্দিত চিতে
বলাই লইল কোলে॥

শচীর মনে বিশ্বাস যে তাঁহার পুত্র খুব ভাল, তবে কুলোকে, কি দুষ্ট বয়স্যগণ, তাহাকে পাগল করে। নিশি যোগে নিমাইকে ঘুম পাড়াইতেছেন, নিমাই ঘুমাইতেছে না। নিমাই ক্রমে মায়ের বুকের উপর উঠিয়া দুই স্তনে পা দিয়া ও মায়ের হাত ধরিয়া দুলিতে লাগিল। শচী বলিতেছেন, বাপ! পাগলামী করিস্ কেন? তুই কি আমার পাগল?

নিমাই বলিতেছে, মা কেবল আমিই পাগল না, আর আমি ছাড়া সবাই পাগল। এই রূপে মাঝে মাঝে পুত্রের মুখে পাকা পাকা কথা শুনিয়া শচী বিস্মিত হইতেন। অমনি শচী জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শুন শুন তোমার পাগল নিমাই বলে কি, বলে যে সে ছাড়া আর সকলে পাগল।"

আবার ননী না পাইয়া নিমাই রোদন করিত। আর ননী পাইয়া হাতে করিয়া নৃত্য করিত। লোচনের এই গীতটী তাহার সাক্ষী :—

দেখ দেখ আসি যত নদে-বাসী
আমার নিমাই চাঁদে॥
প্রভাতে উঠিয়া বসন ধরিয়া
ননী দে মা বলে কান্দে॥
পুরাণে শুনিল যা।
নয়নে দেখিল তা॥ ধুয়া॥
নাচিছে অঙ্গনে শিশুগণ সনে
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে
বাসনা পুরিল মোর॥

বয়স্ক বালকগণ লইয়া নিমাইর হরিকীর্ত্তন ও নৃত্য বাঁসু ঘোষ এই সুন্দর পদে বর্ণনা করিয়াছেন :—

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি, দেই করতালী,
হরি বোল হরি বোল বলিয়া॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোণার কাঁঠি।
সাধ করিয়া মায়ে পরায়েছ ধড়া গাছি আঁটি॥
সুন্দর চাচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ ভূরু কামধনু॥
রজত কাঞ্চন, নানা আভরণ,
অঙ্গে মনোহর সাজে।

রাতা উতপল, চরণ যুগল,
তুলিতে নূপুর বাজে ॥
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে,
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা, গোরা পরাণের পরাণি ॥

নিমাইয়ের বয়স তখন পাঁচ বৎসরও নয়। ক্রমে নিমাই গঙ্গাতীরে বালুকায় শিশুগণের সহিত খেলা করিতে লাগিল। পাঠে কিছু মাত্র মন নাই, পিতা মাতাকে ভয় নাই। এক দিবস, জগন্নাথ ক্রোধ করিয়া হাতে সাঁট লইয়া, পুত্রকে প্রহার করিতে গঙ্গাতীরে চলিলেন। শচী জগন্নাথের ক্রোধ দেখিয়া, এলোথেলো হইয়া পাছে পাছে নিমাইকে রক্ষা করিতে দৌড়িলেন। জগন্নাথের হাতে সাট দেখিয়া নিমাই জননীর কোলে লুকাইল। জগন্নাথ নিমাইকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শচীকে বলিতেছেন, "তুমি এ কে ছেড়ে দাও। তুমিত এ কে নষ্ট করিলে।" শচী বলিতেছেন, "তুমি কর কি? ছেলে ডরাইয়া মলো। লেখা পড়া করে কি হবে? দেখ না ভয়ে কাঁপিতেছে। ছি, হাতের ছড়ি ফেলিয়া দাও।" ইহা বলিয়া ছড়ি গাছি কাড়িয়া লইলেন। তখন জগন্নাথও যে জোর করিয়া ছড়ি ধরিয়া রাখিলেন তাহা নহে। নিমাই তখন একটু কাঁন্দিল। ইহা দেখিয়া জগন্নাথের আর ধৈর্য্য রহিল না। অমনি বাহু পসারিয়া নিমাইকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। আর বলিতেছেন, "আমি কি নিষ্ঠুর! নিমাইকে কান্দাইলাম?"

কাযেই নিমাই আর পড়িত না। কিন্তু তবু নিমাই পিতাকে একটু শঙ্কা করিত। মাতাকে শঙ্কার লেশ মাত্র ছিল না। দিবানিশি তাঁহাকে লইয়া যেন বুঝিয়া সুঝিয়া, খেলা করিত। নিমাইয়ের বয়স পাঁচ বৎসর, কিন্তু কোন কোন কার্য্যের দ্বারা এরূপ বুঝাইত যেন নিমাই সব বুঝে। তখন এই রূপ বোধ হইত যে, তাহার বাল্য চপলতা সমুদায় কপটতা, আর তাহার মাতার সহিত যত চপলতা করিত, সে সমুদায় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে।

শচী দেবার বড় শুচি বাই, এই নিমিত্ত নিমাই সর্ব্বদা জননীকে যন্ত্রণা দিত। যাহা ছুইলে দোষ, শচীকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাই স্পর্শ করিত, আর শচী হাহাকার করিতেন। আর ইহাই বলিয়া নিমাইকে তিরস্কার করিতেন, "তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, তোর আচার জ্ঞান হইল না?" এক দিবস নিমাই উচ্ছিষ্ট ও ত্যাজ্য হাঁড়ির উপর হাঁড়ি রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া। শচী এই কাণ্ড দেখিয়া পুত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, "তুই একেবারে মজাইলি, তোকে ব্রাহ্মণ পুত্র কে বলিবে?" তখন নিমাই চাঁদ অতি গম্ভীর হইয়া বলিতেছেন, "মা শুচি অশুচি মনের ভ্রম।"

এই রূপ ভাবের কথা শুনিয়া শচী বিস্মিত। তখন আর নিমাইকে পাঁচ বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইল না, যেন এক জন পরম জ্ঞানী পুরুষ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে শচীর বোধ হইল তিনি এক জন অবোধিনী রমণী ও নিমাই তাঁহার পরম উপদেষ্টা। আবার তদ্দণ্ডে নিমাইয়ের বাল্য চাপল্য দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলেন।

শচী সুবিধা পাইলেই নিমেষ হারা হইয়া নিমাইয়েব চন্দ্র মুখ দেখিতেন। কখন কখন নিমাই শচীর সেই ভাব দেখিয়া পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইত। মনের ভাব, আপনার মুখ জননীকে দেখিতে দিবে না। শচী ভাবিলেন, পুত্র অন্য মনস্ক হইয়া এরূপ করিতেছে, ইহাই ভাবিয়া, তিনি ধীরে ধীরে আবার আগে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই অমনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন শচী বুঝিলেন যে, তিনি যে নিমাইয়ের মুখ দেখিতে সতৃষ্ণ, আর উহা দেখিতেছেন, তাহা সে জানিতে পারিয়াছে, ও জানিতে পারিয়া দুষ্টামি করিয়া উহা দেখিতে দিতেছে না। তখন শচী রাগ করিতেন।

নিমাইয়ের বচন অতি মধুর, যখন দুই একটি কথা বলে, তখন যেন অমৃত বর্ষণ করে। শচীর ইচ্ছা করে যে নিমাই কথা বলে আর তিনি তাহাই বসিয়া শুনেন। নিমাইকে কথা কহাইবার নিমিত্ত কত ছল করিতেছেন। নিমাই জননীর মনের ভাব টের পাইয়া আর মোটে কথা কহিবে না! শচী বুঝিলেন যে, নিমাই বুঝিয়া তাঁহার সহিত দুষ্টামি করিতেছে। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "তুই এখনই আমার সহিত কথা কহিতে

চাহিতেছিস্ না, আমার শেষ কালে তুই আমাকে ভাত দিবি না।" নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন শচী বলিতেছেন, "তুই আমার সহিত কথা বলিস্ না। আমি মরে যাব, আর তুই পথে পথে মা মা করিয়া কাঁন্দিয়া বেড়াইবি।" নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন শচী ক্রোধ করিয়া হাতে সাট লইয়া পুত্রকে মারিতে উদ্যত হইলেন, ও নিমাই দৌড় মারিল। এই ঘটনা বলরাম দাস এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

মধুর বচন, নিমাই বদনে।
সাধ নাহি মিটে, বারে বারে শুনে॥
শচী মা জননী, বচন শুনিতে।
নিমাইর সনে, কত ছল পাতে॥
ধূরত নিমাই, জানিতে পারিয়া।
চুপ করি থাকে, উত্তর না দিয়া॥
"মুখ বুঁজে বাপ, রহিলে বা কেনে।"
নিমাই কহয়ে, "শুনিতে পাইনে॥"
চেঁচাইয়া শচী, কহে তবে কথা।
"কিছুই শুনিতে, পাই না গো মাতা॥"
আরো চেঁচাইয়া, শচী মা কহয়ে।
শুধু মাথা নাড়ে, কথা নাহি কহে॥
সে ভাব দেখিয়া, রুষিল মা আই।
ঠেঙ্গা হাতে দেখি, পালাল নিমাই॥
পাছে পাছে ধায়, ঠেঙ্গা হাতে করি।
নিমাই বসিল, যথা ঝুঁঠা হাড়ি॥
নিশ্চিন্ত হইয়া, তথা বসি রহে।
মাতা গালি দেয়, সে দিকে না চাহে॥
বাম করোপরে, নিজ গণ্ড রেখে।
ঘুন্ ঘুন্ করি, গাইতেছে সুখে॥
আড় চখে চাহে, মায়ে দেখি হাসে।
তাহা দেখি আই, অতিশয় রোষে॥

কিন্তু কি করিবে, ঝুটায় বসিয়া।
ধরিতে নারিয়া, বলিছে ডুরিয়া ॥
"এস বাপ ধন, মায়ে দুঃখ পায়।
ভালবাসা নাহি, তোমার হৃদয় ॥"
তখন নিমাই, ধাইয়া আসিল।
বাহু পসারিয়া, আই কোলে নিল ॥
ঝুটাতে নিমাই, বলাই ভাবিয়া।
ধরিতে নারিয়া, আছে দাঁড়াইয়া ॥

এই রূপে ক্রুদ্ধ হইয়া কখন কখন শচী পুত্রকে ধরিতে যাইতেন। কখন পুত্র দৌড়িয়া পলাইত, কখন আঁস্তাকুড়ে যাইয়া দাঁড়াইত, আর শচী সেখানে যাইতে পারিতেন না। কখন জননী ধরিতে আইলে অঙ্গে ভাত মাখিত। এই রূপে অশুচি অঙ্গে মাখিয়া পরিশেষে শচীকে তাড়াইত। শচী তখন হাতের ছড়ি ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারে খিল দিতেন।

আবার নিমাইয়ের যে সব খেলা তাহার প্রায় একটাও শচীর ভাল লাগিত না। কারণ এসব খেলায় নিমাইয়ের অঙ্গে ধূলা, রৌদ্রের তাপ, ও কখন কখন ব্যথা লাগিত। নিমাইয়ের এক খেলা বৃক্ষ পল্লব লইয়া বয়স্যের সহিত মারামারি। নিমাইয়ের অঙ্গে বয়স্যগণ পল্লবের বাড়ি মারে ইহা শচীর সহে না, কিন্তু নিমাইকে বাধ্য করিতে পারেন না।

যাহা হউক, শচী বুঝিলেন, তাঁহার পুত্র অন্যের পুত্রের মত নহে। হয় এ পাগল, বুদ্ধি মাত্র নাই, নয় কোন দেবাবিষ্ট। জগন্নাথের বাড়ীর নিকট জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত দুই জন ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল। কোন এক একাদশী দিনে নিমাই চাঁদ কান্দিতে লাগিল। নিমাই চাঁদ কান্দিলেই সকলে বড় ভয় পাইতেন, কারণ সে কান্দিতে আরম্ভ করিলে একটি বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইত। কান্দিবার সময় তাহার এত নয়ন জল পড়িত যে তাহা দেখিয়া সকলে ভীত হইতেন, কখন বা কান্দিতে কান্দিতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। কাযেই নিমাই কান্দিতে লাগিলে সকলে নানা যত্ন করিয়া থামাইতেন। সে দিবস হরি নামে নিমাই থামিল না।

তখন শচী কাতর ভাবে বলিলেন, "তুমি কান্দ কেন? তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব।" ইহাতে নিমাই বলিল যে সে হিরণ্যভাগবত ও জগদীশের বাড়ী যে একাদশীর নৈবেদ্য আছে তাহা যদি খাইতে পায় তবে আর সে কান্দিবে না।

ইহাতে সকলে জিব কাটিয়া বলিলেন যে ঠাকুরের দ্রব্য অমন করিয়া চাহিতে নাই, ঐ সব দ্রব্য বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইবে না, নিমাইয়ের জিদ, যে ঐ দুই ব্রাহ্মণের নৈবেদ্য চাই, নতুবা স্থির হইবে না।

এই কথা সেই দুই ব্রাহ্মণ শুনিলেন ও তাঁহারা দৌড়িয়া রহস্য দেখিতে আইলেন। তখন নিমাইকে দেখিয়া তাঁহাদের বোধ হইল যে এরূপ শিশুর এরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। ইহাকে পরম সুন্দর দেখিয়া, গোপাল এ দেহে বিরাজ করিতেছেন আর তিনিই নৈবেদ্য চাহিতেছেন, এইরূপ মনে দৃঢ় প্রত্যয় হওয়ায়, তাঁহাদের অঙ্গ পুলকিত হইল, ও তখন তাঁহারা দুই জনে গিয়া সমুদয় নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে দিয়া বলিলেন, "তুমিই গোপাল, তুমি খাইলেই গোপালের খাওয়া হইল।" তখন নিমাই সেই নৈবেদ্য লইয়া কতক খাইল, কতক ফেলিল, কতক বিলাইয়া দিল, আর কতক অঙ্গে মাখিল। শচী ভাবিতেছেন, তাঁহার পুত্রটী কি প্রকৃতই ক্ষেপা? তখন তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভগিনী আইলে তাহাকে বলিলেন যে, এমন সুন্দর ছেলে, এ কেন ক্ষেপা হইল, সেই নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাকে ডাকাইয়াছেন।

শচীর ভগিনী বলিলেন যে, তিনি আর কি অধিক বুদ্ধি দিবেন। পাড়ার দুই চারি জন বিজ্ঞ গৃহিণীকে ডাকাইয়া আনা হইল। তাঁহারা সকলে আসিয়া বসিলেন। সকলেই দিবানিশি শাস্ত্রালাপ শুনিতেছেন, শুনিয়া শুনিয়া, কিছু বুঝুন না বুঝুন, বুঝেন এরূপ সকলেরই অভিমান আছে। সকলেরই স্বামী পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহারাও ভাবেন তাঁহাদের পরামর্শ দিবার অধিকার আছে।

শচী আপনার দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন যে

তাঁহার পুত্রের অন্য ছেলের মত মায়া দয়া বেশ আছে, বুদ্ধিও বেশ আছে। ঘরের হাঁড়ি ভাঙ্গে বটে, সেও দোষ দিই না, কিন্তু দেবতা মানেনা, দেবতার দ্রব্য খাইতে চায়। উচ্ছিষ্ট মানে না, মুচিকে ছুইয়া দেয়। আবার নিষেধ করিলে বলে যে আমি দেবতা, আমি যদি অশুচি ছুঁই তবে সে শুচি হয়। এইরূপে নিমাইয়ের বহুতর দোষ কীর্ত্তন করিলেন।

তখন রমণীগণ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এরূপ পীড়া কত দিন হয়েছে?" শচী বলিলেন, "এক দিন নিশি যোগে ঘরে বহু আলোর মানুষ দেখিলাম, যেন নিমাইকে তাহারা লইয়া খেলা করিতেছে, আর সেই দিন হইতে যেন আরো চঞ্চল হইল।" ইহাতে বিজ্ঞ রমণীগণ বলিলেন, "এ নিতান্তই অপদেবতার কর্ম্ম।" এমন সময় নিমাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত, আর এই রমণী সভার যিনি সভাপতি তিনি নিমাইকে বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি ব্রাহ্মণের কুমার, পণ্ডিতের পুত্র, তুমি নাকি দেবতা মান না?" ইহাতে নিমাই মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিল, "আমি আবার কোন্ দেবতারে মানিব? আমারে সকলে মানিবে!"

তখন শচী বলিতেছেন, "ঐ শুন কি বলে! এই সব কথা শুনিয়া আমার ভয়ে প্রাণ শুখাইয়া যায়। সব দেবতা আমার মাথার মণি।" তখন শচী ঊর্দ্ধ মুখে ও কর যোড়ে দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমার উপর সদয় হইয়া আমার ক্ষেপা ছেলের অপরাধ লইও না।" ইহাই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞ রমণীগণ অনেক বিচারের পরে সাব্যস্ত করিলেন যে, এ সমুদয় অপদেবতার কর্ম্ম, অতএব একটী ভাল শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, আর যত্ন করিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে বাধ্য করিতে হইবে। ষষ্ঠীকে ভাল করিয়া পূজা করিলে তিনি পুত্রকে রক্ষা করিবেন।

শচী তাহাই সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু নিমাই যদি টের পায় তবে সমুদয় ষষ্ঠীরই দ্রব্য খাইয়া ফেলিবে। তাহা হইলে ষষ্ঠী তুষ্ট ত হইবেনই না, আরো উলটিয়া তাঁহার মাথা খাইবেন। শচী ইহাই ভাবিয়া অতি গোপনে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের আমি

বিস্তার করিব না; এই ষষ্টী পূজার কাহিনী ঘটিত বলরাম দাসের একটী কবিতা দিব, যথাঃ—

শচীর ষষ্টী পূজা।

বেলা বহু হল, পুত্র না আইল,
খেলা করে গঙ্গাতীরে।
হাতে সাট শচী, ধায় গঙ্গাতীরে,
পুত্র আনিবার তরে॥
হাতে সাট দেখি, নিমাই কুপিল,
ধেয়ে এল নিজ ঘরে।
যত ভাণ্ড ছিল, ক্রোধেতে ভাঙ্গিল,
ঘরের দ্রব্য ফেলে দূরে॥
পুত্র ব্যবহার, দেখিয়া জননী,
মুখে না নিঃসরে বাণী।
মলিন বদনে, চাহে পুত্র পানে,
নয়নে বহিছে পানি॥
জননী ক্রন্দন, দেখিয়া নিমাই,
নমিত বদনে কান্দে।
ভয় পেয়ে শচী, কোলেতে লইল,
মুছাইল মুখ চান্দে॥
যখন নিমাই, করয়ে ক্রন্দন,
শান্ত করা মহা দায়।
কখন কখন, কান্দিতে কান্দিতে,
ভূমে পড়ি মূরছয়॥
চরিত্র বিচিত্র, দেখি নিজ পুত্র,
ডাকি আনি নারী সবে।
শচী বলে দুঃখে, যুক্তি বল মোকে,
কিসে পুত্র ভাল হবে॥

এ হেন নন্দন, পাগল মতন,
ঝুটা মাখে নিজ গায়।
শাসন করিলে, ক্রোধ করি বলে,
মাগো তোর জ্ঞান নাই ॥
পণ্ডিতের নারী, সবে বড় জ্ঞানী,
শচীরে উপায় বলে।
ষষ্ঠী ঠাকুরাণী, পূজ পদ খানি,
ভাল হবে তোর ছেলে ॥
যুক্তি করি সার, ষষ্ঠী পূজিবার,
শচী আয়োজন করে।
নিমাই দেখিলে, ব্যাঘাত হইবে,
এই ভয়ে শচী মরে ॥
বাহিরে নিমাই, আনন্দে খেলিছে,
গুপ্ত পথে শচী যায়।
নৈবেদ্য লইয়া, আঁচলে ঝাঁপিয়া,
যায় আর পাছে চায় ॥
বহু দূর গেছে, শচী মা ভাবিছে,
নিমায়ে দিয়াছি ফাঁকি।
বলিতে বলিতে, নিমাই সম্মুখে,
বলে, “মা আঁচলে কি?”
বিপদে শচী মা, ডাকিছে গোঁসাই,
আজি পরিত্রাণ কর।
পুত্রেরে বুঝায়, “শুন বাপধন,
তুমি ফিরি যাও ঘর ॥”
নিমাই বলিছে, “আঁচলে কি আছে,
আগে দেখি পরে যাব।
খাবার লইয়া, চলিছ লুকাইয়া,
আমি উহা সব খাব ॥”

জিব কাটি শচী, "বলে বাপ ধন,
উহা ত বলিতে নাই।
পূজা করি আগে, যাইবার বেলা,
দিব সন্দেশ কলা খৈ॥"
"সে অনেক দেরি, এবে ভুখে মরি"
বলি নিমাই হাত দিয়া।
নৈবেদ্য লইয়া, চলিল ধাইয়া,
খায় মায়ে চেয়ে চেয়ে॥
শচী কোপে ভয়ে, কহিছে তনয়ে,
"বামুণের পুত্র তুই।
কি দুঃখ আমার, কি বলিব আর,
গঙ্গা প্রবেশিব মুই॥"
কহিছে নিমাই, "অবোধিনী তুই,
পুন মোরে দেহ গালি।
আমি যদি খাই, ষষ্ঠী তুষ্ট হয়,
সার কথা তোরে বলি॥"
"শুনিলে শুনিলে?" শচী তবে বলে,
যত সঙ্গী নারী প্রতি।
"শুনিলে শুনিলে, মোর ক্ষেপা ছেলে,
কি কথা করিল উক্তি?"
ষষ্ঠী কাছে গিয়া, শচী মা কান্দিয়া,
বলে "ক্ষম ক্ষেপা ছেলে।"
শচীর তরাসে, ষষ্ঠী মনে হাসে,
আনন্দে বলাই বলে॥

একথা বলা বাহুল্য নিমাইয়ের পীড়া যেরূপ হইয়াছিল সেই রূপই রহিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কিছু ভাল করিতে পারিলেন না। শান্তি স্বস্ত্যয়নেও কিছু হইল না।

মুরারি গুপ্তের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাড়ি শ্রীহট্টে, নবদ্বীপে বাস। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত সেই, ও নানা কারণে সৌহৃদ্য, ও উভয়ের এক পাড়ায় বাস। মুরারির বয়ঃক্রম আন্দাজ বিংশতি, পরম পণ্ডিত, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়েন, আবার চিকিৎসা-ব্যবসায়ও করেন। ঐ অল্প বয়সেই নবদ্বীপে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। চরিত্র নির্ম্মল, জীবে অতি দয়া; তবে যোগবাশিষ্ঠ পড়েন, আপনাকে ভগবানের সহিত অভেদ মানেন, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি মানেন না।

এক দিবস মুরারি, কয়েক জন বয়স্য সমভিব্যাহারে, যোগ বাশিষ্ঠের চর্চ্চা করিতে করিতে চলিতেছেন। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, হাত নাড়িতেছেন, মুখ নাড়িতেছেন, ও মাথা নাড়িতেছেন, অর্থাৎ বয়স্যগণকে মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত একান্ত চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় পশ্চাতে হাস্যরব শুনিতে পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখেন যে, তাঁহার গতি অঙ্গভঙ্গি ও কথা অনুকরণ করিয়া নিমাই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, আর বালকগণ তাই দেখিয়া হাসিতেছে। নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুরারির ক্রোধ হইল, কিন্তু অতীব গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া তিনি সহ্য করিয়া রহিলেন, এবং পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। নিমাইও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যাখ্যা অনুকরণ করিয়া হাত মুখ নাড়িতে লাগিল। ইহাতে বালকগণ আবার হাসিয়া উঠিল। এবার আর মুরারি সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিতেছেন, "জগন্নাথের একটি অকাল কুষ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, ইহাকে ভাল কে বলে ?" যাহা হউক, বলরাম দাসের নিকট আবার ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি উপরি উক্ত ঘটনাটি নিম্নোদ্ধৃত পদে বর্ণনা করিয়াছেন।

দামোদর পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা মতে মুরারি বৈদ্য বলিতেছেন ঃ—

বৈদ্য বলে শ্রীহট্টীয়া মিশ্র জগন্নাথ।
আমি শ্রীহট্টীয়া পিরীতি তাঁর সাথ॥
নূতন বয়েস মোর বিদ্যার গৌরব।
সর্ব্ব নবদ্বীপ ময় আমার সৌরভ॥
আপনাকে করি আমি জ্ঞানী অভিমানী।
বাশিষ্ঠ পড়িয়া ভক্তি আদৌ নাহি মানি॥

এক দিন কত জন বন্ধু সঙ্গে করি।
পথে যাই, জ্ঞান কই, হাত নাড়ি নাড়ি ॥
সেই পথে শচী সুত ধুলায় ধুসর।
শিশু সনে খেলা করে হয়ে দিগম্বর ॥
"সোহহং" বুঝাইতে যাইতে যাইতে।
শচী সুত মোর পিছে আসে ভেংচাইতে ॥
চলিছি, কহিছি, হাত নাড়িছি যেমন।
আসিতেছে শচী সুত করিয়া তেমন ॥
কটাক্ষে দেখিয়া কিছু না কনু বচন।
পুন ব্যাখ্যা করি আমি যোগ আর জ্ঞান ॥
যেই রূপ ব্যাখ্যা করি সেই মত করে।
যেন হাত মুখ নাড়ি সেই মত নাড়ে ॥
শিশুগণ হাসিতেছে দেখে ক্রোধ হ'ল।
"হাঁরে জগন্নাথ সুত কুষ্মাণ্ড অকাল ॥
"জগন্নাথ ঘরে দুরাচার এ জন্মেছে।
"বাপের আদরে ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িছে ॥"
ভ্রুকুটি করিয়া নিমাই বলে "যাও চলে।
"তোমা ভাল শিক্ষা দিব ভোজনের কালে ॥"
মধ্যাহ্ণে ভোজনে আমি এমন সময়।
অতীব গম্ভীর স্বরে ডাকে কে আমায় ॥
শুনিতে পুছিতে নিমাই আইল সম্মুখে।
আমি খাই তথা সেই দাঁড়াইয়া দেখে ॥
তার পর মোর থালে প্রস্রাব করিল।
"ছি ছি" বলি উঠি আমি বড় ক্রোধ হ'ল ॥
হেন কালে নিমাই মোরে চাহিয়া কহিল।
নয়নে আগুণ জ্বলে দেখে ভয় হ'ল ॥
"হাত আর মাথা নাড়া ছাড়হে মুরারি।
"জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজহে শ্রীহরি ॥

"জীব আর্ ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
"প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে ॥"
বলিয়া চকিতের মত কোথা চলে গেল।
ক্ষণেকের মত মোর অঙ্গ স্তব্ধ হল ॥
পুলকে ভরল অঙ্গ সে কথা শুনিয়া।
আনন্দে পুরিল অঙ্গ রাগ না হইয়া ॥
পাছে ধাই গেনু জগন্নাথ মিশ্র ঘরে।
প্রণামিনু শচী সুতে লোটাইয়া শিরে ॥
আমাকে দেখিয়ে তখন ধূর্ত্ত শিরোমণি।
জননী অঞ্চলে লুকাইল মুখ খানি ॥
জগন্নাথ বলে তুমি কি কায করিলে।
অকল্যাণ হবে মোর সুতে প্রণামিলে ?
তখন কহিনু মিশ্র কিছু দিন পরে।
জানিবে কে জন্মিয়াছে তোমার মন্দিরে ॥
ভোজন ব্যাঘাত ভাবি দাঁড়াইয়া ছিল।
দাঁড়াইবার হেতু বলাই ইহাই বুঝিল ॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই মুরারি গুপ্ত প্রভুর আদি লীলা বর্ণন করিয়াছেন। আর উপরের ঘটনা গুলি, তাঁহা কর্ত্তৃকই "মুরারি গুপ্তের কড়চা" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বে নিমাই চাঁদের দাদা বিশ্বরূপের নামের উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। তাঁহার বিষয় এখন সবিশেষ বলিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবের সংখ্যা সে সময়ে অতি অল্প ছিল। কমলাক্ষ মিশ্র নামক এক জন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শান্তিপুরে বাস করিতেন। ইনি অল্প বয়সে সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী নামক এক জন শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে যোগ, তপস্যা, সাধন, ভজন, প্রভৃতিতে শক্তিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব লোকের পূজ্য হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় তখনকার কালে তাঁহার মত পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। তিনি অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব পার্শ্বদ লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজন করিতেন। সেই সময়ে যে সকল অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা সমাজে বড় অপদস্থ থাকিতেন। তাঁহারা কমলাক্ষের সভায় বসিয়া আপনাদের সম্প্রদায়ের হীনাবস্থার নিমিত্ত দুঃখ করিতেন। কমলাক্ষ তখন হুঙ্কার করিয়া বলিতেন, "তোমরা স্থির হও, আমার প্রভু শ্রীনন্দনন্দন সত্বরই সর্ব্ব নয়ন-গোচর হইবেন।" শুধু যে ভক্তগণকে উহা বলিয়া বুঝাইতেন তাহা নয়, আপনিও সেই সংকল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়া শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম পূজা করিতেন, আর বলিতেন, "প্রভো! সত্বর আগমন কর, আর বিলম্ব করিও না। জীব তাহার অধোগতির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। তোমা বই তাহাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই।" এই রূপে স্তব করিতেন, আর হুংকার করিতেন। এই কমলাক্ষ মিশ্র পরিশেষে অদ্বৈতাচার্য্য নামে পরিচিত হয়েন। ইঁহার বাড়ী শান্তিপুরে বটে, কিন্তু নবদ্বীপেও আর একটি বাড়ী ছিল, এবং সেখানেও সর্ব্বদা থাকিতেন। শ্রীনিমাইচাঁদের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ এই অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গ পাইলেন।

যখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম আন্দাজ দশ বৎসর তখন নিমাই অবতীর্ণ

হয়েন। এত দিন বিশ্বরূপ একা ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা, কি ভগিনী না থাকায় তাঁহার যত ভ্রাতৃ-স্নেহ লোকনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই লোকনাথ তাঁহার মাতুল-তনয়, তাঁহার এক বয়সী। তাঁহার মাতামহ নীলাম্বরের নিবাস, নবদ্বীপের বেল পুখুরিয়া নামক পাড়ায় ছিল। নীলাম্বরের দুই পুত্র, যজ্ঞেশ্বর ও হিরণ্য, আর দুই কন্যার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লোকনাথ বিশ্বরূপের মাতুল পুত্র, দুই জনে অতিশয় প্রণয়, একত্রে পর্য্যটন ও একত্রে পঠন করেন। যখন নিমাই অবতীর্ণ হইলেন, তখন বিশ্বরূপ আনন্দে পুলকিত হইয়া সূতিকা গৃহে গিয়া কনিষ্ঠকে কোলে করিলেন।

বিশ্বরূপের রূপ ও গুণের তুলনা ছিল না। বুদ্ধি এত সতেজ যে অতি অল্প বয়সে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। ছোট ভাইকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, কিন্তু দিবা নিশি শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত থাকায় তাহার প্রতি তত দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। কাযেই নিমাইয়ের চাঞ্চল্য আরো বাড়িয়া যাইত। একে পিতা জগন্নাথ অকুলান সংসারে ব্যয় কুলাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। তাহাতে বিশ্বরূপ যেখানে থাকুন, কি টোলে কি বাড়ীতে, কেবল পুস্তক লইয়া থাকিতেন, কাযেই নিমাইকে দেখিবার লোক কেহ ছিলেন না। কিন্তু দাদার নিকট নিমাই বড় নম্র থাকিত। দাদাকে যত সম্মান করিত, এমন কি পিতাকেও তত করিত না।

ইতি মধ্যে বিশ্বরূপের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলন হইল। বিশ্বরূপকে দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত ও তাঁহার সভাসদগণ বড় মুগ্ধ হইলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈতের সভায় বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব শুনিয়া বড় সুখ পাইলেন। তাঁহার পাঠের সঙ্গীগণের মধ্যে কেহ জ্ঞান, কেহ তন্ত্র, কেহ বা মায়াবাদ চর্চ্চা করিতেন। এ সকলের আলোচনায় বিশ্বরূপ দিবা নিশি ক্লেশ পাইতেন। তখন অদ্বৈতের সভায় শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তির আলোচনায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া সেই খানেই সর্ব্বদা থাকিতেন।

যখন বিশ্বরূপ টোলে পড়িতেন, তখন অপরাহ্নে গৃহে থাকিতেন। যখন অদ্বৈত-সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন হইতে প্রায় দিবা নিশি, সেখানেই থাকিতে লাগিলেন। এমন কি বাড়ীতে মধ্যাহ্নে খাইতে আসিতে মনে থাকিত

না। মধ্যে মধ্যে শচী নিমাইকে অদ্বৈত সভা হইতে তাঁহার দাদাকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইতেন। যখন নিমাই অদ্বৈত সভায় দাদাকে ডাকিতে যাইত, তখন সভাস্থ সকলে এক দৃষ্টে নিমাইয়ের রূপ ও লাবণ্য দর্শন করিতেন। অদ্বৈত বলিতেন, এ শিশুটী আমার চিত্ত এরূপ কেন হরণ করে? এটী কি বস্তু?

বলরাম দাসের আর একটী পদ এখানে উদ্ধৃত করিব :—

বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর।

যৌবন আরম্ভ ষোল বৎসর বয়স।
অঙ্গেতে লাবণ্য লীলা বদনে উদাস॥
মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস সুখ নাহি ভায়।
বসিয়াছেন বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভায়॥
মলিন বদন শশী দেখিয়া অদ্বৈত।
বলিছেন স্থির হও শান্ত কর চিত॥
সত্বর আসিবে কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
আর না হইবে বাপ তোমায় কান্দিতে॥
বলিতেই আঙ্গিনায় নিমাই আসিল।
দেখি বিশ্বরূপ মুখ প্রফুল্ল হইল॥
ত্রিভুবনে বিশ্বরূপের সুখ কিছু নাই।
এক মাত্র সুখ নিমাইচাঁদ ছোট ভাই॥
দিগম্বর আঙ্গিনায় বলিছে নিমাই।
"ভাত খাবার লাগি দাদা ডাকিছেন মায়॥"
সবে বলে কি সুন্দর কথা ও মূরতি।
শুনি তাহা বিশ্বরূপ মনে সুখ অতি॥
দক্ষিণ হাতে বস্ত্র ধরি নিমাই চলিছে।
দাদা বাম হাতে তার গলাটি ধরেছে॥
চলিছে নিমাই বাস চিবাতে চিবাতে।
দাদা বলে "নিমাই উহা না হয় করিতে॥"

"কেন দাদা কাপড় চিবালে কিবা দোষ ?"
দাদা বলে "ঠাকুর উহাতে করেন রোষ ॥"
এই রূপ ভায়ে কোলে করি আধা পথে।
দুই ভাই চলিলেন কথাতে কথাতে ॥
বিশ্বরূপ বসিলেন ভোজন করিতে।
ছোট ভাই দিগম্বর বসিলেন সাথে ॥
মায়ে খাওয়াইলে, দ্বন্দ প্রতি গ্রাসে গ্রাসে।
সুশান্ত হইয়া খায় দেখি শচী হাসে ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বাস করেন নিজ চিতে।
নিমায়ের মত শিশু নাই ত্রিজগতে ॥
মুর্খ লোক নিমায়ের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
নিন্দা করে বিশ্বরূপ দুঃখ পান হিয়া ॥
বলে "ভাই চাঞ্চল্য কর না শিশু সনে।
লোকে নিন্দা করে বড় ব্যথা পাই মনে ॥
চুরি করি খাও তুমি অন্য বাড়ী যাও।
আমি তোমা আনি দিব যাহা তুমি চাও ॥
যদি কেহ ছোট ভাই থাকিত তোমার।
তবে সে বুঝিতে তুমি কি দুঃখ দাদার ॥"
দাদার বচনে হেঁট নিমাই বদন।
"বল ভাই আর না সে করিবে এমন ?"
"করিব না" ধীরে ধীরে বলিবারে গেল।
কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল বলিতে নারিল ॥
সুধাংশু বদনে বহে মুকতার ধারা।
হেঁট বদনেতে আছে ভিজে গেল ধরা ॥
ভাব দেখি বিশ্বরূপ আঁখি ছল ছল।
অঙ্গ কাঁপে থর থর নিমাই মুরছিল ॥
ব্যস্ত হয়ে নয়নেতে জল ছাটি মারে।
"নিমাই" "নিমাই" বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥

নয়ন মেলিল নিমাই বুকেতে করিল।
আপন কান্ধের পরে বদন রাখিল॥
কান্দিতে লাগিল নিমাই করুণার স্বরে।
বিশ্বরূপ মাতা পিতা সবে শান্ত করে॥
অঙ্গ কাঁপে থর থর দাঁতে দাঁতে লাগে।
নিমাই নিমাই বলি বিশ্বরূপ ডাকে॥
ক্রমে ঘুমাইল দেখি ধীরে শোয়াইল।
বিশ্বরূপ বসি মুখ দেখিতে লাগিল॥
বদন লাবণ্যময় তাহে মৃদু হাস॥
ভ্রাতৃ-স্নেহে ভাগ্যবান বলরাম দাস॥

জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র, অন্ন চিন্তায় বিব্রত থাকিতেন, বিশ্বরূপ দিবা নিশি অদ্বৈত সভায় থাকিতেন। পিতা পুত্রে সুতরাং বড় একটা দেখা শুনা হইত না। এক দিবস রাজপথে বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া জগন্নাথ পুত্রের বিবাহোপযোগী বয়স দেখিয়া তাহার বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন, এবং বাটী আসিয়া শচী- দেবীর সহিত যুক্তি করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ ইহা জানিতে পারিয়া বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

তাঁহার হৃদয়ে তখন বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা তখন স্থির করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার গুরু জনের প্রতি ভক্তির ইয়ত্তা ছিল না। পিতা কি মাতা যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তিনি গুরুজন-দ্রোহী হইয়া পতিত হইবেন। এমন স্থলে কি কর্ত্তব্য? বিশ্বরূপ ভাবিলেন, তাঁহার গৃহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

অবশ্য গৃহ ত্যাগ করিলে সন্তান-বৎসল মাতা পিতা মর্ম্মাহত হইবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা আপাতত দুঃখ পান, পরিণামে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে৷ কারণ শাস্ত্রে আছে যে, যে কুলে একজন সন্ন্যাসী হয়েন, সে কুল উদ্ধার হইয়া যায়। আবার ভাবিলেন যে, গৃহ ত্যাগ করিলে নিমাইয়ের উপায় কি হইবে? কে তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবে বা কে তাহার অবধান করিবে? তবে গৃহ ত্যাগ করিতেই হইবে, নতুবা সংসারে আবদ্ধ

হইতে হইবে। তখন নিমাইয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটি কথা স্থির করিলেন। শচী দেবীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, একটি কথা আমার রাখিতে হইবে। নিমাই যখন বড় হইবে, তখন তাহাকে এই পুঁথি খানি দিবে। বলিও তোমার দাদা তোমাকে এই পুঁথি খানি পড়িতে দিয়াছেন। মা! অবশ্য আমার এই কথা রাখিবে।" ইহাই বলিয়া শচী দেবীর হস্তে এক খানি পুঁথি দিতে চাহিলেন। ইহাতে শচী অবাক হইয়া বলিলেন, "তুমি ত নিজেই দিতে পারিবে?"

বিশ্বরূপ বলিলেন, "যদি আমি দিতে পারি, তাহা হইলে তোমায় দিতে হইবে না; কিন্তু মা! মরণবাঁচনের কথা কিছুই বলা যায় না। অতএব মা! আমার কথাটি রক্ষা করিও।" শচী অগত্যা উহা স্বীকার করিলেন, ও পুস্তক খানি নিকটে রাখিলেন।

বিশ্বরূপ ও লোকনাথ যদিও সমবয়স্ক, সমাধ্যায়ী, ও পরস্পর ভ্রাতৃ-সম্পর্কীয়, তথাচ লোকনাথ বিশ্বরূপকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। ইহা বিচিত্র নহে, যেহেতু রূপে গুণে বিশ্বরূপ দেবতার ন্যায় ছিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিবেন, লোকনাথকে বলিলেন। লোকনাথও তদ্দণ্ডে বলিলেন যে, বিশ্বরূপ যেখানে যাইবেন, তিনি তাঁহার পশ্চাৎ ছাড়িবেন না। বিশ্বরূপ কাযেই লোকনাথকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন।

বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম তখন যোল বৎসর মাত্র। বালক বলিলেই হয়। লোকনাথ তাঁহার ছোট। এই দুই জনে, রজনীতে জগন্নাথের বাড়ীতে শয়ন করিয়া রহিলেন। শীতকাল। রজনী আন্দাজ এক প্রহর থাকিতে দু জনে উঠিলেন। সম্বলের মধ্যে এক খানি গ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। আঙ্গিনায় আসিয়া নিদ্রিত মাতা পিতাকে প্রণাম করিলেন, আর নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। অত রাত্রে পার হইবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং বাম হস্তে পুঁথি খানি ঊর্দ্ধ করিয়া ধরিয়া, অন্য হস্ত দ্বারা সাঁতার দিয়া, গঙ্গা পার হইলেন, ও সেই শীত কালে আর্দ্র বস্ত্রে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন! অতি অল্প দিনের মধ্যে এক জন পুরী-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। নাম হইল শঙ্করারণ্যপুরী। বিশ্বরূপ যেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, লোকনাথও

তৎক্ষণাৎ তাঁহার (বিশ্বরূপের) নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুর দণ্ড কমণ্ডলু-ধারী হইলেন। সংসারে কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, এমন দুই জন তরুণ বালক এই রূপে দণ্ড কমণ্ডলুধারী হইয়া অনন্ত পথের পথিক হইলেন!

পর দিবস আহারের সময় অতীত হইল, বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভা হইতে আসিলেন না। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বিশ্বরূপ সেখানে যান নাই। বেলপুখুরিয়ায় অনুসন্ধান করা হইল, বিশ্বরূপ বা লোকনাথ দুই জনের কেহই সেখানে নাই। ক্রমে শচী জগন্নাথ শুনিলেন যে, বিশ্বরূপ তাঁহাদের ও তাঁহার কনিষ্ঠের মায়া-বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গিয়াছেন। যদি পুত্র নিজের সুখের নিমিত্ত, কি নির্ম্মমতায়, কি অন্য কোন ক্ষুদ্র কারণে ছাড়িয়া যায়, তবে তাহা সহ্য করা যায়। এমন পুত্রকে বলা যায় যে সে নিষ্ঠুর কি অকৃতজ্ঞ। কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সমস্ত মধুর বন্ধন ছেদন করিয়া, যদি প্রিয়জন শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত বনে গমন করে, তাহার বিরহ অসহনীয় হয়। সুতরাং শচী জগন্নাথের শুধু পুত্র শোক নহে, আরো কিছু। আমার পুত্র মদনমোহন, আমার পুত্র নদীয়া-জয়ী, আবার আমার পুত্র নির্ম্মল ও সাধু। পিতা মাতা ইহা মনে করিয়া, কাযেই ভাবিতে লাগিলেন যে তাঁহারা অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন।

অতি সুন্দর, সুবোধ, পিতৃ মাতৃ অনুগত, ভ্রাতৃ-বৎসল, পরম জ্ঞানী ও ভক্ত, অল্পবয়স্ক বালক বৃক্ষ তলবাসী হইল, এই কথা ভাবিয়া নদীয়ার লোকে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শচী জগন্নাথের কথা কি? জগন্নাথের কর্ত্তব্য শচীকে প্রবোধ দেওয়া, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। বন্ধু বান্ধবে বুঝাইতে লাগিল, যে তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের পুত্র ধন্য, তাঁহাদের পুত্র হইতে কুল উজ্জ্বল হইল। তাহা শুনিয়াও তাঁহারা শান্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা পুত্র বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন? সে বাসনার বিন্দুও তাঁহাদের মনে ছিল না। ষোল বৎসরের পুত্র না বুঝিয়া সন্ন্যাস করিয়াছে। তুমি আমি হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া, তাহাকে বুঝাইয়া, পুনরায় সংসারে প্রবেশ করাইতাম। আর শ্রীভগবানের নিকট ইহাই বলিয়া কান্দিতাম

যে, "হে নাথ! এই বালক, বাল্য-চাপল্যে সন্ন্যাস লইয়া, ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছে, অতএব ইহার নিমিত্ত তাহার যে অপরাধ তাহা তুমি ক্ষমা কর।" কিন্তু জগন্নাথ তাহা করিলেন না। তিনি শ্রীভগবানের নিকট অন্যরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যথা চৈতন্যচরিতে :—

অয়ং বয়ো নূতনমেব সংশ্রিতো
বতাধিশিশ্রায় যতিত্বমেব যৎ।
তদা বিধাতঃ করুণা বিধীয়তাং
সদাত্র ধর্ম্মে নিরতো ভবেদ্‌যথা॥

জগন্নাথ এই প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহার পুত্র ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া গৃহে ফিরিয়া না আইসেন! শচী দেবীও কোন সময়ে এই রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাযেই নিমাই, শচী জগন্নাথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা এরূপ ভক্ত না হইলে শ্রীনিমাইয়ের ন্যায় পুত্র তাঁহাদেব কেন লাভ হইবে?

নিমাইয়ের বয়স তখন ছয় বৎসর। সে খেলায় বাহিরে ছিল। বাড়ীতে রোদন-ধ্বনি শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া শুনিল যে তাহার দাদা সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন। নিমাই বুঝিল, দাদা আর আসিবেন না, দাদাকে আর দেখিতে পাইব না, এই কথা বুঝিয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

তখনই শচী জগন্নাথ, ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্বরূপকে ভুলিলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইল। তখন শচী জগন্নাথ, নিমাইয়ের গাঢ় ভ্রাতৃ-স্নেহ দেখিয়া, তাঁহাদের নিজের শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, আমাদের এখন শোক না করিয়া শোকাকুল নিমাইকে সান্ত্বনা করাই কর্ত্তব্য। ইহাই ভাবিয়া পুত্রকে নানা মত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, ও মুখে শত বার চুম্বন করিলেন। সেই অবধি নিমাই চাঞ্চল্য ছাড়িল। নিমাই যদিও দুগ্ধপোষ্য শিশু, তবু মাতা পিতাকে গদ গদ হইয়া বলিল, "বাবা, মা, তোমরা শান্ত হও। আমি তোমাদিগকে পালন করিব।"

বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসরে সন্ন্যাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুর নগরে, অতি অলৌকিক রূপে অদর্শন হয়েন।

যথা কর্ণপূর কৃত "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থে :—

যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ।
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদাস্থিত ॥
ততোঽবধূতো ভগবান্ বলাত্মা
ভবন্ সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে।
জজ্বাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা
ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত ॥

যথা ভক্তমালগ্রন্থে :—

"শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈলা যতি ॥
শ্রীমান্ ঈশ্বর পুরীতে নিজ শক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি ॥
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি সঞ্চারিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজঃ পুঞ্জ রূপ হৈলা ॥
সহস্র সূর্য্যের তেজঃ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা ॥"

নিমাই তাঁহার জ্যেষ্ঠের অদর্শন স্থান, ইহার ষোল বৎসর পরে, দেখিতে গিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

নিমাই মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতে লাগিল। যত চাঞ্চল্য সমস্ত পরিত্যাগ করিল। এমন কি তিলার্দ্ধ মাতা পিতাকে ছাড়িত না। পাছে নয়নের অন্তরে গমন করিলে মাতা পিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনরুদ্দীপিত হয়, ইহাই ভাবিয়া গৃহে বসিয়া পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। নিমাইকে কোলে করিয়া জগন্নাথ পড়াইতেন, আর শচী নিকটে বসিয়া আনন্দে গদ গদ হইয়া পুত্রমুখ দেখিতেন। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রে শচী ও জগন্নাথ অনেক সান্ত্বনা পাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল।

এক দিবস ঠাকুর পূজার নৈবেদ্যের তাম্বুল লইয়া নিমাই খাইল, আর তদ্দণ্ডে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যের মধ্যে এই যে, নিমাইয়ের অজ্ঞান অবস্থা তাঁহার মাতা পিতা বহুবার দেখিয়া, উহার নিমিত্ত তাঁহারা এখন আর তত ভয় পাইতেন না। তাঁহারা নিমাইকে চেতন করিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই নিমাই চেতন পাইল। চেতন পাইয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। নিমাই বলিতেছে, "বাবা, মা, একটি কথা শুন। দাদা আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। আর আমাকে বলিলেন, 'তুমি আমার মত সন্ন্যাসী হও।' তখন আমি দাদাকে বলিলাম যে, 'আমার বয়স এখন অল্প, আমি এখন সন্ন্যাসের কথা কি বুঝিব? আমি ঘরে থাকিয়া মাতা পিতার সেবা করিব। তাহা হইলে লক্ষ্মী জনার্দ্দন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।' এই কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'ভাল, তবে তুমি যাও, যাইয়া আমার মাতা পিতাকে কোটী নমস্কার জানাইও।' "

এই কথা শুনিয়া শচী জগন্নাথের হর্ষ বিষাদ হইল। এইরূপ দৈব-যোগে পুত্রের সংবাদ পাইয়া, আর পুত্র যে তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই

তাহা শুনিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এ দিকে তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, বিশ্বরূপ কি নিমাইকেও ঘরের বাহির করিবে?

শচী এই ভয়ের কথা অল্প কালেই ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ভুলিলেন না। তিনি দিবানিশি ঐ কথা ভাবিতে লাগিলেন। শেষে মনে এইরূপ স্থির করিলেন যে, "একটা ছেলে পড়িয়া শুনিয়া জানিল যে সংসার অনিত্য, আর ঘরের বাহির হইল। আর এটাকেও পড়ালে শুনালে ঠিক তাহাই হইবে। অতএব নিমাইকে না পড়িতে দেওয়াই ভাল। মুর্খ হইবে, কিন্তু তবুত ঘরে থাকিবে? দুটী অন্ন বিধাতা অবশ্যই নিমাইকে দিবেন।" সমস্ত রাত্রি এই কথা ভাবিয়া প্রভাতে জগন্নাথ যখন গৃহের বাহিরে গমন করেন তখন নিমাইকে ডাকিলেন। আর নিমাই আসিলে বলিলেন, "বিশ্বম্ভর! অদ্য অবধি তোমার পাঠ বন্ধ। আমার দিব্য লাগে, যদি তুমি ইহার অন্যথা কর।"

নিমাই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না। পাঠ বন্ধ করিয়া পুনরায় খেলায় উন্মত্ত হইল। পূর্ব্বকার খেলা, হয় বাড়ীর ভিতরে না হয় বাড়ীর নিকটে হইত, এখন এ পাড়ায় সে পাড়ায় হইতে লাগিল। পূর্ব্বকার খেলা শিশুর মত ছিল, এখন বালকের খেলা আরম্ভ হইল। সুরধুনীতে স্নান করিতে গমন করিয়া নিমাই আর বহুক্ষণ বাড়ী আসিত না। তাহার জল-কেলির প্রতাপে ভব্য লোক অস্থির হইয়া পড়িত। নিমাই কখন ডুব দিয়া কাহার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কখন পূজার ফুল লইয়া আপনি পূজা করিতে বসে। কখন পূজার নৈবেদ্য লইয়া আপনি আহার করে। ক্রমে জগন্নাথ মিশ্রের নিকট নিমাইয়ের নামে নানা অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। জগন্নাথ পুত্রের উপদ্রব সকলই সহিয়া থাকিতেন, আর যাহারা অভিযোগ করিতে আসিত, তাহাদিগকে তিনি মিনতি করিয়া শান্ত করিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে রমণীগণও শচী দেবীর সমীপে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া দিতেন। কখন শচী দেবী নিমাইকে ধমকাইতেন, তাহাতে নিমাই এই উত্তর করিত, "তোমরা আমাকে পড়িতে দিবে না, কাযেই আমি মুর্খের মত ব্যবহার

করিব না ত কি করিব?" শচী আবার পুত্রকে পড়াইবার নিমিত্ত কখন কখন জগন্নাথের নিকট অনুনয় করিতেন। আর বলিতেন যে পুত্র পড়িতে পায় না বলিয়া দুঃখিত, এবং সেই জন্য উপদ্রব করে। কিন্তু জগন্নাথ পড়াইবার কথায় সম্মত হইতেন না। বিশ্বরূপ তাঁহাকে যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে নিমাই পড়িলেই সংসার ছাড়িয়া যাইবে। নিমাইয়ের উপদ্রব বর্ণনা করিয়া বলরাম দাস এই কবিতাটি লিখিয়াছেন ঃ—

শচী প্রতি যত নিমাই করে অত্যাচার।
সে সব শচীর কাছে সুখের পাথার ॥
যেই মাত্র সাজায়েন সোণার তনয়ে।
অমনি মায়েরে হেঁসে ধুলা মাখে গায়ে ॥
সারাদিন খেলি বেড়ায় গঙ্গার বালিতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রৌদ্র বোধ নাহি নিমাই চিতে ॥
ধরিবারে গেলে দ্রুত পলাইয়া যায়।
উদ্দেশ না পেয়ে শচী করে হায় হায় ॥
পড়শীর ক্ষতি করে নিমাই দুরন্ত।
তারা মায়ে আসি বলে সকল বৃত্তান্ত ॥
চপল নিমাই এম্নি করে অপচয়।
রাগ না হইয়া তাহে আরো হাঁসি পায় ॥
ঘরে শিশু শুয়ে আছে নিমাই যাইয়া।
ধীরে গিয়ে মুখে চিত্র করে কালি দিয়া ॥
কারো ঘরে দুধ খাই পলাইবার বেলা।
চেঁচাইয়া বলে "তোদের দুধ খেয়ে গেলা ॥"
হাঁসি শচী কাছে বলে নিমাই অত্যাচার।
লজ্জা পেয়ে শচী ছুটী করে ধরে তার ॥
কখন কখন শচীর মনে রাগ হয়।
সাট হাতে করি পুত্রে মারিবারে যায় ॥

ক্ষণ পরে মাতা পুত্র স্বর্ণ মিটি যায়।
মায়ে পুত্রে পিরীতের অবধি না হয়॥
যবে সাট হাতে শচী মারিবারে যান।
তখন নিমায়ের আছে পলাইবার স্থান॥
এঁটো হাঁড়ি পড়ে আছে বাড়ীর বাহিরে।
তখন নিমাই ধায় তাহার মাঝারে॥
অতি শুদ্ধা শচী সেথা যাইতে না পারে।
তর্জ্জে, গর্জ্জে, নিমাই হাঁসে মার মুখ হেরে॥
কখন বা নিমাই রাগ শোধ নিবার তরে।
সরলা জননী সহ নানা খেলা করে॥
অঙ্গে ঝুটা মাখি মার আগেতে দাঁড়ায়।
মায়ে ছুঁতে যায়, শচী ভয়েতে পলায়॥
মুচী বাড়ী এলে নিমাই পরশিয়া তারে।
মায়ে ছুঁতে যায়, শচী সরি যায় ডরে॥
"বল মাতা আর কভু না মারিবি মোরে।
নতুবা এই দেখ আজ ছুঁয়ে দিব তোরে॥"
স্বীকার করেন শচী ভয়ে বার বার।
"আজ ক্ষম বাপ কিছু বলিব না আর॥"
কখন গম্ভীর হয়ে মার প্রতি কয়।
"এটো ঝুটো মন ভ্রান্তি আর কিছু নয়॥"
সে সময় শচী বড় মনে পান ভয়।
ভাবে নিমাই পুত্র রূপে কোন মহাশয়॥

এক দিবস নিমাই সেই এঁটো হাঁড়ির স্থানে যাইয়া উপস্থিত। হাঁড়ির উপরে হাঁড়ি বসাইয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপরে বসিল। শচী পূর্ব্ব-কার মত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিমাই ভুলিল না। শেষে নিমাই বলিল, যদি তোমরা আমাকে পড়িতে না দাও, তাহা হইলে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না। তখন সেখানে আর দুই চারি জন রমণী জুটিয়াছেন। তাঁহারা নিমাইয়ের পক্ষ হইয়া শচী দেবীকে

ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "নিমাই যে দুরন্তপনা করে, তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। বালকে স্ব-ইচ্ছায় পড়িতে চায় না। তোমাদের সৌভাগ্য যে পুত্র না পড়িতে পাইয়া দুঃখ বোধ করিতেছে।" তখন শচী নিমাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত হইলেন, যে তাহার পিতার কাছে বলিয়া, তাহার পড়ার বিষয় অনুমতি করাইয়া দিবেন।

শচী ও পাড়ার বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে জগন্নাথ নিমাইকে আবার পড়িতে দিলেন। নিমাই তখনি সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া পড়ায় আবার মনোনিবেশ করিল। নিমাইয়ের বুদ্ধিতে সকলে চমকিত। এক বার পড়িলেই পরিপাব বুঝিয়া লয়। আবার তাহার উপর নানা তর্ক করে। পড়াতে মন এত যে, যে সময় সমবয়স্ক বালকেরা খেলা করে, তখন নিমাই নির্জ্জনে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করে।

এই রূপে নিমাইয়ের নয় বৎসর বয়স হইল। তখন জগন্নাথ উপবীত দিবার পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের গুরু পুরোহিত বিষ্ণু পণ্ডিত ও সুদর্শন প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল. নিমাইকে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইল, নিমাইয়ের রূপ ইহাতে যেন অঙ্গ বহিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর নিয়মানুসারে নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডন করান হইল। তখন জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন।

এই সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল। নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডনের পরে যখন তাঁহাকে রক্ত বস্ত্র পরান হইল, তখন সেই নবীন ব্রহ্মচারীর কিরূপ লাবণ্য হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যখন পিতা কর্ণে মন্ত্র বলিলেন, তখন নিমাই আবিষ্ট হইয়া প্রথমেই হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিল, কিছু কাল পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সকলে দেখেন যে সমস্ত অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে অমানুষিক তেজঃ বাহির হইতেছে। নয়ন হইতে ধারা বাহিয়া পৃথিবী ভিজিয়া যাইতেছে। সকলে আস্তে ব্যস্তে সন্তর্পণে নিমাইকে চেতন করাইলেন। নিমাই চেতনা পাইয়া আর কিছু বলিল না। তখন তাহার মুখের ভঙ্গী এরূপ গম্ভীর বোধ হইল, যে তাহাকে

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কাহার সাহস হইল না। তখন নিমাই পিতার হস্ত ধরিয়া নিয়ম মত নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিল।

উপস্থিত পণ্ডিতগণ নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাহার শরীরে যে কোন দেবতার আবেশ হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অনেকে ইহাই অনুমান করিলেন, যে এই সুন্দর বালকের দেহে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিয়া থাকেন। সেই দিন হইতে নিমাইয়ের একটি নাম হইল "গৌর-হরি।" সেই অবধি কেহ কেহ তাঁহাকে "গৌর-হরি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

নিমাই নিভৃত স্থানে নিয়ম মত থাকিয়া বাহিরে আসিলে, যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তাহাকে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া সকলে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিমাইকে একটি গুপারি ভিক্ষা দিলেন। তিনি সেই গুপারি তখনই খাইলেন, খাইতে খাইতে অতি গম্ভীর স্বরে জননীকে ডাকিলেন। শচী দেবী আসিয়া দেখেন যে, নিমাইয়ের আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেন কোন পরম জ্ঞানী পুরুষ বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে, আর সেই আলোতে তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত হইয়াছে। শচী পুত্রের নিকট আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। পুত্রের ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন নিমাই গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "মা! তুমি আর একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করিও না।" ইহাতে শচী দেবী অতিশয় অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।" শচীর তখন আর নিমাইকে পুত্র বলিয়া বোধ ছিল না। কাযেই নিমাইয়ের ইচ্ছা তখন তাঁহার নিকট "আজ্ঞা" বলিয়া বোধ হইল। নিমাই শচী দেবীকে বিদায় করিয়া দিলেন।

তাহার একটু পরে আবার জননীকে ডাকিলেন। শচী দ্রুত বেগে আসিলে নিমাই বলিতেছেন, "মা! আমি এই দেহ এখন ত্যাগ করিয়া চলিলাম, সময় মত আবার আমি আসিব। এই যে দেহটি রহিল, এইটি তোমার পুত্র, ইহা যতন করিয়া পালন করিও।" এই কথা বলিয়া নিমাইচাঁদ যেন

জননীকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের মুখে জলের ছাট মারিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে নিমাই একটু পরে চেতন পাইল। তখন শচী দেখিলেন যে, একটু পূর্ব্বে নিমাই যে বস্তু ছিল, এখন আর সে বস্তু নাই। অঙ্গের আর সে আলো নাই, এখন অঙ্গ-লাবণ্য পূর্ব্বেরই মত। বদনে আর সে গাম্ভীর্য্য নাই, এখন আবার সেই নিমাইচাঁদেরই চাঁদ মুখ।

এই ঘটনাটি মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। আর এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বিচারও করিয়াছেন। অর্থাৎ শচীর পুত্র নিমাই বা কে, আর যিনি আসিয়া আবার চলিয়া গেলেন, তিনিই বা কে? গুপ্তের অভিপ্রায় কি, সে বিষয়ে আমরা এখানে কোন বিচার করিব না। তবে এই ঘটনার দ্বারা সুবোধ ও বিচক্ষণ লোকে অবতার প্রকরণটি কি তাহা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিবেন। যিনি বলিলেন, "আমি এখন যাই পরে আবার আসিব" তিনি পরে আসিয়াছিলেন, ও তখন তাঁহার পরিচয়ও দিয়াছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নিমাইকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই, তুই অদ্য কি বলিয়াছিলি যে, আমি যাই, তোমার পুত্র রহিল?" শিশু নিমাই অবাক্ হইয়া বলিল, "কবে? কি বলেছিলাম? আমি ত কিছু বলি নাই?" জগন্নাথ দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র নিমাই এই কাণ্ডের তথ্য কিছু মাত্র জানে না।

এখন জগন্নাথের দিন বড় সুখে যাইতে লাগিল। অধ্যয়ন ব্যতীত নিমাইয়ের আর কোন কার্য্য নাই। আর তাহার পূর্ব্বকার মত দুরন্তপনা নাই, লোকে নিমাইয়ের সুখ্যাতি বই নিন্দা করে না। নিমাই সুদর্শন ও বিষ্ণু পণ্ডিতের নিকট পাঠ করেন। * অধ্যাপকগণ বলেন, ত্রিভুবনে এমত বুদ্ধিমান ছাত্র নাই। নিমাইয়ের রূপও ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে। জগন্নাথ এক দিবস গোপনে গৃহের রঘুনাথ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, দৈবাৎ নিমাই তাহা শুনিলেন। জগন্নাথ প্রার্থনা করিতেছেন যে, নিমাই ঘরে থাকিয়া যেন সংসার করে, আর চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকে। এ কথা শুনিয়া নিমাই চুপ করিয়াছিল, কিন্তু যখন

জগন্নাথ নিমাইয়ের রূপ লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তাহাকে যেন "ডাকিনী স্পর্শ না করে," তখন নিমাই লজ্জা পাইয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন আন্দাজ একাদশ, শচীর আন্দাজ পঞ্চান্ন। সুতরাং জগন্নাথ তখন বৃদ্ধ। এই সময় তাঁহার জ্বর উপস্থিত হইল। জ্বর দেখিয়া সকলে ভয় পাইলেন। শেষে জগন্নাথের অন্তিম কাল উপস্থিত। শচী ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন নিমাই প্রবোধ দিয়া বলিল যে রোদন পরে হইবে এখন পিতার অন্তিমের শুভ দেখিতে হইবে। ইহাই বলিয়া, খাটের উপর করিয়া, মাতা পুত্রে, শায়িত জগন্নাথকে লইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে সুরধুনী তীরে গমন করিলেন। বন্ধু বান্ধব সঙ্গে চলিলেও পিতাকে বহন করিবার ভার নিমাই কাহাকে দিলেন না। স্বয়ং ও তাঁহার জননী তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

জগন্নাথের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন নিমাই ধৈর্য্য হারাইলেন ও পিতার দুটী চরণ হৃদয়ে করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আজ অবধি আমার বাবা বলা ফুরাইল। তুমি আমাকে কাহার হাতে সঁপিয়া যাও? কে আমাকে যত্ন করিয়া পড়াইবে?"

তখন জগন্নাথ একটু সজীব হইয়া নিমাইকে বুকের উপর লইলেন ও বলিলেন "নিমাই আমার মনের সাধ সকল পূরিল না। তোমাকে আমি রঘুনাথের হাতে সঁপিয়া গেলাম। বাপ, তুমি আমাকে ভুলিও না।" ইহাই বলিয়া জগন্নাথ আর কথা কহিলেন না। তখন জগন্নাথ মিশ্র "আধনাভি গঙ্গা জলে" রঘুনাথের নাম অস্ফুট স্বরে জপিতে জপিতে, মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

শচী দ্বাদশবর্ষীয় পিতৃহীন বালকটীকে লইয়া আপনাকে এরূপ সহায়হীনা ভাবিতে লাগিলেন যে, পতিশোকের নিমিত্ত ভাল করিয়া ক্রন্দন করিতেও পারিলেন না। বিশেষতঃ অনেক ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, নিমাইয়ের অন্তর ভালবাসায় পূর্ণ, তিনি কান্দিলে পুত্রের পিতৃশোক উথলিয়া উঠিবে, এবং নিমাই অন্তরে ভয় পাইবে। শচী মনে সংকল্প করিলেন যে, নিমাই যে পিতৃহীন, কাঙ্গাল, ও সহায়শূন্য হইয়াছে, ইহা তাহাকে সাধ্যমত জানিতে দিবেন না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শচী পতিশোক সহ্য করিয়া একান্ত মনে কেবল পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন। সংসারের ব্যয় অতি অল্পই ছিল, এক প্রকারে চলিয়া যাইত। তবে তিনি স্ত্রীলোক, সহায়হীনা, পুত্রটিকে কিরূপে পড়াইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, পুত্রটীকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী লইয়া গেলেন।

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল। বাটীর অভ্যন্তরে যাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া অন্তরাল হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে শচী বলিলেন "আমি এই পিতৃহীন বালকটীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি কৃপা করিয়া এটীকে আপন পুত্র ভাবিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইয়া যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। অন্যান্য ছাত্রকে পড়াইলে তোমার যে যশঃ ও ধর্ম্ম হয়, নিমাইকে পড়াইলে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে, কারণ এ বালক পিতৃহীন, অসহায়।" এই বলিয়া শচী নিমাইয়ের হাত ধরিয়া গঙ্গাদাসকে দিলেন।

গঙ্গাদাস বলিলেন, "নিমাইয়ের মত শিষ্য বহু ভাগ্যে মিলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য ইহাকে পড়াইব। আর ইহার পিতা নাই বলিয়া ইহার পড়ায় কিছু ব্যাঘাত হইবে না।"

তখন নিমাই গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন, আর গঙ্গাদাস আশীর্ব্বাদ করিলেন "তোমার বিদ্যালাভ হউক।"

এখন হইতে নিমাই নিয়মমত গঙ্গাদাসের টোলে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের বুদ্ধি অমানুষিক, পাঠ দিবা মাত্র বুঝিতে পারেন। নিমাই তখন এরূপ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন, যে অতি অল্প কাল মধ্যে টোলের সর্ব্ব প্রধান স্থান অধিকার করিলেন। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। কিন্তু গঙ্গাদাসের টোলে ত্রিশ বত্রিশ বয়সের ছাত্রও পাঠ করিতেন, অলঙ্কারে অদ্বিতীয় কমলাকান্ত ও তন্ত্রসার-কর্ত্তা কৃষ্ণানন্দ পড়িতেন, এবং সেই টোলে মুরারি গুপ্তও পড়িতেন। নিমাই তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে যান। তাঁহারা শিশু জ্ঞানে নিমাইয়ের সহিত তর্ক করিতে চাহেন না। কিন্তু নিমাই ছাড়েন না। ক্রমে মুরারির সহিত তর্ক যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল, মুরারি পরাস্ত হইলেন। তখন নিমাই ঈষৎ হাঁসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন; আর তদ্দণ্ডে মুরারির দেহ আপাদমস্তক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মুরারি ইহাতে বিস্মিত হইলেন। তখন বালক কালে নিমাইয়ের সহিত তাঁহার যে কাণ্ড হয়, তাহা তাঁহার মনে পড়িল! সে অদ্ভুত ঘটনা তিনি সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন সেই কথাটী মনে হওয়ায়, নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন যে, চন্দ্রের ন্যায় বদনে কমল দলের ন্যায় দুটী চক্ষু রসে টল টল করিতেছে। তখন ভাবিতেছেন, এ বস্তুটী কি? এটী কি মানুষ?

প্রাতঃকালে চতুষ্পাঠীতে পাঠ করেন। ভোজনান্তে নিমাই আবার পুস্তক লইয়া বসেন। বিকালে সুরধুনী তীরে বহুতর পণ্ডিতের সহিত দেখা শুনা হয়; সেখানে ও শাস্ত্রালাপ করেন। যখন গঙ্গায় স্নান করিতে যান, তখন সকল টোলের পড়ুয়ার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করেন। এক ঘাটে ক্ষণেক যুদ্ধ করিয়া অন্য ঘাটে সন্তরণ দিয়া যান। কোন কোন দিন বা এই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গঙ্গা পার হইয়া ওপারে কুলিয়ার ঘাটে উপস্থিত হন।

পথে কাহারও সহিত দেখা হইলে, তাহার সহিতও শাস্ত্রালাপ করেন। কিন্তু নিমাই সকল পড়ুয়ার সহিত সমান ব্যবহার করিতেন না। যাঁহারা

বৈষ্ণব, তাঁহাদের উপর যেন একটু অধিক আক্রোশ। বৈষ্ণব পাইলে তাহার পিতার বয়সের লোক হইলেও তাঁহাকে ছাড়েন না। আশ্চর্য্য এই, ছেলে বেলায় নিমাইয়ের যাহার সহিত যত বিবাদ হইয়াছিল, পরে তাহার সহিত তাঁহার তত প্রণয় হয়। কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি ও নিমাই একত্রে পড়েন, কলহ প্রায় মুরারির সহিত হইত, কিন্তু কৃষ্ণানন্দের সহিত হইত না।

এই অতি অল্প বয়সে, ঘরে বসিয়া বসিয়া নিমাই এক খানি ব্যাকরণের টিপ্পনী করিয়াছিলেন। উহা তখন ক্রমে ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছিল। নবদ্বীপে কোন গ্রন্থ চালান অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু নিমাইয়ের টিপ্পনী নবদ্বীপে প্রচার হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্য সমাজে প্রবেশ করিল।

ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাইয়ের ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা হইল। আর তখন যাইয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন।

একে নিমাই বালক, তাহাতে অল্প দিন টোলে ছিলেন বলিয়া, বাসুদেব নিমাইকে তত লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু পড়ুয়াগণ কেহ কেহ বিলক্ষণ লক্ষ্য করিলেন, তাহাদের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনাথ একজন। নিমাইকে পাইয়া রঘুনাথের হর্ষে বিষাদ হইল। একটী অপরূপ বস্তু দেখিলেই জীবের সহজে আনন্দ হয়, নিমাইকে দেখিয়া রঘুনাথের সেই রূপ আনন্দ হইল। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভায় তিনি মলিন হইয়া গেলেন। রঘুনাথ জানিতেন যে, তিনি জগতে সর্ব্ব প্রধান হইবেন। তাঁহার জীবনের লক্ষ্যও তাহাই। নিমাইকে দেখিয়া সে আশা শুখাইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গে যত আলাপ করেন, ততই সেই আশা শুখাইয়া যায়। তবে নিমাইয়ের মধুর চরিত্র, এই নিমিত্তে উভয়ে প্রণয়ও ছিল। এক দিনকার দুই জনের কথা লইয়া বলরাম দাস এই নীচের পদ্যটী করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি চৌপাঠীতে নিমাইয়ের নাম বিশ্বম্ভর ছিল :—

নাম রঘুনাথ, অদ্যাপি বিখ্যাত।
পড়ে চৌপাঠীতে, নিমায়ের সাথ ॥
রঘু তীক্ষ্ণ বুদ্ধ্যে, নদে চমৎকিত।
কেবল নিমাই, নিকটে স্তম্ভিত ॥

রঘুনাথ পড়ে, মনোযোগ দিয়া।
নিমাই বেড়ায়, অতি চঞ্চলিয়া॥
কখন যে পড়ে, কেহ নাহি জানে।
তবু রঘুনাথ, নারে তার সনে॥
রঘুনাথ বল্লে, "শুন রে নিমাই।
লুকায়ে রজনী, পড় কার ঠাঁই?"
নিমাই বলিল, "সরস্বতী পাশে।
ইহাই বলিয়া, দুই জনে হাসে॥
রঘুনাথ গুরু, রঘুকে ডাকিয়া।
ফাঁকি এক দিল, পুরণ লাগিয়া॥
কঠিন সে ফাঁকি, সারা দিন গেল।
ভাবিতে ভাবিতে, কিছু না খাইল॥
ফাঁকির উত্তর, বৈকালেতে হলো।
গুরুকে বলিয়া, রান্ধিতে বসিল॥
এমন সময়, নিমাই আসিল।
রন্ধন বিলম্ব, কারণ পুছিল॥
রঘু বলে "ভাই, গুরু ফাঁকি দিল।
ভাবিতে ভাবিতে, সারা দিন গেল॥
এখনি উত্তর, গুরুকে কহিল।
তাহাতে বিলম্ব, রান্ধিতে হইল॥"
হাসিয়া নিমাই, বলে "রঘু শুন।
তোমার ভাবিতে, গেল সারা দিন॥
অবশ্য সে ফাঁকি, বড়ই কঠিন।
শুনিতে আমার, কুতূহল মন॥"
শুনি রঘু ফাঁকি, নিমায়ে বলিল।
শুনি মাত্র নিমাই, উত্তর কহিল॥
অবাক্ হই রঘু, চাহিয়া রহিল।
উঠিয়া নিমাই, দুকর ধরিল॥

বলে,"বিশ্বম্ভর, ভাঁড়াইস্ না মোরে।
তুই কি মানুষ, না দেব বিশ্বম্ভরে?"

নিমাই স্থায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই এক খানি স্থায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথও সেই সময় তাঁহার দীধিতি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রঘুনাথ কোন রূপে শুনিলেন, বিশ্বম্ভরও এক খানি স্থায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন। একথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল। চৌপাঠীতে বিশ্বম্ভরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি নাকি এক খানি স্থায়ের গ্রন্থ লিখিতেছ?" বিশ্বম্ভর বলিলেন, "হাঁ, একটু একটু লিখিয়া থাকি বটে, তুমি কিরূপে জানিলে?" রঘুনাথ বলিলেন, "ভাই, তোমার সে পুঁথি খানা আমাকে কি একবার দেখাইবে?" নিমাই বলিলেন, "তাহা আর বিচিত্র কি? কল্য যখন চৌপাঠী আসিব, পুঁথি খানা সঙ্গে করিয়া আসিব, আর যখন গঙ্গা পার হইব তখন নৌকার উপর তোমাকে পড়িয়া শুনাইব।"

তাহার পর দিন নিমাই ও রঘুনাথ, নৌকায় পার হইবার সময়, সেই গ্রন্থ আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহার নিজের পুস্তক পড়িতে লাগিলেন, আর রঘুনাথ শুনিতে লাগিলেন। রঘুনাথের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা অতি বলবতী। তিনি যে ভারতবর্ষে এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার একমাত্র কণ্টক বিশ্বম্ভর। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বম্ভর আর তিনি এক পথে গমন করিলে তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না। তিনি যে স্থায়ের গ্রন্থ খানি লিখিতেছেন, তাহা যে জগতে আদৃত হইবে, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু বিশ্বম্ভর আবার সেই স্থায় গ্রন্থ লিখিতেছেন, এই জন্য সচিন্তিত মনে নিমাইয়ের গ্রন্থ শুনিতে লাগিলেন।

গ্রন্থ পাঠারম্ভমাত্র রঘুনাথের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁর যে ভাব ব্যক্ত করিতে দশ পাতা লিখিতে হইয়াছে, তাহা নিমাই দুই এক ছত্রে অতি পুরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই যত পড়িতে লাগিলেন, রঘুনাথ ক্রমে ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি তখন বুঝিলেন যে, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার আর তাঁহার কিছু মাত্র আশা

নাই। পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ইহাতে নিমাই পাঠ রাখিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া বাহু প্রসারিয়া রঘুনাথকে ধরিলেন, ও গদ গদ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "একি ভাই, কি হইল? তুমি রোদন কর কেন?"

তখন রঘুনাথ কান্দিতে কান্দিতে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "ভাই বিশ্বম্ভর! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না? আমার সাধ ছিল, আমি সকলের বড় পণ্ডিত হইব। আমি যে গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহা জগতে চলিবে। এই নিমিত্ত দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ খানি লিখিতেছিলাম, আজ আমার সকল আশা ফুরাইল। তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থ কে পড়িবে?"

তখন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিল। রঘুর গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা। তুমি রোদন সম্বরণ কর। এ অফল শাস্ত্র, ইহার আবার ভাল মন্দ কি?" ইহাই বলিয়া নিজ কৃত গ্রন্থ খানি গঙ্গায় টানিয়া ফেলিয়া দিলেন। আর সেই অফল শাস্ত্রের চর্চ্চাও ছাড়িয়া দিলেন। নিমাইয়ের সেই হইতে ন্যায় পড়া সমাপ্ত হইল এবং টোলে পড়াও শেষ হইল। তখন আপনি একটী টোল করিলেন। মুকুন্দসঞ্জয় নামে একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। নিমাইয়ের নিজ বাড়ীতে স্থান না হওয়ায় সেই চণ্ডীমণ্ডপে টোলের স্থান হইল। তখন তাঁহার বয়স কেবল ষোল বৎসর, এত অল্প বয়সে কেহ কখন টোল করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ নবদ্বীপে। সে যাহা হউক নিমাইয়ের টোল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই টোল হইলে, তাহার কিছু কাল পরে, বনমালী নামক একজন ব্রাহ্মণ ঘটক নিমাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ আনিলেন। বল্লভাচার্য্যের লক্ষ্মী নামে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। বনমালী আচার্য্য এই সম্বন্ধের কথা শচীদেবীর নিকট উত্থাপন করিলেন। সম্বন্ধ স্থির করিয়া শচীদেবী পুত্রকে বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। তখন মাতা পুত্রে পরামর্শ করিয়া যথা সাধ্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের অল্প

তৈল হরিদ্রা মাখান হইল। শচীর বাড়ী বহু দিবস পরে আবার আনন্দ-ধ্বনি হইতে লাগিল। শচী তখন সব দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। পতির শোক ভুলিয়াছেন। অভ্যাগতা রমণীগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিতেছেন। শচী রমণীগণকে বলিতেছেন, "বাছা, তোমরা কিছু মনে করিও না। আমরা কাঙ্গাল, পুত্র বালক, তাহে পিতৃহীন। তোমাদের যথাযোগ্য সমাদর করি আমাদের এমন কি সাধ্য?" রমণীগণও তাহারই উপযুক্ত উত্তর দিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ সকলে দেখেন যে, নিমাই মস্তক অবনত করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন, আর মলিন বদন বাহিয়া ধারার উপর ধারা পড়িতেছে।

তখন শচী মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "নিমাই, ও কি হলো? তুই কান্দিস্ কেন? এ শুভদিনে কি কান্দিতে আছে?" কিন্তু নিমাই শান্ত হইলেন না। নয়নে আরো জল ধারা পড়িতে লাগিল। তখন শচী কাতর হইয়া আঁচল দিয়া নয়ন মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "বাছা, এ শুভদিনে কাঁদিয়া অমঙ্গল করিতেছ। আমাব সুখের দিনে তোমার মুখ মলিন দেখিলে আমার প্রাণ কি করে একবার ভাবিয়া দেখ।"

তখন নিমাই অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, মা, "তোমাকে দুঃখ দিয়া ভাল করি নাই। মা, তুমি অজ্ঞান, কিছু বুঝ না। আমার এই বিবাহের সময়, তুমি এমন দিনে আমার পিতা ও ভ্রাতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহাতে আমার ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা থাকিলে বড় সুখী হইতেন, এই কথা মনে হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

অনন্তর নিমাই বিবাহ করিয়া বাড়ীতে ঘরণী আনিয়া সংসারী হইলেন। দীর্ঘকায়, সুগঠিত অঙ্গ, শরীরে জীবনাবধি কখন রোগ হয় নাই, অসীম শক্তি। নিমাইপণ্ডিতের মত চঞ্চল নবদ্বীপে কেহ ছিল না। তিনি প্রত্যহ দুইবেলা গঙ্গায় সন্তরণ দিয়া অনায়াসে এপার ওপার হইতেন। অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে, শিষ্যগণ লইয়া গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিতেন। লোকে অস্থির হইত। কেহ বা মন্দ বলিত, কেহ গালি দিত, কিন্তু নিমাই-পণ্ডিতের শরীরে ক্রোধ ছিল না। যখন পথে চলিতেন, তখন চঞ্চল সর্ব্বদাই দ্রুত গতিতে। আর যদিও তখন অধ্যাপক হইয়াছেন, তবু রাজ-পথে দৌড়াদৌড়ি করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। যাহারা কখন

নিমাই পণ্ডিতকে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিত, "এই নিমাই পণ্ডিত? এ দেখি চঞ্চলের শিরোমণি, যেরূপ চঞ্চল তাহাতে পাঠে মন কিরূপে দেয়।" কিন্তু উচিত কথা বলিতে, যখন নিমাই পণ্ডিত টোলে বসিতেন, তখন তিনি অটল ও গম্ভীর। কাহার সাধ্য তাঁহার সহিত তখন চপলতা করে? অতি বৃদ্ধ ও অতি বিখ্যাত অধ্যাপকও কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে বসিতেন।

নিমাই পণ্ডিত নিজে শ্রীহট্টীয়, আর বহুতর শ্রীহট্টবাসী নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে দেখিলেই তাহাদের শ্রীহট্টীয়া কথা অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তাহারা রাগে গরগর হইয়া বলিত, তুমি যে ঠাট্টা কর, তোমার বাড়ী কোথায়? কিন্তু নিমাই পণ্ডিত এ মুদায় কথা কর্ণেও করিতেন না, আরও ঠাট্টা করিতেন। শেষে তাহারা ঠেঙ্গা হাতে করিয়া অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতকে তাড়া করিত। তখন নিমাই পণ্ডিত দৌড় মারিতেন। দৌড়িতে যে তিনি চিরকাল বড়ই মজবুত, তাহা তাঁহার ভক্তগণ বিশেষ রূপে জানেন। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়াছেন বলিয়া, তাহারা কখন দেওয়ানে নালিস করিত। কখন পেয়াদাও বা আসিত। আর দারোগা অন্যায় করিয়া, নিমাই পণ্ডিতের দিকে হইয়া উলটিয়া বাদীগণকে ঠাট্টা করিত। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে, নিমাই নিজদেশীয় ব্যতীত অন্যদেশীয় বাঙ্গালগণকে কখন ঠাট্টা করিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব ব্যতীত কাহারও সঙ্গে তিনি শাস্ত্র যুদ্ধ করিতেন না। এ সকল কথা একত্র স্মরণ রাখিতে হইবে।

মুকুন্দ দত্ত নামে একজন চট্টগ্রামবাসী, বৈদ্য-কুমার, নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ও বড় সুগায়ক ছিলেন। অদ্বৈত সভায় কীর্ত্তন গান করিতেন। ইঁহাকে পাইলে নিমাই অগ্রে ছাড়িতেন না। এক দিবস চঞ্চল নিমাই, চঞ্চল পড়ুয়াগণের সহিত, রাজপথে চাঞ্চল্য করিতে করিতে যাইতেছেন। এমন সময় দেখিলেন, যে মুকুন্দ তাঁহাকে দেখিয়া, ভয়ে এক পাশ দিয়া লুকাইয়া যাইতেছেন। নিমাই শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা বলিতে পার, এটা আমাকে দেখিয়া পলায় কেন?" শিষ্যগণ উত্তর করিল, "বোধ হয়, অন্য কোন কায আছে।"

নিমাই বলিলেন, "তা নয়। তোমরা বুঝিতেছ না। এটা বৈষ্ণব, আর বৈষ্ণবের শাস্ত্র পড়ে, আমার সঙ্গে বৃথা শাস্ত্রের কচ্‌কচি করিতে চাহে না, আমাকে পাষণ্ড ভাবে।" ইহাই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুই পলাইস্ কোথা? আমার হাত হইতে তুই কখন পলাইতে পারিবি না। কিছু কাল পরে তোকে এমন করিয়া বাঁধিব, যে তুই চির কাল আমার নিকট আবদ্ধ থাকিবি।" তাহার পরে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ভাই সব, আমি ঠিক কথা বলিতেছি, তোমরা দেখিবে আমিও বৈষ্ণব হইব। কিন্তু আমি উঁহার মত হইব না। আমি এমনই বৈষ্ণব হইব যে, স্বয়ং শিব আমার দ্বারস্থ হইবেন।" ইহা বলিয়া আপনিও হাসিলেন, শিষ্যগণও হাসিতে লাগিলেন। কেহ বা ইহাও ভাবিলেন, নিমাই পণ্ডিত নাস্তিক, মহাদেবকে মানেন না।

মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর মিশ্র নিমাই অপেক্ষা ছোট। দেখিতে অতি সুন্দর, চরিত্র অতি মধুর, ন্যায় পাঠ করেন। তাঁহাকে দেখিলে, অমনি নিমাই তাঁহার দুই খানি হস্ত ধরিয়া শাস্ত্র যুদ্ধ করেন। শেষে গদাধর নিতান্ত কাতর হইয়া অনুনয় বিনয় করিয়া মুক্তি পান। নিমাই বলিতেছেন, "গদাধর কল্য যেন আবার তোমার দেখা পাই।" গদাধর ভাবিতেছেন, এই বার পলাইতে পারিলে বাঁচি।

এই সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিলেন। ইনি বৈদ্য কি কায়স্থ বংশীয়। হালি সহরের একাংশ কুমারহট্টে ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস। গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

মাধবেন্দ্রের অন্তর্দ্ধান কালে তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে বড় সেবা করেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমুদায় প্রেম ঈশ্বরপুরীতে অর্পণ করিয়া যান। মাধবেন্দ্রপুরী এই শ্লোকটি মৃত্যকালে রচনা করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে, অপ্রকট হয়েন; যথাঃ—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িতভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥

ঈশ্বরপুরী সর্ব্বদাই কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল। তিনি এক খানি রাধাকৃষ্ণ

রসঘটিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক কাব্য গ্রন্থ প্রণীত করিয়া. প্রত্যহ নিশিতে গদাধরকে লইয়া সেই গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করেন।

একদিবস ঈশ্বরপুরীর সহিত পথে নিমাইয়ের দেখা হইল। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তখন ঈশ্বরপুরী শুনিলেন, ইনি নিমাই পণ্ডিত। তিনি নিমাইকে বড় পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, কিন্তু বোধ হয়, চঞ্চল বলিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। এখন নিমাইকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এক দৃষ্টে তাঁহার আপাদমস্তক দর্শন করিতে লাগিলেন, মনে ভাবিতেছেন, "এ বালক যেন যোগসিদ্ধ পুরুষ। এ বস্তুটি কি?" নিমাই একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদের আমার ওখানে অদ্য ভিক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে, এখন যেরূপ আমাকে দেখিতেছেন, সারা দিন আমাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবেন।" উভয়ে ইহাতে একটু হাসিলেন। ঈশ্বরপুরী আগ্রহ করিয়া সেই ভিক্ষা স্বীকার করিলেন।

নিমাইয়ের সহিত ঈশ্বরপুরীর এই প্রথম পরিচয়। তদবধি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গদাধর ও নিমাই শ্রবণ করেন, ও ঈশ্বরপুরী তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করেন। ঈশ্বরপুরী বলিতেছেন, "পণ্ডিত, আমার গ্রন্থ খানি তুমি শ্রবণ কর, ইহাতে যে দোষ আছে তাহা সরল ভাবে বলিয়া দিবে, আমি সংশোধন করিব।" তাহাতে নিমাই বলিলেন, "কৃষ্ণের কথা, ভক্তের বর্ণন, তাহাতে দোষ ধরে এমন সাহস কার?" সে যাহা হউক, এক দিবস গ্রন্থ পাঠের সময় নিমাই একটি শ্লোকের ধাতু লাগে না বলিয়া ভুল ধরিলেন। ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না। সারা নিশি ভাবিয়া তাহার পর দিন নিমাইকে বলিতেছেন, "তুমি যাহা পরস্মৈপদী করিয়াছ, আমি তাহা আত্মনেপদী করিয়াছি।" নিমাই হারি মানিলেন। কিছুকাল পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে নিমাই পণ্ডিত অহর্নিশি বিদ্যাচর্চ্চা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার টোলের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে হঠাৎ এক দিন তিনি অপ্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া, কখন হাস্য কখন রোদন করিতে লাগিলেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ

পড়িয়া থাকিলেন। শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান উদয় করিবার নিমিত্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, নিমাই যেরূপ সেই রূপই রহিলেন। তখন পাড়ায় যাঁহারা পরমাত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া শচী তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন। তাঁহারা আসিয়া নিমাইয়ের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ইহা স্থির করিলেন যে, নিমাইয়ের বায়ুরোগ হইয়াছে, উহাকে বিষ্ণুতৈল মাখাইতে হইবে। বিষ্ণুতৈল সংগ্রহ করা হইল। আর নিমাইকে ঐ তৈল দ্বারা উত্তম রূপে সকলে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যে নিমাইয়ের সে ভাব সারিয়া গেল। মায়ের অনুরোধে আরোগ্য হইলেও বিষ্ণুতৈল মাখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার পীড়া আর ছিল না। পাঠক কৃপা করিয়া এই ঘটনাটি স্মরণ রাখিবেন। পরে এই ঘটনা লইয়া কিছু বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন নিমাইয়ের যৌবনারম্ভ। কিছু কাল পরে ইচ্ছা হইল পূর্ব্বদেশে গমন করিবেন। এই অভিপ্রায় মায়ের কাছে ব্যক্ত করিলেন। জননী নিমাইকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। কিন্তু নিমাই তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ দিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে গমনের উদ্যোগ করিলেন। আপনার ঘরণী লক্ষ্মী দেবীকে মার কাছে রাখিয়া, সঙ্গে কয়েকটি শিষ্য লইয়া, একেবারে পদ্মার ধারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহার পর পদ্মা পার হইয়া কোন্ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, এই উদ্যোগে তিনি শ্রীহট্টে নিজ পিতামহের বাটীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠতাততনয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কর্ত্তৃক প্রণীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রোদয়াবলী গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিনি তখন সেখানে গমন করেন নাই।

যখন নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বাঞ্চলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সমভি-ব্যাহারীগণ দেখিলেন যে, তাঁহার যশ, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, পূর্ব্বদেশ ব্যাপিয়াছে। নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের পড়ুয়াগণ মহা আনন্দিত হইয়া, দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। সকলে বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার টিপ্পনী দেখিয়া ব্যাকরণ অভ্যাস

করিয়া থাকেন। আর আমাদের বহু ভাগ্য আপনি এখন স্বয়ং আমাদের দেশে আগমন করিয়াছেন।

এই যে নিমাই পণ্ডিত এত চঞ্চল, এই যে ইনি বিদ্যারসে দিবানিশি উন্মত্ত, এই যে নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণব দেখিলে বিদ্রূপ করিতেন, সেই নিমাই পণ্ডিত, পূর্ব্বাঞ্চলে যে কয়েক মাস বাস করিলেন, তাহারই মধ্যে সেই দেশ হরিনামে উন্মত্ত করিলেন। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থকার বলেন, যে নিমাই পণ্ডিত কয়েক মাস পূর্ব্বাঞ্চলে থাকায় ঐ প্রদেশ একে বারে উদ্ধার পাইয়াছিল।

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার বলেন যে, সেই সময় তিনি হরি নামের নৌকা সাজাইয়া, সজ্জন, দুর্জ্জন, আচারী, বিচারী, পতিত ও অধম, সকলকে পার করিয়া ছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন এ ভাব কিছুই ছিল না; আবার নবদ্বীপে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখনও এ ভাব কিছু রহিল না।

এই পূর্ব্বাঞ্চলে থাকিবার সময় তপন মিশ্র নামক একজন অতি সাধু ব্রাহ্মণ, নিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া, সর্ব্ব সমক্ষে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন যে, তিনি স্বপ্নে জানিয়াছেন যে, নিমাই পণ্ডিত পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন, অতএব তিনি তাঁহার নিকট উদ্ধার হইতে আসিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, "এ কথা বলিতে নাই, জীবকে ভগবান বুদ্ধি মহাপাপ।" ইহাই বলিয়া তাঁহাকে "হরে কৃষ্ণ" মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর এক অদ্ভুত কথা তপন মিশ্রকে বলিলেন। সে কথা এই যে, "তুমি কাশীতে গিয়া বাস কর, আমার সেখানে তোমার সহিত দেখা হইবে।" এই আজ্ঞা পাইয়া তপন মিশ্র সস্ত্রীক অনতিবিলম্বে বারানসীতে গমন করিলেন। সেখানে তপন পথ চাহিয়া রহিলেন, আর দশ বৎসর পরে নিমাইকে দেখিতে পাইলেন।

নিমাই পণ্ডিত কয়েক মাস পরে নবদ্বীপ অভিমুখে আসিলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌছিলেন। সঙ্গে বহুতর দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, সমস্ত জননীর চরণে রাখিয়া, তাঁহাকে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়া, সঙ্গীগণ সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেলেন।

নিমাই পণ্ডিত ভোজন করিলেন। করিয়া বহির্দ্বারে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি বহুলোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এই সমস্ত অভ্যাগত বন্ধু বান্ধবের নিকট পূর্ব্বাঞ্চলে বাসের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। আর যে যে বাঙ্গালিয়া কথা শুনিয়াছেন, ও শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহা একে একে শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুকরণের পারিপাট্য দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন, নিমাই আপনিও হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর, নিমাই বাড়ীর ভিতর গেলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত আত্মীয়গণও চলিলেন। তখন জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, তোমার মুখ মলিন কেন? বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আসিলাম, ইহাতে তুমি আনন্দিত না হইয়া দুঃখিতের মত রহিয়াছ কেন?" এই কথা শুনিয়া শচী কাঁদিয়া উঠিলেন। জননীর রোদন দেখিয়া নিমাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমার বোধ হয় তোমার বধূর কোন অমঙ্গল হইয়া থাকিবে।" তখন সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, "তাহাই বটে। তোমার ঘরণী বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সর্পাঘাত হইয়াছিল, আর বহু চেষ্টায়ও তাহার প্রতিকার হয় নাই।"

তখন নিমাই বদন হেঁট করিলেন ও নীরবে অল্পক্ষণ রোদন করিলেন। একটু পরে ধৈর্য্য ধরিয়া জননীকে বলিতেছেন, "মা! তুমি কি শুন নাই, যে, যে স্ত্রীলোক স্বামীর আগে দেহত্যাগ করে, সে বড় ভাগ্যবতী? সে উত্তম ভাগ্য পাইয়াছে, আমাদের ক্ষোভ করা কর্ত্তব্য নহে।" ইহাই বলিয়া আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন।

নিমাই পণ্ডিত যখন দেশে আসিলেন, বহুতর শিষ্য তাঁহার স্থানে অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে বঙ্গদেশ হইতে নবদ্বীপে আসিলেন। পূর্ব্বকার তাঁহার যে সকল পড়ুয়া ছিল, আর নবাগত পড়ুয়া লইয়া তিনি পুনরায় মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসাইলেন। নিমাই পণ্ডিত অল্প বয়সে অধ্যাপক, এই জন্য তাঁহার বড় মহিমা। তাহাতে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তাঁহার যশ সমস্ত দেশ ব্যাপিয়াছে। চরিত্র অতি নির্ম্মল, শিষ্যের সহিত কি অন্যান্য লোকের সহিত ব্যবহার অতি মধুর। পড়ুয়াগণ

তাহার নিকটে পড়া মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্ব দেশে গোপনে গোপনে প্রেম ভক্তি বিতরণ রূপ যে একটী কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন, নবদ্বীপে সে ভাবের এখন চিহ্নও নাই। নিমাই পূর্ব্বাঞ্চল যখন পরিত্যাগ করেন, তখনকার সে দেশের লোকেরা কি বলিতে লাগিল, তাহা চৈতন্য-মঙ্গলে এরূপ বর্ণিত আছে :—

ঐ শোন আমার নিমাই ডাকেরে।
কে যাবি আয় ভব সাগর পারে॥
চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরি নাম।
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
নাম দিয়া সবারে কৈল ভব পার॥
নাম সংকীর্ত্তন নৌকা প্রভু সাজাইয়া।
পার কৈল সব লোকে আপনি যাচিয়া॥
যে জন পলায় তায় ধরে কোলে করি।
ভব নদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এ হেন করুণা নাহি দেখি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কেবা পাপ মাগে।
সবারে পবিত্র কৈল শ্রীচরণ ধরি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমের করিল অধিকারী॥
দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্ব লোক পতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধমতি॥

বস্তুতঃ নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ দেশে আর যান নাই। কিন্তু সেখানে অধিকাংশ লোক তাঁহার ভক্ত। অতএব যে শক্তিতে নিমাই ঐ দেশেতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা অননুভবনীয়।

নিমাইয়ের বয়স অষ্টাদশ, ব্যাকরণ পড়াইয়া থাকেন। তাঁহার কথায় তপনমিশ্র দেশ-ত্যাগ করিবেন কেন? কিন্তু তাহা তিনি করিলেন। আবার নিমাই ভবিষ্যতে বারানসীতে যাইবেন, তাহা তিনি জানিতেন,

নতুবা এ কথা কিরূপে বলেন যে, তোমায় আমায় বারানসীতে দেখা হইবে? আর তপন এই আশায় দশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া পরে কৃতার্থ হইলেন।

ভাল, তপন মিশ্র না হয় নিকটে আসিয়া নিমাইকে দর্শন কি স্পর্শ করিয়া, উদ্ধার হইলেন। কিন্তু সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলকে সেই ব্যাকরণের শিশু অধ্যাপক নিমাই, কিরূপে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন?

চণ্ডাল পতিত কি বা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরি নাম॥

কেন করিলেন, তাহার কারণ লেখা আছে, যথা :—

দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্ব লোকপতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি॥

কিন্তু কিরূপে করিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

নিমাই পড়াইতে এরূপ তৎপর, যে তাঁহার নিকট পড়িলে, পড়ুয়ার ক্লেশ হয় না, আর অতি অল্প সময়ে পাঠ অভ্যাস হয়। সুতরাং নিমাই-পণ্ডিতের টোল ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতে এই কয় চরণ উদ্ধৃত করিলাম :—

কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতি দিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার॥

এখন আর শচীর ঘরে দারিদ্র্য নাই, এখন নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে এক জন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। বড় বড় বিষয়ীগণ নিমাই পণ্ডিতকে রাজপথে দেখিলেই অমনি দোলা হইতে নামিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করেন। যেখানে ক্রিয়া কর্ম্ম হইত, তাহার উপহার অবশ্যই তাঁহার বাড়ীতে আসিত। কিন্তু নিমাই বড় ব্যয়শীল বলিয়া ধন সঞ্চয় হইত না। অতিথি পাইলেই তাহাকে যত্ন করিয়া আহার করাইতেন। সাধু দেখিলেই তদ্দণ্ডে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইরূপে শচীদেবীকে প্রত্যহ দশ বিশটী অতিথির সেবা করিতে হইত। এই সময় কেশবকাশ্মিরী নামক এক জন মহাপণ্ডিত নবদ্বীপে আসিলেন।

পণ্ডিত কেশব, কাশ্মির দেশীয়, দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে পণ্ডিতের স্থান আছে, সর্ব্ব স্থান জয় করিয়া শেষে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। এই নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই তিনি অদ্বিতীয় হইবেন। চাল্-চলন প্রকাণ্ড বড় মানুষের মত। সঙ্গে হাতি ঘোড়া লোক জন বিস্তর আছে। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া 'আটোপ টঙ্কারে' বলিলেন, "এই নবদ্বীপে যদি কোন পণ্ডিত সাহসী থাকেন, তবে আসিয়া তাঁহার সহিত বিচার করুন, নতুবা তাঁহাকে জয় পত্র লিখিয়া দিউন।" বিচারে যদি তিনি জয় লাভ করিতে পারেন, তবে নবদ্বীপ সমাজ হইতে তাঁহাকে উপহার দিতে হইবে, যদি তিনি পরাজিত হয়েন, তবে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ-বাসী গণের হইবে।

নবদ্বীপ জয় করা তখন সহজ ব্যাপার ছিল না। যেহেতু রঘুনাথ, রঘুনন্দন, নিমাই পণ্ডিত প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী তখন নবদ্বীপে বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু কেশবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা প্রচার হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, তিনি সরস্বতীর বরপুত্র। সরস্বতী স্বয়ং কেশবের জিহ্বায় বসিয়া বিচার করেন, তাঁহাকে পরাজয় করিবার কাহারও সম্ভবনা নাই। এই জনরবে বিশ্বাস হওয়াতে, যত প্রধান পণ্ডিতের মুখ শুখাইয়া গেল। সরস্বতীর সহিত কে যুদ্ধ করিবে? যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন, নবদ্বীপের পণ্ডিতের তাঁহার সহিত বিচার করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু সরস্বতীর সহিত কে বিচার করিবে? সকলে মহা চিন্তিত হইয়া কিরূপে নবদ্বীপের মান থাকে, তাহার নানাবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমন সময়, কেশবকাশ্মিরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের দেখা হইল।

সে এই রূপে। গ্রীষ্ম কাল, জ্যোৎস্না রজনী। নিমাই পণ্ডিত বহুতর শিষ্য লইয়া সুরধুনী তীরে বসিয়া, শাস্ত্রালাপও করিতেছেন, কৌতুক রহস্যও করিতেছেন। এমন সময়, সেই পথ দিয়া কেশব যাইতেছিলেন। বহুতর পড়ুয়া দেখিয়া এবং অন্তর হইতে নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া, একটু কৌতুহলী হইয়া অধ্যাপকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিমাই পণ্ডিত। নিমাই পণ্ডিত বড় পণ্ডিতদের মধ্যে এক জন। কেশব

ভাবিলেন যে, ইনি কি বস্তু জানিয়া যাইবেন। তাঁহার কোথাও যাইতে দ্বিধা কি ভয় নাই, কারণ তিনি দিগ্বিজয়ী।

তখন সেই সভায় প্রবেশ করিয়া নিজ জন দ্বারা আপনার পরিচয় দিলেন। এ কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া, মহা সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরে সকলে বসিলে, কেশব বলিতেছেন, "তুমি নিমাই পণ্ডিত?" নিমাই কোন কথা কহিলেন না। কেশব নিমাইকে অতি বালক দেখিয়া একটু মুরব্বিপানা ভাবে বলিতেছেন, "তোমার বয়স অল্প, কিন্তু তোমার ব্যাকরণে বড় প্রতিষ্ঠা, এ কথা আমি শুনিয়াছি।" তাহাতে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু সে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমিও বুঝি না, আমার শিষ্যরাও বুঝে না। কোথা আপনি প্রবীণ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, কোথা আমি বালক অজ্ঞ।" কেশব ইহার সমুচিত উত্তর দিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, "এই গঙ্গা সম্মুখে, আপনি কিঞ্চিৎ গঙ্গা স্তব প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করান। আমরা শুনিয়া তৃপ্ত হই ও আমাদের পাপও অন্তর্হিত হউক।" ইহাতে কেশব "তাহাই হউক" বলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িতে লাগিলেন।

কেশব পড়িতেছেন, কিরূপে. না, ঝড়ের ন্যায়। একবারও চিন্তা করিতেছেন না। একটি শ্লোক যেই হইতেছে, অমনি আর একটি আওড়াইতেছেন।

স্তব শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ একটি স্তব প্রস্তুত করা মনুষ্যের সাধ্য নয় বলিয়া, সকলের বোধ হইল। ছাত্রগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, "হরি হরি" স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিমাই পণ্ডিতের উপর অতীব ভক্তি, কিন্তু কেশবের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে ভয় হইল যে, তাঁহাদের অধ্যাপক এরূপ পণ্ডিতের সহিত বিচারে পারিবেন কি না।

কিন্তু নিমাই সেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না, না হইয়া দিগ্বিজয়ীর বহুল প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "আপনার ন্যায় কবি জগতে দুর্লভ। আপনার শক্তি অমানুষিকী। এখন আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। শ্লোকের দোষ গুণ বিচার না করিলে, ভাল রূপ উহা আস্বাদ করা

যায় না, অতএব আপনি যে শ্লোক গুলি পাঠ করিলেন, ইহার একটি লইয়া বিচার করিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করুন।”

তখন দিগ্বিজয়ী বলিলেন, “তোমার অভিপ্রায় কোন্ শ্লোক লইয়া আমি বিচার করিব বল, আমি তাহার অর্থ করিতেছি।” ইহাতে নিমাই পণ্ডিত কেশবের পঠিত শ্লোকের মধ্যে একটী শ্লোক আওড়াইলেন।

সেটি এই :—

> মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
> যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
> দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
> ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিহরত্যদ্ভুতগুণা॥

এবার কেশব বিস্মিত হইলেন। হইয়া বলিতেছেন, “আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোক পড়িয়া গেলাম, তুমি ইহার মধ্যে একটী কিরূপে কণ্ঠস্থ করিলে?” দিগ্বিজয়ীর মনের ভাব যে, নিমাই পণ্ডিত সম্ভবত শ্রুতিধর হইবেন। নিমাই পণ্ডিত কেশবের মনের ভাব বুঝিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক উত্তর করিলেন, “কেহ বা সরস্বতীর বরে কবি হয়, কেহ বা তাঁহার বরে শ্রুতিধর হয়।” এই কথায় কেশবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নিমাই পণ্ডিত নিশ্চয়ই শ্রুতিধর হইবেন। এই কথা ভাবিয়া, নিমাইয়ের প্রতি ভক্তি হইল। তখন একটু পরিশ্রম করিয়া সেই শ্লোকের গুণ বিচার করিতে লাগিলেন। গুণ বিচার সমাপ্ত হইলে, নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, “আপনি যে রূপ গুণ বিচার করিলেন, ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে ঐ শ্লোকে কি কি দোষ আছে বলুন।”

দিগ্বিজয়ীর বিচার করিয়া করিয়া জিগীষা বৃত্তিটা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের মুখে শ্লোকের “দোষ কি আছে” এই কথা শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, “তুমি বৈয়াকরণ, কিন্তু শ্লোকের দোষ গুণ বিচার করা অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্য্য। তুমি ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র পড়িয়াছ, অলঙ্কার পড় নাই, তুমি শ্লোকের দোষগুণ-বিচার কি বুঝিবে?”

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তাহাতেই শ্লোকের যে যে দোষ বলিতেছি।" এই বলিয়া শ্লোকের দোষ বিচার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই বিচার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। সেই গ্রন্থে, নিমাই পণ্ডিত কোন স্থানের কি কি দোষ ধরিলেন, তাহা সমস্তই পরিষ্কার রূপে লেখা আছে। নিমাই পণ্ডিত শ্লোকের দোষ ধরিতে থাকিলে, কেশব উহার অপর পক্ষ সমর্থন করিতে গেলেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমুদায় প্রতিভা নষ্ট হইয়া গেল। শেষে সংজ্ঞাহারা লোকের ন্যায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী, বালক অধ্যাপকের নিকট, সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে এরূপ অপদস্থ হওয়ায়, তাঁহার ঘৃণা, লজ্জা ও অপমানে একেবারে সহজ জ্ঞান গেল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিমাইয়ের কোন কোন শিষ্য হাসিতে লাগিল।

নিমাই পণ্ডিত তখন রুক্ষ ভাবে সেই সকল পড়ুয়াকে নিবারণ করিলেন। পরে কেশবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন, "কবিত্বে দোষ থাকা কোন গ্লানির কথা নহে, কালিদাস ও ভবভূতিতেও দোষ আছে। কবিত্ব শক্তি থাকাই ভাগ্যের কথা, তাহা আপনার প্রচুর পরিমাণে আছে। অতএব কোন শ্লোকে যদি দোষ থাকে, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবার আপনার কোন কারণ নাই। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন করুন, কল্য আপনার সহিত ভাল করিয়া বিচার করিব।"

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের মধুর বাক্যে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি দুঃখে সরস্বতীর স্তব পড়িতে লাগিলেন। প্রত্যূষে একে বারে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নিমাই শয়ন ঘর হইতে যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি কেশব তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত দুই বাহু ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। উঠাইয়া বলিলেন, "আপনি প্রবীন পণ্ডিত, আমি বালক, আমার নিকট এরূপ দৈন্য করিয়া কেন আমাকে অপরাধী করিতেছেন?" তখন কেশব বলিতেছেন, "আপনি আমার কাহিনী অগ্রে শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট অপদস্থ হইয়া

সারা রাত্রি সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলাম। অল্প রজনী থাকিতে একটু তন্দ্রা আইসে। তখন সরস্বতী দেবী আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'তুমি যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ, তাঁহার অগ্রে আমি লজ্জায় যাইতে পারি নাই। তাঁহার সম্মুখে আমার কিছু স্ফূর্ত্তি হয় না, তিনি আমার কান্ত। তুমি এত দিন আমাকে সেবা করিয়া, যাহা মনুষ্যের পুরুষার্থ তাহা পাইয়াছ। তুমি অতি প্রত্যূষে তাঁহার নিকট গিয়া আত্ম সমর্পণ করিও।' এই আজ্ঞা পাইয়া এখন আমি আপনার চরণে স্মরণ লইলাম। সর্ব্বদা বিচার-যুদ্ধ করিয়া আমার কুপ্রবৃত্তি সকল অতিশয় বলবতী হইয়াছে, এখন আপনি কৃপা করিয়া আমার সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া দিউন!" ইহা বলিয়া দিগ্বিজয়ী কান্দিতে কান্দিতে নিমাইয়ের চরণে আবার পড়িলেন, তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে দুই চারিটি কথা বলিলেন, কি বলিলেন তাহা কিছু জানা যায় না। তবে সেই কেশব তদ্দণ্ডে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, সমুদয় বিতরণ করিলেন, ও দণ্ড কমণ্ডলধারী হইয়া ও কৌপীন পরিয়া জন্মের মত সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

কৌতুক রহস্য, সদা ভক্ত সঙ্গে।
সাঁতারে আনন্দ, গঙ্গার তরঙ্গে॥
নগরে ভ্রমণ, চপলের মত।
নৌকা বিহারাদি, দৌড়াদৌড়ি রত॥
আমার গৌরাঙ্গ, বড়ই চঞ্চল।
সেই গুণে মোর, পরাণ হরিল॥

শ্রীবলরাম দাসের গৌরাঙ্গাষ্টক।

নিমাই পূর্ব্ববঙ্গদেশে যাহাই করুন, আর কাহারও কাহারও কাছে যাহাই বলুন, নবদ্বীপের রাজপথে তিনি যেরূপ চঞ্চল ছিলেন, সেই রূপই রহিলেন। যখন টোলের মাঝ খানে তখন নিতান্ত গম্ভীর, কিন্তু বাহিরে আসিলে সে গাম্ভীর্য্যের লেশ মাত্র থাকিত না। নিমাই পণ্ডিতের যশঃ পূর্ব্বেই প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহার পরে দিগ্বিজয়ীকে জয় করায় স্বভাবতঃ সেই যশঃ আরও বাড়িয়া গেল। তখন তাঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত, তাহারাও বলিতে লাগিল যে নিমাই পণ্ডিতের মত পণ্ডিত আর জগতে নাই, তিনিই এবার নবদ্বীপের মান রক্ষা করিয়াছেন। এই রূপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের অন্যান্য অধ্যাপকের ন্যায় গম্ভীর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা হইলেন কই?

এখন তাঁহার বয়ঃক্রম উনবিংশতি বৎসর। পট্ট বস্ত্র পরিয়া, নিমাই-পণ্ডিত বাম হস্তে পুঁথি লইয়া তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে কয়েকটী ছাত্র সঙ্গে, নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। অমানুষিক রূপ, কমল লোচন, নূতন যৌবন, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত পথে লোক দাঁড়াইত; কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া হাস্য কৌতুকে চলিতেছেন। এক দিন পথে শ্রীবাসের সহিত দেখা। শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবগণের

মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য ব্যতীত আর সকলেরই প্রধান। নিমাইপণ্ডিতের পিতা জগন্নাথমিশ্রের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। এবং তাঁহার ঘরণী মালিনীর সহিত শচী দেবীর অত্যন্ত প্রীতি ছিল। শ্রীবাস ও মালিনী নিমাইপণ্ডিতকে ছেলে বেলা কোলে করিয়াছেন। সুতরাং তখন হইতেই নিমাইকে ইঁহারা বাৎসল্যস্নেহ চক্ষে দেখিতেন। শ্রীবাস দেখিতে পাইলেন যে, নিমাই পণ্ডিত, শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া, হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হাত দোলাইয়া দ্রুত গমনে আসিতেছেন। তখন শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোথা যাইতেছ, উদ্ধতের শিরোমণি ?"

নিমাইপণ্ডিত শ্রীবাসকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। যেন হাসি আসিতেছে, তবে শ্রীবাসের অনুরোধে গম্ভীর হইয়া দাড়াইয়া আছেন। শ্রীবাস ভাব দেখিয়া বলিতেছেন, "নিমাই ! তুমি লিখিয়া পড়িয়া কি ফল পাইতেছ ? শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তুমিত পরম পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান। আমাকে বুঝাইয়া বল দেখি, তুমি শ্রীভগবচ্চরণ ভজন না করিয়া এই যে দিবানিশি বিদ্যা চর্চ্চা করিতেছ, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে ?'

ইহাতে নিমাই সেই কপট গাম্ভীর্য্য রাখিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত ! আমি বালক বলিয়া আমায় কেহ গ্রাহ্য করে না। আমি আর কিছু কাল পড়িলে লোকে মানিবে ও চিনিবে। তখন আমি একটী ভাল দেখিয়া বৈষ্ণব খুঁজিব, এবং আমি এরূপ বৈষ্ণব হইব যে আপনারা পর্য্যন্ত অবাক হইয়া যাইবেন। পণ্ডিত ! আমি আপনাকে মনের কথা বলিতেছি, আমি এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, অজ ভব পর্য্যন্ত আমার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" ইহাই বলিয়া নিমাই পণ্ডিত গাম্ভীর্য্য হারাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীবাসও হাসিলেন, আর বলিলেন, "ভাল চঞ্চলকে আমি ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে আসিয়াছি ! ভাল, নিমাই, তুমি কি দেবতা ব্রাহ্মণ মান না ?" ইহাতে নিমাই উত্তর করিলেন, "সোহহং ! শ্রীভগবান যিনি, আমিও তিনি, তবে আর কাহাকে মানিব ?" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিলেন। শ্রীবাস হাসিলেন বটে, একটু দুঃখিতও হইলেন। নিমাই তাঁহার স্নেহের

পাত্র, তাহার মুখে এই রূপ মূঢ় নাস্তিক-তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার দুঃখিত হইবার কথা। তাহার পরে শ্রীবাসের মনে একটু আশাও ছিল। সেটী এই যে, নিমাইপণ্ডিত বৈষ্ণবের পুত্র, অবশ্য বৈষ্ণব হইবে। আর নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় যদি কোন শক্তিধর লোক বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করে, তবে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভবনা অল্প দেখিয়াও শ্রীবাস দুঃখিত হইলেন। শ্রীবাসকে দেখিয়া কপট দীনতার সহিত যে নিমাই ঘাড় হেট করিয়া দাঁড়াইতেন, কি কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন, কি কখন কখন নিতান্ত চঞ্চলের ন্যায় "আমি সেই" বলিয়া তাঁহার ভয় মনে জন্মাইয়া দিতেন, এ কথা শ্রীবাস, তাহার কয়েক বৎসর পরে, মনে করিয়া বড় সুখ পাইতেন।

নিমাইয়ের আর একটি চাঞ্চল্যের কথা বলিব। স্ত্রীলোকে হাব ভাব ও কটাক্ষে, পুরুষকে ভুলাইয়া থাকে, এ অধিকার তাহাদের সর্ব্বদেশে আছে। এইরূপ হাব ভাবে পুরুষকে বাধ্য করিয়া স্ত্রীলোকে রঙ্গ দেখে। নিমাইও এইরূপ হাব ভাব ও কটাক্ষে বাধ্য করিতেন, কিন্তু স্ত্রীলোককে নয়, পুরুষকে। নিমাইয়ের নবদ্বীপে এই গুণের বড় সুখ্যাতি ছিল। নিমাই পথে স্ত্রীলোক দেখিলেই মস্তক নত করিয়া পাশ দিতেন। কুলবালাগণ পথে পুরুষ মানুষ দেখিলে যেরূপ কুণ্ঠিত হয়, নিমাই স্ত্রীলোক দেখিলে সেই রূপ হইতেন। কিন্তু পুরুষের নিকট আর এক ভাব ছিল। তাঁহার কি একটি অমানুষিক শক্তি ছিল যে, ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে বাধ্য করিতে পারিতেন। যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা তাহাকে সেই রূপ বাধ্য করিতেন। তপন মিশ্রকে একটী কথা দ্বারা সস্ত্রীক বারানসী পাঠাইলেন। ইচ্ছামত কেশবকাশ্মীরীকে উদাসীন করিলেন। আবার একদিন পড়ুয়াগণকে বলিতেছেন, "চল বাজারে যাই, সংসারে অনেক দ্রব্যাদির প্রয়োজন আছে।" পড়ুয়াগণ বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বাজারে চলিলেন, কড়ি ত লইলেন না?" নিমাই বলিতেছেন, "গৃহে সম্বল মাত্র নাই। চল যাই দেখি, যদি দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া কিছু আনিতে পারি।"

নিমাই তাম্বুলীয়ার দোকানে গমন করিলেন। তাম্বুলীয়া নিমাইকে দেখিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! একটু অপেক্ষা করুন। আমি অতি উত্তম

খিলি প্রস্তুত করিতেছি।” তাহার পরে নিমাইয়ের হস্তে একটি খিলি দিলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া গ্রহণ করিলেন ও উহা চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, “তুমিত পান দিলে, আমার কিন্তু সম্বল মাত্র নাই।” তাম্বুলীয়া বলিতেছে, “আপনি কড়ি দিলে আমি লইব কেন? আপনি তাম্বুল খাইলেন, ইহাতেই আমার পরম লাভ।” তাহার পরে নিমাই সঙ্গীগণ লইয়া তন্তুবায়ের দোকানে গমন করিলেন। দোকানী সমাদর করিয়া বসাইল। নিমাই বলিতেছেন, “কিছু ভাল কাপড় বাহির কর।” তন্তুবায় কাপড় বাহির করিল। নিমাই কাপড় দেখিতেছেন, আর বলিতেছেন, “এই জোড়া আমার মনোমত বটে, কত মূল্য লইবা?” আবার বলিতেছেন, “মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি করিব! হস্তে কপর্দ্দকও নাঁই।”

তন্তুবায় নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে যে বস্ত্র জোড়া অমনি দেয়, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণস্বভাব, একেবারে কাপড় ছাড়িয়া দিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তখন মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া বলিতেছে, “ঠাকুর! তা মূল্যের জন্য ভাবনা কি? এখন না হয় পরে দিবেন।”

নিমাই বলিতেছেন, “ঋণ করিয়া লওয়া আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। পারতপক্ষে ঋণ করিতেও নাই। তবে অদ্য থাকুক, অন্য এক দিবস সম্বল সঙ্গে করিয়া আসিব।” ইহাতে তন্তুবায় ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে, “ঠাকুর! তোমার ঋণ করিতে হইবে না। তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তোমার গা দিয়া ব্রাহ্মণের তেজঃ বাহির হইতেছে। ঠাকুর তুমি মূল্য মোটে দিও না। অমনি গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার ভাল হইবে।” নিমাই কাপড় আনিয়া পথে পড়ুয়াদিগকে দেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন, পড়ুয়াগণও হাসিতে লাগিল। এইরূপে নিমাই নানা পসারে গমন করিলেন। মস্ত এক বস্তা সওদা হইল। হস্তে এক কড়াও ছিল না, সওদা করিতে ঋণও করেন নাই।

কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নিমাই এরূপে লোককে ভুলাইয়া দ্রব্যাদি লইতেন, একি কার্য্য ভাল হইত? ইহার উত্তর এই যে

তাঁহাকে দেখিয়া যদি কেহ মুগ্ধ হইয়া কিছু দিত, তাহা তিনি লইতেন, তাহাতে দোষ কি? তিনি মূল্য যে দিতেন না, তাহার প্রমাণ নাই। আর যদি তাহাদের মূল্য না দিয়াও থাকেন, তবু, সে কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিবার যাহাদের অন্যের অপেক্ষা অধিকার বেশী আছে, তাহারা দোষ বলেন না। যে তন্তুবায়গণ নিমাই পণ্ডিতকে বস্ত্র, যে গন্ধবণিকগণ তাঁহাকে গন্ধ দ্রব্য দিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে সে কথা মনে করিয়া আনন্দে ও গৌরবে অদ্যাপি নয়ন জল ফেলিয়া থাকেন।

আর এক কথা। কি নবশাখ, কি সুবর্ণ বণিক, তাহাদের এখনকার যে পদমর্য্যাদা তাহা কেবল এই নিমাইপণ্ডিতের দ্বারাই হয়।

শ্রীধর নামক একজন পসারি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বাজারে কলার খোলার পাত্র ও থোড় মোচা বিক্রয় করিতেন। স্বভাব নিতান্ত সাধুর ন্যায়। ঐ রূপ ব্যবসায় করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা আয় হইত, তাহার দ্বারা নিজের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা দেবতাকে দিতেন। দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম জপ করিতেন, আর তাঁহার নাম জপিবার উপদ্রবে ভব্যলোকে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। স্থূল কথা, শ্রীধর একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের তাঁহার উপর নিতান্ত আক্রোশ! নিমাই কখন কখন বাজারেও যাইতেন, আর তাঁহাকে দেখিলে শ্রীধরের মুখ অমনি শুখাইয়া যাইত। নিমাই বাজারে আসিয়াই, প্রথমে শ্রীধরের নিকট উপস্থিত। শ্রীধর ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "ঠাকুর কাড়াকাড়ি করিবেন না, আমি যে মূল্য বলিব, তাহা বই লইব না। আপনি আমার নির্দ্ধারিত মূল্য দিয়া দ্রব্য লইয়া যান, নতুবা অন্য পসারি হইতে ক্রয় করুন।" নিমাই বলিতেছেন, "আমি যোগানিয়া ছাড়ি না। সে যাহা হউক, শ্রীধর, তুমি যেরূপ কৃপণ, তোমার অনেক টাকা আছে।" শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি, দ্বন্দ্ব করিও না, আমি দরিদ্র, আমি টাকা কোথা পাইব?" তখন নিমাইপণ্ডিত, শ্রীধর যে মূল্য বলিল, তাহার অর্দ্ধ মূল্য বলিয়া হাতে দ্রব্য উঠাইলেন; আর শ্রীধর অমনি দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অন্য পসারির কাছে যাও।"

তখন নিমাই কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিতেছেন, "তুমি যে আমার হাতের দ্রব্য কাড়িয়া লও, এ কায কি তুমি ভাল করিতেছ? জান তুমি যে গঙ্গারে প্রত্যহ নৈবেদ্য দাও, আমি তাহার পিতা?" ইহাতে শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, দুই কর্ণে হাত দিয়া, বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বয়স হইলে লোকে ক্রমে ধীর হয়, তুমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছ। তোমার কি গঙ্গাকেও কিছু ভয় নাই?"

নিমাই বলিতেছেন, "ভাল, তুমি দেবতাগণকে বিনা মূল্যে প্রত্যহ উপহার দিয়া থাক, আমাকে না হয় অল্প মূল্যে কিছু ছাড়িয়া দিলে।" শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমি হারি মানিলাম, আমি মূল্য কমাইব না। তবে তুমি যদি নিতান্তই আমাকে না ছাড়, তবে তোমাকে প্রত্যহ এক খণ্ড থোড় ও আহার করিবার খোলার পাত্র বিনা মূল্যে দিব। কিন্তু আমার সহিত দ্বন্দ্ব করিও না।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "বেশ, এই কথা। তবে আর বিবাদ কি?" এই শ্রীধরের খোলায় নিমাই প্রত্যহ ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখবাণা সোণা।

চৈতন্যমঙ্গল।

শচী যখন গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তখন দেখেন যে, একটি বালিকা বিনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করে। কন্যাটী অতি সুশ্রী, বিবাহ হয় নাই। প্রথমে তিনি তাহার প্রতি বড় লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু প্রত্যহ এইরূপে ঘাটে তাঁহার সহিত দেখা হইলেই, সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া নমস্কার করে দেখিয়া, তাহার প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এমনি লাজুক যে, নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া থাকে, মুখ উঠায় না। শচী তাহাকে এই নিমিত্ত প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করেন। শচী বলেন, "বাছা! তুমি 'জন্ম-এয়োস্ত্রী হও।' তোমার সুন্দর বর হউক।" আর অমনি সেই বালিকাটি লজ্জায় অভিভূত হয়।

এক দিন শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা তুমি কার মেয়ে?" কন্যাটি বলিল যে, তাহার বাপের নাম সনাতন মিশ্র। শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা তোমার নাম কি?" তাহাতে কন্যাটি বলিল, "বিষ্ণুপ্রিয়া।"

শচী দেখিলেন, কন্যাটি শুধু সুশ্রী ও লাজুক নয়, বড় ভক্তিসম্পন্ন। দেখেন যে, ঐ বালিকাটি প্রত্যহ তিন বার গঙ্গায় স্নান করে, আর তীরে বসিয়া বালিকাদিগের যে পূজা তাহা করে। শচী মনে ভাবিতেছেন, "এটি সনাতন মিশ্রের কন্যা, অবিবাহিতা, পরম সুন্দরীও বটে। দেখিতে যেমন সুশ্রী, চরিত্র তেমনি মধুর, আমার ভাগ্যে কি উহা হবে?"

সনাতন মিশ্র, রাজ-পণ্ডিত, ধনবান্ লোক। বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শচীর আদান-প্রদানের ঘর। শচী ভাবিতেছেন, এই কন্যাটি যদি পান, তবে নিমাইয়ের সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু উহা কিরূপে ঘটিবে?

সনাতন বড় মানুষ, ও বড় কুলীন, তাঁহার ন্যায় দরিদ্রের ঘরে, পিতৃহীন বালককে তিনি কন্যাদান কেন করিবেন?

যাহা হউক, শচী কাশী মিশ্র ঘটককে ডাকাইলেন, ডাকাইয়া তাহাকে তাঁহার মনের কথা বলিলেন। শচী বলিলেন, "তুমি ঐ কন্যাটি আমার ঘরে আনিয়া দাও। আমার মেয়েটির উপর বড় মায়া হইয়াছে। আমার তাহাকে দেখিলেই কোলে করিতে ইচ্ছা করে।" কাশী মিশ্র এই আদেশ পাইয়া সনাতন মিশ্রের ওখানে গমন করিয়া, আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে সমুদয় কথা বলিলেন, ও পরে বলিতেছেন, "তা যাহাই বলুন, মহাশয়, নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় সুপাত্র নবদ্বীপে নাই।"

সনাতন হাঁ কি না কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসিতেছি।" ইহাই বলিয়া দ্রুত বেগে ভিতর বাড়ীতে গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহার ঘরণীর নিকট অতি প্রফুল্ল চিত্তে বলিতেছেন, "এত দিনে বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন।"

সনাতন মিশ্রের এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যাটি বড়, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, পুত্রের নাম যাদব। কন্যাটি পরমা রূপসী ও সুচরিত্রা। পিতা মাতার প্রাণ। তাহাকে সুপাত্রে দান করিবেন, ইহা মনের স্থির সংকল্প। কিন্তু সুপাত্র পাইবেন কোথা? বৈদিক-শ্রেণী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহার আদান প্রদানের ঘর আরো অল্প। কন্যাটীর বিবাহের নিমিত্ত এই কারণে তিনি দিবানিশি চিন্তিত। নিমাই পণ্ডিতের যশঃ যখন প্রচার হইতে লাগিল, তখন নবদ্বীপের সকলে তাঁহাকে জানিলেন, সনাতনও তাঁহার নাম শুনিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরের সহিত তাঁহার আদান প্রদান চলে, সুতরাং নিমাইকে কন্যাদান করিবার কথা স্বভাবতঃই তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইল।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের যশঃ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আবার যখন দিগ্বিজয়ী জয় করিলেন, তখন নবদ্বীপ তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন-সমাজ। সেখানে বিদ্যা লইয়া লোকের ছোট বড় বিচার। যাঁহারা ধনবান্, তাঁহারা পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ। যিনি মহাপণ্ডিত তাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ,

তিনিই সমাজের কর্ত্তা। ধনবান পথ দিয়া যাইতেছেন, সেই পথে যদি কোন পণ্ডিতকে দর্শন করেন, অমনি দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে নমস্কার করেন।

শচী দেবী ভাবেন যে, নিমাই কাঙ্গাল ও বালক ও একটু পাগল, তাহাকে সনাতন কেন কন্যাদান করিবেন? কিন্তু সনাতন তাহা ভাবেন নাই। তিনি ভাবিতেছেন যে, নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে বিদ্বজ্জন-সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, তাঁহার কন্যা কেন গ্রহণ করিবেন?

আবার নিমাইকেও চক্ষে দেখিয়াছেন। যাঁহারা সরল, তাঁহারা নিমাইকে দেখিলে জন্মের মত আকৃষ্ট হইতেন। সনাতন অতি সরল, নিমাইকে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এটি ত মনুষ্য নয়, কোন দেবতা কি স্বয়ং মদন। ইনি কি তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবেন? দিবানিশি মনে মনে এই নিমিত্ত দেবতার নিকট নিমাই পণ্ডিতকে জামাতা রূপে কামনা করেন। ঘরণীকেও এই কথা বলিয়াছিলেন, আর দুই জনে ইহা কিরূপে সংঘটন হইবে, তাহাই বসিয়া বসিয়া যুক্তি করিতেন। এমন সময় কাশী মিশ্র যাইয়া বলিলেন যে, শচী দেবীর ইচ্ছা তোমার কন্যাকে তাঁহার পুত্র-বধূ করেন। ইহাতে সনাতন আনন্দে কিছু বলিতে পারিলেন না, উঠিয়া দৌড়িয়া ঘরণীকে শুভ সংবাদ দিতে গেলেন।

এদিকে সেই কন্যাটির কথা কিছু বলি। বালিকাটির রূপ অতি মনোহর, কিন্তু তাঁহার গুণ রূপ হইতেও অধিক। হৃদয়ে ভক্তি থাকায় সেই রূপ যেন প্রফুল্লিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে লজ্জা বিনয় ও ভক্তি, বাহিরে সুগঠন, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, হিঙ্গুলের ন্যায় ঠোঁট, কমলের ন্যায় নয়ন, ও কুন্দে কাটা বদন। কন্যাটি তাঁহাকে প্রণাম করিলে শচী তাহাকে শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, নিকটে রাখিয়া তাহার সহিত অনেক ক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিতেন, কন্যাটিও যেন তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না। শচী মনে মনে ভাবিতেন "মা, আমি তোমাকে ঘরে আনিতে পারি, তবেই আমার নদীয়া বসতি সার্থক হয়।"

এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ রমণী স্নান করে, কে কাহাকে চিনে? সেখানে

সেই কন্যাটি এত রমণী থাকিতে, যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই এমন যে শচী দেবী, তাঁহাকে বাছিয়া, প্রত্যহ ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম কেন করে? শুধু তাহা নয়। বয়ঃক্রম একাদশের উর্দ্ধ নয়, কিন্তু তবু প্রত্যহ তিন বার গঙ্গায় স্নান করে, দিবানিশি ঘরের ঠাকুর সেবায় রত থাকে, ইহারই বা কারণ কি?

নিমাইয়ের পার্ষদ মুকুন্দ পণ্ডিত, তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ-উদয়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে উদয় হয়েন, আর তাহাতে ঐ কন্যা নবানুরাগে পাগলিনীর মত হয়েন। চৈতন্যভাগবত এই সম্বন্ধে একটু আভাস দিয়া বলেন যে, কন্যাটি দেব-ভক্তিতে সর্ব্বদা রত থাকিতেন, তিন বার গঙ্গায় স্নান করিতেন, ও শচী দেবীকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন। সে যাহা হউক, নিমাই পণ্ডিতই স্বপ্নে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করুন, কি তিনিই নিমাইকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হউন, ইহা নিশ্চয় যে শচী দেবী তাঁহার নিকট বড় মিষ্ট লাগিতেন। আর শচী মিষ্ট কেন লাগিতেন, না, নিমাই পণ্ডিতের মা বলিয়া।

কন্যাকালে নিমাই পণ্ডিতকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া বালিকাটি বড় ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। মুহুর্মুহু গঙ্গা স্নান করেন, মনে আশা তাঁহার বরকে দেখিতে পাইবেন। শচীকে দেখিলে ইচ্ছা করে যে তাঁহার নিকটে গমন করেন। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন? এক উপলক্ষ, —প্রণাম করা। তাই শচীকে দেখিলেই ধীরে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করেন। প্রণাম করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন। শচীকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। মনে মনে কি ভাবেন তাহা জানি না, বোধ হয় বলেন যে, "তুমি আমার মা, আমাকে তুমি ঘরে নিয়া যাও। আমি তোমার চিরজীবন সেবা করিব।"

দেবতাগণের নিকট ও ঠাকুর ঘরে দিবানিশি যাপন করেন, সেখানেও ঐরূপ কিছু মনে ভাবেন, ও ঠাকুরদিগের নিকট মনে মনে নিবেদন করেন।

সনাতন মিশ্র আনন্দে ডগ মগ হইয়া কাশী মিশ্রের প্রস্তাব আপনার ঘরণীকে শুনাইলেন। তাহাতে তিনিও আনন্দে পুলকিত হইলেন।

এ সংবাদ বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন। তাঁহার যে দিনে তিন বার গঙ্গাস্নান, দেবদেবীর পূজা, ঘরের ঠাকুর অর্চ্চনা ও ভাবী শাশুড়ী শচী দেবীর সেবা সমুদায় সফল হইল, সেই দিন তাহার কি ভাব হইল, তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম করুন, আমরা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব না। সনাতন মিশ্র বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া কাশীমিশ্রকে বলিলেন, "এ কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য। বহু ভাগ্যে নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় জামাতা মিলে, আপনি শচীদেবীকে গিয়া বলিবেন যে, তিনি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া আমাকে ও আমার গোষ্ঠীকে কৃতার্থ করিলেন।" কাশী মিশ্রও এই শুভ সংবাদ শচীদেবীকে জানাইলেন।

সনাতন মিশ্র ধনবান্, কন্যাটি তাঁহার প্রাণ, নিমাই পণ্ডিত তাঁহার জামাতা হইবেন, এই সমস্ত কারণেই পণ্ডিত মিশ্র আহ্লাদে সংজ্ঞাহারা হইলেন। তিনি এই বিবাহ উপলক্ষে সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিবেন স্থির করিলেন। তখন স্বর্ণকার ডাকাইয়া নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও বিবাহের অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে দিলেন। "শুভস্য শীঘ্রং" ভাবিয়া এই কার্য্য যাহাতে অনতিবিলম্বে নির্ব্বাহ হয়, তাহার নিমিত্ত লগ্ন স্থির করিতে একজন গণককে ডাকাইলেন।

গণক, সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে আসিতেছেন, এমন সময় পথে চঞ্চল নিমাইপণ্ডিতের সহিত দেখা হইল। তখন গণক হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, জান, আমি কোথায় যাইতেছি?" নিমাই বলিলেন, "না, আমি জানি না।" গণক বলিলেন, "আমি সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে যাইতেছি।" নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বিবাহ?" গণক উত্তর করিলেন, "তোমার, আর কাহার?" ইহাতে নিমাইপণ্ডিত অত্যন্ত হাস্য করিয়া, বলিলেন, "আমার বিবাহ? কৈ আমি ত তাহার কিছুই জানি না।" ইহাই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

গণক সনাতনের বাড়ীতে আসিলে, সনাতন তাহাকে লগ্ন স্থির করিতে বলিলেন। কিন্তু গণক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, নিমাই পণ্ডিতের সহিত একটু পূর্ব্বে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, আর বিবাহসম্বন্ধে দুই

একটি কথাও হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন তাঁহার এ বিবাহে মত নাই।

সনাতন ভাবিলেন যে, বিবাহের কথা বার্ত্তা শচীদেবীর সহিত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধা, পুত্র বড় হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের এখন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাই সম্ভব। যখন নিমাইয়ের মত নাই, তখন শচী দেবীর মতে কি হইবে? এই ভাবিয়া সনাতন মর্ম্মাহত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। তখন এ কথা তাঁহার ঘরণীর কর্ণে উঠিল, তিনি হাহাকার করিতে লাগিলেন। কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিল, তখন তাহার কি অবস্থা হইল, তাহা বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। সনাতন আত্মীয় বন্ধুগণকে ডাকাইলেন। তাঁহাদিগকে সমুদয় কথা বলিলেন, কিন্তু পাত্রের যখন বিবাহে মত নাই, তখন বন্ধুবান্ধব আর কি পরামর্শ দিবেন? এইরূপে সনাতন মিশ্র দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এ কথা নিমাই পণ্ডিত শুনিলেন। তিনি কেন যে গণকের কাছে ওরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বিচার করা নিষ্ফল। এক হইতে পারে, তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি শিশুসন্তানের মত ব্যবহার করিতেন। নিমাইও সংসারের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। জননী সংসারের কর্ত্রী, যখন যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, জননীর শ্রীচরণে রাখিয়া অবসর হইতেন। শচী আপন ইচ্ছামত সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া, শচী ভাবিলেন, তাঁহার নিজের কাজ, ইহাই ভাবিয়া আপনি কন্যা দেখিলেন, বর দেখিলেন, সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন, নিমাইকে আবার এ সম্বন্ধে কি বলিবেন? আবার আপনা আপনিই বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং একথা হইতে পারে যে প্রকৃতই নিমাই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না। তাই গণককে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

আবার ইহাও হইতে পারে যে, সকল বিষয় উপেক্ষা করা নিমাইয়ের জন্মগত স্বভাব ছিল। হঠাৎ কাহারও করস্থ হইতেন না। কারণ যদিও তাঁহার বয়ঃক্রম তখন বিংশতি বৎসরের বেশী নহে, কিন্তু প্রকৃত

পক্ষে তিনি অতি তেজীয়ান্ পুরুষ। তিনি উপেক্ষা করিলে, উপেক্ষিতের তাঁহার উপর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইত, এবং সনাতন মিশ্র সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গোষ্ঠী নিমাই কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুলিত হইলেন।

যেখানে প্রীতি গাঢ়, সেখানে উপেক্ষায় উহা বর্দ্ধিত হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে উপেক্ষা করিলেন, তখন শ্রীমতী অচেতন হইয়া পড়িলেন। চেতন পাইয়া চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও এদিকে উপেক্ষা করিয়া বড় ক্লেশ পাইলেন। তাঁহার উপেক্ষায় শ্রীমতী মর্ম্মাহত হইবেন ভাবিয়া, নিকুঞ্জবনে শয়ন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। সেই রূপ এদিকে যেমন সনাতন গৃহে হাহাকার করিতে লাগিলেন, নিমাইও ওকথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন ব্যস্ত হইয়া একজন সুহৃদকে সনাতন মিশ্রের নিকট পাঠাইলেন।

নিমাই পণ্ডিত প্রেরিত লোক আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত জননীর আজ্ঞাবহ। জননী যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার শিরোধার্য্য, অতএব মিশ্র মহাশয় দিন স্থির করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করুন।" ইহাতে সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে পুনরায় আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব ও পড়ুয়াগণ শুনিলেন যে, সনাতন মিশ্রের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কায়স্থ জমীদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ বলিলেন যে, বিবাহের ব্যয় ভার তিনি একাকী সমুদায় বহন করিবেন। ইহাতে নিমাই যে মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল করিয়াছিলেন, তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনিও ব্যয় ভারের অংশ লইবেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ তখন ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, এ বামুণের বিবাহ নয়, তিনি নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ এরূপ সমারোহের সহিত দিবেন যে, রাজপুত্রের বিবাহও সেরূপ হয় না। যাহা হউক, বুদ্ধিমন্ত খাঁ ও সঞ্জয় আর নিমাইয়ের পড়ুয়াগণ সকলে একত্রিত হইয়া বিবাহের ব্যয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। উদ্যোগও প্রকাণ্ড রূপে হইতে লাগিল।

এখনকার আর তখনকার বিবাহের উৎসব প্রায় একই রূপ। বিবাহের নিমিত্ত নবদ্বীপের সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যাহারা প্রধান প্রধান লোক, তাঁহারা সকলে নিমন্ত্রিত হইলেন। বিবাহের উদ্যোগও সেইরূপ হইতে লাগিল। নিমাইয়ের বাড়ী চন্দ্রাতপে, নিশানে, কদলী বৃক্ষে, আম্রসারে সুসজ্জীভূত হইল। নারীগণে সমস্ত বাড়ী আলিপনা দিলেন। বিবাহের নিমিত্ত বিস্তর আহারীয় সংগ্রহ হইল। ভোজ্য ও বস্ত্র সমস্ত নবদ্বীপে বিতরিত হইল। সনাতন মিশ্র অধিবাস করিতে লোক পাঠাইলেন। শচীদেবীও অধিবাস করিতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী লোক পাঠাইলেন। বিবাহের এরূপ সমারোহ হইল যে, নবদ্বীপে এরূপ সমারোহের বিবাহ কেহ কখন দেখেন নাই। চৈতন্যভাগবত বলেন যে, যে সমুদয় দ্রব্য পড়িয়া রহিল তাহা দ্বারা পাঁচটি উত্তম বিবাহ হয়। চৈতন্যভাগবত আরো বলিতেছেন যে, নিমাইয়ের অলৌকিক শক্তিতে দ্রব্যাদি অফুরাণ হইয়াছিল। শচী মহানন্দে জল সওয়া, ষষ্ঠী পূজা প্রভৃতি নারীদিগের যত নিয়মের কার্য্য সমুদয় করাইলেন।

নিমাই স্নানাদি করিতে বসিলেন। এয়োগণ তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জনা, পদ খানি পরিস্কার, কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া পরিশেষে তৈল, আমলকি, ও হরিদ্রা মাখাইলেন। যে রমণীগণ নিমাইয়ের অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছেন, কি সেখানে যাঁহারা দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন, সকলের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর যুবা পুরুষের ঐরূপ অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে গেলে, কোন কোন রমণীর মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্তু যাঁহারা নিমাইয়ের সেবা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মনের মধ্যে কোন কুভাব উদয় হইল না। যে ভাব উদয় হইল, তাহাতে কেবল বিমলানন্দ উঠিতে লাগিল। নিমাইয়ের এই শক্তির কথা পুর্ব্বেও বলিয়াছি। নিমাইকে দর্শন করিয়া যাঁহারা মুগ্ধ হইতেন, তাঁহাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে মন নির্ম্মল হইত।

তাহার পরে, অন্যান্য নিয়মিত কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, নিমাইয়ের বয়স্যগণ তাঁহার বেশ করিতে বসিলেন। কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের ফোটা দিয়া উহার মধ্য স্থানে মৃগমদবিন্দু দেওয়া হইল। সমস্ত মুখ

অলঙ্কারবৃত হইল ও নয়নে কজ্জল দেওয়া হইল। গলায় ফুলের মালার উপর মতির মালা দুলিতে লাগিল। বাহুতে রত্ন বাজু ও কর্ণে কুণ্ডল পরান হইল। নিমাই কটী আঁটিয়া পীত পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। গাত্রে পট্ট চাদর দেওয়া হইল, ও মস্তকে মুকুট পরান হইল। নিমাই তখন উঠিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতি ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, আর শচীদেবী, ধান দুর্ব্বা দিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বয়স্ত সহিত নিমাই গোধুলী লগ্নে দোলায় আরোহণ করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁর পদাতিক ঘিরিয়া চলিল। নানাবিধ বাদ্যের সঙ্গে নিমাই প্রথমে সুরধুনী তীরাভিমুখে চলিলেন। তখন এখানকার ন্যায় ঢোল ছিল না। ঢোলের পরিবর্ত্তে মৃদঙ্গ, মার্দ্দল, জয়ঢাক, বীরঢাক প্রভৃতি বাদ্য ছিল। নাচওয়ালারা নাচিয়া ও কাচুকেরা নানা কাচ কাচিয়া সঙ্গী লোক সমূহকে আমোদ করিতে করিতে চলিল। তাহাদের ব্যঙ্গ দেখিয়া নিমাই এক বার হাসিলেন। এইরূপে নিজ ঘাটে কিছু কাল বাদ্যে ও বিবিধ বাজিতে বাড়ীর নিকটস্থ লোককে আনন্দ দিয়া নিমাই সনাতন মিশ্রের বাড়ী গমন করিলেন।

সনাতনের বাড়ীতেও ঐরূপ উদ্যোগ। সনাতন বাদ্যকর সমভিব্যাহারে জামতাকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লইতে আসিলেন। আপনি কোলে করিয়া জামতাকে দোলা হইতে উঠাইলেন। পুষ্পবৃষ্টি ও খইবৃষ্টি হইতে লাগিল, আর শত শত স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য দ্বারা মঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিল। চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন:—

তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া আনিলেন সভায় ধরিয়া॥

যখন বিষ্ণুপ্রিয়া সভায় আসিলেন তখন সভাস্থ লোকে কিরূপ খদিকেলন তাহা চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ বলিতেছেন:—

বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বালা সোনা।
ঝল মল করে যেন তড়িত.প্রতিমা॥

বিষ্ণুপ্রিয়াকে, শুভ দৃষ্টির নিমিত্ত, নিমাইয়ের অগ্রে পীঁড়ির উপরে সকলে উচ্চ করিয়া ধরিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় অভিভূতা হইয়া মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। তখন বর কন্যা উভয়ের মুখ এক খানি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করা হইল। সকলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নয়ন মেলিয়া বরের মুখ দেখিতে বলিলেন। কিন্তু লজ্জায় তিনি তাহা পারিলেন না। তখন সকলে বলিলেন যে, বরের মুখ দেখিতে হয়, না দেখিলে দোষ। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন। নিমাইয়ের দুই চক্ষে আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই চক্ষে মিলন হইল। এ মিলন চকিতের মত হইয়া গেল। কিন্তু এই নিমিষের মধ্যে চারি নয়নে চারিটি কথা হইল তাহা এই যে, "তুমি আমার, আমি তোমার।" তাহার পরে উভয়ে উভয়ের গলায় মাল্য দিলেন ও ফুল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন। পরে বর কন্যা একত্র দাঁড়াইলেন। সেই সময়ের ছবিটি বলরাম দাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

ঘোমটা আড়ালে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
আড় চোখে হেরে, পতি মুখ ছবি ॥
ভাবিছেন মনে, কি সুন্দর মুখ।
কি তপেতে বিধি, দিল এত সুখ ॥
এই যে লোভের, সামগ্রী দক্ষিণে।
কারু অধিকার, নাহি এই ধনে ॥
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে, এটি মোর বর।
এ ধন আমার, কেবল আমার ॥
মুখ হেট করি, হেরিছে চরণ।
আপনারে চির, করিছে অর্পণ ॥
বিধি সাক্ষী করি, কহিছেন মনে।
আমিত বালিকা, কহিতে জানিনে ॥
মোর যত সুখ, ধর তুমি করে।
তোমার যে দুঃখ. দাও মোর শিরে ॥

দুঃখ কিবা সুখে, যেন রাখ মোরে।
ঐ চন্দ্র মুখ, যেন মোর স্ফুরে॥
শত অপরাধ, করিব চরণে।
ক্ষমিবা সকল, তুমি নিজ গুণে॥

বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বামে দাঁড়াইয়া। নানা ছলে অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে বরের মুখ দেখিতেছেন। কখন বা আবার চারি চক্ষে মিলন হইতেছে, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় একেবারে জড়ীভূত হইতেছেন। এই বরটিকে বিবাহের পুর্ব্বে চিত্তসমর্পণ করিয়া বালা বিষ্ণুপ্রিয়া নিতান্ত বিপদগ্রস্ত ছিলেন। আবার সে দিনকার গণকের কথা মনে করিয়া ভাবিলেন, তাঁহাকে পাইতে পাইতে হারাইতেছিলেন। অদ্য আবার সেই তাঁহার সাধনের নধ তাঁহার দক্ষিণে পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার কিছু মাত্র বাহ্য জ্ঞান নাই। কখন ভাবিতেছেন এ স্বপ্ন, কখন ভাবিতেছেন এ কাহার বিবাহ? এ কাহার বিবাহ, কাহার সহিত হইতেছে? কখন নয়ন জলে তারা ডুবিয়া যাইতেছে, কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। কখন বা বরের অঙ্গস্পর্শ সুখানুভব করিতেছেন। ভাবিতেছেন কি মিষ্ট! কি সুখের দ্রব্য! আবার তদ্দণ্ডে ভাবিতেছেন, এত সুখ কি থাকিবে? আর ভয়ে মুখ শুকাইয়া যাইতেছে।

বর কন্যা তখন বাসর ঘরে চলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াব অঙ্গ একে বারে অবশ হইয়া গিয়াছে। চলিতে পারিতেছেন না। নিমাই এক প্রকার টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এমন সময় ঝনাৎ করিয়া একটি শব্দ হইল,—বিষ্ণুপ্রিয়ার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে উছট লাগিয়াছে! দারুণ ব্যথা পাইলেন ও রক্ত পড়িতে লাগিল।*

কিন্তু তখনি একটি কথা মনে হওয়ায় ব্যথিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আর ব্যথার কথা মনে থাকিল না। তিনি ভাবিলেন, বাসর ঘরে যাইতে এ কি

* শ্রীখণ্ডের গোস্বামীগণ বলেন, লোচন তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, আর সেই সময়ে, ঐ গ্রন্থে উপরি উক্ত ঘটনা লিখেন নাই বলিয়া ক্ষোভ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

অমঙ্গল? অমনি সকল সুখ ফুরাইয়া গেল, আর তখন তাঁহার নূতন আশ্রয়, সেই বরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন।

নিমাই কন্যার পায়ে উছট লাগিবামাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন, আর তাঁহার নব প্রিয়ার দুঃখ ও ভয় দেখিয়া আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিলেন। এই প্রথমে বর কন্যার আলাপ হইল। যদিও এ আলাপ অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে, তবু পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের ভাব এই যে "হে বর, হে নব পরিচিত, হে আশ্রয়, আমি বিপদাপন্ন। আমাকে আশ্রয় দাও।" নিমাইয়ের মনের ভাব, "হে দুর্ব্বলে! হে প্রিয়ে! এইত আমি আছি।" নিমাইয়ের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শে বিষ্ণুপ্রিয়ার সমুদায় বেদনা গেল। শোণিতক্ষরণ বন্ধ হইল।

তাহার পরদিন নিমাই, যুগল হইয়া গুরুজনকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সনাতন তাঁহার পুত্র যাদবকে নিমাইয়ের হস্তে সঁপিয়া দিয়া, শেষে কন্যাটির হস্ত লইয়া নিমাইয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমার কন্যা তোমার দাসীর যোগ্য নয়, তবে তুমি নিজ গুণে ইহাকে কৃপা করিবা।" নিমাই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সনাতনের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল। সনাতন আপনার পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার এই পুত্রটিকে পালন করিবা।" নিমাই সম্মত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সনাতন সান্ত্বনা করিলেন। তখন বহুতর দান সামগ্রী লইয়া নিমাই বাড়ীতে আসিলেন। শচী অগ্রবর্ত্তী হইয়া বধূ-মাতাকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিলেন, ও জ্ঞান হারা হইয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন। (যথা চৈতন্যমঙ্গলে)

বধূ কোলে করি তবে শচীর নাচন!

সপ্তম অধ্যায়।

য প্রভু আছিলা অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥—চৈতন্যমঙ্গল।

এইরূপে আন্দাজ দুই বৎসর গেল। এ দুই বৎসরে নিমাই কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। এই দুই বৎসর শচীর আনন্দের সীমা ছিল না। এক দিবস নিমাই শচীর নিকট গয়াক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। পিতৃঋণ শোধ করিতে যাইবেন, শচী নিমাইকে বারণ করিতে পারিলেন না। তবে সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্দ্রশেখর চলিলেন, ও নিমাইয়ের অনেক শিষ্য চলিলেন। আশ্বিন মাসে বাড়ীর বাহির হইলেন ; গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া আসিয়া মন্দারে নিমাইয়ের জ্বর হইল। এই নিমাইয়ের প্রথম পীড়া, শেষ পীড়াও বটে। সকলে চিন্তিত হইলেন, চিন্তিত হইবার আরো কারণ যে জ্বর কিছু অবাধ্য বলিয়া বোধ হইল। তখন নিমাই তাঁহার নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, সেখানকার ব্রাহ্মণের পাদোদক আনা হউক। তাহাই করা হইল, আর উহা পান করা মাত্র তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল।

নিমাইয়ের এই পীড়া লইয়া মহাজনগণ কিছু বিচার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, নিমাইয়ের কোন সঙ্গী সে দেশের ব্রাহ্মণের আচার দেখিয়া মনে ঘৃণা করিয়াছিলেন। নিমাই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত এই রঙ্গ করেন। কেহ কেহ এ রোগের কারণ অন্যরূপ বলেন। জ্বরের উদ্দেশ্য শরীর যন্ত্রকে পরিষ্কৃত করা। নিমাইয়ের দেহযন্ত্রে কোন ক্ষুত ছিল না। এই পৃথিবীর মলাতে সেই যন্ত্রটিকে কিঞ্চিৎ মলা করিয়াছিল, আর জ্বর হইয়া উহা পূর্ব্বের ন্যায় বিশুদ্ধ হইল। এ কথা বলার তাৎপর্য্য "এই" যে, এই জ্বরের অল্প কাল পরেই নিমাই আর এক রূপ হইয়াছিলেন, নিমাই পণ্ডিত আর পূর্ব্বের মত রহিলেন না।

গয়ায় গমন করিয়া নিমাই তুকর জুড়িয়া গয়াধামকে প্রণাম করিলেন। তখন নিমাইয়ের চাঞ্চল্য নাই, দ্রুত গমন নাই, হাস্ত কৌতুক নাই। ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, অতি গম্ভীর ভাবে সমুদয় কার্য্য করিতেছেন। ভক্তি উদ্দীপক যাহা দেখিতেছেন, তাহাই প্রণাম করিতেছেন। ক্রমে গয়ার সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পিতৃকার্য্য করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আবার স্নান করিলেন, তাহার পর চক্রবেড় আসিয়া শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে চলিলেন। এখানে গয়াসুরের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই পদের চিহ্ন আছে। সেই গদাধরের পদচিহ্নকে ব্রাহ্মণগণ স্তব করিতেছেন। আর যাত্রীগণকে শুনাইয়া বলিতে-ছেন, যথা, "দেখ শ্রীভগবানের পদচিহ্ন দেখ! যে শ্রীভগবানের পদনখ জ্যোতি সহস্র বৎসর তপস্যায় দর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহার কৃপা দর্শন কর। দেখ তিনি কত করুণাময়। ঐ পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, ঐ শ্রীপদের নিমিত্ত মহাদেব উন্মত্ত।"

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া নিমাই স্তম্ভিত হইলেন।

নিমাই একদৃষ্টে সেই পদ পানে স্পন্দহীন হইয়া চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে ঠোঁট তুটি কাঁপিতে লাগিল। যেন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিতেছে, আর তিনি নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শেষে নিমাইয়ের বড় বড় দুটি নয়ন তারা জলে ডুবিয়া গেল। নয়ন জল নয়নে স্থান পাইল না, না পাইয়া বাহিয়া বদনে আসিল। আবার নূতন নয়ন জলের সৃষ্টি হইল। উহা আবার নয়নে স্থান না পাইয়া বদনে আসিল। অতএব পূর্ব্বকার নয়ন জল আর বদনে থাকিতে পারিল না, বাহিয়া বুকে আসিতে লাগিল। তখন প্রশস্ত বুকেও জল স্থান পাইল না, মৃত্তিকায় তিন ধারা হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমেই আঁখি বারির বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অগ্রে নয়নের বাহিরের কোণ হইতে একটি ধারা পড়িতেছিল, পরে নাসিকার কোণ হইতে আর একটি ধারার সৃষ্টি হইল। সে ধারা স্বতন্ত্র পথ করিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আইল। আর উহা দিয়া জল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। নয়ন জলের বেগ আরো বাড়িয়া

উঠিল, তখন নয়নের মধ্য স্থান দিয়া আর এক ধারার সৃষ্টি হইল। পরে সমুদায় ধারা মিশিয়া গেল, তখন সমস্ত নয়ন দিয়া বদন জুড়িয়া একটি ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাইয়ের উপবীত ভিজিয়া গেল, উত্তরীয় ভিজিয়া গেল, বসন ভিজিয়া তাঁহার নয়ন জলে সে স্থান জলময় হইল।

নিমাইয়ের মুখে বাক্য নাই, কণ্ঠে শব্দ নাই, বিম্বোষ্ঠ দুইটি মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। বদন চন্দ্রমা তখন এত প্রফুল্লিত হইয়াছে যে, দর্শকগণ নিমিষ হারা হইয়া উহার সুধা পান করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গ অল্প অল্প কাঁপিতেছে, পড়িতেছেন, আর পড়িতেছেন না, কিন্তু কেহ যে তাঁহাকে স্পর্শ করে, এমন কাহার সাহস হইতেছে না। দর্শকগণের মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। তিনিও শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। নিমাইয়ের অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে ধরিলেন। তখন নিমাইয়ের বাহ্য জ্ঞান হইল, আর ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, পুরী গোসাঞি তাঁহাকে অমনি হৃদয়ে ধরিলেন। উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া প্রেম বারিতে উভয়ে উভয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

নিমাই ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, "আজি আমার গয়া যাত্রা সফল হইল, আজি আমার জনম সফল। আজি আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম, যে হেতু তোমার অমূল্য চরণ দর্শন করিলাম। গোঁসাই, আমি ভব-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই দেহ আমি একেবারে তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমার উপর এরূপ শুভ দৃষ্টিপাত কর, যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সুধা পান করিতে পারি।"

ঈশ্বরপুরী বলিতেছেন, "পণ্ডিত, যে অবধি আমি তোমাকে নবদ্বীপে দর্শন করিয়াছি, সেই অবধি তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ। আমি তোমার দর্শনে কৃষ্ণ-দর্শন সুখ পাইয়াছিলাম। আর সেই অবধি আমি তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতেছি। আমি স্ববশ নহি, তোমারই অধীন। তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিবে, তাহাই করিব।"

নিমাই বিদায় হইয়া বাসায় আসিলেন, আসিয়া তখন রন্ধন করিতে বসিলেন। প্রায় রন্ধন শেষ হইয়াছে এমন সময় সেখানে ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত। নিমাই ইহাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঈশ্বরপুরী রহস্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমার রন্ধনও সমাপ্ত হইল, আমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার নিকটে আসিলাম। আমার ভাগ্য বড়।"

নিমাই বলিতেছেন, "রন্ধন সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া ভোজন কর।" ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "আমি ভোজন করিব, তুমি কি খাইবে? বরং যে অন্ন রন্ধন করিয়াছ, আইস আমরা দুইজনে ভাগ করিয়া তাহাই আহার করি।" নিমাই সে কথা শুনিলেন না। অতি যত্ন করিয়া সমস্ত অন্নই ঈশ্বরপুরীকে ভুঞ্জাইলেন। ঈশ্বরপুরিকে ভোজন করাইয়া তাঁহার অঙ্গে চন্দন লিপ্ত করিয়া গলে ফুলের মালা দিলেন। পরে আপনি রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন।

অন্য একদিন শুভক্ষণে শুভদিনে ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্রটি দশাক্ষরী, "গোপীজন বল্লভের।" মন্ত্র দিয়া নিমাই পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিলেন, আর উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। এখন চৈতন্যচরিতামৃতের কথাটি স্মরণ করুন, অর্থাৎ মাধবেন্দ্র যে অঙ্কুর রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার বৃক্ষ গৌরাঙ্গ ঠাকুর হইলেন।

ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের এই শেষ দেখা। তিনি কেন, কোথায় গমন করিলেন, আর নিমাই বা কেন তাঁহাকে যাইতে দিলেন, এ সমস্ত কাহিনী আমরা জানি না। তবে ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে নিমাইকে দেখিয়া মনে উদয় হয় যে,—এ বস্তুটি কি? গয়াতে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, নিমাই বস্তুটি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। সেই নিমাই তাঁহার নিকট মন্ত্র লইলেন, ইহাতে তিনি পূর্ণকাম হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার অন্য একটি দুঃখের সৃষ্টি হইল। সেটি এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে গুরুরূপে প্রণাম করিতে লাগিলেন। নিমাই গুরুকে প্রণাম করেন, তাহা না করিলে আচার বিরুদ্ধ কার্য্য হয়, নিমাই কখন আচার বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না। আবার পুরীও

বা কি রূপে, যাঁহাকে তিনি শ্রীভগবান বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিবেন? ইহা কেহই পারেন না পুরীও পারিলেন না। নিমাইয়ের নিকট হইতে কাযেই বিদায় হইলেন। তখন তিনি সেই নিমাইয়ের মধুর রূপ হৃদয়ে পুরিয়া ও জন্মের মত অঙ্কিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনাবধি নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দিন দিন ভক্তি বাড়িতেছে। নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন, দেহ চেষ্টা ছাড়িলেন। কখন বা উর্দ্ধ মুখ হইয়া নিমিষ হারাইয়া চাহিয়া থাকেন। কখন বা আপনি আপনি কথা বলেন, কখন বা বিরলে বসিয়া কি মনে ভাবিয়া রোদন করেন। তাঁহার সঙ্গিগণ নিমাইয়ের ভাব কিছু বুঝিতে পারেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না, জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পান না। তাঁহারা দেখেন যে, নিমাইয়ের হৃদয়ে কি প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সেটি কি?

এক দিন নিমাই নিভৃতে বসিয়া, তাঁহার গুরু দত্ত মন্ত্র জপ করিতেছেন, এমন সময় "কৃষ্ণ আমার বাপ কোথায়?" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সঙ্গিগণ আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে তিনি চেতন পাইলেন, কিন্তু শান্ত হইলেন না। নিমাই চেতন পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু আবার তাঁহার অঙ্গ ভূমিতে এলাইয়া পড়িল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ! বাপ! আমার প্রাণ! আমি তোমা বিনা আর জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমি অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়াছিলাম। আমি আর পারি না। তুমি আমা হইতে আর লুকায়িত থাকিও না। তুমি দয়াময়, আমাকে দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রাখ। আমি তোমার বিহনে ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।" এই রূপ কাতর ধ্বনি করিতে করিতে নিমাই ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ, তাঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কে প্রবোধ শোনে? নিমাই তখন আর নিমাই নাই। যাঁহারা প্রবোধ দিবেন, তাঁহারা প্রবোধ দিতে আসিয়া আপনারাই ধৈর্য্যহারা হইলেন। নিমাইয়ের সেই করুণ রোদন,

সেই আর্ত্তি, বদনের কাতর ভাব, আর নয়নের অবিশ্রান্ত ধারা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও। আমি আর বাড়ী যাইব না। আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবনে চলিলাম। আমার জননীকে তোমরা সান্ত্বনা করিও, বলিও যে, নিমাই কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবনে গিয়াছে।" ইহাই বলিয়া নিমাই ক্ষিপ্তের ন্যায় বৃন্দাবনে চলিলেন। সকলে ধরিয়া রাখিলেন।

চন্দ্রশেখর ও নিমাইয়ের শিষ্যগণ বড় বিপদে পড়িলেন। পরে নিমাইকে নানা মত প্রবোধ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। সকলে পৌষ মাসের শেষে নবদ্বীপে আসিলেন।

নিমাই আসিতেছেন শুনিয়া গ্রামস্থ অনেকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আনিতে গেলেন। শচীর কর্ণকুহরে এ শুভ সংবাদ প্রবেশ করিল। তিনি আহ্লাদে জ্ঞানহারা হইয়া বাহিরে আইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও ধৈর্য্যহারা হইয়া পতিমুখ দেখিতে সলজ্জ ভাবে দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইলেন। জননীকে বাহির দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া নিমাই তাঁহার চরণ দুটি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচী আর আনন্দে কথা কহিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের আগমন সংবাদ নবদ্বীপময় প্রচার হইল; সনাতনমিশ্র ও তাঁহার পত্নী শুনিয়া মহাহর্ষে মগ্ন হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল॥"

নিমাই গৃহে আসিলে, তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, শিষ্য প্রভৃতি সকলে দেখিলেন যে, তাঁহার আর পূর্ব্বভাবের কোন চিহ্ন নাই। এককালে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এমন কি যেন তাঁহাকে চেনা যাইতেছে না। সে উদ্ধত স্বভাব নাই, সে বিদ্রূপাত্মক মুখভাবও নাই। নিমাই তখন বিনয়িতার অবতার হইয়াছেন। যেন সকলের অধীন, কি সকলের নিকট অপরাধী। অল্প অল্প হাসিতেছেন, কিন্তু তবু মুখ মলিন; যেন সর্ব্বদা অন্যমনস্ক। এক কহিতে আর বলেন। কথা কহিতে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা, তবে বাধ্য হইয়া কথা কহেন। অনবরত যেন নয়নে জল আসিতেছে, আর কষ্টে তাহা নিবারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে নয়ন-জলে তারা ডুবিয়া যাইতেছে, আর সেই বেগ গোপন করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিতেছেন। এ দিকে কিন্তু শরীর হইতে তেজঃ বাহির হইতেছে, আর সেই বিপুল শরীর যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরো সুবলিত হইয়াছে।

নিমাইয়ের বিনয় ও ভাব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন ও মুগ্ধ হইলেন। যাঁহারা গুরু জন তাঁহারা মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সখা তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কি গুরুজন, কি সখাগণ, যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার শক্তি হারাইলেন। তখন নিমাই সকলকে মধুর বাক্যে বিদায় করিলেন।

বিকালে বাহির বাটীতে নিমাই তাঁহার তিনটি বন্ধু লইয়া তীর্থ কথা বলিতে বসিলেন। সে তিন জনের নাম, শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ

ও মুরারি গুপ্ত। এই মুরারি গুপ্তেরই খালে শিশুবেলা নিমাইয়ের কীর্ত্তি, আর ইনিই নিমাইয়ের আদিলীলা বর্ণন করিয়াছেন।

তীর্থের কথা বলিতে বলিতে নিমাই গয়াসুরের আখ্যান বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ যে গয়াসুরের শিরে পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই চিহ্ন যে গয়াতে অদ্যাপি আছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "ভাই, আমি শ্রীপাদপদ্ম দেখিতে গেলাম। দেখি ব্রাহ্মণগণ পাদপদ্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন। আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম—" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই নীরব হইলেন। মুরারি প্রভৃতি ইহাতে নিমাইয়ের মুখ পানে ভাল করিয়া চাহিলেন; দেখেন কি, যে, তাঁহার চক্ষুতে নিমেষ নাই ও তারা স্থির হইয়াছে। একটি মহাজনের পদের দ্বারা নিমাইয়ের কি ভাব হইল, ব্যক্ত করিতেছি। শ্রীমতী রাধা ললিতার নিকট কৃষ্ণ কথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ললিতা ব্যস্ত হইয়া বিশাখাকে ডাকিতেছেন, বলিতেছেন, "বিশাখা, শীঘ্র আয়; দেখে যা আমাদের রাধা কেমন হয়ে পলো।" বিশাখা আসিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "একি হলো?" তখন ললিতা বলিতেছেন :—

এই যে ধনী, কৃষ্ণ কথা কইতেছিল।
কথা কইতে কইতে নীরব হলো॥

সেইরূপ কৃষ্ণ কথা কইতে গিয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল, তাহা বাহির হইতে স্থান না পাওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে চৈতন্য পাইয়া নিমাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই নয়ন জলে সেখানে যে পুষ্পের বাগান ছিল, তাহা ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

মুরারি প্রভৃতি, নিমাইয়ের যে ভাব দেখিলেন, এরূপ ভাব পূর্ব্বে কাহারো কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের এত নয়ন জল পড়ে, ইহা তাঁহারা চক্ষেত দেখেনই নাই, কর্ণেও শুনেন নাই। তাঁহারা নানা কথা ভাবিতে

লাগিলেন। কেহ ভাবিতেছেন, ইঁহার কি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হইয়াছে? কেহ চুপে চুপে আর এক জনের নিকট বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তিন মাস পূর্ব্বে কে বলিতে পারিত যে, নিমাই পণ্ডিত এরূপ অদ্ভুত ভক্ত হইবেন।" অনেক ক্লেশে নিমাইকে তাঁহারা একটু শান্ত করিলেন। তখন নিমাই গদ গদ ভাবে বলিতেছেন, "ভাই, তোমরা আমার চির-সুহৃদ, আমার মনের ব্যাথা আর কাহাকে বলিব? কল্য সকালে তোমরা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইও, আমিও সেখানে যাইব, যাইয়া আমার সমুদয় কথা তোমাদিগকে বলিব।" এই কথার পরে মুরারি প্রভৃতি উঠিয়া গেলেন, নিমাইও অভ্যন্তরে গেলেন।

শচী নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন; তাহার বিশেষ কারণ এই যে, নিমাইয়ের এ অবস্থার হেতু কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না।

রজনীতে নিমাই শয়ন করিতে গেলেন. প্রিয়ার সহিত দু একটি কথা বলিলেন, বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইল। এতক্ষণ বহিরঙ্গ সম্ভাষে ধৈর্য্য বাঁধিয়াছিলেন, প্রিয়ার কাছে আসিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন মস্তক অবনত করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্যের রোদন দর্শনে মন কোমল হয়। বলবান পুরুষের রোদন দর্শনে দুর্ব্বলা স্ত্রীলোকের মনে আরো বড় আঘাত লাগে। আবার সেই পুরুষ যদি স্বামী হন, তবে স্ত্রীর কিঁ ভাব হয়, তাহা মনে অনুভব করুন, কারণ উহা বর্ণনা অসাধ্য। বিশেষ, তাঁহার স্বামী কেন কান্দিতেছেন? তাঁহার কি দুঃখ? তিনি কিসে শান্ত হইবেন? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইহার তথ্য কিছুই জানেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া সেই ভাবহিল্লোল দেখিয়া কাযেই বড় বিকল হইলেন। তখন তাঁহার কাঁদিবার সময় নয়, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য সান্ত্বনা করা। কিন্তু বয়সে বালিকা, সান্ত্বনা করিতে জানেন না। সাহসও হইল না। তিনি ভীত ও ব্যস্ত হইয়া শাশুড়ীর কাছে দৌড়িলেন। শাশুড়ীর ঘরে যাইয়া দুয়ারে আঘাত দিতেছেন, "মা উঠ, শীঘ্র উঠ।"

শচী ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, দ্বার খুলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "মা, একবার এই ঘরে এসো।" শচী ব্যস্ত হইয়া পুত্রের ঘরে দ্রুত

গমনে গিয়া দেখেন, নিমাই নয়ন মুদিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। বদন বাহিয়া শত শত ধারা পড়িতেছে। শচী তখন ব্যস্ত হইয়া পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, "বাপ নিমাই, তুমি কান্দ কেন?" সে স্বর নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না।

শচী আরো ব্যাগ্র হইয়া, নিমাই কান্দ কেন, ইহা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন নিমাইয়ের কর্ণে মাতার আকুল ধ্বনি গেল। ইহাতে মাতার দুঃখ নিবারণ নিমিত্ত তিনি বেগ সম্বরণ করিতে গেলেন, কিন্তু তাহাতে উহা আরো বৃদ্ধি পাইল।

তখন শচী বলিতেছেন, "বাপ আমার! তুমি বড় জ্ঞানবান, তোমার মত পণ্ডিত নদীয়ায় নাই। বাপ, তুমি এত উতলা কেন হইলে? অন্যে উতলা হইলে তুমি শান্ত কর, তোমাকে কে শান্ত করিবে! বাপ, তুমি এত গম্ভীর, তুমি এত ব্যাকুল কেন হইলে?" যথা চৈতন্যমঙ্গলে:—

বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ তোর দুঃখ কিসে॥

পুনঃ যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে:—

কিমু তাত! রোদিতি ভবানবদৎ।

নিমাই অতি কষ্টে মনের বেগ কথঞ্চিৎ ক্ষান্ত করিয়া বলিতেছেন, "মা, আমি রোদন করিয়াছি ভাবিয়া তুমি দুঃখ পাইও না। আমি এই মাত্র স্বপ্নে অতি রূপবান্ একজন শ্যাম বর্ণ, বনমালাধারী, নবীন পুরুষকে দেখিয়া এত আনন্দ পাইলাম যে, আমার আঁখি দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মা, এমন মধুর রূপ কখন দেখি নাই, সেই রূপ খানি আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।" নিমাই ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আর দেবীদ্বয় শুনিতে লাগিলেন।

এইরূপে নিমাইয়ের কৃষ্ণকথায় প্রথম রজনী গেল। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া গদ গদ হইয়া সেই অপূর্ব্ব কথা শুনিলেন, ও আনন্দে সারা নিশি কাটাইলেন।

অতি প্রত্যূষে শ্রীমান্ পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ী কুসুম চয়ন

করিতে গিয়াছেন। শ্রীবাসের নাম পূর্ব্বে করিয়াছি, ইনি জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু। নিমাইয়ের পিতার বয়সী, পরম বৈষ্ণব। ইহার বাড়ীতে কুন্দ পুষ্পের একটা ঝাড় ছিল। ইহাতে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিত, পাড়ার সকলে সেই ফুল তুলিতে যাইতেন। শ্রীমান্ ফুল তুলিতে গিয়া কাযেই সেখানে অনেককে দেখিলেন।

সকলে ফুল তুলিতেছেন, শ্রীমান্ পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছেন, আর মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব্ব দিনের কথা মনে করিয়া তিনি সারা নিশি আনন্দে যাপন করিয়াছেন, তখনও আনন্দ রহিয়াছে, তাহা লুকাইতে পারিতেছেন না। আবার যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সকলকে বলিতেও নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় যে হাসি দেখিতেছি?" শ্রীমান্ বলিতেছেন, "অবশ্য কারণ আছে।" শ্রীবাস বলিতেছেন, "কারণ কি শুনি?" তখন শ্রীমান বলিলেন, "তোমরা শুনেছ, নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন? গয়া হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া কল্য বিকালে আমরা কয়েক জন দেখা করিতে গেলাম, দেখি যে, এমন নম্র পুরুষ বুঝি জগতে আর নাই। সে নম্র ভাব দেখিলেই চিত্ত আকর্ষণ করে। আমাদের নিকট তীর্থের কথা বলিতেছিলেন, বলিতে বলিতে গদাধরের পাদপদ্মের কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু পাদপদ্মের নাম করিবামাত্র আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে যে কাণ্ড দেখিলাম, সেরূপ চক্ষে ত দেখিই নাই, কর্ণেও শুনি নাই। সে বর্ণন করা আমার সাধ্য নহে। ফল কথা, নিমাইপণ্ডিতের যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে আমার আর তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ নাই।"

এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা বড় শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। একজন উগ্র স্বভাব বৈষ্ণব বলিতেছেন যে, "নিমাইপণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হয়, তবে আমাদের বিদ্বেষী মহাশয়দিগকে এইবার একবার দেখিব।" শ্রীনিবাস বলিলেন, "আজ বড় শুভ সংবাদ শুনিলাম, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এত দিন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। শ্রীভগবান্, আমাদের বৈষ্ণব পরিবার বৃদ্ধি করুন।"

শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত চেতন পাইয়া আমাদিগকে অদ্য প্রাতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার মনের দুঃখ, আর কি কি, বলিবেন। আমি ফুল তুলিয়া সেখানে যাইব।"

শ্রীমান্ পণ্ডিত পুষ্প তুলিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গেলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গদাধর পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছিলেন। তিনিও এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বরের বাড়ী গেলেন, কিন্তু তাঁহার সেখানে থাকিতে অনুমতি ছিল না বলিয়া গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সদাশিব ও মুরারি আসিলেন, ও সকলে বসিয়া নিমাইপণ্ডিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখেন, নিমাইপণ্ডিত আসিতেছেন। অতি দীর্ঘকায় সবল পুরুষটি আসিতেছেন বটে, কিন্তু প্রতি পদে পদস্খলন হইতেছে। মুখ পানে চাহিয়া দেখেন যে, নয়ন দিয়া অজস্র ধারা পড়িতেছে, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, আর বাহ্যজ্ঞান অতি অল্প মাত্র আছে, তাহাতেই পদস্খলন হইতেছে। নিমাই পিঁড়ায় উঠিয়া বন্ধুগণকে দেখিয়া আপনার যে টুক জ্ঞান ছিল, তাহাও রাখিতে পারিলেন না। "হা কৃষ্ণ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পড়িবার সময় পিঁড়ার একটা খুঁটির সহিত মৃত্তিকায় মুক্ত-কেশে পড়িয়া গেলেন।

নিমাই মৃত্তিকায় পড়িলে, আস্তে ব্যস্তে মুরারি প্রভৃতি সকলে বাহু পসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। দেখেন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। চক্ষু স্থির হইয়াছে, মুখে লালা পড়িতেছে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই। তখন সকলে মুখে জল সিঞ্চন করিতে, নিমাইয়ের অর্দ্ধ চেতন হইল। একটু চেতন পাইয়া নিমাই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে "আমার কৃষ্ণ নাই" এই মনের ক্লেশে, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এইরূপ গড়াগড়ি দিতে নিমাইয়ের সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইল। তাঁহার সঙ্গীগণ অনেক যত্নে তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। কিন্তু তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই রূপ মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে একটু চৈতন্য হইতেছে, আর বলিতেছেন, "এই যে কৃষ্ণ এখানে ছিলেন, তিনি কোথা গেলেন?" কখন বা ক্ষণিক

চেতন পাইয়া, অতি কাতরে বলিতেছেন,—সে সময় মুখ দেখিলে, কি স্বর শুনিলে, পাষাণ বিদীর্ণ হয়,—"আমার কৃষ্ণ নাই।" এই স্থানের বর্ণনা করিয়া আমার মেজ দাদা শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষ একটি গীত রচনা করেন। সেটি এই :—

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দুনয়নে বহে ধারা॥
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোরা।
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি সরবস্ব ধন তুমি নয়নের তারা॥

অপরাহ্ণ উপস্থিত, কিন্তু কাহারও সে জ্ঞান নাই। নিমাইপাণ্ডিত যে তরঙ্গে ডুবিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সকলে মগ্ন হইয়াছেন। সকলেই ভক্তিতে গদ গদ হইয়া রোদন করিতেছেন। নিমাই করিতেছেন কি, না মুরারির গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "মুরারি, শ্রীকৃষ্ণ ভজ। শ্রীকৃষ্ণ কি ভজিবে না? মুরারি, কৃষ্ণ আমার বড় মধুর। সদাশিব, তুমি আমি দুই জনে মুকুন্দ ভজন করিব। কেমন?" নিমাই এইরূপে প্রলাপ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণকুহরে রোদন ধ্বনি গেল। কর্ণ পাতিয়া শুনিলেন যে, ঘরের মধ্যে কে রোদন করিতেছেন। তখন একটু বাহ্য পাইয়া বলিতেছেন, "ঘরের মধ্যে কে উনি?"

মুরারি বলিলেন, "তোমার গদাধর।" "তোমার গদাধর" ইহার অর্থ এই যে, গদাধর নিমাইয়ের ছায়ার স্বরূপ বরাবর বেড়াইতেন। নিমাই বড়, গদাধর ছোট। গদাধর পরম রূপবান্, শিশুকাল হইতেই ভক্তিপথে রত। গদাধরের চরিত্র মধু হইতে মধু। পাঠক ক্রমে তাহার পরিচয় পাইবেন।

তখন নিমাই গদাধরকে সম্বোধন করিয়া বাহির হইতে বলিতেছেন, "গদাধর! তুমি সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি শিশু কাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেছ, আমার জীবন কেবল বৃথা রসে গেল।" এ কথা শুনিয়া গদাধর আসিয়া নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন। নিমাই বলিতেছেন, "গদাধর, আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, আবার নিজ দোষে হারাইয়াছি।

আমার কি দুঃখ তাহা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুন—" ইহাই বলিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, একেবারে মৃতের ন্যায় ধূলায় পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় নিমাই গৃহাভিমুখে ঢুলিতে ঢুলিতে চলিলেন। সমস্ত দিবস স্নানাহার হয় নাই। শচী যত্ন করিয়া স্নানাহার করাইলেন। মুরারি, গদাধর প্রভৃতি গৃহে গমন করিলেন। সকলে একেবারে বিস্মিত। নিমাইয়ের ভক্তি উদয় হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু এরূপ ভক্তি কি মনুষ্যের হইতে পারে? শাস্ত্রেও ত ওরূপ ভক্তির কথা শুনা যায় না। নিমাই কি মনুষ্য? এ শক্তি নিমাইপণ্ডিত কোথা হইতে পাইলেন? মনুষ্যের এত শক্তি ত সম্ভবে না? পরস্পরে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের কথা অল্পে অল্পে প্রচার হইতে লাগিল। নবদ্বীপ প্রকাণ্ড নগর, কে কাহার সন্ধান রাখে, কিন্তু তবু অনেক ভাগবতগণ শুনিলেন, যে নিমাইপণ্ডিত অদ্ভুত ভক্ত হইয়াছেন। কেহ বা এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন, স্থির করিলেন।

এদিকে পড়ুয়াগণ নিমাইপণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নিমাইয়ের প্রথম স্মরণ হইল যে, তাঁহার অধ্যয়ন করান একটি কার্য্য আছে। ইহাতে গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথাও মনে পড়িল। নিমাই তখন শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাদাসের বাড়ী গমন করিলেন। গিয়া গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

গঙ্গাদাস অতি আনন্দিত হইয়া নিমাইকে "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন, "তুমি কুশলে পিতৃকার্য্য করিয়া আসিয়াছ; ইহা কেবল আমার সুহৃদ, তোমার পিতা, জগন্নাথ মিশ্রের পুণ্য বলে। বহু দিবস বৃথা গিয়াছে, আর পাঠ বন্ধ করা উচিত নহে। পড়ায় অল্প ক্ষান্ত দিলেই অনভ্যাস হইয়া যায়। তোমার পড়ুয়াগণ তোমা ব্যতীত আর কাহাকে জানে না। তুমি যে অবধি গিয়াছ, সে অবধি তাহারা পুঁথিতে ডোর দিয়া বসিয়া আছে। তাহারা বলে যে, যদি পড়ে, তবে তোমার নিকট পড়িবে, তাহাদের আর কাহারও কাছে পড়িয়া তৃপ্তি হয় না।"

সেখান হইতে নিমাই পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ী গেলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইয়ের টোল ছিল। নিমাই চণ্ডী-মণ্ডপে আসিয়া বসিলেন।

পুরুষোত্তমের পুত্র মুকুন্দ সঞ্জয় নিমাইয়ের শিষ্য, নিমাইকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। নিমাই তখন বাহু পসারিয়া তাঁহাকে কোলে করিলেন, করিয়া স্নেহে আর্দ্র হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া, নারীগণ আনন্দে হুলু ধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে যেখানে যেখানে যাওয়া প্রয়োজন, সেই সমুদায় স্থলে ভ্রমণ করিয়া নিমাই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

"কৃষ্ণ বর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।"

চৈতন্যভাগবত।

তাহার পর দিবস প্রত্যূষে নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া টোলে পড়াইতে চলিলেন। নিমাই আসিলেন আর শত শত পড়ুয়া উপস্থিত হইল। যাহারা প্রবীণ তাহারা নিকটে বসিল। গ্রন্থ সমুদায় ডোর দিয়া বান্ধা। হরি হরি বলিয়া পড়ুয়াগণ পুস্তকের ডোর খুলিলেন। সেই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই ধ্বনি প্রবেশ করাতে নিমাইয়ের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইল। তখন নিমাই বলিতেছেন, "কি মধুর নাম! শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ, কেন? শ্রীভগবচ্চরণ প্রাপ্তি জীবনের পরম পুরুষার্থ।" পড়ুয়াগণ অধ্যাপকের পানে চাহিয়া রহিল, আর নিমাই, আবিষ্ট হইয়া, পরমার্থ কথা কহিতে লাগিলেন।

এইরূপে নিমাইপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ভজন, জীবের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা বুঝাইতেছেন, আর ছাত্রগণ একচিত্তে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। ইতিমধ্যে বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ করিলেন। তাহার কারণ বলিতেছি। নিমাই ছাত্রগণকে পড়াইতে টোলে আসিয়াছেন, পাঠ দিবেন এমন সময় হরিধ্বনি শুনিয়া তিনি কোথায় কি করিতে আসিয়াছেন সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন, ও তখন আবিষ্ট হইয়া ভগবদ্‌গুণ বর্ণন করিতেছেন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হওয়াতে তখন কি করিতে আসিয়া কি করিতেছেন মনে উদয় হওয়ায় অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন। লজ্জা পাইয়া নীরব হইয়া অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণপরে নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "অদ্য মঙ্গলাচরণ করিয়া ক্ষান্ত দেওয়া গেল, এখন চল সকলে

গঙ্গাস্নানে যাই, কল্য হইতে পাঠারম্ভ হইবে।” এইরূপে নিমাইপণ্ডিত প্রথম দিন কাটাইলেন।

দ্বিতীয় দিন আবার সেই বিবশাবস্থা উপস্থিত হইল। নিমাই গৃহ হইতে যাইবার কালে মনে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছেন অদ্য ভাল করিয়া পাঠ দিতে হইবে। কিন্তু টোলে বসিয়া আবার বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন এবং নিয়ম মত পাঠ না দিয়া ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিবসও পাঠ বন্ধ হইল। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হইল না। তাহার কারণ নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা অতি মধুর, সুতরাং প্রত্যহ তিনি প্রত্যুষ হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত যে কৃষ্ণকথা বলেন, পড়ুয়াগণ তাহা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া শ্রবণ করেন। যখন নিমাই বলিতেছেন তখন আবার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতেছেন। পড়ুয়াগণ দেখিতেছেন যে নিমাইয়ের আবেশিত চিত্ত, বাহ্যজ্ঞান নাই। আবার দেখেন, নিমাইয়ের বাক্যের ছটা যেরূপ তাহা মনুষ্যের সম্ভব হয় না। সুতরাং যিনি বিদ্যানুরাগী তিনি নিমাইয়ের কৃষ্ণকথায় বিদ্যার পরিচয় পাইয়া, যিনি কবিতানুরাগী তিনি কবিত্ব আস্বাদ করিয়া, যিনি ভক্ত তিনি ভক্তি দেখিয়া, যিনি প্রেমিক তিনি প্রেমের তরঙ্গ পাইয়া, সাত দিবস পর্য্যন্ত এইরূপে নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিলেন। তবে ইহার মধ্যে দুই পাঁচ জন পড়ুয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

কেহ বলিল যে আমরা বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত বাড়ি ছাড়িয়া দূর দেশে আসিয়াছি, কৃষ্ণকথা শুনিতে আসি নাই। অধ্যাপকের একি দশা হইল? কেহ বলিল যে পণ্ডিতের স্কন্ধে কি আবার সেই প্রাচীন বায়ু ভর করিল? এই রূপ কথাবার্ত্তার পর তাহারা একটি পরামর্শ স্থির করিল। এবং কয়েক জনে জুটিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ি যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদের দুর্দ্দশার কথা বলিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় অধ্যাপক ত্রিজগতে নাই, আমরাও তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় ভক্তি ও পিতার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকি। কিন্তু গয়া হইতে আসিয়া অবধি তিনি পড়ান একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। টোলে আসিয়া কেবল “শ্রীকৃষ্ণ ভজ, শ্রীকৃষ্ণ ভজ” এই কথা বলেন। আপনি তাঁহাকে ডাকিয়া যাহাতে তিনি আমাদিগকে ভাল করিয়া পাঠ দেন সেই মত বলিয়া দিউন।”

গঙ্গাদাস পণ্ডিত এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত, কিন্তু কার্য্যে এক প্রকার নাস্তিক। তাঁহার বিবেচনায় শাস্ত্রাভ্যাসই জীবের একমাত্র প্রধান কর্ম্ম। তিনি নিমাইয়ের এইরূপ আচরণের কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন, "বটে, নিমাই ইহার মধ্যে সাধু হইয়াছে! অদ্য বিকালে তাহাকে তোমরা ডাকিয়া লইয়া আইস, আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।"

প্রাতে আবার নিমাই পড়াইতে আসিয়াছেন, আবার আবিষ্ট হইয়া ছাত্রগণকে পাঠ না দিয়া তাহাদের নিকট শ্রীভগবদ্গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, সকলে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ নিমাইয়ের চেতন হইল। তিনি ছাত্রগণকে পাঠ না দিয়া যে কৃষ্ণকথা কহিতেছিলেন, তাহা মনে উদয় হওয়াতে লজ্জায় অধোবদন হইলেন। অন্যান্য দিন এরূপ অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র টোল ভাঙ্গিয়া স্নানে যাইতেন, কিন্তু সে দিবস তাহা না করিয়া প্রধান ছাত্রগণের মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমরা আমাকে সত্য করিয়া বল দেখি আমি ব্যাখ্যা কিরূপ করিলাম?" ইহাতে ছাত্রগণ কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া থাকিল। তখন নিমাই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমি কিরূপ পড়াইতেছি তাহা সরল ভাবে বল, আমার বোধহয় তোমাদের ভাল রূপ পাঠ হইতেছে না।" তখন এক জন প্রধান শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাই ঠিক। আপনার শক্তির অবধি নাই। যে শব্দের যেরূপ অর্থ করিতে ইচ্ছা হয় আপনি তাহাই করিতে পারেন। আপনাকে যে যে পাঠ জিজ্ঞাসা করে, আপনি তাহার অর্থে কেবল হরিগুণ ব্যাখ্যা করেন। আপনি যে অর্থ করেন, তাহাই ঠিক, তবে আমরা যে উদ্দেশ্যে পড়িতে আসিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইতেছে না। এবার গয়া হইতে আসিয়া অবধি আপনি এক দিনও সচেতনে পুঁথির অর্থ করেন নাই।"

তখন নিমাই লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইলেন। বলিতেছেন, "ভাই সকল! আমার কি হইয়াছে। আমি কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু পড়াইতে পারি না।" একটু নীরব হইয়া আবার ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তোমাদের নিকট সরল কথা বলাই ভাল। বল দেখি, আমার কি আবার সেই পূর্ব্বের বায়ুরোগ উপস্থিত হইল?" শিষ্যগণ বলিলেন, "বায়ুরোগ কেমনে বলিব? তোমার অর্থ খণ্ডন করে এরূপ লোক জগতে নাই। তোমার যেরূপ ভক্তি এরূপ

কেহ কখন দেখে নাই। বায়ুরোগ হইলে তোমার কথা এত মধুর কেন হইবে?"

তখন নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "একটি অতি গোপনীয় কথা তোমাদিগকে বলিব। একথা অন্যত্র অকথ্য। তোমরা নিজ জন বলিয়া বলিতেছি। আমি যখন পড়াইতে আসি, তখন মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করি যে অদ্য ভাল করিয়া পড়াইব। কিন্তু তখনি একটি পরম সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ শিশু আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতে থাকেন, তাহাতে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ ও অঙ্গ অবশ হয়।" ইহা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের অঙ্গ অবশ হইবার যো হইল, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া টোল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিকালে গঙ্গাদাসের আদেশক্রমে, ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে নিমাই তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন। গঙ্গাদাস, "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "বিশ্বম্ভর! অনেক জন্মের তপস্যায় এক জন অধ্যাপক হয়। তুমি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তোমার মাতামহ ও পিতা খ্যাতাপন্ন পণ্ডিত। তোমাকে আমি পরিশ্রম করিয়া পড়াইয়াছিলাম, তুমিও আমার নাম রাখিয়াছ। সমস্ত গৌড় দেশে তোমার যশ ব্যাপিয়াছে। তোমার ব্যাকরণের টিপ্পনী ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছে। তুমি নাকি এ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া এখন হরি-ভজা হইতেছ? ভাল, তোমার পিতা কি মাতামহ ইঁহারা কি সকলে নরকে যাইবেন? এ সমস্ত পাগলামী ছাড়িয়া দিয়া মনোযোগ দিয়া পাঠ করাও। তোমার শিষ্যগণ আর কাহারও কাছে পড়িবে না, তোমার কাছেও পড়িতে পাইতেছে না। তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। পাগলামী ছাড়িয়া দাও, দিয়া আমার মাথা খাও, ভাল করিয়া পড়াইতে আরম্ভ কর।"

নিমাই লজ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। গঙ্গাদাসের নিকট "ক্ষমা করুন," বলিয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই অবধি ভাল করিয়া পড়াইবেন, স্বীকার করিলেন। তখন সকলে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে করিতে রত্নগর্ভ আচার্য্যের দুয়ারে আসিয়া বসিলেন। রত্নগর্ভ শুধু শ্রীহট্টের লোক নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের এক গ্রামের লোক। সেখানে

তাঁহার বাহির দুয়ারে, যোগপট্ট ছাঁদে চাদর বান্ধিয়া, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া, নিমাই শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন্। চারি দণ্ড রাত্রি হইয়াছে, শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া নিমাইয়ের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য অনুভব করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত রত্নগর্ভ অতি সুস্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা :—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাব্জহাসম্ ॥

(১০ম স্কন্ধ, ২৩ অধ্যায়, ২২ শ্লোক।)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার এই শ্লোকটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ছাত্রগণ নিমাইয়ের এরূপ ভাব কখন দেখেন নাই। তাহার কারণ, ছাত্রগণ বাহিরের লোক। আর তাহাদিগের নিকট পাছে কোন রূপ ভাবের উদয় হয়, এই নিমিত্ত নিমাইপণ্ডিত অত্যন্ত শশঙ্কিত ও সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি হঠাৎ শুনিয়া আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায়, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন !

ইহা দেখিয়া শিষ্যগণ আস্তে ব্যস্তে ধরিলেন। সকলে দেখেন যে, জীবনের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই, তখন সকলে ভীত হইয়া মুখে জলের ছিটা মারিতে লাগিলেন। অনেক পরে নিমাই চৈতন্যলাভ করিলেন। তখন নয়ন দিয়া প্রেম-ধারা বহিতে লাগিল। নিমাই প্রেম-তরঙ্গে স্থির হইতে না পারিয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নয়ন-জলে সে স্থান কর্দ্দমময় হইয়া গেল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন। নগরের লোক যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহারাও দাঁড়াইয়া যাইতেছেন। কেহ কেহ নিমাইকে প্রণাম করিতেছেন। এমন সময় নিমাই গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিলেন, "শ্লোক বল।" রত্নগর্ভ আবার পড়িলেন। শ্লোক শুনিতে শুনিতে নিমাই উঠিয়া বসিলেন, শুনিয়া আবার মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া আবার শ্লোক শুনিবার ইচ্ছায় বলিবেন, "আবার শ্লোক পড়," কিন্তু

তাহা বলিতে পারিলেন না। কেবল "বোল" "বোল" বলিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি, শ্লোক পড়িবার আদেশ হইতেছে বুঝিয়া, রত্নগর্ভ আবার শ্লোক পড়িলেন। তখন নিমাই আনন্দে উঠিয়া রত্নগর্ভকে আলিঙ্গন করিলেন।

রত্নগর্ভ আলিঙ্গন পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। এই রত্নগর্ভ নিমাইয়ের প্রথম কৃপাপাত্র।

রত্নগর্ভ একবার নিমাইয়ের চরণ ধরিতেছেন, একবার রোদন করিতেছেন, একবার শ্লোক পড়িতেছেন। সেখানে অবশ্য গদাধর ছিলেন। যেখানে নিমাই সেইখানে গদাধর। তিনি দেখিলেন রত্নগর্ভ যত শ্লোক পড়িতেছেন নিমাই ততই অস্থির হইতেছেন। নিমাই যে ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, ইহা গদাধরের হৃদয়ে দুঃখ দিতেছে। তিনি তখন রত্নগর্ভকে শ্লোক পড়িতে নিষেধ করিলেন। নিমাই "বোল" "বোল" বলিতে লাগিলেন, কিন্তু রত্নগর্ভ আর শ্লোক পড়িলেন না।

একটু পরে নিমাই অল্প চেতন পাইলেন। তখন সেই সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে। ক্রমে সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া লজ্জিত ভাবে বলিতেছেন, "ভাই সকল! আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম, বল দেখি?" কেহ কোনও উত্তর করিলেন না, তখন সকলে তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন।

তাহার পর দিবস সকালে নিমাই ছাত্রগণ বেষ্টিত হইয়া টোলে বসিলেন। ছাত্রগণ পূর্ব্বদিনকার অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে নিশিযাপন করিয়াছেন। নিমাইয়ের পূর্ব্ব নিশির ভাব দর্শনে তাঁহাদের মনে যে ভক্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা তখন সম্পূর্ণরূপে রহিয়াছে। পড়ুয়াগণ প্রভাতে দেখেন, তাঁহাদের নবীন অধ্যাপক, তাঁহার উপবেশন স্থানে যোগাসনে বসিয়া আছেন। সোণার সুবলিত অঙ্গ দিয়া মহাপুরুষের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে। সরল ও সুন্দর বদন মলিন, কিন্তু আনন্দময়। পদ্ম চক্ষু কান্দিয়া কান্দিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে, নবীন অধ্যাপক চেষ্টা করিয়া নয়নজল নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শিষ্যগণ সেই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতেছেন। নিমাইয়ের চরিত্র, বিশেষতঃ তাঁহার পূর্ব্বরাত্রের ব্যাবহার দেখিয়া, তাঁহারা

এই স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অধ্যাপক শুক কি প্রহ্লাদ, কিম্বা নর-নারায়ণ স্বয়ং হইবেন। ঠিক তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন। নিমাই যে পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া আছেন তাহা ভঙ্গ করিয়া, শিষ্যগণ যে তাঁহার নিকট সামান্য পাঠ জিজ্ঞাসা করেন, কাহারও এরূপ প্রবৃত্তি হইতেছে না। এমন সময় নিমাই চৈতন লাভ পাইয়া আবার লজ্জিত হইলেন। তখন শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ভাই সকল, এরূপ করিয়া আর তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারি না। আমার এখন তোমাদিগের কাছে একটি ভিক্ষা আছে। আমাকে তোমরা কৃপা করিয়া মুক্তি দাও, আমি তোমাদিগকে আর পড়াইতে পারিব না। আমি বলিয়াছি যে, আমি পড়াইতে গেলে একটি কৃষ্ণবর্ণ শিশু মুরলী বাজাইতে থাকেন, আর আমার তখন বুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়। আবার আমার মুখে কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু আসে না। সুতরাং আর আমার এখানে তোমাদের পড়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমি সরল মনে তোমাদিগকে অনুমতি দিতেছি তোমাদের যাঁহার কাছে ইচ্ছা পাঠ কর গিয়া, আমাকে মুক্তি দাও।" ইহাই বলিয়া, অধোমুখ হইয়া রোদন করিতে করিতে, নিমাই পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন।

শত শত শিষ্যগণ এক চিত্তে নবীন অধ্যাপকের কথা শুনিতেছেন। করুণ স্বরে নিমাই যে কথা বলিতেছেন, তাহার প্রতি অক্ষর তাহাদের হৃদয়ে বিষ-শরের ন্যায় বিন্ধিতেছে। অধ্যাপকের সজল নয়ন দেখিয়া তাহাদের সমুদায় অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে।

পরে শিষ্যগণ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। সকলেই কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন এক জন প্রধান শিষ্য কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে কহিলেন, "গুরুদেব, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা কাহার কাছে পড়িব? আর কাহারও কাছে পড়িতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কে আমাদিগকে তোমার মত স্নেহ ও যত্ন করিয়া পড়াইবে? তোমার কাছে যাহা পড়িলাম, সেই বিস্তর। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তাহাই হৃদয়ে থাকুক। তবে তোমার সহিত দিবানিশি বাস করিতাম, অদ্যাবধি আর তাহা হইবে না। এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" এই কথা বলাতে সকল শিষ্যগণ অতি

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আর কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন।

তখন নবীন অধ্যাপক, সম্মুখে যে শিষ্যটি ছিল, তাহাকে দুই হাত দিয়া কোলে করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। আর যত শিষ্য ছিল, সকলকে আরো নিকটে আসিতে বলিলেন। নবীন অধ্যাপকের কণ্ঠ-রোধ হইয়া গিয়াছে, আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। তখন প্রতি-জনকে ধরিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন, মস্তক আঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, আর শত শত পড়ুয়ার ক্রন্দন রবে সে স্থান ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব কারুণ্য-রসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া নিমাই বলিতেছেন, "ভাই সকল, আমি তোমাদের অধ্যাপক, আশীর্ব্বাদ করিবার আমার অধিকার আছে। আমি মনের সহিত তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যদি আমি এক দিনও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকি, তবে তোমাদের হৃদয়ে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হউক। আর বিদ্যারই বা প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও, তাঁহার গুণ গান কর ও তাঁহার নাম শ্রবণ কর। যাহা পড়েছ, যথেষ্ট হয়েছে, এখন এসো সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ-গুণ-গান করি।"

শিষ্যগণ অধোমুখে রোদন করিতেছেন, নিমাই কষ্টে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে যাইতেছেন। একটু থামিয়া, নিমাই বলিলেন, "ভাই সকল, এত দিন একত্র হইয়া পড়িলাম শুনিলাম, এখন আমাকে কৃতার্থ কর। একবার কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয় শীতল ও সাধ পরিপূর্ণ কর।"

শিষ্যগণ তখন ভক্তি সাগরে ডুবিয়াছেন। তাঁহাদেরও নিতান্ত ইচ্ছা যে ঐরূপ একটা কিছু করিয়া মনের বেগ শান্তি করেন। তাহাতে নিমাইয়ের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "গুরুদেব! তাহাই ভাল, আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিব, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন কিরূপ জানি না, আমাদের শিখাইয়া দাও।"

তখন নিমাই বলিলেন, "এসো আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করি।"

কেদার রাগ।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

নিমাই হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া শিষ্যগণকে এই গীত শিখাইতে লাগিলেন। শিষ্যগণ হাতে তালি দিয়া শিখিতে লাগিলেন। সহজ গান, শিষ্যগণ অনায়াসে শিখিলেন। নিমাই মধ্যস্থানে বসিয়া গাইতে লাগিলেন, শিষ্যগণ চারি দিকে বসিয়া হাতে তালি দিয়া তাঁহার সহিত গাইতে লাগিলেন। ক্রমেই প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কেহ বা গড়াগড়ি দিতে, কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহা কলরব হইল, লোকে কৌতুক দেখিতে ধাইয়া আসিল। কিন্তু সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া রহস্য বাঞ্ছা আর রহিল না। সকলে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল, জগতে এরূপ ভক্তি সম্ভবে, ইহা পূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না।

শ্রীনবদ্বীপে এই প্রথমে শুভ শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। নাচিয়া, গাইয়া, যে শ্রীভগবানের চরণলাভ করা যায়, সেই কথা নিমাই আপনি যাচিয়া ও মজিয়া প্রথমে জীবকে দেখাইলেন। একটি প্রাচীন পদে শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিয়া পদকর্ত্তা বাসুঘোষ বলিতেছেন :—

আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
পরশমণির গুণে, জগতের জীবগণে,
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোণা॥

শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পূজা, তপস্যা, অর্চ্চনা, প্রার্থনা, প্রভৃতি নানাবিধ উপায় পূর্ব্বাবধি বরাবর ছিল। এই প্রথমে নিমাই মজিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান আনন্দময়, আর তাঁহার ভজনও আনন্দময়। এই "হরি হরয়ে নমঃ" কীর্ত্তন ১৪৩০ শকে গীত হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই সুরে সেই গীত শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ গাইয়া থাকেন। শ্রীনিমাইয়ের কণ্ঠ হইতে এই গীতটি যে শক্তি পাইয়াছিল, অদ্যাপি উহাতে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে আছে। অদ্যাপিও ঐ গীত গাইয়া শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। কেহ কেহ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন।

নিমাইয়ের অনেক শিষ্য সেই দিন হইতে তাঁহার ভক্ত হইলেন, অনেকে উদাসীন পথও অবলম্বন করিলেন।

দশম অধ্যায়।

বাপ নিমাই, কি হয়েছে, কেন দিবানিশি কান্দ?

বলরাম দাস।

নিমাইয়ের এখন কিরূপ অবস্থা বিবরিয়া বলিতেছি। বহিরঙ্গ লোক দেখিলে অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করেন। যখন ভাব সম্বরণ করিতে না পারেন, তখন গৃহে লুকান। অন্তরঙ্গের মধ্যে থাকিলে ভাব সম্বরণ করেন না। নিতান্ত নিজ জন দেখিলে তাহার গলা ধরিয়া রোদন করেন, কি যদি কথা কহেন, তবে বলেন "কৃষ্ণ কোথা, তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? তিনি কি আর আমাকে দেখা দিবেন?" নয়ন সর্ব্বদাই কান্দিয়া কান্দিয়া অরুণ, আর নয়ন হইতে অনবরত বারি পড়িতেছে। ধারার একেবারে বিরাম নাই। আত্মীয়গণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেন না, হয়ত এক কথার আর এক উত্তর দেন।

শচী নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পুত্রের একি দশা হইল? নিমাইকে সম্ভাষণ করিলে অনেক সময় উত্তর পান না। কখন উত্তর পান, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারেন না। কখন নিমাই বলেন, "মা আমার কি পীড়া আমি বলিতে পারি না, আমার কেবল কান্দিতে ইচ্ছা করে।" কখন বলেন, "মা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই।" কখন একেবারে পাগলের মত শচী দেবীকে "মা যশোদা" বলিয়া আহ্বান করিয়া বালকের মত হাসেন।

শচীর ইচ্ছা নিমাই অন্যান্য যুবকের মত আমোদ করেন। অন্ততঃ নিমাই অন্য লোকের মত চেতন অবস্থায় কথা বলেন। শচীর বয়ঃক্রম তখন ৬৭ বৎসর। স্বামী নাই, আর পুত্র নাই, কন্যা নাই। সম্বলের মধ্যে নিমাই পুত্র, আর বালিকা বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। পুত্রের চরিত্রের কথা সকলের নিকট

বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, আর না বলিয়াও থাকিতে পারেন না। দিবা নিশি তাঁহার পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত যেমন বুঝেন চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কখন সংসারের কথা বলেন, কখন বধূর কথা বলেন, কখন রাগ করেন, কখন রোদন করিয়া নিমাইকে চেতন করিবার চেষ্টা করেন। যখন নিমাই ভোজন করিতে বসেন, সেই শচী দেবীর বড় সুযোগের সময়। নিমাইয়ের সন্তোষ হবে বলিয়া বধূর দ্বারা অন্ন পরিবেশন করাইতেন। আর আপনি অগ্রে বসিয়া নিমাইকে আনমনা করিতেন। নিমাইয়ের মন ভাবে বিভোর। ভোজন কেবল অভ্যাস বশতঃ করেন মাত্র। শচী তাঁহার অগ্রে বসিয়া সচেতন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের বিভোর ভাব যাইতেছে না।

যত কিছু বোলে শচী পুত্রের উত্তর।
কৃষ্ণ বহি নাহি কিছু বোলে বিশ্বম্ভর॥

চৈতন্যভাগবত।

শচী বলিতেছেন, "নিমাই, আজ কি পড়িলে ?"

নিমাই। কৃষ্ণনাম পড়িলাম।

শচী। আমি তা বলিতেছি না, আজ কি বিচার করিলে ?

নিমাই। রাধা কৃষ্ণ।

শচী। তা না, নিমাই, আমার মাথা খাস্ ভাল কোরে কথা ক'।

নিমাই, চৈতন্য পাইয়া লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "মা আমি আর এক কথা ভাবিতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।"

শচী একে চিন্তায় ব্যাকুল, আবার পাড়ার নির্ব্বোধ লোকে তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তাহারা বলে তোমার পুত্র পাগল হয়েছে, উহাকে বান্ধিয়া রাখ। এই সমুদায় কথা শুনিয়া শচী আর নিমাইয়ের কথা গোপন করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার পতির পরম আত্মীয়, পরমভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠাইয়া সমুদায় দুঃখের কথা বলিলেন। নিমাই পরম ভক্ত হইয়াছেন, শ্রীবাস শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে কারণেই হউক আইসেন নাই। কিন্তু এখন শচীর মুখে নিমাইয়ের ভাবের কথা শুনিয়া তখনি তাঁহাকে দেখিতে আইলেন।

নিমাই পণ্ডিতের বাটীতে গিয়া দেখিলেন, নিমাই করযোড়ে তুলসী তরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন। আর নয়ন জলে সে স্থান ভিজিয়া যাইতেছে। শ্রীবাস পরমভক্ত, শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণ-ভক্তি একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি শ্রীবাসকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। প্রণাম করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরে অনেক যত্নে নিমাই চেতন পাইলেন; চেতন পাইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এই সমস্ত অপূর্ব্ব ভাব শ্রীবাস বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই সম্পূর্ণ বাহ্য পাইলেন, তখন শ্রীবাসকে আবার প্রণাম করিলেন। শ্রীবাস তাঁহাদিগের আত্মীয়, নিমাই সেই ভাবেই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "পণ্ডিত, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, এখন আমার কি কর্ত্তব্য বলিয়া দাও। আমি কোন ক্রমে নয়ন জল নিবারণ করিতে পারিতেছি না, আমার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে। লোকে বলে যে, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে। কেহ বা এরূপও বলে যে, আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া শিবাদি ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে। আমার মা অবশ্য বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। আমিও যে কি করিব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আমার স্ববশে নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও আমি আমার চিত্তকে স্ববশে আনিতে পারিতেছি না।"

শ্রীবাস একটু হাসিলেন। হাসিয়া বলিতেছেন, "নিমাই তোমার যে বায়ু দেখিতেছি এ বায়ু ব্রহ্মা প্রভৃতি বাঞ্ছা করেন। তুমি তোমার ঐ বায়ু একটু আমাকে দিও, এই আমার ভিক্ষা। তুমি পরম ভাগ্যবান্, ত্রিজগতে তোমার মত ভাগ্যবান্ নাই। তোমাতে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, এরূপ জীবের সম্ভবে ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না।" শচী দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছেন, কতক বুঝিতে পারিতেছেন, কতক পারিতেছেন না।

শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া নিমাই তখনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। বলিতেছেন, "সকলে বলিতেছে বায়ু। আমি কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তুমিও যদি আমাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিতে

তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি আশ্বাস দিয়া আমার ও আর মা জননীর বড় উপকার করিলে।" নিমাইয়ের আলিঙ্গন পাইয়া শ্রীবাসের অঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল। তখন শচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি নির্ব্বোধ লোকের কথা শুনিয়া উতলা হইও না। তোমার পুত্রের বায়ুরোগ নহে, ইহা কৃষ্ণপ্রেম। তবে এরূপ প্রেম জীবে সম্ভবে বলিয়া পূর্ব্বে জানা ছিল না। তুমি স্থির হইয়া থাক, কাহাকেও কিছু বলিও না। দেখিবে কত কৃষ্ণের রহস্য হইবে।"

তাহার পর নিমাইকে বলিতেছেন, "নিমাই! যে যাহা ইচ্ছা বলুক, তাহা তোমার আমার শুনিবার প্রয়োজন কি? এসো এখন হইতে তোমার সহিত আমরা সকলে মিলিয়া আমার বাড়িতে সংকীর্ত্তন করি।" নিমাই স্বীকার করিলেন। শচীও কতকটা শান্ত হইলেন। তাঁহার ভয় তবু একেবারে গেল না, কারণ বিশ্বরূপের কথা তিনি ভুলেন নাই। তিনি নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে হয়ত নিমাইও সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে।

এই গেল নিমাইয়ের অভ্যন্তরের ভাব। বাহিরে নিমাইয়ের ভাব আর এক রূপ। প্রত্যূষে যখন গঙ্গা স্নান করিতে যান, তখনই বাহিরের লোকের সহিত দেখা হয়। অন্য সময় প্রায় নির্জ্জনে থাকেন। সে অবস্থায় নিজ জন ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগে না। গঙ্গাস্নানের সময় যখন বাহির হয়েন, তখন গদাধর প্রভৃতি দুই একটি বয়স্য তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। বহিরঙ্গ লোক দেখিলে এক পাশ হইতেন। কিন্তু কোন ভক্ত দেখিলে লুকাইতেন না। তবে অন্তরের ভাব গোপন করিয়া নয়ন জল মুছিতেন, এবং নিকটে গিয়া কাহাকেও নমস্কার, কাহাকেও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। "কর কি? কর কি?" বলিয়া অবশ্য তাহারা নিবারণ করিতেন। যে নবদ্বীপে বিদ্যা লইয়া রাজ্য, তাহার রাজা যে নিমাই পণ্ডিত তিনি ঐরূপ দীন ভাবে ক্ষুদ্র লোককে প্রণাম করিলে কাযেই কুণ্ঠিত হইবার কথা, কিন্তু নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাহাদের সেই কুণ্ঠিত ভাব তখনই অপগত হইত, হৃদয়ে কারুণ্যরস প্রবেশ করিত, কেহ বা রোদন করিয়া ফেলিতেন। কারণ নিমাইয়ের মুখ

দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিতেন যে তিনি বিনয়ের আকর। প্রকৃতই আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করিয়া অন্যের চরণ ধরিতেছেন। এই রূপে কখন নিমাই কাহারও হস্ত হইতে ফুলের সাজি লইয়া আপনি বহিয়া চলিলেন। কাহারও বস্ত্র এই রূপে আপনার হস্তে লইতেন। কাহারও স্নান হইলে তাহার বস্ত্র নিংড়াইয়া দিতেন। সকলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিষেধ করিতেন। তখন নিমাই উত্তর করিতেন, "আমি শুনিয়াছি ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়, কেন আপনারা আপনাদের সেবা রূপ মহা-ভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন?" দীন ভাব দেখিলেই লোকের মন কোমল হয়। আবার এই দীন ভাব যখন তেজস্বর লোকে উদয় হয়, তখন তিনি হৃদয় দ্রব ও চিত্ত মোহিত করেন। সুতরাং নিমাইয়ের দৈন্যতা দেখিয়া যে সকলের হৃদয় দ্রব হইবে, তাহার বিচিত্র কি?

এই সময়ে ভক্তগণ বলিতেন, "কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন।" নিমাই বলিতেন, "আপনাদের যখন আমার প্রতি এত কৃপা তখন আমার বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভালই আছে।" নিমাইয়ের ন্যায় পদস্থ লোকের এরূপ দৈন্য দেখিয়া, কি ভক্ত কি অভক্ত, সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের কথা লইয়া নানা স্থানে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। যে সকল পণ্ডিত নিমাইয়ের প্রতিভায় স্তম্ভিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনিই বিদ্রূপ করুন, নিমাইকে দর্শন করিলে,—তাঁহার সরল, সচ্ছন্দ, আনন্দপূর্ণ, কারুণ্য-উদ্দীপক চন্দ্র বদন দেখিলে,—আর তাঁহার সে ভাব থাকিত না।

যাঁহারা বৈষ্ণব ভক্ত, তাঁহারা বড় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এ কথা অদ্বৈতের সভায় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীঅদ্বৈত তখন বৈষ্ণব-গণের প্রধান, আর তাঁহার সভায় বৈষ্ণবগণ যাইয়া গ্রন্থ পাঠ, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ, ও কীর্ত্তন করিতেন। সেখানে এক দিন ভরা পূরা সভার মধ্যে, এক জন নিমাইয়ের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে জগৎ জয় করিয়া পৃথিবীকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, ভক্ত কি বৈষ্ণব দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতেন, আজি সেই নিমাইকে দেখিলে বোধ হয় যেন দীন হীন কাঙ্গাল। ভক্তি দেখিলে, শুক কি প্রহ্লাদ বলিয়া জ্ঞান

হয়। সকলে তাঁহার নিগূঢ় ভাব দেখিতে পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার সে ভাব দেখিয়াছেন, তাহার আর তখন তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ থাকে না।

শ্রীঅদ্বৈত তখন গদ গদ হইয়া বলিলেন, "গত নিশি শেষে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের কথা শুনিয়া, তোমাদিগকে বলিতে হইল। আমি গীতার এক স্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কল্য রাত্রি উপবাস করিয়া পড়িয়া ছিলাম।' শেষ রাত্রি দেখি, যেন কেহ আসিয়া আমাকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আচার্য্য উঠ! তুমি যে শ্লোক বুঝিতে পার নাই, তাহার অর্থ এই। আর তুমি কেন দুঃখ করিতেছ? তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে, আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এখন শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে, ও জীবগণ উদ্ধার পাইবে।"

"আমি এই কথা শুনিয়া নয়ন মেলিলাম, দেখি যে বিশ্বম্ভর কথা কহিতেছেন! বলিতে বলিতে অদর্শন হইলেন। সেই অবধি আমার অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে এই বিশ্বম্ভর, উহার ভাই বিশ্বরূপকে ডাকিতে আমার এখানে আসিত, তখন সেই দিগম্বর শিশু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমি ভাবিতাম, এ বস্তুটি কি? আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, আমার চিত্ত এ বালক এরূপে কেন অধিকার করে? নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথের পুত্র, বিশ্বরূপের ভাই, নিজে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এ হেন বস্তুর যখন ভক্তির উদয় হইয়াছে, তখন আমাদের পরম মঙ্গলের কথা। আর যদি কোন বিশেষ "বস্তুই" হয়েন, তবে এ দাসের বাড়িতে একবার আসিতেই হইবে, আমার সহিত এরূপ কথা আছে।"

অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, ভাবিলেন তিনি যদি সত্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে অগ্রে তাঁহার নিকট আসিবেনই আসিবেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ। ত্রিভুবনে তাঁহার ন্যায় শ্রীভগবানের ভক্ত আর নাই। কিন্তু তবু তিনি একটি দুঃখে বড় কাতর। সে দুঃখ প্রকৃত ভক্ত মাত্রেরই হইয়া থাকে। জীবগণের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া শ্রীভগবান ভক্তের এই দুঃখটি দিয়াছেন। জীবগণ যে শ্রীভগবানের অভয় চরণ ভুলিয়া দুঃখ পায়, শ্রীঅদ্বৈতের মনে এই বড় দুঃখ।

তাঁহার পার্ষদগণের নিকট সর্ব্বদা এই দুঃখ-কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, জীবগণ যেরূপ মলিন হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং তিনি ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। কখন ইহাও বলিতেন; "তোমরা চুপ করিয়া থাক, তিনি সত্বর আসিবেন, আসিয়া সর্ব্ব নয়ন গোচর হইবেন।" কখন "এসো, এসো" বলিয়া এরূপ হুঙ্কার করিতেন যে, পার্ষদগণ কাঁপিয়া উঠিতেন। আবার গোপনে, শাস্ত্র বিধানানুসারে, দিবানিশি গঙ্গা জল তুলসী দিয়া সেই কামনা করিয়া ভজনা করিতেন। বলিতেন যে, "প্রভু, শ্রীভগবান, তুমি এসো। তুমি আসিয়া তোমার জীবগণ উদ্ধার কর।" এইরূপে দিবানিশি শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েন যে তিনি আসিবেন। সুতরাং এই যে নানা জনে নিমাইকে লইয়া নানারূপ অনুভব করিতেছেন, ইহার মধ্যে কেহ কেহ মনে মনে ইহাও ভাবিতে লাগিলেন যে, এ বস্তুটি কি স্বয়ং তিনি? সেই সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণ, মনের মানুষ, আরাধনার ধন, ভক্তের ভগবান?

এক দিন শ্রীনিমাই গদাধরের সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বাসাবাড়ি, যাইয়া উপস্থিত। দেখেন যে, আচার্য্য তুলসীর সেবা করিতেছেন। অদ্বৈত ভক্ত-শিরোমণি, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, ও তখনই সেখানে হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অদ্বৈত মুখ ফিরাইয়া সমুদায় দেখিতেছিলেন, নিমাইয়ের নিকট আসিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত প্রগাঢ়রূপে আকর্ষিত হইতে লাগিল। নিমেষ শূন্য হইয়া যত দেখিতে লাগিলেন, ততই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, "তুমি কে গা? সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, সেই তুমি কি আজ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ? তা বিচিত্র কি? তোমার কাযই এই রূপ। আহা! কি সুন্দর মুখ। এরূপ মুখ তোমা ব্যতীত আর কাহার সম্ভবে না। এই কি তোমার রূপ? তুমি না কাল? এখন তুমি যে আসিবে, তাহা ত শাস্ত্রে দেখিতে পাই না।

তা তুমি শাস্ত্রের অতীত। তুমি না হইলে আমার প্রাণ সহিত এরূপ টানিতেছে কেন? আহা আজ আমার কি শুভ দিন!" শ্রীঅদ্বৈতের মনে নানাবিধ অননুভবনীয় তরঙ্গ খেলিতেছে। সেই তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়কে টানাটানি করিতেছে, কিন্তু তবু উহা তাহাকে ক্রমেই বিশ্বাসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শেষে অবিশ্বাস একেবারে গেল। তাঁহার মনে তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, যাহাকে তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই বস্তু এই, তাঁহার সম্মুখে মুর্চ্ছিত হইয়া আছেন।

তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাজল, তুলসী, চন্দন আনিলেন। আনিয়া নিমাইয়ের সুন্দর পা দুখানি প্রথমতঃ গঙ্গাজল দিয়া ধুইলেন। পরে তুলসী পত্রে চন্দন লিপ্ত করিয়া নিমাইয়ের পাদপদ্মে এই শ্লোক পড়িয়া অর্পণ করিতে লাগিলেন। যথা:—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমো॥

এই শ্লোক পড়িয়া চরণে তুলসী দেন; আর প্রণাম করেন। গদাধর এই সমুদায় ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। গদাধর নিমাইয়ের সহিত সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন, নিমাইকে প্রাণের অপেক্ষা প্রীতি ও তাঁহার প্রতি গাঢ় ভক্তি করেন। শ্রীঅদ্বৈতকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, সেই অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণ পূজা করিতেছেন দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। নিমাইয়ের প্রতি গদাধরের যে প্রেম তাহার সীমা ছিল না, সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতকে নিমাইয়ের চরণ পূজা করিতে দেখিয়া, তাঁহার সখা নিমাইয়ের পাছে অকল্যাণ হয় বলিয়া, ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোসাই, করেন কি? নিমাইপণ্ডিত বালক, উনি আপনার কাছে কি অপরাধ করিয়াছেন যে, আপনি তাঁহার চরণ পূজা করিয়া তাহার অকল্যাণ করিতেছেন?" তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গদাধরের দিকে চহিলেন ও একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "নিমাইপণ্ডিত কিরূপ বালক, গদাধর, তুমি কিছু দিন পরে জানিতে পারিবে।" এই কথা শুনিয়াই গদাধরের মনে এই কথা প্রথম উদয় হইল যে, নিমাইপণ্ডিত কি সত্যই শ্রীভগবান? এ কথা মনে হওয়াতে গদাধরের মনে আনন্দ এবং ভয় যুগপৎ উদিত

হইল। আনন্দ কেন হইল তাহার হেতু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভয় কেন হইল বলিতেছি। এত দিন নিমাইপণ্ডিত তাঁহার ছিলেন। যদি তিনি ভগবান হন, তবে কি আর তাঁহার থাকিবেন? ইহা ভাবিয়া গদাধর ত্রস্ত হইয়া নিমাই হইতে দুই এক পা সরিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় নিমাই চেতন পাইলেন; আর তখন শ্রীঅদ্বৈতকে আপনার চরণের নিকটে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "গোসাঞি, আমি ভবসাগরে হাবু ডুবু খাইতেছি। তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই অপবিত্র দেহ তোমাকে দিলাম, তুমি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া আমাকে পবিত্র কর। তোমাকে দর্শন করিব মনে বড় সাধ ছিল, আজি আমার ভাগ্যের উদয় হইল, তোমার চরণ দর্শন পাইলাম।"

তখন অদ্বৈত একটু সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। ভাবিতেছেন, উনি যদি শ্রীভগবান হইবেন, তবে আমার নিকট কেন গুপ্ত হইতেছেন, আমার নিকট এত দৈন্যই বা কেন করিতেছেন? অদ্বৈত কিন্তু নিজ মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া, নিমাই যেরূপ প্রস্তাব করিলেন, তিনি তাহার সহজ উত্তর দিলেন। বলিতেছেন, "নিমাই, তুমি আমার বন্ধু জগন্নাথের পুত্র, সুহৃদ বিশ্বরূপের ভাই। সুতরাং তুমি আমার অতি প্রিয়। বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম যে, তোমাতে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া সচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিব।"

শ্রীঅদ্বৈতের, নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া, তাঁহার উপর যে সন্দেহ হয়, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। "এ বস্তু কি সত্য ভগবান?" এই চিন্তায় তিনি অহোরহ নিমগ্ন থাকিলেন। কিছু দিন পরে ভাবিলেন যে, যদি শ্রীভগবান হয়েন, তবে অবশ্য তাঁহার সন্ধান লইবেন। ইহাই ভাবিয়া নিমাইকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নদীয়া ছাড়িয়া শান্তিপুর নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

"যদি নিমাই শ্রীভগবান হয়েন, তবে তাঁহার তল্লাস লইবেন," ইহাই ভাবিয়া অদ্বৈত নিমাইকে ফেলিয়া গেলেন। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা একবার অনুভব করুন।

একাদশ অধ্যায়।

"শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গোরা রায়, নাচে হরি বোলে।
নাচে হরি বোলে, দুটি বাহু তুলে॥"

শ্রীবাস যত্ন করিয়া নিমাইকে আপনার বাড়ীতে কীর্ত্তন করিতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা চারি ভাই, সকলেই কীর্ত্তন করেন। অপূর্ব্ব কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ দত্তও মিলিলেন। মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণও উপস্থিত হইলেন। যখন সকলে নিমাইকে ঘিরিয়া বসিলেন, তখন তিনি কি বলিতে যাইয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংকীর্ত্তন আর হইল না, সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনও হইল না। এ কি নিমাইয়ের সঙ্গগুণ? সহচরগণ সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাই কান্দিতে লাগিলেন, সে করুণস্বরে পাষাণ দ্রব হয়। তাহার পর নিমাই হাসিতে লাগিলেন, এ হাস্যের বিরাম নাই। সে হাস্যের ধর্ম্মই এই অন্যকে হাস্যরসে মুগ্ধ করে। কখন নিমাই এমন কাঁপিতে লাগিলেন যে সকলে ধরিয়া তাঁহার কম্পন নিবারণ করিতে পারেন না। কখন কাহারও গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, কৃষ্ণ আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" কখন বলিতেছেন, "ভাই কৃষ্ণ ভজ, এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই।"

এ সমুদায়ই নিমাই আবিষ্ট অবস্থায় করিতেছেন, কিন্তু যখন যাহা করিতেছেন তাহাই সুন্দর। ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক, বাহিরে ভক্তগণ, সকলে আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায় সমুদায় দর্শন করিতেছেন। হঠাৎ নিমাই চেতন পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল, আমার কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, পাইয়া হারাইয়াছি।" তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "গয়া হইতে আমি যখন আসি, কানাই নাটশালা গ্রামে, (গৌড়ের নিকট) প্রাতঃকালে, একটি ভুবনমোহন পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু, নৃত্য করিতে করিতে আমার

নিকট আসিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীপদে নূপুর বাজিতেছিল। তিনি অতি চঞ্চলের স্থায় হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অমনি অদর্শন হইলেন। তিনি কোথায় গেলেন?" বলিয়া নিমাই আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই কাহিনী বলিবেন, মনে করিয়া নিমাই প্রথমে শুক্লাম্বরের বাড়ীতে, মুরারি প্রভৃতিকে পূর্ব্বে যাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাই সকল, কল্য প্রাতে আমার দুঃখের কথা তোমাদিগকে বলিব।" সে দিন বলিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইরূপে, দেখিতে দেখিতে সুখের নিশি পোহাইয়া গেল। অপূর্ব্ব দর্শনে লোকে মুগ্ধ হয়, কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গীগণ যে শুদ্ধ দেখিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, তাহা নয়। যেন নিমাইয়ের ভাবে, ভঙ্গিতে, স্পর্শে, কথায়, রোদনে, কি একটা শক্তি আছে, উহাতে উপস্থিতগণ বিবশ হইতে লাগিলেন। আর উহাতে যেন নিমাইয়ের রোদনে রোদন ও হাস্যে হাস্য করিতেছেন, আর তাহার আনন্দে আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

এ ব্যাপারটা কি, সকলে ভাবিতে লাগিলেন। একি তাঁহাদের জাগরণ অবস্থা, না নিদ্রার অবস্থা? এ পৃথিবী? না বৈকুণ্ঠ? তাঁহারা দেবতা না মনুষ্য? নিমাই কি শুকদেব, প্রহ্লাদ, না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ? সে রজনীতে যাঁহারা যাঁহারা নিমাইয়ের সে ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের হৃদয়ে নিমাই যুড়িয়া বসিলেন। অন্য কথা, অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা করিবার শক্তি, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও রহিল না। অন্তরে কেবল নিমাই জাগিতে লাগিলেন।

নিমাই প্রভাতে বাড়ি গেলেন। তখন তাঁহার নবানুরাগের সময়। নবানুরাগ বড় সুখের সময়। তখন যাহার যেরূপ অনুরাগের গভীরতা, তাহার সেইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। নিমাইয়ের তখন আর বাহ্য জ্ঞান প্রায় হইত না। সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন। মুরারি গুপ্ত এই সময় তাঁহার নিয়ত পার্ষদ। তাঁহার কড়চা গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুর যে চৈতন্যচরিত মহাকাব্য লিখেন, সেই কাব্য হইতে, সেই সময়ে নিমাইয়ের

কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কিছু বর্ণনা করিতেছি। যথা. চৈতন্যচরিত কাব্যের পঞ্চম সর্গে শ্লোকের অনুবাদ :—.

"প্রাতঃকালে মহাপ্রভু (নিমাই) উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং বিনয়ের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন, এই রূপে সমস্ত দিন যাইয়া রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ কি দিন হইল, ইহাই বলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ১০।

আবার সন্ধ্যাকালে বিমুক্ত কণ্ঠ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে বলিলেন এ কি প্রভাত হইল, কারণ আলো দেখিতেছি। এই রূপে গৌরহরির কালের জ্ঞান রহিত হইল। ১১।

মহাপ্রভু যখন একটি বার নাম (শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীহরি) কর্ণে শ্রবণ করেন, তখন ভূমিতে পড়িয়া বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করেন, তাঁহার কম্প হয় ও অতিবেগে দীর্ঘ নিশ্বাস, ও বহুতর নেত্রজল পড়িতে থাকে। ১২।

নিমাইয়ের নয়নে ধারার আর বিরাম নাই। তবে বহিরঙ্গ লোক দেখিলে কষ্টে স্বষ্টে নিবারণ করেন মাত্র। মনুষ্যের নয়ন হইতে এত জল পড়িতে পারে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। বাড়ির মধ্যে পিড়ায় বসিয়া নিমাই বাম হস্তে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি রোদন করিতেছেন। কাহার সহিত বাক্যালাপ নাই। যদি কখন একটু চেতন লাভ করেন, তখনি সম্মুখে যাহাকে দেখেন, তাঁহাকেই অতি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কৃষ্ণ কোথা গেলেন ?" নিমাই প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেন, প্রেমানন্দে ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাই মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন. নয়ন ধারা পড়িতেছে। নিমাই আহার করিতে বসিয়াছেন, প্রেমে আহার করিতে পারিতেছেন না, আর শচী সাধ্য সাধনা করিয়া আহার করাইতেছেন। দিবাভাগে শয়ন করিতে গেলেন, নয়ন ধারায় শয্যা ভিজিয়া গেল।

এক দিন গদাধর নিমাইয়ের নিমিত্ত হস্তে তাম্বুল করিয়া তাঁহার কাছে আসিলে, নিমাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধর! কৃষ্ণ কোথায় গেলেন ?" তখন গদাধর উত্তর করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আর কোথায় ? আমার হৃদয় মাঝে আছেন।" এই কথা শুনিয়া মাত্র নিমাই ভাবিলেন, তবে

আর কি, কৃষ্ণকে এত দিন পরে নিকটে পাইয়াছেন এখনি ধরিবেন, ইহাই ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে? হৃদয় মাঝে?" যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি দুই হস্তের নখ দিয়া হৃদয় চিরিতে গেলেন। আস্তে ব্যস্তে গদাধর দুখানি হাত ধরিলেন, শচীও হাত ধরিলেন, ও সকলে ধরিয়া নিমাইকে সান্ত্বনা করিলেন। শচী বলিতেছেন, "গদাধর! তুমি বড় সুবোধ ছেলে, তুমি না থাকিলে, আজি আমার নিমাই প্রাণে মরিত।" শচীর এ কথা বলিবার কারণ এই যে, তখন নিজ নখাঘাতে নিমাইয়ের হৃদয় দিয়া শোণিত পড়িতেছিল।

সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ একে একে আসিয়া নিমাইয়ের বাড়ীতে মিলিত হইতে লাগিলেন; আর শ্রীবাসের বাড়ী যাওয়া হইল না, নিমাইয়ের গৃহেই প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করিল। যদিও সকলে সংকীর্ত্তন করিতে বসেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তখনও সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। ভক্তগণ কেবল নিমাইকে লইয়া আনন্দে নিশি জাগরণ করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের এই নব অনুরাগের কাল। সাধন ভজন করিলে জীবের যেরূপ অবস্থা হয়, নিমাইয়ের পর পর সেই সমুদায় অবস্থা হইতেছে। তবে এই সমুদায় লক্ষণ অন্যে কিয়ৎ পরিমাণে, আর নিমাইতে সম্পূর্ণ পরিমাণে দেখা দিতেছে। নব অনুরাগের অবস্থা কি তাহা চণ্ডীদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "নবানুরাগিণী বালা মনের যে ব্যথা কি; তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহার ব্যাধি 'অকথন,' অর্থাৎ তাঁহার কি ব্যাধি, তাহা আপনি বলিতে পারেন না। তবে তিনি তাহার বন্ধুর নাম শুনিবা মাত্র আনন্দে পুলকিত কি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। আর কি হয়, না তাঁহার নয়ন দিয়া অহেতু আনন্দধারা পড়িতে থাকে।" নিমাইয়ের সেই অবস্থা গয়াধামে প্রথম হইল। কানাই নাটশালাতে এই নব অনুরাগ প্রথমে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তখন শয়নে স্বপনে, জলে আকাশে, সমস্ত সংসারে, কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। এই যে চতুর্দ্দিক তিনি কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে কখন তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে আহ্লাদে কথা বলিতেছেন, কখন তাঁহার রূপ দেখিয়া নয়ন ধারা ফেলিতেছেন, কখন বা কৃষ্ণকে না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন। বাহিরের লোকের সহিত তাঁহার

কোন সম্বন্ধ নাই। তখন, তিনি আর তাঁহার কৃষ্ণ, এই দুই জন ব্যতীত ত্রিজগতে কেহ আছে, কি কাহারও থাকিবার প্রয়োজন আছে, এ বোধ তাঁহার নাই। তাঁহার ভাব দেখিয়া, বাহিরের লোক তাঁহাকে বুঝিতে পারিত না; এমন কি, কেহ কেহ তাঁহাকে পাগলও ভাবিত। তিনিও বাহিরের লোকের কথা শুনিতে পাইতেন না। শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেন না। যখন নিমাইয়ের চেতন হইত, তখন হয় তাঁহার এই সমুদায় কথা কিছুই মনে থাকিত না, কি স্বপ্নের মত কিছু মনে থাকিত। যদি কিছু মনে থাকিত, তবে চেতন অবস্থায় সঙ্গীগণকে বলিতেন, "ভাই," কি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "মা," "আমি যদি কিছু প্রলাপ বলিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি আমার স্ববশে নাই।" সকলে তখন বলিতেন, "কৈ, তুমি কিছু প্রলাপ বল নাই।"

এই অবস্থায় শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে বসেন। কিন্তু নিমাই তখন ভাবে জর জর, সম্পূর্ণ ভাবের বশীভূত। ভাব তখন তাঁহার বশীভূত হয় নাই, সুতরাং তিনি তখন স্ববশে নাই। সংকীর্ত্তন করিতে বসিলেই দেহে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইত। সে ভাব গুলি কি তাহা এখন শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া বিবরিয়া বলিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ হাস্য, রোদন প্রভৃতি "অষ্ট সাত্ত্বিক" ভাবের কথা আছে, কিন্তু নিমাইয়ের অঙ্গে বহুতর ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখন নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন ও ক্রন্দন করিতেছেন, এই রূপ এক প্রহরেও ক্রন্দন থামিতেছে না। কখন ক্রন্দন থামিয়া ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হইতেছে, অর্থাৎ হাস্য করিতেছেন। যত ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তত হাস্য করিতেছেন।

কখন অঙ্গ দিয়া এত ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল যে, "মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইল শরীরে।" আবার কখন কখন অঙ্গ অগ্নির ন্যায় হইল, জল দিলেই শুষিয়া লয়, চন্দন দিবা মাত্র শুকাইয়া যায়।

কখন এমন কম্প হয়, আর দন্তে দন্তে এরূপ জোরে আঘাত হইতে থাকে, যেন বোধ হয়, দন্ত সমুদায় ভাঙ্গিয়া গেল। কখন সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা,

উত্তান নয়ন, জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই, শ্বাস প্রশ্বাস নাই, মুখ বহিয়া ফেণ পড়িতেছে।

মূর্চ্ছিত অবস্থায় শ্বাস রুদ্ধ হয়, আবার কখন সেই অবস্থায় এরূপ শ্বাস বহিতে থাকে, যেন ঝড় বহিতেছে, উহার সম্মুখে থাকে, কাহার সাধ্য।

কখন অঙ্গ এরূপ ভারি হয় যে, কেহ উঠাইতে পারে না। আবার কখন সেই অঙ্গ এরূপ লঘু হয় যে, অনায়াসে ভক্তগণ, জনে জনে, তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া আঙ্গিনায় নৃত্য করেন। শুধু তাহা নয়, আপনি শূন্য ভরে ক্ষণিক নৃত্য করিয়া যান। কখন বা নিমাইয়ের পদ মস্তকে সংলগ্ন হয়, হইয়া সমস্ত দেহটি চক্রের আকার ধারণ করে, এইরূপে আঙ্গিনায় চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকেন। কখন ঘোরতর হিক্কা হয়, আর এই নিমিত্ত স্থির হইয়া বসিতে পারেন না। কখন অঙ্গের গৌর বর্ণ যাইয়া শ্বেত কি অন্য বর্ণ হয়। কখন চক্ষের বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়, কখন বা দুই চক্ষের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ হয়।

কখন অঙ্গে ব্রণের ন্যায় পুলক হয়, আর কখন কখন উহা হইতে শোণিত পড়ে। কখন অঙ্গ এরূপ অবশ হয় যে, উহা নোয়াইতে কাহার সাধ্য হয় না। কখন বা এমন কোমল হয়, বোধ হয়, যেন অঙ্গে অস্থি মাত্র নাই।

ইহা ব্যতীত ভাবে কখন উদ্দণ্ড, কখন বা মধুর নৃত্য করেন।

ক্ষণে হয় বাল্য ভাব পরম চঞ্চল।
মুখ বাদ্য করে যেন ছাওয়াল সকল॥
চরণ নাচয়ে ক্ষণে খল খল হাসে।
জানু গতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে॥

নিমাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। মুকুন্দ সুকণ্ঠে শ্যাম-গুণ-গান আরম্ভ করিলেন, আর অমনি নিমাইয়ের অঙ্গে নানাবিধ অদ্ভুত [illegible] লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কীর্ত্তন বন্ধ থাকিল, ভক্তগণ কখন বা নিমাইকে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন, কখন তাঁহার কথা বা রোদন শুনিতেছেন, কখন দর্শন করিতেছেন, এইরূপ করিতে করিতে নিশি

পোহাইয়া গেল। নিশি যে কিরূপে এত শীঘ্র গেল, কেহ বুঝিতে পারিলেন না, যেহেতু নিমাইয়ের সঙ্গগুণে সকলে আনন্দে বিভোর।

ক্রমে নিমাইয়ের দেহ অন্য ভাব ধারণ করিল। প্রথমে দেহ ভাবের অধীন ছিল, এখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাব দেহের অধীন হইতে লাগিল। এক দিবস শ্যাম-গুণ-গান আরম্ভ হইলে, নিমাই আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু সে নৃত্য মধুর নয়, উদ্দণ্ড। সে নৃত্যে ভরে পৃথিবী যেন কম্পিত, একটু নৃত্য করিয়াই অচেতন হইয়া, আছাড় খাইয়া, ভূমিতলে পড়িলেন। আর শচী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে করিতে নিমাইকে ধরিতে গেলেন। "বাছার আমার হাড় ভাঙ্গিয়া গেল, তোমরা কীর্ত্তনে ক্ষান্ত দাও," ইহাই বলিয়া শচী ভক্তগণকে নিবেদন করিলেন। নিমাই আবার উঠিয়া বসিলেন, আর তাঁহার অস্থি ভাঙ্গে নাই দেখিয়া জননী শান্ত হইলেন। তখন শচী ভক্তগণকে অতি কাতরে কহিতেছেন, "তোমরা নিমাইকে ঘিরিয়া থাকিও, যখন ঢলিয়া পড়ে, সকলে হাত ধরিও, মাটিতে যেন তাহার কোমল অঙ্গ পড়ে না," যথা :—

থেকোরে বাপ নরহরি, চাঁদ গৌরের কাছে।
রাধা ভাবে গড়া তনু, ধূলায় পড়ে পাছে॥

ক্রমে নিমাইয়ের ভাব দেহের আরও অধীন হইল, এবং তাঁহার নৃত্য অতি মধুর হইতে লাগিল।

নিমাই নৃত্য করিতেন কেন? সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চির দিন অন্যকে বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন, আজি তিনি নৃত্যরূপ চপলতা করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না কেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাচিতেছেন, শরীরে এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা শরীরে ধরিতেছে না, তাই উঠিয়া আহ্লাদে নাচিতেছেন। আপনারা কি শুনেন নাই যে, মনুষ্য অতি আহ্লাদে নাচিয়া থাকে? অতি আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ নৃত্য করা। নিমাইয়ের অতি আনন্দ হইয়াছে, তাই নৃত্য করিতেছেন

নিমাইয়ের অতি আনন্দ কেন হইয়াছে? শ্রীভগবানের নাম, কি গুণ কীর্ত্তন শুনিয়া, এই আনন্দ হইয়াছে। নিমাইয়ের আনন্দের পরিমাণ কি? সে আনন্দের এই পরিমাণ যে, যে ব্যক্তি বিদ্বজ্জন সমাজে সর্ব্বপ্রধান ও অতি অভিমানী, সেই নিমাইপণ্ডিত, সর্ব্বসমক্ষে, লজ্জা পরিহার করিয়া, বালকের মত নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের এ আনন্দে শ্রীভগবানের কি পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে? শ্রবণ করুন। এটি চণ্ডীদাসের গান :—

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল আমার প্রাণ॥
* * *
নামের প্রতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি বা হয়॥

নিমাইয়ের নৃত্যে শ্রীভগবানের এই পরিচয় পাইতেছি যে, ভগবানের নাম শ্রবণে ভক্তগণকে আনন্দে পাগল করে, অতএব তিনি কতই না মধু!

এখন পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের পদের অর্থ পরিস্কার বুঝিতে পারিবেন। নিমাইয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া বাসুদেব বলিতেছেন :—

আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
কলুষিত জীবগণে, পরশমণির গুণে,
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোণা॥

পরশমণি কাহাকে বলি, না, যাহার দ্বারা লৌহ সোণা হয়। এই নিমাই আমার পরশমণি, যেহেতু নিমাইয়ের দ্বারা, লৌহ সদৃশ কঠিন ও মলিন জীব, সোণার ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল হইতেছে। সাধুগণ চিরকালই এইরূপে লৌহরূপ জীবকে সোণা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা লৌহকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সোণা করেন, আর তারপর পোড়াইয়া নির্ম্মল করেন। কিন্তু বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন যে, "পরশমণির স্বরূপ যে আমার নিমাই, ইনি জীবকে দুঃখ না দিয়া, অর্থাৎ উপবাস, কঠোর সাধন, তপস্যা প্রভৃতি না করাইয়া, নাচাইয়া ও গাওয়াইয়া অর্থাৎ আনন্দে নিমগ্ন করিয়া, সোণা করিতেছেন।"

শ্রীভগবান আনন্দময়, সুতরাং নৃত্যকারী; তিনি যেমন আনন্দময়,

তাঁহার সেবাও তেমনি সুখময়; ইহা জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিখিল। বাসুঘোষ তাহাই বলিতেছেন, আর কিছু নয়।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই শুষ্ক মহাজ্ঞানী পুরুষ হঠাৎ নিমাইয়ের নিকট কৃপা পাইয়া, তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, যে যেমন স্পর্শ মণি যে পর্য্যন্ত লৌহকে সুবর্ণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না, সেইরূপ যখন গৌরচন্দ্র তাহার লৌহের ন্যায় কঠিন অন্তর গলাইয়া প্রেমধন তাঁহাকে বিতরণ করিলেন, তখনই সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীনিমাই তাঁহার ভগবান ও হৃদয়-স্পর্শমণি।

সেই যে নিমাই উদ্দণ্ড ও মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শিখিয়া বৈষ্ণবগণ ও অন্যে এখনও সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া থাকেন। তবে নিমাই আনন্দের নিমিত্ত নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ, পরে নৃত্য। এখনকার অনেকের আগে নৃত্য, পরে আনন্দ। নিমাই যখন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

এখন যেরূপ সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, তখন সেরূপ ছিল না। এখন বৈষ্ণবগণ নিমাইয়ের কিম্বা নিতাইয়ের লীলা গান করিয়া নৃত্য করেন, যথা "হরি বলে আমার গৌর নাচে।" কি, "সুরধুনী তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেম দাতা নিতাই এসেছে।" অবশ্য তখন এসব কিছুই ছিল না। তখনকার সংকীর্ত্তন কেবল নাম, যথা "হরি হরয়ে নম, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।" এইরূপ গীত হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে খোল বাদ্য, ও করতাল ও মন্দিরায় তাল দেওয়া হইত। অমনি নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, আর ভক্তগণ আনন্দে পাগল হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিমাই দুই বাহু তুলে নৃত্য করিতেছেন, আর মুখে কেবল "হরিবোল," "হরিবোল," কি শুধু "বোল" "বোল" বলিতেছেন। ক্রমে গান থামিয়া গেলে, সকলে বাদ্যের সহিত "হরিবোল," "হরিবোল," বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেরি পায়ে নূপুর, ইহাঁতে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হইতেছে! কেহ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, কেহ কাহার

পায়ে ধরিতেছেন, কেহ বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

নানাবিধ উপকরণের সহিত উত্তম সঙ্গীত বাদ্যাদি করিয়াও লোকে এখন নৃত্য করিবার মত আনন্দ পান না। আর তখন তাঁহারা, নিমাই ও তাঁহার পার্ষদগণ, কিরূপে শুধু নামে আনন্দ পাইতেন? তাহার উত্তর,—নিমাইয়ের কৃপা। নিমাইয়ের সঙ্গীগণ নিমাইয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেন।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত লোকে নৃত্য করিতেছেন; মৃদঙ্গ করতাল বাজাইতেছেন; কেহ বা "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতেছেন; কেহ বা রোদন করিতেছেন; কেহ বা গড়াগড়ি দিতেছেন; কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। কে কাহার উদ্দেশ লয়, সকলেই বিভোর। এদিকে ঘরের ভিতর রমণীগণ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, আবার একটু পরে উন্মাদ হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহিরে ভক্ত-গণের যেরূপ ভাব হইতেছে তাঁহাদেরও সেইরূপ হইতেছে। প্রভাত হইলে, "সুখের নিশি পোহাইল," বলিয়া সকলে মহা দুঃখিত হইয়া সংকীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। এইরূপ প্রত্যহ নিশি যাপন হইতে লাগিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গৌর না হত, কেমন হইত,
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম রস-সীমা,
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা, বিপিন মাধুরী,
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কার॥
গাও গাও পুন, গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে, এমন দয়াল,
না দেখি এক জন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া,
কেমনে সেধেছে সিধি।
বাসুদেব হিয়া, পাষাণে মিশিয়া,
গড়েছে কোন বা বিধি॥

ভক্তগণ তখন একটি অপরূপ জ্ঞান লাভ করিলেন। সেটি এই যে "কৃষ্ণপ্রেম" একটি কল্পিত দ্রব্য নয়, ইহা অতি তেজস্কর সামগ্রী। আর নিমাই ইচ্ছা করিলেই উহা জড় দ্রব্যের ন্যায় অন্যকে বিলাইতে পারেন। তখন ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট প্রেমভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন কি, এক দিবস শচী নিমাইকে বলিতেছেন, "বাপু! তুমি যেখানে যাহা পাও আমাকে আনিয়া দাও। আমি শুনিলাম তুমি গয়া হইতে কৃষ্ণপ্রেম আনিয়াছ। কই তা তো আমাকে একটু দিলে না?" নিমাই বলিলেন, "মা, তুমি বৈষ্ণব কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।"

গদাধর নিমাইয়ের দিবানিশির সাথী। নিমাইয়ের তিনি দিবানিশি সেবা করেন। নিমাইয়ের বিছানা করেন, পান সাজিয়া দেন, বায়ু ব্যজন করেন, পদতলে শয়ন করিয়া থাকেন। গদাধর কাযের গতিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পরম শত্রু। গদাধর কেবল আজ্ঞা পালন করেন, নিমাইয়ের দিকে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস পান না। গদাধরের মনে বড় একটা সাধ রহিয়াছে। তিনি নিমাইয়ের নিকট কৃষ্ণপ্রেম চাহিয়া লইবেন, কিন্তু বলিতে সাহস হয় না।

একদিন শেষরাত্রে উভয়ে শয়ন করিলেন। তখন গদাধর সাহস করিয়া নিমাইয়ের পা ধরিয়া কান্দিয়া পড়িলেন। "গদাধর কান্দ কেন?" বলিয়া নিমাই উঠিয়া বসিলেন। গদাধর ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "ত্রিজগত উদ্ধার হইয়া গেল, আমি কি একাই কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিব?" তাহাতে নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি ও পাইবে। কল্য প্রত্যূষে তুমি যে গঙ্গাস্নান করিবে, অমনি কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।" গদাধরের আনন্দে আর নিদ্রা হইল না। ভোরে গঙ্গাস্নান করিলেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

অতি হৃষ্টমনে স্নান করি গঙ্গাজলে।
প্রেমায় অবশ তনু টল মল করে॥

প্রভুর পিড়ায় বসিয়া ভক্তগণ দেখিতেছেন, গদাধর টলিতে টলিতে আসিতেছেন। নয়ন কান্দিয়া কান্দিয়া অরুণবর্ণ হইয়াছে, অথচ প্রেম-ধারা মুখ বাহিয়া পড়িয়া বুক ভাসিয়া যাইতেছে। গদাধর আসিয়া গলায় বসন দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিতেছেন, "গদাধর, পাইয়াছ?" গদাধর নয়ন জলে প্রভুর চরণ ধৌত করিয়া তাহার উত্তর করিলেন,—মুখে কোন উত্তর করিলেন না।

এইরূপে গদাধর প্রেম পাইলেন। যখন নিমাই নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন গদাধরের হস্ত ধরিয়া যান। গদাধর অমনি আনন্দে এলাইয়া পড়েন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গঙ্গাতীরে ও নিমাইয়ের বাড়ীর নিকট। নিমাই বাল্যকাল অবধি সেই স্থানে যাতায়াত করিতেন। এখনও করেন। াম্বর মহাতপস্বী, নিমাইকে পুত্রের ন্যায় সেবা করেন। নিমাইয়ের

নয়ন জল মুছাইয়া দেন, নাসিকার ধারা আপন হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেন, অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দেন, ইত্যাদি। ক্রমে শুক্লাম্বর বুঝিলেন যে, এ কাল যাবৎ তাঁহার বিফল চেষ্টায় গিয়াছে, প্রেমই পরম পদার্থ, আর নিমাই উহা দিতে পারেন। তখন এক দিবস কাতর হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিলেন। বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখে কিছুই না জানি ॥
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈল পর্য্যটন।
দুঃখিত হইনু মুই, দেহ প্রেম ধন ॥

শুক্লাম্বর, বড় তপস্বী ও অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন বলিয়া প্রেম পাইবার উপযুক্ত, এইরূপ ভাবে ভিক্ষা করায় প্রভু উত্তর করিতেছেন, "দ্বারাবতী ও মধুপুরে কি কুক্কুর শৃগাল নাই ?" যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে :—

কি তত্র সন্তি ন শৃগালচয়াস্তত কিং।
তেষাং ভবেৎ কিমথ তে ন পুনঃ শৃগালাঃ।
ইত্যুক্ত বত্যথ বিভৌ দ্বিজপুঙ্গবোহয়-
মুচ্চৈ পপাত ভুবি দণ্ড বদুৎ কাত্মা ॥

এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বর তাঁহার দোষ বুঝিয়া, মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই কি করিলেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

অনুগত আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল গৌর কলেবরে ॥
"প্রেম দিনু" "প্রেম দিনু" ডাকে আত্মনাদে।
শুক্লাম্বর দ্বিজ পাইল প্রেম পরসাদে ॥
ততক্ষণ হইল প্রেম কম্প কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ বহে নয়নের জল ॥

এই সময়ে শুক্লাম্বরের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি ছিল, ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, ঝুলিতে ধান মিশ্রিত খুদ ও তণ্ডুল। শুক্লাম্বর আনন্দে সেই ঝুলি স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া নিমাই এবং সকলে

হাসিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহার ঝুলি হইতে সেই ধান্য মিশ্রিত তণ্ডুল লইয়া খাইতে লাগিলেন। তখন শুক্লাম্বর "মনু মনু, ইহাতে ধান" বলিয়া নিমাইয়ের হস্ত ধরিলেন।

এইরূপে জনে জনে প্রেমধন পাইতে লাগিলেন, আর কীর্ত্তনের দল ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

এদিকে শ্রীনবদ্বীপে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত। শ্রীবাস ভবনে, গীত বাদ্য প্রভৃতি কলরব শুনিয়া, সকল লোকে দেখিতে শুনিতে আসিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীরের দ্বার বন্ধ, আর সেখানে একজন ভক্ত (গঙ্গাদাস) দ্বার রক্ষা করিতেছেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভের পূর্ব্বেই দৃঢ় করিয়া দ্বার বন্ধ করা হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রে আসিয়াছেন, তাঁহারাই প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা পরে আসিয়াছেন, ভক্ত বা নিমাইয়ের নিতান্ত নিজ-জন হইলেও তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা অগ্রেই আসিতেন, আর যদি কার্য্যগতিকে না পারিতেন, তবে আর মোটে আসিতেন না।

কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া বাহিরের লোক দেখিতে আসিয়া, দ্বার বন্ধ দেখিয়া, "দুয়ার খোলো" বলিয়া সজোরে আঘাত করিতেছে। কিন্তু কেহ তাহাদের উদ্দেশও লইতেছেন না। তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের মহা কলরব শুনিতেছে। এই কাণ্ড প্রত্যহ হইতেছে। ভবন মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, এই সমুদায় বাহিরের লোকে অবশ্য ক্রুদ্ধ হইত ও "এ ব্যাপার কি ?" বলিয়া নানাবিধ চর্চ্চা করিত। ক্রমে অনেকে নানা কুৎসাও রটাইতে লাগিল। যাঁহারা জানিতে পারিলেন যে বাড়ীর মধ্যে সংকীর্ত্তন হইতেছে, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে এ আবার কিরূপ ভজন ? নাচিয়া গাইয়া ভজন করা কখন ত শুনি নাই ? কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান হৃদয়ে আছেন, লোক দেখাইয়া না ডাকিয়া, মনে মনে তাঁহাকে ডাকিলেই ত হয় ? কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, ভগবান নিদ্রিত অবস্থায় হৃদয়ে আছেন, তাঁহাকে অমন করিয়া জাগাইলে তিনি ক্রোধ করিবেন, এবং ভগবানের ক্রোধ হইলে আর ধান্য হইবে না, কাযেই লোক সব মরিয়া যাইবে। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, নিমাইপণ্ডিত আগে ভাল ছিল,

এখন আবার নূতন মত চালাইতে লাগিল নাকি? কতকগুলি লোকে বলিতে লাগিল যে, নদীয়া নগরে অন্যমত আর চালাইতে হয় না; তবে কি না মুসলমানের রাজ্য, তাহারা এ কথা শুনিলে গ্রাম লুঠ করিবে। তাহাতে কেহ কেহ বলিল, এত গণ্ডগোলের প্রয়োজন কি? সকলে মিলিয়া এই মাতাল গুলার ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। আর একজন বলিল, চল কল্য কাজির কাছে যাইয়া বেটাদের জব্দ করা যাউক। একজন পরম পণ্ডিত ও পরম জ্ঞানী বলিলেন, যেখানেই গোপন, সেই খানেই জানিবে অপরাধ। যখন ইহারা দ্বাররুদ্ধ করিয়া গোপনে এই সকল কায করিতেছে, তখন ইহারা নিশ্চয়ই কুকাণ্ড করিতেছে। যদি ইহাদের সদভিপ্রায় থাকিবে, তবে গোপন করিবে কেন? কেহ বলিল ইহারা মদ্যপায়ী তান্ত্রিক, মদ্য মাংস ও স্ত্রীলোক লইয়া নানাবিধ কুকর্ম্ম করে, আর জাতি যাইবার ভয়ে এই সমস্ত কাণ্ড গুপ্ত ভাবে করিয়া থাকে।

তাহার পর কেহ কেহ অঙ্গের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া কাজির কাছে গিয়া নালিশ করিল। তাহাদের নালিশের মর্ম্ম এই যে, নিমাই-পণ্ডিত কতক গুলি সঙ্গী লইয়া হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। ইহারা প্রথমত উচ্চৈঃস্বরে "হরি" বলিয়া ডাকে। ইহাতে যে শ্রীভগবান্ হৃদয়ে নিদ্রিত আছেন, তিনি জাগরিত হইবেন, আর জাগিলেই তাঁহার রাগ হইবে, এবং তাঁহার রাগ হইলেই দেশের সর্ব্বনাশ, লোকে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মারা যাইবে। কাজি উত্তর করিলেন যে, তিনি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিবেন।

মাঘ মাসে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, ফাল্গুন মাসে প্রকৃত প্রস্তাবে কীর্ত্তন হইতে ছিল। চৈত্র মাসের শেষে এই কীর্ত্তন লইয়া সমস্ত গৌড়দেশবাসী চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমেই বড় বড় লোক সেই দলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন এই কীর্ত্তন লইয়া এত গোলযোগ হইয়াছে যে, কুলোকে জনরব তুলিল যে, গৌড়ের পাতসা হোসেন সা, নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার পার্ষদগণকে ধরিবার জন্য, সসৈন্যে নৌকাপথে একজন সেনাপতি পাঠাইতেছেন। আর এই কথা অনেকে বিশ্বাসও করিল। ক্রমে জনরব পরিস্ফুটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল যে, যবন সৈন্য গঙ্গা বাহিয়া, নিমাই পণ্ডিত ও

তাঁহার অনুচরগণকে ধরিতে আসিতেছে। এই কথা লইয়া সমস্ত নবদ্বীপে আন্দোলন হইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গীগণ এ কথা শুনিলেন, কেহ কেহ ভয়ও পাইলেন, ও বলিতে লাগিলেন, "সংকীর্ত্তন ঘরে বসিয়া আপনা আপনি করাই ভাল। শত শত জন জুঠিয়া লোকের বিরক্তি-ভাজন হইয়া সংকীর্ত্তন করার প্রয়োজন কি?"

এই জনরব নিমাইও শুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন বলিতেছি। নিমাই তখন একটু স্থির হইয়াছেন; বাহিরে আসিয়া তখন সহচরগণ সঙ্গে বিকালে নগর ভ্রমণ কি গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকেন। তেইশ বৎসর বয়ক্রম, নিমাইয়ের রূপ তখন আরো প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি পট্টবস্ত্র অথবা অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়া বেড়াইতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লিপ্ত, মুখে তাম্বুল। নির্ম্মল আনন্দময় মুখ প্রেমে টল মল করিতেছে। ভাল লোকের সহিত দেখা হইলে দু একটি কথা বলেন, মন্দ লোক দেখিলে দূরে দূরে থাকেন। তবু এরূপ লোকে কেহ কেহ তাঁহাকে কখন কখন বিরক্তও করে। এইরূপ এক জন লোক, তিনি অধ্যাপক, নিমাই পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া এক দিন বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি যে সচ্ছন্দ চিত্তে বেড়াইতেছ? তুমি কি শুন নাই, যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছে, তাহারাই বলিতেছে যে, যবন সৈন্য আগতপ্রায়। আর তাহারা অগ্রে তোমাকেই ধরিবে। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার কর্ত্তব্য এই গ্রাম ছাড়িয়া দূরদেশে পরিবার লইয়া পলায়ন করা।" যে অধ্যাপক নিমাইকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য নিমাইকে একটু ভয় দেখান মাত্র। নিমাই যে এত ভয়ের কথা শুনিয়াও নির্ভয়ে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন দুষ্ট লোকে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া যাহাতে নিমাই ভয় পান, সেই রূপ কথা বলিত।

নিমাই সেই অধ্যাপককে সম্বোধন করিয়া অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, আমাকে ধরিতে আসিতেছে, এ কথা আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথা যাইব? সমস্ত দেশই রাজার। আর পলাইবই বা কেন? দেখুন মহাশয়, অতি অল্প বয়সে আমি পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। এই নবদ্বীপে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। যদি রাজা আমাকে

লইয়া যান, তাহা হইলে আমার নাম জগন্ময় হইবে, আর তাহা হইলে আমি কি পড়িলাম শুনিলাম তাঁহার কাছে পরিচয় দিব। রাজা সম্মান করিলে, আপনারাও তখন আমাকে সম্মান করিবেন।"

অধ্যাপক বলিলেন, "তুমি বল কি? রাজা যবন, সে তোমার শাস্ত্রের কি ধার ধারে? সেখানে চালাকি খাটিবে না, ধরিয়া লইয়া যাইবে, এবং একটা অনর্থ করিবে। আমি তোমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি, তুমি এখনি পালাও।"

নিমাই বলিলেন, "রাজা গৌড় হইতে সৈন্য পাঠাইয়া আমাকে লইয়া যাইবেন, আমি এ ভাগ্য কেন ছাড়িব?" অধ্যাপক নিমাইকে ভয় দেখাইতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে বলিতে চলিলেন, "দেখা যাবে, আগে সৈন্য গুলা আসুক, তখন কত অহঙ্কার, বুঝা যাইবে।" যখন ভাল লোকে এই ভয়ের কথা উল্লেখ করেন, তখন নিমাই অল্প হাস্য করেন, আর কিছুই উত্তর করেন না। নিমাইয়ের এমনি তেজ, কি ভক্ত কি অভক্ত নিকটে যাইয়া কথা কাটাকাটি করে, এরূপ কাহারও সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীবাস প্রভৃতি নিমাইয়ের নিজ গণও মনে মনে ভয় পাইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কলিঘোর তিমির, গরাসিল ত্রিজগত,
ধরম করম গেল দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলায়ল আনি,
গোরাবর দয়ার ঠাকুর॥ বাসুদেব ঘোষ।

বৈশাখের শেষে, কি জ্যৈষ্ঠের প্রথমে, এক দিবস শ্রীবাস তাঁহার ঠাকুর ঘরে, বেলা দুই প্রহরের পুর্ব্বে, দ্বার বন্ধ করিয়া, তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীনৃসিংহদেবের ধ্যান করিতেছেন। এমন সময় কে আসিয়া ঠাকুর ঘরের পিঁড়ায় উঠিয়া, তাঁহার দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল, "শ্রীবাস! শীঘ্র দ্বার খোল।" শ্রীবাস একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তাহাতে বাহিরের লোক উত্তর করিলেন, "তুমি যাহাকে ধ্যান করিতেছ।" এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস কতক বিরক্ত, কতক কৌতুহলী, হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে,—নিমাইপণ্ডিত! তখন নিমাইপণ্ডিত ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুখট্টায় যে শালগ্রাম ছিলেন, তাহা এক পার্শ্বে সরাইয়া, আপনি উহার উপর বসিলেন। শ্রীবাস নিমাইপণ্ডিতকে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ তিনি দেখিতেছেন যে, নিমাইপণ্ডিত যদিও সর্ব্ব অবয়বে ঠিক নিমাইপণ্ডিতই আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এত তেজ বাহির হইতেছে যে, যেন উহা সূর্য্যের তেজকে খর্ব্ব করিতেছে। শ্রীবাস স্তম্ভিত, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তখন নিমাইপণ্ডিত বলিলেন, "শ্রীবাস, আমি আসিয়াছি। তুমি আমাকে অভিষেক কর।"

নিমাইকে দেখিয়া, এই "আমি" যে ভগবান, শ্রীবাস তাহাই বুঝিলেন। শ্রীবাসের অবস্থা এখন স্থির হইয়া বিবেচনা করুন। শ্রীবাস দেখিতেছেন যে, তাঁহার সম্মুখে শ্রীভগবান। এখন শ্রীভগবান যাহার সম্মুখে তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। তখন তাঁহার সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইল। সমুদায় বাসনা পুর্ণ হইলে, সে হতভাগ্যের মরণ বাঁচন সমান হইয়া যায়। এই

জন্য জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া, শ্রীভগবান জীবের নিকট দুর্ল্লভ হইয়া আছেন। আর যদি দর্শন দেন, তখন জীবগণ যাহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারে, তাহারি উপায় করিয়া দিয়াছেন।

এ বিষয় আরো পরিস্কার করিয়া বলিতেছি। বড় শোকের কথা শুনিলে প্রথমে লোকে উহা বুঝিতে পারে না। সম্পূর্ণ রূপে বুঝিলে তাহার মরণ সম্ভব। অধিক পরিমাণে বুঝিলে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শুনিবামাত্র বুঝিতে পারে না, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ শুনিবামাত্র অনেকটা সংজ্ঞা লোপ হয়। দ্বিতীয়তঃ শুনিবামাত্র অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না।

যথা, যদি লোকে শ্রবণ করে যে তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, তবে সে অনেক সময় ভাবে যে মিথ্যা কথা। অধিক আনন্দের উদয় হইলেও (আর শ্রীভগবদ্দর্শন অপেক্ষা জীবের অধিকতর আনন্দ হইতে পারে না) ঠিক ঐরূপ অবস্থা হয়। কাহার মৃত্যু, না হয় মূর্চ্ছা, না হয় কিয়ৎ পরিমাণে সংজ্ঞা লোপ হয়। শ্রীবাস যখন মনে বুঝিলেন যে শ্রীভগবান সম্মুখে তখন আনন্দে তাঁহার অনেকটা সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। আবার বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার মনে নানা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ভাবিতেছেন, "শ্রীভগবান! একি সম্ভবে? কখন না। এ আমি স্বপ্নে দেখিতেছি।" আবার ভাবিতেছেন, "ইনি যে সম্মুখে, ইনি কে? আমিই বা কে? আমি কি শ্রীবাস? ইনি কি সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর ধন?" এই যে সন্দেহ ইহা জীব মাত্রের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। ইহা পরম উপকারী ধন। ইহাতেই জীব শ্রীভগবানকে আস্বাদ করিবার অবকাশ পায়। নীল কাচে যেরূপ সূর্য্য দর্শন আয়ত্তাধীন হয়, সেইরূপ অবিশ্বাসে শ্রীভগবানের তেজ লঘু করিয়া তাঁহাকে জীবের দর্শন সম্ভব করে। অতএব যাঁহার অবিশ্বাস আছে তিনি অভাগ্যবান নহেন। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান তাহাদিগকে অবিশ্বাস দিয়াছেন। যেমন নরম মাটিতে খুটি প্রথিত করা সহজ ও উত্তোলন করা সহজ; তেমনি যাহাদের শীঘ্র বিশ্বাস হয় তাহাদের সেইরূপ শীঘ্র বিশ্বাস যায়। এ সমুদায় রহস্যের তাৎপর্য্য পাঠক ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীবাস এইরূপে ভাব তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিক ক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হইল না। যেহেতু তাঁহার প্রতি অভিষেকের আজ্ঞা হইয়াছে, আর শীঘ্র সেই আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত তখনি চীৎকার করিয়া নিজসহোদরগণকে, বাড়ির মহিলাগণকে, ও দাস দাসীগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহারা আসিলে শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীভগবান আসিয়াছেন, তাঁহার অভিষেক করিতে হইবে। তোমরা শীঘ্র নূতন কলসী ক্রয় করিয়া, একশত ঘট গঙ্গাজল লইয়া আইস।" ইহা শুনিয়া বাড়ীর সকলে পাগলের মত হইয়া গঙ্গা হইতে জল আনিতে ছুটিল। নিমাই বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট আছেন, আর শ্রীবাস করযোড়ে তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে গদাধর প্রভৃতি দু একটি ভক্ত সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন। আর গঙ্গাজল পূর্ণ এক শত ঘট শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ক্রমে সারি সারি রাখা হইল। শ্রীবাসের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ কিরূপে জল বহিয়া আনিতেছেন, তাহা প্রেমদাসের অনুবাদিত চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

গৌরাঙ্গের কথা পথে চলে কয়ে কয়ে।
কহিতে আনন্দ ধারা বহে নেত্র দিয়ে॥
খসিয়া পড়য়ে কেশ তাহা না সম্বরে।
কপোল রোমাঞ্চ গাত্র কম্প ভাব ভরে॥

শ্রীবাসের পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এই অভিনব অবস্থাটী হঠাৎ আসিয়াছিল এরূপ নহে। এরূপ একটা কি হইবে তাঁহারা পূর্ব্বাবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দিবা নিশি তাঁহারা শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গ গুণে প্রেম হিল্লোলে ভাসিতেছিলেন। শ্রীভগবান যে অতি প্রিয়জন ও তিনি যে অতি নিকটে, যেন তিনি আগতপ্রায়, এরূপ ভাবে তখন সকলে অভিভূত। সেই ভগবান শ্রীনিমাই কি না ইহা মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় সকলে শুনিলেন যে শ্রীভগবান আসিয়াছেন, এবং তিনি আর কেহ নহেন, তিনি শ্রীনিমাই। সকলে মনে যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন সম্পূর্ণরূপে তাহাই হইল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম, দুই প্রহর বেলা, আঙ্গিনার মধ্যস্থলে শ্রীপ্রভু প্রশস্ত পিড়ির উপরে বসিলেন, ও তাঁহারে মস্তকে শত কলস-জল ঢালা হইল। যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই পাগলের মত হইয়াছেন। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। যিনি পারিতেছেন, তিনিই জলের কলসী লইয়া মহাপ্রভুর মস্তকে ঢালিতেছেন। নিমাইয়ের অঙ্গ দিয়া যে জল বাহিয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাঁহার অঙ্গের তেজ মিশিয়া গিয়াছে, সেই জল আঙ্গিনাময় হইয়া সোণার জলের ন্যায় ঝলমল করিতেছে। অতি সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র দ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জিত হইল, তাহাতে ঐ বস্ত্রে কিরণ কণা লাগিয়া ঐ বস্ত্র কিঙ্খাপের ন্যায় ঝলমল করিতে লাগিল। তাহার পর তাঁহাকে সূক্ষ্ম ও শুক্ল বস্ত্র পরাইয়া আবার ঠাকুর ঘরে আনা হইল।

ঠাকুর ঘরে আসিয়া তিনি পুনরায় বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। এই ঠাকুর-ঘর বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। তিনি দ্বার বন্ধ করাইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন, আর ভক্তগণ কেহ পিঁড়ায়, কেহ বা আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলে দেখিতে লাগিলেন যে সেই ঘর তেজোময় হইয়া গিয়াছে, এবং সেই ঘরের বেড়ার সমস্ত ছিদ্র দিয়া তেজ বাহির হইতেছে। যথা; কবিকর্ণপুর লিখিত চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে :—

অপ্রাপ্যাবসর মনুষ্য বেশ্মমধ্যে
তেজোভির্বহিরপি সন্ধিভির্ব্যভেদি ॥

সেই তেজের কত শক্তি তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের দুই প্রহরের রৌদ্রের তেজও উহা খর্ব্ব করিয়াছিল। একটু পরে, যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা ঐ গৃহের মধ্য হইতে মুহুর্মুহ মুরলী-ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন, এবং বাহির হইতে এই সুধা পান করিতে করিতে সুখে একেবারে জড়বৎ হইলেন। এমন সময় গৃহাভ্যন্তর হইতে শ্রীনিমাই "শ্রীবাস" বলিয়া ডাকিলেন। নিমাই এ দিনের পূর্ব্বে শ্রীবাসকে কখনও এরূপ স্বরে নাম ধরিয়া ডাকেন নাই।

শ্রীবাস ঘরে প্রবেশ করিলে, শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তোমার গৃহে আমার স্থান কর; আমি তোমার গৃহে যাইব।" এই আজ্ঞা শুনিয়া সকলে মহাব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস শ্রীগদাধরকে বলিলেন, "তুমি

বিষ্ণুখট্টা আমার ঘরে লইয়া আইস।" নিমাই খট্টা হইতে নামিয়া অন্য আসনে বসিলেন, আর সেই খট্টা শ্রীবাসের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

শ্রীবাসের ভ্রাতাগণ সেই গৃহের ভিতর চাঁদোয়া খাটাইলেন, ও সেই খট্টার উপর দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যা পাতিলেন। ঘরে সূর্য্যতেজ না যাইতে পারে বলিয়া দ্বারে পর্দ্দা দিলেন।

তখন শ্রীনিমাই দেবগৃহ হইতে শ্রীবাসের শয়ন গৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, প্রভু শত কোটি সৌদামিনী বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। এমন কি, সেই তেজে জ্যেষ্ঠের মধ্যাহ্ণ সূর্য্য তেজ লঘু হইয়া গেল। যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে :—

গৌরাঙ্গ স্তদথ গৃহং ব্রজন্ বিরেজে
তেজোভিং ল ঘু তিরয়ন্ বিবস্বদোজঃ।
শম্পানাং শত শতকোটি কোটি বৎস
প্রোন্মীল্য ক্ষিতিমিব সংশ্রিত শ্চকান্তি ॥

শ্রীবাসের শয়ন ঘরে খট্টায় বসিলে পরম তেজে গৃহ আলোকিত হইল। বোধ হইতে লাগিল, নিমাইয়ের অঙ্গ রক্ত মাংসে গঠিত নয়। স্বর্ণ বর্ণের তেজে গঠিত। সে তেজ যদিও সূর্য্যের তেজ হইতে উজ্জ্বল, তবু উহা শীতল, আর উহা নয়নানন্দ। উহার পানে চাহিলে, চক্ষু না ঝলসিয়া বরং সুশীতল আনন্দ বারিতে ডুবিয়া যায়।"

তখন গদাধর ফুলের মালা গাঁথিতে বসিলেন, ও নিমাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ ফুলে সুসজ্জিত করিলেন। ফুলের অঙ্গুরীয় করিয়া আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন। ফুলের বালা, তাড়, বাজু ও মালা করিয়া তাঁহাকে সাজাইয়া দিলেন। মাথায় চূড়া বান্ধিয়া উহাতে ফুলের মালা বেড়িয়া দিলেন। তাহার পর সর্ব্বাঙ্গে চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কেশর লেপিয়া দিলেন। কেহ চামর ব্যজন, কেহ করযোড়ে স্তব, কেহ আনন্দে গড়াগড়ি, কেহ নিমাইয়ের মুখ চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানকে প্রিয় বস্তু বলিয়া ভজন করা যায়, আর সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, বদান্য পুরুষ বলিয়া অনুভব করা যাইতে পারে। গীতায় বলেন যিনি যে রূপ ভজন করেন শ্রীভগবান তাঁহাকে সেই রূপ ভজন করিয়া থাকেন।

তুমি তাঁহাকে শক্তি-সম্পন্ন দাতা বলিয়া ভজনা কর, তিনি শঙ্খ চক্র প্রভৃতি হস্তে করিয়া বর দিতে আসিবেন। তুমি নিজ-জন বলিয়া ভজনা কর, তিনি সমস্ত বিভূতি ফেলিয়া, তোমারই মত হইয়া আসিবেন। ঢাল কি তরবারি লইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট কেহ যায় না। আবার নিজ জন যে সেও স্বার্থের নিমিত্ত ভজন করে না।

মনে ভাবুন, চির বিরহিনী সতী রমণীর নিকট তাঁহার অসরণ ও হারাণ স্বামী আসিয়াছেন। তখন কি তিনি তাঁহার স্বামীকে এ কথা বলেন যে, "হে নাথ। টাকা কই, বসন কই, ভূষণ কই?" তবে তিনি কি করেন, না, গ্রীষ্ম কাল হইলে বায়ু ব্যজন করেন, এবং যত্ন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করান ও শয়ন করাইয়া পদ সেবা করেন। গদাধর প্রভৃতি শ্রীভগবানকে সেই রূপ সেবা করিতে লাগিলেন।

কেহ হয়ত বলিবেন, ভগবানকে এরূপ তুচ্ছ সেবা কেন? হস্তে তাম্বূল দেওয়া, গলায় মালা পরান, শ্রীভগবানের সঙ্গে এ ছেলে খেলা কেন? কিন্তু বিবেচনা করুন তিনি যদিও ভগবান, যাহারা সেবা করে, তাহারা ত জীব? মনুষ্যের যাহা সাধ্য মনুষ্য সেই সেবা করিতে পারে বই নয়। যদি শ্রীভগবান কোন পক্ষীকে দর্শন দেন আর সেই পক্ষীর তাঁহাকে সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সে ঠোঁটে করিয়া কীড়া আনিয়া তাঁহার শ্রীবদনে অর্পণ করিবে। মনুষ্যে তাম্বুল ও ফুলের মালা ব্যতীত কি দিবে? যদি বল শ্রীভগবানের সেবা কর কেন, তাঁহার অভাব কি? স্বামীর দাস দাসী থাকিলে স্ত্রী কি তাঁহার সেবা করে না? প্রিয় জনকে সেবা করায় মহা আনন্দ আছে, আর তাই শ্রীভগবান, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, ভক্তগণ তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন।

গদাধর প্রভৃতি এইরূপে সকলে শ্রীভগবানকে সেবা করিতেছেন, তখন নিমাই বলিলেন, "আমি কে, তাহার পরিচয় পাইয়াছ? আমি সেই, যিনি তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন। আমি জীবের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি এবার দণ্ড না করিয়া সুধু প্রেম ও ভক্তি দান করিয়া সকলের দুঃখ দূর করিব। তোমরা কোন ভয় করিও না। যবন রাজা তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না।"

তখন শ্রীবাস যদিও জড়বৎ হইয়াছেন, তবু কষ্টে স্বষ্টে বলিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতে, আমার আবার ভয় কি? তুমি দয়াময় বলিয়া সাধু মুখে শুনিয়াছিলাম। তোমার এত দয়া পূর্ব্বে জানিতাম না।" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "যদি আমি যবন রাজার কাছে যাই, তবে তাহাকে দণ্ড করিব না। তাহার হৃদয় দ্রব করাইয়া তাহাকে শোধন করাইব। কিরূপে দেখাইতেছি।" এই কথা বলিয়া শ্রীনিমাই "নারায়ণী" বলিয়া ডাক দিলেন। নারায়ণী শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা, বয়ক্রম তখন চারি বৎসর। ডাক শুনিয়া নারায়ণী ঘরে আসিল। তখন নিমাই বলিলেন, "নারায়ণী! আমার বরে তোমার কৃষ্ণপ্রেম হউক।" এই কথা বলিবা মাত্র, সেই চারি বৎসরের কন্যা, "হা কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমে মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িয়া "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন শ্রীনিমাই ঈষৎ হাঁসিয়া বলিতেছেন, "আমি রাজার নিকট গমন করিলে তাহার এই দশা হইবে। কিন্তু তাহার এ ভাগ্য হইতে এখনও অনেক দিন বাকি আছে।"

যে অলৌকিক ব্যাপার হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে সেখানে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই একেবারে দিশিহারা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কে কোথায়, কি করিতেছেন, ইহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কখন স্বপ্ন ভাবিতেছেন, কখন সত্য ভাবিতেছেন। নিমাইয়ের এই দিনকার প্রকাশ অল্প ক্ষণ ছিল। এ প্রকাশের উদ্দেশ্য কেবল শ্রীবাস প্রভৃতি কয়েকজন অতিমর্ম্মী ভক্তগণকে অভয় প্রদান করা. আর কিছই নহে। সে দিবস অধিক কথাও হয় নাই।

নিমাই যখন শ্রীবাসের সহিত কথা কহিতেছেন, গদাধর তখন মুহুর্মুহু শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে বলিয়াছিলেন, নিমাই কেমন বালক অল্প দিনে জানিতে পারিবে, সে কথা গদাধরের তখন মনে পড়িল। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া নিমাইকে সেবা করিতেছেন। এমন সময় শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী ও তাঁহার তিন ভ্রাতার স্ত্রী, এই চারি জনে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই, গৃহাভ্যন্তরে বিষ্ণুখট্টায়, সমস্ত ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। দ্বারে পর্দ্দা, পিঁড়ায় চারি

কুল রমণী, তাঁহার মধ্যে তিন্ জন নিতান্ত কুলবধু, নিমাইয়ের সম্মুখে কখন আসিতেন না।

তাঁহারা চারি জনে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, "আমরা কি দর্শন পাব না?" স্ত্রীলোক বলিয়া ভয়ে ঘরের মধ্যে যাইতে পারিতেছেন না, অথচ ঘরের মধ্যে স্বয়ং শ্রীভগবান বসিয়া! তাহারা উপায়হীন হইয়া শ্রীবাসের সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীকান্তকে, অতি কাতর হইয়া বলিতেছেন, "তুমি একবার আমাদের হইয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর, আমরা স্ত্রীলোক বলিয়া কি তাঁহার চরণ দর্শন পাব না?" শ্রীকান্ত ইহার কি উত্তর দিবেন? কিন্তু পিঁড়া হইতে এই কাতর ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া নিমাই বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া বলিতেছেন, "যাঁহারা পিঁড়ায় আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আসিতে পারেন, আসিয়া দর্শন করুন।" আজ্ঞা পাইয়া সেই কুলবতীগণ ব্যগ্র হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হর্ষ, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি নানাবিধ ভাবে জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া, তাঁহারা মস্তক উঠাইয়া অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন হইতে নিমাইয়ের চন্দ্র-বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। একটু দর্শন করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া, শ্রীচরণ প্রান্তে পতিত হইলেন। তখন শ্রীনিমাই কৃপার্দ্র হইয়া তাহাদের বেনী ও সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন; এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" যথা চৈতন্য চরিত কাব্যে:—

> আবিশ্য প্রকটিত সং প্রকাশ রম্যং
> তং দৃষ্ট্বা মুদমতুলা মভূত পূর্ব্বাং।
> সং প্রাপুর্ভুবি চ নিপেতু রস্তুতোষা
> স্তৎ পাদাম্বুজমপি নির্ভরং প্রপন্নাঃ॥ ৭২
> মচ্চিত্তা ভবতঃ সদেত্য ভীরু মুক্ত্বা
> সর্ব্বাসাং শিরসি পদারবিন্দ যুগমং।
> কারুণ্যামৃত রস সেচনাতি সান্দ্রঃ
> শ্রীগৌরঃ পরমগুণাম্বুধি র্ব্যধত্ত॥ ৭৩॥

ইহার অর্থ এই:—

"অনন্তর তাঁহারা প্রবেশ পূর্ব্বক প্রকটিত সৎ প্রকাশ দ্বারা রম্যমূর্ত্তি গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অভূতপূর্ব্ব হর্ষ লাভ করিলেন এবং পরিতোষ প্রাপ্তি হেতু তদীয় চরণারবিন্দে প্রপন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন॥৭২॥

"অনন্তর তোমরা সকল মৎ পরায়ণা হও এই বলিয়া মহাগুণনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ সকল স্ত্রীগণের প্রতি কারুণ্যামৃতরস সেচন করত আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদের মস্তকে পাদপদ্ম সমর্পণ করিলেন॥ ৭৩॥"

নিমাইচাঁদ পরম সুন্দর নবীন পুরুষ, কুলবতীগণকে বলিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" ইহা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। কুলবতীগণ ইহা শুনিয়াও কুণ্ঠিত হইলেন না, তাঁহাদের স্বামীগণ শুনিয়াও ক্রোধ করিলেন না। কারণ যাহার সহিত যত নৈকট্য সম্বন্ধ হউক না কেন, শ্রীভগবানের সহিত যত নিকট সম্বন্ধ অত আর কাহারও সহিত নয়।

একটু পরে শ্রীনিমাইচাঁদ বিষ্ণুখট্টা হইতে, "এখন আমি যাই, উপযুক্ত সময়ে আবার আসিব" বলিয়া উঠিলেন ও হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন হাহাকার করিয়া সকলে ধরিলেন, দেখেন জীবনের চিহ্ন নাই। অনেক চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন। তখন ঠিক নিমাইপণ্ডিত, অন্য মনুষ্যের মত; সে তেজ আর নাই। সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি এখানে কিরূপে? আমি কি নিদ্রা গিয়াছিলাম! আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। পণ্ডিত কৃপা করিয়া বল, আমি ত কোন চাঞ্চল্য করি নাই?"

শ্রীবাস, শ্রীরাম, গদাধর, মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন, আর সকলে বলিলেন, "না, কিছু চাঞ্চল্য কর নাই।" নিমাই তখন ধীরে ধীরে বাড়ী গমন করিলেন।

পূর্ব্বে উপবীত সময়ে একবার নিমাই তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন, "আমি এখন যাই, পরে আসিব।" আজি আবার শ্রীবাসকে বলিলেন, "আমি যাই, পরে আবার আসিব।" এই যে "আমি যাই" বলেন, ইনি কে? এ পরে বিচার করা যাইবে।

শ্রীবাসের বাড়ি আনন্দময় হইল। পরদিন প্রাতে নিমাইকে আবার সকলে দেখিলেন, কিন্তু তখন নিমাই এক জন মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, তবে অতি মিষ্ট ও পরম ভক্ত। যে নিমাই পূর্ব্বদিনে যুবতী স্ত্রীলোকের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," পর দিন তিনি দন্তে তৃণ করিয়া, "হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয় বাসনা হইতে উদ্ধার কর" বলিয়া রোদন করিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের এ ভাব দেখিয়া শ্রীবাস ও তাঁহার গণ কেহ ভুলিলেন না। তাঁহারা, শ্রীভগবান আসিয়াছেন ইহা জানিয়া, সমস্ত জগত সুখময় দেখিতে লাগিলেন।

মুরারির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নিমাই চিরকাল ইহাঁর সহিত নানামত বিতণ্ডা করিয়া আসিয়াছেন। মুরারি নিতান্ত স্নিগ্ধ, জীবের হিতকারী, সর্ব্বজনপ্রিয় ও পরম পণ্ডিত। এখন তিনি নিমাইয়ের নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন। মুরারি হইতে আমরা নিমাইয়ের আদিলীলা জানিতে পাইয়াছি। নিম্নে যে কথা গুলি বলিতেছি ইহা সমুদায় মুরারির নিজের কথা, তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি।

মুরারিও শুনিয়াছেন মুসলমান সৈন্য আসিতেছে। সুতরাং শ্রীভগবান মুরারিকে আশ্বাস দেওয়া কর্ত্তব্য ভাবিলেন। নিমাইয়ের দেহ তখন কাচের স্বরূপ হইয়াছে। কাচ পাত্রে যে দ্রব্য রাখ পাত্র সেই দ্রব্যের বর্ণ ধারণ করে। সেইরূপ নিমাইয়ের দেহ তখন মুহমুর্হু নানা আকার ধারণ করিতেছে। ঐ গৌরবর্ণ দেহ শ্রীভগবানের। যে দেহে শ্রীভগবান বিরাজ করেন তাহাতে ত্রিলোকের সকলেই প্রকাশ হইতে পারেন। পূর্ণের দেহে অংশের প্রকাশ হইতে কোন বাধা হইতে পারে না। যখন ব্রহ্মার স্তব শুনিলেন তখন নিমাইয়ের ব্রহ্মার ভাব হইল, এবং ব্রহ্মা হইয়া তিনি ভূতলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শিবের কথা শুনিয়া শিবের ভাব পাইলেন, মুখ বাদ্য প্রভৃতি শিবের যত ভাব দেহে প্রকাশ হইতে লাগিল। এক দিবস বরাহ অবতারের একটী শ্লোক শুনিয়া নিমাই হুঙ্কার করিয়া দ্রুতবেগে মুরারির বাড়ীতে গমন করিলেন। মুরারি বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। মুরারি পশ্চাতে চলিলেন ও দেবগৃহের দ্বার হইতে নিমাইয়ের কাণ্ড

দেখিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই ঘর হইতে বলিতে লাগিলেন; "একি! এ যে প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার শুকর, ইনি যে বড় বলবান দেখিতেছি, ইনি যে দন্তাগ্রে পৃথিবী ধরিয়াছেন। ইনি যে বিশাল দন্ত দ্বারা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া ব্যথা দিতেছেন।" ইহাই বলিয়া নিমাই যেন সেই প্রকাণ্ড বরাহের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ হাঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক পদ পশ্চাৎ যাইতেই, যেন বরাহ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, আর তখন নিমাই অচেতন হইয়া, ভূমিতে হস্ত ও পদে, বরাহের ন্যায় হাঁটিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে সম্মুখে একটি বৃহৎ পিতলের জল পাত্র ছিল, তাহা দন্তের দ্বারা ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মুরারি নিমাইকে দেখিতেছেন, যেন কতক বরাহ আকার, কতক মনুষ্য আকার। তিনি জড়বৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। সেই বরাহ আকার তখন ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই নর-বরাহ মুরারিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমি জীবকে ভক্তি ও ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছি। তুমি ভয় করিও না। তুমি আমার স্বাভাবিক রূপ বর্ণনা কর।"

মুরারি কথা কহিতে পারিলেন না, কিন্তু তখনি পুর্ব্বকার কথা মনে পড়িল। সেই পঞ্চম বর্ষের নিমাই তাঁহাকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই অবধি এ পর্য্যন্ত তাঁহার যে সমুদায় লীলা একেবারে মনে উদয় হইল। তখন বুঝিলেন যে যিনি তাঁহার সম্মুখে তিনি আর নিমাই নাই, তিনি শ্রীভগবান। কিন্তু তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও বিশাল হুঙ্কার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহিতে পারিলেন না। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গলায় বসন দিয়া কেবল বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মুরারির অবস্থা দেখিয়া, তাঁহাকে সচেতন ও নিশ্চিন্ত করিবার নিমিত্ত নর-বরাহ বলিতেছেন, "মুরারি, তুমি নিশ্চিন্ত হও, তুমি আমার অতি প্রিয়। তুমি বড় বেদ মান। কিন্তু বেদ অন্ধ, বেদ আমার তত্ব কি জানে?" আবার একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী বেদের আচার্য্য। সে বেদ পড়াইয়া কুশিক্ষা দ্বারা আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। মুরারি! তুমি সে সমুদায় চর্চ্চা পরিত্যাগ কর।"

মুরারির তখন কথা ফুটিল। বলিতেছেন, "প্রভু, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে। তোমাকে বেদে কিরূপে জানিবে? তুমিই কেবল জান, তুমি কি পদার্থ। আমরা কি জানি? আমরা যাহা জানি, তাহা এই করিতেছি।" ইহা বলিয়া মুরারি চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নরবরাহ বলিতেছেন, "আমি যাই।" ইহাই বলিয়া নিমাই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুরারি অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে চেতন করাইলেন। তখন নিমাই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিতেছেন, "মুরারি, আমি বুঝি অচেতন হইয়াছিলাম? নতুবা এখানে কিরূপে আসিলাম? আমি শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীবরাহ অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম। আমি ত কিছু চাপল্য করি নাই?" মুরারি মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

এইরূপে নিমাইয়ের নিজ জন তাঁহাকে নানারূপে দেখিতে লাগিলেন। কেহ চতুর্ভুজ, কেহ বা কৃষ্ণের ন্যায়, কেহ বা মহাদেব, এইরূপ দেখিয়া ভক্তগণ সকলে শুধু মুসলমান ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না, আনন্দে দিবা রাত্রি ভেদ ভুলিয়া গেলেন। সকলে, ঘর পরিবার ফেলিয়া দিবা নিশি নিমাইয়ের ওখানে রহিলেন। তাঁহারা বিনা কারণে হাস্য করেন, বিনা কারণে রোদন করেন, বিনা কারণে নৃত্য করেন, এইরূপে আনন্দে সকলে পাগলের মত হইলেন। এ কথা আর গোপন রহিল না। এ কথা ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল যে, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ শচীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

নিমাইয়ের দুই ভাব হইত, ভক্ত ভাব ও ভগবান ভাব। গয়া হইতে যখন আসিলেন, তখন ভক্ত ভাব। শ্রীবাসের বাড়ীর ঘটনা হইতে ভগবান ভাব হইতে লাগিল। সেই অবধি অনেক সময় শ্রীভগবান ভাবে থাকিতেন। পূর্ব্বে রজনীতে কীর্ত্তন হইত, এখন দিবসেও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। দিবা নিশি নিমাই ও তাঁহার গণ প্রেমে মজিয়া রহিলেন। নিমাইয়ের যখন চেতন অবস্থা, অর্থাৎ ভক্ত ভাব, তখন তাঁহাকে কেহ ভগবান বলিতে সাহস পাইতেন না। এমন কি, নিমাই ভগবানাবস্থায় যাহা করিতেন, কি বলিতেন, ভক্তগণ তাহা নিমাইকে কিছু বলিতেও সাহস পাইতেন না। চেতনাবস্থায় নিমাই দাস্যভাবে আপনাকে দীনের দীন,

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, ভাবিয়া জনা জনার কাছে অতি করুণ স্বরে, কান্দিয়া কান্দিয়া, কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা মাগিতেন, আর বলিতেন, "তোমরা কৃষ্ণের দাস, আমার কিসে কৃষ্ণে মতি হয় বলিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" তবে নিমাই তখন তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের আর পায়ে ধরিতেন না, কারণ তিনি পায়ে ধরিলে তাঁহার গণ বড় ব্যথা পান দেখিয়া তিনি শুধু করযোড়ে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিতেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নানা বর্ণ বস্ত্রে পাগ, রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে,
নাকে নথ কর্ণেতে কুণ্ডল।
হাঁসিয়া চলিছ পথে, পায়েতে নূপুর বাজে,
কে গা তুমি যেন মাতোয়াল?
"আমারে চেনমা ভাই, বাড়ী এবে নদীয়ায়,
সদা নাচি তাহে নূপুর পায়॥
শুনেছ নদে অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যার,
আমি নিতাই তার বড় ভাই।"

শ্রীবলরাম দাস।

এই জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিলেন। বর্দ্ধমান একচাকা গ্রামে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ অতি অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। এক জন সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়িতে অতিথি হয়েন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার পিতা মাতার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান। পুত্রকে ভিক্ষা চাহিলে যে পিতা মাতা পুত্রকে দান করিতে পারেন, এ কালের জীবের নিকট ইহা অননুভবনীয়। একটি প্রবাদ আছে যে, যে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান, তিনি আর কেহ নহেন, শ্রীবিশ্বরূপ, নিমাইয়ের দাদা। কিন্তু এ প্রবাদের কোন প্রামাণিক মূল পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ এইরূপে বিংশতি বৎসর বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। সেখানে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখনকার বৃন্দাবন জঙ্গলময়, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তখন, নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি কাহাকে খুঁজিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ এখানে নাই, তিনি শ্রীনবদ্বীপে শচীর উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার নাম নিমাই পণ্ডিত। তুমি তাঁহাকে

চাও ত সেখানে যাও।" নিতাই এই কথা শুনিয়া তীরের মত নবদ্বীপ মুখো ছুটিলেন। নবদ্বীপে নিমাইপণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুবের। তাঁহার আনন্দ নিত্য বলিয়া গুরুর নিকট নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। এই অবতারে তিনি বলরাম। পথে আসিতে সেই বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া ভাবিতেছেন যে, তাঁহার অতি স্নেহের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল দেখেন নাই, তবে অতি শীঘ্র তাঁহাকে দেখিবেন। ইহা ভাবিতেছেন, আর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে, এবং পথে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন বা যোড়ে যোড়ে লম্ফ দিয়া আসিতেছেন, কখন বা আনন্দে একবার মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পথের লোকে ভাবিতেছে, পাগল সন্ন্যাসী। কিন্তু নিত্যানন্দের লোকাপেক্ষা কোন কালে নাই, আর তখন ত না থাকিবারই কথা। নবদ্বীপে আসিয়া নিতাই নিমাইপণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গল গীতে :—

নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ী, তোরা বল্। ধুয়া।
ক্ষণ যুগ পদ করি (নিতাই) লাফে লাফে যায়।
এক কয় আর বলে, (কথা) বুঝনে না যায়।
ঊর্দ্ধ বাহু হয়ে নিতাই প্রেম ভরে ধায়।

যে কারণেই হউক, নিতাই, নিমাইয়ের বাড়ীতে না যাইয়া, শ্রীনন্দন আচার্য্যের বাড়ী যাইয়া অতিথি রূপে উপস্থিত হইলেন। নন্দন আচার্য্য একটি অতি তেজস্কর সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ আসিলেন, এদিকে নবদ্বীপের কথা শ্রবণ করুন। নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আসিবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে নিমাই ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন যে, এক মহাপুরুষ নদিয়ায় আসিতেছেন। যেমন নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপনীত হইলেন, সেই দিন প্রাতে নিমাই পার্ষদগণকে বলিতেছেন, "আমি গত রাত্রি স্বপ্ন দেখিয়াছি, এই নগরে সেই মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহাকে তোমরা তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। তাঁহাকে শ্রীবলরাম বলিয়া বোধ হয়।" ইহাই বলিবা মাত্র নিমাইয়ের বলরাম আবেশ হইল। তখন

হুঙ্কার করিয়া "মদ আনো" "মদ আনো" বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল, আর বলরামের মত কথা কহিতে লাগিলেন। "মদ আনো" এ আজ্ঞা কিরূপে পালন করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ভক্তগণ ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! মদ ত তোমার কাছে আছে, তুমি যে মদ চাহিতেছ তাহা আমরা কোথা পাইব?" এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের আবার স্বাভাবিক অবস্থা হইল। তখন বলিতেছেন, "তোমরা যাও, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। আমি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া মুরারি, শ্রীবাস, মুকুন্দ, ও নারায়ণ এই চারিজন তাঁহাকে তল্লাস করিতে চারিদিকে ছুটিলেন। অপরাহ্নে সকলে আসিয়া বলিলেন যে তাঁহারা সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিয়া কোন মহাপুরুষকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন নিমাই বলিলেন, "চল সকলে যাই, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আসি।" একথা শুনিয়া সকলে চলিলেন। মধ্যস্থানে নিমাই, চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ। নিমাই একেবারে শ্রীনন্দন আচার্যের বাটী যাইয়া উঠিলেন। সকলে দেখেন যে বাহির বাটীতে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। শরীর প্রকাণ্ড, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পদ্মচক্ষু, বয়ঃক্রম ৩০ কি ৩২। মস্তকে নীলবস্ত্র, পরিধানও নীল বস্ত্র। বসিয়া আপনি আপনি হাস্য করিতেছেন। ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ!

বিশ্বম্ভর অর্থাৎ নিমাই গণসহ প্রণাম করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। বিশ্বম্ভরকে তখন কিরূপ দেখাইতেছে চৈতন্যভাগবত তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তথাঃ—

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কণক দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ॥

নিমাইয়ের অতি সুন্দর নাগর বেশ। নিত্যানন্দ নিমাইয়ের বদন নিরীক্ষণ করিবা মাত্র পলক হারাইলেন, যেন চক্ষু দিয়া নিমাইয়ের রূপসুধা পান করিতেছেন। আনন্দে জড়বৎ স্তব্ধ হইলেন। ক্রমে নিতাইয়ের চক্ষু দিয়া আনন্দ জল পড়িতে লাগিল। তাঁহার মনের ভাব যেন উঠিয়া নিমাইকে হৃদয়ে পুরিয়া ফেলেন, কিন্তু অঙ্গ অবশ হওয়ায় উঠিতে পারিতেছেন না।

নিমাইয়ের নাগর বেশ, ভক্তি উদ্রেকের বেশ নয়, পরিধান ডোরকৌপীন নহে, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু নাই, তবে নিতাইয়ের নিমাইকে দেখিয়া, এরূপ ভাব হইল কেন? তাহার কারণ, নিমাইকে দেখিয়া নিতাইয়ের ভক্তির উদয় হইল না, প্রেমের উদয় হইল। ভক্তি ও প্রেম এক বস্তু নয়, আর ভক্তি ছোট ও প্রেম বড়। বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও অন্যান্য ধর্ম্মে এই একটি অতি-বড় প্রভেদ। বৈষ্ণবগণের ঠাকুরের হস্তে অস্ত্র নাই, মোহন মুরলী আছে।—ভয়ের কিছু নাই, সমুদায় সুন্দর। সে ঠাকুরের স্থান পত্র-পুষ্প-ময়ূর-কোকিল-পরিশোভিত বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনে। আর সে ঠাকুরকে পূর্ণিমার রজনীতে নাচিয়া গাইয়া ভজন, এবং কেবল ভাল বাসিয়া বাধ্য করিতে [illegible]।

চুপ করিয়া এইরূপে খানিক চাওয়া-চাওয়ির পর নিতাইয়ের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করাইবার নিমিত্ত নিমাই, শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া একটি শ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্রীবাস একটি শ্লোক পড়িলেন। এ শ্লোকটী সেই, যেটী রত্নগর্ভ শ্রীনিমাইকে শুনান, আর তিনি শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

যেমন পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাঁধে অল্প একটু নালা কাটিয়া দিলে অতি বেগে জল বাহির হইতে থাকে, আর সমুদায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, নিতাইয়ের, এই শ্লোক শুনিয়া, সেইরূপ, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। নিতাইয়ের প্রেমের তরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। নিতাইকে ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ক্রমে স্থির করিতে পারিলেন না। তখন নিমাই তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি নিতাই স্পন্দহীন হইলেন, আর নিমাই নিতাইকে কোলে করিয়া বসিলেন।

নিমাইয়ের কোলে নিতাই স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া, উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে শান্ত হইয়া বসিলেন। তখন

নিমাই বলিতেছেন, "আমি এত দিনে বুঝিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করিবেন, নতুবা তোমার ন্যায় ভক্ত আমাকে কেন মিলাইয়া দিবেন। আজি আমার শুভদিন, যে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, তুমি ইচ্ছামাত্র চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার আশ্রয় অমূল্য। তোমার যে আশ্রয় লয় তাহার আর কোনকালে বিপদ নাই। আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী, আমাকে কৃপা করিয়া তুমি যে দয়াময় তাহার পরিচয় দাও।"

স্তুতি শুনিলেই ভক্তগণ লজ্জিত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইয়ের মুখে এইরূপ স্তুতি শুনিয়া নিতাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন। পরে ধীরে ধীরে অতি নম্র হইয়া বলিতেছেন, "আমি সমুদায় কৃষ্ণের স্থান দর্শন করিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম সিংহাসন আছে, কৃষ্ণ নাই। তখন ভাল লোকের মুখে শুনিলাম শ্রীকৃষ্ণ এখন [illegible]ধামে আছেন, তাহাই শুনিয়া এখানে বড় আশা করিয়া আসিয়াছি। আর শুনিলাম যে নবদ্বীপে বড় হরি সংকীর্ত্তনের ঘটা হইতেছে। কেহ বা ইহাও বলেন যে স্বয়ং শ্রীভগবান সেই সংকীর্ত্তনে মিশিয়া ভুবনমোহন নৃত্য করিয়া থাকেন। আরও শুনিলাম যে নবদ্বীপের মত এমন পাতকী-উদ্ধারের স্থান আর নাই। আমি তাহাতে আশাতুর হইয়া এখানে আসিয়াছি, এখন আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা করিব।"

তাহার পরে "ঠারে ঠোরে" দুই জনে কিছু কথা হইল, তাহা চৈতন্য-মঙ্গল গীতে এইরূপ বর্ণিত আছে। শ্রীনিমাইচাঁদ দাঁড়াইয়া, নিমাই ও নিতাইয়ে চারি চক্ষু মিলন হইয়াছে। উভয়ের দর্শন, যেমন চির সুহৃদের বহু দিন পরে হয়, সেই রূপ হইল। উভয়ে উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া ঝুরিতে লাগিলেন।

চারি চক্ষে মিলন হইলে নিতাই পলক হারাইয়া নিমাইয়ের মুখ ঠাহরিয়া দেখিতেছেন। ভক্তগণ উভয়ের এই অপরূপ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, যেন তাঁহারা গোপনে আলাপ করিবেন, কিন্তু সকলে উপস্থিত থাকায় পারিতেছেন না। ইহাতে সকলে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তবু সমুদায় কথা শুনিতে লাগিলেন। নিতাই দেখেন যে, নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ

তাঁহার কানাইয়ের মত কাল নহে, মাথায় চূড়া নাই, মুখে মুরলী নাই, তবে নয়ন দুটি কেবল সেইরূপ। ইহাতে বলিতেছেন, (নিতাই একটু তোতলা)—

কা-কা-কানায়ে না কি তুই রে। ধ্রু।
কই তোর চূড়া বাঁশরী।

ইহাতে নিমাই উত্তর করিতেছেনঃ—

কি পুছসি ভাই আমার। ধ্রু।
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি।
এবার, নদের খেলা (ধুলায়) গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
নদের খেলা হরি গান॥
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া।
নদের বেশ কৌপিন পরা॥

তখন নিমাই বলিতেছেন, "শ্রীপাদ, আমাদের বড় ভাগ্য যে নবদ্বীপের প্রতি আপনার করুণা হইয়াছে। এখন গাত্রোত্থান করুণ।" নিতাই এই অবধি নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিলেন! প্রকৃত কথা তখন নিতাইয়ের তাঁহার দেহ ব্যতীত আর কিছু রহিল না। তিনি তখন আপনার প্রাণ নিমাইকে একেবারে দিয়াছেন।

নিমাই নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! কল্য পূর্ণিমা, ব্যাসপূজার দিন, আপনার ব্যাসপূজা কোথা হইবে?" নিত্যানন্দ নিমাইয়ের এই ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমার ব্যাসপূজা এই বামণার ঘরে হইবে।" ইহাতে নিমাই শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! ব্যাসপূজা তোমার বাড়ী হইলে তোমার ঘাড়ে বড় বোঝা পড়িবে।" তাহাতে শ্রীবাস বলিতেছেন, "তোমার কৃপায় আমার তাহাতে কষ্ট হইবে না, ঘরে ঘৃত, মুদ্গ প্রভৃতি সমুদায়ই আছে, তবে পূজার পদ্ধতি পুস্তক নাই, তাহা মাগিয়া আনিব।" এইরূপে কথা বলিতে বলিতে সকলে শ্রীবাসের বাড়ী গমন করিলেন। শ্রীবাসের অঙ্গিনায় প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারে কবাট পড়িল, আর সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ

হইল, আর নিতাই ও নিমাই কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বলরাম ভাব হইল, এবং তিনি নৃত্য ছাড়িয়া বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া বিষ্ণুখট্টায় গিয়া বসিলেন। বসিয়া, "মদ আনো" "মদ আনো" বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিরূপে নিমাইয়ের এই আজ্ঞা পালন করিবেন ইহা লইয়া সকলে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীবাস একটি উপায় স্থির করিয়া এক পাত্র গঙ্গাজল নিমাইয়ের হস্তে দিলেন। নিমাই তাহাই মদ্য বলিয়া পান করিলেন। তদ্দণ্ডে নিমাইয়ের আবার শ্রীভগবানের আবেশ হইল, হইয়া বলিতেছেন, "অদ্য আমার পরিপূর্ণ আনন্দ হইল, অদ্য আমার নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, কিন্তু নাড়া কোথায়? নাড়া আমাকে কেন ফেলিয়া গেল? নাড়া হুঙ্কার করিয়া আমাকে আনিল, এখন যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল, এ ত নাড়ার উচিত নয়।" সকলে আপনা আপনি, "নাড়া" ব্যক্তি কে, বিচার করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস শেষে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! আপনি 'নাড়া' কাহাকে বলিতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না?" তাহাতে নিমাই বলিলেন, "আমার শ্রীঅদ্বৈতকে আমি নাড়া বলিয়া থাকি। তাহার নিমিত্ত আমার এ অবতার। আমি এবার ব্রহ্মার দুর্ল্লভ যে শ্রীভগবৎ ভক্তি, তাহা অতি ক্ষুদ্র, অধম জীবকেও বিলাইব।" একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্য পাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি কি প্রলাপ বলিতেছিলাম?" শ্রীবাস বলিলেন, "কই, কিছুই না, তুমিত যেমন তেমনই আছ।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "আমি অবোধ বালক, আমি যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তোমরা কৃপা করিয়া অপরাধ লইও না।"

নিতাই, প্রথমে নিমাইয়ের দর্শনে, প্রায় সমুদায় জ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। যাহা একটু বাকি ছিল, তাহা সংকীর্ত্তনে ও প্রভুর শ্রীভগবান আবেশ দর্শনে গেল। নিশি-যোগে আপনার দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে নিতাই ঘর ছাড়িয়া বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া, কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে বহু দিন তল্লাস করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। এখন নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার এক মাত্র "অর্থ" ও "গতি" লাভ করিলেন। তখন আর দণ্ডকমণ্ডলুর প্রয়োজন কি? কাযেই সে গুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রাতে শ্রীবাস দেখেন, নিতাইয়ের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। প্রভু এই দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গার কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন, দেখেন, নিত্যানন্দ আপনা আপনি কথা বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাহ্য জ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই আসিলে নিতাই তাঁহার মুখ পানে চাহিলেন, আর কি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কি যে বলিলেন, কেহ বুঝিতে পারিল না। তখন নিতাইকে লইয়া সকলে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, আর নিমাই নিজ হস্তে নিতাইয়ের দণ্ডকমণ্ডলু জলে ভাসাইয়া দিলেন।

এ স্নানের পরে শ্রীবাসের বাড়ী ব্যাসপূজা আরম্ভ হইল। শ্রীবাস স্বয়ং পূজা করিতেছেন, ভক্তগণ মধুর নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাহিতেছেন। পূজা সমাপ্ত হইলে ফুলের মালা লইয়া নিত্যানন্দের হাতে দিয়া শ্রীবাস বলিলেন, "এই মালা ধর, মন্ত্র পড়, মন্ত্র পড়িয়া ব্যাসদেবকে অর্পণ কর।" নিতাই মালা হাতে লন না। তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "শাস্ত্রের বিধান স্বহস্তে মালা দিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাস তুষ্ট হয়েন, ও শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ধন দেন। আমি দিলে ত হইবে না? অতএব মালা ধর।" নিতাই অবশের ন্যায় মালা ধরিলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "বলো, নমো ব্যাসায়।" নিতাই বলিলেন, "হঁ।" শ্রীবাস বলিলেন, "হঁা কি?—বলো 'নমো ব্যাসায়।" নিতাই বলেন "হঁা," আর মালা হাতে করিয়া চারিদিকে চাহেন।

তাহার কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন আঙ্গিনার অন্যদিকে নৃত্য করিতেছেন। নিমাইকে নিতাই দেখিতে পাইতেছেন না, তাই নিমাইকে হারাইয়া বৎস-হারা গাভীর ন্যায়, চারিদিকে চাহিতেছেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন কেন? মনোযোগ দিউন, মন্ত্র পড়ুন।" নিতাই এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, চাহিতে চাহিতে বলিলেন "হঁা।" বড় পীড়াপীড়ি করিলে বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন তাহা তিনিই জানেন, আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না। তখন শ্রীবাস নিরুপায় হইয়া চেঁচাইয়া, শ্রীনিমাইকে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! একবার এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়।" তখন ভক্তগণ নিমাইকে প্রভু বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "প্রভু, এক বার এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীপাদ ব্যাস পূজা করিতেছেন না, কথা শুনিতেছেন না, আর কি বলিতেছেন তাহা আমরা

বুঝিতে পারিতেছি না।" নিমাই এই কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়া নিতাইকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! ব্যাস পূজা করুন।" ব্যাস পূজা হইতেছে, কি কি হইতেছে, তাহা নিতাইয়ের জ্ঞান নাই। সম্মুখে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের লইয়া নিতাইয়ের কি হইবে? নিতাই কেবল নিমাই ভাবিতেছেন, মনে আর কোন ভাব নাই। নিতাই দেখিলেন, যাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষে হারাইয়া সমস্ত আঙ্গিনায় চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া খুঁজিতে ছিলেন, সেই নিমাই সম্মুখে। তখন নিতাইয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না, হাতে যে ব্যাস পূজার নিমিত্ত মালা ছিল, তাড়া তাড়ি তাহা নিমাইয়ের গলে দিলেন!

তদ্দণ্ডে একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল। নিমাই তদ্দণ্ডে ষড়ভুজ হইলেন! নিমাইয়ের এই ষড়ভুজ মূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমও পরে দর্শন করিয়াছিলেন। দর্শন করিয়া সেই মূর্ত্তি তিনি শ্রী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাপিও আছেন।

নিতাই, নিমাইয়ের পানে চাহিয়া ছিলেন। ষড়্ভুজ দেখিয়া পলক হারাইলেন, কাঁপিতে লাগিলেন, ও পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন নিমাই তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, বসিয়া অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। শ্রীহস্তস্পর্শে নিতাই একটু চেতন পাইলেন, কিন্তু তবু পড়িয়া রহিলেন। নিমাই নিতাইয়ের অঙ্গে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীনিত্যানন্দ উঠ! সংকীর্ত্তন কর, জীবকে প্রেম দান করিয়া উদ্ধার কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিলাও। তোমার ত সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও?"

পাঠক! নিতাইয়ের সমুদায় বাসনা কি বুঝিয়া লউন। তাঁহার "সমুদায় বাসনা" এই যে, জীবগণ উদ্ধার হউক!

পরে কীর্ত্তন, ও মহানন্দে প্রসাদ ভক্ষণ, করিয়া সে দিনের লীলা শেষ হইল।

পরদিবস নিমাই নিতাইকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন। মা, মা, বলিয়া ডাকিলেন; শচী আসিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "মা! তোমার আর একটি পুত্র, আমার বড় ভাইকে আনিয়াছি। ইনি তোমার বিশ্বরূপ জানিবা।" শচী

নিতাইয়ের মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন যেন বিশ্বরূপ। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বরূপই নিতাইয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শচী নিতাইকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, "এ কি বিশ্বরূপ? আমার সেই হারান ধন?" শচী ছল ছল আঁখিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাপু, নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র। একি সত্য?" নিতাই বলিলেন, "হাঁ মাঁ, আমি তোমার বিশ্বরূপ।" তখন নিতাই তাঁহার বিশ্বরূপ এই ধ্রুব জ্ঞান হওয়ায় শচী "বাপ্" "বাপ্" বলিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন। নিতাইকে কোলে করিয়া তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর কান্দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "হলো ভাল, আমার ক্ষ্যাপা নিমাই এতদিন সহায়হীন ছিল, তুমি ভাইটিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিও?" আজি আমার নিমাইয়ের জন্য দুর্ভাবনা দূর হইল।" চৈতন্য মঙ্গলের এই কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

নিত্যানন্দ মাতৃ ভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে জল গদ্গদ বাণী॥
এই মত স্নেহ রসে সব গর গর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সত্য কি সজনী, যমুনা পুলিনে,
দেখিনু নীরদ কানু ?
সত্য কি আমারে, চাহিয়া চাহিয়া,
বাজায়ে ছিল সে বেণু॥
পাঠাইনু তারে, প্রেমের পত্রিকা,
পেয়েছিল সে কি করে।
সত্য কি সজনী, আমি কোন দিন,
আনন্দে মিলিব তারে ?
স্বপন দেখিছি, দিবস রজনী,
ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
সত্য কি বলাই, মরণের কালে,
পাইবে চরণ তরি ?

শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রকাশ অবধি, নিমাইয়ের মুহুর্মুহু শ্রীভগবান ভাব হইতে লাগিল। উপরি উক্ত ঘটনার দুই এক দিন পরে, নিমাই ভগবান আবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শান্তিপুরে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। বলিলেন, "শ্রীরাম! তুমি শান্তিপুরে যাও, যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিবে, যাঁহার লাগিয়া তিনি কঠোর উপবাস, তপস্যা ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন, ও যাঁহাকে এই ধরাধামে আনিবার নিমিত্ত ভক্তিভাবে পূজা করিয়াছিলেন, সেই তিনিই আমি তাঁহার আকর্ষণে আসিয়াছি। তিনি এখন সস্ত্রীক আসুন, আসিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করুন।"

রামাই এই আজ্ঞা পাইয়া শান্তিপুরে দৌড়িলেন। শ্রীভগবানের আজ্ঞা পাইয়া যাইতেছেন, শ্রীরামের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতের কাছে যাইয়া আহ্লাদে কথা কহিতে পারেন না। অদ্বৈতের পানে

চহিতেছেন, একটু হাসিতেছেন; কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না। শ্রীভগবান আসিয়াছেন, এই আহ্লাদে শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গীগণ দিবা নিশি গলিয়া আছেন। নবদ্বীপে যে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে তাহা অদ্বৈত শুনিয়াছেন। শ্রীবাস শ্রীরাম প্রভৃতি যে নিমাইকে লইয়া একেবারে মজিয়া গিয়াছেন তাহাও জানেন। এখন শ্রীরামের আগমনে ও ভাবে বুঝিলেন যে তিনি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। তখন অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমাকে বুঝি লইতে আসিয়াছ? আমি কেন যাব? আমি কি বস্তু তোর দাদা শ্রীবাস জানে। তোরা একটা বালককে লইয়া মত্ত হইয়াছিস, আমি ত তোদের মত নির্ব্বোধ নই যে আমিও মাতিব। নোদেয় আবার অবতার! কোন শাস্ত্রে নোদেয় আবার অবতার রে?"

শ্রীরামের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে, অদ্বৈতের এই দুর্ব্বাক্য মোটে সেথা স্থান পাইল না। বরং এই কথা শুনিয়া খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "শাস্ত্র তুমি জান, আমি কি জানি? তবে শ্রীভগবান্ কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা শুন। তুমি যাঁহার নিমিত্ত এত ক্লেশ পাইয়াছ, তিনি তোমার আকর্ষণে গোলক ছাড়িয়া, জীবের মলিন দশা দেখিয়া, কৃপার্ত্ত হইয়া জীব উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।" ইহা বলিতে রামাইয়ের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। রামাইয়ের দুটি আঁখি ঝুরিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন, "এখন তোমার স্ত্রীর সহিত চল, তোমাকে তিনি ডাকিয়াছেন।"

বোধ হয়, এই কথা গুলির মধ্যে শক্তি দিয়া নিমাই রামাইকে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ উহা শুনিবা মাত্র শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় দ্রব হইল, আর কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "তিনি এসেছেন? তিনি এসেছেন? সত্য তিনি এসেছেন? আমাদের মধ্যে এসেছেন? একি সত্য?" তাহার পরে, "এনেছি, এনেছি" বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতঘরণী সীতাও একথা শুনিলেন, তিনিও কান্দিতে লাগিলেন। তখনি যাওয়ার উদ্যোগ হইল। শ্রীভগবানের পূজার প্রকাণ্ড সজ্জা করা হইল, আর শ্রীঅদ্বৈত, সীতা ও রামাই তিন জনে শ্রীনবদ্বীপে চলিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের পথে যাইতে মনে একটু খট্‌কা হইল। রামাইকে বলিতে-

ছেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ী লুকাইয়া থাকিব। শ্রীরাম, তুমি তাঁহাকে বলিও না। তুমি যাইয়া বল যে অদ্বৈত আচার্য্য আসিলেন না। দেখি তিনি কি করেন। নিমাইপণ্ডিতের আমার মাথায় পা তুলিয়া দিতে যদি সাহস হয়, তবে বুঝিব তিনি আমার ঠাকুর।" শ্রীরাম বলিতেছেন, "তাহাই ভাল, তুমি ভাবিতেছ প্রভু টের পাইবেন না? এক বার কাছে চল, তবে বুঝিতে পারিবে।"

এদিকে অদ্বৈত আসিতেছেন, শ্রীনিমাই অন্তরে জানিয়া শ্রীবাসের বাড়ী গমন করিলেন, করিয়া বিষ্ণুখট্টায় ভগবান আবেশে বসিলেন। তখন ভক্তগণ, শ্রীভগবানের প্রকাশ দেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া সেবায় নিযুক্ত হইলেন। নিত্যানন্দ মস্তকে ছত্র ধরিলেন, গদাধর তাম্বূল যোগাইতে লাগিলেন, নরহরি চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, করযোড়ে সম্মুখে রহিলেন। সকলে নীরব, ভয়ে কাহারও কথাটি কহিবার শক্তি নাই। তখন প্রভু বলিতেছেন, "অদ্বৈত আচার্য্য আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে লুকাইয়া আছেন, তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আইস।"

রামাই বাড়ীতে না পঁহুছিতে শ্রীঅদ্বৈতের নিকট আজ্ঞা আসিল। অদ্বৈত বুঝিলেন যে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী তিনি যে লুকাইতেছিলেন তাহা নিমাই-য়ের গোচর হইয়াছে। তখন আবার শ্রীনিমাইয়ের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস একটু সজীব হইল। তখন পূজার সজ্জা লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে সস্ত্রীক চলিলেন। গৃহত্যাগ করিয়াই বিহ্বল হইলেন। সত্য কি শ্রীভগবান ডাকিতেছেন? যত এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের বুক দুরদুর করিতে লাগিল। যত অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ক্রমে বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল, ও ক্রমেই বিহ্বল হইতে লাগিলেন। অদ্য তাঁহার জীবন সার্থক হইবে, অদ্য তাহার ব্রত সিদ্ধ হইবে। যে হেতু শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন। দর্শন লালসায় ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস ফেলিতেছেন, আবার আনন্দে নিজ ঘরণী শ্রীসীতাদেবীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছেন। যাইয়া কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে গেলেন, কিন্তু স্থির করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে শ্রীবাসের বাড়ী প্রবেশ করিলেন, কষ্টে স্রষ্টে পিড়ায়

উঠিলেন, ঘরে আর প্রবেশ করিতে পারেন না। সকলে তাঁহাকে ধরিয়া পিড়া হইতে ঘরে লইয়া চলিলেন। তখন যুগল হইয়া প্রণাম করিতে করিতে প্রভুর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। অভ্যন্তরে যাইয়া নয়ন মেলিলেন। নয়ন মেলিয়া দেখেন যে শ্রীবাসের সে ঘর নাই, সে নিমাইও নাই। তবে কি দেখিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের কথায় বলি। শ্রীনিমাই বিষ্ণুখট্টার উপর,—

জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কণক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥

আর কি দেখিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গ মণি মাণিক্যে ভূষিত। আর কি দেখিতেছেন,—

কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় ভিন্ন কিছু নাহি দেখে আর॥

অর্থাৎ শুদ্ধ সমুদায় ঘর জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে তাহা নয়, ঘরে যাঁহারা যাঁহারা আছেন, কি যে যে দ্রব্য আছে, সমুদায় জ্যোতির্ম্ময়।

পরে দেখিতেছেন যে সমস্ত দিকে অনন্ত কোটি পরম সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় দেবগণে শ্রীভগবানকে স্তুতি করিতেছেন। আর দেখিতেছেন ঋষিগণ করযোড়ে বেদ পড়িতেছেনঃ—

ক্ষিতি, অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়ি আছে মহা ঋষিগণ পাশে॥

অদ্বৈত সম্মুখের ব্যাপার দেখিয়া সস্ত্রীক জড়বৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। অগ্রে প্রণাম করিতেছিলেন, তখন, প্রণামে ক্ষান্ত হইলেন। দেখিলেন শ্রীভগবান অতি প্রকাণ্ড বস্তু। ভাবিলেন, তাঁহার প্রণাম শ্রীভগবানের গোচর হইবে কেন? কত কোটি দেবগণে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন; তিনি ক্ষুদ্র কীট, প্রণাম করিলে আর অধিক কি হইবে? শ্রীভগবানের, তিনি প্রণাম করিলেই বা কি, না করিলেই বা কি? শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিলে জীবগণ তাঁহা হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্বৈত এই ঐশ্বর্য্য দেখিলেন, কারণ তিনি উহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে

নিতান্ত সন্দেহ বালক নিমাই, যে কল্য উলঙ্গ হইয়া বেড়াইয়াছিল, কিরূপে শ্রীভগবান হইতে পারেন? আর তাঁহার মনে তর্ক হইতেছিল যে যদি নিমাই শ্রীভগবান হয়েন, তবে তাঁহার অসীম ক্ষমতা আছে এবং নিমাইয়ের সেই অসীম ক্ষমতা দেখিলেই তিনি তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত ঐশ্বর্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এই ঐশ্বর্য্য দেখিলেন, দেখিয়া শ্রীভগবানকে দুর্ল্লভ, অর্থাৎ তাঁহাকে পাওয়া অসম্ভব ভাবিয়া, তাঁহাকে প্রণাম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন, এবং নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া, ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

কিন্তু অদ্বৈতের প্রতি শ্রীভগবানের "করুণা প্রচুর"। তখন ভগবান শ্রীঅদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সমুদায় ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিলেন, করিয়া শুধু জ্যোতির্ম্ময় পরম সুন্দর, নবীন পুরুষরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন, এবং অতি মধুর হাস্য করিয়া নিকটে ডাকিলেন। এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত নিকটে আইলেন। তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "ওহে অদ্বৈত আচার্য্য! তুমি জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে আনিতে কঠোর আরাধনা করিয়াছ। তোমার আকর্ষণে আমি আসিয়াছি। এখন তুমি অকাতরে জীবকে ভক্তি ও প্রেমধন বিতরণ কর।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত আশ্বাসিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে আনিয়াছি এ কথা বলিলে, প্রভু, কে শুনিবে বা প্রত্যয় করিবে? তুমি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা না হইলে তোমাকে কি কেহ আনিতে পারে? জীব সমুদায় তোমার সন্তান, তাহাদের দুঃখে তুমি যত দুঃখিত অন্যের তাহা সম্ভবে না। তুমি তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, দয়াদ্র হইয়া, আপনি আসিয়াছ। আমি কীটানুকীট, আমি তোমাকে কিরূপে আনিব? তবে তোমার জীব-উদ্ধার করিতে আগমন করায়, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জনের যাহা কখন সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইল,—তোমার দর্শন পাইলাম। এখন শ্রীভগবান যদি অনুমতি কর তোমার চরণ পূজা করি, করিয়া জনম সফল করি।" ইহা বলিয়া সস্ত্রীক চরণাগ্রে বসিলেন। প্রথমে গঙ্গাজলে শ্রীচরণ ধৌত করিলেন, শেষে গন্ধ ও পুষ্পে চরণ পূজা করিলেন। চরণ পূজা করিয়া "নমো ব্রাহ্মণ্য

দেবায়” শ্লোক পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর সস্ত্রীক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া আরত্রিক করিলেন, পরে বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়া পূজা সাঙ্গ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীকে বামে করিয়া শ্রীচরণাগ্রে বসিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, স্তুতি করিয়া স্ত্রীপুরুষে যুগোল হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীভগবান তখন তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন॥ শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল।

তখন শ্রীভগবান রহস্য করিয়া বলিতেছেন, “নাড়া, একবার নৃত্য কর, আমি দর্শন করি।” অদ্বৈতের এ আজ্ঞা পালন করা আর তখন কঠিন ছিল না, কারণ তখন তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। অদ্বৈত নাচিতে লাগিলেন, আর অন্যান্য সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্বৈত, যিনি মহাজ্ঞানী, যিনি ঘোর তাপস, যাজক ও ধ্যানপরায়ণ ভক্ত, তাঁহাকে নিমাইরূপ “পরশমণি” “নাচাইয়া গাওয়াইয়া,” “সোণা” করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তপস্যা দূরে ফেলিয়া নৃত্যগীতরূপ ভজন অবলম্বন করিলেন।

তখন শ্রীভগবান অদ্বৈতকে বলিলেন, “তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও।” শ্রীঅদ্বৈত বড় বিপদে পড়িলেন। শ্রীভগবান সম্মুখে আসিয়া যদি বলেন, “তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও,” তবে বিষম বিপদ। শ্রীভগবানের কাছে যে কি বর চাওয়া কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা জীবের পক্ষে বড় কঠিন। কারণ যত প্রকার বর চাহিতে ইচ্ছা করা যায়, প্রায় সমুদায়েই কিছু না কিছু দোষ আছে; বিশুদ্ধ মঙ্গল কি তাহা ঠিক করা জীবের পক্ষে কঠিন। যে ব্যক্তি উপযুক্ত বর চাহিতে পারে, তাহার নিকট শ্রীভগবান কি বস্তু ও জীবের জীবনের উদ্দেশ্য তাহা তদ্দণ্ডে স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, “তুমি সম্মুখে, আমি আর কি বর চাহিব।” শ্রীভগবান বলিলেন, “আমার ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে না, তুমি অবশ্য বর চাহিবে।” তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন যে, “প্রভু, এই বর দাও যে তুমি যে প্রেমভক্তি বিলাইবে, তাহা নীচ বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া সকলকেই বিতরণ করিবে।” এই অপরূপ বর প্রার্থনা শুনিয়া সকলে জয় জয় করিয়া উঠিলেন। শ্রীভগবানও তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তুমি যেরূপ ভক্ত, অন্যরূপ অফল ও তোমার অনপযুক্ত বর কেন চাহিবে?”

ষোড়শ অধ্যায়।

গৌর জানা নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল,
কাল কাটাইতাম আমি সুখে।
গৌর নাম কর্ণে গেল, কেবা কাণে মন্ত্র দিল,
হুতাশে পিয়াসে মরি দুঃখে॥
যারা গুণের সঙ্গি ছিল, তারা ফেলে পলাইল,
কাহারে কহিব মন ব্যাথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কান্দিবে,
কে শুনাবে মন মত কথা॥
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা লুকাইল,
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনে মোরে ডাকিল, মন আমার ভুলে গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরি॥
আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায,
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্ম বিস্মৃত,
ক্লান্ত চিত্ত বিশ্রাম সে মাগে॥
আর ত চলিতে নারি, লহ আমার হাত ধরি,
যদি কেহ থাক নিজ জন।
এই কি ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,
বলরাম দাস অকিঞ্চন॥

শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে ফিরিয়া গেলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র বুদ্ধির অগম্য। শান্তিপুর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মনে নিমাইয়ের প্রতি আবার একটু অবিশ্বাস হইল। তখন আবার নবদ্বীপে একটি সংকল্প করিয়া চলিলেন। ভাবিতেছেন; এবার যাইয়া মনের সন্দেহ

নিশ্চয় দূর করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি প্রাতে শান্তিপুর ছাড়িয়া নবদ্বীপে প্রহরেক বেলার সময় শ্রীবাসের বাড়ী আইলেন। দেখেন প্রভু ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথারসে আছেন। শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া সকলে মহা আনন্দিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, স্বয়ং প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন, প্রভুও শ্রীঅদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন। পরে সকলে উপবেশন করিলেন।

সকলে বসিলে প্রভু বলিতেছেন, "এখন সীতাপতি আইলেন, আর আমাদের শমন ভয় থাকিবে না।" শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণীর নাম সীতা, সেই উপলক্ষ করিয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীরামচন্দ্র সাব্যস্ত করিয়া এই কথা বলিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "কই, এখানে রঘুনাথ কোথা? এখানে বরং যদুনাথ আছেন।" প্রভু এ কথায় কোন উত্তর না করিয়া বলিতেছেন, "আপনি আমাকে ফেলিয়া শান্তিপুরে থাকেন ইহাতে আমি বড় দুঃখ পাই।"

শ্রীঅদ্বৈত উত্তর করিবার পূর্ব্বে শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে থাকেন বটে, কিন্তু এখন তোমার আবির্ভাবে নবদ্বীপে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আর তোমার আবির্ভাবে এই নবদ্বীপে এখন নিত্যানন্দের অবস্থিতি হইতেছে।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বৈত প্রভু প্রথমে শান্ত রসে মুগ্ধ ছিলেন, এখন দ্বীপ স্বরূপ যে নববিধ ভক্তি সেই নবদ্বীপেই আকৃষ্ট হইয়াছেন, আর সেই নিমিত্ত নিত্যই আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "সেই নিমিত্ত শ্রীবাস এখানে আছেন, তাহাতেই লোকে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পায়।" শ্রী শব্দে লক্ষ্মী, সুতরাং অদ্বৈত বলিতেছেন, যেখানে লক্ষ্মী বাস করেন সেখানে লোকের অভাব কি

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ঘরণীর নাম লক্ষ্মী তাহা পাঠক জানেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "লক্ষ্মী এখানে আর এখন কোথায়? লক্ষ্মী ত অন্তর্ধান করিয়াছেন।"

ইহাতে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রী শব্দে ভক্তি। তোমরা সকলে যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে শ্রী অন্তর্ধান করিয়াছেন ইহা হইতে পারে না।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "অবশ্যই শ্রী নবদ্বীপে আছেন, আর তিনি এখন বিষ্ণুপ্রিয়া হইয়াছেন।" ইহার এক অর্থ যে, ভক্তিদেবী বিষ্ণুর-প্রিয়া হইয়াছেন। আর এক অর্থ যে, প্রভুর ঘরণী যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, তিনিই ভক্তিমূর্ত্তি দেবী।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, "তাহা বটে, ভক্তি প্রকৃতই বিষ্ণুপ্রিয়া।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "সেই নিমিত্ত সেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুমি আপন করিয়া লইয়াছ।"

এইরূপ শ্লেষাত্মক রহস্য হইতেছে, এমন সময় এক জন লোক আসিয়া বলিলেন, "শচীদেবী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অদ্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যদি ভাগ্যবশতঃ আচার্য্য ঠাকুর আসিয়াছেন, তবে অদ্য তাঁহার ওখানে বিশ্রাম করিতে হইবে।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "জগজ্জননী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহা আমার বড় ভাগ্যের কথা। আমি শ্রীভগবানের সহিত অদ্য সুখে ভোজন করিব।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "আমি কি এ সুখবিলাস দেখিতে পাইব না? ভগবান অবশ্য অদ্য সেখানে আমার নিমিত্ত মাগিবেন। আর যদি নিতান্ত না মাগেন, তবে জগজ্জননীর নিকট মাগিয়া লইব।"

এ দিকে শ্রীঅদ্বৈতের সহিত প্রভুর গোষ্ঠীর আহার ব্যবহার ছিল না। সেই নিমিত্ত অদ্বৈতের মন জানিবার নিমিত্ত প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "তুমি দুটা অন্ন খাবে তাহাতে বড় দুঃখ নাই, কিন্তু তাহা হইলে দুই জনের নিমিত্ত রন্ধন করিতে আচার্য্যের অধিক পরিশ্রম হইবে।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আমার জগজ্জননীর বাড়ী যাইয়া রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে, ইহা আমার দুরদৃষ্ট বই নয়। জননী যদি পরিশ্রমের ভয়ে দুটা অন্ন রান্ধিয়া না দেন তবে আর কি করিব?"

এই ইঙ্গিত পাইয়া লোক যাইয়া শচীদেবীকে রন্ধন করিতে বলিল। এদিকে সকলে হাস্যকৌতুকে আছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসের কাণে কাণে কি বলিলেন। প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, "তোমারা কি কাণে কাণে পরামর্শ করিতেছ, আমি কি শুনিতে পাব না?"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "আচার্য্য বলিতেছেন কি, যে তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে রূপ দেখাইয়াছিলে। আচার্য্য দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হওয়ায়, তুমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলে ও বলিয়াছিলে যে তাঁহাকেও সে রূপ দেখাইবে। ইহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে দেখাও নাই তাহাতেই শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত আছেন, আর সেই কথা আমার কাণে কাণে বলিতেছেন।"

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, "এই যে আমাকে দেখিতেছ এই আমার প্রকৃত রূপ। আর শ্রীঅদ্বৈতের ইহাই প্রিয়।"

শ্রীঅদ্বৈত ইহাতে কিছু বিপদে পড়িলেন। যদি স্বীকার করেন যে গৌর রূপই তাঁহার প্রিয়, তবে আর অন্য রূপ দেখা হয় না। আবার, ভাবিতেছেন, ঐ কথার উপরে যদি আবার অন্য রূপ দেখিতে চান, তবে গৌর রূপের প্রতি অনাদর করা হয়। এইরূপ উভয় সঙ্কটে শ্রীঅদ্বৈত কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু তুমি যা বলিয়াছ, ঠিক্। গৌর রূপের মত প্রিয় আমাদের কোন রূপই নয়, তবে তুমি নিজ মুখে স্বীকার করিয়া এখন দেখাও না, এই জন্য শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত হইতেছেন।"

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! কবে কি অবস্থায় আমি আচার্য্যকে কি বলিয়াছি, আমার স্মরণ হয় না। আবার পণ্ডিত, তুমি ভাবিয়া দেখ, উন্মাদ অবস্থায় কে না কি প্রলাপ করে, সেই কথা লইয়া তাহার সহজ অবস্থায় তাহাকে পেষণ করা কর্ত্তব্য হয় না।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "লোকে উন্মাদগ্রস্ত হয় সে একরূপ ব্যাধি। তাহা দেখিলে লোকের ভয় ঘৃণা ও পীড়া হয়। তোমার উন্মাদ-দশা দেখিলে লোকের আনন্দ হয় ও সমস্ত ভয় ও রোগ দূর হয়। অতএব তুমি যাহা উন্মাদ অবস্থায় প্রলাপ বল, সেই তোমার হৃদয়ের কথা। আর তুমি যাহা এখনকার মত সহজ জ্ঞানে বল, সে তোমার সমুদয় বাহ্য।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন; "পণ্ডিত, তোমাকে আমি স্বরূপ কথা বলিতেছি, কোন রূপ, কি কোন বৈভব, দর্শন করান আমার ইচ্ছাধীন নয়। কিরূপে কি হয় আমি জানি না। অতএব আমি শ্যামসুন্দর রূপ কিরূপে দেখাইব? যদি আচার্য্যের নিতান্ত ঐ রূপ দেখিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসুন, হয় ত শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপ তাঁহাকে দেখাইবেন।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত, কতক কৌতুকে, কতক মনোগত ভাবে, নয়ন মুঁদিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর ভক্তগণও ঐরূপ মনের ভাবে নীরব হইয়া কি হয় দেখিতে লাগিলেন।* যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ যেন রহস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, কিন্তু তবু ভক্তগণ ভাবিলেন যে অবশ্যই কিছু গূঢ় রহস্য প্রকাশ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এই জন্য সকলে শ্রীঅদ্বৈত পানে চাহিয়া রহিলেন।

দেখেন কি, শ্রীঅদ্বৈত বসিতে বসিতে অচেতন হইলেন, এমন কি, তাঁহার শ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইল। জীবন্ত মনুষ্যের কোন লক্ষণই রহিল না। ভক্তগণ ইহাতে ভয় পাইলেন, কিন্তু দেখিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী দেখা যাইতেছে। ইহাতে দেহে প্রাণ আছে বুঝিলেন। তখন শ্রীবাস একটু ব্যস্ত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! আচার্য্যের একি দশা হইল?"

প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, বোধ হয় হৃদয়ে কৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন; আর সেই আনন্দে স্পন্দহীন হইয়াছেন।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু আমরা অভাগ্য, আমাদিগকে তোমার শ্যামসুন্দর রূপ দেখাইবে না বলিয়া গোপনে আচার্য্যকে দেখাইলে। তাহা না দেখাইলে আমার তাহাতে কিছু দুঃখ নাই। গৌর রূপই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তবে তুমি এখন আচার্য্যকে চেতন করিয়া দাও।"

প্রভু বলিলেন, "আমি কিরূপে চেতন করাইয়া দিব? দেখ, আচার্য্য আপনিই চৈতন্য পাইবেন।" ইহা বলিতে বলিতে আচার্য্য চেতন হইলেন। চেতন পাইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় অর্দ্ধবাহ্য দৃষ্টে এ দিক ও দিকে চাহিতে লাগিলেন। যেন কি দেখিতেছিলেন আর দেখিতে পাইতেছেন না। পরে আপনই বলিতেছেন, "এই যে শ্যাম বর্ণ, অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে-

ছিলাম; তিনি কোথায় গেলেন? তাঁহার আপাদমস্তক ও গলে বনমালা, সেই আমার নয়নানন্দ কোথা?"

শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গদ গদ হইয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন যেন সুধা বর্ষণ করিতেছেন। অদ্বৈতের যেন তখন শত মুখ হইল, আর শত মুখ দিয়া সুধা ক্ষরিতে লাগিল। সকলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি কি দেখিলে, কারে দেখিলে, স্পষ্ট করিয়া বল।"

তখন শ্রীঅদ্বৈত নিপট বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। পাইয়া বলিতেছেন, "কারে আর দেখিব? এই সম্মুখে যিনি বসিয়া আছেন ইঁহারই সমুদায় কার্য্য। আমি যে নয়ন মুদিলাম, এই বস্তু (শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া দিয়া) আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্যামরূপ ধরিয়া আমার নয়নে আনন্দ দিতে ছিলেন। পরে আবার নিজ রূপ লইয়া বাহিরে আইলেন, আর আমার বাহ্য হইল।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "তুমি বসিয়া নিদ্রা গেলে, আর স্বপ্নে দেখিলে এখন আমি দোষের ভাগী হইলাম?"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম? আমি পরিষ্কার দেখিলাম তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করিলে আবার বাহিরে আইলে, আবার আমাকে এখন ভুলাইতেছ? প্রভু আমাকে আর কত দিন ভাঁড়াইবে? আমি যাহাকে ভজনা করি সে-তুমি!"

এই যে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথকে চিনিলেন, সে চেনা চিরদিন সমান রহিল না। অল্পকাল পরে আবার তাঁহার মনে খট্‌কা উপস্থিত হইল। সেটী সেই সৃষ্টি হইতে আবহমান কালের পুরাতন অবিশ্বাস, অর্থাৎ নিমাই কি সত্যই তাঁহার প্রাণেশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণ? লোকে ইচ্ছা করিলেও বিশ্বাস করিতে পারে না। চাক্ষুষ দেখিলেও অনেক সময় বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হইতে মনের একটি অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন, কাহারও এই অবস্থা বিশেষ শীঘ্র, কাহারও বিলম্বে হয়। ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস হয় নাই, ইন্দ্রেরও হয় নাই, অদ্বৈতের নিমাইয়ের প্রতি সন্দেহ হইবে বিচিত্র কি? কি এমনও হইতে পারে যে এ অবিশ্বাস এই লীলার একটি অঙ্গ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

জ্ঞানাতীত মায়াতীত তোমা বলে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে?
ভক্তি আর স্নেহে যদি না ভুলিবে তুমি।
তবে প্রিয় বলি কি আর না ডাকিব আমি?
প্রাণনাথ, পিতা, সখা সম্বন্ধ মধুর।
বড় হয়ে সে সব কি করে দেবে দূর॥
মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান।
দুটা কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে বসে রবে।
কিরূপেতে বলরাম, তোমার লাগ পাবে?

এক দিবস শ্রীনিমাই শ্রীভগবান ভাবে "পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক" বলিয়া ব্যাকুল হইলেন। ক্রমে প্রভু উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। যেমন স্ত্রীলোকে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ, "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাপ, আমি আর তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারি না, তুমি নিদয় হইয়া আমাকে ফেলিয়া রহিয়াছ, কবে তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নয়ন ও হৃদয় শীতল করিব?" ইত্যাদি নানারূপ কাতরোক্তি করিয়া প্রভু অতি করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্ডরীকের নিমিত্ত এই যে ক্রন্দন করিতেছেন ইহাতে একটি রহস্য আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে অবশ্য শ্রীমতী রাধা প্রকাশ হইতেন; আবার পুণ্ডরীকের দেহে শ্রীমতীর পিতা বৃষভানুর আবির্ভাব হইত। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ভাবে, কাযেই স্ত্রীলোকের মত, "পুণ্ডরীক বাপ" বলিয়া রোদন করিলেন। এ সমস্ত ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সাধক ক্রমে জানিতে পারিবেন।

নিমাইয়ের করুণ রোদন শুনিবা মাত্র, যাহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, তাহাও ফাটিয়া যাইত। সুতরাং ভক্তগণ এই রোদন শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুণ্ডরীক কে? শ্রীকৃষ্ণের এক নাম পুণ্ডরীক, কিন্তু প্রভু আবার "বিদ্যানিধি" বলিতেছেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া এক জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তুমি যাঁহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটী কে?" তখন নিমাই একটু চেতন পাইয়া বলিতেছেন, "তোমরা ভাগ্যবান যে তাঁহার কথা জানিতে চাহিতেছ। তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রামে, এখানেও বাড়ী আছে। ধনবান লোক, চাল চলন, ও বাস ধনবান লোকের মত, সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মহত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু এমন ভক্ত ত্রিজগতে দুর্ল্লভ। তাঁহাকে না দেখিয়া আমি স্বস্তি পাইতেছি না, তোমরা সকলে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" ইহাই বলিতে বলিতে আবার বাহ্য হারাইয়া "বাপ্ পুণ্ডরীক" বলিয়া অতি কাতরে কান্দিতে লাগিলেন।

তাহার কিছুদিন পরে পুণ্ডরীক চট্টগ্রাম হইতে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে বহুতর ব্রাহ্মণ শিষ্য, বহুতর অন্যান্য লোক। বিদ্যানিধি মস্ত ভোগী, ঠিক বড় বিষয়ী লোকের মত। মুকুন্দ দত্তের বাড়ীও চট্টগ্রামে, বিদ্যানিধির এক গ্রামে, সুতরাং তাঁহার আগমন মুকুন্দ জানিলেন। পুণ্ডরী-কের সহিত তাঁহার কাযেই পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। যে দিবস প্রভু পুণ্ডরীক বলিয়া রোদন করেন, সে দিবস মুকুন্দ সেখানে ছিলেন না। বিদ্যানিধি শ্রীনবদ্বীপে আসিলে মুকুন্দের বড় ইচ্ছা হইল, যে তাঁহাকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিয়া পরিচয় করিয়া দেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি পুণ্ডরীকের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। গদাধরের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয়, সুতরাং তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই আমাদের গ্রামের এক জন বড় ভক্ত আসিয়াছেন, দেখা করিতে যাবে?" গদাধর বলিলেন, "এ বড় ভাগ্যের কথা, চল যাই।"

এইরূপে দুই জনে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন, পুণ্ডরীক অতি বড় মানুষ। খট্টায় দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, চারি পার্শ্বে বালিস, ও তাহার মধ্যস্থানে তিনি বসিয়া। দেখিতে পরম সুন্দর, আবার ভক্তির চর্চ্চা করিয়া সৌন্দর্য্য আরো বাড়িয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠমাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। দুই পার্শ্বে

দুই জন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে। মুকুন্দ ও গদাধর গমন করিলে বিদ্যানিধি অতি আদর করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন। বিদ্যানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে মুকুন্দ বলিলেন, "ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র। ন্যায় পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু সে ইহাঁর গৌরব নহে। শিশুকাল হইতে ইনি পরম ভক্ত, আর চিরকুমার থাকিবেন ইহাই ইচ্ছা করিয়াছেন।"

গদাধরের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর। রূপ প্রায় নিমাইয়ের মত। বদন সরল ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই মন আকর্ষণ করে। তাহাতে আবার নব প্রেম স্পর্শ করায় গদাধরের সর্ব্বাঙ্গে অমানুষিক জ্যোতি বাহির হইতেছে। বিদ্যানিধি অনিমিষ লোচনে গদাধরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর যতই দেখিতেছেন ততই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

গদাধরও বক্র নয়নে এক এক বার বিদ্যানিধিকে দেখিতেছেন, কিন্তু যত দেখিতেছেন ততই ব্যাজার হইতেছেন। গদাধর চিরদিন বিষয় সুখে বিরক্ত, দেখেন বিদ্যানিধি চুলে সুগন্ধি আমলকি মাখিয়া উত্তম করিয়া বিন্যাস করিয়াছেন। প্রকাণ্ড বাটায় পান রহিয়াছে, তাহা মুহুর্মুহু চর্ব্বণ করিতেছেন। গদাধর ভাবিতেছেন, "ভাল ভক্ত দেখিতে আসিয়াছি। এখন এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি।" গদাধরের ভাব মুকুন্দ বুঝিয়া মনে মনে হাঁসিতেছেন। পরে বিদ্যানিধির গৌরব দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ একটি শ্লোক সুস্বরে উচ্চারণ করিলেন।

এই শ্লোক শুনিবামাত্র বিদ্যানিধি মূর্চ্ছিত হইয়া খট্টা হইতে ধূলায় পড়িলেন!

তখন আস্তে ব্যস্তে মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি সকলে বিদ্যানিধিকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি চেতন পাইয়া দাস্যভাবে, অতি কাতরে রোদন করিয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতেঃ—

শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর, কৃষ্ণমোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান॥

বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, হে পিতা, হে আমার বাপের ঠাকুর, আমার মত দীন হীনকে তুমি কবে উদ্ধার করিবে? হে কাঙ্গালের ঠাকুর! আমার কঠিন হৃদয়ে ভক্তির লেশ নাই। আমার চিত্ত তোমাতে গেল না, তাই বলে বাপ তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না।" এই সমুদায় কথা বলিয়া কান্দিতেছেন আর গড়াগড়ি দিতেছেন। গদাধর দেখিতেছেন, পরিধান উত্তম বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই সুগন্ধে লিপ্ত কেশ ধূলায় মাখামাখি হইল। আর সেই রূপবান পুরুষ, বিদ্যানিধি, ধূলায় ধূসরিত হইলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে কৌপীন পরিলেই ভক্ত হয় না, আর মস্তকে সুগন্ধি তৈল দিলেই পাষণ্ড হয় না। ইহা বুঝিয়া গদাধর মহা ভয় পাইলেন। ভাবিতেছেন, আমি একি অপরাধ করিলাম? ভক্তদ্রোহী হইলাম? আমার এ অপরাধ কিসে যায়? তখন মুকুন্দকে কোলে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি ভক্ত দর্শন করাইয়া আমার নয়ন সার্থক করাইলে, কিন্তু এখন আমার উপায় কি বল? আমি উঁহার বাহ্য ভোগ ও বিলাস দেখিয়া উহাঁকে মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। মুকুন্দ, আমি এখন মনে একটি বিষয় স্থির করিয়াছি। আমি এই বিদ্যানিধি ঠাকুরের নিকট মন্ত্র লইব। তাহা হইলে তিনি অবশ্য, তাঁহাকে যে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা ক্ষমা করিবেন।" একথা শুনিয়া মুকুন্দ বলিলেন, "বড় উত্তম পরামর্শ করিয়াছ।"

বহুক্ষণ পরে বিদ্যানিধি চৈতন্য পাইলেন। দেখেন, গদাধরের বদন দিয়া শত শত প্রেমধারা বহিতেছে। ইহা দেখিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া গদাধরকে দুই বাহু দিয়া ধরিয়া আপনার কোলে টানিয়া লইলেন, ও তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। ইহাতে গদাধরের ধারার বেগ আরো বাড়িয়া চলিল। তখন মুকুন্দ আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা বলিলেন। কিরূপে গদাধর পূর্ব্বে তাঁহার ভোগ ও বিলাস দেখিয়া মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, ও পরে সেই অপরাধ স্খলনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট মন্ত্র ভিক্ষা লইবেন স্থির করিয়াছেন। বিদ্যানিধি এ কথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন। বলিতেছেন, "বটে, ইনি আমার নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন? বহু জন্মের পুণ্যে এরূপ শিষ্য মিলে। এই সম্মুখে শুক্ল দ্বাদশী আসিতেছে,

সেই দিন অবশ্য ইঁহার সংকল্প সিদ্ধি করিব।” তখন গদাধর ও মুকুন্দ বিদ্যানিধিকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া প্রভুকে বিদ্যানিধির কথা বলিলেন।

এ দিকে বিদ্যানিধি নিশিযোগে, একাকী, মলিন বস্ত্র পরিয়া নিমাইকে দর্শন করিতে চলিলেন। বিদ্যানিধি নবদ্বীপ অবতারের জনরব শুনিয়াছেন, তবে নিমাইকে কখন দেখেন নাই। কিন্তু দেখেন নাই বলিয়া, কি তাঁহার সহিত কোন পরিচয় নাই বলিয়া, বিদ্যানিধির মনে এই অবতার সম্বন্ধে একবারও দ্বিধা হয় নাই। নিমাই সেই পূর্ণব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই মনে জানিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। সুতরাং ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছেন। মনে তাঁহার অনুতাপানল জ্বলিতেছে। ভাবিতেছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাত্র হইবার কিছুই করেন নাই। এইরূপ ভাবিয়া, মনে মনে অতি দীন ভাবে, “প্রভু আমাকে ক্ষমা কর” ইহাই বলিতে বলিতে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। পুণ্ডরীকের অপরূপ মনের অবস্থা এখন ভাবিয়া দেখুন। তিনি শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার সুখ নাই। তাঁহার মনের ভাব এইরূপ যে “শ্রীভগবানকে দর্শন করা আর বিচিত্র কি, দর্শন করিলেই হয়। কিন্তু তাঁহাকে দর্শনে সুখ কি? অথবা তাঁহাকে কোন্ মুখে দেখিতে যাইব? যিনি আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে ভুলিয়া আছি। এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া দেখা করিতে দৌড়িয়াছি। অবশ্য তিনি দয়াময়, আমাকে মধুর বাক্য ব্যতীত কর্কশ বলিবেন না, কিন্তু আমি কি নির্লজ্জ।”

মস্তক অবনত করিয়া পুণ্ডরীক প্রভুর আগে দাঁড়াইলেন।

মুখ উঠাইয়া প্রভুকে দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, কি সাহস হইল না। প্রভুর নিকট যাইয়া প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। একটু সুস্থিত পাইয়া করযোড়ে বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

কৃষ্ণরে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥

সর্ব্ব জগতের বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একলা বঞ্চিলে॥

বিদ্যানিধির এইরূপ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকল ভক্ত কান্দিতে লাগিলেন, কিন্তু এ ব্যক্তি কে, ইঁহার নাম কি, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার মর্ম্মভেদী আর্ত্তি দেখিয়াই সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এ দিকে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যানিধিকে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। আর যদিও তাঁহার সহিত বিদ্যানিধির কখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নাই, তবুও যেন তিনি তাঁহার চির পরিচিত এইরূপে, "বাপ্ এসেছ, বাপ্ এসেছ" বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। পরে বিদ্যানিধিকে, হৃদয়ে ধরিয়া "আজ আমার বাপ্ পুণ্ডরীককে দেখিলাম, আজি আমার নয়ন শীতল হইল, আজি আমার বাপ্ আমার হৃদয়ে আসিয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন," ইহাই বলিতে বলিতে উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, যে ভগবান পুণ্ডরীকের হৃদয় মাঝে ছিলেন, অদ্য তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া যেন সেই ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত, আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে ধরিলেন।

উভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া অনেক ক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। পরে উভয়ে বাহ্য পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "অদ্য আমার বাঞ্ছা সিদ্ধি হইল, আমার বাপকে নয়নে দেখিলাম।" পুণ্ডরীক চেতন পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া স্তব করিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া শান্ত করিয়া ভক্তগণের সহিত জনে জনে মিলাইয়া দিলেন। গদাধর তখন সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কিরূপে মনে মনে বিদ্যানিধিকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রভুকে বলিলেন, "তুমি যদি অনুমতি কর, আমি ইঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা লই।" প্রভু বলিলেন "এইক্ষণে লও।" বিদ্যানিধির মহিমা আর কি বলিব? তিনি পুরুষোত্তম আচার্য্যের সখা ও গদাধরের গুরু। এই পুরুষোত্তম কে পরে পরিচয় দিব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কি কহব রে সখি আজুক ভাব।
যতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ॥
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধল কেশ॥
তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ।
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥

শ্রীনিমাইয়ের ভক্ত ভাবে ও ভগবান ভাবে বহুতর বিভিন্নতা যখন নিমাইয়ের ভক্ত ভাব, তখন দীনের দীন, দাস্য ভক্তিতে অভিভূত। গঙ্গায় স্নান করিতে যান, অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গা প্রণাম করেন। প্রত্যহ তুলসী প্রদক্ষিণ করেন। ভক্ত দেখিলেই নমস্কার করেন। যখন তাঁহার ভগবান ভাব, তখন ভক্তগণ সেই গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া তুলসী চন্দন লইয়া পূজা করেন, নিমাই কিছু বলেন না। যখন ভক্ত ভাব তখন নিমাই ভক্তগণের জনে জনের গলা ধরিয়া, কি অদ্বৈতের চরণ ধরিয়া, কাতর ভাবে নিবেদন করেন যে, "আমি কিরূপে উদ্ধার হব তোমরা বলিয়া দাও, শ্রীকৃষ্ণে আমার কিরূপে মতি হয় বলিয়া দাও।" ভক্ত ভাবে নিমাই জানু পাতিয়া ভক্তের নিকট দাস্যভক্তি প্রার্থনা করেন। আবার সেই নিমাই ভগবান ভাবে শ্রীমূর্ত্তি সমুদায় এক পাশে ফেলিয়া দিয়া স্বয়ং বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করেন, এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তগণ চন্দন তুলসী দিয়া ভগবান

বলিয়া পূজা করেন ও তাহাতে তিনি আপত্তি না করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন, ও আপনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া, অদ্বৈতের নাড়া মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যে ভক্তগণ নিমাইকে ভগবান বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার তাঁহাকে কিরূপে মনুষ্য ভাবিয়া সেইরূপ তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন? এই প্রকাশের প্রকৃত অবস্থা বিবরিয়া বলিতেছি। যখন নিমাই ভগবানরূপে প্রকাশ হইতেন, তখন ভক্তগণ তাহা বুঝিতে পারিতেন, তখন তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইত। কখন এই জ্যোতি সতেজরূপে প্রকাশ হইত, কখন বা অতি মৃদু ভাবে দেখা দিত, এমন কি হঠাৎ লক্ষ্য করা যাইত না। তখন তাঁহার আকার প্রকার, বদনের ভাব, এরূপ ভক্তি উদ্দীপক হইত যে, তাঁহাকে যে দেখিত তাহারই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া মনে বিশ্বাস হইত। এমনও হইত যে, নিমাই সামান্য আসনে, গদাধর কি নরহরির অঙ্গে হেলান দিয়া, ভক্তদের সহিত একত্র বসিয়া আছেন, দেহের জ্যোতি অতি মৃদু, ষড়ভুজ কি চতুর্ভুজ কি অন্যান্য বিভব দেখাইতেছেন না, তবুও বাহ্য কি আন্তরিক ভঙ্গী এরূপ হইতেছে যে নিকটে যিনি বসিয়া আছেন তিনিই তাঁহাকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি বলিয়া দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছেন।

একটু পরে নিমাই তাঁহার ভগবানভাব লুকাইলেন। তখন নিমাই ভগবান নহেন, একজন পরম ভক্তরূপে প্রকাশ হইলেন। তখন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া এমন করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা উহা শুনিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, সে কাতরধ্বনি শুনিলে পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া যাইত। কৃষ্ণের বিরহে তখন তিনি এরূপ কাতর হইতেন যে সদ্যঃ পুত্রশোকার্ত্তও তত কাতর হইতে পারেন না। মূর্চ্ছার উপর মূর্চ্ছা হইতেছে, কথায় কথায় দাঁত লাগিতেছে, কথায় কথায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ পাইবার নিমিত্ত তিনি এরূপ করিতেন, যে তাহা দেখিয়া বোধ হইত যে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে তাঁহার তদ্দণ্ডেই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি তখন ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতেন যে, "আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ যায়; আমাকে

বুঝি তোমরা আজি প্রাণে বাঁচাইতে পারিলে না।" ভক্তগণও প্রভুর প্রাণ বাহির হইল বলিয়া মহা ব্যস্ত হইতেন। যদিচ প্রত্যহ তাঁহারা এইরূপ ভাব দেখিতেন, তবু প্রত্যহ ভাবিতেন আজি বুঝি প্রভু আর বাঁচিলেন না। যদি কোন ব্যক্তি নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় তাঁহাকে ভগবানের ন্যায়, কি অতিরিক্ত ভক্তি করিতেন, তবে তিনি এত ক্লেশ পাইতেন যে, তাঁহাকে কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসম্ভব শ্রদ্ধা দেখাইতে সাহসী হইতেন না।

অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই এরূপ ভাব দেখাইতেন যে, তিনি প্রকাশ অবস্থায় যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহা যেন তাঁহার কিছুই স্মরণ নাই, কি স্বপ্নের মত কিছু কিছু মনে আছে। কারণ, তিনি প্রকাশ অবস্থার অন্তে প্রায়ই ভক্তগণকে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভাই! তোমরা আমার চির সুহৃদ ! অচেতন হইয়া আমি ত কোন প্রলাপ বকি নাই? আমি যদি অচেতন অবস্থায় তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি তোমরা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবে। আমার এ দেহ তোমাদের, আর আমি যদি শ্রীকৃষ্ণের চরণে কোন অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হই, তোমরা আমাকে রক্ষা করিও, যেন আমার কোনরূপ কুমতি না হয়। আমি আমার স্ববশে নাই।" ইহাতে বোধ হইত যেন তাঁহার কিছু কিছু মনে থাকিত। "কুমতি না হয়" ইহার অর্থ এই যে, আমিই কৃষ্ণ যেন তাঁহার এরূপ অভিমান কখন না হয়।

ভক্তগণ সকলেই গোপন করিয়া বলিতেন যে তিনি কিছু চাঞ্চল্য করেন নাই। তাঁহারা নিমাইয়ের তখনকার সেই আর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেন যে, যদি তাঁহারা নিমাইকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া ভগবানের পূজা লইয়াছিলেন, তবে কোন বিষম অনর্থ ঘটিবে। হয়ত নিমাই গঙ্গায় ঝম্প দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সব ভাবিয়া নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন বটে, কিন্তু ভগবানরূপে ভক্তি করিতেন না। কেহ কেহ বা প্রকাশ অবস্থায় নিমাইকে ভগবান ভাবিয়া অপ্রকাশ অবস্থায় তাহা ভুলিয়া যাইয়া, তাঁহাকে

শুদ্ধ একজন ভক্তমাত্র মনে করিতেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি কাহিনী মনে উদয় হইতেছে।

শ্রীনন্দের কোলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইয়া; নন্দের নিদ্রা হইতেছে না। তিনি তাঁহার পুত্রের শিশু কালাবধি সমুদায় অলৌকিক কার্য্যের কথা ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি দিব্য বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শিশু পুত্র তাঁহার পুত্র নহেন, স্বয়ং শ্রীভগবান। মনে ইহা হইবা মাত্র তাঁহার ভয় হইল, তখন উঠিয়া তাঁহাকে স্তব করিবেন ইহারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমুদায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার নিমিত্ত একটি ছল পাতিলেন। তখন একটি বিড়াল ডাকিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই ডাক লক্ষ্য করিয়া যেন ভয় পাইয়া, "বাবা ও কি ডাকে, আমার ভয় কচ্চে," বলিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন। নন্দ অমনি সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। তখন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বলিতেছেন, "ভয় কি বাপ? এই যে আমি আছি?"

এইরূপে শ্রীনিমাইকে তাঁহার প্রকাশাবস্থায় ভগবান বলিয়া পূজা করিয়া, ভক্তগণ, তাঁহার অপ্রকাশাবস্থায়, পূর্ব্বকার কথা একটু ভুলিয়া যাইতেন। কেহ অল্প ভুলিতেন, কেহ অধিক ভুলিতেন, কেহ বা একেবারে ভুলিতেন। যথা শচীমা, নিমাইকে গর্ভে ধারণ ও লালন পালন করিয়াছিলেন, তিনি নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ক্ষণিক ভুলিতেন মাত্র, আবার তাঁহার নিমাইয়ের উপর বাৎসল্য ভাবের উদয় হইত। যাঁহারা অল্প ভুলিতেন, তাঁহারা মনে মনে তর্ক করিতেন যে, নিমাই কি সত্য শ্রীভগবান? না, এ স্বপ্নে দেখিলাম? যাঁহারা অধিক ভুলিতেন তাঁহারা মনে সাব্যস্ত করিতেন যে নিমাইয়ের অদ্ভুত শক্তি, যেন স্বয়ং ভগবান। শ্রীঅদ্বৈতের মনের ভাব বহুকাল ধরিয়া এইরূপই ছিল। যখন তিনি নিমাইয়ের সম্মুখে আসিতেন তখন শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে দূরে গিয়া মনের মধ্যে নানাবিধ তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিতেন যে, কল্যকার নিমাই, জগন্নাথের পুত্র, সে কিরূপে শ্রীভগবান হইবে? মুকুন্দও এইরূপ একজন ছিলেন। নিমাই আম্র মহোৎসব করিতেন। একটি আম্রের আঁটি সম্মুখে রাখিয়া জোরে করতালি দিতেন। দেখিতে

দেখিতে ঐ আঁটি হইতে বৃক্ষ হইত, ও ঐ বৃক্ষে প্রায় দুইশত উত্তম আম্রফল ধরিত, ভক্তগণ ঐ ফল গুলি শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ আম্রমহোৎসব হইত। একদিন শ্রীনিমাই শ্রীভগবান ভাবে মুচকি হাসিয়া মুকুন্দকে বলিতেছেন, "মুকুন্দ! তুমি নাকি এই আম্রমহোৎসবকে ইন্দ্রজাল বল?" মুকুন্দ লজ্জা পাইয়া "আমৃতা আমৃতা" করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তের মধ্যে কেহ কেহ নিমাইয়ের অপ্রকাশ সময়ে তাঁহাকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মাত্র ভাবিতেন, কিন্তু প্রকাশের সময় এরূপ ভাবিতে কাহারও সাধ্য ছিল না, এমন কি, তখন অনায়াসে গঙ্গাজল লইয়া তাঁহার চরণ ধুইতে কাহারও শঙ্কা হইত না। তাঁহারা যে শ্রীনিমাইয়ের পদে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন, ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে তখন তাঁহাদের নিমাইয়ের ভগবত্বে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

এখন আর এক কথা হইতেছে। নিমাই কি অসরল? তাহা না হইলে, একবার "আমি সেই" বলিয়া, আবার মুহূর্ত্ত পরে ভক্তগণের নিকট দীনভাবে "কৃষ্ণ পাইলাম না" বলিয়া রোদন করিতেন কেন? নিমাই অসরল নন। অসরল হইলে বঞ্চনা বরাবর চলিত না। যখন নিমাই বলিতেন, "আমি সেই," তখন ভক্তগণ বুঝিতেন নিমাই সরল ভাবেই বলিতেছেন। আবার যখন বলিতেন, "আমাকে কৃষ্ণ দিয়া প্রাণে বাঁচাও," তখনও ভক্তগণ মুখ দেখিয়া বুঝিতেন নিমাই সরল ভাবে আর্ত্তি করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়া যখন নিমাইয়ের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন তখন তিনি তাঁহার চিৎশক্তি লইয়া লুকাইতেন। সুতরাং বাহিরে যে নিমাই থাকিতেন তিনি আপনাকে দীন হীন কাঙ্গাল ভাবিতেন, আর কৃষ্ণ তাঁহাতে নাই ভাবিয়া রোদন করিতেন।

এক দিন সকালে স্নানাহ্নিকের পর শ্রীবাসের বাড়ী নিমাই বসিয়া আছেন। ভক্তগণ একে একে মিলিলেন। সকলে বসিয়া আছেন, দেখিলেন নিমাইয়েতে শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তখন সকলে সভয়ে বসিয়া আছেন। প্রভু কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু সে দিবস একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল, যথা চৈতন্য ভাগবতে,—

অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্য ভাবে।
ক্ষণেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশি পুনঃ ভাঙ্গে॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিল প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খট্টা যেন না জানিয়া॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিল প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়া॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যান্য দিনে নিমাই পূর্ব্বে অচেতন হইতেন, ও সেই অবস্থায় বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন। সে দিবস যেমন বসিয়া কথা বার্তা কহিতেছিলেন, অমনি আস্তে আস্তে উঠিয়া সচেতনে খট্টায় বসিলেন।

সে দিন শ্রীভগবান সাত প্রহর প্রকাশ ছিলেন। অন্যান্য দিন অল্পক্ষণ প্রকাশ হইয়া লুকাইতেন, কিন্তু সে দিবস প্রভু প্রাতে এক প্রহরের সময় প্রকাশ হইয়া তাহার পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রভু অপ্রকাশ হইলেন। ইহাকে "সাত প্রহরিয়া ভাব" বা "মহাপ্রকাশ" বলে।

তখন প্রভুর বহুতর ভক্ত হইয়াছেন, সকলে সমুদায় কার্য্য ছাড়িয়া তাঁহার নিকট দিবা নিশি থাকেন। খট্টায় বসিয়া প্রভু আপনাকে অভিষেক করিতে ভক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন। সকলে গঙ্গায় জল আনিতে দৌড়িলেন। শত শত ঘট জল আসিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনা পূরিয়া গেল। জল স্ত্রী পুরুষে, দাস দাসীতে আনিতেছেন। প্রভু উত্তম পিঁড়ির উপরে স্নান মণ্ডপে বসিয়া, গদাধর ও মুরারি ও গর্ব্বিতা নারীগণ তাঁহাকে সুগন্ধি তৈল মাখাইতেছেন। নিত্যানন্দ পাছে শ্রীভগবানের মস্তকে রৌদ্র লাগে এই নিমিত্ত, ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীবাসের দাসী, নাম দুঃখী, শীঘ্র শীঘ্র জল বহিয়া আনিতেছে, এবং কলসী রাখিয়া পরিশ্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছে, ও প্রভুর বদন দেখিতেছে, ও নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন, অদ্যাবধি আমি উহার নাম "দুঃখী" স্থানে "সুখী" রাখিলাম। সকলে আনন্দিত হইয়া দুঃখীর ভাগ্যকে শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। সুখী লজ্জা পাইয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইয়া কান্দিতে কান্দিতে আবার জল আনিতে

গেল। পরে বাদ্য কোলাহলের, অভিষেক গীতের ও নারীগণের হুলুধ্বনির মধ্যে নিমাইয়ের মস্তকে সকলে জল সেচন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত বাসু ঘোষের বর্ণনা শ্রবণ করুন :—

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা অঙ্গে লেপন্ করে যত নর নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসী পুরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় দিয়া জল ঢালে গোরা গায়।
শ্রীঅঙ্গ মোছাইয়া কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥

শঙ্খ দুন্দুভি আজি বাজয়ে সুস্বরে।
গোরা চাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন দিয়া ধুপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ থালি॥
নদিয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরা চাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে।
গোরা অভিষেক রস বাসু ঘোষ ভণে॥

এই দুই এক মাসের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের তখন প্রধান লোকের মধ্যে বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। অল্প দুই এক জনের নাম করিতেছি। দুই প্রভু, নিতাই ও অদ্বৈত। গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি, গঙ্গাদাস, প্রভুর মাসীপতি চন্দ্রশেখর, প্রভুর চিরদিনের সঙ্গী পুরুষোত্তম আচার্য্য (স্বরূপ দামোদর,) বক্রেশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, ও বাসু ঘোষ, সারঙ্গ, ইত্যাদি। তখন হরিদাসও প্রভুর শরণাগত হইয়াছেন। এই হরিদাসের কাহিনী এখানে কিছু বলিব।

ইহার বাড়ী বুঢ়ন গ্রামে, এখনকার বনগ্রাম মহকুমার অধীন। ব্রাহ্মণের পুত্র, পিতৃমাতৃহীন বলিয়া মুসলমানগণ কর্তৃক প্রতিপালিত, কাযেই হরিদাস

মুসলমান। কিন্তু হরিদাস পরম সাধু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভজন কেবল নাম জপ, উচ্চ করিয়া প্রায় দিবানিশি হরিনাম জপ করিতেন। তাঁহার হরিনামে ভক্তির কথা কি বলিব, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে কোন ব্যক্তি কোন গতিকে হরিনাম করিলেই তরিয়া যাইবে। নাম জপ করা দূরের কথা, তাঁহার বিশ্বাস, নাম শুনিলেও জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে—শুদ্ধ মনুষ্য নয়, জীব মাত্রেই। এই জন্য তিনি উচ্চ করিয়া নাম করিতেন। তিনি বেনা-পোলের জঙ্গলে (বনগ্রামের নিকট, এখন রেলওয়ে ষ্টেসন) কুটীর বান্ধিয়া এইরূপ নাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কঠোর ভজন দেখিয়া সেখানকার দুষ্ট জমীদারের তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। এই নিমিত্ত সে এক জন বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইল। বেশ্যা আসিল। হরিদাসকে দেখিল, দেখিয়া তাহার মন নির্ম্মল হইল। তখন সে হরিদাসের চরণে শরণ লইল। হরিদাস, তাহাকে এই কুটীরে বাস করাইয়া, হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়া, সে দুষ্ট জমীদারের এলাকা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গেলেন।

এদিকে মুসলমান কাজী মুলুকপতির কর্ণে একথা গেল যে, হরিদাস মুসল-মান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছেন। কাজি ইহা শুনিয়া ঠাকুর হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেল। হরিদাস মুলুকপতির মন দ্রব করিলেন, কিন্তু তাহার মন্ত্রী গোরাই কাজির মন বজ্র সমান কঠিন রহিল। এই গোরাই কাজি মুলুক-পতিকে বলিল, যদি তিনি হরিদাসকে দণ্ড না করেন, তবে মুসলমানগণের বড় অপমান হইবে। মুলকপতি বাধ্য হইয়া হরিদাসকে দণ্ড দিতে স্বীকার করিলেন। দণ্ড হইল প্রাণ বধ, কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ প্রাণ বধ নয়। তাঁহাকে বাইস বাজারে লইয়া প্রত্যেক বাজারে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। এইরূপ বেত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণবধ করিতে হইবে। এ দণ্ড এমন কঠোর যে দুই তিন বাজারে বেত মারিতে মারিতেই অপরাধীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

তখন গোরাই কাজি হরিদাসকে বলিল যে, "যদি তুমি এখন কলমা পড়, আর হরিনাম ছাড়, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, আর সম্মানের সহিত রাজ সরকারে রাখিব।"

তাহাতে হরিদাস সদর্পে বলিলেন, যথা, চৈতন্য ভাগবতেঃ—

খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

তখন হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতে লইয়া চলিল। হরিদাস হরিনাম করিতে লাগিলেন। হরিদাসের অঙ্গে বেত্রাঘাত হইতে লাগিল, কিন্তু পাঠক মহাশয় মনে ক্লেশ পাইবেন না। হরিদাসের পৃষ্ঠে বেত্র পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি একটুও দুঃখ পাইতেছিলেন না। হরিনাম তাঁহার বড় প্রিয়। এই অবতারে শ্রীভগবান এক এক জন ভক্ত দ্বারা এক এক ভজনাঙ্গের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছিলেন। নাম মাহাত্ম্য হরিদাস দ্বারা দর্শাইয়াছিলেন। সেই হরিনামের নিমিত্ত তিনি বেত্র খাইতেছেন, তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। কাযেই বেত্রের আঘাতে তাঁহার অঙ্গে ব্যথা লাগিতেছে না। স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি অঙ্গে আঘাত লাগে তাহাতে ব্যথা লাগে না। হরিদাসের নিকট হরিনাম স্ত্রী পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়। বিশেষতঃ হরিদাসের যে অবস্থা, ইহাতে তিনি বেদনা পাইলে শ্রীহরিকে কে ভজনা করিবে? অনেকে ভগবানের নাম করিয়া প্রাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভগবানের জন্য নহে। শ্রীভগবানের নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া যায় না, কারণ প্রাণ দিতে গেলেই তিনি রক্ষা করেন। দেখা যায় যাঁহারা ভগবানের নামে প্রাণ দিয়াছেন সে ভগবানের নিমিত্ত নয়, দম্ভ কি অহঙ্কারের জন্য।

হরিদাস ভাবিতেছেন, "এরা কি মহাপাপী! আমিত ইহাদের কাছে কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমাকে এরূপ নির্দ্দয়তার সহিত প্রহার কেন করিতেছে? ইহাদের উপায় কি হবে?" তখন "ইহাদের উপায় কি হবে" ভাবিয়া হরিদাস এরূপ অভিভূত হইয়াছেন যে তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি সেই বেত্রধারী হত্যাকারী-গণের মঙ্গল কামনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরির নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমাকে মারিয়া ইহারা কুকর্ম্ম করিতেছে। এই কুকর্ম্মে ইহাদের দুর্গতির শেষ হইবে। প্রভু, ইহাদের দুর্গতির আমিই

কারণ হইলাম। প্রভু, তোমাকে ভজন করার কি এই ফল? তুমি কৃপা করিয়া তোমার এই নির্ব্বোধ জীবগণকে পরিত্রাণ কর।”

এরূপ অদ্ভুত প্রার্থনা করাতে, যাহারা উপস্থিত, এবং যাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল, তাহারাও স্তম্ভিত হইল। শ্রীভগবান হরিদাসের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে ধ্যানানন্দ দিলেন, ও সেই আনন্দে হরিদাস অচেতন হইলেন। মুসলমানগণ তখন তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। হরিদাস চেতন পাইয়া তীরে উঠিলেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিলেন। ক্রমে নিমাইয়ের কথা শুনিয়া নবদ্বীপে তাঁহাকে দর্শন করিতে আইলেন। হরিদাস ভুবন বিখ্যাত ভক্ত, সকলেই নাম শুনিয়াছেন। হরিদাস আইলে ভক্তগণ তাঁহাকে নিমাইয়ের নিকট লইয়া গেলেন। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া অতি আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন, কিন্তু যদিচ তখন হরিদাস সম্পূর্ণরূপে শ্রীনিমাইকে আত্ম সমর্পণ করেন নাই, কিন্তু তবু আসনে কোন ক্রমে বসিলেন না, বরং সেই আসন মস্তকে ধরিলেন। পরে নিমাই তাঁহাকে উত্তম করিয়া ভোজন করাইলেন, করাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে চন্দন ও গলায় ফুলের মালা দিলেন। নিমাই হরিদাসকে সেবা করিলেন বটে, কিন্তু হরিদাস সেই সময় নিমাইয়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

এইরূপে যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, সকলেই আসিয়া সেই ২৩ বৎসরের ব্রাহ্মণ কুমারকে মন প্রাণ দেহ অর্পণ করিলেন। এই হরিদাসের চরিত্র স্মরণে ভুবন পবিত্র হয়। তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়াছিলেন। আবার শ্রীঅদ্বৈত হরিদাসকে লইয়া নবীন ব্রাহ্মণ কুমারের শরণ লইলেন। যেমন ক্ষুদ্র নদী বড় নদীতে প্রবেশ করে, আর বড় নদী এইরূপে অনেক ক্ষুদ্রনদী বহিয়া সাগরে প্রবেশ করে, সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈত তখনকার বৈষ্ণবগণের রাজা, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া, সেই শচীনন্দন, ব্রাহ্মণ বালকের চরণে আশ্রয় লইলেন।

সেই মহাপ্রকাশ দিনে অদ্বৈত উপস্থিত, হরিদাসও উপস্থিত।

প্রভুর স্নান হইলে অতি সূক্ষ্ম ধৌত বস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ মুছিয়া দেওয়া হইল। তখন সকলে প্রভুকে উত্তম বস্ত্র পরাইলেন, পরাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া

গেলেন। সেখানে পূর্ব্বেই বিষ্ণুখট্টা রাখা হইয়াছে, আর উহাতে মনোহর দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যা পাতা রহিয়াছে। তখন নিমাই সেই খট্টায় বসিলেন। ঘরে পর্দ্দা দেওয়ায় একটু অন্ধকার হইয়াছে, তবে তাঁহার অঙ্গের আভায় প্রায় দিবার ন্যায় আলোকিত। কিন্তু যদিও অঙ্গের তেজ দিবাকরের ন্যায় প্রখর, তথাচ উহা লক্ষ চন্দ্রের কিরণের ন্যায় সুশীতল। যখন সকলে অভিষেকানন্দে উন্মত্ত, গদাধর তখন ফুলের মালা ও ফুলের ভূষণ করিতেছেন। নিমাই খট্টায় বসিলে তিনি তাঁহার মুখ তিলকে সুশোভিত করিলেন। তাহার পরে গলায় ও শিরে ফুলের মালা, অঙ্গুলিতে ফুলের অঙ্গুরী, বাহুতে ফুলের তাড় দিয়া নিমাইকে সাজাইলেন। নিত্যানন্দ শিরে ছত্র ধরিলেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

মনে ভাবুন যদি অতি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন মহারাজা হঠাৎ কোন দরিদ্রের বাড়ী উপস্থিত হয়েন, তবে সেই কাঙ্গাল, শ্রীমহারাজাকে কিরূপে সেবা করিবে ভাবিয়া, দিশেহারা হয়। তখন ব্যস্ত হইয়া মান্দুর পাতিয়া দেয়, আর ভগ্ন পাখা দ্বারা বাতাস দিতে থাকে। ঘরে যদি চিপিটক কি মুড়ি থাকে, তবে আনিয়া সম্মুখে ধরে। তখন সেই মহারাজা, যদি তিনি মহাশয় হয়েন, তবে এ কথা বলেন না যে, ছি! আমি এরূপ মান্দুরে কিরূপে বসিব, কি আমি মুড়ি কিরূপে খাইব? তিনি তাহা না করিয়া সেই মান্দুরে উপবিষ্ট হয়েন, হইয়া সেই দরিদ্রকে বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করেন যে মান্দুরে বসিয়া তিনি বড় আরাম পাইতেছেন। সেইরূপে শ্রীভগবান অতি বড় মহাশয়। শুনিয়াছি দুর্ব্বল জীবে তাঁহাকে যে সমস্ত সেবা করে, তাহা দেখিলে তাঁহার হৃদয় দ্রব হয়, ও তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

আবার দরিদ্র, ধনবান লোককে নিমন্ত্রণ করিলে কি উহা তিনি গ্রহণ করেন না? তখন কি ইহা বলেন যে, আমার ঘরে অভাব কি যে তোমার ঘরে ভোজন করিতে যাইব? তিনি কি ঘরে ভাল ভোজন করেন বলিয়া দরিদ্রের অন্ন মুখে দিয়া মুখ বিকট করেন? ধনবান যদি মহাশয় হয়েন, তবে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, আর দরিদ্রের সেই সামান্য ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি যত বড় মহাশয় হউন, শ্রীভগবানের ন্যায় মহাশয় ত্রিজগতে আর কেহ নাই।

সুতরাং জীবগণ তাঁহাকে তাহাদের যথা সাধ্য সেবা করিলে, তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া এ কথা বলেন না যে, "তোরা আমায় কি দিবি? এ সমুদায় আমারই দ্রব্য।" কারণ তিনি ত্রিজগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাশয়, মধুরপ্রকৃতি ও মধুরভাষী।

খট্টার উপরে উত্তম শয্যায় নিমাই বসিয়া। চন্দ্রমুখে মধুর হাসিয়া ভক্তগণকে শুধু অভয় দিতেছেন এরূপ নয়, একেবারে চিত্তহরণ করিতেছেন।

নিমাই যাহার পানে চাহিতেছেন, তাহার চিত্ত কাড়িয়া লইতেছেন। আর সে ব্যক্তি তাঁহার চিত্তকে তল্লাস করিতে গিয়া দেখিতেছেন যে, খট্টায় যিনি বসিয়া আছেন তিনি বাহিরেও বসিয়া আছেন, আবার হৃদয়েও প্রবেশ করিয়াছেন।

ভক্তগণ পরমানন্দে ভাসিতেছেন, শ্রীভগবান সম্মুখে বসিয়া। সকলের পূজা করিতে ইচ্ছা হইল। তুলসী, চন্দন, ফুল, বস্ত্র, স্বর্ণ, ধাতু পাত্র দিয়া যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ পূজা করিতে লাগিলেন। যথা, চৈতন্য ভাগবতে—

পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব্বদাস॥
সর্ব্বমায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী কমলে মিলি পূজে কোন জনে॥
কেহ রত্ন সুবর্ণ রজত অলঙ্কার।
পাদ পদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার॥
পট্ট, শ্বেত, শুক্ল, নীল, সুপীত বসন।
পাদ পদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্ব জন॥

এইরূপে শত শত জনে শ্রীচরণে ফুল ঢালিতেছেন, আর গলায় ফুলের মালা দিতেছেন। শত শত জনে মন্ত্র পড়িতেছেন, কি স্তব করিতেছেন, কিন্তু পরস্পরে হুড়াহুড়ি হইতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এই যে পরস্পর কেহ কাহারও সংবাদ লইতেছেন না। সকলেরই অচেতন অবস্থা। পার্শ্বে যে

তাঁহার সহচরগণ আছেন তাহা কাহারও লক্ষ্য নাই। সকলেই ভাবিতেছেন ঘরে কেবল তিনি আর শ্রীভগবান। শুধু তাহা নয়, তিনি ভগবানের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর ভগবান তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। প্রত্যেকে যে এত কলরব করিতেছেন, ইহা কেহ শুনিতে পাইতেছেন না। শতজনে কথা বলিতেছেন, শতজনের সহিত যেন শ্রীভগবান কথা বলিতেছেন।

কেহ ফুলের মালা হস্তে করিয়া নিবেদন করিতেছেন। যাহার যেরূপ স্ফূর্ত্তি হইতেছে তিনি সেইরূপে প্রভুকে আহ্বান করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন "প্রভু!" কেহ বলিতেছেন "নাথ!" কেহ বলিতেছেন "ঠাকুর!" একজন বলিতেছেন, "ফুলের মালা ধর, গলায় পর।" তখন প্রভু গলায় তাঁহার যে মালা ছিল তাহা সেই ভক্তকে নিজহস্তে পরাইতেছেন, আর আপনি মস্তক অবনত করিয়া ভক্তকে মাল্য পরাইতে দিতেছেন। কেহ দৌড়িয়া বাজার হইতে একখানি উত্তম পট্ট বস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনিমাইকে উহা দিয়া সেই ভক্ত বলিতেছেন, "এই বস্ত্র পরিধান কর।" নিমাইয়ের পরিধান পট্টবস্ত্র। তিনি সেই বস্ত্রখানি পরিধান করিতেছেন, আর পরিধেয় বস্ত্রখানি সেই ভক্তকে দিতেছেন। ভক্ত সেই বস্ত্র প্রসাদ পাইয়া মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে ভক্তগণ যেমন উপহার দিতেছেন, তেমনি উপহার পাইতেছেন। যেমন উপহার উপস্থিত হইতেছে, প্রভু অমনি উহা বিতরণ করিতেছেন। শ্রীভগবান কাহার নিকট ঋণী থাকিতেছেন না।

অনেকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, নিবেদন করিয়াও দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা যে শ্রীভগবান তাঁহাদের সাক্ষাতে উহা ভোজন করেন। তখন নিমাই হাত পাতিয়া আহার চাহিলেন, আর ভক্তগণ বাঁচিলেন। এপর্য্যন্ত কিরূপে ভগবানের সেবা করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সকলে ব্যাকুল ছিলেন। তাঁহাকে তখন ভক্তগণ খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিবেন জানিয়া অনেকে নগরে দৌড়িলেন। যিনি যাহা ভাল দ্রব্য পান অমনি প্রভুর নিমিত্ত ক্রয় করেন। জৈষ্ঠ মাস, ফলের অভাব নাই। নদীয়া নগরে সন্দেশের অভাব নাই; দুগ্ধ, ক্ষীর,

দধি, ছানার অভাবও নাই। যদিও নারিকেল তত সুলভ নয়, কিন্তু তবু জ্যৈষ্ঠ মাসের দুই প্রহরের সময় নারিকেলের জলে সর্করা মিশাইয়া প্রভুকে পান করাইতে সকলের ইচ্ছা হইতেছে। এই নিমিত্ত শত শত ডাব উপস্থিত। উত্তম সুপক্ক কত শত চাঁপা কলার কাঁদি, ঝুড়ি ঝুড়ি আম ইত্যাদি আনা হইল। বলা বাহুল্য শ্রীবাসের ঘর এই রূপে পুরিয়া গেল। যিনি যাহা আনিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা প্রভুকে উহা সমুদায় খাওয়াইবেন। প্রভু একটু রাখিতে পারিবেন না। রাখিলে ভক্ত মাথা কুটিয়া মরিবে। একজন আম কাটিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন, প্রভু তাহা খাইলেন। একজন একটি ক্ষীরের পাত্র ধরিলেন, প্রভু খাইলেন। এক জনে পাথরের এক বাটি ডাবের জল দিলেন, প্রভু পান করিলেন।

এখন বিবেচনা করুন ভগবান কাচ কাচন সহজ ব্যাপার নহে। নিমাই তখন ভগবান, কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন না।

দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশবার পাঁচ বার দেয় এক দাস॥

চৈতন্য ভাগবত

মনে ভাবুন শ্রীভগবান বসিয়া, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। এক জনের দ্রব্য লইবেন, আর এক জনের লইবেন না, ইহা সম্ভব নয়। তিনি ত জগন্নাথ? সকল জগতের নাথ? কাযেই শ্রীনিমাই কাহাকেও "না" বলিতে পারেন না। আবার একজন আম খাওয়াইয়া পরে সন্দেশ দিতেছেন। আমরা তোমরা হইলে বলিতে পারিতাম, "আমাকে ক্ষমা দাও, আমি আর খাইতে পারি না।" কি, "এই মিষ্ট খাইলাম, আবার কিরূপে আম্র খাইব? আমাকে কত খাওয়াইবে, আমার উদরে কত ধরিবে?" কিন্তু ভগবান, যিনি বিশ্বম্ভর, তিনি কিরূপে বলিবেন, "আমি আর খাইতে পারি না?" আবার কোন দ্রব্য ভক্ত হাতে দিলে তাহা তিনি কিরূপে ফেলিয়া দিবেন? তাহা হইলে তাঁহার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক হয়। সুতরাং নিমাই, যিনি যাহা দিতেছেন, সমুদায় ভোজন করিতেছেন; যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে:—

সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদগ॥

কতেক বা সন্দেস কতেক ফল মুল।
কতেক সহস্র বাটী কর্পুর তাম্বুল॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিল গৌর চন্দ্র।
কেমনে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥

যদি কোন ভক্ত সেখানে না থাকেন, তাঁহাকে শ্রীভগবান ডাকিয়া আনেন। কখন নিজ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই কহিতেছেন না, কাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিতেছেন না, এবং কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেছেন না। তখন ভক্তগণ যাহার যাহা ইচ্ছা করিতেছেন। আনন্দে পরিপূর্ণ বলি কেন? না, যাঁহারা বদন দেখিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন, যে এবস্তু, যিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন, ইঁহার দুঃখ নাই, ইহার কেবল আনন্দ। আর সে আনন্দের ক্ষয় নাই, অন্ত নাই। ভক্তগণ দেখিতেছেন যেমন সমুদ্রের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আইসে, সেইরূপ প্রভুর বদনে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে, আর সেই আনন্দে যেন তিনি টলমল করিতেছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে যেম তিনি কত আদরের ধন, ও তিনি যে আদরের ধন তাহা তিনি জানেন। কখন মুরলীর রব করিতেছেন, আর ভক্তগণের প্রেমানন্দ ধারা পড়িতেছে। যখন ভগবান কোন কথা বলিতেছেন, তখন সকলে নীরব হইয়া কাণ পাতিয়া শ্রবণ করিতেছেন। সে কথা সঙ্গীত হইতেও মধুর।

ভক্তগণ যেন চির দিনের সুহৃদ পাইলেন। শুধু তাহা নয়, যেন চির দিনের সুহৃদ হারাইয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে পাইয়াছেন। শুধু তাহাও নয়। ভক্তগণ দেখিতেছেন সম্মুখের বস্তুটি বড় চিত্তআকর্ষক, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর। বস্তুটি আপাদ মস্তক সুগঠিত, সুঠাম ও লাবণ্যে আবৃত। আবার দেখিতেছেন তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ নিখুঁত ও মনোহর। সেই নিমিত্ত যে প্রত্যঙ্গে দৃষ্টি পড়িতেছে, চক্ষু সেইখানেই থাকিতেছে, দৃষ্টি অন্য দিকে যাইতে চাহিতেছে না। সকলে ভাবিতেছেন, কোন্ কারিগরে এ অপরূপ ছবিটী আঁকিল? শ্রীঅঙ্গ দিয়া এমন গন্ধ বাহির হইতেছে যে উহাতে নাসিকা মাতিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় প্রভু কথা কহিলেন। সে কথার এরূপ মোহিনী শক্তি যে চিত্ত বিমোহিত হইল। তাহাতে কি হইতেছে? না, প্রভুর প্রতি অঙ্গের রূপে ও বিবিধ গুণে নানা দিকে টানিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে ছিন্ন বিছিন্ন করিতেছে। ভক্তগণ নানাবিধ সেবা করিতেছেন, কিন্তু মনের সাধ মিটিতেছে না। তাই কেহ বারম্বার প্রণাম, কেহ বায়ু ব্যজন, কেহ চরণ স্পর্শ, করিয়া বিবিধ সুখ অনুভব করিতেছেন। কেহ ফুলের মালা পরাইয়া, কেহ ফুল ফেলিয়া মারিয়া, হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বা সুস্বরে স্তব করিতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, কিরূপে প্রাণনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় জুড়াইব? কেহ ভাবিতেছেন, কেমনে তাঁহার গলাটি ধরিয়া মুখ চুম্বন করিব? কাহারও বা আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে এবং আনন্দ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, নানাবিধ ভঙ্গীতে, প্রভুকে দেখাইয়া দেখাইয়া, নৃত্য করিতেছেন।

প্রভু, শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শ্রীবাস, তোমার মনে পড়ে, দেবানন্দের বাড়ী শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে, আর তোমার প্রেমানন্দ ধারা দেখিয়া দেবানন্দের কঠিন শিষ্যগণ তোমাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছিল?" ইহাই বলিয়া সে সমুদায় কাহিনী, যাহা শ্রীবাস ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না, সমুদায় বলিলেন। আর বলিলেন, "শ্রীবাস আমি তোমাকে যখন প্রাণদান করি, তখন নারদ মুনি তোমার শরীরে প্রবেশ করেন। তুমি নারদ, শ্রীবাস তাহা কি ভুলিয়া গেলে?" শ্রীবাস মহানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন:— "মনে পড়ে, তুমি যে গীতার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উপবাস করিয়াছিলে, আর আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে তুমি চিন্তিত হইও না, আমি অদ্য তোমার সেই শ্লোকের প্রকৃত পাঠ বলিতেছি। ইহার প্রকৃত পাঠ সর্ব্বতঃ পানি পাদান্তঃ। শ্রবণ কর, তাহা হইলে উহা বুঝিতে পারিবে।

সর্ব্বতঃ পানি পাদান্তঃ সর্ব্বতোক্ষি শির মুখঃ
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত তিষ্ঠতি॥

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তখন ভক্তগণ একেবারে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। যদিও বহুতর দীপ জালা হইল, কিন্তু শ্রীভগবানের অঙ্গের আলোতে সে দীপ গুলি টিপ টিপ করিতে লাগিল। যে অঙ্গের শীতল আভা দিবা ভাগে সূর্য্যের তেজে মৃদু ছিল, রজনীতে উহা প্রস্ফুটিত হইল। দক্ষিণে নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়াছেন, তাঁহার ও অন্যান্য ভক্তেগণেরর অঙ্গে, কাহার মৃদুরূপে কাহার মৃদুতররূপে, আবার কাহারো বা তেজস্কররূপে আলোক বিরাজিত হইতেছে। ঐরূপে গৃহের মধ্যস্ত দ্রব্য হইতেও নানা বিধ আলোক বিকসিত হইতেছে। তখন সকলে আরতি করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। ধুপ দীপ জালিয়া আরতি করিবেন, এমন সময় শ্রীবাসের মনে একটি ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতেছেন যে এ আরতি প্রভুর মা শচীদেবী আসিয়া করিলেই ভাল হয়। তখন শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "গোসাই, শচীঠাকুরাণীর আমাদের প্রতি বড় ক্রোধ। তাঁহার মনে বিশ্বাস তাঁহার পুত্রটি বড় ভালমানুষ ও নির্ব্বোধ, আমরা সকলে জুটিয়া নাচাইয়া গাওয়াইয়া তাঁহাকে পাগল করিলাম। এখন তাঁহাকে আনিয়া, তাঁহার পুত্র কেমন ভালমানুষ ও নির্ব্বোধ, দেখান যাউক। তাঁহার পুত্রকে দেখিলে আর তাঁহার তাঁহাকে পুত্র জ্ঞান রহিবে না, আর আমাদের উপরও তিনি রাগ করিবেন না।" অদ্বৈত বলিলেন, "ভাল পরামর্শ করিয়াছ, শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আইস।" তখন শ্রীবাস শচীকে ডাকিয়া আনিলেন, আনিয়া তাঁহার পুত্র যে ঘরে বসিয়া সেই ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন; "দেখ, তোমার পুত্র দেখ।"

শচী দেখিতেছেন তাঁহার নিমাই বটে, তবে নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন স্বয়ং শ্রীভগবান। কিন্তু তাঁহার কাতর হইবার আরো কারণ হইল। যখন বুঝিলেন যে নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন, তখন চারিদিকে শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। চিরদিন পুত্রটিকে লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, পুত্রটি রূপে গুণে অতুল্য। কাযেই তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। এখন দেখেন যে সেই প্রিয় বস্তুটি তাঁহার নিজস্ব ধন নহে। ত্রিজগতের সকলেই তাঁহার উপর দাবি রাখে। সেটি বহু বল্লভ। তিনি পুত্রের এক মাত্র সম্বল নহেন, পুত্রটির সম্বল ত্রিজগতের

ভাবল্লোক। একে সেই চির দিনের হৃদয়ের প্রাণ পুত্তলিটি চলিয়া যাইতেছে, আবার সেই শ্রীভগবানকে পুত্র ভ্রমে নানা রূপে শাসন করিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ ভাবে অভিভুত হইয়া, শচীদেবী একেবারে জড়বৎ হইয়া পড়িলেন।

তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "ভগবান! এই যে জগজ্জননী? ইনি তোমাকে দর্শন করিয়া নানাবিধ ভাবে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া ইঁহার গর্ভে জন্ম লইয়াছ, অতএব ইঁহাকে ডাকিয়া সম্ভাষণ কর।"

তখন শ্রীনিমাইয়ের মুখে ঈষৎ হাস্যময় বৈরক্তির চিহ্ন দেখা গেল। মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ইনি আমার প্রসাদ পাইবার যোগ্য নহেন। কারণ; আমাকে পাগল করিতেছ বলিয়া, ইনি দিবা নিশি তোমাদের ন্যায় আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন। যিনি আমার ভক্তগণের অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহার গর্ভে জন্ম লইলেও আমি তাঁহাকে প্রসাদ করিতে পারি না।"

ইহাতে অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভু তোমার কি এই বিচার? জননী, তোমার বাৎসল্য প্রেমে অন্ধ হইয়া, আমাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন, সেও কি উঁহার অপরাধ হইল?"

শ্রীবাস শচীর কর্ণে বলিতেছেন, "যাও, শ্রীভগবানকে প্রণাম কর। এই সময় তাঁহার প্রসাদ আহরণ কর।" শচী ভয়ে ইতস্তত করিতেছেন, তখন শ্রীবাস একটু অধৈর্য্য হইয়া বলিতেছেন, "বিলম্ব কর কেন? ইনি তোমার পুত্র নহেন, দেখিতেছ না? যাও, শীঘ্র প্রণাম কর।"

তখন শচী, সেই বৃদ্ধা রমণী, গললগ্নীবাস হইয়া, যাঁহাকে তিনি নিজ পুত্র বলিয়া জানিতেন, সেই শ্রীনিমাইয়ের চরণে পতিত হইলেন!

শ্রীনিমাই তখন তাঁহার কঠিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রসন্ন বদনে, শ্রীশচীর মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া বলিলেন, "তোমার বৈষ্ণব অপরাধ ক্ষয় হউক।" যথা চৈতন্য চরিতে :—

ইত্যুক্তে সতি সহসা মহাশয়োঽস্যা-
মূর্দ্ধি শ্রীযুত পদপঙ্কজং স নাথঃ।
আধায় প্রাথিত কৃপস্তথৈব তস্যৈ
কারুণ্যং পরিকলায়ন্নুবাচ হৃষ্টঃ॥

ভগবানের এই আশ্বাসিত বাক্য শুনিয়া শচী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দৈবকী সদ্যজাত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লোকটি বলিয়াছিলেন, তিনি সেই শ্লোকটি বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন, যথা :—

তথা পরম হংসানাং মুনী নাম মলা অনাং।
ভক্তি যোগ বিধানার্থং কথং পশ্যে মহিস্ত্রীয়ঃ॥

বলা বাহুল্য শচী লেখা পড়া জানিতেন না। উপরি উক্ত শ্লোক পড়িয়া শচী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভগবানের ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ শ্রীশচীকে অনেক যত্নে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত ও শান্ত করিলেন। যখন যুবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া, প্রভু বলিয়াছিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," তখন নিমাই কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এখন নিমাই যে ৬৭ বৎসরের বৃদ্ধা জননী শচীর মস্তকে শ্রীপাদ প্রদান করিলেন, ইহাতেও তিনি কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না।

ভক্তগণ শচীদেবীকে তাঁহার পুত্রের আরত্রিক করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন শচী শ্রীচরণ স্পর্শে প্রেমধন পাইয়া, নির্ভয় ও আনন্দোন্মত্ত হইয়াছেন। শচী আরত্রিকে প্রবর্ত্ত হইয়া সঙ্গিনীগণকে ডাকিলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী প্রভৃতি মহিলারা আসিলেন। ভক্তগণ কেহ আরত্রিকের গীত গাইতে লাগিলেন, আর কেহ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল বাজাইতে লাগিলেন। স্ত্রীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই "মহাপ্রকাশ," যাহা সাত প্রহর ছিল, ভক্ত মাত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা তিন ভাই, বাসু, মাধব, ও গোবিন্দ একত্র হইয়া এই মহাপ্রকাশ দর্শন করেন, এবং তাঁহারা চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত "মহাপ্রকাশ" নামক পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ—

তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তিঁহ আরত্রি করিল।
নিম্মঞ্ছন করি শিরে ধান দূর্ব্বা দিল॥
ভক্তগণ সবে করে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥

দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে॥
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥

আরাত্রিক হইলে নিমাইয়ের ইচ্ছা ক্রমে ভক্তগণ শচীকে বাড়ী পাঠাইলেন। তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "শ্রীধরকে নিয়া এসো।" "শ্রীধর কে?" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন যে, শ্রীধর তাঁহাকে কলাপাতা ও খোলা যোগাইয়া থাকে। কয়েক জন ভক্ত অমনি ছুটিয়া গেলেন। সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার, যিনি তাহার সঙ্গে কলার পাতা লইয়া কাড়া কাড়ি করিতেন, শ্রীধর আর তাঁহাকে তখন দেখিতে পান না। শুনিয়াছেন তিনি পরম ভক্ত হইয়াছেন। ইহাও শুনিয়াছেন তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীধর অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সাহস করিয়া দেখিতে আসিতে পারেন না। নিশিযোগে শ্রীধর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় জন কয়েক আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শচীর উদরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম লইয়াছেন। অদ্য প্রকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।" দরিদ্র শ্রীধর, খোলা বেচেন, শ্রীনবদ্বীপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থানে নিতান্ত ঘৃণেয় ব্যক্তি। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ডাকিতেছেন, ইহা ভাবিয়া আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন ভক্তগণ বেগতিক দেখিয়া তাঁহাকে সকলে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। নদীয়ার লোকে দেখিয়া অবশ্য কৌতুক করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে শ্রীধরের বাহক ভক্তগণের কি? তাঁহাদের পরানন্দে তিলমাত্র বাহ্যাপেক্ষা নাই। এইরূপে শ্রীধরকে সকলে ধরিয়া নিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

তখন প্রভু বলিতেছেন, "ওহে শ্রীধর, উঠো। তোমার উপর আমার বড় স্নেহ। তাহা না হইলে তোমার দ্রব্য কাড়িয়া কেন লইব? আমাকে দর্শন কর।" শ্রীধর সেই মধুর বাক্যে চেতন পাইলেন। চেতন পাইয়া দেখেন যে তাঁহার সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণ কুমার বটে। দেখিতে দেখিতে সেই নিমাই শ্রীধরের নিকট শ্যামসুন্দর রসকূপ হইলেন। শ্রীধর দেখিতেছেন যে কত কোটি দেবদেবী তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন। শ্রীধর আবার অচেতন

হইবার উপক্রম হইলেন, এমন সময় প্রভু তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "তুমি চির দিন দুঃখ পাইয়াছ, এখন আর তোমার দুঃখ কি ?" শ্রীধর করযোড়ে বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার দোষ নাই। আমি মূর্খ, নিজ দোষে ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তুমি না আমাকে নিজ পরিচয় বার বার দিয়াছিলে ? তুমিইত আমাকে বলেছিলে, 'তুই যে গঙ্গা পূজা করিস, আমি তার বাপ ?' তবু আমি মূঢ়মতি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" নিমাই বলিতেছেন, "তুমি আমাকে না চিন আমি তোমাকে বরাবর চিনি।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "আমার খোলা বেচা সার্থক হইল। কুব্জা তুলসী চন্দন দিয়া তোমার চরণ পাইয়াছিল, আমি কলার খোলা দিয়া তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিলাম।"

শ্রীভগবান ইহাতে হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীধর, তুমি ঠিক কথা বল নাই। তুমি আমাকে খোলা ও পাতা কবে দিয়াছিলে ? আমি না কাড়িয়া লইয়াছিলাম ? কিন্তু করি কি, তুমি কোন মতে দিবে না। তবে তুমি নিশ্চিত জানিও আমি ভক্তের দ্রব্য এইরূপে চিরকাল কাড়িয়া লইয়া থাকি। আমার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে ভক্তের দ্রব্যে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এখন শ্রীধর শুন। তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ। অদ্য তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দিব।"

শ্রীধর বলিলেন, "আমি অষ্টসিদ্ধি নিয়া কি করিব ? আমি মহাজনকে পাইয়াছি, আমি ধন কেন নিব ?" তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি চিরদিনের দরিদ্র, তুমি যদি অষ্টসিদ্ধিরূপ প্রসাদ না লও, আমি তোমাকে একটি সাম্রাজ্যের রাজা করিব। তাহা হইলে পরম সুখে থাকিবে।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর, আমি রাজ্য চাহি না। আমি অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহি না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।"

তখন প্রভু বলিতেছেন, "সেকি ? আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে না। তোমাকে অবশ্য বর মাগিতে হইবে।"

তখন শ্রীধর বলিতেছেন, "আমি ত খুঁজিয়া পাই না কি বর মাগিব। তবে যদি তোমার আজ্ঞায় বর মাগিতে হয়, তবে এই বর দাও যে, যে চঞ্চল পরম সুন্দর, প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কুমার, আমি দুর্ব্বল বলিয়া,

আমার হাতের খোলা পাত জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেন আর কন্দল করিতেন, তিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, এখন নিশ্চল হইয়া, আমার হৃদয়েশ্বর হইয়া থাকুন।"

ভক্তগণ শ্রীধরের প্রার্থনা শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন।

তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি দরিদ্র, কাঙ্গাল, সমাজে ঘৃণিত, আমি তোমার সম্মুখে। আমার কথা অব্যর্থ তুমি জান। আমি অষ্টসিদ্ধি দিলাম, তুমি লইলে না। সম্রাজ্য দিতে চাহিলাম, লইলে না। তুমি ভক্ত, এ সমুদায় তুচ্ছ দ্রব্য কেন লইবা? তুমি এ সমুদায় লইবে না তাহা আমি জানি। আমি ত তোমাকে পরীক্ষা করিতে ছিলাম না, জীবগণকে আমার ভক্তের মাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রলোভন দেখাইলাম। এখন আমিই তোমাকে বর দিতেছি, তোমার আমাতে প্রেম হউক।"

এই কথা বলিবামাত্র শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন শ্রীভগবান মুরারিকে ডাকিলেন। মুরারি সভয়ে দূরে ছিলেন, এখন অগ্রবর্ত্তী হইলেন। অগ্রবর্ত্তী হইয়া দীঘল হইয়া চরণে পড়িলেন। মুরারি দৈন্যতার খনি। শুধু তাহা নয়, যেমন ভক্ত, তেমনি পরোপকারী। মুরারির দোষ, একটু জ্ঞানের দিকে টান। প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি, তুমি অধ্যাত্ম চর্চ্চা ছাড়িয়া দাও।" তখন মুরারি মুখ না তুলিয়া বলিতেছেন, "আমি অধ্যাত্ম চর্চ্চা কিরূপে করিব? কার কাছে শিখিব?" তখন নিমাই একটু ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কেন, তুমি কমলাক্ষের সঙ্গে চর্চ্চা করিয়া থাক।" কমলাক্ষ শ্রীঅদ্বৈতের নাম। ইহাতে অদ্বৈত তাঁহার প্রতি একটু কটাক্ষ দেখিয়া বলিতেছেন, "প্রভু, অধ্যাত্ম চর্চ্চা কি ভাল নহে?" তাহাতে শ্রীভগবান বলিলেন, "অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিলে আমাকে পাইবা না। অধ্যাত্ম চর্চ্চার ফল আমি নয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা তেজ প্রভৃতি ধ্যান করেন তাহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ যে মধুময় ভগবান তাহা প্রাপ্তি হয় না। কারণ ভগবান, তাঁহাকে যে যেরূপে ভজনা করে তিনি তাহাকে সেইরূপ ভজিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া অদ্বৈত ভয়ে নীরব হইলেন।

তখন শ্রীনিমাই মুরারিকে আবার বলিতেছেন, "তুমি অধ্যাত্ম চর্চ্চা কর এ বড় আশ্চর্য্য, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ হনুমান।* মুরারি, এখন মস্তক

উঠাইয়া তুমি আমার প্রতি চাও।" মুরারি মস্তক উঠাইলেন। মুরারির ভজন সীতারাম। মস্তক উঠাইয়া দেখেন যে, বিষ্ণুখট্টায় আর নিমাই বসিয়া নাই, শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া, বামে সীতা। লক্ষ্মণ ছত্র ধরিয়াছেন, ভরত শত্রুঘ্ন চামর ব্যজন করিতেছেন। মুরারি দর্শন করিয়া অচেতন হইলেন। ফল কথা, যাঁহার যিনি ইষ্ট দেবতা তখন ভক্তগণ নিমাইকে সেইরূপে দেখিতেছেন। শ্রীধর দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া, মুরারি দেখিলেন শ্রীরাম বসিয়া।

তখন "হরিদাস, হরিদাস" বলিয়া প্রভু ডাকিতেছেন। হরিদাস পিঁড়ায় উবুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। হরিদাসের ন্যায় দীন জগতে নাই। যদিচ সর্ব্বোচ্চ, তত্রাচ আপনাকে সরল ভাবে অধমের অধম ভাবেন। প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস, এসো আমাকে দর্শন কর।" হরিদাস বাহির হইতে বলিতেছেন, "প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে কেন এত কৃপা করিতেছেন? আমি তোমার এত কৃপার উপযুক্ত নহি। তুমি আমাকে যত কৃপা করিতেছ, ততই আমি কিরূপ অধম তাহা বুঝিতেছি।" যাঁহারা ভাল হইয়া আপনাদিগকে অধম ভাবেন, শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে বড় ভাল বাসেন। ভগবান আবার বলিতেছেন, "হরিদাস, তোমার দৈন্যে আমি বড় দুঃখ পাই। তুমি এস, এসে আমাকে দর্শন কর।" তখন হরিদাসকে সকলে ধরিয়া প্রভুর সম্মুখে লইয়া গেলেন।

হরিদাস যাইয়া শ্রীচরণ হইতে দূরে দীঘল হইয়া পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! বর মাগো।" হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি আমার গতি। তুমিই আমার দয়াল। আমা হেন পতিতকে দয়া কর। তুমি ভক্তবৎসল, কিন্তু আমি ভক্ত নহি। তুমি দীন দয়াল, কিন্তু আমি দীন নহি, অভিমানে আমার অন্তর পরিপূর্ণ। তবে তুমি অহেতুক দয়া করিয়া থাক, এখন তুমি সেই গুণে আমি যে বিষয় কুপে পড়িয়া আছি, তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

প্রভু বলিতেছেন, "আমি তোমার দৈন্যতায় তোমার নিকট চিরঋণী। এখন তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমুদায় দুঃখ মোচন করিব।"

হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু, যদি আমাকে আরো কৃপা করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই হউক। আমার বলিতে ভয় হয়। অভিমান যেন আমার হৃদয়ে স্থান না পায়। আমাকে দীন কর, তাহা হইলে তোমার কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইব। প্রভু! যদি তুমি আমাকে বর দিবে, তবে যেন আমার ভাগ্যে তোমার ভক্তের প্রসাদ মিলে।"

হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া সকলে "জয় হরিদাস" "জয় শচীনন্দন" বলিয়া উঠিলেন। এই জয় ধ্বনির হেতু একবার অনুভব করুন। মনে ভাবুন শ্রীভগবান সম্মুখে। তিনি বর দিবার নিমিত্ত বিনয় করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ লইতেছেন না। এরূপ যদি কেহ করেন তিনি আমাদের ন্যায় মনুষ্য নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ তাহাই করিতেছেন। পাঠক মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আপনার কত দূর বিশ্বাস জানি না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের তাঁহার প্রতি বিশ্বাস অটল। তাঁহারা ঠিক জানিতেছেন যে তাঁহারা যাহা বর মাগিবেন তাহাই পাইবেন। কিন্তু হরিদাস কিছু লইলেন না।

প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! তুমি যে বর মাগিলে এ তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। আমার ঠাকুরালী তোমাদের ন্যায় ভক্ত লইয়া। হরিদাস! যখন তোমাকে যবনেরা নির্দ্দয়তার সহিত প্রহার করে, তখন আমি অবশ্য নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি করিলাম না, না করিয়া অলক্ষিতে তোমাকে হৃদয়ে করিয়াছিলাম। সেই নিমিত্ত তুমি পরমানন্দে ছিলে, বেদনা পাও নাই। তবে আমি সেই দুরাত্মাগণকে বধ করিয়া কেন তোমাকে রক্ষা করি নাই, তাহার কারণ তুমি কি বুঝ নাই? এই যে সেই নিষ্ঠুরগণ তোমাকে যত প্রহার করিতেছিল, আর ততই তুমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে ডাকিতেছিলে, আমি যদি তাহাদিগকে বধ করিতাম, তবে এ কথাটি হইত না। এই কথাটি এখন জগতে রহিল। ইহাতে লোকে আমার ভক্তের মহিমা বুঝিতে পারিবে, আর জীবের মঙ্গল হইবে।"

এই কথা শুনিয়া হরিদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন, আর ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা বর মাগো।" শ্রীভগবান সম্মুখে, তাহাতে সকলে আপনাকে পূর্ণ ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের যে কিছু অভাব আছে ইহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না, তবে তাঁহাদের প্রিয় বস্তুর হিত কামনা করিয়া বর মাগিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "প্রভু আমার পিতা বড় কঠিন, তাহার হৃদয় দ্রব করাইয়া দিউন।" প্রভু বলিতেছেন, "তথাস্তু।" কেহ বলিতেছেন, "তাহার স্ত্রী নিতান্ত দুর্মুখী ও তাহার সংকীর্ত্তনের বিরোধী, তাহার চিত্ত ভাল করিয়া দিউন।" অমনি প্রভু বলিতেছেন, "তথাস্তু।"

সকলে এইরূপ আনন্দ সাগরে সন্তরণ দিতেছেন, কিন্তু এক জন পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। তিনি মুকুন্দ! মুকুন্দ নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয়, এবং নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয় গদাধর, তাঁহারও প্রিয়। মুকুন্দ সুগায়ক, এমন কি, নিমাই তাঁহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মুকুন্দ পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন কেন? ঘরে যাইতে পারেন নাই, যেহেতু প্রভু তাঁহাকে ডাকেন নাই। প্রভু পিঁড়া হইতে একে একে সকলকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছেন। বিনা অনুমতিতে কাহার যাইবার সাধ্য নাই। মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না, মুকুন্দ যাইতে পারিতেছেন না, দুঃখে পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। সকলে বুঝিলেন যে প্রভু ইচ্ছা করিয়া মুকুন্দকে দণ্ড দিতেছেন, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাস সাহস করিয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার মুকুন্দ পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন, একবার ডাকো, ডাকিয়া প্রসাদ কর।" শ্রীভগবান বলিতেছেন, "আমার মুকুন্দ? মুকুন্দ আমার, তোমাদিগকে কে বলিল?"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি অবিচার করিলে বিচার কে করিবে? মুকুন্দ তোমার না তবে কাহার? মুকুন্দের মত তোমার আর কটী আছে?"

প্রভু বলিলেন, "তোমরা জান না তাই ওরূপ বলিতেছ। সম্মুখে মুকুন্দ খুব ভাল। আবার যখন পণ্ডিতের দলে প্রবেশ করে, তখন পরম জ্ঞানী, ভক্তি ধর্ম্মকে ঘৃণা করে। অর্থাৎ ইহার চঞ্চল মতি, যখন যে দলে প্রবেশ করে তখন সেই মত কথা বলে। এরূপ লোকে আমার দর্শন পাইতে পারে না। তোমরা উহার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিও না।" মুকুন্দ সুগায়ক, সকলের প্রিয়। প্রভুর এরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া সকলে বিষন্ন হইলেন, আর কেহ কোন উত্তর দিতে সাহস পাইলেন না। মুকুন্দ

পিঁড়া হইতে সব শুনিতেছেন। তাঁহার কি দণ্ড তাহা শুনিলেন, কি অপরাধে দণ্ড হইল তাহাও শুনিলেন। তখন মুকুন্দ সেই বাহির হইতে চেঁচাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "ঠাকুর পণ্ডিত! আপনারা আমার নিমিত্ত প্রভুকে কিছু অনুরোধ করিবেন না, আমার যেরূপ অপরাধ তাহা অপেক্ষা অনেক লঘু দণ্ড হইয়াছে।" ইহা বলিয়া মুকুন্দ ভাবিতেছেন, "দণ্ড পাইলাম ভালই হইল। প্রভু, প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত দণ্ড করেন না।"

তবে এ দেহটী রাখা হইবে না। ইহা অপবিত্র দেহ, যেহেতু এ দেহ ভক্তি মানে নাই, না মানিয়া অতিশয় অপবিত্র হইয়াছে। কিন্তু দেহ ত্যাগ করার অগ্রে এই সময় একটা কথা জানিয়া যাই।" ইহা ভাবিয়া আবার শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "ঠাকুর পণ্ডিত! আপনারা আমার নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন না। কিন্তু প্রভুর নিকট আপনারা সকলে মিনতি করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি কোন কালে তাঁহার দর্শন পাইব?"

প্রভু এই কথা বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া শুনিতেছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার কমল নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি অবশ্য আমার দর্শন পাবে, কিন্তু সে এক কোটী জন্মের পরে।"

প্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়া মুকুন্দ আপনি আপনি বলিতেছেন, "দর্শন পাবোত? তা না হয় কোটী জন্ম পরে। পাবোত? তবে আর কি? পাবোত? প্রভুকে পাবোত, না হয় কিছুকাল পরে? কোটী জন্ম আর কটা দিন? প্রভুকে যখন পাব নিশ্চয় জানিলাম তখন কোটী জন্ম এক মুহূর্ত্ত বই নয়।" ইহা বলিয়া সেই সন্তপ্ত, রোরুদ্যমান, ধুলায় ধুসরিত মুকুন্দ গাত্রোত্থান করিয়া, "পাবো" "পাবো" বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তখন গৃহাভ্যন্তরে, বিষ্ণুখট্টায় উপবেশিত ভগবানের নয়ন দিয়া ধারা পড়িতে লাগিল।

বেগ সম্বরণ করিয়া, প্রভু মুকুন্দকে ডাকিতেছেন, "মুকুন্দ, ঘরে এসো।" কিন্তু তখন কে কার কথা শুনে। মুকুন্দ "পাবো" পাবো" বলিয়া অতুলানন্দে বিভোর, প্রভুর আহ্বান শুনিতে পাইলেন না। ভক্তগণ বাহিরে আসিয়া

মুকুন্দকে ধরিলেন, আর বলিলেন, "মুকুন্দ! শুন্‌ছ না? প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন, ঘরে চল।" মুকুন্দের অর্দ্ধ অচেতন অবস্থা। বলিতেছেন, "তোমরা শুনেছ ত? আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি কোটী জন্ম পরে প্রভুকে পাবো।"

শ্রীভগবান ঘর হইতে বলিতেছেন, "মুকুন্দ! তুমি ঘরে এসো। আমার কথা অব্যর্থ তাহা তুমি জান। জানিয়া কোটী জন্ম পরে আমাকে পাইবে শুনিয়া তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইল ভাবিতেছ। অতএব তোমা অপেক্ষা আমার নিজ জন ত্রিজগতে কে আছে? বস্তুত, আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতে-ছিলাম। কেবল পরিহাসও নয়, তুমি বস্তু কি, তাহা আমি ভক্তগণকে দেখাই-লাম। মুকুন্দ! তুমি যদি কোটী অপরাধ কর তবু কি আমি তোমাকে দণ্ড করিতে পারি? তুমি যেরূপ আমার, আমিও সেইরূপ তোমার। তুমি এখন গৃহাভ্যন্তরে আগমন কর, করিয়া আমার আনন্দের যে অভাব রহিয়াছে তাহা পূর্ণ কর।"

মুকুন্দকে সকলে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। তখন শ্রীভগবান সমস্ত ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া একেবারে মাধুর্য্য ভাব ধরিলেন। যতক্ষণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাব ছিল ততক্ষণ ভক্তগণ ভয়ে ভয়ে একটু দূরে ছিলেন। ভগবান মাধুর্য্য ভাব ধরিয়া ভক্তগণকে নিকটে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলে মিলিয়া তখন মধুর নৃত্য করিতে ও গীত গাইতে লাগিলেন। সকলে বুঝি-লেন তাঁহারা রাস মণ্ডলে শ্রীভগবানের সহিত বিহার করিতেছেন। পরে শ্রীভগবান ভক্তগণকে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। তাহার সুগন্ধে ভক্ত-গণ উন্মত্ত হইলেন। তখন কেহ শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়া স্পর্শ সুখ, কেহ তাঁহার বদন দর্শন করিয়া দর্শন সুখ, কেহ তাঁহার চরণ লেহন করিয়া আস্বাদ সুখ, অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও কাহাকে চুম্বন, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহার হস্ত ধরিয়া নৃত্য প্রভৃতি বিবিধ বিহার করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য চরিত কাব্যে :—

> আশ্লেষৈঃ কতিচ তথৈব কাংশ্চিদন্যা-
> নাচুম্বৈ স্তদনুচ চর্ব্বিতৈস্তথান্যান্।
> ইত্যেবং পরম কৃপানিধিঃ স্বতৃপ্তান্
> চক্রে সদ্বিলসিত লীলয়া মহত্যা ॥

এইরূপ মধুর ভজনে সকলে রজনী যাপন করিতেছেন, কিন্তু ক্রমে ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মনুষ্য বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না। যদি ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান হয়েন তবে এক মুহূর্ত্তও পারে না। যদি শ্রীভগবান ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মিশাইয়া প্রকাশিত হয়েন তবে কিয়ৎক্ষণ পারে। শুধু মাধুর্য্যময় ভগবান হয়েন তবে আরো অধিকক্ষণ পারে, কিন্তু পরিশেষে মনুষ্য দেহ কাতর হইয়া পড়ে। সাধন ভজনের ফল এই যে, ইহা দ্বারা মনুষ্যের ভগবৎসঙ্গ করিবার শক্তি ক্রমে বাড়িয়া যায়। সাত প্রহর কাল শ্রীভগবানের সঙ্গে বিহার করিয়া ভক্তগণ একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত দিন কাহারও আহার, নিদ্রা, কি আরাম মাত্র হয় নাই; যাঁহার নিদ্রা আসিতেছে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না; যিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন তিনি আরাম করিতে পারিতেছেন না। শ্রীভগবানকে রাখিয়া কে ঘুমাইবেন বা আরাম করিবেন? তখন সকলে ভাবিতেছেন যে, এই বস্তুটি আবার নিমাইপণ্ডিত হইলেই ভাল হইত। যদিও ভগবান মধুর ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তবুও তিনি ভগবান। সে ভাব, ভগবানের আলিঙ্গন পাইয়াও, তাঁহাদের মন হইতে একেবারে যাইতেছে না। তখন শ্রীঅদ্বৈত সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীভগবানকে ইহাই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন যে, "প্রভু আমরা ক্ষুদ্র কীট। তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না, তুমি আবার সম্পূর্ণরূপে নররূপ ধারণ কর।" যথা চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসের অনুবাদঃ—

অদ্বৈত বলেন শ্রীনিবাস আদি শুন।
প্রভুর ঈশ্বরাবেশ কিসে যায় পুনঃ॥
সবে বলে অদ্বৈত কহিলে সর্ব্বোত্তম।
ইহা হইতে নর লীলা সর্ব্ব মনোরম॥
সর্ব্বগণ বহুস্তব করি পুনর্ব্বার।
কহে প্রভু নিবেদন শুন মো সুবার॥
যদ্যাপিহ নিত্য ভগবত ভগবত্তা।
সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সর্ব্বথা॥

তথাপি যে দেহ শবে করহ স্বীকার।
তাহার স্বভাব তত্ত্ব করহ প্রচার॥
সংপ্রতিহ কৃপা করি সেইরূপ কর।
সানন্দ আবেশ প্রভু তুমি পরিহর॥

তখন শ্রীভগবান বলিলেন, "ভাল, শীঘ্র গমন করিতেছি।" ইহা বলিয়া নিমাই হুঙ্কার করিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন আস্তে ব্যস্তে সকলে নিমাইকে ধরিলেন। দেখেন নিমাই শুদ্ধ চেতনহারা হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার জীবনের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই। ডাকিলে উত্তর দান ত করিলেনই না, কিন্তু সকলে দেখিলেন যে তাঁহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখিলেন উহা কম্পিত হইল না। ভক্তগণ হস্ত পদ উঠাইয়া যেখানে যে অবস্থায় রাখিতে লাগিলেন উহা সেখানে থাকিতে লাগিল। এমন কি, নিমাইকে তখন ঠিক মৃত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

যথা চৈতন্য চরিত মহাকাব্যেঃ—

ভূয়োঽয়ং মৃদি চ বিলুঠ্য চত্বরান্তঃ
সংমূর্চ্ছন্নিব বিররাম রম্যমূর্ত্তিঃ।
চেষ্টাদ্যং ন কিমপি নোত্তরঞ্চ কিঞ্চি-
ন্নস্পন্দঃ শ্বসিত সমীরণশ্চ নৈব॥
চিক্ষেপ ক্ষিতিষু যথা ভুজৌ তথা তৌ
তাদৃক্ষাবিব কিল তস্থতুশ্চিরায়।
তস্থৌ শ্রীপদ যুগলং তথা যথা সৌ
চিক্ষেপ ক্ষণ মনু বিস্মৃতাঙ্গ চেষ্টঃ॥

দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিমাই এইরূপ মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিলেন কিছুতেই চেতন করাইতে পারিলেন না। নিমাইয়ের এরূপ ঘোর মূর্চ্ছা কখন কেহ পূর্ব্বে দেখেন নাই। শ্রীঅদ্বৈত মুখে জলের ছিটা দিয়া, নিমাইয়ের নাম ধরিয়া ডাকিয়া, ঘোর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিমাই যেমন তেমনি রহিলেন। প্রভাত হইল, নিমাই চেতন প্রাপ্ত হইলেন না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, নিমাই তদবস্থায়

রহিলেন। ভক্তগণ ভাবিয়াছিলেন যে এত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের পর একটু আরাম করিবেন, কিন্তু তাহা আর ঘটিল না। সকলে বিষণ্ণ ভাবে নিমাইকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ রোদন করিতেছেন না, সকলে এক প্রকার নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। যখন বহুক্ষণ নিমাই চেতন পাইলেন না, তখন তাঁহাদের মনে ভয় হইল যে হয় ত শ্রীনিমাই একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন, তিনি আর আসিবেন না। তখন তাঁহারা সকলে এই সংকল্প করিলেন যে প্রভু যদি সত্যই চলিয়া গিয়া থাকেন, আর না ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুগমন করিবেন। শচীদেবীকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পূর্ব্ব দিন যে কপাট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আর খোলা হয় নাই।

এইরূপে বেলা দ্বিপ্রহর হইল। তখন ভক্তগণ নিশ্চয় স্থির করিলেন, আজ প্রভু সত্যই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আর আসিবেন না। জ্যৈষ্ঠমাস, দুই প্রহর বেলা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাহারও ক্ষুৎপিপাসা নাই। সকলে মরিবেন এই সংকল্প করিয়া নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। কেবল একটি কারণে নিমাইকে লইয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন ইয়ের, যদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই, আর তিনি আড়াই প্রহর মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তবু তাঁহার সুন্দর বদনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য একবিন্দুও যায় নাই। তখন একজন মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "আমাদের কীর্ত্তনানন্দ প্রভুকে আমরা অনেক দিন কীর্ত্তন করিয়া চেতন করাইয়াছি, আজ একটু তাহাও করিয়া দেখা যাউক না কেন?" ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন। তখন মৃদুস্বরে প্রভুকে ঘিরিয়া জন কয়েক কুঞ্জভঙ্গের গীত গাইতে লাগিলেন। গীত গাইতেই তাঁহারা আপনারা একটু রস পাইলেন। তখন তৃতীয় প্রহর বেলা হইয়াছে। সকলে হঠাৎ দেখেন যে কীর্ত্তন শ্রবণে নিমাইয়ের অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে! এ সত্য না নয়নের ভ্রম, ইহা মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক পুলক দর্শন ও তর্ক করিতে লাগিলেন। পরে সে যে প্রকৃত পুলক, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। তখন সকলের একেবারে ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল এবং সকলে চীৎকার করিয়া "জয় জয়" করিয়া উঠিলেন। জয়ের উপরে জয়, গগন ভেদিয়া জয় জয়কার হইতে লাগিল।

কেহ গর্জ্জন, কেহ হুঙ্কার, কেহ নৃত্য, কেহ লম্ফ, অর্থাৎ যাহার যেরূপ ইচ্ছা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র শচীদেবীকে সংবাদ দাও। কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র মস্তকে জলের কলসী ঢাল। কেহ বলিতেছেন, ভাল করিয়া বাতাস দাও। কেহ শঙ্খ বাজাইতেছেন, কেহ কান্দিতেছেন, আর কেহ বা আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন।

এই কলরবের মধ্যে নিমাই চক্ষু মেলিলেন। চক্ষু মেলিয়া হাঁই তুলিতে লাগিলেন। তখন যেন সম্পূর্ণ চেতন হয় নাই। উঠিয়া বসিলেন, দেখেন আপনি ও [illegible] ধূলায় ধূসরিত, আর বহুতর বেলা হইয়াছে। নিমাই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্যাপার কি? কোথায় আমি? তোমরা বসিয়া কেন? যেন অধিক বেলা হইয়াছে?" ইহাই বলিয়া নিমাই জিজ্ঞাসু হইয়া সকলের পানে [illegible]তে লাগিলেন।

শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, "আর ফাঁকি দিতে পারিবে না, এইবার ধরা পড়িয়াছ।" নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, "সেকি? কিসের ফাঁকি? তোমার কথা আমি কিছু বুঝিতেছি না। তুমি কি আমোদ করিতেছ?" তখন শ্রীবাস সামলাইয়া বলিতেছেন, "তা নয়, তুমি কল্যাবধি অচেতন হইয়া পড়িয়া আছ। তাই তোমাকে লইয়া ঘিরিয়া বসিয়া আছি।"

এই কথা শুনিয়া নিমাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "এত ক্ষণ বিফলে আমার, ও আমার নিমিত্ত তোমাদের, সময় গিয়াছে, ও কষ্ট হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর।" নিতাই বলিলেন, "আর সে কথায় কায নাই, এখন ক্ষুধায় পিপাসায় মরি। চল, স্নানে যাই।"

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥
শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্লোক।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ী থাকিলেন। বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর, কিন্তু স্বভাব নিতান্ত বালকের ন্যায়। শ্রীবাসের ঘরণী মালিনীকে মা বলেন। শিশুকাল হইতে বিংশতি বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। এখন একেবারে মা ও বাড়ী পাইয়া মালিনীর কোলে শুইয়া পড়িলেন। আপনি ভাত মাখিয়া খাওয়া ছাড়িলেন। শুধু তাহা নয়। মালিনীর স্তন্য দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য, নিত্যানন্দ মুখ দিয়া সেই শুষ্ক স্তনে দুধ আনিয়াছিলেন। আহারাদির বিচার নাই, ক্ষুধার অভাব নাই। যখন ইচ্ছা তখনই আহার করেন। স্নানের সময় গঙ্গায় পড়েন, আর একবার গঙ্গার মধ্যে নাবিলে নিমাই ছাড়া, কাহার সাধ্য, তাঁহাকে উঠায়? নিতাই সাঁতরাইতেছেন, ভক্তগণ সকলেরই স্নান হইয়াছে, তাঁহার অপেক্ষায় তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। নিতাইকে ডাকিতেছেন, "শ্রীপাদ! উঠ, বেলা হইল, আর কতক্ষণ জলে থাকিবে?" নিত্যানন্দের কিছুই খবর নাই। তখন সকলে নিমাইকে বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি এক বার ডাক।" নিমাই ডাকিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ।" আর যেরূপে গাভী হাম্বা রব করিলে বৎস দৌড়াইয়া আইসে, নিতাই অমনি উর্দ্ধশ্বাসে তীরে উঠিলেন।

নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিভোর। ইহাতে শচী বড় দুঃখ পান। তাঁহার ইচ্ছা পুত্র সংসারী হউক, তিনি নদিয়ায় আনন্দে বসতি করুন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই একটু আমোদ আহ্লাদ করেন, শচীর এ নিতান্ত মনের সাধ। নিমাই তা জানেন। এই নিমিত্ত মায়ের

সন্তোষের নিমিত্ত কখন কখন শ্রীমতীকে লইয়া রজনীতে; এবং কখন দিবা ভাগেও বটে, কিয়ৎকাল আনন্দ বিহার করেন। যথা চৈতন্য ভাগবতেঃ—

মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥

এক দিন নিমাই দিবাভাগে বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নিতাই আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া পরিধান কৌপীন বস্ত্র খানি খুলিলেন, খুলিয়া মস্তকে বান্ধিলেন। মস্তকে বান্ধিয়া যোড়ে যোড়ে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীমতী লজ্জা পাইয়া এক দিকে পলাইলেন। নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন। প্রথমে চঞ্চলকে ধরিতে পারেন না, পরে ধরিয়া দেখেন, বদনে আনন্দ ধারা বহিতেছে, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই তাঁহাকে বস্ত্র পরাইলেন। এমন সময় ভক্তগণ একে একে আইলেন। নিমাই, নিতাইকে লইয়া ভক্তগণের মাঝে বসিলেন। নিতাইয়ের পা ধুয়াইলেন, ও সকল ভক্তগণকে ঐ পাদোদক পান করিতে দিলেন। বলিলেন, "এই নিতাইয়ের পাদোদক, ইহা পান কর, এখনি কৃষ্ণপ্রেম হইবে।" পরে নিতাইয়ের এক খানা কৌপীন আনাইলেন, এবং উহা চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলকে মস্তকে বান্ধিতে দিলেন।

আর একটি ঘটনায় নিতাই তাঁহার চাঞ্চল্য পরিবর্দ্ধন করিবার বড় অবকাশ পাইয়াছিলেন। তখন পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের মধ্যে নিমাইয়ের বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। এই সমুদায় ভক্তগণের সঙ্গ গুণে আবার অনেকে পবিত্র হইয়া ভক্তিলাভ করিতেছেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল বাড়িতেছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ব্যতীত, অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের পদতলে দলিত হইতেছিলেন। নবশাক ও স্ত্রীলোকের, ব্রাহ্মণগণের সেবা ব্যতীত আর কোন কর্ম্ম আছে, ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণ, "যে ভক্ত সেই ব্রাহ্মণ," এইরূপ মত প্রকারান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবন, তাঁহাকে ভক্তগণ প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণের এইরূপ ব্যবহারে নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অতিশয় আশাসিত হইয়া পালে পালে সেই ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে লাগিলেন। প্রকৃত

কথা, শ্রীভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কথা তখন সর্ব্বত্র প্রচার হইতেছে। কেহ এ জনরব বিশ্বাস করিতেছেন, কেহ করিতেছেন না। তবুও দেশ বিদেশ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে বহু লোক আসিতেছে। একটি গীত শ্রবণ করুন, যথাঃ—

"নদের চাঁদের উদয় হয়েছে।
পাপী তাপী; অন্ধ অতুর, সারি সারি আসিছে ॥"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীর পার্শ্বে সারাদিন কলরব। কেহ দেহ রোগে, কেহ ভব রোগে প্রপীড়িত হইয়া আরোগ্যের নিমিত্ত প্রভুর বাড়ি আসিতেছে। এইরূপে জনাকীর্ণ শ্রীনবদ্বীপ আরো লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

এ দিকে নবদ্বীপ ভক্তি ও প্রেমরসে টলমল করিতেছে। শ্রীবাসের বাড়িতে এক জন যবন দরজী, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া, "দেখেছি দেখেছি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, ও সাত দিবস পর্য্যন্ত পাগলের মত নগর ভ্রমণ করিয়া সে পরিশেষে চেতন প্রাপ্ত হইল। তখন সে শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইয়া, উদাসীন ব্রত লইল। আর তখন যেন কি একটা তরঙ্গ আসিয়া সকলকে বিগলিত করিতে লাগিল। নানা জনে নানা স্থানে বৈভব দর্শন করিয়া প্রেমে উন্মাদ হইতে লাগিলেন। নানা স্থানে "কোলের ছেলে বাহু তুলে" হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। ঘোর পাষণ্ডও ভক্ত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কি স্ত্রীলোকে লজ্জাহীন হইয়া রাজপথে নাচিতে লাগিলেন।

পদকর্ত্তা বাসুঘোষের নিম্ন লিখিত পদটিতে তখনকার অবস্থার কতক আভাষ পাওয়া যায় :—

অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈল্য ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥
চাঁদ নাচে সূরয নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা।
নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেম মাতোয়ারা ॥
জড় অন্ধ অতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসুঘোষ কহে মুই হইনু বঞ্চিত ॥

প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। যাঁহারা দর্শন করিতে আসিতেছেন, তাঁহারা দধি, দুগ্ধ, প্রভৃতি উপহার লইয়া আসিতেছেন। স্ত্রীলোকে গৌরাঙ্গকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিতেছেন। আর তাঁহাকে শ্রীভগবান ভাবিয়া মনে মনে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহারা নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া, প্রভুর নিকট পাঠাইতেছেন। সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গকে "নদের চাঁদ" কি "সোণার মানুষ" প্রভৃতি সুমধুর নাম দিতেছেন। সেই সময়কার শ্রীনিমাইয়ের ও নদিয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঠাকুর লোচন এই পদ প্রস্তুত করেন:—

অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী,
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমা চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে নব প্রেমের আরম্ভ॥
আনন্দ নদিয়া পুরে, টলমল প্রেমভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে,
চমকিত অমর সমাজে॥
কি দিব উপমা তার, করুণা বিগ্রহ সার,
হেন রূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমময় নদিয়ার লোক, নাহি জানে দুঃখ শোক,
আনন্দে লোচন দাস গায়॥

এইরূপ যখন নদিয়ার অবস্থা, তখন নিমাই ভক্ত দ্বারা নবদ্বীপ নগরে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই হরিনাম বিলাইবার নিমিত্ত শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ বিশেষরূপে আদিষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমরা এই নবদ্বীপে কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি সাধু কি অসাধু, কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, সকলকেই শ্রীহরিনাম দিয়া উদ্ধার কর।" ইহাঁরা দুই জনেই এই কার্য্যে সম্যকরূপে পারদর্শী, যেহেতু পরম করুণ ও শক্তি সঞ্চার সক্ষম। এই এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ, উভয়েই সন্ন্যাসী ও বিদেশী। নবদ্বীপে নিগম মত হরিনাম বিতরণ, এই প্রথম আরম্ভ হইল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ

প্রভাতে নাম বিলাইতে নবদ্বীপ নগরে কোন গৃহস্থের বাড়ি গিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্থ তেজস্কর সন্ন্যাসী দেখিয়া তটস্থ হইয়া চাউল ভিক্ষা দিতে আসিলেন। তখন হরিদাস ও নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা কৃষ্ণ বল ও কৃষ্ণ ভজ এই আমাদের ভিক্ষা।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভিক্ষা না লইয়া অন্য বাড়ি চলিয়া গেলেন। এইরূপে নগরে নগরে ও প্রতি ঘরে ঘরে তাঁহারা দু জনে নাম দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আবার কোথাও ২ এ কথাও বলেন যে, সেই কৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া স্বয়ং শ্রীশচীর উদরে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের আকার, বেশ, আর্ত্তি দেখিয়া কেহ বা মুগ্ধ হইতেন, কেহ বা মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রূপ করিত। এইরূপ তাঁহারা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন।

হরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল। কৌতুকপ্রিয় ও চপলের সহিত নাম বিতরণ করিতে গিয়া হরিদাসের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রথমতঃ নগর ভ্রমণ করিতে গঙ্গাতীরাভিমুখে গেলেই নিত্যানন্দের একটু সন্তরণ দিতে হইবে। আর নিত্যানন্দ যদি একবার গঙ্গায় অবতরণ করিলেন, তবে যে তিনি কখন উঠিবেন, ও কোথা, কোন্ ঘাটে, এপারে কি ওপারে, তাহার কিছু মাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন্দ কুমীরের ন্যায় নদীতে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, আর হরিদাস তীরে হইতে "শ্রীপাদ উঠ" "শ্রীপাদ উঠ" বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু শ্রীপাদ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের গ্রীষ্মে পরম সুখে গঙ্গায় ভাসিতেছেন, তিনি উঠিবেন কেন? শ্রীনিত্যানন্দের ক্ষুধার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পথে যদি দুধওয়ালা গাভী দেখিলেন, তবে কোটির ডোর খুলিয়া তাহার দুই পা ছাঁদিয়া তাহার দুগ্ধপান করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার গাভি সে কখন কখন নিত্যানন্দকে ধরিত, কিন্তু সে নিত্যানন্দের কি করিবে? কেহ বা হাসিয়া উঠিত, কেহ বা ধমকও দিত, কিন্তু নিত্যানন্দের কাছে হাসি ও ধমক দুই সমান। চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ পথে একটি শিশু সন্তান দেখিলেন, তখন চোক পাকাইয়া, মুখ ব্যাদন করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। শিশু, মা কি বাবা, বলিয়া কান্দিতে লাগিল। শিশুর আত্মীয় যে নিকটে ছিল দৌড়িয়া আইল, তখন হরিদাস তাহাকে

বুঝাইয়া পড়াইয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন। কখন বা নিত্যানন্দ ষাঁড় দেখিয়া, এক লাফে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। ষাঁড় লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কখন তাঁহাকে ফেলিয়া দিল, কখন বা তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া দৌড়িল। যদি ষাঁড়ের উপর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন, তবে "আমি মহেশ" এই বলিতে বলিতে চলিলেন। পথের লোক দেখিয়া অবাক!

সেই সময় ব্রাহ্মণ কুমার, জগাই ও মাধাই নামে ভ্রাতৃদ্বয় নদীয়া নগরের কর্ত্তা ছিল। ইহারা অর্থ দিয়া কাজীকে বশ করিয়া নদীয়ায় যথেচ্ছাচার করিত। ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না, এবং ইহারা মদ্য পান ও কথায় কথায় মনুষ্য বধ ও লোকের বাড়ী লুঠ পাট করিত। দুই ভাইয়ের অধীনে বহুতর অস্ত্রধারী সৈন্য থাকায়, তাহাদের সহিত কেহ বলে পারিয়া উঠিত না। বিশেষতঃ নদেবাসীগণ বিদ্যাচর্চ্চায় ব্যস্ত, তাঁহারা সেই রসেই নিমগ্ন হইয়া সমুদায় সহিয়া থাকিতেন।

এক দিন নিতাই, হরিদাসকে বলিলেন, "চল দুই জনে যাই, যাইয়া দুটো ভাইকে প্রভুর আজ্ঞা বলি। তারা শুনে ভাল, না শুনে আমাদের কি দায়? আমরা আজ্ঞা পালন করি বই ত নয়।" উভয়ে এই পরামর্শ করিয়া একেবারে দুই ভাইয়ের আগে যাইয়া উপস্থিত। দুই ভাই মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া বসিয়া আছে, নিতাই যাইয়া বলিলেন, "ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, এই আমাদের ভিক্ষা।" এই কথা শুনিয়াই দুই ভাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! প্রাণে ভয় নাই? আমাদের কাছে এত বড় কথা? ধর ত এই ভণ্ড বেটাদের?" ইহাই বলিয়া আপনারাই ধাইল, আর নিতাই ও হরিদাস উর্দ্ধশ্বাসে পলাইলেন। হরিদাস স্থূলকায় দৌড়িতে পারেন না, নিতাই চঞ্চল তাহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। দুই ভাই মদ্য পানে উন্মত্ত বলিয়া দৌড়িতে পারিল না। কিন্তু নাগরীয়া অনেকে এই ঘটনায় বড় হাস্য করিল, আর বলিতে লাগিল ভণ্ড বেটাদের খুব হইয়াছে।

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়িয়া প্রভুর নিকট আসিতেছেন, পথে হরিদাস নিতাইকে বলিতেছেনঃ—

"শ্রীপাদ, তুমি বড় চঞ্চল।"

নিতাই বলিতেছেন, "কেন, আমার অপরাধ?"

হরিদাস। এরূপ মদ্যপের কাছে তোমার যাওয়া কি প্রয়োজন ছিল?

নিতাই। আমি গেলাম? তুমিইত কুপরামর্শ দিয়া আমাকে ভুলায়ে, আমাকে দিয়া বলাইয়া, শেষে আমাকে ডাকাতদের হাতে ফেলিয়া পালাও। তুমি ত খুব সাধু?

হরিদাস। আমি তোমাকে ভুলালেম? তুমি না বলিলে এ বেটাদের অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়।

নিতাই। সেকি অন্যায় বলেছি? করি কি? তোমার ঠাকুর চঞ্চল, কাযেই তাঁর বাতাস লাগিয়া আমিও চঞ্চল হইয়াছি। শুন হরিদাস, প্রভু তোমার কথা বড় শুনেন। তুমি যেয়ে একেবারে ঠাকুরের পা ধরিয়া পড়িবে, আর বলিবে যে এই দুটোকে উদ্ধার করিতে হইবে। প্রভু তোমার কথা ফেলিবেন না।

হরিদাস। বুঝিলাম এ দুইটি জীব উদ্ধার হইল। যখন তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আর উহাদের উদ্ধার কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

এইরূপে আমোদ ও কথায় কথায় প্রভুর নিকট আসিয়া নিতাই তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় কাহিনী বলিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "আর তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমরা যাবো না। সাধুকে কৃষ্ণনাম সকলেই লওয়াইতে পারে। জগাই মাধাইকে কৃষ্ণনাম লওয়াতে পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি এই দুই ভাইকে উদ্ধার কর, আর জগতে তোমার দয়ার পরিচয় দেও। আমি যেখানে যাই কেবল গালি খাই। লোকে কেবল দূব দূব করিয়া তাড়াইয়া আসে। তুমি ঘরে বসিয়া খিল দিয়া যাহা কর তাহাতে বাইরের লোকের কি? তোমার কায কিছু দেখাইতে পারি না, কাযেই লোকে অনায়াসে ঠাট্টা করে, আর আমরা ঘাড় হেট করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করি।" প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন অবশ্যই তাহারা উদ্ধার হইবে।" ইহাতে ভক্তগণ সকলে নিশ্চিত বুঝিলেন যে জগাই মাধাই উদ্ধার হইল। ইহাই ভাবিয়া সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

জগাই মাধাইয়ের বাড়ী গঙ্গাতীরে, কিন্তু শিবির সন্নিবেশিত করিয়া, নগরের স্থানে স্থানে বাস করিত। এইরূপে উপরিউক্ত ঘটনার অনতি-বিলম্বেই শ্রীনিমাইয়ের বাটি যে পাড়ায় সেইখানে তাহারা শিবির স্থাপন করিল; ইহাতে কাযেই পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত হইলেন।

সন্ধ্যা হইলে দশজন পাঁচজন একত্র না হইয়া এ বাটী হইতে ও, বাটী যাইতে কাহার সাহস হয় না। শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তন হইতেছে, সেই শব্দ শুনিয়া জগাই মাধাই উহা দেখিতে আইল। দুই ভাই মদ্য পানে উন্মত্ত, দ্বারে কপাট বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। বাহিরে থাকিয়া মদ্যের আনন্দ, অভ্যন্তরের কীর্ত্তনে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে, দুই ভাই নৃত্য করিতে লাগিল, ও এইরূপে নৃত্য করিয়া সমস্ত নিশি যাপন করিল। প্রভাতে ভক্তগণ কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন, দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে সম্মুখে জগাই মাধাই! ভক্তগণ বিভীষিকা দর্শন করিয়া শশঙ্কিত হইলেন। শ্রীনিমাই এক পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দুই ভাই তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল, "নিমাইপণ্ডিত! এ তোমার কিসের সম্প্রদায়? এ কি তোমার মঙ্গল চণ্ডীর গীত? আমরা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমাদের ওখানে তোমার এক দিন যাইয়া গান গাইতে হইবে।" কিন্তু শ্রীনিমাই পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তগণ এ কথার উত্তর না দিয়া "ধরিল ধরিল," এই ভয়ে গঙ্গাস্নানে দ্রুত গতিতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণে বলিয়া থাকেন যে, যে তাঁহাকে ডাকে তিনি তাহার বাটীতে যাইয়া থাকেন। জগাই মাধাই প্রভুকে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিয়াছিল। প্রকৃতই নিমাইপণ্ডিত জগাই মাধাইয়ের বাড়ীতে গীত গাইতে চলিলেন। সে কিরূপে বলিতেছি।

অপরাহ্ণে ভক্তগণ প্রভুর নিকট বলিলেন যে, জগাই মাধাইয়ের ভয়ে তাঁহারা সকলে অস্থির। সেই সুযোগ পাইয়া নিতাই বলিলেন যে, তাঁহারও সঙ্কল্প এই যে জগাই মাধাই উদ্ধার না হইলে আর তিনি নগরে হরিনাম প্রচার করিতে যাইবেন না। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, সাধু সকল লোকেই তরাইতে পারে। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও কাঙ্গাল যে জগাই

মাধাই তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নামের সফলতা কর। আর আমরাও তোমার সেই কার্য্য নদিয়াবাসীগণকে দেখাইয়া গৌরব করি, ও নাম প্রচার করি।"

অর্থাৎ নিতাই সকল ভক্তগণকে আপনার মতে আনিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর কাছে, জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত, দরবার করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভক্তগণ যে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন তাহা প্রভু বুঝিলেন। পরে বলিতেছেন, "তোমরা সকলে যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন তাহাদের উদ্ধার হইতে আর বিলম্ব নাই। আমার তাহাদের পাপের কথা মনে পড়িলে অন্তর সুখাইয়া যায়। তাহাদের পরকালে কত দুঃখ হইবে মনে করিলে হৃদয় চমকিয়া উঠে। এরূপ কঠিন রোগের একমাত্র ঔষধ হরিনাম। অতএব, যথা চৈতন্য মঙ্গলেঃ—

আনহ যেখানে যেই আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্ত্তন॥"

প্রভু আবার বলিতেছেন, "সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া আন, সকলে একত্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া তাহাদিগকে হরিনাম দিব। দিয়া অদ্য জগতে হরিনামের শক্তি দেখাইব।" এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর বাড়ীতে বহুতর ভক্ত উপস্থিত হইলেন। সকল ভক্তগণ নগর-কীর্ত্তনে প্রস্তুত হইলেন। এই তাঁহাদের প্রথম নগর-কীর্ত্তন, তাঁহাদের কীর্ত্তন পূর্ব্বে বহিরঙ্গ লোকে কেহ কখন দেখে নাই। কেহ খোল, কেহ করতাল, কেহ শঙ্খ, কেহ ভেরী, লইলেন। সকলে পায়ে নুপুর পরিলেন। বিকাল বেলা, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতি সকলে প্রভুর বাড়ীর কপাট খুলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন, যথা চৈতন্য মঙ্গলেঃ—

করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোল।
চারি দিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোল॥
সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই॥

নদিয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়।
নিজ মদে মত্ত নিদ্রা যায় দুই ভাই ॥
আনন্দেতে, ডগ মগ শ্রীশচী নন্দন।
আরম্ভিল মহাপ্রভু মধুর নর্ত্তন ॥

এই সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে মুরারী গুপ্ত ছিলেন। অতএব তাঁহার সমুদায় স্বচক্ষে দর্শন। তাঁহার কড়্চার অনুবাদ চৈতন্য মঙ্গল। সুতরাং এই জগাই মাধাই উদ্ধার কাহিনী চৈতন্য মঙ্গল হইতে লওয়া হইল, আর এই কাহিনীতে যে পদ গুলি উদ্ধৃত হইবে তাহা সমুদায় এই গ্রন্থ হইতে। গৌরাঙ্গ কিরূপে যাইতেছেন, এখন শ্রবণ করুন ঃ—

গৌরাঙ্গসুন্দর যায় নাচিয়া নাচিয়া।
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়া ঢলিয়া ॥
চরণেতে বাজে নুপুর রুণু ঝুণু বোলে।
মালতীর মালা বিনোদিয়া গলে দোলে ॥
হেলিয়া দুলিয়া গোরা নাচে রঙ্গে ঢঙ্গে।
গলিয়া গলিয়া পড়ে গদাধরের অঙ্গে ॥
ধীরে ধীরে নাচে গোরা কোটি দোলাইয়া।
অনিমিষে সঙ্গীগণ দেখে তাকাইয়া ॥
প্রেমে পুলকিত তনু মাতি মাতি চলে।
ভাব ভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে ॥
বাহুর হেলন কিবা ভালি গোরা রায়।
প্রতি অঙ্গের চালনে অমিয়া খসয় ॥

শ্রীনিতাই সবার আগে। নিতাই সবার আগে কেন? নিতাই জগাই মাধাইয়ের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার কেন এরূপ দশা হইল তাহা লোচন দাস ঠাকুর এইরূপে বলিতেছেনঃ—

দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুঃখ জানে।
অবশ হইয়া পড়ে দীন দরশনে ॥

অতএব জগাই মাধাইয়ের দুঃখে নিতাইয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায়, তিনি তাঁহার ছোট ভাই নিমাইকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য করিয়া, কোমর বান্ধিয়া দুই ভাইকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন! নিতাইয়ের গৌরব ও আনন্দের সীমা নাই, কাযেই নিতাই সকলের আগে। নিতাই আগে কিরূপে চলিতেছেন?

একেত দয়াল নিতাই আনন্দের পারা।
প্রেমে গদ গদ তনু ঢলি পড়ে ধরা॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিনী কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার॥
ডগ মগ লোচন ঘুরায় নিরন্তর।
সোণার কমলে যেন ফিরিছে ভ্রমর॥
ক্ষণে "গো" "গো" করে গোরা বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেতে সাঁতারে॥
সকরুণ দিঠে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ পানে।
বলে উদ্ধারহ ভাই যত দীন জনে॥

জগাই মাধাই সারা নিশি মদ্যপান করিয়া অচেতন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। বিকাল হইয়াছে, তবু উঠে নাই। কীর্ত্তনের রোল শুনিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন বিরক্ত হইয়া প্রহরীকে বলিতেছে, "তুই যা, যাহারা গণ্ডগোল করিতেছে তাহাদের নিবারণ কর্, আমাদের আর যেন নিদ্রা ভঙ্গ না হয়।" প্রহরী যাইয়া এই কথা কীর্ত্তনোন্মত্ত ভক্তগণকে বলিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা নিরস্ত না হইয়া আরও অতি উচ্চৈস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে লোক ফিরিয়া যাইয়া জগাই মাধাইকে বলিল যে, নিমাইপণ্ডিত কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের নিষেধ করায় তাঁহারা শুনিলেন না।

জগাই মাধাইয়ের তখন মদের উন্মত্ততা ছিল না। প্রহরীর মুখে এই কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল। এলো থেলো হইয়া শুইয়া ছিল, অমনি :—

পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন।
টল মল করি ধায় ক্রোধে অচেতন॥
রাঙ্গা দুনয়ন করি বলে ক্রোধ ভরে।
নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া নগরে॥

ইহাই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে কীর্ত্তনের দিকে আসিতে লাগিল, কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়া ভয়ও পাইলেন না, নিরস্তও হইলেন না, বরং অধিক উৎসাহের সহিত নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলেন।

তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যবে দুই ভাই চলে।
বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে॥
দ্বিগুণ করিয়া আরো বাড়য়ে উল্লাসে।
হরি হরি বোল ধ্বনি গগণ পরশে॥

কিন্তু জগাই মাধাইয়ের ইহাতে মন কোমল হইল না, বরং ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সাজিয়া গুজিয়া বাড়ীর উপর জোর করিয়া উদ্ধার করিতে আসিলে সহজ মানুষেরই রাগ হয়, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় লোকের ত হইবারই কথা। বিশেষতঃ জগাই মাধাইয়ের হরিনামের উপর বড় রাগ।

হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নারে।
বেগেতে ধায়য়ে তারা ভক্ত মারিবারে॥

নিতাই সকলের আগে, কাজেই জগাই মাধাইয়ের সম্মুখে সর্ব্বাগ্রে পড়িলেন। তাহাদের ঐ ভাবে ও ক্রোধে অচেতন হইয়া আসিতে দেখিয়া, নিতাইয়ের ভয় কি ক্রোধ হইল না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া তাহাদের পানে চাহিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দীন দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দুহা পানে চায়॥

দুই ভাই দেখিলেন যে সেই তাহাদের পরিচিত সন্ন্যাসী তাহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহাদের মন নরম হইল না, বরং ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল।

সে করুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
ক্রোধ ভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াইল॥

নিতাই দুই ভাইকে সম্মুখে দেখিয়া, আর মাধাই অপেক্ষা জগাই একটু ভাল জানিয়া, কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে বলিলেন, "জগাই, হরি বল, বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও।"

নিতাই যখন গদ গদ হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই কথা বলিলেন, তখন সে কথা জগাইয়ের হৃদয় কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিল, ও সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

জগাইর মন অমনি দরবিয়া গেল।
স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়ায়ে রহিল॥

কিন্তু মাধাইয়ের হৃদয় জগাইয়ের অপেক্ষা শতগুণে কঠিন। মাধাইয়ের মন ভিজিল না, তাহার আরো ক্রোধ বাড়িয়া গেল। তখন ক্রোধে আর কিছু না পাইয়া সম্মুখে এক খানা কলসী খণ্ড ছিল, তাহা ধরিয়া নিত্যানন্দের মস্তক লক্ষ করিয়া অতি জোরে নিক্ষেপ করিল। নিত্যানন্দের মস্তকে উহা অতি বেগে লাগিল।

কলসীর কানা সে ফেলিয়া মারে কোপে।
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥

নিত্যানন্দের মস্তকে কলসীর কানা অতি জোরে লাগিল, ও তীরের ন্যায় রক্ত ছুটিল। তখন নিতাই কি করিলেন?

ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
"গৌর" বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে॥

কেন নিতাই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন? তাহার কারণ, নিতাই তখন ভাবিলেন যে এ দুয়ের আর ভাবনা নাই, ইহারা নিশ্চিন্তই উদ্ধার হইল। এই আনন্দে "গৌর গৌর" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাধাই ক্রোধে অন্ধ, একবার মারিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না, আবার আর এক খণ্ড কলসী লইয়া মারিতে উঠিল। অমনি জগাই হাত ধরিয়া বলিল, "কর কি? বিদেশী ও সন্ন্যাসীকে মারিয়া তোমার পৌরুষ কি? আর তোমার ভালই বা কি হবে?"

নিতাই তখন নাচিতে নাচিতে দুই ভাইকে বলিতেছেনঃ—

মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥

শ্রীনিমাই পশ্চাতে থাকিয়া সব দেখিতেছেন, ত্রিজগতকে দেখাইতেছেন। পরে তিনি ধাইয়া আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন :—

নিতাইর অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে॥
প্রেম ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥
তবে মাধাই সম্বোধিয়া বলেন কাতরে।
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে?

ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধপূর্ণ নয়নে সেই দুই ভাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "হারে পাপাত্মাগণ! পাপ করিয়া তোদের পাপ পিপাসার শান্তি হইল না, পাপ করিয়া তোদের শ্রান্তি ইচ্ছা হইল না? চির জীবন ঘোর পাপে রত থাকিয়া, অদ্য শ্রীনিত্যানন্দকে আহত করিয়া, তোদের পাপ ব্রতের কি প্রতিষ্ঠা করিলি?" জগাই মাধাই কখনো কাহারও নিকট মস্তক নত করে নাই। তাহারা তখন তাহাদের নিজ বাড়ীতে, তাহাদের নিজের অস্ত্রধারী লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুই ভাই মনে করিলেই তখন ভক্তগণকে কটাক্ষে বধ করিতে পারে। তাহারা নদীয়ার রাজা, অথচ নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে শাসন বাক্য বলিতেছেন, ইহা দুই ভাই কেন সহ্য করিতেছে? তাহার কারণ বলিতেছি। নিমাইকে দেখিয়াই মাধাই জড়ীভূত হইয়া পড়িল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ক্ষমতা মাত্র থাকিল না। প্রভু আবার বলিতেছেন, "হারে পাপাত্মাগণ! নিত্যানন্দ তোদের কি ক্ষতি করিয়াছিলেন যে তোরা তাঁহাকে মারিলি? বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিতে তোদের একটু দয়া হইল না? তোদের যদি মারিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমাকে মারিলি না কেন? তোদের ও ভুবনের

পরম বন্ধু, অক্রোধ ও অভিমানশূন্য নিত্যানন্দকে আহত করিয়া অদ্য তোরা তোদের পাপের ঘট পূর্ণ করিলি। এখন তোদের দণ্ড গ্রহণ কর্।”

যেমন নরহত্যাকারী ব্যক্তি, বিচারকের সম্মুখে থাকিয়া, তাঁহার মুখ পানে তাকাইয়া কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ তাহারা, তাহাদের উপর কি দণ্ড হয়, ইহা ভাবিয়া প্রভুর বদন পানে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কারণ তাহারা যে অপরাধী ও দণ্ডার্হ, ও প্রভু যে তাহাদিগকে দণ্ড করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাস তখন তাহাদের অটলরূপে অধিকার করিয়াছে। তখন প্রভু উচ্চৈঃস্বরে “চক্র” “চক্র” বলিয়া ডাকিলেন। যখন নিমাই উচ্চৈঃস্বরে “চক্র চক্র” বলিয়া আহ্বান করিলেন তখন সকলে স্তম্ভিত হইলেন। মুরারি গুপ্তের শরীরে শ্রীহনুমান প্রকাশ হইতেন। হনুমান তখন মুরারির দেহে প্রবেশ করিয়া গর্জন করিতে করিতে বলিতেছেন, “প্রভু! সুদর্শনকে কেন স্মরণ করিতেছেন? আমাকে অনুমতি দেন। আমি ও দুবেটাকে যমঘর পাঠাইয়া দিই।”

যখন নিমাই “চক্র” বলিয়া ডাকিলেন, তখন নিতাই সচকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যখন মুরারি, প্রভুর নিকট দুই ভাইকে বধ করিতে অনুমতি চাহিলেন, তখন নিতাই আপনার মাথার বেদনা ভুলিয়া গিয়া, মুরারির দুটী হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, “ভাই, ক্ষমা দে।” ইহা বলিয়া নিতাই পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন যে সুদর্শন চক্র অগ্নির আকার ধারণ করিয়া জগাই মাধাইয়ের দিকে আসিতেছে। তখন নিতাই ব্যস্ত হইয়া সুদর্শন চক্রকে করযোড়ে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “সুদর্শন, ক্ষমা দাও। তুমি দুই ভাইকে মারিও না। আমি প্রভুর চরণ ধরিয়া, এই দুই ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা লইতেছি।” ইহা বলিয়া নিতাই ব্যস্ত হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। বলিতেছেন, “প্রভু! কর কি? সব ভুলে গেলে? তোমার এবার তো কাহাকে দণ্ড করিবার অধিকার নাই। তুমি না বলেছিলে এই অবতারে আর চক্র ধরিবে না, এবার ভক্তি ও কারুণ্য রসে ডুবাইয়া মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে? যে দুষ্ট তাহাকে যদি বধ কর, তবে উদ্ধার কাহাকে করিবে?”

নিত্যানন্দ এইরূপ বলিতেছেন, আর জগাই, মাধাই, ভক্ত এবং উপস্থিত বহু নাগরিয়াগণ, (যাঁহারা এই গোল দেখিয়া সেখানে আসিয়াছেন,) নিশ্চল হইয়া সমস্ত ঘটনা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন।

নিতাই জগাই মাধাইকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এই দুইটি প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি এই দুইটি জীব লইয়া তোমার দীনবন্ধু ও পতিত পাবন প্রভৃতি নামের গরিমা রক্ষা করিব।" কিন্তু নিতাইয়ের অনুনয় বিনয়ে প্রভু কোমল হইতেছেন না। নিতাই প্রভুকে কঠিন দেখিয়া আবার বলিতেছেন, "প্রভু! আমার কপালে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, আর উহা দৈবাৎ লাগিয়াছিল, জগাই ও মাধাইয়ের আমাকে ভয় দেখান ব্যতীত মারিবার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রভু! আমি স্বরূপ বলিতেছি আমি এক বিন্দুও ব্যথা পাই নাই। প্রভু, মায়া ছাড়। তুমি এখন যাহা করিতেছ, সমুদায়ের উদ্দেশ্য আমার গৌরব বৃদ্ধি ও মান রক্ষা করা। আমার মান ছারে খারে যাউক, তোমার অভয় পদে এই দুটী মহা দুঃখী জীবকে স্থান দাও।"

এ স্থানে চৈতন্য মঙ্গল গীত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি, যথাঃ—

সুদর্শন বলি প্রভু স্মরে বারে বার।
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত ছাড়য়ে হুঙ্কার॥
মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা পাই এ দুই পাঠাই যম ঘর॥
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাত।
হেনকালে সুদর্শন আইল সাক্ষাত॥
সুদর্শন চক্র অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই মাধাই প্রতি চলিল কুপিয়া॥
দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়।
না মারিহ বলি সুদর্শনকে রহায়॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রভুর চরণে।
এ দুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে॥
আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার।
স শরীরে এ দুইয়ে করহ নিস্তার॥

কর যোড়ি প্রভুরে বলয়ে নিত্যানন্দ।
না হল নিস্তার কলি অধম দুরন্ত॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
কৃপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার?
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে কলি জীবের উদ্ধার॥
শুনি নিত্যানন্দ বাণী প্রভু গৌরচন্দ্র।
কান্দিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ॥

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিত্যানন্দের আর্ত্তি, বিনয়, কাকুতি, মিনতি, ব্যগ্রতা, প্রাণপণ সংকল্প, ও তাঁহার একবার উর্দ্ধপানে চাহিয়া সুদর্শনের প্রতি মিনতি, এক বার দুটি হাত ধরিয়া মুরারিকে মিনতি, ও একবার প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মিনতি দেখিয়া, তিন জন ব্যতীত, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়াছেন। সে তিন জন, প্রভু স্বয়ং, আর জগাই ও মাধাই। নিতাই তাহাদের জীবন ভিক্ষার নিমিত্ত যে কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন তাহা তাহারা কর্ণেও শুনিবার অবকাশ পাইতেছে না, কিন্তু তাহাদের নয়ন স্থিরভাবে প্রভুর মুখ পানে রহিয়াছে। দেখিতেছে প্রভু রুদ্র অবতার, মুখে তাঁহার করুণার চিহ্ন মাত্র নাই। আর ইহা দেখিয়া তাহারা ভয়ে একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন নিত্যানন্দ দেখিলেন যে প্রভু কোমল হইতেছেন না, তখন নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আর এক কথা বলি, তুমি এ দুটিকেই দণ্ড করিতে পার না। যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।"

অমনি প্রভুর মুখের কঠিন ভাব অন্তর্হিত হইল। বলিতেছেন, "জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, সে কি?" নিতাই বলিলেন, "মাধাই যখন দ্বিতীয় বার কল্‌সীখণ্ড দ্বারা আমাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করে তখন জগাই তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করে, আর তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে যে সে অতি নির্দ্দয়, কারণ সে বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়াছে। এইরূপে মাধাই তাঁহাকে আর মারিতে পারে না।"

প্রভু বলিতেছেন, "তুমি বল কি? এই জগাই, মাধাইয়ের হাত ধরিয়া তোমাকে বাঁচাইয়াছে? এই জগাই? হারে জগাই, তুই আমার নিত্যানন্দের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিস্? তবে ত আমি তোরই হইলাম। আয় তোকে প্রসাদ প্রদান করি।" ইহাই বলিয়া শ্রীনিমাই, সর্ব্ব সমক্ষে, সেই অস্পৃশ্য পামর, সেই শত শত নরনারী হত্যাকারী জীবাধমকে হৃদয়ে গাঢ়রূপে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন!

জগাই তখন কি বলিতে গেল, কিন্তু বাক্ স্ফুট হইল না। অমনি ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় দীঘল হইয়া মৃত্তিকায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

মাধাই সমুদায় দেখিতেছে। প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তিও দেখিল, আবার জগাইকে করুণা করিতেও দেখিল। দেখিল, তাহার সেই সমুদায় পাপকর্ম্মের অর্দ্ধভাগী ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ পদ খানি হৃদয়ে করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, আর অশ্রুজলে উহা ধৌত করিতেছে। তখন মাধাইয়ের চৈতন্য হইল, আর "আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে পড়িল।

প্রভু অমনি দুই পদ পশ্চাতে হটিলেন। বলিতেছেন, "ওরে অধম! তুই যে ঠাকুরালীতে উন্মত্ত হইয়া জীবের উপর এত অত্যাচার করিয়াছিস্, সেই নদীয়ার ঠাকুরালী পরিত্যাগ করিয়া, আজ কেন ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছিস্? নদীয়ার রাজা হইয়া এখন ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিস্ ইহাতে তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? মাধাই, আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইবে না।"

নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুজন।
রাজা হয়ে কি কারণে কান্দহ এখন? —চৈতন্য মঙ্গল।

ইহাতে মাধাই অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "তুমি জগতের পিতা, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর তবে আর আমি কার কাছে যাইব। প্রভু! আমরা দুই ভাই একত্রে পাপ করিলাম। তুমি দয়াময়, জগাইকে উদ্ধার করিলে, আমাকে পরিত্যাগ করিবে এ ত তোমার উচিত নয়?"

প্রভু বলিলেন, "জগাই আমার নিকট অপরাধী। যে আমার নিকট অপরাধী হয় তাহার অপরাধ মোচন করিতে আমার অন্যের সাপেক্ষ করিতে

হয় না। কিন্তু মাধাই, তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। আমার ভক্তের নিকট যাহারা অপরাধী, তাহাদের অপরাধ আমি স্খলন করিতে পারি না। তাহা হইলে ভক্তদ্রোহীগণকে আমার প্রকারান্তরে উৎসাহ দেওয়া হয়। মাধাই! নৃশংস অত্যাচারী, নিষ্ঠুরকে স্পর্দ্ধা দেওয়া ত দয়াময়ের কার্য্য নয়। তাহাদের দণ্ড দেওয়াই দয়াময়ের কার্য্য।"

তখন মাধাই নিরুপায় হইয়া কহিলেন, "প্রভু! তোমার নিকট আমি করুণা প্রার্থনা করিতেছি না, কারণ আমি যে সমস্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে ক্ষমা মাগিবার পথ রাখি নাই। তবে আমি সরল ভাবে মনের কথা বলিতেছি। আমার হৃদয় হইতে আশা যাইতেছে না। তুমি যে আমাকে একেবারে ফেলিয়া দিবা, ইহা আমি কোন ক্রমেই মনে ধারণা করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে বলিয়া দাও যে আমি কি উপায়ে উদ্ধার হইতে পারি। আমি তাহাই করিব।"

প্রভু তখন দ্রবীভূত হইয়াছেন, তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু করুণ আঁখি তাহা করিতে দিতেছে না। তখন হৃদয়ের ভাব যত দূর পারেন গোপন করিয়া বলিলেন, "মাধাই! তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে রক্ত পাত করিয়াছ, তুমি তাঁহার কাছে অপরাধী। শ্রীনিত্যানন্দ দয়াময়, তুমি তাঁহার চরণ দুখানি ধরিয়া পড়। যদি তিনি তোমার অপরাধ মর্জ্জনা করেন, তবেই তুমি মুক্ত হইলেও হইতে পার।" এই কথা বলিলেই মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ছাড়িয়া শ্রীনিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "প্রভু! তুমি ক্ষমা করিলেই ভগবান আমাকে চরণে স্থান দিবেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি শ্রীনিত্যানন্দের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যেরূপ দয়াল তাহাতে মাধাই ক্ষমা মাঙ্গিবার আগে, তুমি যে তাহাকে মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত তা জগতে সকলেই জানে। কিন্তু তাহা উচিত নয়, যেহেতু তাহা হইলে এই দুরাত্মা ইহার অপরাধ রাশিকে অতি লঘু ভাবিবে। অতএব এই অধমকে ক্ষমা করিতে আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলে ইহার হৃদয়ঙ্গম হইবে যে তাহার অপরাধ কিরূপ গুরুতর। শ্রীপাদ! তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর, যেহেতু সাধুজন, অনুতপ্ত ও

চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এ অধমকে ক্ষমা করিয়া সাধু ও পাপাত্মায় কি বিভিন্নতা তাহার পরিচয় দাও।"

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ গদ গদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমাকে উপলক্ষ করিয়া এ দুই পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। তাহাই হউক, আমি ক্ষমা করিলাম। তাহা কেন, আমি তোমার সমক্ষে সরল ভাবে বলিতেছি যে, যদি আমি কোন জন্মে কোন সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি তাহা আমি সমুদায় মাধাইকে দিলাম। তুমি এই পরম দুঃখী অনুতপ্ত জীবটীকে চরণে স্থান দাও।" যথা চৈতন্য ভাগবতেঃ—

বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িল চরণে কৃপা করিতে যুয়ায়॥

তাহাতে নিতাই বলিতেছেনঃ—

নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ দ্বারে কুপ কর সেই শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃতি।
সব দিব মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই॥

তখন নিত্যানন্দ, পদ লুণ্ঠিত মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ওরে নির্ব্বোধ! সেই কৃপাময় তোকে অগ্রেই কৃপা করিয়াছেন। দেখ্‌লি না? তুই ছার, তোর নিমিত্ত শ্রীভগবান আমার নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছেন? এস বাপ মাধাই, তোমাকে আলিঙ্গন করি।" ইহাই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর মাধাইও জগাইয়ের পার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন দুই ভাই ধুলায় পড়িয়া রহিলেন। উত্তান নয়ন, তাহা হইতে অল্প অল্প অশ্রু পড়িতেছে। উভয়ই স্পন্দহীন, চেতনশূন্য, অঙ্গে সাড়া নাই। ভক্তগণ "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তখন সে স্থানে এত কলরব হইল, আর নানা ভাবে, কি ভক্ত কি অভক্ত, তখন এমন বিবসীকৃত হইয়াছেন যে, সেখানে প্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ আর থাকিতে পারিলেন না। জগাই মাধাইকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া শ্রীনিমাই বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। প্রভু নিজ বাটীতে ভক্তগণ লইয়া প্রবেশ করিলেন, ভক্তগণ সকলে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত কেহ পিঁড়ায় কেহ আঙ্গিনায় বসিলেন। যে অদ্ভুত কাণ্ড সকলে স্বচক্ষে দেখিলেন তাহাতে কাহার বাক্যস্ফুট করিবার ক্ষমতা রহিল না। সকলেই আপনার মনের ভাবে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, এমন সময় দ্বারে "ঠাকুর! ঠাকুর!" বলিয়া কে চীৎকার করিতেছে সকলে শুনিলেন। অনুসন্ধানে সকলে জানিলেন যে জগাই মাধাই দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে। প্রভু তখন মুরারীকে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইলেন। মুরারী এই অবতারে হনুমান। তাঁহার শরীরে যখন হনুমান প্রবেশ করিতেন তখন তাঁহার বলের সীমা থাকিত না। জগাই মাধাইয়ের ন্যায় বলবান তখন কেহ ছিল না। তাহাদের মনে এই বড় গর্ব্ব ছিল। মুরারী তাহাদিগকে ডাকিতে যাইয়া, তাহাদের সেই বলের দর্প নাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "মুরারী উহাদিগকে এখানে আন।" যথা চৈতন্য মঙ্গলঃ—

এখানে আমার ঠাঁই আনহ মুরারী।
আজ্ঞা পাই দুহারে আনিল কোলে কারি॥

মুরারী, সেই বীরের ন্যায়, দুভাইকে, "কোলে" করিয়া আনিলেন। দুভাই আসিয়া প্রভুর আঙ্গিনায় দীঘল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িল। তখন প্রভু নিত্যানন্দকে আজ্ঞা করিলেন, "শ্রীপাদ! এই দুজনকে জাহ্নবী তীরে লইয়া গিয়া তুমি ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দেও।" ইহাই বলিয়া প্রভু ও ভক্তগণ জগাই ও মাধাইকে লইয়া জাহ্নবী তীরে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। দুই ভাইয়ের চেতন নাই, সুতরাং তাহাদিকে ধরাধরি করিয়া লইয়া, গঙ্গাতীরে, মৃতব্যক্তির ন্যায়, শোয়াইলেন। তখন নদীয়া টলমল হইয়াছে। সকলে জগাই মাধাইয়ের এ সংবাদ শুনিয়াছেন, শুনিয়া সেই স্থানে দৌড়িতেছেন। যেমন কোন বৃহৎ অনিষ্টকারী ব্যাঘ্র ধরা কি মারা পড়িলে দেশের লোক সমবেত হয়, সেইরূপ জগাই মাধাই ধরা পড়িয়াছে,

ইহা দেখিবার নিমিত্ত নদিয়া নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমেই নাগরিয়াগণ জুঠিতেছেন, ও অতিশয় কলরব হইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তাঁহারাও দেখিতেছেন যে, যে জগাই মাধাই একটু পূর্ব্বে নদীয়ার "রাজা" ছিলেন, নদীয়ায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন ও করিতেন, সেই নদীয়ার রাজা, অদ্য নিমিষের মধ্যে, আর এক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজাদ্বয় অদ্য ধুলায় লুণ্ঠিত।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গভীর স্বরে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবল্লোক শুনিতে পায় এইরূপ করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! আমি এই দুইটী জীব আপনাকে দিলাম, আপনি ইহাদিগকে গঙ্গাস্নান করাইয়া হরিনাম দান করুন।" এই মুহূর্ত্তের কার্য্য বর্ণনা করিয়া অনেক প্রাচীন পদ আছে। তাহার মধ্যে একটি নিম্নে দিলাম। নিত্যানন্দ দুভাইকে বলিতেছেন :—

আয়রে জাহ্নবী তীরে দুটী ভাই।
আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই॥ ধ্রু
মাধাই, মার্‌লি মার্‌লি করলি ভালরে,
এখন হরি বোলে নেচে আয়।
তুই মেরেছিস্ কলসীর খণ্ড,
আজ, হরি নাম দিয়া করিব দণ্ড॥

জগাই মাধাই তখন অচেতন আছেন, চলিয়া গঙ্গার মধ্যে যাইতে পারিলেন না। ভক্তগণ মহানন্দে তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া জলে লইয়া গেলেন। যখন জলের মধ্যে দুই ভাইকে লইয়া ভক্তগণ প্রবেশ করিলেন, তখন জগাই মাধাইয়ের চেতন হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্তগণ, ও জগাই মাধাই সকলেই প্রথমে গঙ্গাস্নান করিলেন।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সহস্র ২ লোক কৌতুক দেখিতেছেন। জ্যোৎস্নাময় রজনী, সুতরাং দেখিতে কাহারও বাধা হইতেছে না। ভক্তগণ গঙ্গাজলের মধ্যে দাঁড়াইয়া, মধ্য স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও জগাই মাধাই। জগাই মাধাইয়ের হাতে তামা তুলসী দেওয়া হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ, তাবল্লোকে শুনিতে পায়, এইরূপ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হে মাধব (মাধাই)! হে জগন্নাথ!

(জগাই) তোমরা এ যাবৎ পর্য্যন্ত যত পাপ করিয়াছ তাহা তাম্র তুলসী ও গঙ্গা জল দিয়া উৎসর্গ করিয়া আমাকে দান কর, ও তোমরা নিস্পাপ ও নির্ম্মল হও।” ইহাই বলিয়া তাহাদের পাপ লইবার জন্য প্রভু সর্ব্বলোক সমক্ষে অঞ্জলি পাতিলেন!

তখন জগাই মাধাই নিতান্ত কাতর হইলেন। প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভক্তগণ তোমাকে কুসুম ও চন্দন উপহার দিয়া থাকেন। আর আমরা দুভাই পাপাত্মা তোমার শ্রীকরে পাপ দান করিব! প্রভু তাহা হইবে না। আমরা অপরাধ করিয়াছি মনোদুঃখে দণ্ড লইব। তুমি এই কৃপা কর যে, পাপের নিমিত্ত আমরা যত দুঃখই পাই, যেন তোমার শ্রীচরণ বিস্মৃত না হই। আমরা তোমাকে পাপ দিতে পারিব না।”

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আবার অঞ্জলি পাতিলেন, আর জগাই মাধাই যে কথা বলিল তাহাতে উত্তর না দিয়া শুধু এই বলিলেন, “জগাই মাধাই! তোদের পাপ দে, দিয়া সুখে হরিনাম কর্।” ইহাতে মাধাই বলিলেন, “প্রভু! আমাদিগকে ক্ষমা কর, অ.মরা আমাদিগের পাপ দিতে পারিব না। যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তাবৎ লোকে বলিবে যে দুই নরাধম, জগাই ও মাধাই, ভগবানের শ্রীহস্তে তাহাদের পাপ রাশি দিয়াছিল।”

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মাধাই কি নির্ব্বোধের ন্যায় বলিতেছ? ভগবানের এক নাম পতিত-পাবন। অনেকে আছেন যাঁহারা বলেন ভগবান সাধুর বন্ধু ও পতিতের অরি। তিনি যে পতিত পাবন অদ্য তোমরা দুই ভাই তাহার সাক্ষী হও। তোমরা ভাবিতেছ তোমরা এরূপ করিলে তোমাদের কলঙ্ক হইবে; কিন্তু তোমাদের যদি কলঙ্ক হয়, শ্রীভগবানের যশঃ হইবে। জীবের কলঙ্ক হয় হউক, কিন্তু শ্রীভগবানের যশঃ হউক। ভগবানের যশঃ অদ্য তোমাদের দ্বারা জীবের নিকটে সম্যক-রূপে প্রকাশিত হউক। অতএব তোমরা তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া অনায়াসে প্রভুর হস্তে পাপ প্রদান কর।”

এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “জগাই মাধাই, আমি ত্রিলোক মাঝারে তোদের পাপ ভিক্ষা করিতেছি। তোদের পাপ আমাকে দিয়া তোরা নির্ম্মল হ।” তখন শ্রীনিত্যানন্দ দান মন্ত্র পড়াইতে

লাগিলেন। জগাই মাধাই সেই মন্ত্র পড়িয়া প্রভুর হস্তে আপনাদের পাপ উৎসর্গ করিয়া দিলেন। আর প্রভু সকলকে শুনাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন :—

"তোমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলাম।"

অন্তরঙ্গগণ তখনি দেখিলেন যে প্রভুর সোণার বর্ণ অমনি কাল হইয়া গেল! যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

দুই জন শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হলো কালিয়া আকার॥

সকলে স্নান করিয়া আবার প্রভুর বাড়ীতে আইলেন। আসিয়া আবার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিনকার নৃত্যের নায়ক জগাই মাধাই, প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া দেখিতেছেন। যথা চৈতন্য মঙ্গল গীত:—

একি ঠাকুরাল এযে মাধাই নাচে। ধ্রু
জগাই, নাচিলে নাচিতে পারে
আবার মাধাই নাচে।
নাচে, হরিবোল হরিবোল হরি বোল বলে।

দুই ভাই প্রভুর আঙ্গিনায় ভক্তগণ মাঝে নৃত্য করিতেছেন। আর শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া, যাঁহারা ইহাদের ভয়ে গঙ্গায় যাইতে সশঙ্কিত ছিলেন, অভ্যন্তর হইতে দর্শন করিতেছেন। কিন্তু জগাই মাধাইয়ের আনন্দ অধিক ক্ষণ থাকিল না। তাঁহারা পরে কান্দিতে লাগিলেন, এবং সে ক্রন্দনের শান্তি কোন ক্রমে হইল না।

তাঁহারা দুই ভাই আর গৃহে গেলেন না, ভক্তগণের বাড়ী থাকিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আর্ত্তিতে ভক্ত সকল অস্থির হইলেন। দুই ভাই আহার ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কার্য্য হইল দুই লক্ষ হরিনাম জপ ও ক্রন্দন। শ্রীনিত্যানন্দের বড় বিপদ হইল। তিনি আর কোন ক্রমে মাধাইকে সান্ত্বনা করিতে পারেন না। তিনি শত সহস্র বার বলিলেন ও বুঝাইলেন যে তাহাদের আর পাপ নাই, কিন্তু তবু মাধাই ও জগাই শান্ত হইলেন না।

মাধাই নিতাইকে বলিতেছেন, "প্রভু ! তোমাকে আঘাত করিয়াছি তাহাতে আমার তত দুঃখ নাই, কারণ তুমি আমার পিতা, আমি তোমার পুত্র। অবোধ পুত্রে এরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে কত জীবকে হিংসা করিয়াছি তাহা আমি নিরাকরণ করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে যে আমি তাহাদের প্রত্যেক জনের চরণ ধরিয়া ক্ষমা মাগি। কিন্তু আমি অনেককে চিনি না, মাতাল হইয়া কার কি অনিষ্ট করিয়াছি তাহা জানি না। আমি যদি সেই সব লোক গুলি পাই, আর তাহাদের চরণ ধরিতে পারি, তবে বোধ হয় আমার হৃদয়ের তাপ যাইতে পারে।"

নিত্যানন্দের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাধাই নদীয়ার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পরিধান এক খানি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র, উপবাস, ক্রন্দন ও অনিদ্রায় শরীর শীর্ণ। সেই নদীয়ার রাজা ঘাটের এক কোণে বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া নাম জপ করিতেছেন ! যে কেহ ঘাটে আসিতেছেন মাধাই উঠিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কাতর স্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন, আমি জানিয়া কি না জানিয়া যদি আপনাকে কোন দুঃখ দিয়া থাকি, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করিলে শ্রীভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মাধাই বিচার না করিয়া, বালক বৃদ্ধ, নর নারী, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, প্রতি জনের পদতলে এইরূপ পড়িয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। নদীয়ার রাজার এই দশা দেখিয়া সকলে যে কেবল মাধাইকে ক্ষমা করিলেন তাহা নয়, যিনি মাধাইকে দেখিতে লাগিলেন তিনিও ও কান্দিতে লাগিলেন। এই রূপে মাধাইয়ের দ্বারা, লোকের মন নির্ম্মল, ও নগরে হরিনাম প্রচার হইতে লাগিল।

মাধাই শ্রীবাসের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন না। শ্রীনিত্যানন্দ আজ্ঞা করিতেছেন, তবু মাধাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কেবল ক্রন্দন করিতেছেন। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে সংবাদ দিলেন, ও শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া দেখেন যে মাধাই, সম্মুখে অন্ন রাখিয়া, আহার করিতেছেন না। কেবল রোদন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে বসিলেন, বসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "মাধাই ! তোমার

সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিয়াছি, আবার আমি তোমার সম্মুখে বসিয়া আছি, এবং আর কিছু যদি তোমার প্রার্থনা থাকে তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি শান্ত হয়।"

ইহাতে মাধাই বলিলেন, "প্রভু! আমি সব বুঝি। তুমি যখন আমার সম্মুখে তখন আর আমি চাহিব কি? আর তুমি যখন আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমার যে পাপ নাই তাহাও জানি। কিন্তু এখন যে রোদন করিতেছি এ আমার পাপ স্মরণ করিয়া নয়, তোমার করুণা স্মরণ করিয়া। আমি যে যে পাপ করিয়াছি, তাহার যদি উপযুক্ত দণ্ড আমার ভোগ করিতে হইত, তবে আমার দায় থাকিত না। আমি অস্পৃশ্য, পামর তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তুমি আমাকে যত করুণা করিতেছ, ততই আমার আত্মগ্লানি বাড়িতেছে। এই যে তুমি আমার সম্মুখে আমাকে অন্ন খাওয়াইবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতেছ, কিন্তু তুমি বা কি আর আমি বা কি? প্রভু! বলিতে কি, তুমি যে পরিমাণে আমাকে করুণা করিতেছ, সেই পরিমাণে আমার দুঃখ বাড়িতেছে।"

এখানে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ভগবান যখন স্বয়ং মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার এত কাতরে রোদন কেন? ইহার উত্তর এই যে, অবশ্য ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে পারেন, কিন্তু তত্রাচ তিনি কখন আপনার নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না। শরীরে পাপ প্রবেশ করিলে ঐ পাপ অনুতাপানলে গলিয়া নয়ন দ্বারা বাহির হইয়া থাকে। এই তাঁহার নিয়ম, আর মাধাইয়ের তাহাই হইল। যদিও তিনি মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তবুও তাহার সে পাপের কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ভগবানের আজ্ঞা যে পাপের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধাইয়ের পাপ নষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু সমুদায় নিয়ম ঠিক রাখিয়া। তিনি স্বেচ্ছাময় ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া, বালকের মত, যাহা ইচ্ছা করেন না।

তিনি যে গৌরদেহ অবলম্বন করিলেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ও চিন্ময়, ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিয়ত বিরাজ করিতেন। তবে নিমাই কেন আহার করিতেন, কি নিদ্রা যাইতেন? ঐ দেহের কেন রোগ হইয়াছিল?

শ্রীভগবান যখন দেহ লইয়া নর সমাজে বিরাজ করেন, তখন দেহের যে সমুদায় ধর্ম্ম তাহাও সাধারণ জীবের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। মাধাইয়েরও সেইরূপ সভাবের যে নিয়ম তাহা পালন করিতে হইল।

মাধাই ব্রহ্মচারী ব্রত লইলেন ও প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম লইতেন। তিনি গঙ্গাতীরে থাকিয়া নিজহস্তে কোদালি দিয়া একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাকে লোকে মাধাইয়ের ঘাট বলিত। এখনও নবদ্বীপে মাধাইয়ের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে। এইটি মাধাইয়ের গানঃ—

তোমরা দুভাই গৌর নিতাই।
আমরা দুভাই জগাই মাধাই॥

মাধাইয়ের বংশীয়গণ অদ্যাপি আছেন। তাঁহারা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পরম বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ ভক্ত।

গুটি দুই কথা বলিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। শ্রীভগবান এ অবতারে যখন জীবগণকে শুধু করুণায় উদ্ধার করিবেন, তখন চক্রের স্মরণ কেন করিলেন? তাহার উত্তর এই যে কোন কোন জীব এরূপ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদিগকে ভয় ব্যতীত শুধু করুণায় বশীভূত করা যায় না। শুধু করুণায় জগাই কোমল হইল, কিন্তু মাধাই হইল না। মাধাই ভয় পাইয়া তবে আপনার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিল।

আর এক কথা এই, শ্রীগৌরাঙ্গ অচেতন দুভাইকে ফেলিয়া কেন চলিয়া আইলেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ সেখানে অত্যন্ত লোকের ভীড় হয়। দ্বিতীয়তঃ বল করিয়া বাড়ী পড়িয়া কাহাকে উদ্ধার করা নিয়ম নয়। সে উদ্ধার ঠিক হয় না। নিয়ম এই যে কৃপা-প্রার্থীজীব অনুগত হইয়া, কৃপা প্রার্থনা করিবে, তবেই তাহার হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা সজীব থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইয়ের চৈতন্য উদয় করিয়া দিয়া চলিয়া আইলেন, আর তাহারা আসিয়া শ্রীচরণে আশ্রয় লইলেন, এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের উদ্ধার ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

সূচীপত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

উনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

—০()০—

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে জীবগণকে অগ্রে ভক্তি-ধর্ম্ম ও পরে প্রেম-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ভক্তির কথা লিখিতে হইয়াছে। মহাজনগণ প্রভুর লীলার এই অঙ্গ বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি, প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত একটু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। আমি দেখিলাম যে প্রভুর প্রত্যেক লীলা যদি প্রস্ফুটিত করিতে যাই, তবে এ গ্রন্থ সমাপন করিতে বহুদিন যাইবে, ও আমার শক্তিতেও কুলাইবে না। অতএব আমি ভক্তির কাণ্ড সংক্ষেপে লিখিয়া

প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রেম-হিল্লোলের, আমার যথাসাধ্য বর্ণনা, পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পরে পাইবেন। জীবগণ সেই তরঙ্গে সাঁতার দিবেন, এই আমার বাসনা। তবে আমার করযোড়ে নিবেদন এই যে, পাঠক মহাশয় অনেক দূর একেবারে পড়িবেন না। কারণ যেমন ভোজনের একটি সীমা আছে, তেমনি রসাস্বাদনেরও একটি সীমা আছে। একেবারে অধিক আস্বাদ করিতে গেলে, আস্বাদ শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

মাধুর্য্য ভজনে তিনটি অবস্থা হয়, যথা পূর্ব্বরাগ, মিলন, ও বিরহ। এই শেষ ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ বিরহে পূর্ব্বরাগ ও মিলন সুখ উভয়ই আছে। শ্রীনিমাই এই সমুদায় রস আপনি আস্বাদ করিয়া জীবকে আস্বাদ করাইয়াছেন। আমি এই সমুদায় রস কিছু কিছু যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার সাধ মিটে নাই। হয় ত এ সমুদায় রস ভাষার দ্বারা সম্যকপ্রকার বর্ণনা করা অসাধ্য। না হয়, আমার সামান্য শক্তিতে কুলায় নাই। আর যাহা হউক, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে, যে আমি হৃদয়ে যে রস আস্বাদন করিলাম, তাহার এক-কণা ব্যতীত, আমার কৃপা-পরায়ণ পাঠকগণের নিমিত্ত এই গ্রন্থে রাখিতে পারিলাম না।

তবে আমার গল-লগ্নীবস্ত্রে এই নিবেদন যে, শিক্ষা ব্যতীত ক খ পর্য্যন্ত গোচর হয় না। সাধন ভজন ব্যতীত এ সমুদায় রস শুদ্ধ গ্রন্থ পড়িয়া কখনও পাইবার কথা নয়। একটু সাধন ভজন করুন, নয়নের আবরণ আপনিই পড়িয়া যাইবে। তখন প্রথম খণ্ডে বলরাম দাস যে শীতল নিকুঞ্জের কথা বলিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইবেন।

---

* আমি এই গ্রন্থে আমার "অভিন্ন কলেবর" বলরাম দাসের বহুতর কবিতা সন্নিবেশ করায়, অনেকে, তিনি কে, জানিতে চাহিতেছেন। এ বিষয়ে গোপনের কিছুই নাই। পূর্ব্ব মহাজনগণ পদ বাঁধিবার সময়, আপনাদের ডাক নাম না দিয়া গুরুদত্ত নাম দিয়া ভনিতা দিতেন। আমারই আর এক নাম 'বলরাম দাস' তাই বলরাম দাসকে আমার অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছি।

—•০•—

উৎসর্গ পত্র।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আমি পরলোকগত আমার দাদা শ্রীল বসন্তকুমার ঘোষের শ্রীকর কমলে অর্পণ করিলাম। কেন, তাহা বলিতেছি। আমার দাদা অতি অল্প বয়সেই শ্রীভগবদ্ভক্তিতে জর জর হইয়াছিলেন। নগর হইতে বহু দূরে একটি ক্ষুদ্র পল্লিতে আমরা বাস করিতাম। আমরা ক ভাই ও ভগ্নী বসিয়া, বড় ছোট সমুদায় কথা বিচার করিতাম, বাহিরের লোক যে কে আছে তাহা লক্ষ্য করিবার আমাদের অবকাশ হইত না। আমরা যাহা কিছু লেখা পড়া শিখি, তাহাও ঐ রূপ ঘরে বসিয়া। আমার বয়স তখন তের বৎসর, দাদার আঠার। তিনি সেই সময়ে এক দিবস কথায় কথায় আমাকে বলিলেন, "অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা। তবে যদি কখন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে নদের গৌরাঙ্গের শরণাগত হইব।" আমি বলিলাম, তিনি কে? তাহাতে দাদা বলিলেন, "তুমি শুন নাই? যেমন খ্রীষ্টিয়ানদিগের যিশুখ্রীষ্ট, তেমনি আমাদের নবদ্বীপের নিমাই,—তুলনায় অনেক মিলে।"

আমি মহাপ্রভু নামে, চিত্রপটে, নিমাইকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিয়াছিলাম মাত্র, তাঁহার কথা ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। যিশুখ্রীষ্টের কথা কিন্তু অনেক জানিয়াছিলাম। লূক লিখিত সুসমাচার নামক খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাঙ্গলা গ্রন্থ খানি পড়িয়াছিলাম, আর দাদার মুখেও যিশুখ্রীষ্টের কথা অনেক শুনিতাম।

আমি বলিলাম, "যিশুখ্রীষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য্য করেন, নদের নিমাই কি এমন কিছু করিয়াছিলেন?" দাদা বলিলেন, "অদ্ভুত কার্য্য না করিলে সহজে কি লোকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া সম্মান করে?" দাদা আরো বলিলেন, "যীশুর কার্য্য ও নিমাইয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধহয় যে, শ্রীভগবানের অবতার কার্য্যটি সত্য। কারণ অবতার কার্য্যটি একেবারে কল্পনা হইলে, পৃথিবীর দুই স্থানে দুই জাতির মধ্যে, দুই সময়ে, এরূপ ঠিক একরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইত না।"

এ আন্দাজ চল্লিশ বৎসরের কথা। দাদা তাহার পরে আর একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন। অর্থাৎ, "অবতার যদি কখন মানিতে পারি, তবেই আরাম পাইব।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "যীশুখ্রীষ্ট না মানিয়া, দাদা, তুমি গৌরাঙ্গ কেন মানিবে?" দাদা বলিলেন, "শ্রীভগবানের কার্য্যে ভুল নাই ও জটিলতা নাই। তিনি যে দেশের যে পীড়া সেই দেশে তাহার ঔষধ করিয়া থাকেন। সাপের যদি ঔষধ থাকে, তবে যে দেশে সাপ আছে সেখানেই পাওয়া যাইবে। যদি তিনি দুই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে সাধারণতঃ য়ীহুদীয় দেশের লোকের যীশুকে মানা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা বাঙ্গালি কি ভারতবর্ষীয় লোক, আমাদিগকে গৌরাঙ্গকে মানিতে হইবে।"

"অবতারে বিশ্বাস ভাগ্যের কথা" ইহার অর্থ কি তাহা আমি জানিতে চাহিলাম। দাদা বলিলেন, "শিশির! আমরা কেন কান্দিয়া বেড়াই জান? আমরা সকলে যেন পিতৃহীন বালক, বিপদ সাগরে পড়ে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়া ডাকি, কিন্তু তিনি শুনেন না শুনেন তাহা জানি না, তিনি শুনেন এ কথা যদি জানিতে পাই তবেই দুঃখের লাঘব হয়। যদি আরো জানিতে পাই যে, তিনি শুধু শুনেন তাহা নয়, আমাদের প্রতি তাঁহার প্রচুর স্নেহ মমতা আছে, তবে আর একটুও দুঃখ থাকে না। অবতার মানে এই যে, তিনি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আগমন করেন, কি কোন নিজ জনকে প্রেরণ করেন। সুতরাং অবতারে বিশ্বাস হইলে সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইল যে শ্রীভগবান অতি নিজ জন, তিনি

আমাদের দুঃখে অতি কাতর। এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার আবার দুঃখ কি? দুঃখ হইলেও সে উহা অনায়াসে সহিয়া থাকিতে পারে।"

এটি মনে উদয় হইতে পারে যে, আমার দাদা আঠার বৎসর বয়সে এ সমুদায় বড় বড় কথা কিরূপে শিখিলেন? কিন্তু আমার দাদা শিশুকাল হইতে পণ্ডিত। এই যে, তখন দাদার বয়স আঠার বৎসর, তখনি তিনি, আপনি আপনি ইংরাজীতে মহা পণ্ডিত হইয়াছেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিত শাস্ত্র শেষ করিয়াছেন, ষ্টুয়ার্টমিলের গ্রন্থ খানির টিপ্পনি করিয়াছেন, নূতন পদ্ধতিতে ইংরাজী ব্যাকরণ এক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্‌স্ প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র মনযোগের সহিত পড়িতেছেন, ও নানাবিধ যন্ত্র আনিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার মানসিক শক্তির কথা কি বলিব? দশ অঙ্ক দশ অঙ্কে মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন, কেমিষ্ট্রী শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া ফ্রেঞ্চভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহার পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন।

আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন, ভালই গড়িয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে আমাকে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া তিনি পরলোকে গমন করিলেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া গেলাম, সেই আমার দুর্গতির কারণ।

আমার দাদা ভগবদ্ভক্তিতে জর জর পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক দিবস তিনি তাঁহার নিজ কৃত এই গীতটি নির্জ্জনে বসিয়া গাইতেছিলেন যথা:—

আমার বন্ধু কত রস জানে। ধ্রু
(আমি) মনেতে ধরিতে নারি, বর্ণিব কেমনে॥
আমি, যখন চেতন থাকি, তাঁহারি করুণা দেখি,
তাহারি করুণা দেখি, নিশির স্বপনে॥

দাদা গাইতেছেন, আর বদন দিয়া ধারা পড়িতেছে। এমন সময় হঠাৎ আমি সেখানে। আমি দাদার চখে জল দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "দাদা, তুমি কান্দ কেন?" দাদা অমনি যেন লজ্জা পাইয়া নয়ন

মুছিয়া মস্তক অবনত করিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি আর একটু বড় হও, তবে বুঝিবে।"

দাদার প্রবল মানসিক শ্রম ও হৃদয়ের বেগ তাঁহার দেহ সহ্য করিতে পারিল না। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার দেহ ভগ্ন হইল। এক দিবস আমরা দুভাই দাঁড়াইয়া, মনোনিবেশপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিতেছি। এমন সময় দাদা কাশিয়া সম্মুখে কাশ ফেলিলেন। আমি কথায় বিভোর, লক্ষ্য করিলাম না। দেখি, দাদা পদ দ্বারা, সেই কাশ আবরণ করিলেন। আমি বুঝিলাম যে, আমি সেই কাশ দেখিতে না পাই, তাহারই নিমিত্ত দাদা উহা পা দিয়া ঢাকিলেন।

আমি অমনি বসিলাম; বসিয়া দাদার বাম পা ধরিয়া বলিলাম, "তুমি পা সরাও, আমি কাশ দেখিব।"

দাদা সরাইতে চাহেন না, আমি বুঝিলাম ব্যাপার কি, আর আমার ভুবন অন্ধকার হইয়া আইল। দাদা ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তুমি দেখিবে কি? ও রক্ত!"

আমি রোদন করিতে লাগিলাম। দাদা অগ্রে বসিলেন। বলিতেছেন, "আমি আগে আসিয়াছি, আগে যাবো। শিশির, আমার দেহের কষ্ট এত যে, আমার আর এ জগৎ সহিতেছে না। আমাকে তুমি সচ্ছন্দ মনে অনুমতি কর। আমার নিজের কোন দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার বিরহে তুমি বড় দুঃখ পাইবে।"

সে ঠিক কথা। বহুদিন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহ-অগ্নি সমানই রহিয়াছে। অদ্যাপি শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া, আমি প্রভুকে দেখিতে পাই না, সে স্থানে দাদাকে দেখি।

সেই আমার অগ্রজ শ্রীল বসন্ত কুমার ঘোষ—যিনি এ জগতে থাকিলে তাঁহারই এই গ্রন্থ লিখিতে হইত, আমার এ গুরুতর ভার বহন করিতে হইত না—আমার এই পরিশ্রমের ধন, দ্বিতীয় খণ্ড খানি, তাঁহার শ্রীকরকমলে গ্রহণ করুন!

—•০•—

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

আমি নিম্নের চারিটী বন্দনমালা মঙ্গলালয়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর জেলায়, হাঁসখালি গ্রামে চূর্ণী নদীর ধারে, আমি যেরূপ হরিনাম দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা একটি পদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তাহাই আমার প্রথম মঙ্গলাচরণ হউক। যথা :—

১

ফাল্গুনের শেষে, কৃষ্ণ-চূড়া ফুটে,
বসি সেই বৃক্ষ তলে।
চূরণীর ধারে, বৃক্ষ শোভা করে,
বিভোর ছিনু একলে॥
পুঁথি এক হাতে, গৌর কথা তাতে,
পহিলা পড়িছি লীলা।
আখরে আখরে, কত মধু ঝরে,
অঙ্গ এলাইয়া গেলা॥
এমন সময়, পাখী উড়ে যায়,
নামটি হলিদা পাখী।
উড়ি যায় চলে, মুখে হরি বলে,
ডালেতে বসিল দেখি॥
আর কত পাখী, ডালেতে বসিয়া,
সেই সঙ্গে হরি বলে।
অচেতন মত, চিত চমকিত,
চাহি দেখি মুখ তুলে॥

সব পাখী মিলে, মুখে হরি বলে,
আর কিছু নাহি শুনি।
ক্রমে হরি-নাম, বাড়িয়া চলিল,
চারি দিকে হরিধ্বনি॥
আকাশে তাকাই, দেখিবারে পাই,
মোটা মোটা আখরেতে।
আকাশ ভরিয়া, হরিদ্রা বর্ণের,
হরিনাম লেখা তাতে॥
শ্রবণ আমার, নাহি শুনে আর,
শুধু হরি-নাম বিনে।
যে দিকে তাকাই, দেখিবারে পাই,
অঙ্কিত হরির-নামে॥
ভাবিলাম মনে, এই ত্রিভুবনে,
সকলে গাইছে গুন।
বলাই কেবল, দিন গোয়াইল,
বিষয়েতে দিয়া মন॥

কিন্তু ইহাতে আমার পিপাশা গেল না, বরং একটি অনিবার্য্য বাসনার উদয় হইল। সে বাসনাটি আমি যে পদে প্রকাশ করি, তাহাও শ্রীচরণে দিলাম। যথা:—

(২)

জাগাইলে ডাকি, আখি মেলে দেখি,
কে ডাকে উদ্দেশ নাই।
লুকায়ে রহিলে, কি লাগি ডাকিলে?
বৃথা ডাকে দুঃখ পাই॥
মোর দশা ভেবে দেখ হরি। ধ্রু
কোথা থাকো তুমি, কিছুই না জানি,
জানিলেও যাইতে নারি॥

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

মিলিবে মু সনে, যদি থাকে মনে,
তবে এক কায কর।
যেতে সাধ্য নাই, এস মোর ঠাঁই,
মানুষের রূপ ধরি॥
অন্য রূপ ধরি, এস যদি হরি,
ভয়ে আমি পলাইব।
মোর মত হও, আর কথা কও,
দুঃখ সুখ কথা কব॥
মোর মন ব্যাথা, ছোট বড় কথা,
শুনিবে আপন হয়ে।
মোর দোষ যত, দেখিবে হে নাথ,
কৃপার নয়ন দিয়া॥
কিছু মোর নাই, যে দিব তোমায়,
তুমিত আমারে দিবে।
এই অঙ্গিকার, ডাকিছ যে কর,
বলাই তোমার হবে॥

তাহার পরে শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে কিরূপ পর পর স্ফুরিত হইলেন, তাহার এই দুইটি পদ আমি শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। যথা:—

(৩)

পিড়ায় বসিয়া, নিমিষ হারায়ে,
কুলবতীগণ লয়ে।
সোণার পুতুল, আঙ্গিনায় নাচিছে,
শচী দেখিছেন চেয়ে॥
সখাগণ বেড়ি, দেয় করতালি,
বাসু গাইছেন গান।
কোন ভক্তগণ, চন্দ্র মুখ চাই,
রূপ সুধা করে পান॥

হুলু হুলু ধ্বনি, করিছে রঙ্গিনী,
বাজে খোল করতাল।
ঝুমুর ঝুমুর, নপুর বাজিছে,
মিশাইয়া তালে তাল ॥
আড়ালে দাঁড়ায়ে, দেখে বিষ্ণুপ্রিয়ে,
মধুর গৌরাঙ্গ নৃত্য।
জগত আনন্দ, করুক বর্দ্ধন,
কহে বলরাম ভৃত্য ॥

(৪)

পূর্ণ চাঁদ আলা, বন ফুল মালা,
বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দুর্ব্বার, রস কবিতার,
পদ্ম-ফুল মকরন্দ ॥
সুস্বর, সুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ,
সতৃষ্ণ নয়নবাণ।
প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাসি আর,
লজ্জা, আলিঙ্গন, মান ॥
এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে,
যেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরে।
বলরাম দীন, নীরস কঠিন,
কি দিয়া তুষিবে তাঁরে ॥

—•()•—

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈতের ক্রোধ "হাস্যময়," অর্থাৎ তিনি যতই ক্রোধ করুন না কেন, সে ক্রোধে লোকের ভয় কি রাগ হইত না। তাঁহার ভৎর্সনা কি স্তুতির প্রকৃত অর্থ কি তাহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠা ভার হইত। কীর্ত্তনান্তে দুই প্রহরের সময় ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। প্রেমানন্দে সকলেই চঞ্চল, যিনি অতি বৃদ্ধ, তিনিও শিশু হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সকলে জল কেলি আরম্ভ করিলেন। প্রথমে হাত ধরাধরি করিয়া "কয়া কয়া" খেলিলেন। তাহার পর জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পরে নয়নে জল দেওয়া দেই করিতেছেন। এইরূপে নিমাই গদাধরের নয়নে জল দিতেছেন। যথাঃ—

জল কেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদ্ গণ সঙ্গে জলেতে নাবিল॥
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জল ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলা হুলি কোলাকুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তাই গোরাগুণ গায়॥

নিরীহ গদাধর সহিয়া আছেন, কখন রাগ করিয়া নিমাইয়ের আঁখিতে জল দিতে যাইতেছেন, কিন্তু পাছে জল লাগিয়া নিমাই ব্যাথা পান এই ভয়ে জল ফেলিয়া মারিতে পারিতেছেন না, কি নয়নে না ফেলিয়া মারিয়া

অন্য স্থানে জল নিক্ষেপ করিতেছেন। নিতাই আর অদ্বৈতে ঘোর সমর বাধিয়া গেল। তখন অন্য সকলে জল কেলি ক্ষান্ত দিয়া এই নিতাই অদ্বৈত যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নিতাই বলবান, বয়ঃক্রম বত্রিশ। অদ্বৈতের উপবাসে শুষ্ক শরীর, বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক। অদ্বৈত পারিবেন কেন ? অদ্বৈত হারিলেন। তখন নিমাই মধ্যবর্ত্তী হইয়া বলিতেছেন, "একবার হারিলে হারি নয়, দুইবার হারিলেই হারি।" এ কথায় সকলে স্বীকার করিলেন, এবং নিতাই অদ্বৈতে আবার যুদ্ধ বাধিল। এবার নিতাই দুই হাতে জল লইয়া অদ্বৈতের চখে মারিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ব্যাথা পাইয়া দুই হাত দিয়া নয়ন রক্ষা করিতে করিতে বলিতেছেন, "গৌয়ার!" "গৌয়ার!" নিতাই বলিতেছেন, "তবে গৌয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইস কেন? ঝগড়া করিতে খুব পটু।" অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাসে আমার দশবার উপবাস। তুমি সন্ন্যাসী, জীবন রক্ষার নিমিত্ত দুটী অন্ন একবার খাবে এই সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। কিন্তু দিবা নিশি মুখ খানি চলিতেছে, তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে পারিব ?" নিতাই বলিতেছেন, "তুমিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, উপবাস করিয়া দেহ শুষ্ক করিয়া থাক। আবার দেখিতে পাই বছর বছর একটী করিয়া সন্তান হইতেছে।" এরূপ কথায় কথায় বিষম ঝকড়া আরম্ভ হইল। খানিক এইরূপে উভয়ে উভয়কে দুর্ব্বাক্য বলিয়া, পরে আবার পরস্পরে আলিঙ্গন করিলেন।

অসাক্ষাতে অদ্বৈত কখন কখন নিমাইয়ের প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ করিতেন। কখন বলিতেন, "নাচন, গাওন" আবার কি ধর্ম্ম? কখন বলিতেন, "কলিকালে আবার অবতার কোন্ শাস্ত্রে?" কখন বলিতেন, "নিমাই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। আমি উহার সকল প্রেম শুষিয়া লইব, দেখি কিরূপে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচে।" কেহ কেহ অদ্বৈতের এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া মানেন না। আবার অদ্বৈতের প্রভুর প্রতি অতি গাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এক দিন শ্রীবাস, অদ্বৈতের মুখে এইরূপ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু কথা শুনিয়া, একটু কুতুহল হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! অদ্বৈত কি তোমার ভক্ত ?"

শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভগবান ভাব। এ কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রীবাস, তুমি বলকি? অদ্বৈতের মত ভক্ত আমার ত্রিজগতে কেহ নাই।"

এক দিবস কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীনিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আপনার মস্তক সেই শ্রীচরণে ঘষিতে লাগিলেন। তাহার পরে একটী তৃণ দন্তে ধরিয়া উহা নিমাইয়ের অঙ্গে আপদ মস্তক বুলাইলেন, বুলাইয়া সেই তৃণ মস্তকে করিয়া আপনার থুত্নিতে হস্ত দিয়া ও ভ্রকুটী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। একটূ পরে নিমাই সচেতন হইয়া উঠিলেন; উঠিয়া বলিতেছেন, "আমি নৃত্য করিতে কেন পারিতেছি না? বোধ হয় তোমরা কেহ আমার চরণ ধুলি লইয়াছ। কে লইয়াছ, বল।" তখন সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত ভয়ে ভয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "বাপ। চরণ ধুলি চাহিলে যদি পাইতাম তবে আর চুরি করিতে যাইতাম না। চাহিলে পাই না, কাযেই চুরি করিতে বাধ্য হই। তুমি যদি নিষেধ কব, তবে এরূপ কার্য্য আর করিব না। এবার আমাকে ক্ষমা কর।"

গৌরাঙ্গকে অদ্বৈতের এরূপ সভয়ে কথা বলিবার কারণ বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তি দেখাইতেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতেন; শুদ্ধ তাহা নয়, মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ ধুলিও লইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ ব্যবহার শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি এই নিমিত্ত সরল ভাবে সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "তোমার অভাব কি যে তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্থানে চুরি করিতে যাইবে? তা ভাল; চোরে দশ দিন চুরি করে, গৃহস্থ এক দিনে তাহার ধন উদ্ধার করে। এই দেখ আমি আমার দ্রব্য উদ্ধার করিতেছি।" ইহাই বলিয়া মহাবলী নিমাই অদ্বৈতকে মৃত্তিকায় ফেলিয়া, তাঁহার চরণে মাথা ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এই আমি সব উদ্ধার করিলাম। এখন কি করিবে?" অদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু তুমি রক্ষা করিতেও পার, সংহার করিতেও পার, সুতরাং তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তবে, বাপ! তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে আমি কার কাছে যাই?" শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপার্দ্র হইয়া বলিলেন, "তুমি স্বয়ং মহাদেব, তোমার চরণ ধুলি

সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে ভক্তির উদয় হয়, অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য তোমার চরণ ধুলি গ্রহণ করেন।" অদ্বৈত এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অন্য এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীঅদ্বৈতে আবার একটু গণ্ডগোল হইল। নৃত্য করিতে গিয়া নিমাই বলিতেছেন, "আইজ আমার শরীরে আনন্দ নাই কেন? আইজ আমি কেন নৃত্য করিতে পারিতেছি না? আমি কি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? করিয়া থাকি ক্ষমা কর, আমাকে তোমরা প্রেম দাও, আমার প্রাণ যায়।" এরূপ নিমাই কখন কখন বলিতেন। এই সম্বন্ধে দু একটি কাহিনী বলিতেছি। এক দিন নিমাই বলিতেছেন, "আমি কেন নাচিতে পারছি না? বোধ হয় এখানে কেহ ভিন্ন লোক আছেন, থাকেন বাহির করিয়া দাও।" দ্বার বন্ধ করিয়া নিশি যোগে শত শত ভক্ত একত্রে কীর্ত্তন করেন। তাহার মধ্যে অন্য লোকে লুকাইয়া থাকিবার বিচিত্র কি? এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস তখনি আঙ্গিনায় তল্লাস করিতে লাগিলেন, তল্লাস করিয়া আসিয়া বলিলেন যে ভিন্ন লোক কেহই নাই। নিমাই আবার নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু আবার আনন্দ না পাইয়া বিষন্ন হইয়া বলিতেছেন, "আমি তবুও আনন্দ পাইতেছি না। অবশ্য কেহ এখানে লুকাইয়া আছেন, তোমরা তল্লাস করিয়া দেখ।" তখন শ্রীবাস ঘরের মধ্যে তল্লাস করিতে গেলেন, যাইয়া দেখেন তাঁহার শাশুড়ী পিঁড়ার উপর ডোল মুড়ি দিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন।

আর এক দিবস নিমাই ঐ রূপ নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "আমার হৃদয়ের প্রেম কেন শুষ্ক হইয়া গেল? অবশ্য কোন বহিরঙ্গ লোক এখানে লুকাইয়া আছেন।" তখন শ্রীবাস অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিতেছেন "প্রভু! আমি অপরাধ করিয়াছি, একজন মহা সাধু আমাকে বরাবর এই কীর্ত্তন দেখিবার নিমিত্ত উপাসনা করিতেছেন। তাঁহাকে ভাল লোক জানিয়া তোমার অনুমতি না লইয়া এখানে আসিতে দিয়াছি। প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর। ইনি অতি ভাল লোক, শুধু দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। অন্ন পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না।" এ পর্য্যন্ত নিমাই স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন, কিন্তু যখন শ্রীবাস বলিলেন, "তিনি দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করেন," তখন প্রভু একটু

ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন, "দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। অতএব তোমার সাধুকে এখান হইতে যাইতে বল।" প্রভুর ভাব দেখিয়া, ভক্তগণ, সেই ভালমানুষ ব্রাহ্মণটিকে বলপূর্ব্বক, আঙ্গিনার বাহির করিয়া দিয়া কপাট দিলেন।

কিন্তু সেই ভদ্র লোকটি এরূপ অপমানিত হইয়াও কিছুমাত্র দুঃখ পাইলেন না। বরং তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, তিনি বিনা অনুমতিতে আসিয়া অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত দণ্ড তিনি যে পান নাই সেই তাহার পরম ভাগ্য। আবার ভাবিতেছেন, "যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম ইহা অননুভবনীয়। মনুষ্য কর্তৃক এরূপ কাণ্ড হইতে পারে না। শ্রীনিমাই-পণ্ডিত ভগবান তাহার সন্দেহ নাই, কারণ এত শক্তি জীবে সম্ভবে না। এখন সেবা করিয়া তাঁহার কৃপা পাত্র হইব।" ইহাই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ মহা হৃষ্ট মনে গমন করিতেছেন, এমন সময় পুনরায় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু তোমায় ডাকিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ দ্রুতবেগে তাঁহার সঙ্গে প্রভুর নিকট যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "উঠ! তোমার কিছু অপরাধ নাই। আমি তোমাকে পরীক্ষার নিমিত্ত দণ্ড করিয়াছিলাম। তুমি আমার দণ্ড পাইয়া বিরক্ত না হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া যাহা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলে, তাহা আমার গোচর হইয়াছে। আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি যে, শুদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া জীবন যাপন করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না, সে ঠিক কথা। তবে তুমি যে সেবা করিয়া শ্রীভগবানের চরণ লাভ করিবে সংকল্প করিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমাকে আমি আলিঙ্গন দিব।" ইহাই বলিয়া ব্রাহ্মণকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন। আর ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডে প্রেম ধন পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই হইতে ব্রাহ্মণ চির দিনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইলেন।

এখন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে প্রভুর গণ্ডগোলের কথা বলিতেছি। এক রজনীতে প্রভু নৃত্যে সুখ পাইতেছেন না বলিয়া কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি কি অপরাধে প্রেম হারাইলাম? অদ্য কি আজ্ঞাপথে

কুলোকের সঙ্গ হইয়াছিল? না তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? আমি বড় দুঃখ পাইতেছি, তোমরা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মোচন করিয়া আমাকে একটু প্রেম দাও, নতুবা আমার প্রাণ যায়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা বলিতেছেন, সকলে ভীত ও দুঃখিত হইয়া শুনিতেছেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন নিমাই বিনীত ভাবে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতে লাগিলেন, "গোঁসাই! তুমি প্রেমে নৃত্য করিতেছ, কিন্তু আমি আর শ্রীবাস প্রেম ধনে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক দুঃখ পাইতেছি। তুমি প্রেমের ভাণ্ডারী। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেম পাইয়া নাচিতেছেন। তিলি, মালি পর্য্যন্ত তোমার কৃপায় প্রেম সুখ ভোগ করিতেছে, কেবল আমি আর শ্রীবাস তোমার কৃপা পাইলাম না? গোঁসাই, আমাকে কৃপা কর, নতুবা আমার প্রাণ যায়।"

শ্রীঅদ্বৈত এই কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া দাড়িতে হাত দিয়া আরো আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু কতক রহস্য, কতক বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি, যদি তুমি আমাকে প্রেম ধন না দাও, তবে তোমার সমুদায় প্রেম শুষিয়া লইব।" এই যে প্রেম "শুষিয়া" লইব ইহা শ্রীঅদ্বৈতের কথা। তিনি প্রায়ই অন্তরালে বলিতেন, "বিশ্বম্ভরের প্রেম আমি শুষিয়া লইব, দেখি কেমন করিয়া সে নাচে?" এখন প্রভু সেই অদ্বৈতের কথা লইয়া অদ্বৈতকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, "যদি আমাকে প্রেম না দাও, তবে তোমার প্রেম শুষিয়া লইব।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত কিছু উত্তর করিলেন, কিন্তু কি উত্তর করিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্য ভাগবতে এইটুকু মাত্র পাওয়া যায়ঃ—

চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই॥

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে আচার্য্য গোসাঞি, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, তখন প্রেমে উন্মত্ত। তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আর বুঝিয়া বলেন নাই। চৈতন্য ভাগবত আবার বলিতেছেনঃ—

যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিত্র তারে॥

অর্থাৎ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বেচিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যে সেই ভক্তি বলে শ্রীগৌরাঙ্গকে দুটা কর্কশ বাক্য বলিবেন তাহার বিচিত্র কি? ইহাতে অনুমিত হয় যে অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে কিছু অনুচিত বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের কর্কশ বাক্য শুনিয়া শ্রীনিমাই আর কোন উত্তর করিলেন না, অমনি দ্বার খুলিয়া গঙ্গাভিমুখে ছুটিলেন। নিমাই বিদ্যুতের ন্যায় এই কার্য্যটি করিলেন, সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাস ছাড়া আর কেহই ইহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। নিতাইয়ের নয়ন গৌর ছাড়া আর কোন দিকে যাইত না, তাঁহার নয়ন ভৃঙ্গ কেবল গৌর মুখ-পদ্ম-মধুপানে দিবানিশি রত থাকিত। নিতাই ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন।

নিমাই দৌড়িয়া যাইয়া জাহ্নবীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। অনতি বিলম্বে নিতাই ও তাহার পরে হরিদাসও ঝম্প দিলেন। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া জলমগ্ন হইলেন। নিতাই ও হরিদাস ডুব দিয়া একজন মস্তক ও একজন চরণ ধরিয়া শ্রীনিমাইকে উঠাইয়া তীরে আনয়ন করিলেন। তখন নিমাই চেতন পাইয়া বিরক্তির সহিত নিতাইকে বলিতেছেন, "তুমি কেন আমাকে উঠাইলে? আমার এই প্রেম-শূন্য দেহ রাখিয়া কি ফল?" প্রভুর এই কথা শুনিয়া নিতাইয়ের নয়ন দিয়া ধারা পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের নয়নে জল দেখিয়া নিমাই ঘাড় হেঁট করিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "সেবক যদি গরব করিয়া তোমাকে দুটা কথা বলে, তুমি কি তাই বলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবে? যথা, ভাগবতে:—

অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন।
প্রভু তা লইবে কি ভৃত্যের জীবন?

তুমি এরূপ করিয়া আচার্য্যকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহাকে অন্য দণ্ড কর।"

তখন নিমাই লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ী গিয়া নিশি যাপন করি। তোমরা গৃহে যাও, কিন্তু এ ঘটনা প্রকাশ করিও না।" নিতাই ও হরিদাস প্রভুকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী রাখিয়া গৃহে গমন করিলেন। নন্দন আচার্য্য বাড়ীতে ছিলেন, প্রভুকে পাইয়া গোষ্ঠি সমেত আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন

শুক্ল বস্ত্র পরিলেন ও ভগবান আবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। আর নন্দন আচার্য্য ও তাঁহার পারিষদ বর্গ সারানিশি বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রত্যূষে প্রভু, নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন যে, তুমি শ্রীবাসকে একাকী আমার নিকট লইয়া আইস। এ দিকে প্রভু নিশিযোগে সংকীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া গেলে অনতি বিলম্বে সকলে জানিলেন যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। রাসের নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অদর্শন হওয়ায় গোপীদের যে ভাব, হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের তাহাই হইল, সমস্ত আনন্দ ফুরাইয়া গেল। সেখানে নিতাই ও হরিদাস নাই দেখিয়া সকলে ভাবিলেন যে তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে আছেন, ইহাতে তাঁহারা একটু আশ্বস্থ হইলেন। কিন্তু সকলেই মন-কষ্টের একশেষ পাইলেন। বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতের এরূপ কষ্ট হইল যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে আর কেহ কিছু বলিলেন না। তিনিও আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপবাস করিয়া শুইয়া থাকিলেন।

এ দিকে নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীবাস, প্রভুর অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে দেখিয়া শ্রীবাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "শান্ত হও, আচার্য্য কিরূপ আছেন বল।" শ্রীবাস বলিলেন, "আচার্য্য উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। যেমন অপরাধ তিনি সেইরূপ দণ্ড পাইয়াছেন। তাঁহার যে গুরুতর অপরাধ, তাহাতে তিনি বলিয়াই আমরা সহ্য করিয়াছি, অন্য কেহ হইলে সহিতে পারিতাম না, তবে প্রভু, তুমি যেমন আমাদের প্রাণ, তাঁহারও প্রাণ বটে" যথা চৈতন্য ভাগবতেঃ—

অন্যজন হইলে কি আমরাই সহি।
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি॥

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! এখন অদ্বৈত আচার্য্যকে একটি অভয় বাক্য বলিয়া প্রাণ রাখ।"

তখন নিমাই বলিতেছেন, "চল চল অদ্বৈতের বাড়ী যাই, তাঁহার বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিব।" ইহাই বলিয়া দুজনে আচার্য্যের বাড়ী আইলেন। এইরূপে অপরাধ যদিচ আচার্য্যের, তবু নিমাই তাঁহাকে

সান্ত্বনা করিতে তাঁহার বাড়ী চলিলেন। দেখেন আচার্য্য মরার মত পড়িয়া আছেন। নিমাই যাইয়া আচার্য্যকে ডাকিলেন, বলিতেছেন, "উঠ আচার্য্য, এই আমি বিশ্বম্ভর।" আচার্য্য একে অপরাধী, তাহার পর প্রভুর এইরূপ দৈন্যতা, সৌজন্যতা, মহত্ব, ও কৃপা দেখিযা অনুতাপানলে ও লজ্জায় একে বারে মরিয়া গেলেন। আচার্য্য কথা কহিতে পারিতেছেন না। প্রভু আবার ডাকিলেন। তখন আচার্য্য ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রভু! আমি এতদিন পরে বুঝিলাম আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে নাই। অন্য সকলকে তুমি দৈন্যতা দিয়াছ, তাহারা তোমার চরণ সেবা করিয়া সুখে ও নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। আমাকে তুমি কেবল খানিক অহঙ্কার দিয়াছ। আমাকে তুমি গৌরব কর ও ভক্তি কর। তাহাতে আমার দৈন্যতা যাইয়া কেবল দম্ভের বৃদ্ধি হয়। আমি বুঝিলাম অন্য ব্যক্তিরা তোমার নিজজন, আমি তোমার বহিরঙ্গ। আমাকে যে তুমি আত্মীযতা দেখাও সে তোমার কেবল বাহ্য। তুমি আমার প্রাণ ও সর্ব্বস্ব। তুমি আমাকে এই কৃপা কর যেন দীন ভাবে তোমার চরণে থাকিতে পারি।" যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

হেন কর প্রভু মোরে দাস্য ভাব দিযা।
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিযা॥

প্রভুর তখনও ভগবান আবেশ রহিযাছে। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তুমি আমার অন্য হইলে তোমাকে দণ্ড করিতাম না। আমি আমার অনুগ্রহ-পাত্রকেই এইরূপ দণ্ড করিয়া থাকি।" যথা চৈতন্য ভাগবতে, প্রভু বলিতেছেন :—

অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যারে দণ্ড করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে॥

তখন অদ্বৈত উঠিয়া বাহু তুলিযা নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "আমি আজ প্রভুর দণ্ড পাইলাম, আমি আজ কৃষ্ণের দাস হইলাম। আজ জানিলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বিস্মরণ হয়েন নাই।"

একটি প্রবাদ আছে যে শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।
তবু না ছাড়ে পাশ, তার হই দাসের দাস॥

যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্ম মধু পান করিয়াছেন তিনি দুঃখ পাইলে শ্রীভগবান তাঁহাকে বিস্মরণ হয়েন নাই তাঁহার ইহাই মনে হয়, হইয়া আনন্দিত হয়েন। আর তখন ভক্তের নিকট ভগবান হারি মানেন।

মহাপ্রকাশের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার অতি বৃদ্ধা জননীর মস্তকে শ্রীপাদ দিয়াছিলেন। আবার সেই অপ্রকাশ অবস্থায় শ্রীনিমাই দীন হইতে দীন। তখন তাঁহার দৈন্যতা ও কাতরভাব যিনি দেখিতেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। অপ্রকাশ অবস্থায় তিনি অতিশয় গুরু জন ব্যতীত কাহাকেও প্রণাম করিতেন না। কারণ তাহা করিলে তাঁহার ভক্তগণ ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু অন্য কাহাকেও তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। কেহ প্রণাম করিলে তিনিও প্রণাম করিতেন, কাযেই ভয়ে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিত না। শ্রীভগবান আবেশে যে নিমাই অতি বৃদ্ধা জননীর মস্তকে পদ দিয়াছিলেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার কিরূপ দৈন্যতা ও গুরুজন প্রতি ভক্তি, তাহা এখন শ্রবণ করুন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তনান্তে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময় এক জন মান্যা ব্রাহ্মণ নারী তাঁহার সম্মুখে নিপতিতা হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীভগবান, আমাকে উদ্ধার কর।"

এই কার্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলেন, ও তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল! তখন একটি দৃঢ় সংকল্প করিয়া, দ্রুতবেগে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া, গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। ভক্তগণ অনতিবিলম্বে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝম্প দিয়া পড়িলেন। কিন্তু নিমাইকে পাইলেন না। এখন বিবেচনা করুন এ সমুদায় চকিতের মত হইয়া গেল। প্রভু জলে ঝম্প দিবেন কেহ জানিতেন না। প্রভু ছুটিলেন, কিন্তু ভাবের অনুগত হইয়া তিনি মুহুর্মুহু এরূপ ছুটিতেন। যদি তাঁহারা বিন্দু মাত্র জানিতেন যে প্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন তবে আর এরূপ বিপদ হইত না। প্রভু তীরের মত ছুটিলেন, ছুটিয়া গঙ্গায় ঝম্প দিলেন। নিমাই এরূপ কয়বার জলে ঝম্প দিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আপনি উঠেন নাই। কারণ তিনি জলে অচেতন অবস্থায় ঝম্প দিয়াছিলেন, কাযেই তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে হইয়াছিল।

এবার ঐরূপ দ্রুতগতিতে জলে ঝম্প দিলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ আইলেন, দেখিলেন প্রভু জলে ঝম্প দিলেন। সকলে ভাবিলেন প্রভু এখনি উঠিবেন। কিন্তু তিনি উঠিলেন না। তখন সকলে হাহাকার করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। স্রোতে তখন তাঁহার দেহ ঝম্প স্থান হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, কাযেই কেহ তাঁহাকে তল্লাস করিয়া পাইলেন না।

এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যিনি যেখানে ছিলেন দৌড়িয়া আইলেন। দুঃখিনী শচীও শুনিলেন, তিনি কি অবস্থায় গঙ্গাভিমুখে দৌড়িলেন তাহা অনুভব করুন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শচী আসিয়া দেখিলেন নিমাইকে পাওয়া যায় নাই, তখন তিনিও জলে ঝাঁপ দিতে চলিলেন, আর ভক্তগণ ধরিয়া রাখিলেন।

শচী তীরে দাঁড়াইয়া নিমাই নিমাই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর বুক চাপড়াইতেছেন বার বার নিমাইয়ের পাছে ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন, আর সকলে নিবারণ করিতেছেন। এমন সময় নিতাই আইলেন, এবং তিনি জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

জলে মগ্ন হইল প্রভু না পাই দেখিতে।
সর্ব্ব নিজ জন ঝাঁপ দিলেন পশ্চাতে॥
পুত্র পুত্র বলি ধায় আর শচীমাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা॥
উন্মতা পাগলিনী শচী কান্দে উভরায়।
হা কান্দ কান্দনে কান্দে ভূমেতে লুটায়॥
ঐছন প্রমাদ দেখি অবধৌত রায়।
প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়॥
জলমগ্ন হইয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গা কুলে আচম্বিতে॥

প্রভুকে ধরাধরি করিয়া তীরে উঠান হইল। একটু পরে তাঁহার চেতন হইল।

তখন নিমাই নিতাইকে বলিতেছেন, "আমাকে মরিতে কেন তুমি দিলে না? আমার এ অপরাধময় দেহ রাখিয়া ফল কি? আমি জীবাধম, অতি

মান্যা ব্রাহ্মণ রমণী আমার চরণধুলি গ্রহণ করিলেন। আমি কীটাণুকীট, অথচ আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহাতে আমি কৃষ্ণের চরণে যে অপরাধী হইলাম তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছি না। আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি আমার এই কলুষিত দেহ ত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া বিহ্বল হইয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। সকলে নানামত সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই নিমাই প্রবোধ মানিলেন না। মধ্য স্থানে নিমাই, রোরুদ্যমানা শচীর কোলে বসিয়া, অশ্রুজল ফেলিতেছেন। আর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতেছেন। সকলে যথা সাধ্য বুঝাইলেন, কিন্তু নিমাই কোন ক্রমেই প্রবোধ মানিলেন না।

প্রভুর হৃদয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে। তৃণ দিয়া কি গঙ্গার স্রোত বন্ধ করা যায়? ভক্তগণের প্রবোধে প্রভুর তরঙ্গ নিবারিত হইল না। নিমাই, "শ্রীকৃষ্ণ! বাপ! আমি অপরাধী তুমি আমার অপরাধ মোচনের উপায় বলিয়া দাও" বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের মনের ভাব অনুভব করুন। ভক্ত অবস্থায় নিমাইয়ের ন্যায় দীন ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীকৃষ্ণের দাস্য ভক্তি কিরূপে পাইবেন, এই নিমিত্ত যাহাকে পান তাহার কাছে কাতর হইয়া মিনতি করেন। সেই নিমাইকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণরমণী চরণে ধরিয়া বলিল, "তুমি শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে উদ্ধার কর।" প্রভু ভাবিতেছেন, "হলো ভাল! কোথায় আমাকে লোকে ভক্তি শিক্ষা দিবে, আমাকে কৃপা করিবে, না আমাকে শ্রীভগবান করিয়া তুলিল?" ইহা ভাবিয়া নিমাই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

নিমাই উঠিলেন, উঠিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। এইরূপে মুরারি গুপ্তের বাড়ী মুখ গমন করিলেন। আর সকলেই তাঁহার সঙ্গে কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। সেখানে কিছু কাল থাকিয়া পরে বিজয় মিশ্রের বাড়ী গেলেন। সেখানে কিছু কাল থাকিয়া কান্দিতে কান্দিতে আবার হরিদাস আচার্য্যের বাড়িতে গেলেন। সেখানেও তাঁহার সঙ্গে সকলে গমন করিলেন। হরিদাস আচার্য্যের বাড়িতে সমস্ত নিশি রোদন

করিয়া যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে হরিদাসের বাড়ি ত্যাগ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে সুরধুনী তীরে আইলেন, ও এক খানি নৌকা পাইয়া গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে গেলেন।

সেখানে ভক্তগণের অনুনয় বিনয়ে শান্ত হইলেন, হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ভক্তগণ প্রাণ পাইলেন।

অপরাহ্নে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসের বাটী বসিয়া বলিতেছেন, "আমি যদি আমার বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম, তবে লোকে আমাকে আমার জননীর প্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ বলিত, ও আমার কর্ম্মকে দূষিত।" এই কথা শুনিয়া মুরারি উত্তর করিলেন, "তোমার শ্রীপাদপদ্ম হইতে জীবে প্রেম পাইয়া থাকে, তোমার কোন কার্য্যের নিমিত্ত লোকে নিন্দা করিবে না।" ভবিষ্যতে নিমাই এইরূপ "অকৃতজ্ঞ" হইবেন ও "দূষিত কার্য্য" করিবেন, ইহা মনে কবিয়া মুবারির বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এই আলিঙ্গন পাইয়া মুরারির সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল ও তখন তিনি এই শ্লোকটি পড়িলেন ঃ—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণ শ্রী নিকেতন।
ব্রহ্ম বন্ধু রিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিত॥

এই কথা বলিবা মাত্র নিমাইতে শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন। তাঁহার সমস্ত "শরীর সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়" হইল! আর বলিলেন, আমার এই দেহ "পরম মনোজ্ঞ," "নিত্য," "চিদ্ঘন," ও "আনন্দ ময়।" তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই। যথা চৈতন্য চরিতে ঃ—

শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব
স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভটেন
তেজশ্চয়েন দিননাথসহস্রতুল্যঃ॥
ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং
সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত যূয়ং নহি কিঞ্চিদন্য-
দ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে॥

আবার একটু পরেই শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেন, এবং নিমাই তখন নিমাইয়ের মত কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান মুহুর্মুহু প্রকাশ হইয়া আবার প্রায় তখনই লুকাইতে লাগিলেন। অধিক রহস্যের বিষয় এই যে, যখন প্রকাশ হইবেন তাহার পূর্ব্বে কেহ কিছু জানিতে পারিতেন না। সামান্য কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন; নিমাইয়ের দেহ সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আকৃতি সমুদায় প্রগাঢ় ভক্তি-দায়ক ও চিত্ত-আকর্ষক হইল, এবং দুই একটি কথা বলিয়াই অন্তর্ধ্যান করিলেন। ক্ষণকাল পরেই নিমাইয়ের শরীর ও আকৃতি পূর্ব্বের ন্যায় সহজ মনুষ্যের মত হইল। বিশেষ রহস্য এই, ভগবান প্রকাশ হইয়া যে সমস্ত কথা কহিলেন তাহার সহিত তাঁহারা পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যথা, যেরূপ উপরে বলা হইল। মুরারি বলিলেন, "আমি দরিদ্র, তুমি কৃষ্ণ, আমাকে আলিঙ্গন করিলে?" অমনি শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, এবং আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়া অন্তর্ধ্যান করিলেন। এক দিবস নিমাই তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল মুরারিকে দিলেন। মুরারি দুকর পাতিয়া প্রসাদ লইয়া কতক গ্রহণ করিলেন, কতক মস্তকে দিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি করিলি কি? তুই সর্ব্বাঙ্গে ঝুঁট মাখিলি?" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই ভগবান রূপে প্রকাশ হইলেন, আর বলিলেন, "কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী কুশিক্ষা দিতেছে, মায়া বাদ পড়াইতেছে, আর আমার এই বিগ্রহ মানিতেছে না। ইহার সমুচিত দণ্ড পাইবে।" প্রকাশানন্দ তখন সন্ন্যাসীগণের প্রধান। ভগবদ্ ভক্তি মানিতেন না ও পরে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হইয়াছিলেন। এখন বিবেচনা করুন মুরারির মাথায় তাম্বুলের ঝুঁটা, আর প্রকাশানন্দের মায়াবাদ, এ উভয়ে কোন সম্বন্ধ নাই। নিমাই রহস্য করিয়া মুরারির মাথায় ঝুঁটা লাগিল বলিতেছেন, আর ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়া তখনই বলিতেছেন, প্রকাশানন্দ কুশিক্ষা দিতেছে। তখনই শ্রীভগবান লুকাইলেন, এবং নিমাই ও মুরারিতে পুনরায় সামান্য কথা হইতে লাগিল।

আবার কখন কখন এইরূপে ভগবান প্রকাশ হইয়া ভক্তগণকে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝাইতেন। বরাহরূপে প্রকাশ হইয়া মুরারির বাড়ীতে "বেদ অন্ধ"

এ কথা বলিয়াছিলেন। আবার আর এক দিবস ঐ বরাহরূপে প্রকাশ হইয়া হরের্ণাম শ্লোকের অর্থ করিলেন। শ্লোকটি এই:—

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা॥

এই কয়েকটি কথা মাত্র লইয়া প্রভু ইহার এরূপ অর্থ করিলেন যে সকলে চমকিত হইলেন। এই কয়েকটি কথার মধ্যে এত অর্থ আছে ইহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি ইহার কিরূপ অর্থ করিয়াছিলেন তাহার বিস্তার বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই, তবু যে সংক্ষেপ বর্ণনা আছে তাহা বলিতেছি।

হরি নামই স্বয়ং ভগবান। ইনি আদি পুরুষ। এই নামরূপী আদি পুরুষ সকল সময়ে জগতে উদয় হয়েন না, কলিতেই হইয়াছেন। "কেবল" শব্দের অর্থ এই যে এই হরি ভিন্ন অন্য কোন দেব উদ্ধার করিতে পারেন না। যথা চৈতন্য মঙ্গলে:—

ইহা বলি আন দেবে মানে যেই জন।
তার গতি নাই তিনবার এ বচন॥

ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে কলিতে কেবল হরিনামই গতি, অন্য দেব উপাসনায় উদ্ধার নাই।

এইরূপে যে দিবস আম্রবীজ হইতে আম্র সৃষ্টি করিলেন, পরে বৃক্ষ অদৃশ্য হইল, কেবল আম্র থাকিল, সেই রহস্য দেখাইয়া নিমাই ভগবানরূপে বলিতেছেন, "এই দেখ আমার মায়া। যে উপায়ে এই ফল সৃষ্টি হইল তাহা সমুদায় চলিয়া গেল, কেবল এই ফলটী রহিল। এইরূপ প্রেমধনই নিত্য বস্তু, ইহা দ্বারা কৃষ্ণকে সেবা করিতে হইবে।" এই আম্রবীজ হইতে নিমাই কিরূপে আম্র প্রস্তুত করিতেন, তাহা পুর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে চৈতন্য চরিত কাব্যে এইরূপ লিখিত আছে। নিমাই মৃত্তিকায় বসিয়া সম্মুখে একটি আম্রবীজ থুইলেন, পরে হস্তে ঘন ঘন তালি দিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "এই বীজ অঙ্কুরিত হইল।" আর প্রকৃতই বীজ অঙ্কুরিত হইল। আবার বলিলেন, "এই দেখ অঙ্কুর হইতে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইল।" আর তাহাই হইল।

এইরূপে বৃক্ষ ফলবতী হইল, আর উহাতে দুই শত ফল হইয়া পরিপক্ক হইল। তখন সেই ফল পাড়া হইল। আর তখন বৃক্ষ কোথায় চলিয়া গেল। কিন্তু ফল গুলি রহিল, আর উহা কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া সকলে ভোজন করিলেন।

প্রভু প্রকাশাবস্থায় যেরূপ উপদেশ দিতেন, অপ্রকাশ অবস্থায়ও কখন কখন ভক্তগণকে কিছু কিছু তত্ত্বকথা বলিতেন। তখনও সুবিধা মত তাঁহার টোলের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া পাঠ লইতেন। এক দিন একটি শিষ্য বলিতেছেন, "আপনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন সেও এক মায়া বই নয়।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় কষ্ট পাইলেন। শুনিবামাত্র কর্ণে হস্ত দিলেন, আর মুহুর্মুহু কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন, ও রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে বলিলেন যে, "চল, আমরা সকলে যাইয়া গঙ্গা স্নান করিয়া পবিত্র হই। কারণ কৃষ্ণ নাই এ কথা শুনিয়া আমরা অপবিত্র হইয়াছি।" সেই শিষ্যকেও লইয়া গেলেন; তাহাকেও গঙ্গায় বহুবার ডুবাইলেন। গঙ্গায় ডুব দিতে দিতে তাহার অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল।

এখানে এ কথা বলি যে নিমাই কখন কাহাকে অলৌকিক দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন না। বস্তুত তাঁহার ভক্তগণ অলৌকিক কার্য্য প্রভৃতিকে ঘৃণা করেন। প্রভু নিজেও অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন যে তিনি ইচ্ছা মাত্র কাহাকে কোন "রূপ" দেখাইতে পারেন না, এবং কিরূপে কি হয় তাহা তিনি জানেন না। তবে এক দিবস, রহস্য করিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, একটি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যাকালে সকলে কীর্ত্তন করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ঘোর মেঘ হইল। মেঘ দেখিয়া কীর্ত্তন হইল না ভাবিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইলেন। তখন ভক্তগণের দুঃখ দেখিয়া, প্রভু হস্তে একযোড়া মন্দিরা লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া, মেঘ পানে চাহিয়া, মন্দিরা বাজাইতে লাগিলেন। আর নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখনি মেঘ অন্তর্হিত হইল।

একটু অগ্রে প্রভুর ভক্ত ভাবে দৈন্যতার কথা বলিতেছিলাম। এখন প্রকাশ ভাবের একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। চাপাল গোপাল নামে একজন

বড় তেজস্কর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, কীর্ত্তনাদিকে বড় ঘৃণা করিতেন। এই কীর্ত্তন শ্রীবাসের বাড়ী হইত বলিয়া শ্রীবাসের উপর তাঁহার বড় রাগ ও ঘৃণা। তাঁহাকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত চাপাল গোপাল এক দিবস নিশি যোগে, যখন শ্রীবাসের ভিতর আঙ্গিনায় সংকীর্ত্তন হইতেছিল, তখন বাহির বাটীতে মদ্যপায়ী তান্ত্রিকগণ যেরূপে পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদায় পূজার সজ্জা করিলেন। এক ভাণ্ড মদ্যও রাখা হইল। প্রাতে শ্রীবাস উঠিয়া এই কাণ্ড দেখিলেন। তখন বুঝিলেন যে উহা চাপাল গোপালের কার্য্য। পাড়ার লোককে ডাকিয়া দেখাইলেন, দেখাইয়া আর কিছু না বলিয়া, সে স্থান হাড়ি আনাইযা লেপিয়া ফেলিলেন।

দুই দিবস পরে চাপাল গোপালের কুষ্ঠ রোগ হইল। চাপাল গোপাল টোলে ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন। একজন ছাত্র তাঁহার অঙ্গুলি ফুলিয়াছে দেখিয়া চাপালকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাপাল তখন দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা ভাবিতেছ, উহা তাহা নয়। আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিব পূজা করিয়া থাকি, আমার কেন ব্যাধি হইবে?" কিন্তু ব্যাধি বাড়িয়া চলিল। চাপাল স্ত্রী পুত্রকে বড় যন্ত্রণা দিতেন, তাহারা তখন তাঁহাকে বাহিরে একখানি চালা বাঁধিয়া দিল। দূরে দাঁড়াইয়া নাসিকায় বস্ত্র দিয়া স্ত্রী এক মুষ্টি অন্ন দিয়া পলাইতেন। চাপাল অন্নাহার করিয়া যষ্টি ভর করিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিতেন। কোন একজন দয়ালু লোকের পরামর্শে তিনি এক দিবস, নিমাই যখন স্নান করিতে আসিয়াছেন, অমনি তাঁহাকে বলিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত! আমি তোমার এক গ্রামে বাস করি, তোমার সহিত গ্রাম সম্পর্কও আছে। শুনিলাম তুমি নাকি বড় সাধু হইয়াছ, আর ব্যাধি ভাল করিতে পার। আমার ব্যাধি কেন ভাল করিয়া দাও না।"

তখন চাপালের সম্পূর্ণ মলিনতা ও দম্ভ রহিযাছে। শ্রীনিমাইকে এই কথা বলিলে শ্রীনিমাই যদি নিমাই থাকিতেন তবে করযোড়ে বলিতেন, "ঠাকুর আমাকে এরূপ বলিয়া কেন অপরাধী কর।" কিন্তু শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিলে, তদ্দণ্ডে শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, আর তিনি বলিলেন, "তুমি ভক্তদ্রোহী, তোমার কুষ্ঠ হইয়াছে এ সামান্য কথা। তোমার অনেক দুঃখ পাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন এ প্রসঙ্গ উঠিল, তখন ইহা শেষ করিয়া রাখি। চাপাল ইহার পরে অতি কষ্টে কাশী (বারানসী) নগরে গমন করেন। সেখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর স্বপ্নে বলিলেন যে নবদ্বীপে যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, তিনি স্বয়ং ভগবান। সরল ভাবে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলে রোগ হইতে আরোগ্য হইবে। চাপাল বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। পাঁচ বৎসর পরে কুলিয়া গ্রামে প্রভুর দর্শন পাইলেন, পাইয়া তাঁহার চরণে সকাতরে পতিত হইলেন। এ সম্বন্ধে চাপাল গোপালের উক্ত প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন ঃ—

পরম করুণ হে প্রভু, নিতাই গৌর, তোমরা দুভাই। ধ্রু।
(আমি) গিয়াছিনু কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে,
পূর্ণব্রহ্ম শচীর ঘরে।
আমি কীড়ার জ্বালায় জ্বলে মরি।
আমায় উদ্ধার কর গৌর হরি ॥

তখন শ্রীভগবান কৃপার্ত্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীবাসের নিকট অপরাধী, তাঁহার পাদোদক পান কর, আরোগ্যলাভ করিবে।" চাপাল তাহাই করিয়া ভব রোগ ও দেহ রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইলেন।

আবার প্রভু কখন কখন তাঁহার কৃপা পাত্র এবং ভক্তগণকে গোপন করিয়া কাহাকেও কৃপা করিতেন। শুক্লাম্বরের খুদ কাড়িয়া খাইয়া ছিলেন বলিয়া ব্রহ্মচারীর মনে বড় ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ নিবারণ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, এক দিন তাঁহার বাড়ী যাইয়া অন্ন খাইবেন, এই অভিপ্রায় জানাইলেন। শুক্লাম্বর এই কথা শুনিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন তেমনি ভয়ও পাইলেন। কারণ সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহার অন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ ভোজন করিতে পারেন না। ইহাতে শুক্লাম্বর অনেক মিনতি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, "প্রভু আমি অতি দীন ও মলিন; আমি আপনাকে অন্ন রন্ধন করিয়া দিব এরূপ আমার সাহস হয় না, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিলেন না। তখন শুক্লাম্বর নিরুপায় হইয়া অন্যান্য ভক্তগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ভক্তগণ বলিলেন; "শ্রীভগবানের নিকট জাতি বিচার নাই। তিনি সকলেরই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। তুমি সস্থন্দে যাও, প্রভুকে ভোজন করাও।" তখন শুক্লাম্বর স্নান করিয়া পবিত্র মনে অন্ন চড়াইলেন ও তাহার সহিত এক খণ্ড গর্ভথোড় দিলেন; আর হাঁড়ি ছুইলেন না। করযোড়ে শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে আহ্বান করিয়া মনে মনে তাঁহার চবণ ধ্যান কবিতে লাগিলেন।

ইতি মধ্যে প্রভু স্নান করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শুক্লাম্বরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীনিমাই ও নিতাই ভোজনে বসিলেন, আর সকলে দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিতে করিতে বলিতেছেন যে, এমন সুস্বাদ অন্ন তিনি জীবনে কখন ভোজন কবেন নাই। আর গর্ভথোড় যে এত উপাদেয় হইতে পারে তাহা তিনি পুর্ব্বে জানিতেন না। ভোজন করিয়া প্রভুদ্বয় উঠিলে ভক্তগণ সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলেন। তাহার পরে সেখানে সকলে শয়ন কবিলেন। শুক্লাম্বরের বাটী গঙ্গার উপর; গ্রীষ্মকাল, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, সকলে নিদ্রা গেলেন। প্রভুও শয়ন করিলেন, আব তাঁহাব নিকট কায়স্থ বংশোদ্ভূত বিজয় নামক কোন ব্যক্তিও শয়ন কবিলেন। বিজয় প্রভুব বড় প্রিয় পাত্র, তাঁহার ন্যায় আখরিয়া শ্রীনবদ্বীপে কেহ ছিলেন না। বিজয় প্রভুকে অনেক পুঁথি লিখিয়া দিয়াছেন। নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীহস্ত বিজয়ের বুকের উপর দিলেন। শ্রীকবস্পর্শে বিজয় নয়ন মেলিলেন। দেখেন যে, যে বাহু তাঁহার বুকের উপর রহিয়াছে উহা চিন্ময় ও রত্নাঙ্গুরীয়ক খচিত। আরো দেখিলেন যে সমস্ত জগৎ শীতল তেজে পরিপুরিত। বিজয় দেখিয়া তদ্দণ্ডে বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন, ও হুঙ্কার করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার হুঙ্কারে সকলে চেতন পাইলেন। সকলে ও প্রভু স্বয়ং বিজয়কে তাঁহার হুঙ্কার ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার আনন্দে বাহ্য জ্ঞান নাই। তিনি কোন কথারই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন প্রভু মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, "বুঝিলাম, শুক্লাম্বরের বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তাঁহাকেই বা বিজয় দেখিয়াছে? কি এ গঙ্গার

মাহাত্ম্য? বিজয় নিশ্চয় কিছু বৈভব দর্শন করিয়া থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।" এইরূপে তিনি নিজে যে এ নাটের গুরু ইহা গোপন করিলেন, যদিও ভক্তগণ কিছু কিছু মনে অনুভব করিলেন যে বিজয়ের এ পরিবর্ত্তনের মূল কে। বিজয়ের তখন কি দশা হইল, তাহা চৈতন্ত ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"না আহার না নিদ্রা রহিত দেহ ধর্ম্ম।
ভ্রমেণ বিজয় কেহ নাহি জানে মর্ম্ম ॥"

সপ্ত দিবস পরে বিজয় চেতন পাইয়া সমুদায় কথা প্রকাশ করিলেন। শ্রীভগবানের "চরণ নখর ছটা" দর্শন করার শক্তি জীবের নাই। দর্শন করিলে বিজয়ের যেরূপ দশা হইয়াছিল তাহাই উপস্থিত হয়। এইরূপে প্রভু কাহাকে কিরূপে কৃপা করিতেন তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিতেন না। আপনিও লুকাইবার চেষ্টা করিতেন, যদিও সে চেষ্টা সময় সময় বিফল হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বন্ধু হে, কি দেখ চিবুক ধরে। ধ্রু।
যে আনন্দ পাই, হেরি রাঙ্গা পদ,
কেনহে বঞ্চহে মোরে ॥
লজ্জাশিল বলে, করহ বিদ্রূপ,
নিগূঢ় কব তোমারে।
লজ্জা ভান করে, নমিত বদনে,
পদ হেরি নয়ন ভরে ॥

এক দিবস নিমাই শ্রীবাসের মুখে কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বলিলেন, "এসো এক দিন অঙ্ক বন্ধন করিয়া, সাজিয়া গুজিয়া কৃষ্ণলীলা রস আস্বাদন করা যাউক।" "সে কিরূপ?" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই বলিলেন, "তোমারা সমুদায় কৃষ্ণলীলার সজ্জা প্রস্তুত কর। তাহার পর কিরূপ করিতে হইবে দেখা যাইবে।" বুদ্ধিমন্ত খান কায়স্থ জমীদার, ও সদাশিব কবিরাজ প্রভুর বড় প্রিয়। এই দুই জনের উপর সজ্জা প্রস্তুতের ভার হইল। এই লীলার স্থান প্রভু আপনি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, যে, তাঁহার মেসো অর্থাৎ চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের বাড়ী যাত্রা হইবে। তাঁহার মাসীর বাড়ী সাব্যস্ত করিবার কারণ বোধহয় যে সেখানে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া যাইতে পারিবেন।

সেখানে কি হইবে সকলে আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভু বলিলেন, "আমি সেখানে রমণীর বেশ ধরিয়া নৃত্য করিব।" ইহাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের দিকে চাহিয়া, তিনি শিব এরূপ ইঙ্গিত করিয়া, মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন, "কিন্তু আমি এরূপ রূপবতীর রূপ ধরিব যে যে ব্যক্তি জীতেন্দ্রিয় তিনি ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইতে পারি-

বেন না।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে মহাদেব মোহিনী দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন, আর অদ্বৈত মহাদেব। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু রহস্য করিতেছেন একথা এরূপে না লইয়া, একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “তবে আর আমার যাওয়া হইবে না, আমি জীতেন্দ্রিয় এ গৌরব আমার নাই।” এ কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, “আমারও ঐ কথা।” তখন নিমাই একটু ঠকিলেন, ও হাসিয়া বলিতেছেন, “তবে হলো ভাল! তোমরা কেহ যাবে না তবে এ রঙ্গ কাহাকে লইয়া করিব? তা আমি ইহার একটি উপায় করিতেছি। তোমরা আমার বরে সকলে জীতেন্দ্রিয় হইবে, ও আমাকে দেখিয়া মোহ পাইবে না।” এ কথা শুনিয়া আবার সকলে হাঁসিতে লাগিলেন।

তাহার পর সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “যদি আমাদের নাট্যাভিনয় করিতে হয়, তবে কে কি সাজিবেন, আর কে কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা আগে ঠিক করিয়া দাও।” প্রভু বলিলেন, “আমি হবো রাধা, গদাধর হইবেন ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হইবেন আমার বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ ইত্যাদি।” অদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, “আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়।” প্রভু বলিলেন, “সকলই তুমি, তোমাকে আর কি বাছিয়া দিব? তুমি হইবে শ্রীকৃষ্ণ।”

ইহাতে সকলে প্রভুকে বলিলেন, “কে কি বলিবে, কে কি করিবে, সমুদায় বলিয়া দিউন।” প্রভু বলিলেন, “তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সময় হইলে যাহার যাহা করিতে কি বলিতে হইবে আপনি স্ফুরিত হইবে।” সুতরাং কি যে কাণ্ড হইবে কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

এই সমুদায় কথা সাব্যস্ত হইলে সকলে উৎসাহের সহিত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। শাড়ী, শংখ, কাঁচলী, গোঁপ, দাড়ি প্রভৃতি নানাবিধ সজ্জা প্রস্তুত করা হইল। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বুদ্ধিমন্ত খান তখন বড় বড় চাঁন্দোয়া খাটাইলেন, বসিবার শয্যা পাতিলেন, দীপের সজ্জা করিলেন। সন্ধ্যা হইলে সমুদায় ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন, আর তাহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোক সকলে চলিলেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, মালিনী ভগিনীগণ লইয়া চলিলেন, মুরারির স্ত্রী আইলেন।

এইরূপে বাড়ীর অভ্যন্তর স্ত্রীলোকে ভরিয়া গেল। সকলে প্রবেশ করিলে ঘরে কপাট পড়িল, কাহারও আসিবার অধিকার রহিল না। প্রভু দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিলেন যে যেন আর কেহ আসিতে না পারে।

এখন কে কি ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিতেছি। সাজাইবার ভার পাইলেন বাসুদেব আচার্য্য। গায়ক হইলেন পঞ্চজন, যথা পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখর আর্য্যরত্ন, অর্থাৎ যাঁহার বাড়ী, আর শ্রীবাসের তিন ভাই। যাঁহারা যাঁহারা সাজিবেন তাঁহারা রঙ্গ গৃহে সাজিতে লাগিলেন, আর সভায় গায়ক ও বাদক ও সভ্যগণ রহিলেন। স্ত্রীলোকে কেহ ছাঁচিয়ায়, কেহ পিঁড়ার উপর, কেহ অভ্যন্তরে বসিলেন।

প্রথমে বাদ্য আরম্ভ হইল। তাহার পরে গায়কগণ সুস্বরে দুইটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্তব শ্লোক পড়িলেন। যথা "জয়তি জননীবাসো" এবং "সম্পূর্ণেন্দুমুখী" ইত্যাদি। এই শ্লোক দ্বয় পাঠ হইলে সকলে আনন্দে হরি হরি বোল বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এমন সময় হরিদাস রঙ্গভূমিতে সূত্রধররূপে উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের মুখে মস্ত গোঁপ, স্কন্ধে যষ্টি, কিন্তু দুই হস্তে কুন্দ ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প। নয়নজলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি আসিয়া সেই পুষ্প দিয়া রঙ্গস্থলকে শ্লোক পড়িয়া পূজা করিলেন। আর প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে রঙ্গভূমি, তুমি অদ্য বৃন্দাবন হও।" পূজা সমাপ্ত হইলে হরিদাস সভ্যগণকে বলিতেছেন, "অদ্য আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম, দেখি সেখানে শ্রীল নারদ মুনি বসিয়া। আমি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে নারদ আমাকে একটি আজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনের সাধ তাঁহার বহুদিন হইতে আছে, আর নাটকাকারে আমার তাঁহাকে সেই লীলা দেখাইতে হইবে। আমি এখন কিরূপে নারদের আজ্ঞা পালন করিব ভাবিতেছি।"

ইহাই বলিয়া হরিদাস মুখ তুলিয়া দেখেন তাঁহার পারিপার্শ্বিক অগ্রে দাঁড়াইয়া। ইনি মুকুন্দ। হরিদাস তাঁহার পারিপার্শ্বিক মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নারদের আজ্ঞা শুনিলে ত? এখন ইহার উদ্যোগ কর।"

পারি। তোমার কথায় আমার বিস্ময় জন্মিল। শ্রীল নারদ আত্মারাম, তিনি ব্রহ্মার তনয় বটে, কিন্তু অধিকারে তাঁহারই সমান। সনকাদি আত্মারাম তাঁহার অনুজ। তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক লীলাতে লোভ করিবেন, এ বড় আশ্চর্য্য।

সূত্র। তুমি কি ভাগবতের "আত্মারাম" শ্লোক জান না? যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের অহেতুকী ভক্তি ও লীলা রসরূপ সুধা পান করিতে সাধ করিয়া থাকেন।

পারি। আত্মারামগণ ভাল ছাড়িয়া মন্দে কেন লোভ করেন?

সূত্র। পাগল, তুমি জান না, যে, ভগবানের অলৌকিক লীলাপেক্ষা লৌকিক লীলা আরো মধুর? সৃষ্টি প্রক্রিয়াদি ভগবানের বড় বড় কথায় রস নাই। এই বিচার করিয়া শুকদেব শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যিনি আস্বাদ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অচিরাৎ পাইয়া থাকেন। আর শ্রীভগবান এই নিমিত্ত, অর্থাৎ জীবগণের ভজন সুলভ করিবার নিমিত্ত, নরলীলা করিয়া থাকেন।

পারি। তা ভাল, তাই করা যাবে; কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? নারদ ব্রহ্মলোকে, তাঁহার আসিতে ত ঢের সময় লাগিবে?

সূত্র। আরে অজ্ঞান! নারদ অন্তরীক্ষে গমন করেন। তাঁহার আসিতে কতক্ষণ লাগিবে? তুমি শীঘ্র সজ্জা কর।

পারি। যে আজ্ঞা। তবে শ্রীভগবানের কোন্ লীলা দেখাইব?

সূত্র। "দানলীলা" অভিনয় করিয়া দেখাই এই আমার ইচ্ছা।

পারি। উহা হবে না। তোমার কন্যাগণ থাকিলে হইত।

সূত্র। সেকি? তাহারা ত ভাল আছে?

পারি। ভাল আছেন, তবে শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিব পূজা করিতে গিয়াছেন।

সূত্র। এ ত ড় বিপদের কথা! যদি কোন কৃষ্ণলীলা না দেখাইতে পারি, তবে নারদ অভিশাপ দিবেন, এখন উপায়?

পারি। ব্যস্ত কি? তাঁহারা শীঘ্র আসিবেন।

সূত্র। তুমিত বল শীঘ্র আসিবেন, কিন্তু তাহারা পথ জানে না, সঙ্গে কেহ নাই, আবার সে বনে ভয় আছে শুনিয়াছি।

পারি। ভয় কি? সঙ্গে বড়াই বুড়ি আছে।

সূত্র। (হাঁসিয়া) বুড়ীর ত খুব সাহস। চোকে দেখে না, কাণে শুনে না, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর।

ইহা বলিতে বলিতে নারদ আইলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া সূত্রধর (হরিদাস) ও পারিপার্শ্বিক (মুকুন্দ) উভয়ে শীঘ্র শীঘ্র কন্যাগণকে আনিবার নিমিত্ত রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলেন। নারদ রঙ্গস্থলে বীণাযন্ত্র হস্তে করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে আইলেন, সঙ্গে তাঁহার স্নাতক, তিনি শুক্লাম্বর। এখন যেরূপ যাত্রায় নারদের বেশ দেখা যায়, নারদের সেই বেশ। নারদকে দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। তাহার কারণ, নারদ যে শ্রীবাস ইহা সকলে জানেন, কিন্তু শ্রীবাসকে কেহ চিনিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাসের আকৃতি প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতে হইতেছে। এই যে নাটক অভিনয় হইতেছে, ইহা সভ্যগণ ভুলিয়া গিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীবাস আর এখন শ্রীবাস নাই, প্রকৃতই আপনাকে নারদ ভাবিতেছেন। যখন শ্রীঅদ্বৈত কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আসিলেন, তখন প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই যে সকলে নাটক অভিনয় করিতেছেন, ইহাঁদের কথা ও কার্য্য পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; সকলেই উপস্থিত মত কার্য্য করিতেছেন ও কথা বলিতেছেন। শ্রীবাস যখন নারদরূপ ধরিয়া আসিলেন তখন শচী বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এই কি তোমার পণ্ডিত?" তাহাতে মালিনী বলিলেন, "শুন্‌ছি বটে, কিন্তু চিনিতে পারিতেছি না।" প্রকৃত কথা তখন যাঁহারা রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের দেহে অন্যে প্রবেশ করায় তাঁহাদের আকার একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

নারদ। কই হে স্নাতক, এখানে ত নাটক কিছু দেখি না?

(সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া গোপিনীবেশে গদাধরের সুপ্রভা সখিসহ প্রবেশ।)

নারদ। তোমরা কাহারা?

সুপ্রভা। আমরা গোয়ালার মেয়ে, ব্রজে থাকি, গোপেশ্বর পূজিতে যাইতেছি। ঠাকুর আপনি কে?

নারদ। আমি কৃষ্ণের দাস নারদ।

(সকলে নারদকে প্রণাম।)

গোপী (গদাধর)। ঠাকুর, আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গৌরচন্দ্ররূপে নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন, তাঁহার চরণ পাইব? (ইহা বলিয়া কান্দিয়া নারদের চরণে পড়িলেন।)

নারদ। তুমি অবশ্য সে চরণ পাইবে। প্রত্যহ সুরধুনীতে অঙ্গ মার্জ্জনা করিও। (একটু পরে, গোপী কিছু শান্ত হইলে) তুমি বৃন্দাবনের গোপী, অবশ্য নৃত্য করিতে পার, একবার আমাকে নৃত্য দর্শন করাও।

গদাধরের রূপের অবধি নাই। যাই গৌরচরণ কিরূপে পাইব বলিয়া নারদের চরণে পড়িয়াছেন, অমনি প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। গদাধরের চাঁদ মুখ নয়ন জলে ভাসিতেছে। তখন সুপ্রভা সখীর অঙ্গে ভর দিয়া, মৃদঙ্গ মন্দিরার সহিত, তিনি মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস স্কন্ধে যষ্ঠি লইয়া গোঁফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অট্ট অট্ট হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, "দিন গেল, কৃষ্ণ ভজ, এমন ঠাকুর আর পাবে না।"

সভ্যগণ হরিদাসের মুখে শুনিতেছেন "কৃষ্ণ ভজ," আর শ্রীকৃষ্ণ ভজনের ফল স্বরূপ শ্রীগদাধরকে দেখিতেছেন ও তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন!

সুপ্রভা। (গদাধরকে) সখি, সময় গেল, পূজায় যাবে না?

গোপী। (নারদকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর অনুমতি কর, আমরা যাই। (গদাধর ও অন্যান্য নিষ্ক্রান্ত।)

স্নাতক। ইহাঁরা সকলে বৃন্দাবনে গেলেন। চল আমরাও সেখানে যাই, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রহস্য দেখিগে।

নারদ। কেন, একি বৃন্দাবন নহে?

স্নাতক। ঠাকুর, একেবারে পাগল হইয়াছ, এ বৃন্দাবন কোথায়?

নারদ। পাগলই বটে হইয়াছি। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে লোককে পাগলই করে। চল বৃন্দাবনে যাই; আমি পথ দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পথ দেখাইয়া চল।

প্রকৃতই নারদ নয়ন জলে ভাসিতেছেন, আর সেই নয়ন জলে কিছু দেখিতেও পাইতেছেন না। নারদের তখন কৌতুক ভাব নাই। তিনি অতি গম্ভীর ও প্রেমে চঞ্চল হওয়ায় তাঁহার মুখের শোভা অপরূপ হইয়াছে। অগ্রে স্নাতক পথ দেখাইয়া যাইতেছেন, পশ্চাতে নারদ চলিয়াছেন।

স্নাতক। তবেই তুমি বৃন্দাবনে গিয়াছ? কৃষ্ণলীলা রহস্য দেখা হইল না।

নারদ। কেন? কি হইয়াছে?

স্নাতক। তুমি এক পা যাইবে, দশ পা নাচিবে। এইরূপে আমরা কত দিনে বৃন্দাবনে যাইব?

নারদ। বৃন্দাবনে যাইব বলিয়া আমার অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে না। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্থান। সেখানে বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত আনন্দে ভাসিতেছে। আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাবনে একটু স্থান চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "হে প্রভু! বৃন্দাবনে আমাকে একটি অতি ক্ষুদ্র তৃণ কর।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "কেন ব্রহ্মা, তুমি বড় বৃক্ষ না হইয়া বৃন্দাবনে ছোট তৃণ হইতে চাহিতেছ?" তাহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "তোমাকে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া মুনিগণ ধ্যানেও দর্শন করিতে পারেন না, সেই তুমি, তোমাকে গোপীগণ প্রেমবলে সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন, আমি যদি বৃন্দাবনে ক্ষুদ্র লতা হই, তবে সেই গোপীগণের পদরজঃ সর্ব্বদা পাইব।" স্নাতক! বৃন্দাবন এইরূপ লোভের সামগ্রী, সেখানে যাইতেছি, একটু নাচিব না?

(এমন সময়ে (নেপথ্যে) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব হইল।)

এই যে মুরলীরব হইল, ইহাতে যেন শুধু উপস্থিতগণ নহে, সমস্ত নবদ্বীপবাসী এমন কি, যেন ত্রিভুবন মোহিত হইলেন। সেই রব শুনিয়া সকলের অঙ্গ শীতল হইল, সুখে যেন প্রাণ এলাইয়া গেল।

নারদ। ঐ শুন! ঐ শুন! তান তরঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি হইতেছে! এই মুরলীধ্বনি শুনিয়া কুলবতীগণের, পতির অগ্রে, নিবিবন্ধন খসিয়া পড়ে। আমি এখন কি করি? অনুমানে বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, কারণ শ্রীঅঙ্গ গন্ধে আমার নাসিকা মাতিতেছে। চল একটু দূরে যাই, নতুবা সংজ্ঞা হারা হইব, কিছু দেখিতে পাইব না।

(একটু অন্তরাল গমন ।)

(শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীকৃষ্ণরূপে সখাগণের সহ প্রবেশ ।)

শ্রীকৃষ্ণের করে মুরলী। অদ্বৈতের বয়স যদিও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ, কিন্তু এখন তাঁহাকে পঞ্চদশ বয়স্ক বালক বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে অদ্বৈতকে ঠিক কৃষ্ণের ন্যায় বোধ হইতেছে, ও তাঁহার রূপ মাধুরী দেখিয়া সকলের নয়ন শীতল হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি ও সভ্যগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আর সকলেই শ্রীকৃষ্ণেররূপ, হাব, ভাব, ভঙ্গি দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা শ্রীদাম! দেখ দেখি বৃন্দাবনের কি শোভা হইয়াছে! ফুলের শোভা ও গন্ধে, নয়ন ও নাসিকা আমোদ করিতেছে। ত্রিজগতের মধ্যে এইটীই আমার মনোমত স্থান।

শ্রীদাম। এ বৃন্দাবন শোভা অপেক্ষা তোমার খেলা আরও মনোহর।

শ্রীকৃষ্ণ। এখানে মধুমঙ্গলকে দেখিতেছি না কেন? তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস।

মধুমঙ্গল ব্রাহ্মণ পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের সখা ও বিদুষক।

(এমন সময় মধুমঙ্গলউর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া উপস্থিত।)

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, হাঁপাইতে হাঁপাইতে,) পথে আজ একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। তোমার পূণ্যবলে বাঁচিয়া আসিয়াছি। বৃন্দাবনে কতকগুলি অল্প বয়স্ক গোপ বালিকার সহিত একটা বৃদ্ধা রমণীকে দেখিলাম। সেটা নিশ্চিত ডাকিনী, বোধহয় বনে আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আমাকে ধরিতে পারিলেই গোপেশ্বর শিবের নিকট বলি দিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! এ ব্যাপার কি বল দেখি? মধুমঙ্গল কাহাদের দেখিয়া আসিল?

সুবল। বোধহয় শ্রীমতী রাধা সখীগণ বেষ্টিত হইয়া বড়াই বুড়িকে সঙ্গে করিয়া গোপেশ্বর শিব পূজা করিতে আসিয়াছেন।

মধুমঙ্গল। (হিঁ হিঁ করিয়া হাস্য করিয়া,) যদি শ্রীমতী রাধা আসিয়া থাকেন, তবে সখার হাতে ধরা পড়িবেন।

নারদ। স্নাতক! চল আমরা অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করি।

(নারদ ও স্নাতকের প্রস্থান, ও শ্রীমান পণ্ডিত আগে মশাল ধরিয়া, পশ্চাৎ শ্রীরাধিকার, বড়াই ও সখীগণ সহিত, প্রবেশ।)

এখানে বেশ-গৃহের কথা কিছু বলি। নিমাই, গদাধর, প্রভৃতিকে ব্যাসাচার্য্য স্ত্রীবেশ সাজাইতেছেন। হস্তে কঙ্কণ দিলেই নিমাইয়ের রুক্মিণীর আবেশ হইল, যথা চৈতন্য ভাগবতে:—

"আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশ।"

নিমাই ভাবিতেছেন তিনি রুক্মিণী, তাঁহার বিবাহ হইবে, আর সেই নিমিত্ত তাঁহাকে সাজান হইতেছে। নিমাই রুক্মিণী ভাবে অধোমুখে রহিয়াছেন, নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিতেছে। আর নখ দিয়া মৃত্তিকায় শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন। লিখিতেছেন কি, না শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সাতটি শ্লোক, যাহা রুক্মিণী প্রণয়-লিপি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্র খানির মর্ম্ম কিছু বলিতেছি। রুক্মিণী লিখিয়াছিলেন:—"শ্রীকৃষ্ণ! তোমার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া আমার ত্রিবিধ তাপ দূরে গিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার রূপ গুণে আমার লজ্জা নষ্ট হইয়াছে। আর তাই নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, আমার চিত্ত তোমাতে গিয়াছে। তা তুমি বিবেচনা কর, আমার দোষ কি? এ জগতে এমন কোন্ রূপবতী আছে যে তোমার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জা ও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি না দেয়? অতএব আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর, করিয়া আমাকে তোমার রাঙ্গা চরণে স্থান দাও।"

রুক্মিণী (নিমাই) অবনত মুখে নখ দিয়া শ্রীভাগবতের এই সাত শ্লোক লিখিতেছেন, আর প্রেমানন্দ ধারায় লেখা মুছিয়া যাইতেছে। আবার লিখিতেছেন। ভাবিতেছেন যে, যে বিপ্র দ্বারা সেই পত্র শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইবেন, সে সম্মুখে। মস্তক অবনত করিয়া পত্র লিখিতেছেন, আর কল্পিত বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীলোকের স্বরে, (কারণ প্রভুর যখন গোপীভাব

হইত তখন স্বর স্ত্রীলোকের মত হইত) কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "বিপ্র! তুমি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই পত্র লইয়া যাও। তুমি কৃষ্ণের রাঙ্গা পায় আমার অবস্থা ভাল করিয়া বলিও। বলিও যে আমার প্রকৃত অবস্থা পত্রে লিখিতে পারিলাম না। বিপ্র, তুমি আমার হইয়া সমুদায় বলিও।" বেশ গৃহে এই রঙ্গ হইতেছে, আর সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন।

বেশ সমাপ্ত হইলে নিমাইয়ের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তখন শ্রীমতী রাধার ভাব হইল। আর সেই ভাবে রঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যখন নিমাই, রাধা ভাবে সখী সঙ্গে প্রবেশ করিলেন, তখন শ্রীমান পণ্ডিত আগে দেউটী ধরিয়া আইলেন।

নিমাই শ্রীরাধিকা হইয়াছেন, গদাধর ললিতা, ও নিত্যানন্দ বড়াই। আরও দুই চারিজনে গোপ বালিকার বেশ ধরিয়াছেন। শ্রীনিমাই ভুবন মোহিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি যে পুরুষ তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ তাঁহার শরীরে নাই। সেই রূপ দেখিয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই মোহ হইল। যথা চৈতন্য মঙ্গলে ঃ—

পট্ট বসন পরে, নূপুব চরণ তলে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝা খানি।
রূপে ত্রিজগতমোহে, উপমা দিবার কাহে,
গোপী বেশ ঠাকুর আপনি॥

গদাধরের রূপও তদনুরূপ। নিমাই রূপসী হইয়াছেন, শুধু তাহা নয়, তিনি যে নিমাই, ইহা কাহারও লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা নাই। শচীও চিনিতে পারিতেছেন না। নিমাই বলিয়াছিলেন আমাকে দর্শন করিলে তোমাদের মোহ হইবে তাহাই হইল। সকলে, সংজ্ঞা লাভ করিলে, আনন্দ কলরব অর্থাৎ হুলু, শঙ্খ ও হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "চল যাই, আমরা কুঞ্জের আড়ালে একটু লুকাইয়া দেখি, গোপবালিকাগণ কি করে।"

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত কুঞ্জের আড়ালে লুকাইলেন।

শ্রীরাধিকা (নিমাই)। সখি ললিতে! গোপেশ্বরকে পুজিবার নিমিত্ত সকল দ্রব্যই আনিয়াছি, কেবল শুখাইয়া যাইবে বলিয়া পুষ্প আনি নাই।

ললিতা (গদাধর)। তাহার ভাবনা কি? বৃন্দাবনে আবার ফুলের অভাব কি?

শ্রীরাধিকা। ফুলের অভাব নাই বটে, কিন্তু এখানে বন্য হস্তি আছে। সেই ভয়ে আমার অঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে।

মধুমঙ্গল। (জনান্তিকে কৃষ্ণের প্রতি) সখে! এই গোয়ালিনীদের আস্পর্দ্ধার কথা শুনিলে ত?

শ্রীকৃষ্ণ। কি আস্পর্দ্ধা?

মধুমঙ্গল। তোমার মত নির্ব্বোধ ত্রিজগতে নাই। নির্ব্বোধ না হইলে ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া গরু চরাইতে কেন আসিবে? ঐ গোপিনীরা তোমাকে বন্য হাতি বলিতেছে, তুমি বুঝিতেছ না?

শ্রীরাধা। (সখির প্রতি) শুধু বন্য হাতির ভয় নহে, তাহার সঙ্গে সহচর কতক গুলি গর্দভ আছে, এবং তাহারাও বড় বিরক্ত করে।

মধুমঙ্গল। সখা শুনিলে ত? এ সব কথা একটুও ভাল নহে। তুমি বন্য হাতি হও তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র, গোয়ালিনী গুলা আমাকে গাধা বলিবে কেন?

শ্রীরাধা। চল যাই লবঙ্গলতিকার ফুল তুলি গিয়া।

বড়াই। নাত্‌নি! উহা করিস্‌ না। এখনি কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়িবি। সে চঞ্চল, লবঙ্গলতিকাকে বড় ভালবাসে।

ললিতা। যদি শ্রীকৃষ্ণ আসেন তবে তোমাকে জামিন রাখিয়া আমরা শ্রীমতীকে খালাস করিয়া লইয়া যাইব।

ইহাই বলিয়া সকলে হাস্য করিতে করিতে কুসুমচয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি মধুকর শ্রীরাধার মুখের চতুর্পার্শ্বে গুন গুন করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

শ্রীরাধা। ললিতে! এই ভ্রমরটি বড় ত্যক্ত করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্তরীক্ষে) ভ্রমরটার অপরাধ কি? মুখ দেখিয়া তাহার পদ্ম-ভ্রম হইয়াছে।

মধুমঙ্গল। সখে! বড় সুবিধা হইয়াছে, কে ফুল তুলিতেছে বলিয়া তুমি এই সময় রাগ করিয়া গোপীগণের নিকট উপস্থিত হও।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! তোমার কাণ্ডজ্ঞান মাত্র নাই। এই যে গোপনে থাকিয়া আমরা শ্রীরাধার ভাব ও রূপ লহরী দর্শন করিতেছি এ সুখ হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব? আমরা প্রকাশ হইলে ইহার কিছুই থাকিবে না। দেখিতেছ না ভোম্‌রার ভয়ে শ্রীরাধার মুখ কিরূপ অপরূপ রূপধারণ করিয়াছে? তবে তুমি বলিতেছ, আচ্ছা আমি চলিলাম।

(প্রকাশ হইয়া ললিতার প্রতি।)

তোমরা কারা গা? দেখিতেছি স্ত্রীলোক, কিন্তু সাহস দেখি পুরুষ অপেক্ষাও বেশী, স্বচ্ছন্দে অন্যের বাগানে বল দ্বারা ফুল তুলিতেছ, ইহাতে তোমাদের মনে কিছু শঙ্কা হইতেছে না? তোমাদের মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছিল, যে তোমরা সরল, কিন্তু ব্যবহারে দেখি নিতান্ত ইতর লোকের মতন। ফুল তুলিতেছ, ফুলের ডাল ভাঙ্গিতেছ, যেন এ সম্পত্তি তোমাদেরই। থাকো! ইহার উচিত ফল পাইবে।

বড়াই। কৃষ্ণ, তুই বড় চঞ্চল! এ বৃন্দাবন আমাদের সকলেরই, তুই আবার ইহার কর্ত্তা কবে হলি?

মধুমঙ্গল। বুড়ি তোর বাহাত্তরে ধরেছে। কোথা বালিকা গুলাকে নিবারণ কর্‌বি, না আরোও উৎসাহ দিচ্ছিস্‌?

বড়াই। তুই বামুনের শিশু; কিন্তু তোর বুদ্ধি ঠিক পশুর মতন।

ললিতা। আরে কুষ্মাণ্ড! তুই যে কথা বলিস্‌, তুই আবার এ বনের কে?

মধুমঙ্গল। আমি কে শুনিবে? এ বনের রাজা আমার সখা কৃষ্ণ, আর আমি তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রি।

বড়াই। ওরে কৃষ্ণ! এ বন গোপীদের। তাহাদের নিজ অধিকারে ফুল তুলিতেছে, তুই তাহার বিরোধী না হইয়া আমি যে পরামর্শ দিই, তাহাই কর। রাধার কাছে বিনয় করিয়া ফুল ভিক্ষা কর, তবে কৃপা করিয়া সে তোকে দু চারিটি লবঙ্গ ফুল দিলেও দিতে পারে।

ইহাই বলিয়া বুড়ি রাধিকার অঞ্চলে যত লবঙ্গফুল ছিল, অঞ্চল ধরিয়া সেই গুলি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীরাধা। (বসনে মুখ ঝাঁপিয়া) আর্য্যে, করিলে কি? দেব পূজার লাগি ফুল তুলিলাম, তাহার এ কি অবস্থা করিলে?

ললিতা। বুড়ি, তুমি করিলে কি? ভয় পেয়ে এত পরিশ্রমের ফুল গুলি অপাত্রে দিলে?

বড়াই। আমরা এ দুষ্টের সহিত পারিব কেন? চল, আমরা ঘরে যাই, এখানে থাকা নয়। (ইহা বলিয়া শ্রীরাধার হস্ত ধরিলেন।)

শ্রীরাধা। আর্য্যে, পূজা করিতে আইলাম, পূজা না করিয়া কিরূপে যাইব? পূজার দ্রব্য বা কোথা রাখিয়া যাই?

মধুমঙ্গল। তোমরা যাবে কোথা? আগে দান দাও, তবে বাড়ী যাও।

বড়াই। আরে বামুনের পুত! দান আবার কিরে? এ দান কাহার সৃষ্টি?

সুবল। এ বনের রাজা আমাদের সখা কৃষ্ণ। তাঁহাকে দান না দিয়া যাইতে পারিবে না।

বড়াই। কি! কৃষ্ণ আবার রাজা হয়েছেন? ভাল! দান কিসের নিবে? কোন পণ্য দ্রব্যত নাই, কেবল পূজার সজ্জা।

সুবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি,) সখা! এ কথার উত্তর তুমি দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (অতীব গাম্ভীর্য্যের সহিত) আমার এ দান-ঘাটের এই নিয়ম যে, কুল বধুগণ এখানে আইলে তাহাদের রত্ন আভরণ, হাত দোলানি, মধুর হাস্য, নয়ন কটাক্ষ, এ সমুদায়ের দান দিতে হয়।

বড়াই। আমাদের কাছে কোন রত্ন টত্ন নাই, আঁচলের মধ্যে কেবল গোপেশ্বরের পূজার দ্রব্য।

মধুমঙ্গল। গোয়ালিনীর বুদ্ধি আর কত টুকু? গোপেশ্বর আমাদের সখা কৃষ্ণ, তাঁহাকে রাখিয়া কাহাকে পূজা করিতে যাচ্ছিস?

শ্রীরাধা। (ধীরে ধীরে) এত কথায় কাজ কি? পূজার সজ্জা সমুদায় দেখাও।

বড়াই। (মধুমঙ্গলের প্রতি) শোন্! তোর সখাকে আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিস্। পাথরের বাটীতে ঘোল আর লবণ দিব, বেশ চাটিয়া খাইবে।

(মধুমঙ্গল পূজার দ্রব্য হাত দিয়া ধরিল।)

শ্রীরাধা। দেখ, দেখ, এ সমুদায় পূজার দ্রব্য অপবিত্র করে দিল, সব ফেলিয়া দাও, চল আমরা ঘরে যাই।

(শ্রীকৃষ্ণ দুই হাতে আগুলিয়া দাঁড়াইলেন।)

শ্রীরাধা। (বড়াইর প্রতি।) পূজার দ্রব্য সমুদায় ফেলিয়া দিলাম, তবে আবার কিসের দান ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ)

কাঞ্চন কমল মুখ অমূল্য রতন।
তার পর নীল রত্ন পদ্ম দুনয়ন॥
তার হেটে পদ্মরাগ অধর সুঠাম।
মুক্তা বলী তার মাঝে দন্ত নিরমাণ॥

এই সমুদায় রত্ন দানের সামগ্রী তোমার কাছে, আরো বল দানের দ্রব্য নাই ?

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ধরিতে চলিলেন, বড়াই রাধাকে রক্ষা করিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন।

বড়াই। আরে নন্দের বেটা, কুলবধুর উপর অত্যাচার করিস্ ? তোর ভাল হইবে না!

ললিতা। তুমি কে বট ? বড় যে জোর ? প্রাণে তোমার শঙ্কা নাই ? কুলবধুর গায়ে হাত দিতে এসো ?

(শ্রীকৃষ্ণ বড়াইকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রীরাধার বসন ধরিলেন।)

অমনি যিনি যাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি অন্তর্ধান করিলেন। অর্থাৎ যোগমায়া (বড়াই) গেলেন নিতাই রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন অদ্বৈত রহিলেন, শ্রীরাধা গেলেন নিমাই রহিলেন, ললিতা গেলেন গদাধর রহিলেন ইত্যাদি।

এ পর্য্যন্ত যে সমুদায় কাণ্ড হইল, তাহা যাহাদের লইয়া কাণ্ড তাহারা স্বয়ং আসিয়াই আপনারাই এই সমুদায় অভিনয় করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপে অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ :—

* * * *

নিজ মনে চিন্তিল গৌরাঙ্গ ভগবান।
শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিবারে।
পরম রহস্য তাহা অন্য নাহি পারে॥
এই ভাবি রাধা রূপ ধরিল আপনে।
রুদ্ররূপে অদ্বৈতের আত্ম করি মানে॥
অদ্বৈতের করিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ।

* * *

বস্তুত শ্রীঅদ্বৈতের দেহে প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন :—

* * *

বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয়।
কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি হৈল আবির্ভাব।

অর্থাৎ শুধু বেশে কৃষ্ণ হওয়া যায় না। শ্রীঅদ্বৈত প্রকৃতই কৃষ্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে সকলেরই প্রকৃতি একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বস্ত্র ধরিলেন, কিন্তু ইহার পরের লীলা কাহাকে দেখিতে দিবেন না বলিয়া অমনি সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। আর যাঁহারা যেরূপ ছিলেন ঠিক তাহাই থাকিলেন। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে :—

কোপাবিষ্ট হয়ে বুড়ী কৃষ্ণকে ছাড়ায়ে।
অন্তর্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে নিয়া॥
নিজরূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।
নৃত্য করে সবা মাঝে পরম আনন্দ॥
যৈছে জল সুশীতল স্বভাব তাহার।
অগ্নিতাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্ব্বার॥
অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল সচ্ছন্দ।
এই মত যোগমায়া (অর্থাৎ বড়াই) ছাড়ে নিত্যানন্দ॥

অর্থাৎ শীতল জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা উষ্ণ জল হয়, উত্তাপ গেলে আবার জল শীতল হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ

করিলে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ হইলেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হত হইলে তিনি অদ্বৈত হইলেন।

আবার ঃ—

অদ্বৈত অদ্বৈত হইল সে কৃষ্ণ মূর্ত্তি গেল কতি।

নিমাই যেমন রাধা ভাব লুকাইলেন, অমনি তাঁহাতে অন্যান্য শক্তির আবেশ হইতে লাগিল, আর সেই আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে ঃ—

কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা।
তখন বুঝায় যেন বিদর্ভের বালা।
ভাবাবেশে যখন অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥

পরিশেষে নিমাই শ্রীভগবতী ভাবে দেব গৃহে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিলেন। বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া হরিদাসকে শিশুর ন্যায় কোলে উঠাইয়া লইলেন।

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে শ্রীভগবতী বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া, আর তাঁহার কোলে শ্রীহরিদাস নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন। তখন সকলে ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন। সে কিরূপ ভাবে না, যেরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ পাইবার নিমিত্ত, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, "জননী! কৃষ্ণ-প্রেম দাও।" এইরূপ স্তব করিতে করিতে সকলেই বিহ্বল হইলেন। তখন সকলেই আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া আপনাদিগকে অতি শিশু বালক ভাবিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন যে যিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তিনি ভগবতী, এবং তাঁহাদের সকলেরই গর্ভধারিণী জননী। হরিদাসের বয়ঃক্রম যখন ছয় মাস তখন তাঁহার মাতা, পতির সহগামিনী হইয়া চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পানের সাধ মিটে নাই। এখন মাতার কোল পাইয়া স্তন্য দুগ্ধের প্রাচীন লোভের উদয় হইল। তখন তিনি স্তন খুজিতে লাগিলেন। এদিকে অন্যান্য ভক্তগণ হরিদাসের সেই ভাব পাইয়া জননীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন স্তব ছাড়িয়া দিয়া, শিশুগণ জননী অন্যমনস্ক হইলে যে

রূপ রোদন করে, সেইরূপ সকলে মা মা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা কোলে যাইবেন বলিয়া খট্টায় উঠিতে যাইতেছেন। কেহ বা কোলে নে বলিয়া জননীর হস্ত, কেহ তাঁহার পদ, কেহ তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছেন। কেহ বা হরিদাসকে কোল হইতে নামাইয়া আপনি উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বা গীত গাইতেছেন, কেহ বা নৃত্য করিতেছেন।

যখন গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম মাত্র শুনেন নাই, আর তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তখন তিনি এই গীতটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন যথা:—

মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
[illegible] পাপী তাপী শোকী, মিছা তুমি কেন কান্দ॥
[illegible] থানে জ[illegible] [illegible], সন্তানগণ চারি পাশে,
ভাসাইছেন [illegible] প্রেমনীরে।
[illegible] [illegible] দূরে গেল, আনন্দরস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে, নৃত্য করে সন্তান বৃন্দ॥

যখন গ্রন্থকার এই গীতটী রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই এই লীলা করিয়াছিলেন। আরো শুনুন। এই লীলা করিয়াছিলেন শুধু তাহা নয়, এই লীলা বিস্তার করিয়া গ্রন্থকার যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যখন সন্তানগণ জননীকে বড় পেড়াপিড়ী করিতেছেন, তখন নিশি প্রভাত হইল। তখন সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, যথা, চৈতন্য ভাগবতে:—

গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে
হেনই সময় নিশি হৈল অবসানে॥
আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ॥
পোহাইল নিশি সবে কান্দে উভরায়।
কোটী পুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নয়॥

সে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হৃদয়ে।
সে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চায়ে॥
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥

হরিদাস যখন বারংবার স্তন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন ভগবতী আর করেন কি, সন্তানকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া স্তন বাহির করিয়া তাঁহাকে উহা পান করাইতে লাগিলেন! ভক্তগণের সকলের ইচ্ছা যে ঐরূপ কোলে উঠিয়া স্তন পান করেন, আর তাহারা সেইরূপ ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন। হরিদাসের স্তন পান করা হইলে ভগবতী তাহাকে নামাইলেন, আর এক জনকে বাহুদ্বারা ধরিয়া কোলে লইলেন। এইরূপে দেবী পরম সুখে, জনে জনে, স্তন পান করাইতে লাগিলেন। যথা ভাগবতে ঃ—

মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হয়ে॥

স্তন পান করিয়া সকলে স্নিগ্ধ হইলেন। তখন নাটক ক্ষান্ত হইল, সকলে একে একে বাড়ী চলিলেন।

চন্দ্রশেখরের বাড়ী নিমাই যে অদ্ভূত শক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহা, সকলে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গমন করিলেও, সেখানে তাহা জ্যোতির্ম্ময় আকারে জ্বলিতে লাগিল। এই তেজ সাত দিন ছিল। যে চন্দ্রশেখরের বাড়ী আইসে সেই জিজ্ঞাসা করে, এই যে তেজ জ্বলিতেছে, এ কি? কেহই সেই তেজের আগে চক্ষু মেলিতে পারেন না, যেন "চক্ষু ফুটিয়া পড়ে," যথা চৈতন্য ভাগবতে ঃ—

সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতূহলে॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥

লোকে বলে কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে॥

আবার চৈতন্য মঙ্গলে :—

আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য।
তাহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য॥
নাচিয়া আইলা পঁহু রহিল ছটাক।
উদয় করিল যেন চাঁদ লাখ লাখ॥
অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত॥
হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি লাগে সাধ।
আঁখি মিলিবারে নারি রূপে করে আঁধ॥
চমক লাগিল সেই নদিয়ার জনে।
কিবা অপরূপ সে দেখিলা এত দিনে॥
আসিয়া বৈষ্ণবগণে পুছে সব জনে।
কি জানি সন্দর্ভ্য কথা কহ না এখানে॥
সকল বৈষ্ণব বলে আমরা কি জানি।
নাচিয়া আইল বিশ্বম্ভর গুণ মণি॥
এই মাত্র জানি কিছু নাহি জানি আর।
লোক বেদ অগোচর চরিত্র যাঁহার॥
সাত দিন অবিচ্ছন্ন ছিল তেজ রাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবা নিশি॥

এই লাখ লাখ চাঁদের ন্যায় শীতল তেজ, নিমাই যখন শ্রীভগবান রূপে প্রকাশ হইতেন তখনই দেখা দিত। তিনি অপ্রকাশ হইলেও সে তেজ কিছুকাল সেই স্থানে থাকিত। চন্দ্রশেখরের বাড়ী সারা নিশি, অধিক পরিমাণে সেই হরিদ্রা-শ্বেতবর্ণ তেজ নির্গত হয়, উহা অমনি রহিয়া যায়। আর যদিও নিমাই সেই স্থান ছাড়িলে প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ তেজ ক্ষয় হইতেছিল, তবু সমুদায় ক্ষয় হইতে সাত দিবস লাগিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

বারাসিয়া স্তব।

আমি জেনেছি পিতা, আমি তোমারি সন্তান।
আমি জেনে শুনে বসে আছি আপন মনের কুতুহলে।
আর কে আমারে পায়, সংসারেরি দায়,
সব দূর করেছি।
এখন, চরণ সেবি তোমার গুণ গাই কেবল সাধ মনে।
যদি কেশেতে ধর, মারিবে মার,
আমার তাহে ক্ষতি কি,
ও বাপ জেনো আমার কাছে তোমার প্রহার মিঠে লাগে
যদি, ক্রোধ করি চাও, আমার নাহি হয় ভয়,
আমি তোমারি সন্তান,
তোমার রাগে রাঙ্গা চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেম সাগর॥
মায়ে সন্তানে মারে, সন্তান কান্দে ফুকারে,
আরো যায় কোলের ভিতরে।
ও বাপ এবে মার, পরে দিবে, শত চুম্ব বদনে॥

বলরাম দাস।

শ্রীঅদ্বৈত কার্য্যোপলক্ষে হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আইলেন। শান্তিপুরে আসিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়েঃ—

অদ্বৈত বলেন ভুতে আবেশ যে করে।
তাতে আর কৃষ্ণাবেশে সমভাব ধরে॥

সে দিবস কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিনু।
কি করিনু কি বলিনু কিছু না জানিনু॥
লোকে সব সম্প্রতি সে সব কথা কয়।
তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয়॥
অতএব বুঝিলাম এই বিশ্বম্ভর।
অসীম প্রভাবশালী বুদ্ধি অগোচর॥

যে কারণেই হউক, শ্রীঅদ্বৈত বাড়ী আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্ম, বাহ্যে, একেবারে ত্যাগ করিলেন, আর এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্বম্ভরের অসীম ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞান চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া নাচন গায়ন আবার কি?

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্ব শাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র॥

এই সব কথা বলিয়া তাঁহার শিষ্য ও অনুগতগণকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইতে লাগিলেন, আর ইহাও বলিতে লাগিলেন যে কলিযুগে অবতার নাই। এবং বিশ্বম্ভর যদিও বড় শক্তিধর, তবু তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যাইতে পারে না।

শ্রীঅদ্বৈত এরূপ কেন করিলেন? বৃন্দাবন দাস বলেন; শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যভক্তি প্রয়াসী। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা তাঁহাকে না দিয়া উলটিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের দুঃখ যে :—

বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধুলি॥

অতএব তিনি ভাবিলেন প্রভুর শরীরে ক্রোধ জন্মাইয়া দিব, দিয়া তিনি যে আমাকে ভক্তি করেন ইহা ঘুচাইয়া দিব। ক্রোধ হইলে তাঁহাকে (অদ্বৈতকে) দণ্ড করিবেন, আর প্রভুর দণ্ড পাইলে তাঁহার শরীর জুড়াবে।

আবার কেহ কেহ বলেন তাহা নয়। অদ্বৈত শ্রীভগবানের জ্ঞান অংশ। জ্ঞানে শ্রীভগবানকে পাওয়া ক্লেশকর। এই নিমিত্ত তাঁহার

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি পদে পদে সন্দেহ হইত, আবার পদে পদে সন্দেহ যাইত। কারণ জ্ঞানের কর্ম্মই সন্দেহ সৃষ্টি ও সন্দেহ নাশ। যদি বল শ্রীঅদ্বৈত যখন সদাশিব, তখন উহা কি প্রকারে হয়? তাহার উত্তর এই যে ব্রহ্মার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। ইন্দ্রেরও এরূপ হইয়াছিল। আবার মহাদেব, কাশীরাজের পক্ষ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মাঝে মাঝে এরূপ বিতণ্ডা করিবেন, ইহা একে বারে অসম্ভব নয়। তবে তাঁহাদের মনের ভাব বিচার করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে পাগলামী।

একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। সেই পূর্ণব্রহ্ম ব্যতীত নিঃসন্দেহ ভাবটী কাহারও সম্ভবে না। যাঁহার যতদূর বিশ্বাস হউক না কেন, তাঁহার একটু সন্দেহ থাকিবেই থাকিবে। জীব মাত্রেরই এই প্রকৃতি। শ্রীভগবান যে কোন "রূপ" ধারণাই জীবের সম্মুখে আসুন, জীবের প্রথম ধন্দা গেলে, মনে উদয় হইবে যে ইনি কি সেই, না ইঁহার উপর আর এক জন আছেন? এই কারণে ব্রহ্মা, শিব, ও ইন্দ্র পর্য্যন্ত কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতেন। কিন্তু অন্য স্থানে এই বিষয়ের বিস্তার বিচার করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জীবের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে কারণেই শ্রীগৌরাঙ্গকে ত্যাগ করুন, কিন্তু তিনি যে উপদেশ দিতে লাগিলেন তাহাতে বিষের উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই উপদেশ শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের কোন কোন প্রধান শিষ্যের মন টলিয়া গেল, যথা শঙ্কর, কামদেব নাগর, ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতের শঙ্কর নামক এই শিষ্য আসামে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া প্রচার করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন সেই দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "চল, শান্তিপুরে আচার্য্যের বাড়ী যাই।" নিত্যানন্দ অমনি প্রস্তুত। মাতাকে বলিয়া প্রত্যূষে দুই জনে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যে গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রাম, সে গ্রামের ঠিকানা এখন পাওয়া যায় না। পথের ও গঙ্গার নিকট এক খানি ঘর দেখিয়া

নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী জান?" নিতাই বলিলেন, "জানি, একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর।" নিমাই বলিলেন, "চল যাই, দেখি গৃহস্থ সন্ন্যাসী কেমন?" তখন নিমাইয়ের সম্পূর্ণ সহজ ভাব; তিনি যে কি বস্তু, বাহিরে তাহাব লক্ষণমাত্র নাই। তখন কেবল একজন পরম সুন্দর, তেজস্কর, ও চঞ্চল ব্রাহ্মণ বালক, এই মাত্র। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিতাই, (তিনিও সন্ন্যাসী বলিয়া) নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন, আর সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসী লোকটি ভাল, অন্তরও সরল। নিমাইয়ের রূপ ও আকাব দেখিয়া তাঁহার [illegible] বড় আকৃষ্ট হইলেন, সুতরাং নিমাই প্রণাম কবিলে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যথা তোমার ধন হউক, বিদ্যা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক ইত্যাদি। নিমাই উঠিয়া করযোড়ে বলিলেন, "গোসাঞি [illegible] আশীর্ব্বাদ করিলেন [illegible] আমি এ সমুদায় বিফল আশীর্ব্বাদ কেন [illegible] করুন যে আমি 'কৃষ্ণদাস' হই।"

সন্ন্যাসী নিমাইকে [illegible] সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। "কৃষ্ণদাস" কাহাকে বলে, ও ঐ রূপ সমুদায় কথার কি অর্থ তাহা বড় বুঝেন না। তিনি নিমাইয়েব কথা শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। বলিতেছেন, "শুনা ছিল এমন লোক আছে, তাহাদের ভাল বলিলে লাঠী মারিতে আসে, আজি তাহা চক্ষে দেখিলাম। কেন বাপু, আমি তোমাকে কি মন্দ আশীর্ব্বাদ করিলাম? ধন, বিদ্যা, সুন্দরী ভার্য্যা, পুত্র লাভের বর দিলাম। ইহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় দ্রব্য জগতে আব কি আছে?"

নিমাই বলিতেছেন, "গোসাঞি, এ সমুদায় সুখ চিরস্থায়ী নয়। জরা আছে, মৃত্যু আছে, তখন তোমার আশীর্ব্বাদে কি লাভ হইবে? বরং এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে আমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়; ও আমি চির দিনের নিমিত্ত জরা ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার হইতে পারি।"

এ কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, "এবালকটি ত মন্দ নয়? আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত ভারতবর্ষে বেড়াইলাম, কত শত তীর্থ করিলাম। আজ কি না একজন শিশু আসিয়া আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ

দিতে লাগিল?" নিত্যানন্দ গতিক ভাল না দেখিয়া বলিতেছেন, "গোঁসাঞি, আপনি বালকের কথা শুনিয়া কেন উগ্র হইতেছেন? আমি আপনাকে দর্শন মাত্রেই আপনার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি।" সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন যে এই যুবকটী নির্ব্বোধ, আর তাঁহার সঙ্গের সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা ভাবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া নিতাইকে বলিতেছেন যে "যদি ভাগ্য ক্রমে শুভাগমন হইয়াছে, তবে অদ্য এখানে অবস্থিতি করুন।" নিতাই বলিলেন, "আমরা ব্যস্ত আছি। কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত শীঘ্রই যাইব। যদি ইচ্ছা হয়, বরং কিছু জল পান করিতে দিউন।" নিতাই উপস্থিত ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন।

এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী অভ্যন্তরে জলপানের উদ্যোগ করিতে গেলেন। তাঁহার স্ত্রী, দুটী পরম সুন্দর যুবক অতিথি দেখিয়া, আম্র, দুগ্ধ, ও কাঁঠাল সজ্জা করিয়া দিলেন, ও নিমাই ও নিতাই স্নান করিয়া জলপানে বসিলেন।

সুতরাং সে আষাঢ় মাস হইবে। অতএব উপরে নিমাইয়ের যত লীলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা মোটে দুই এক মাসের মধ্যে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, জলপান করিতে বসিলে সন্ন্যাসী, নিতাইকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, "কিছু আনন্দ কি আনিব?" নিতাই বড় বিপদে পড়িলেন। "আনন্দ" মানে মদ। তখন বুঝিলেন সন্ন্যাসী বামাপন্থী, কিন্তু কি বলেন ভাবিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীর স্ত্রী তাঁহাকে ডাকিল, ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুমি কেন অতিথি ত্যক্ত করিতেছ, সচ্ছন্দে খাইতে দাও।"

সন্ন্যাসী স্ত্রীর কাছে গমন করিলে, নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আনন্দ" কাহাকে বলে? নিতাই বলিতেছেন, "আনন্দ" মানে "মদ"। তখন নিমাই শ্রীবিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়া শীঘ্র আচমন করিলেন, করিয়া সন্ন্যাসীর আসিবার আগেই ছুটিয়া পলাইলেন। পলাইয়া কি করিলেন, না পাছে সন্ন্যাসী আবার ধরে বলিয়া, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিতাইও সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণে উভয়ে মহাপটু, শান্তিপুরও দুই এক ক্রোশের মধ্যে, পথও স্রোতের দিকে, দুই জনে আর ডাঙ্গায় উঠিলেন না। মহানন্দে সেই ললিতপুর হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ভাসিয়া চলিলেন।

এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যে কেন শান্তিপুর যাইতেছেন, নিতাই তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। গঙ্গায় ভাসিয়া অর্দ্ধপথে আসিলে নিমাইয়ের শরীরে শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, আর শরীর তেজস্কর হইয়া উঠিল। বলিতেছেন, "নাড়া, আবার জীবকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে? আইজ আমিও তাহাকে ভাল করিয়া জ্ঞান শিক্ষা দিব।" শ্রীভগবানের কথায় নিতাই আর কি উত্তর দিবেন, চুপ করিয়া সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। আর আইজ কি হয় ভাবিয়া একটু কৌতুহলী ও একটু চিন্তিত হইলেন। কিছু পরে অদ্বৈতের ঘাটে উঠিলেন।

তখন দুই জনে অদ্বৈতের বাড়ী সেই আর্দ্রবস্ত্রে আইলেন। অদ্বৈত অভ্যন্তরে দুই একটি শিষ্য লইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এমন সময় দুই জনে সম্মুখে আসিলেন। নিমাই ভগবান রূপে আইলেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

বিশ্বম্ভর তেজঃ যেন কোটি সূর্য্য ময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥

হরিদাস দেখিবামাত্র চরণে পড়িলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রভু লক্ষ্য করিলেন না। ঘরের মধ্যে অদ্বৈতের ঘরণী প্রভুকে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অদ্বৈতের শিশু পুত্র অচ্যুত আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু তাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না।

নিমাই আসিয়া কাহাকেই লক্ষ্য না করিয়া অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হারে নাড়া, ভক্তিকে নাকি অবহেলা করিতেছিস?"

তেজ দেখিয়া অদ্বৈত আর আপনার স্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভগবানের শক্তিধর। আপনাকে একটু সামলাইলেন ও কষ্টে শ্রষ্টে কিয়ৎ কাল আপনাকে শ্রীভগবানের সাক্ষাতে স্বতন্ত্র রাখিলেন, রাখিয়া বলিলেন, "চিরকালই জ্ঞান বড়, ভক্তি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। বিনা জ্ঞানে ভক্তিতে কি করিতে পারে?"

প্রভু এ কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। অদ্বৈতকে ধরিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিলেন, ফেলিয়া কিলাইতে লাগিলেন!

প্রভু জোরে কিল মারিতেছেন আর বলিতেছেন, "এখন বল, ভক্তিকে আর অবহেলা করিবি না?" সকলে এই কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইলেন। হরিদাস ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। নিতাই অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

গৃহের দ্বারে অদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী দাঁড়াইয়া। পতিব্রতা সতী পতির দুর্দ্দশা দেখিয়া পূর্ব্বকার কথা সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। তখন সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকের স্বভাব পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বুড়োকে মেরো না, বুড়ো বামুনকে মেরো না। বুড়ো বামুনকে কেন মারো? বুড়োর অপরাধ কি? ওগো তোমরা ধরগো, বুড়োকে যে মারিয়া ফেলিল! তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ, আর বুড়োর প্রাণ যাইতেছে? ওগো তুমি বুড়োকে মার কেন? বুড়ো যদি প্রাণে মরে? তোমার প্রাণে ভয় নাই? এ কি অরাজক? মারিয়া এড়াইবে ভাবিতেছ, তাহা কখন পারিবে না!"

সীতাদেবী ব্যগ্র হইয়া, সমুদায় তত্ত্ব ভুলিয়া, প্রলাপ বকিতেছেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় লক্ষ্য করিতেছেন না। সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া এবং নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া যতটুকু অবাক হইতেছেন, অদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সেই পরিমাণে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত কি করিতেছেন? তিনি প্রথমে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। বাং নিস্পত্তি করিলেন না। বরং বোধ হইতে লাগিল যেন কিল খাইয়া বড় আরাম পাইতেছেন। ক্রমে যেন কিলের শক্তিতে তাঁহার আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, ক্রমে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিলেন। যেন প্রত্যেক আঘাতে তাঁহার শরীরে ঝলকে ঝলকে আনন্দ প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যেক আঘাতে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ পাইয়া অধিক চঞ্চল হইতেছেন। পরিশেষে আর আনন্দে থাকিতে পারিতেছেন না, নিমাইয়ের হাত ছাড়াইয়া উঠিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া, যেন ক্লান্ত হইয়া, পিঁড়ায় বসিলেন।

অদ্বৈতের নৃত্য।

শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যেন আনন্দে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। শেষে একটু সামলাইয়া আঙ্গিনায় দ্রুতবেগে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা ফুটিল, আর করতালি দিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, "ত্রিলোকবাসী জনগণ দেখ! আমার প্রভুর দয়া দেখ! আমি প্রভুকে ছাড়িয়া আইলাম, প্রভু আমাকে ছাড়িলেন না। আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে বলদ্বারা কৃপা করিলেন। প্রভুর প্রহার কি শীতল! আমার ত্রিতাপ দূর হইয়া গেল। প্রভুর শ্রীকর-কমল কি মধুময়! শ্রীকরের প্রসাদ পাইয়া আমাকে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত করিতেছে। প্রভু আমি তোমাকে আর কি দিব, এসো তোমাকে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া পিঁড়ায় উঠিলেন ও প্রভুর চরণে লোটাইয়া পড়িয়া চরণ খানি উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন। দর্শকেরা দেখিলেন যে শ্রীকর প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈতের সমুদায় আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যখন অদ্বৈত প্রহারিত হইতেছেন, তখন তাঁহারা দেখিতেছেন, যেন প্রতি আঘাতে প্রভু অদ্বৈতের শরীরে সুধা প্রবেশ করাইতেছেন। যখন অদ্বৈত উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তর দ্রব হইল। যখন অদ্বৈত তাঁহার প্রভুর সুযশঃ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন সকলে আনন্দে কান্দিতে লাগিলেন।

অদ্বৈত যখন প্রভুর চরণ তলে পড়িলেন, তখনি শ্রীভগবান লুকাইলেন। নিমাই অদ্বৈতকে, চরণ তলে পতিত দেখিয়া, "শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া জীভ কাটিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "গোঁসাঞি করেন কি? আমাকে কেন এরূপ দুঃখ দিতেছেন?" ইহা বলিয়া আবার অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন। করিয়া তাঁহাকে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিতেছেন, "গোঁসাঞি আমি ত কিছু চপলতা করি নাই?" তাহার পরে করযোড়ে অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "আমি তোমার শিশু, যেমন অচ্যুত, তেমনি আমি। আমাকে তোমার সদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।" এ কথা শুনিয়া অদ্বৈত, হরিদাস, ও নিতাই পরস্পর চাহিয়া একটু হাসিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, "এমন কিছু অধিক চাপল্য কর নাই, অমনি অল্প সল্প। তবে বেলা হইয়াছে, দুটো অন্ন ত মুখে দিতে হইবে? চল আবার স্নানে যাই। সমস্ত অঙ্গে কর্দ্দম লাগিয়াছে।"

নিমাই ভিজা কাপড়ে অদ্বৈতকে লইয়া আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি করায় অঙ্গে কাদা লাগিয়া গিয়াছে। বলিতেছেন, "চলুন স্নানে যাই।" আবার, সীতা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "মা কোথায়? শীঘ্র কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" ক্ষুধা হইবারই কথা, দুই ক্রোশ সাঁতার, আবার তাহার পরে আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি। "মা" অর্থাৎ সীতাদেবী তখন সব ভুলিয়া গিয়াছেন। মহা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ সামগ্রী রন্ধন করিতে চলিলেন। আর প্রভু ও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস স্নানে চলিলেন। সেখানে আবার জলক্রীড়া করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নিমাই একেবারে ঠাকুর ঘরে গেলেন, যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন, হরিদাস তাহা দেখিয়া অদ্বৈতের চরণে পড়িলেন। তখন কিরূপ শোভা হইল তাহা বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন। যথাঃ— যেন ধর্ম্মের একটি সেতুবন্ধন হইল! প্রথমে হরিদাস, তাহার পরে অদ্বৈত, তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহার পরে রাধাকৃষ্ণ!

নিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে পদতলে দেখিয়া জীভ্ কাটিয়া শ্রীবিষ্ণু বলিয়া উঠিলেন। তাহার পরে তিন জনে ভোজনে বসিলেন। নিমাই যে অদ্বৈতকে প্রহার করিয়াছেন ইহার ছন্দাংশ তিনি জানেন না। হাস্য কৌতুকে তিন জনে ভোজন করিতে লাগিলেন। সীতা পরিবেশন করিতেছেন। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল দ্রব্য নিমাইয়ের পাতে দিতেছেন। কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে যে তিনি নিমাইকে গালি দিতেছিলেন, তখন আর তাহা কিছু মনে নাই। ভোজন শেষ না হইতেই নিতাই ঘরে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। তাহার দুই কারণ। একে নিতাই চঞ্চল, দ্বিতীয় অদ্বৈত বড় শুদ্ধ সাত্বিক লোক। নিতাই অন্ন ছড়াইয়া তাঁহার শুদ্ধতাকে প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করিতেন। অদ্বৈতের সঙ্গে আহারে বসিলেই প্রায়ই নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন তাঁহার গায়ে দিতেন, আর অদ্বৈত অতিশয় ক্রোধ করিয়া উঠিতেন; কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সে ক্রোধ হাস্যময়, সে ক্রোধে কেহ ভয় পাইতেন না, সকলে হাসিতেন। নিতাই এইরূপে অন্ন ছড়াইলে অদ্বৈত ক্রোধ করিয়া বস্ত্র খানি ত্যাগ করিলেন। পরস্পরে খানিক গালাগালি হইল, তাহার একটু পরে আবার মহা প্রীতে কোলাকুলি হইল।

শান্তিপুরের ওপারে অম্বিকা কালনা। সেখানে গৌরীদাস-পণ্ডিত বাস করেন। শালিগ্রামে বাড়ী, গৃহত্যাগ করিয়া উপরিউক্ত গ্রামে, গঙ্গাতীরে সাধন ভজন করেন। শান্তিপুর হইতে নিমাই একাকী তাঁহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। গৌরীদাস নিমাইকে চিনেন না। দেখেন যে একজন নবীন ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট আসিতেছেন। তাঁহার রূপে চারিদিক আলো করিয়াছে। দেখিতেছেন নিমাইয়ের স্কন্ধে এক খানি নৌকার বৈঠা। নিমাইকে ও তাঁহার স্কন্ধে বৈঠা গৌরীদাস দেখিয়া, আর কথা কহিতে পারিলেন না। অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি শান্তিপুরে আসিয়াছিলাম। হরিনদীগ্রামে নৌকায় চড়িলাম, আর এই বৈঠাখানি দিয়া বাহিয়া আইলাম। এখন এই বৈঠা খানি ধর, ধরিয়া তাপিত জীবগণকে ভবনদী পার কর।" যথা ভক্তিরত্নাকরে :—

পণ্ডিতেরে কহে শান্তিপুরে গিয়াছিনু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥
গঙ্গাপার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায়।
এইলেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥

নিমাই ইহা বলিয়া বৈঠা খানি গৌরীদাসকে দিতে গেলেন, আর গৌরীদাস পরতন্ত্রভাবে উহা লইতে হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি বস্তু? তুমি কি আমাদের সেই কাণ্ডারী?"

নিমাই বলিতেছেন, "আমি নদীয়ার নিমাইপণ্ডিত।" এই কথা শুনিয়া গৌরীদাস চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই অমনি তাঁহাকে বক্ষে ধরিলেন। সেই উদ্যোগে নিমাই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। গৌরীদাস নিমাইয়ের কথা পূর্ব্বে কর্ণে মাত্র শুনিয়াছিলেন। মনে সদাই এই কথা ভাবিতেন, নিমাই তাঁহার কেহ কি না? নিমাইকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই বুঝিলেন যে এ বস্তুটি তাঁহার বড় প্রিয়। যখন শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত, তখনই বুঝিলেন যে তিনি তাঁহারই। চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই তাঁহাকে বুকে ধরিলেন। গৌরীদাস ভাবিতেছেন যে, বৈঠা ত পাইলেন, নৌকাও চিরদিন বর্ত্তমান, এখন নৌকা বাহিবার শক্তি কোথায়? নিমাইয়ের আলিঙ্গনে সে শক্তিও তখনি পাইলেন। গৌরীদাস

ভাবিতেছেন, শ্রীভগবান কি দয়াল! নিজ হস্তে বৈঠা বিতরণ করিতেছেন! এইরূপে গৌরীদাস চিরদিন নিমাইয়ের হইলেন। শ্রীনিমাইয়ের বৈঠা অদ্যাবধি কালনায় আছে।

কালনা হইতে নিমাই শান্তিপুর ফিরিয়া আইলেন, এবং কয়েক দিন পরে স্বদেলে আবার নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলা বাহুল্য অদ্বৈতের জ্ঞান চর্চ্চা এই অবধি রহিত হইয়া গেল।

গৌরীদাস অপ্রকট হইলে নিমাইয়ের প্রদত্ত বৈঠা খানি তাঁহার শিষ্য হৃদয়চৈতন্য পাইলেন। হৃদয়চৈতন্যেব শিষ্য শ্যামানন্দ, এবং এই শ্যামানন্দ প্রায় সমস্ত উড়িয্যা দেশ গৌরভক্ত করেন। এই বৈঠা খানির কথা একবার মনে বিবেচনা কর। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর। তাঁহার বাল্যাবধি কার্য্য দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে তাঁহার সমস্ত কার্য্যে একটি পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সঙ্কল্পের পরিচয় দেয়। কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া মানিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে নিমাইয়ের কার্য্যের মূলাধর শ্রীভগবান; অর্থাৎ শ্রীভগবান প্রত্যক্ষ, নিমাইর দ্বাবা, একটি কার্য্য করিতে ছিলেন, সেটি কি, না জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান! ইহা স্বীকার করিলে প্রমাণিত হইবে, যে শ্রীভগবান জীবের অতি নিজজন। আবার যদি তিনি এত নিজজন, তবে তাঁহার স্বয়ং আসিবারও বা বিচিত্র কি? অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে বুঝিবেন যে শ্রীভগবান নিমাইয়ের দ্বাবা ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, (ভক্তি-ধর্ম্ম কাহাকে বলি, যা যাহাতে শিক্ষা দেয় যে, শ্রীভগবান জীবের নিজ জন,) তাঁহার এ কথা বুঝিতেও আর আপত্তি রহিবে না যে, সেই নিমাই শ্রীভগবান। অর্থাৎ যদি "আমি তোমাদের নিজজন" এই কথা শিক্ষা দিবার জন্যে শ্রীভগবান নিমাইকে প্রেরণ করিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে পার, তবে ইহা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, নিমাইকে না পাঠাইয়া তিনি আপনিই নিমাই হইয়া আসিয়াছিলেন?

চতুর্থ অধ্যায়।

পীরিতি বিষম জ্বালা। ধ্রু।
পাগল কৈলে আমায়, চিকণ কালা॥
অন্তরে প্রেমের সিন্ধু, আঁখি বহি পড়ে বিন্দু,
বন্ধু, কুল শীল ধরম নিলা॥
কথা কহিবারে যায়, কণ্ঠরোধ হয়ে যায়,
এতে বাঁচে কি কুলবালা॥
বদন পানে চেয়ে রয়, নয়ন জলে ভেসে যায়,
চাঁদ বদনে চাঁদের আলা॥ বলরাম দাস।

মুরারী প্রভুর এক দেশস্থ, প্রভুকে জন্মাবধি দেখিতেছেন। প্রভুর আদি লীলা তিনি লিখিয়াছিলেন। প্রভু বাহিরের লোকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মুরারীর নিকট প্রকাশ হয়েন। যখন নিমাই পাঁচ বৎসরের, তখনি মুরারীকে তাঁহার জ্ঞান চর্চ্চাকে ভুষিয়া দিয়াছিলেন। নিমাইয়ের সহিত কিছুকাল একত্রে পাঠ করেন, তখন তাঁহার সহিত অনবরত কন্দল করিতেন। যে তাঁহার স্নেহ পাত্র, তাহার সহিত নিমাইয়ের এইরূপ রঙ্গ হইত। গয়া হইতে আসিয়াই প্রথমে মুরারীর সহিত তীর্থ যাত্রার কাহিনী বলেন।

মুরারী প্রভুর বড় প্রিয়। স্বয়ং পরম পণ্ডিত, বিজ্ঞ; দয়ালু, নিরীহ, স্নিগ্ধ; মুরারীর শত্রু ছিল না। বরং তিনি সকলেরই প্রিয়। শরীরে অপার শক্তি ছিল, আবার তাহাতে যখন আবেশ হইত, তখন তাঁহার শারীরিক বলের অবধি থাকিত না। তাঁহার দেহে হনুমান কি গরুড় প্রকাশ হইতেন। এক দিবস নিমাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায়, শ্রীভগবান্ ভাবে "গরুড়" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুরারি তাঁহার বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। মুরারির সেখানে গরুড় আবেশ হইল, এবং বাড়ী হইতে "এই যে আমি" বলিয়া

চীৎকার করিয়া রাজপথে দৌড়িলেন। রাজপথের লোক তাঁহাকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ভাবিতে লাগিল। কিন্তু মুরারির চেতন নাই, সুতরাং লোকাপেক্ষাও নাই। মুরারি শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আসিয়া বলিলেন, "প্রভু কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছ? এই যে আমি গরুড় তোমার চিরদিনের বাহন। কোথা লইয়া যাইব, আজ্ঞা করুন।" এই বলিয়া অনায়াসে সেই চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ নিমাইকে স্কন্ধে করিলেন, আর শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরি ধ্বনি, ও স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে চেতন পাইলেন।

মুরারিতে হনুমানই অধিকাংশ সময় প্রকাশ হইতেন, সুতরাং তিনি শ্রীরামের উপাসক। তাঁহার শ্রীভগবানে কাজেই দাস্য ভক্তি, ও তিনি ব্রজের নিগূঢ় রসে বঞ্চিত। তখন প্রভু তাঁহাকে একদিবস বলিলেন, "মুরারি যদিও শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরামে ভেদ নাই, কিন্তু তবু শ্রীকৃষ্ণলীলা বড় মধুর। তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, তাহা হইলে ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদ করিতে পারিবে।"

প্রভুর আজ্ঞা, কাযেই মুরারি সম্মত হইলেন। সে রজনী গেল, প্রাতে মুরারি আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা, সে আজ্ঞা আমার অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি আমার এই মাথা শ্রীরামচন্দ্রকে বেচিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলাম না। কাজেই তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছি না। অতএব সেই অপরাধে তুমি আমার প্রাণ বধ কর।"

তখন নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন। ধরিয়া বলিলেন, "সাধু মুরারি! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কেন ছাড়িবে? তুমি হনুমান, তুমি ছাড়িলে শ্রীরামের আর থাকিল কি? তবে তুমি যে শ্রীরামচন্দ্রকে চিরদিন ভজন করিয়াছ তাহার পুরস্কার স্বরূপ, আমার বরে, তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলারস স্ফুরিত হউক। তুমি তোমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন কর, অথচ ব্রজলীলাও আস্বাদন কর।" এইরূপে মুরারি প্রভুর বর পাইলেন। এখন সেই মুরারির এই অদ্ভুত পদ শ্রবণ করুন, তাহা হইলে বুঝিবেন প্রভুর বরে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ রসস্ফূর্ত্তি হইল :—

"রামদাস

সখীহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। ধ্রু

জীয়ন্তে মরিয়া যেই, আপনারে খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

নয়ন পুতলী করি, লইনু মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।

পিরীতি আগুণ জালি, সকলি পুড়ায়েছি,
জাতি কুল শীল অভিমান॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।

স্রোত বিথার জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে?

যাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে,
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।

মুরারি গুপত কহে, পিরীতি এমতি হয়ে,
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

এক দিবস মুরারিকৃত শ্রীরামচন্দ্রের ভজন আটটি শ্লোক শুনিয়া প্রভু এত সন্তুষ্ট হইলেন, যে তাঁহার কপালে "রামদাস" এই কয়েকটি কথা স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন। মুরারিকে প্রভু চর্ব্বিত তাম্বুল দিলে মুরারি কিছু গ্রহণ করিলেন, আর কিছু মস্তকে দিলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু তদ্দণ্ডে ভগবান আবেশে ক্রোধ করিয়া, কাশীতে ভক্তদ্রোহী সন্ন্যাসী প্রাকাশানন্দ সরস্বতীর মস্তকে দুষিলেন, আবার তখনি আবেশ গেল। যথা ভাগবতে:—

ক্ষণেক হইল বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইল প্রভু অকিঞ্চন বর॥
"ভাই" বলি মুরারিকে কৈল আলিঙ্গন।

মুরারি এই আলিঙ্গন পাইয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া আপনি আপনি হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে আসিতেছেন। বাড়ীতে আসিয়াও আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন, "ভাত দাও।" স্ত্রী

পতির ভাব দেখিয়া আপনিও আনন্দিত মনে অন্ন আনিয়া দিলেন। মুরারি আপনি আপনি কি বলিতেছেন আর হাসিতেছেন।

যথা :— "এক বলে আর করে খল খলি হাসে।" (ভাগবত)"

মুরারি তে জনে বসিলেন। ঘৃত দিয়া অন্ন মাখিলেন, আর গ্রাসে গ্রাসে "খাও খাও" বলিয়া যাহাকে তিনি সম্মুখে দেখিতেছেন, তাঁহার মুখে দিতেছেন। কাজেই সমুদায় অন্ন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছে। মুরারির স্ত্রী পতিপ্রাণা, তিনি কাজেই জানেন তাঁহার পতি কি রসে বিভোর। পতির আনন্দ দেখিয়া সুখ সাগরে ভাসিতেছেন। সমস্ত অন্ন এইরূপে মুরারি, তাঁহার সম্মুখের প্রিয়জনের মুখে দিলে, পতিব্রতা আবার অন্ন আনিয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে যত্ন করিয়া অন্ন খাওয়াইলেন।

পর দিবস প্রাতে নিমাই মুরারির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। মুরারি দেখিয়া আনন্দে উঠিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। নিমাই বসিয়া বলিতেছেন, 'মুরারি! কিছু ঔষধ দাও।" মুরারি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'অসুখ কি?" নিমাই বলিলেন 'অজীর্ণ।" মুরারি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন? অজীর্ণ হইল কেন?' নিমাই বলিতেছেন 'তুমি জান না অজীর্ণ হইল কেন? কল্য ও কি করিলে? গ্রাসে গ্রাসে অত রাত্রে ঘৃত মাখা ভাত মুখে দিলে কেন? ভাই, তুমি দিলে আমি ফেলি কিরূপে?' নিমাই দেখিতেছেন মুরারি যে এই কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা বিহ্বল অবস্থায়, কারণ ইহা কিছু মাত্র তাহার স্মরণ নাই। তখন বলিতেছেন, 'তুই জানিস না, কাল রাত্রে কি করিয়াছিলি? তুই জানিস্ না তোর স্ত্রী জানে, জিজ্ঞাসা কর্। তা, তোর অন্ন সেবনে যে অজীর্ণ হইয়াছে, তাঁহার ঔষধ তোর জল।" ইহাই বলিয়া মুরারি "না" "না" বলিতে সেখানে তাহার যে জলপাত্র ছিল, উহা হইতে জলপান করিলেন।

মুরারি এক দিবস ভাবিতেছেন, সুখ ভোগের ত একশেষ করা গেল, শ্রীভগবানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ক্রীড়া করিলাম। আমাকে ভাই বলেন, আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তাহার পরে? ভগবান কিছু এই মলিন জগতে চিরদিন রহিবেন না। যখন তিনি অপ্রকট হইবেন তখন আমার উপায় কি হইবে? ইহার সংপরামর্শ এই যে আমি আগে যাই, যাইয়া

ভগবানের স্থানে বসিয়া থাকি। তখন ভগবান অপ্রকট হইলে তদ্দণ্ডে দর্শন পাবো। আমাকে আর তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা দিতে পারিবেন না।

এই অতি উত্তম যুক্তি করিয়া এক খানি অতি ধারাল ছুরী প্রস্তত করিলেন, করাইয়া ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন। প্রভুকে ভাল করিয়া দেখিয়া, প্রণাম করিয়া, মনে মনে বিদায় হইয়া সেই রাত্রিতে [illegible]য় ছুরী দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, করিয়া প্রভুর অপ্রকটের আগে গোলকে যাইয়া বসিয়া থাকিবেন!

মুরারি এই সুযুক্তি স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন দিলেন। প্রভু বসিয়া দুই এক কথার পর বলিতেছেন, "ভাই, তুমি আমার একটা কথা রাখিবা?"

মুরারি। সে কি? আপনার কথা রাখব না? এ দেহ ত আপনার তাহা ত জানেন।

নিমাই। এই ঠিক?

মুরারি। ঠিক!— তাহার আবার সন্দেহ কি?

প্রভু তখন মুরারির কাণে কাণে বলিতেছেন, "যে ছুরী খানা প্রস্তত করিয়াছ, আমাকে আনিয়া দাও।" মুরারি একটু দিশাহারা হইয়া কি বলিবেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, শ্রীভগবানের নিকট একেবারে সব পরিস্কার রূপে মিথ্যা কথা বলিতেছেন, "প্রভু! সেকি? কে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিল? কৈ আমিত ছুরীর কথা জানি না?" নিমাই বলিতেছেন, "তুমিত খুব লোক? আমাকে আবার বলিবে কে? তুমি যাহা দ্বারা ছুরী গড়াইয়াছ তাহা আমি জানি, যে জন্য গড়াইয়াছ তাহাও আমি জানি। যেখানে ছুরী খানি রাখিয়াছ তাহাও আমি জানি।" ইহাই বলিয়া নিমাই ঘরের ভিতর যাইয়া ছুরী খানি আনিয়া মুরারির সম্মুখে রাখিলেন, রাখিয়া বলিতেছেন, "মুরারি, তোমার এই কাজ?" মুরারি অধোবদন করিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আচ্ছা মুরারি আমি তোমার নিকট কি অপরাধী যে তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে চাও?"

মুরারি অধোবদনে কান্দিতে লাগিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, অন্তরের বেগে কথা কহিতে পারিলেন না। বেগ সম্বরণ করিয়া বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে শিখিলে? আমাকে কি অপরাধে ফেলিয়া যাইতে চাও? আমার বিরহ তুমি সহ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাকে তোমার বিরহে ফেলিয়া যাইবা। মুরারি! এই কি তোমার অহেতুক প্রীতি?"

তখন উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। নিমাই আবার বলিতেছেন, "মুরারি, আমাকে এখন ভিক্ষা দাও। বল তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবা না?" মুরারি কষ্টে বলিলেন "না।" তাহা নিমাই শুনিলেন না। মুরারির দক্ষিণ হস্ত খানি ধরিলেন, ধরিয়া আপনার মাথার উপর রাখিলেন। রাখিয়া বলিতেছেন, "বল মুরারি, আমার মাথা খাও, তুমি এরূপ বুদ্ধি আর করিবা না?" নিমাই বলিতেছেন, মুরারি কান্দিতেছেন, আর মুরারির স্ত্রী এ কথা শুনিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছেন। মুরারির স্ত্রীও প্রভুকে মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছেন। মুরারি তখন প্রভুর কোল হইতে নামিয়া তাঁহার চরণ তলে পড়িলেন। পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তুমি পাছে ফেলিয়া যাও এই চিন্তায় আমি উন্মাদ হইয়াছিলাম। প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর।"

দুধ জাল দিতে থাকিলে প্রথমে পাত্র উত্তপ্ত হয়। তাহার পর দুধ বিলোড়িত হইতে থাকে। আরও উত্তাপ পাইলে উথলিয়া পড়ে। সেই রূপ তখন নদীয়াতে উথলিয়া পড়িতেছে,—কি? কৃষ্ণভক্তি। ভক্তি কিরূপে উথলিয়া পড়ে তাহা বলিতেছি।

নবদ্বীপের তখন কিরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা এই পদটীতে প্রকাশ:—

ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়।
এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥
প্রেমে, শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাচাঁদের গায়॥

পদ কর্ত্তা বলিতেছেন, যে তখন বন্যা আসিয়া নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছে; আর শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছে; আর মধ্য স্থানেতে গৌরচন্দ্র টলমল করিতেছেন! এই ভক্তি কিরূপ, না তরল সুধার ন্যায়। উহা জীবগণকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কলসী ভরিয়া পান করিতে দিতেছেন। যে চাহিতেছে তাহাকেই দিতেছেন, কিন্তু ভাণ্ডার অক্ষয়। পূর্ব্বে শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং ভক্তি বিতরণ করিতেন, তাহার পরে তাঁহার ভক্তগণ সেই শক্তি পাইলেন। তাঁহারা বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছামাত্রে জীবকে বিমলানন্দে মগ্ন করিতেন, ভক্তগণ নানা উপায়ে ঐ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। যথা, কাহাকে স্পর্শ করিয়া, কাহার প্রতি চাহিয়া, কাহার সহিত সঙ্গ করিয়া, কাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এই সুধা পাইল, তাহার কি হইল? তাঁহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ হইল। শ্রীভগবানের কথা কি, নাম শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। এত আনন্দ হয় যে হৃদয় মধ্যে স্থান না পাইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। যথা, আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়, নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহে, আনন্দে অহোরহ নৃত্য ও গীত করিতে ইচ্ছা করে। মুরারি গুপ্ত আনন্দে ভোজন করিতে বসিয়া খল খল করিয়া হাসিতেছেন। যখন আনন্দের বেগ অতি প্রবল হইল, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ আনন্দে তখন নদীয়া টলমল করিতেছে। শ্রীধর রাজপথে যাইতেছেন, পথে এক জন ভক্তের সহিত দেখা হইল; অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া দুই জনে লোকের মাঝে, তাহাদিগকে গণ্য না করিয়া, নাচিতে লাগিলেন। পথের মধ্যে দুই ভক্তে দেখাদেখি হইল, পরস্পর পরস্পরে চাহিলেন, ও হাসিয়া গলিয়া পড়িলেন। আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। উভয়ের মনের ভাব এই, "কি আনন্দ! কি আনন্দ!" নদের এ আনন্দ বর্ণন করিয়া লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গলে এই গীতটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যথা:—

সুখেরি পাথার নদীয়ায়, গোরা চাঁদের উদয়। ধ্রু
এক দিন নয়, দুদিন নয়, নিত্যই নূতন। (সুখেরি পাথার)
মনে করি নদে ভরি এ দেহ বিছাই।
তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই॥

ভক্তগণের কৃপায় তখন নবদ্বীপ নিমাইয়ের গণে পরিপুরিত হইয়াছে। ভক্তগণ যাহাকে পাইতেছেন, অমনি টানিয়া লইতেছেন। সকলেরই তখন পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহাদের সমুদায় সাধ মিটিয়া গিয়াছে। কেবল একটি সাধ মিটে নাই। সেটী এই প্রার্থনায় প্রকাশ, "হে শ্রীভগবান, আমাদের এই পরিবার বৃদ্ধি কর।" আবার ভক্তিতে হৃদয় তরল হইয়া গিয়াছে, জীবের প্রতি দয়ার তরঙ্গ হৃদয়ে অনবরত বহিতেছে। ভক্তগণের সর্ব্বদাই মনে মনে প্রার্থনা এই, "হে শ্রীভগবান! তুমি যে সুখ আমাদিগকে দিয়াছ, ইহা জনে জনে বিতরণ কর। যেন তোমার পাদ পদ্ম মধুপান করিয়া সকলেই আমাদের ন্যায় আনন্দ ভোগ করে।" নিমাইয়ের এই বহুতর ভক্ত তখন তাঁহাদের দেহ ধর্ম্ম অনেকটা ভুলিয়াছেন। তাঁহাদের ক্ষুধা অতি অল্প, নিদ্রাও অতি অল্প। স্ত্রীলোকে বাড়ী বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন, নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় প্রস্তুত করিতেছেন; পুরুষগণ ফুলের মালা ও আহারীয় দ্রব্য হাতে করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। প্রভুকে কিরূপ নাগরীয়াগণ দেখিতে-ছেন তাহা তাঁহার অতি অতি প্রিয় পার্ষদগণ মুরারি ও শিবানন্দ বর্ণনা করুন :—

গদাধর অঙ্গে যিনি অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখ খানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন্ দোষে॥

আবার :—

সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেম জলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥

পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেম ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পঁহু পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া॥

প্রভু ভক্তের নিকট হইতে ফুলের মালা গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার গলার মালা তাহাকে দিয়া উপদেশ করিলেন, "তুমি দিবানিশি হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর। আর দশে পাঁচে মিলিয়া, স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা লইয়া, বাড়ী বসিয়া কীর্ত্তন কর।" সেই উপদেশ পাইয়া সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে নগরে নগরে পাড়ায় পাড়ায়ঃ—

বল ভাই হরি ও রাম রাম,
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম।

এইরূপ সব পদ গীত হইতে লাগিল। খোল করতাল ও হরিধ্বনিতে নবদ্বীপ প্রতি রজনীতে উৎসবময় হইয়া উঠিল। নিত্যই এইরূপ উৎসব। তখন সমস্ত নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা বর্ণন করিয়া বাসুঘোষ এই নীচের পদটী লিখিয়াছেনঃ—

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥
চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোর।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেম মাতোয়ার॥
জড় পুঙ্গ অতুর আদি উদ্ধারে পতিত।
বাসুঘোষ বলে মুঞি হইনু বঞ্চিত॥

"সূর্য্য নাচে চন্দ্র নাচে" ইহার ভাব পরিগ্রহ করুন। ভক্তগণের দেহ সর্ব্বদা নাচিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের প্রাণ সর্ব্বদা নাচিতেছে। যাহাদের প্রাণ অনুক্ষণ আনন্দে নাচে তাহারা দেখেন যে ত্রিভুবনও আনন্দে নাচিতেছে।

তাঁহাদের মনে তখন যে ভাব তাহাতে প্রাণ আপনি নাচিয়া উঠে। তাঁহাদের ভাব যে ভগবান তাঁহার, তাঁহার তিনি, তিনিই সব, সবই তিনি। এই জগতই আমার, এই জগতেই তিনি। ইহাতে মনে অতীব গৌরবের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি-সোহাগিনী নারী সর্ব্বদা হাস্য মুখী আদরে গলিয়া পড়েন, মাটিতে পা দেন না। ভক্তেরাও সেইরূপ, তবে একটু বিভিন্নতা এই যে, ভক্তিতে উন্মাদ হইয়া যিনি গৌরবান্বিত হয়েন, তাঁহার যে বিগলিত ভাব সে কেবলই মধুর।

আবার তখন সেন দেশে কি একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকে পতির কোলে শুইয়া "হরি" "হরি" বলিয়া কান্দিয়া উঠিতেছেন। শিশু মাতার কোলে আপনা আপনি হঠাৎ হরি হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। পথে যাইতেছে, কিছু জানে না, কখন কৃষ্ণনাম মুখে লয় নাই, হঠাৎ পড়িয়া, পাগলের মত হরি হরি বলিয়া গড়ি দিতে লাগিল। এই যে অভাবনীয় কাণ্ড শুধু নবদ্বীপে হইতেছিল তাহা নয়, দূর দেশেও এইরূপ হইতে লাগিল।

সেই প্রবল তরঙ্গের সময় আর একটি গান গীত হইত, সেটী এই :—

বিজয় হইল নদে নন্দ ঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥

এখন বিবেচনা করুন শ্রীকৃষ্ণ "বালা" বলিয়া অভিহিত হয়েন না। কিন্তু তখন ভক্তগণের ব্যাকরণের বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ব্যাকরণ কেন, দেহ বন্ধন, পরিবার বন্ধন, শাস্ত্র বন্ধন এবং সমাজ বন্ধন পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

শ্রীনিমাই সমস্ত রজনী কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যুষে শয়ন করিতে আইলেন। দু এক দণ্ড নিদ্রা যাইয়া গঙ্গাস্নান, ঠাকুর পূজা প্রভৃতি করিয়া আপনার গৃহে কি শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ কথা রসে বিভোর আছেন। প্রত্যুষে হইতে শত শত ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, আর দর্শন মাত্রে সকলে ভূমে লোটাইয়া প্রণাম করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণ সহিত আবার স্নানে গমন করিলেন। সেখানে সকলে শিশুর ন্যায় জলকেলি করিয়া গৃহে আইলেন। নিমাই

ভোজনে বসিলেন, আর নিতান্ত নিজজন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে আসিতে পারেন না, তিনি আড়ালে দাঁড়াইয়া পতির ভোজন দর্শন করিতেছেন। শচী ভোজনের পাত্র পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন। নিমাই শাক ভালবাসেন, বিষ্ণুপ্রিয়া নানাবিধ শাক রন্ধন করিয়াছেন। শচী সম্মুখে বসিয়া পুত্রকে ভোজন করাইতেছেন। শচী অগ্রে বসিয়া নিমাইয়ের সহিত তখন কথা বলিতে লাগিলেন। শচীর ইচ্ছা যে নিমাই তাঁহার সহিত অন্য লোকের মত সংসারের কথা বলেন। নিমাইয়ের মন সংসারের দিকে লইবার নিমিত্ত এই সুযোগে ঘরকন্নার দু একটা কথা বলেন। নিমাইয়ের মুখে সংসারের কথা শুনিলে শচী বড় সুখ পায়েন। যদি পুত্রের কাছে তাঁহার বধু বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বন্ধে দুই একটা কথা শুনেন, তবে আর শচীর আনন্দের সীমা থাকে না। এই সুযোগে বউর দুই একটা কথাও বলেন। মাতৃবৎসল নিমাই, সেই সময়, যথা সাধ্য মাতাকে সন্তোষও করেন।

শচী বলিতেছেন, "নিমাই, কাল আমি বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ সমস্ত বলিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "মা উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমার ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত।" পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীজগন্নাথের ঘরে রঘুনাথ শালগ্রাম ঠাকুর ছিলেন। যখন নিমাই বলিলেন, "আমার ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত," তখন উপস্থিত ভক্তগণ, শচীকে গোপন করিয়া, নিমাইয়ের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু শচী নিমাইয়ের কথার রহস্য একটুও বুঝিলেন না। না বুঝিয়া তিনিও নিমাইয়ের সঙ্গে ঘরের ঠাকুরের গৌরব করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি জানিতাম আমার ঘরের ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, আজ তোমার স্বপ্ন শুনিয়া আমার সে বিষয় নিঃসন্দেহ হইল।" ইহাই বলিয়া অতি গম্ভীর ভাবে, মাতার পানে চাহিয়া চুপে চুপে বলিতেছেন, "আমি তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলিতেছি। ঠাকুরের যে প্রত্যহ নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাহার অর্দ্ধেক থাকে, অর্দ্ধেক থাকে না। আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না যে এ অর্দ্ধেক কে খায়? শেষে আমার মনে একটি সন্দেহ উদয় হওয়ায় আমি লজ্জায় মরিয়া

গেলাম। আমি ভাবিলাম এ তোমার বধুর কায। কিন্তু এ ত প্রকাশ করিবার কথা নয়, কাযেই লজ্জায় তোমাকেও না বলিয়া মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতাম। যাহা হউক, আমার সে সন্দেহ এখন গেল। এ অর্দ্ধেক ঠাকুরই গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ হাঁসিতে লাগিলেন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ মৃদুস্বরে। বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিয়া লজ্জা পাইয়া মুখে হাঁসিতে লাগিলেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া স্বপ্ন কথা সব শুনে॥

শচী তখন একটু বুঝিলেন যে নিমাই রহস্য কবিতেছেন, এ কথা বুঝিয়া বলিতেছেন, "তুই বলিস্ কি নিমাই? বৌমা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। বউর অভাব কি যে সে চুরি করিয়া খাবে?"

তাহার পরে নিমাই শয়ন করিলেন। আর তাম্বুলের বাটা হাতে করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পদ সেবা করিতে গেলেন। কোন দিন বা গদাধর শ্রীমতীকে পদচ্যুত করিয়া আপনি বসিলেন। ভক্তগণ তখন স্ব স্ব গৃহে ভোজন ও কিঞ্চিৎ আরাম করিতে গমন করিলেন। অল্প একটু নিদ্রা যাইয়া নিমাই উঠিয়া বসিলেন, আর ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সকলে কৃষ্ণ কথায় উন্মত্ত হইলেন। এবং অপরাহ্ণে নিমাই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

নিমাইয়ের নগর ভ্রমণের বেশ অপরূপ। পরিধান অতি সূক্ষ্ম কার্পাস কি অতি মনোহর পট্টবস্ত্র। নিমাইয়ের মনোহর বেশ। মনোহর রূপ দেখিলে প্রিয় জনের আনন্দ, দুষ্ট লোকের ক্রোধ হয়। নগরে ভ্রমণ করিতেছেন, চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণে বেষ্টিত। যাঁহারা নিজজন তাঁহারা পথ হইতে সেই ভক্তদলে মিশিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা বিপক্ষীয় তাহারা নিমাইয়ের নিকটে আসিতে পারেন না। তাহার দুইটি কারণ; প্রথমত নিমাই সর্ব্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার এরূপ তেজ ছিল যে নিকটে যাইয়া কেহ কথাবার্ত্তা বলে এরূপ সাহস হইত না। যিনি বিপক্ষ তিনি দূর হইতে রুক্ষভাবে তাঁহার প্রতি চাহিতেন, আর আপনারা

আপনারা তাঁহার নিন্দা করিতেন। এই বিপক্ষ দলের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তাঁহাদের বিশ্বাস যে কতকগুলি উন্মাদ, কি পাষণ্ড, কি দুষ্ট লোকে জুটিয়া, নিমাইপণ্ডিতকে ভগবান সাজাইয়া, দেশ নষ্ট করিল। নিমাইপণ্ডিত লোক ছিল ভাল, কিন্তু তাহাতে কি লাভ? তাঁহাকে ভগবান করিয়াছে; তাঁহার যে এত বুদ্ধি তাহা কাজেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। এত সুখ কে কোথা ছাড়ে? জগন্নাথের পুত্র চিরকাল ভাত কাপড়ের কাঙ্গাল। আজি দুগ্ধে স্নান ও ঘৃতে আচমন! দেখ না যেন বিয়ের বর। যেন নাগর, নাগর সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে! মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু সমুদায় ভণ্ডামি। পরে ইহাদের বিপক্ষতা এত বাড়িয়া গেল যে তাহারা কাজির নিকট অভিযোগ করিল।

যাহা হউক, নিমাইয়ের নিকট যাইতে কাহার সাহস হইত না, তবে ফাঁক পাইলে কখন কখন কেহ নিমাইকে ত্যক্ত করিতেন। এক দিবস নিমাই স্নান করিতে গিয়াছেন, তীরে দাঁড়াইয়া, ভক্তগণ একটু অন্য মনস্ক হইয়াছেন। এমন সময় এক জন ব্রাহ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তিনি কীর্ত্তন দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাধু, অন্ততঃ আপনাকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস আছে, সুতরাং মনে অভিমানে পূর্ণ। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ক্রোধে অভিভূত হইয়াছেন। তাহার একটু পরে গঙ্গাস্নানে নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার সেই ক্রোধ আরো বাড়িয়া উঠিল, ও তাঁহাকে ফাঁকে পাইয়া একবারে তাঁহার অগ্রে যাইয়া উপস্থিত। ক্রোধ অন্ধ হইয়া বলিতেছেন, "শুন নিমাইপণ্ডিত! আমি তোমার কীর্ত্তন দেখিতে গিয়া অপমানিত হইয়া আসিয়াছি। আমি তাপস ব্রাহ্মণ, তোমাকে শাপ দিব। তুমি যেমন আমাকে মনোদুঃখ দিয়াছ, আমি তেমনি তোমাকে শাপ দিলাম যে তুমি সংসার সুখ হইতে বঞ্চিত হও।" ইহাই বলিয়া আপনার উপবীত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া নিমাইয়ের চরণে নিক্ষেপ করিল!

বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণের সমস্তই অন্যায়, নিমাইয়ের কোন দোষ নাই। তিনি নিজ বাড়ীতে ভজন করিতেছেন, সেখানে বহিরঙ্গ লোক

গমন করিলে ভজনের ব্যাঘাত হয়। তুমি জোর করিয়া সেখানে যাইবা। তাহা যাইতে পার নাই বলিয়া, এই নবীন যুবককে, যিনি তাঁহার বৃদ্ধ মাতার একমাত্র পুত্র ও নবীনা ভার্য্যার এক মাত্র সম্বল, চিরদিনের তরে সংসার হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষতলবাসী করিবে, একি ভাল কাজ ?

তবে ব্রাহ্মণের দোষ কি ? তিনি যে স্ববশে ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। এ কার্য্যটিও নিমাইয়ের লীলাখেলার একটি অঙ্গ বই নয়।

নিমাই তখন সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের খণ্ড খণ্ড উপবীত, চরণ হইতে উঠাইয়া মস্তকে ধরিয়া, বলিলেন, "আমি তোমার এই শাপ গ্রহণ করিলাম!"

তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

এক দিন নিমাই নগর ভ্রমণ করিতে করিতে, নগরের প্রান্তে ... উপস্থিত। সেখানে সৌণ্ডিকগণ থাকে, নগরের মধ্যে মদ্য বিক্রয় হইতে পারিত না। মদ্য সম্বন্ধে এইরূপ শাসন যে উহা স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান করিতে হইত। নিমাই সেখানে যাইয়া মদ্যপগণের স্থান দেখিয়া তাঁহার বলরাম ভাব হইল। তখন আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "মদ আনো, মদ আনো, শীঘ্র মদ আনো।" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা দিউন। এখানে বহুতর ভিন্ন লোক, আপনি কি ভাবে বলিতেছেন তাহা তাহারা না বুঝিয়া কেবল কলঙ্ক করিবে।" কিন্তু বলরাম তাহা শুনিলেন না। তখন শ্রীবাস বলিলেন, "যদি ঠাকুর তুমি এরূপ কথা এখানে বল তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।" তখন বলরাম একটু স্তব্ধ হইলেন। একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "যদি তোমার ইহাতে এত দুঃখ হয় তবে আমি উহা ছাড়িলাম।" ইহা বলিয়া নিমাই বলরাম ভাব সম্বরণ করিলেন। উপস্থিত মাতালগণ শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছেন, তখন সকলে টলিতে টলিতে তাঁহাকে দেখিতে চলিল। একে একে সকলে নিমাইপণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ বলিতেছে, "নিমাইপণ্ডিত, একটি গান গাও।" কেহ বলিতেছে, "নিমাইপণ্ডিতের বেশ গানের দল।" কেহ বলিতেছে, "নিমাই একবার নাচ দেখি?" কাহার বা নিমাইয়ের গীত কি নৃত্য করিবার দেরি সহিল না। আপনারাই নৃত্য গীত করিতে

লাগিল। কিন্তু তাহাদের মুখে কি আইল? তাহারা গীত গাইতে ও নৃত্য করিতে উদ্যত হইলে, এক অপরূপ কাণ্ড উপস্থিত হইল। নিমাই কৃপার্ত্ত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিলেন। তখন তাহারা হরি হরি বলিয়া নাচিয়া উঠিল! নিমাই চলিলেন, আর, যথা চৈতন্য ভাগবতেঃ—

হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তাঁর পাছে॥

এইরূপে মদ্যপগণ আর একরূপ মদ্যের আস্বাদ পাইয়া নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিল, ইহাতে কি হইল, না, যথা চৈতন্য ভাগবতেঃ—

আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশ।

সেখান হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে, নিমাই নবদ্বীপের এক কোণে সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে, বিদ্যানগরগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। দেবানন্দ পরম সাধু, উদাসীন, ও অদ্বিতীয় ভাগবতী, কিন্তু ভক্তি মানেন না। ইনি বহু পূর্ব্বে এক দিবস ভাগবত পড়িতেছিলেন, শ্রীবাস সেখানে ছিলেন। পাঠ শুনিয়া শ্রীবাস বিহ্বলিত হয়েন। ইহাতে দেবানন্দের পড়ুয়াগণ, "এ বামুন কান্দে কেন? ইহার ক্রন্দনে যে পাঠ শুনিতে পাই না?" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যায়, এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। নিমাই যাইতে যাইতে দেবানন্দকে দেখিলেন, দেখিয়াই বিচলিত হইয়া বলিতেছেন, "শ্রীবাসের প্রেমানন্দ ধারা দেখিয়া তোমার পড়ুয়াগণ তাঁহাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তুমি যেমন গুরু তোমার শিষ্যগুলিও তেমনি। রসময় শ্রীভাগবত পড়িয়া রস পাও না, কারণ ভক্তি মান না। তোমার ভাগবত পাঠে অধিকার নাই। পুঁথি খানা দাও, আমি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই।" দেবানন্দ নিমাইয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, যদিও সে তাঁহার বাড়ী ও সেখানে তিনি শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত, অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

নিমাই এরূপ বিচলিত হইলেন কেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের যে নিজজন তাঁহাকে তিনি এইরূপ দণ্ড করিতেন। এই দেবানন্দ, ভবিষ্যতে তাঁহার লীলার সঙ্গী হইবেন বলিয়া, এইরূপে তাঁহাকে দণ্ড

করিয়া ছিলেন। ইহার কিছু কাল পরেই এই দেবানন্দ শ্রীনিমাইয়ের চরণে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, ও আপনার অপরাধ ভঞ্জন করিয়া লয়েন। আর অপরাধী জীবে অদ্যাপি দেবানন্দের, "অপরাধ ভঞ্জন পাটে" অপরাধ ভঞ্জন নিমিত্ত গড়াগড়ি দিয়া থাকেন।

এইরূপে নিমাই ভক্তগণ লইয়া নানা দিন নানারূপ ক্রীড়া করেন। কিন্তু সমস্ত ক্রীড়ারই উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ ভক্তিবৃত্তি পরিবর্দ্ধন। এক দিন বহুতর ভক্তের সহিত নিমাই, দরিদ্র বেশে হস্তে কোদালি লইয়া, হরিমন্দির মার্জ্জনা করিতে চলিলেন। শ্রীভগবানের গৃহ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, ইহাই সকলের প্রথম সুখ। দ্বিতীয় সুখ, শ্রীভগবানের নিমিত্ত অতি নীচ সেবা করিতেছেন। তৃতীয় আনন্দ, শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁহার জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেই কার্য্য করিতেছেন। অবশ্য নানাবিধ লোকে দূর হইতে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে ছিল, কিন্তু তাহা তাঁহারা না শুনিয়া, মুহুর্মুহু হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দির সমুদায় মার্জ্জনা করিয়া, পরিশেষে গঙ্গায় অবগাহন করিতে চলিলেন।

এইরূপে আবার নৌকা বিহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনি কাণ্ডারী হইয়া গোপীগণকে নৌকায় উঠাইয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর হইয়া সকলে নৌকায় উঠিলেন। নিমাই শ্রীভগবান ভাবে কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই হস্তে যখন "কেরুয়াল" ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার রূপ যেন শত গুণ বৃদ্ধি হইল। ভক্তগণ গোপীভাবে নিমাইয়ের রূপ দর্শন করিতেছেন। ভক্তগণ বলাবলি করিতেছেন, আমাদের নবীন নেয়ে কি সুন্দর! নিমাই আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণকে নৌকায় অরোহণ করিতে আহ্বান করিতেছেন। ভক্তগণকে একে একে নিমাই নৌকায় উঠাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, ভবনদী পার হওয়া কি সুখ! আর যে নাবিক তাঁহাদিগকে পার করিতেছেন, তাঁহার কি মধুর রূপ ও গুণ! নৌকায় উঠিয়া কেহ হরেকৃষ্ণ বলিয়া তালে তালে বৈঠা ফেলিতে লাগিলেন, কেহ গীত গাইতে লাগিলেন, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই নৌকা বিহার উপলক্ষ করিয়া বাসুঘোষের এই পদটি দেখিতে পাই, যথা :—

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধনী তীরে গেল সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হইয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হয়ে বায় নৌকা খানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদগণ সবে হরি হরি বলে।
পূর্ব্ব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেম জলে॥
গদাধরের মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥

এই নৌকাবিহারের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি বড় মধুর লীলা করেন। নদীয়ার এক পার্শ্বে জাহান্নগরে, শ্রীসারঙ্গদেব নামক এক জন পরম সাধু শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। ইনি উদাসীন ও প্রাচীন, ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক দিন প্রভু সারঙ্গদেবকে বলিতেছেন যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার গোপীনাথের সেবা নিয়ম মত চলে সেই জন্য তাঁহার একটি শিষ্য করা কর্ত্তব্য। সারঙ্গদেব বলিলেন যে সৎ শিষ্য পাওয়া বড় দুর্ঘট, অতএব আমার শিষ্য করিবার ইচ্ছা নাই। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি একজন শিষ্য গ্রহণ কর।" সারঙ্গ বলিলেন, "তবে আর কথা কি; শিষ্য বাছিয়া লইবার ক্ষমতা কিন্তু আমার নাই। কল্য প্রত্যূষে প্রথম যাহার মুখ দেখিব তাহাকেই শিষ্য করিব।" বোধ হয় প্রভুকে একটু জব্দ করিবার নিমিত্ত সারঙ্গ এই কথা বলিলেন, কিন্তু প্রভু জব্দ হইলেন না। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহাই হইবে।"

রজনীযোগে সারঙ্গদেবের চিন্তায় নিদ্রা হইল না। যাঁহারা উদাসীন তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদের হৃদয়ে পুত্র-প্রেম উদ্রেক করিয়া থাকেন। সারঙ্গ ভাবিতেছেন যে বৃদ্ধ বয়সে প্রভু আবার আমার ঘাড়ে কাহারে চাপাইয়া দিবেন? অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার প্রত্যাহিক নিয়মানুসারে, গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে বসিয়া নয়ন মুদিয়া মালা জপ করিতে লাগিলেন।

তখন সূর্য্য উদয় হইতেছে; এমন সময়ে যেন কি একটি বস্তু তাঁহার কোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সেটী একটি মৃতদেহ! প্রথমেই তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় শব দর্শনে যেরূপ ভয় কি ঘৃণার উদয় হয় তাহা তাঁহার হইল না। দেখেন মৃতদেহের নয়ন অর্দ্ধমুদিত, যেন নিদ্রা যাইতেছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাহার শরীরে জীবন আছে। মৃতদেহের পানে সারঙ্গ যতই দেখিতেছেন ততই মুগ্ধ হইতেছেন। দেখেন যে মৃত ব্যক্তি একটি বালক বই না; বয়ক্রম ১১ কি ১২ বৎসর, দেখিতে পরম সুন্দর, মস্তক সম্প্রতি মুণ্ডিত হইয়াছে, গলায় যজ্ঞোপবীত, পরিধান পট্টবস্ত্র।

বালকটিকে দেখিবামাত্র সারঙ্গদেবের হৃদয়ে পুত্রবাৎসল্য উদয় হইল।

তখন সারঙ্গদেব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকে মন্ত্র দিবেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যেমন তাঁহার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইল, অমনি তাঁহার মনে সেই প্রতিজ্ঞার কথা উদয় হইল। তখন তিনি ভাবিতেছেন, "এই বালকটিকে যদি শিষ্যরূপে পাইতাম তবেই আমার মনোমত হইত; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ এইটী মৃত।" আবার ভাবিতেছেন, "আমি ত পাগল মন্দ নয়? আমার প্রতি প্রভুর আদেশ আছে যে প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিব তাহাকে মন্ত্র দিব। জীবিত কি মৃত তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক করে না।" এই কথা ভাবিয়া মস্তক অবনত করিয়া মৃতশিশুর কর্ণে মন্ত্র দিলেন!

এই মন্ত্র শিশুর কর্ণে উচ্চারণ করিবা মাত্র মৃতদেহে জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হইল। তখন ঘাটে বহুতর লোক স্নান করিতে আসিয়াছেন, তাহারা স্তম্ভিত হইয়া দর্শন করিতেছেন। শিশু ক্রমে নয়ন মেলিল, শেষে সারঙ্গকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘাটে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে লাগিল। তখন শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, বহু লোকের হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, সারঙ্গদেবের স্থানে আনা হইল।

এ দিকে অতি প্রত্যূষে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "চল যাই, সারঙ্গের নূতন শিষ্য দর্শন করিয়া আসি।" ইহাই বলিয়া বহু ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া শিশুটিকেও যেমন সারঙ্গের স্থানে আনা হইল, তিনিও সেই সময়ে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সারঙ্গদেবের তখন নানাবিধ ভাবে নয়নে ধারা বহিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া উহা শত গুণ বৃদ্ধি হইল। সারঙ্গ উঠিয়া ছিন্নমূল-দ্রুমের ন্যায় প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। নিমাই আস্তে ব্যস্তে সারঙ্গদেবকে উঠাইয়া বলিতেছেন, "সারঙ্গ, শিষ্য পাইয়াছ? শিষ্যটি ত তোমার মনোমত হইয়াছে?" তখন সারঙ্গ কথা কহিতে পারিলেন না, সেই বালকটিকে ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে তাহার দ্বারা প্রণাম করাইলেন। একটু পরে সারঙ্গ বলিতেছেন, "প্রভু! এই বালকটিকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইহার প্রতি আমার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে।" তখন নিমাই দলবল সমেৎ বসিলেন, সারঙ্গকেও বসাইলেন। বালকটিও করযোড়ে প্রভুর অগ্রে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। প্রভু বালকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস তুমি কে? কিরূপে এখানে আসিলে? সমুদায় কথা উপস্থিত ভক্তগণকে বল। তাঁহারা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।"

তখন বালক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুকে ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "সর গ্রামে আমার বাড়ী। আমরা গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। আমার সম্প্রতি যজ্ঞোপবীত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডিত। আমাকে রজনীযোগে সর্পে দংশন করে। কিছুকাল পরে আমি অচেতন হইয়া পড়ি। আমার বোধ হয় আমাকে মৃত ভাবিয়া আমাদের গ্রামের যে খড়ি নদী তাহাতে আমাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর নূতন বর্ষাতে ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গায় আসিয়া পড়ি। ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়াছি। আমার পিতা মাতা সকলে বর্ত্তমান, আমার নাম মুরারি।"

এই কথা বলিতে মুরারির নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আর উপস্থিত সকলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সরগ্রাম গুস্‌করা ষ্টেসনের নিকট। আর সেই গোস্বামী বংশীয়েরা অদ্যাপি আছেন। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে দাহন করিতে নাই এই নিমিত্ত বালকটিকে মৃত ভাবিয়া নদিতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বৎস! তোমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তুমিও তাঁহাদের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল আছ। আমরা এখনি তোমাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি।" শিশুর তখন আরো নয়ন জল পড়িতে লাগিল, আর বলিল, "পিতা মাতা আমার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি আমার এই গুরুর চরণ ছাড়িয়া যাইব না।"

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ভক্ত মাত্রেরই হৃদয় সিহরিয়া উঠিল। সারঙ্গদেব অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, "যেমন সারঙ্গ তেমনি শিষ্য, আর যেমন সারঙ্গ তেমনি প্রভু।"

মুরারির সম্বাদ পাইয়া তাঁহার পিতা মাতা ও গ্রামস্থ বহুতর লোক দৌড়িয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন। মৃত পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতার কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি হয়, নিমাইয়ের কৃপায়, সকলে তাহা মহাসুখে দর্শন করিলেন। মুরারি আর পিতামাতার সঙ্গে ফিরিয়া গেলেন না। তিনি উদাসীন ব্রত লইয়া তাঁহার গুরুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি অনেকে সারঙ্গদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে এক দিবস সারঙ্গ, মুরারিকে ও তাঁহার পিতামাতাকে ও অন্যান্য শিষ্য সঙ্গে করিয়া, নবদ্বীপে প্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জাহান্নগরস্থ শ্রীশশীভূষণ পালের লিখিত মুরারি সারঙ্গের পাট প্রস্তাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বিস্তার রূপে বর্ণিত আছে।

ক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যতটি উৎসব আছে, নিমাই ভক্তগণকে লইয়া সমুদায়ই করিলেন। পূর্ব্বে চন্দ্রশেখরের বাড়ী দানলীলা করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন। সেইরূপ ঝুলন উৎসব, নন্দোৎসব, ও শ্রীমতী রাধিকার জন্মোৎসরও করিলেন। যখন যে উৎসব করেন তখনই ভক্তগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া উহা উপভোগ করেন। নবদ্বীপের নন্দোৎসবের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে নিমাই এই উৎসব যেরূপ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু বর্ণনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে। তাহাতে দেখা যায় যে নিমাই তখন প্রকাশ হইয়াছিলেন। আর যিনি তখন নন্দরূপে আবিষ্ট

হয়েন, তিনি, নন্দ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিনে যথা সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব সকলকে দান করিয়াছিলেন !

বাসুঘোষ ঝুলন লক্ষ্য করিয়া এই পদটি মাত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যথা :—

দেখ ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজ মণিয়া।
বিধির অবধি, রস নিরূপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥ ইত্যাদি।

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নবদ্বীপে এই নন্দোৎসবের যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে তাহা হইতে উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল যথা :—

এক দিন শ্রীবাস ভবনে এথা বসি।
কল্য কৃষ্ণ জন্মতিথি কহে প্রভু হাসি॥
শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর॥
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ।
করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন॥
সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে।
কৃষ্ণের জনম অভিষেক কর্ম্ম করে॥
করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়।
সংকীর্ত্তন সুখে সবে রজনী গোঁয়ায়॥
নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্রগণ সনে।
ধরে গোপবেশ সবে রহিয়া নির্জনে॥
গোপবেশ নির্ম্মানে নিমাই পরবীন।
হইলা আপনি যেন গোয়ালা নবীন॥
ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর গোপবেশ।
সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্য্যলেশ॥
রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাস আদি।
গোপবেশ ধরে সবে শোভার অবধি॥

দধি নবনীত ভাণ্ড ভার লই কান্ধে।
প্রবেশয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে চারুছন্দে॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে মত্ত হৈয়া।
দেন দধি হলদি অঙ্গনে ছড়াইয়া॥
নৃত্য গীত বাদ্য মহা কৌতুক বাড়য়।
শ্রীবাস ভবনে যেন নন্দের আলয়॥

এইরূপে শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ওখানে হইল। এক দিবস আবার শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সখাগণ লইয়া পুলিন ভোজন করিয়াছিলেন, সেইমত গঙ্গার পুলিনে ভক্তগণ লইয়া মহা হরিসংকীর্ত্তনের মাঝে নিমাই বনভোজন করিলেন।

এই যে নবদ্বীপে সুখের পাথার হইল, ইহার প্রস্রবণ নিমাই। নিমাই নবদ্বীপে কিরূপ বিচরণ করিতেছেন? যথা, (নয়নানন্দের পদ):—

মুখ খানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে॥

সদা মৃদুস্বরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, নাম জপ করিতেছেন। অন্তরের গুপ্ত প্রেম বাহিরে কিছু প্রকাশ হওয়ায় রাঙ্গা ঠোঁট মৃদু কাঁপিতেছে। যাঁহাদের এ সমুদায় বিষয়ে অনুসন্ধান আছে তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে বালক কি বালিকার মনে তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে অথচ উহা আবদ্ধ আছে, এরূপ হইলে ঐ রূপে ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপিতে থাকে। সে দৃশ্য অতি মনোহর। আর এক কথা বলি, অতি সরল চেতা লোক হইলে এইরূপে তাঁহাদের মনের ভাব বাহিরে সহজে প্রকাশ হয়।

নবদ্বীপে আনন্দে দিবা নিশি কোলাহল, হাস্য, নৃত্য গীত উৎসব; কীর্ত্তন, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা, ও মাদল শব্দ, ও আনন্দজনক হরি হরি ধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যস্থানে চাঁদের মত এক খানি মুখ লইয়া, পদ্মের মত দুটি নয়ন যাহার তারা প্রেমানন্দ ধারা রূপ মকরন্দে ডুবু ডুবু, একটি ছবি বিহার করিতেছেন। ইহাতে জগত প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু মন্দ লোকের ক্রোধ হইল। তাঁহারা এরূপ ছবি কিরূপে সহ্য করিবে? চৌরের জ্যোৎস্না কেন ভাল লাগিবে?

দুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুরা জুঠিয়া কাজির নিকট নালিস করিতে লাগিল। কাজি প্রথমে এ কথা কর্ণে করিলেন না, কারণ তিনি মহাশয় লোক। এ দিকে সমাজে তাঁহার পদ অতি উচ্চ, যেহেতু তিনি গৌড়ের রাজার দৌহিত্র। নিমাইয়ের মাতামহ নিলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কাজির বিশেষ আলাপ, এমন কি গ্রাম্য সম্বন্ধও আছে। নিলাম্বরকে কাজি চাচা বলিয়া থাকেন। প্রথমে যখন সকলে অভিযোগ করিল, তখন কাজি, "নিমাই-পণ্ডিত ছেলে মানুষ, কি করিতেছে তাহার মধ্যে যাওয়া প্রয়োজন নাই," বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলে কাজি বাধ্য হইয়া এক দিন নগরে দল বল লইয়া সন্ধ্যাকালে আগমন করিলেন। দেখেন যে নদীয়ার সর্ব্ব স্থানে মৃদঙ্গ করতাল ও হরিধ্বনি হইতেছে। তিনি কাহাকে নিবারণ করিবেন? সকলেই উন্মত্ত। তখন তাঁহার সঙ্গীগণ একটি লোকের বাড়ী প্রবেশ করিয়া তাহাদের মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিল, সেখানকার উপস্থিত ব্যক্তিগণ পলাইল, এবং সম্মুখে যাহাকে পাইল তাহাকেই ধরিতে লাগিল। যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া স্মরয়ে কাজি আপনার শাস্ত্র॥

* * * *

আথে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচারে কৈল দ্বারে॥

পরিশেষে সকলকে ভয় দেখাইয়া কাজি বলিলেন যে, "আমার নিষেধ সত্বে কাহার বলে নগরে এরূপ উৎপাত করিতেছিস? অদ্য এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত দিলাম। আবার যদি কেহ নগরে সংকীর্ত্তন করে তবে তাহার জাতি মারা যাইবে।" এই ভয় দেখাইয়া কাজি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

কাজির এই কার্য্যে ভক্ত-নাগরিয়াগণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সকলে আনন্দে দিবানিশি জানেন না, তাহার মধ্যে আবার এ কি উৎপাত?

কাজি বহুতর সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত, বল দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব। বিশেষ ভক্তদের সম্বল কেবল হরিনাম ও খোল করতাল। তাঁহাদের তখন সংসারে ঔদাস্য, ও জীব হিংসার প্রতি একেবারে বৈরক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহারা পাঠান সেন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে কিরূপে বাধ্য করিবেন? অনুনয় বিনয় করিয়া মুসলমানকে বাধ্য করিয়া হরি সংকীর্ত্তনে অনুমতি লইবেন, তাহারও কিছুমাত্র ভরসা নাই।

এরূপ অবস্থায় নাগরীয়াগণ কোন উপায় না দেখিয়া শেষে শ্রীপ্রভুর নিকটে আগমন করিলেন, আসিয়া সকলে আপনাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। নিমাই তখন আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, "তোমরা নির্ভয়ে কীর্ত্তন কর, যে তোমাদিগকে বাধা দেয় আমি তাহাকে দণ্ড করিব।" নাগরীয়াগণ এই কথা শুনিয়া আশ্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ কাজি সৈন্য লইয়া প্রতি নিশিতে, যাহাতে কীর্ত্তন না হইতে পারে, নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিল।

তখন হরি সংকীর্ত্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কেহ এরূপ বলিতে লাগিলেন যে, যদি কীর্ত্তন বন্ধ হয় তবে এ দেশ ছাড়িয়া যেখানে কীর্ত্তন করিতে পারি সেইখানেই যাইব। কেহ বা এরূপও বলিতে লাগিলেন যে হুড়াহুড়ি করিয়া কৃষ্ণনাম বলিবার প্রয়োজন কি, গোপনে বলাই ভাল।

কাজি সৈন্য বলে বলীয়ান, আবার নগরের অধিকাংশ হিন্দুগণ তাঁহার পক্ষ। সুতরাং নাগরীয়াগণ যে ভয় পাইলেন ইহাতে তাঁহাদিগকে বড় দোষ দেওয়া যায় না।

তখন প্রভুকে আবার সকলে যাইয়া বলিলেন, "প্রভু! আমরা কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বিদায় দেও, আমরা অন্য দেশে গমন করি।"

এই কথা শুনিয়া নিমাই রুদ্র মূর্ত্তি হইলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার সে সমুদায় কমনীয় ভাব লুকাইয়া ভয়ঙ্কর আকার উপস্থিত হইল! তখন নিমাই বলিতেছেন, "বটে! কাজি কীর্ত্তন বন্ধ করিবে? শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন? তবে আগে আমাকে রোধ করুক। আমি অন্য নগরে নগরে কীর্ত্তন

করিব। অদ্য আমি কাজীর দর্প চূর্ণ করিব। অদ্য আমি প্রেম বন্যায় নদীয়া ভাসাইব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! শীঘ্র অগ্রবর্ত্তী হও। তুমি সর্ব্ব স্থানে ঘোষণা দাও, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি নগরে নগরে কীর্ত্তন করিব। আহারাদি করিয়া সকলকে অপরাহ্নে আমার বাড়ীতে আসিতে বল। সকলকেই হাতে একটী দ্বীপ লইয়া আসিতে বলিবা।" তাহার পরে নাগরীয়াগণকে বলিতেছেন, "তোমরা ভয় করিও না। আমার এই আজ্ঞা সর্ব্বত্র ঘোষণা কর। অদ্য নগরে নগরে আমি কীর্ত্তন করিব।"

নাগরীয়াগণের তখন নিমাইয়ের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও কথা শুনিয়া সমুদায় ভয় দূর হইল। তখন নিমাই যে শ্রীভগবান স্বয়ং এ বিশ্বাস আবার আসিয়া দৃঢ়রূপে উপস্থিত হইল। সকলেই আনন্দে ও উৎসাহে পুলকিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা নগরে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন।

অতি অল্পক্ষণ মধ্যে এ কথা নদীয়ার সকল পল্লিতে প্রচারিত হইল। নিমাইপণ্ডিত অদ্য নগরে নগরে নৃত্য করিবেন, অদ্য তিনি কাজীর দর্প চূর্ণ করিবেন! যাহার কীর্ত্তন দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার একটী দ্বীপ হস্তে করিয়া বিকালে তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে।

এই ঘোষণায় নগর একেবারে টল মল হইয়া গেল, শত্রু মিত্র সকলেই এই সংবাদে বিচলিত হইলেন। যাঁহারা মিত্র তাঁহারা প্রভুর বাড়ী দৌড়িলেন, যাহারা শত্রু তাহারা রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। যাহারা না শত্রু না মিত্র, তাহারাও কৌতুহল তৃপ্তির জন্য আগ্রহ চিত্তে রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

পদ খাম্বাজ রাগিণী, (বংশীধ্বনি ধ্রুপদ সুরে)

কমল নয়নে বহিছে শত শত ধারা।

ঊর্দ্ধে চন্দ্র বদন তুলি [বলে] ওই দেখ

আমার প্রাণনাথ।

অন্তরা।

আনন্দেতে গোরার উথলিল হিয়া,

উল্লাসে নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া,

গলিয়া গলিয়া সঙ্গী কোলে পড়ে,

মিলন আশয়ে পরেছেন অঙ্গে,

পট বস্ত্র চন্দন ফুলের মালা।

আভোগ।

অলকা তিলকা চন্দ্র বদনে,

চাঁচর কেশ কুসুমে সুগন্ধ,

শিরে শোভিছে মোহন চূড়া,

দেখ দেখ দেখ গোরা বিনোদিয়া,

বিহারিছে ছবি কি ছটা,

সঙ্গিগণ রূপ অনিমিখে চায়,

গগণের চন্দ্র ভূতলে উদয়,

ঝলকে ঝলকে সুধা উগরয়।

প্রেমের তরঙ্গে নদিয়া মাতিল,

চারি দিক মধুময়॥ * বলরাম দাস।

---

* আর্ট ষ্টুডিও নগর কীর্ত্তনের যে ছবি, প্রকাশ করেন তাহা এই গীতটি অবলম্বন করিয়া।

এখন যেরূপ নগর কীর্ত্তন হইয়া থাকে উহা নিমাইয়ের নগর কীর্ত্তনের অনুরূপ। তবে সে আদর্শ, আর এখনকার সংকীর্ত্তন তাহার অনুকরণ মাত্র। একটি স্বয়ং শ্রীভগবানের ক্রিয়া, আর একটী তাঁহার ভক্তগণের। নিমাইয়ের এই নগর-কীর্ত্তন বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, বড় প্রয়োজনও নাই। কারণ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ বর্ণন করা আমার সাধ্য নাই, এবং অন্য কোন মনুষ্যের আছে কি না তাহাও জানি না। তাঁহার অনুকরণ করিয়া কিছু কিছু লিখিব এই মাত্র। এই বিষয় বর্ণনা করিতে যাওয়ার আর একটি কারণ আছে। এক দিবস এই কীর্ত্তন চিন্তা করিতে করিতে আমি স্বপ্নের ন্যায় উহার ছায়া মত কি দেখিয়াছিলাম। সেই ছায়া মত যাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাহা দেখিয়া বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা আমি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই সাহসে, যথা সাধ্য, এই নগর কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু নামোল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত করিব, সে সমুদায়ই ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত হইতে।

তখনকার নদিয়া কলিকাতা অপেক্ষাও অনেক বড় হইবে। এই বৃহৎ নগরে একেবারে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। সকলে নানাবিধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। প্রভু কোন্ পথে গমন করেন তাহার ঠিকানা নাই। সকলেই আপনার বাড়ীতে আম্র পত্রসহ পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন, কদলী বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্য করিলেন। সন্ধ্যা হইলে বাড়ী আলোকিত করিবেন, তাহার সমস্ত আয়োজন করিলেন। স্ত্রীলোকে খৈ, কড়ি, বাতাসা প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন, আর আপনারা বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন।

কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্র সারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥

প্রকৃত কথা নগর একেবারে আনন্দময় হইয়া গেল। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন।

যাহারা কীর্ত্তনে চলিলেন সকলেরই হাতে এক একটি দেউটি (মশাল,) কটিতে তৈলের ভাণ্ড বান্ধা। গলায় ফুলের মালা, অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। পিতা একটি দেউটি লইলেন, পুত্রও একটি লইলেন, যথা :—

বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।

আবার উহা ব্যতীত কেহ একের অধিক দীপও লইতেছেন। কেহ আপনি লইতেছেন, আবার ভৃত্য দ্বারাও লওয়াইতেছেন।

ইতিমধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়॥

অর্থাৎ কোন কোন জন সহস্র দীপও সাজাইয়া লইলেন। অতএব :—

অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদিয়ায়।
এ দেউটী সংখ্যা করিবার শক্তি কার॥

ক্রমে লোক আসিতেছে, প্রভুর বাড়ী পুরিয়া গেল। তাহার পরে :—

কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।

ইহারা কি বলিতেছে, না :—

পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে।

ইহারা নিমাইয়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া, থাকিয়া থাকিয়া, হরিধ্বনি করিতেছে, আর নবদ্বীপ যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রভুর নিজ জন আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, বহিরঙ্গ নাগরিয়াগণ বাহিরে, নিমাই স্বয়ং গৃহের অভ্যন্তরে। সেখানে কি করিতেছেন? গদাধর তাঁহার বেশ করিতেছেন! গদাধর নিমাইয়ের বদন অলকা তিলকায় আবৃত করিতেছেন। ললাটের মধ্য স্থানে ফাগু বিন্দু দিলেন, নয়নে কজ্জ্বল দিলেন, কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন, মাথায় চুড়া বান্ধিয়া দিলেন, চুড়া বেড়িয়া মালতীর মালা দিলেন। তাহার পরে সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিলেন, নিমাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আপাদ মস্তক ঝুলাইয়া একটি বৃহৎ মালা গলায় পরাইলেন। নিমাই পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, সুন্দর পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলেন। সেইরূপ চাদরও গলায় দিলেন। ভক্তগণ নিমাইয়ের পায়ে নুপুর পরাইয়া দিলেন। অঙ্গে দুই এক খানি আভরণও দিলেন। শচী প্রভৃতি প্রাচীন রমণীগণ সম্মুখে থাকিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি অল্প বয়স্কা তরুণীগণ আড়ালে দাঁড়াইয়া নিমাইয়ের বেশ

বিন্যাস দর্শন করিতেছেন। যখন নিমাইয়ের বেশ বিন্যাস গদাধর নরহরি প্রভৃতির মনোমত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

নিমাই এইরূপে কেন সাজিতেছেন? তিনি কি শ্বশুরালয় যাইতেছেন? তিনি না তরবারী এবং বন্দুক অস্ত্রধারী পাঠান সৈন্য পরিবেষ্টিত কাজীকে দমন করিতে যাইতেছেন? তিনি না বিপক্ষ দলের মধ্যে, যাহারা তাঁহাকে চক্ষের বিষ দেখে, তাহাদের মধ্যে যাইতেছেন? তাঁহার চুড়ায় ফুলের মালায় কাজি কেন মাথা হেঁট করিবেন? কথায় বলে, "চুড়া ত মথুরার নয়, চুড়ায় কুব্জা ভুল্‌বে না।" বিপক্ষ লোক তাঁহার সজ্জা দেখিয়া আরো না ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে? কিন্তু নিমাইয়ের এই ভুবনমোহন বেশ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি এই বেশ ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবানের ভজনে দুঃখ নাই, ভস্ম মাখা নাই, কি মাথা কুটা নাই। শ্রীভগবান প্রাণের প্রাণ, তাঁহার ভজনা শশুরালয়ে প্রিয়া দর্শন অপেক্ষাও অধিক সুখ-কর। সুতরাং নিমাইয়ের বেশ ভূষা করায় দোষ কি হইল? অবশ্য কাজি পাঠান সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত, ও তাহাকে দমন করিতে হইলে অলকা তিলকা, কি আপাদ মস্তক লম্বিত মালতীর মালা উপ-যুক্ত সজ্জা নহে। কিন্তু নিমাই পাঠানের শেল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের সহিত ফুলের মালা দিয়া যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে তিনি দেখাইবেন শেল ও ফুলের মালার মধ্যে কাহার কত শক্তি! তবে বিপক্ষগণ বিদ্রূপ করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কি করিয়াছিল পরে বলিতেছি।

নিমাই তখন আস্তে আস্তে মধ্য আঙ্গিনায় আসিলেন, আসিবার সময় সকলে দুধারে পথ ছাড়িয়া দিলেন। ধ্বনি হইল 'প্রভু আসিয়াছেন, আর অমনি লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রূপ দেখিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। কাহার নয়ন দিয়া সেই নটবর নাগর রূপ দেখিয়া অমনি প্রেমানন্দ ধারা বহিতে লাগিল। নিমাই যেন আদরে গলিয়া পড়িতে-ছেন, প্রসন্ন বদনে যেন জগতের দুঃখ হরণ করিতেছেন।

নিমাই মধুর হাস্য করিয়া চতুষ্পার্শ্বে চাহিলেন, আর সকলে আনন্দে গলিয়া পড়িলেন। সেই আনন্দের তরঙ্গ, লোকসাগরের সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। সকলে আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। আর কিছু

করিতে না পারিয়া মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতেছেন। আঙ্গিনার মধ্য স্থানে নিমাইঃ—

তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।

তিনি মাঝে মাঝে হুহুঙ্কার করিতেছেন ঃ—

হুহুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন।
নাদে পরিপূর্ণ হইল সবার শ্রবণ॥
হুহুঙ্কার শব্দে সব হইলা বিহ্বল।
হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥

নিমাই তখন কয়েক সম্প্রদায়কে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। এক দলের কর্ত্তা শ্রীঅদ্বৈত, অন্যদলের কর্ত্তা শ্রীহরিদাস, অন্যদলের কর্ত্তা শ্রীবাস, আর অন্য দলের কর্ত্তা স্বয়ং। স্বয়ং যে দলে থাকিলেন সেই দলে নিতাই ও গদাধর থাকিলেন। নিতাই দক্ষিণে, গদাধর বামে। প্রথমে এই চারি সম্প্রদায় হইল বটে, কিন্তু ইহার পরে কত শত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

একটু পূর্ব্বে, এখনকার ও সে নগর-কীর্ত্তনের সহিত তুলনা করিতেছিলাম। এখনকার সংকীর্ত্তনে পূর্ব্বে উদ্যোগ, পরে আনন্দ। সে সংকীর্ত্তনে, আরম্ভের পূর্ব্বেই সেই লক্ষ লক্ষ লোকে আনন্দে অচেতন হইলেন, কাহার কিছুমাত্র বাহ্য রহিল না। অনেক বিলম্ব করিয়া, সকল লোককে বহু দুঃখ দিয়া যখন লোকে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, তখন গোধূলি আইলেন। গোধুলি না আসিতে আসিতে সকলে প্রদীপ জ্বালিলেন। সেই সময় নগরের প্রত্যেক বৈষ্ণবের বাড়ী আলোকিত করা হইল। জ্যোৎস্না রাত্রির আলো, তাহার সহিত এই লক্ষ লক্ষ দীপের আলোকে নবদ্বীপ দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়া গেল।

কীর্ত্তন করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ হরিধ্বনির মাঝে অদ্বৈত বাহির হইলেন, ক্রমে শ্রীবাস হরিদাস পরে স্বয়ং নিমাই বাহির হইলেন। জগাই, মাধাই উদ্ধারের দিবস জন কয়েক লোকে, নিমাইয়ের কীর্ত্তন কিরূপ দেখিয়াছিলেন, অদ্য সেই কীর্ত্তন নবদ্বীপের তাবৎ লোকে দেখিবেন! পথের দুধারে স্ত্রী পুরুষ দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, যাহাদের অট্টালিকা আছে তাহারা প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া।

এত যে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয়॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটী লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
চতুর্দ্দিকে কোটী কোটী মহাদীপ জ্বলে।
কোটী কোটী লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥

কীর্ত্তনের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু নবদ্বীপের লোকে কীর্ত্তন কেহ দেখেন নাই। নিমাইকে সকলে দেখিয়াছেন, তাঁহার নৃত্য কেহ দেখেন নাই। শুনিয়াছেন নিমাইয়ের কীর্ত্তনে ব্রজরস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া থাকেন। কি বৈষ্ণব কি শাক্ত সকলে কীর্ত্তন দেখিতে আইলেন, কাযেই নবদ্বীপের প্রায় সমুদায় লোক এক স্থানে একত্রিত হইল।

নিমাইয়ের শরীরে তখন শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। নিমাই যাইতেছেন, লোকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় শ্রবণ করুন ঃ—

জ্যোতির্ম্ময় কণক বিগ্রহ দেব সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্ব কলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্র বদনে॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম নয়নের জলে॥

নারীগণ সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া বলিতেছেন, যথা, প্রাচীন পদ—

সোণার গৌরাঙ্গ নাচে দেখ না বাহির হয়ে।
না দেখিলে গোরারূপ মরিবি ঝুরিয়ে॥

যখন যাহার বাড়ীর নিকট আসিতেছেন, তখন পুরুষে শঙ্খ ও হরিধ্বনি, স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতেছে, ও খই বাতাসা ও ফুল ছড়াইতেছে, ও সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে বাহির হইয়াছেন,

তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান পূর্ব্বেই গিয়াছিল। যাঁহারা দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা প্রেম ভক্তিতে গদ গদ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন। বাড়ী শূন্য পাইয়া চোরে চুরি করিতে পারিত, কিন্তু আনন্দে, চুরিরূপ যে সুখ, তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, তাহারা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইল।

প্রথমে নাচিতে নাচিতে নিমাই নিজ ঘাটে আইলেন, আসিয়া খানিক নৃত্য করিলেন। শেষে সুরধুনী তীর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন॥

আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচেরে। ধ্রু
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজেরে॥
নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে।
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে।
সোণার কমল, করে টলমল,
প্রেম সরোবর মাঝে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে হরি হরি বাণী॥
বদন সুন্দর, গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবান।
চন্দন চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বন মালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা॥

এই যে সোণার কমল প্রেম সরোবরে টলমল করিতে করিতে যাইতে-ছেন, কোথা? যাইতেছেন সেই অসুর চাঁদকাজী, যিনি পাঠান সৈন্য-গণ পরিবেষ্টিত, তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে!

আগে পাছে বহু সম্প্রদায় গান করিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজকৃত গীত তাঁহার সম্প্রদায়ে গীত হইতে লাগিল, যথাঃ—

তুহার চরণে মন লাগুরে, হে সারঙ্গধর!

অর্থাৎ, হে ভগবান! তোমার চরণে আমার চিত্ত লাগুক। অন্য সম্প্রদায় গাইতেছেন ঃ—

বল ভাই হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥ (এই নদে অবতারে),

অন্য সম্প্রদায়ে এই পদ গীত হইতেছিল ঃ—

বিজয় হইল নদে নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥

আর এক সম্প্রদায়ে ঃ—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।

আর এক সম্প্রদায় ঃ—

হরি বল মুগ্ধ লোকে হরি বলরে, ইত্যাদি।

নিমাই "শিব শিব" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন যেন অঙ্গে অস্থি নাই। কখন বা কি ভাবিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন, আর লোকে দেখিতেছেন যেন ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না উগরাইতেছেন ও তাহাদের মনে যেন বোধ হইতেছে যে জগৎ সুখময়, এবং শ্রীভগবান আমার নিজজন। নিমাইয়ের পদ্মচক্ষু দিয়া শতধারা বহিয়া জল পড়িতেছে, তখন তাহা দেখিয়া জীব মাত্রের হৃদয় তরল হইতেছে, ও জীব মাত্রের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ ও করুণার উদয় হইতেছে। নিমাই অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলের হৃদয় সেই সঙ্গে তরঙ্গায়মান হইতেছে। কেহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইতেছেন, কোথায় দাঁড়াইয়া, ভুলিয়া গিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের নিকট দাঁড়াইয়া, তাঁহার রঙ্গ দেখিতেছেন। কাহার এত কঠিন হৃদয় যে উহা কখন দ্রব হয় নাই। তিনি হয়ত আবার নিমাইর ঘোর বিপক্ষ, শত্রুতা করিতে গিয়াছেন, এখন নিমাইয়ের নৃত্যভঙ্গী ও রূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত

হইলেন, পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার হৃদয় দ্রব হইল; ও মরুভূমি সদৃশ নয়নে জল আইল, ও তখন সকল তত্ত্ব একেবারে বুঝিলেন। তত্ত্বটি এই যে "তিনি তাঁহার" আর "তাঁহার তিনি।" বিপক্ষ লোক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করিতেছেন।

কেহ বলিতেছেন, "এ ব্যাপার কি? এ কি আকাশের চাঁদ খসিয়া পড়িয়া নৃত্য করিতেছে?" কেহ বলিতেছেন, "এ কি সোণার পুতুল? কোন্ কারিগরে এ পুতুল গড়িল?" কেহ বলিতেছেন, "যেমন রূপ তেমনি সেজেছেন। লোকটি রসিক বটে। এমন ছবি কখন দেখি নাই।"

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥
ক্ষণে হয় প্রভু সর্ব্ব অঙ্গ ধূলা ময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখলয়॥
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্ত বিত্ত লাগয়ে নাচিতে॥
এই মত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ॥
কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।
কেহ বলে যিনি হউন মনুষ্য নহেন॥
এই মত বলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব॥

বিপক্ষ মধ্যে বহুতর লোকের নিমাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা ও শক্রতা দূরীভূত হইল। যাহারা সেই নাগর বেশে রূপবান যুবকের নৃত্য দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের উহা দেখিয়া বিরক্তি না হইয়া আনন্দ হইল। আর নিমাইয়ের প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইল। অনেক বিপক্ষ বলিতে লাগিলেন, ধন্য জগন্নাথমিশ্র, ধন্য শচী, যাহাদের এরূপ সন্তান। কেহ এরূপও বলিলেন যে, ধন্য নদীয়া, যেখানে এরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে।

ভক্তের মধ্যে যাঁহারা বড় অধিকারী তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত "রাসলীলা" করিতেছেন। তাঁহারা সখী, আর নিমাই নন্দঘোষের বালা, আর নবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন। তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস হওয়াতে তাঁহারা গাইতেছেন।

বিজয় হইল নদে নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা।

তাঁহারা দেখিতেছেন সেই নন্দঘোষের বালা তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া তাঁহার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাকে এই জনতার মধ্যে দেখিতে কাহার কষ্ট নাই, যেহেতু নিমাইয়ের ঃ—

সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।

ভক্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকে, যাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পূর্ব্বেই নিমাইয়ের বাড়ীতে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়াছেন। তাহার পরে সংকীর্ত্তনের তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা সকলে তখন আবিষ্ট হওয়ায় তাহাদের মধ্যে যাহার যেরূপ ভাব তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। গাইতেছেন, অথচ তিনি কখন গাইতে জানেন না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাহার সুকণ্ঠ হইল। হে শ্রোতা মহাশয়! আপনি কি জানেন না যে ভক্তি কি প্রেমের উদয় হইলে অতি কর্কশ কণ্ঠও সুমিষ্ট হয়?

মধুকণ্ঠ হইলেন সব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায় সেই হইল গায়ন॥

এই সমস্ত বাহিরের ভক্ত একেবারে উন্মাদ হইলেন। ইঁহাদের দশা বৃন্দাবনদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ঃ—

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥
কেহ নানামত বাদ্য গায় তার মুখে।
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে।
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে॥

কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে।
কেহ কোলাকুলি করয়ে কারো সনে॥

কেহ বা কাহারও পানে চাহিয়া, আনন্দে হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন, কেহ বা মুখ বাজাইতেছেন, কেহ বা নানাবিধ অলৌকিক বুলি বলিতেছেন, কেহ বা আনন্দে বৃক্ষে উঠিতেছেন, আর ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছেন, কেহ বা অকুতোভয়ে উচ্চস্থানে উঠিয়া লাফ দিয়া পড়িতেছেন!

কেহ বা মনে মনে ভাবিতেছেন, তিনিই নিমাইপণ্ডিত, আর লোককে ডাকিয়া বলিতেছেন, "হে দুঃখী জীব! এই আমি নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছি, আর তোমাদের ভয় নাই, আমি সমুদায় জগৎ উদ্ধার করিব।" এই কথা শুনিয়া একজন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "পাষণ্ডগণেই জগতের অহিতকারী, এই আমি অদ্য সমুদায় জগতের পাষণ্ডী বিনাশ করিব।" ইহা বলিয়া বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া পাষণ্ড বধ করিতে চলিলেন। একটা প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিলেন, তখন সকলেরই গায়ে অতিশয় বল হইয়াছে, সহজ অবস্থায় সে ডাল ভাঙ্গিতে তাহার শক্তি হয় না। কাহারও বা পাষণ্ডীর কাছে পর্য্যন্ত যাইতে দেরি সহিল না, ঐখানে বসিয়া পাষণ্ডীর নামে ভূমে কিলাইতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "হে পাষণ্ডীগণ! নিমাইপণ্ডিত স্বয়ং ভগবান, তিনি হরিনাম সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা ভজনা কর। নতুবা একেবারে সংহার করিব।"

কেহ বা সম্মুখে যেন যমদূত দেখিতেছেন, দেখিয়া বলিতেছেন, "ওরে যমদূত! শীঘ্র যা, তোর রাজা যমকে বল্‌গে, তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন, সেই যমের যম, আর রক্ষা নাই। তাহার লেখক চিত্রগুপ্তকে বলুক যে, সে তাহার খাতা ছিঁড়িয়া ফেলুক। আর তোরা সকলে আয়ঃ—

ভজ বিশ্বম্ভর নহে করিব সংহার।

কেহ বা আরো অশান্ত হইয়া তিনি কি করিতেছেন না, যথা:—

যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে।

তিনি দর্পের সহিত যমরাজাকে বান্ধিয়া নিমাইয়ের পদতলে আনিতে চলিলেন!

এ পর্য্যন্ত কাজীর কথা আর কাহারও মনে নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীদমন করিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন, কিন্তু তাহার চেষ্টা কিছুই দেখা যাইতেছে না। তিনি নটবর বেশ ধরিয়া খঞ্জনের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন। কিরূপ যাইতেছেন, যথা :—

সে তরঙ্গ দেখিতে সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥
বোল্ বোল্ বলি নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা করে মালা মনোহর॥
যজ্ঞ সূত্র ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান।
ধুলায় ধুসর প্রভু কমল নয়ন॥
মন্দাকিনী হেন প্রেম ধারার গমন।
চাঁদেরে না লয় মন দেখি সে বদন॥

* * *

অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন।
তঁহি মালতীর মালা অতি সুশোভন॥

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, অগ্রে লোকে ফুল ছড়াইতেছেন, যথা :—

পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।

নিমাই নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন, প্রথমে গঙ্গারধারে গিয়া নিজের ঘাটে একটু নৃত্য করিলেন। তাহার পরে ঐরূপে নাচিতে নাচিতে মাধাইর ঘাটে গমন করিলেন। তাহার পরে বারকোনা ঘাট দিয়া নগরের প্রান্তভাগে সিমলায় গমন করিলেন।

এতক্ষণ পরে নিমাই কাজীর বাড়ী মুখো চলিলেন! ইহাতে বুঝা গেল যে প্রভু ভক্তির তরঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়া কাজীর কথা ভুলেন নাই। নিরপেক্ষ লোক ভাবিতে লাগিলেন অদ্য একটি বিষম রক্তারক্তির কাণ্ড হইতে চলিল। বিপক্ষ লোক ভাবিতেছেন, কাজীর সৈন্যগণ আইলে সমুদায় ভাবকালী লুকাইবে, আর কে কোথা পলাইবে, আর কত লোক

যে প্রাণে মরিবে তাহার ঠিকানা নাই। আজ নিমাইপণ্ডিত দায় ঠেকিলেন।

এ পর্য্যন্ত কাজী কি করিতেছিলেন বলিতেছি। তিনি কয়েক দিন সন্ধ্যা হইতে বহুরাত্রি পর্য্যন্ত, নগরে নগরে সৈন্য লইয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহার পরে আপনাআপনি কি বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, আর কীর্ত্তন রোধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি সে দিবস সন্ধ্যার সময় হইতে বাড়ীতেই আছেন। এ দিকে যে এক দিনের মধ্যে নিমাই এত বড় সংকীর্ত্তন দল সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তিনি কিছুমাত্র জানেন না। বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী নন্দন।
দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন॥
ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধি হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল॥
কেবা রোপিলেন কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কেবা গায় বায় কেবা পুষ্প বৃষ্টি করে॥
হইল সকল পথ খৈ কড়িময়।
কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়॥

ফল কথা, সে নিশিতে, সেই প্রকাণ্ড নগর নবদ্বীপ খৈ কড়ি ও পুষ্পময় হইয়াছিল। ইচ্ছামাত্র এই লোক-সমুদ্র লইয়া নিমাই চলিয়াছেন, কাজী কাযেই কিছু জানিতে পারেন নাই। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী পাড়ার পথ ধরিলেন, তখনই লোকের কাজীর কথা মনে পড়িল, ও "মার কাজী, মার কাজী" বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলে তখন কাজীর কর্ণে কোলাহলের শব্দ গেল। তিনি বাহির হইয়া দেখেন যে নগর আলোকিত হইয়াছে, ইহাতে কাজী বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তথ্য জানিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার প্রহরীগণকে বলিতেছেন, "দেখ ত কিসের গোল? একি কার বিয়ে?" আবার কর্ণে যে ধ্বনি শুনিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কীর্ত্তন হইতেছে, তাহা ভাবিয়া লক্ষ করিয়া বলিতেছেন, "এ কি বিয়ে না ভূতের

কীর্ত্তন? নিমাই যদি আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করে তবে নদিয়ার সকলের জাতি মারিব। যাও, তোমরা শীঘ্র যাও।"

কাজীর সৈন্যগণ দৌড়িল, দৌড়িয়া দেখে যে অসংখ্য লোক আলো জ্বালিয়া গাইতে গাইতে ও নাচিতে নাচিতে, তাহাদের দিকে আসিতেছে। এ দিকে কাজী দেখিতেছেন যে গণ্ডগোল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাঁহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে, তখন ব্যস্ত হইয়া আরো সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে কাজী দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছেন। অসংখ্য লোক দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহসী হইল না। তাহার পরে যখন শুনিল ও দেখিল যে বহুতর লোক হাতে বৃক্ষের ডাল করিয়া, "মার কাজী, মার কাজী" বলিয়া দৌড়িতেছে, তখন তাহারা ভয় পাইল, ও পলাই-বার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু পলায়ন করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল, যেহেতু প্রভু যে দিকে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, সেই দিক হইতে আবার লোক অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে লইতে কি সংকীর্ত্তনে মিশিতে আসি-তেছে। সুতরাং কাজীর পাইকগণের পলাইবার পথ রহিল না। চারি দিক হইতে ঘেরা পড়িল।

কাজী স্বয়ংও সেইরূপ বিপদে পড়িলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে অসংখ্য লোক তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আর তাঁহার সৈন্যগণ, যেরূপ জলবিন্দু সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ লোক সমুদ্র মাঝে ডুবিয়া গিয়াছে, তখন তিনি পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পলাইতে পারিলেন না। তাঁহার বাড়ীতে দুর্গ না থাকায় বাড়ী রক্ষা করিবার উপায় সৈন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সেই সৈন্যগণ কে কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। কাজী প্রাণের ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইলেন।

এ দিকে মুসলমান সৈন্যগণ সেই সংকীর্ত্তনের দলে ডুবিয়া গিয়াছে। হাতের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু আপনাদিগকে লুকাইতে পারি-তেছে না। যথা :—

পুরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিক নাহি জানে॥
মাথায় বান্ধিয়া পাক কেহ সেই দলে।
অলক্ষিতে নাচে অন্তরে প্রাণে হালে॥

যার দাড়ি আছে সেই হয়ে অধো মুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ডরে হানে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে॥

তখন কে মুসলমান কে হিন্দু, বাছিয়া লইবার শক্তি কাহারও ছিল না। সুতরাং পাইকদিগের কোন বিপদ হইল না। দেখিতে দেখিতে লোকে চারিপাশ হইতে কাজীর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। প্রভু কাজীর দর্প চূর্ণ করিতে যাইতেছেন, সাধারণ লোকে তাহার অর্থ ইহাই বুঝিতেছে যে, কাজীকে বধ কি প্রহার করিতে হইবে, ও তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিতে হইবে। প্রকৃতই লোকে যাইয়া তাহার বাহিরের ঘর ভঙ্গ, উদ্যান ও অন্য অন্য স্থানে নানাবিধ অপচয় করিতে লাগিল। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে :—

তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥
ঔদ্ধত্য লোক ভাঙ্গে ঘর পুষ্প বন।
বিস্তারি বলিয়াছেন ইহা দাস বৃন্দাবন॥

সে বর্ণনা এই :—

কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে।
কেহ কদলির বন ভাঙ্গি হরি বলে॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরি বলে নাচে সব শ্রুতি মূলে দিয়া॥

নিমাই কাজীর বাড়ী আসিয়া নৃত্য ও সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন। শান্তভাবে বাহিরের ঘরে উঠিয়া কাজী কোথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন কাজী অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন, তখন অভ্যন্তরে তাহাকে ডাকিতে কয়েক জন ভব্য লোক পাঠাইলেন। তখন মুসলমান ও হিন্দুতে সমস্ত

দেশে মর্ম্মান্তিক বিবাদ চলিতেছে। কাজী অহেতুক যে লোক সমুদায়ের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, তাহারা এখন তাহাকে ঘেরিয়াছে। কীর্ত্তনে পাগল হইয়াছে, তাহার পরে ক্রোধে সেই উম্মত্ততা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তিলার্দ্ধে সকলে শান্ত হইলেন। নিমাই আসিয়া যে শান্ত হইলেন, অমনি সেই লক্ষ লক্ষ লোক স্থির হইলেন, ও তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

কাজী যখন শুনিলেন যে নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তখন নিতান্ত আশ্বাসিত হইলেন। সে দিবস তাঁহার জাতি ও প্রাণ থাকে না থাকে তাঁহার মনে সেই সন্দেহ ছিল. ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জাতি ও প্রাণ ভয়ে কাঁপিতেছেন। এখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া অনেক সাহস পাইলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যেরূপ লোকে "মার কাজী" ধ্বনি করিতেছিল, কাজীর ঘর ভাঙ্গিতেছিল, তখন তাহা হইতে ক্ষান্ত দিয়া তাহারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাজেই সমস্ত গোল থামিয়া গিয়াছে।

কাজী সেই লোকদিগের সঙ্গে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আইলেন, আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগে করযোড়ে দাঁড়াইলেন।

নিমাই, কাজী আইলে অতি সমাদরের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, ও আপনিও বসিলেন তাঁহাকেও বসাইলেন। তখন নিমাই কৌতুক করিয়া বলিতেছেন, "আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা? আপনার বাড়ীতে আমরা আইলাম, আর আপনি বাড়ীর ভিতরে লুকাইলেন?"

তখন কাজী মাথা তুলিলেন, তুলিয়া নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন মুখে ক্রোধের চিহ্ন মাত্র নাই, বরং যেন করুণায় পূর্ণ। মুখ পানে চাহিয়া কাজী একেবারে যে আশ্বাসিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, যেন নিমাই তাঁহার হৃদয় ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

কাজী বলিতেছেন, "আমি কীর্ত্তনে বাধা দিই আবার অনেক অত্যাচারও করিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি রাগ করিয়া আসিতেছ ভাবিয়া লুকাইয়া ছিলাম। এখন তুমি শান্ত হইয়াছ জানিয়া আইলাম। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, যেহেতু আমি তোমার মামা হই। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা (কাকা।) তিনি তোমার নানা (মাতামহ)। কাজেই আমি তোমার মামা। তুমি ভাগিনা, মামা যদি অপরাধ করিয়া থাকে তবে তাহা

লইতে পার না। বিবেচনা কর দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম সম্বন্ধ বড়। তুমি ভাগিনা, আমার বাড়ী আসিয়াছ, এ তোমার বাড়ী। আমি আর কি অভ্যর্থনা করিব ?”

নিমাই বলিতেছেন, “তুমি কি অপরাধে আমাদের কীর্ত্তন রোধ করিয়াছিলে ? আবার আপনা আপনি ক্ষান্তও বা দিলে কেন ? আমাকে এ সমুদায় খুলিয়া বল।”

কাজী বলিতেছেন, “সর্ব্ব লোকে তোমাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকে, আমিও তোমাকে তাহাই বলিয়া ডাকিব। শুন গৌরহরি কেন আমি কীর্ত্তন রোধে ক্ষান্ত দিয়াছি ; কিন্তু সে গোপনীয় কথা, তুমি একটু অন্তরালে আইস, সমুদায় বলিব।” নিমাই বলিতেছেন, “এরা সকলেই আমার নিজ জন, অতএব ইহারা সকলেই এই কীর্ত্তন রোধের তথ্য শ্রবণ করুন।”

তখন কাজী বলিতেছেন, “আমার কীর্ত্তন রোধ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার লোক জনে আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমি যদি কীর্ত্তন বন্ধ না করিয়া দেই তবে বাদসাহ আমার উপর ক্রোধ করিবেন। তাহাতেও আমি কীর্ত্তনে বাদী হইতাম না। কিন্তু তাহার পরে তোমাদের অনেক হিন্দু আসিয়া আমাকে পিড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহারা বলিল নিমাইপণ্ডিত নূতন মত চালাইতেছেন। সে মত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। হিন্দুরা মন্ত্র মনে মনে জপ করিবে। হুড় পাড়, দুড় দাড় করিয়া নাম করিলে বড় অপরাধ হয়। নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুদিগের জাতি গেল, আর তাহাকে দমন করা রাজার কর্ত্তব্য, করিলে লোকের বিরক্তি না হইয়া সন্তোষের কারণ হইবে।” হিন্দুগণ কাজীকে কি বলিয়াছিল তাহা চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে ঃ—

> গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
> নিমাই বোলাইয়া তাঁরে করহ বর্জ্জন॥

কাজী বলিতেছেন, “যখন হিন্দুগণ এরূপ বলিল তখন আমি কীর্ত্তন রোধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম। প্রবর্ত্ত হইয়াই বুঝিলাম কার্য্য ভাল করি নাই। রাত্রি স্বপ্নে দেখিলাম যে কীর্ত্তন রোধ করিয়াছি বলিয়া

একটি নররূপী সিংহ আমার উপর তর্জ্জন করিতেছেন। তাহার পরে আমি কীর্ত্তনে বাধা দিতে যত পাইক পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ "হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নাচিতে লাগিল। প্রথমে আমরা ভাবিলাম তাহারা হিন্দুগণকে বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু তাহা নয়। দেখিলাম তাহারা যেন ভুতগ্রস্থ হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে তাড়না করিলাম, তাহারা বলিল, 'আমরা কীর্ত্তনে বাধা দিতে গিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে, মুখে হরিনাম কি কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিতেছি না'।"

এরূপ ঘটনা তখন মুহুর্মুহু হইতেছিল। অর্থাৎ নিমাইকে কি তাঁহার ভক্তকে দর্শন কি স্পর্শন করিলে লোকের জিহ্বায় হরি কি কৃষ্ণনাম লাগিয়া যাইত, তাহারা চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পারিত না।

কাজী বলিতেছেন, "আমি এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম যে এ কীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। ইহা মনুষ্যের কার্য্য নয়, ইহাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আমি তাহাই ভাবিয়া কীর্ত্তনে আর বাধা দিই নাই।"

কাজী নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া যেমন ইহাই বলিতেছেন, সেই সুযোগে, ক্রমে তাহার মনের মধ্যে একটি ভাব ধীরে ধীরে উদয় হইতেছে। সেটি এই যে, এই নিমাইপণ্ডিত বস্তুটি কি? এ প্রশ্ন পূর্ব্বেও তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। পরে ভাবিতে ভাবিতে ও নিমাইকে দর্শন করিয়া হঠাৎ ইহার সিদ্ধান্ত মনে উদয় হইল। তখন এক দৃষ্টে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ দেখিতে লাগিলেন। নয়নে নয়নে মিলন হইল, আর কাজীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। কাজী সিহরিয়া মনে মনে বলিতেছেন, "সে কি তুমি?" নয়নে নয়ন মিলিত কাজী বুঝিলেন যে প্রভু স্বীকার করিলেন যে তিনিই সেই তিনি। তখন আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "গৌরহরি! আমার বোধহয় হিন্দুগণ যে বড় ঈশ্বরকে নারায়ণ বলেন তিনিই তুমি!"

তখন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর একটি অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিলেন "যখন তুমি মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিনটি নাম গ্রহণ করিয়াছ তখন তোমার পাপ ক্ষয় হইল।"

বাস্তবিক তাহাই হইল।

নিমাইয়ের অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র কাজীর পাপ ক্ষয় হইল। তখন তাঁহার দুই নয়ন দিয়া বহু ধারা পড়িতে লাগিল, আর ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার উপর আমার ভক্তি হয়, তুমি আমাকে এরূপ কৃপা কর।"

প্রভু আস্তে ব্যস্তে কাজীকে উঠাইলেন। বলিতেছেন, "আমার তোমার নিকট একটি ভিক্ষা, তুমি বল আর কীর্ত্তনে বাধা দিবে না?"

কাজী বলিতেছেন, "বাপরে বাপ আমিত নয়ই নয়, তবে আমার বংশকে তালাক দিব যে কেহ কোন কালে যেন কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।" এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। কাজী প্রভুর সঙ্গে "হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণায় যাদবায় নম" বলিয়া নাচিতে নাচিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু তাঁহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন।

এই কাজী বাদসাহের দৌহিত্র। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে সমাজে লইলেন না, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়গণের আচার ব্যবহার হিন্দুর মত হইল। তাঁহারা গৌরহরিকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কাজীর কবর অদ্যাপি বিরাজিত। সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

প্রভুর কার্য্যের একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতেছি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিবেন আগে তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতেন। অর্থাৎ যে বিষয়ে যাহার দর্প অগ্রে তাহার সেই দর্প ভঙ্গ করিতেন, করিয়া কৃপা করিতেন। কাজী বাহুবলে বলীয়ান, কাজীকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। দিগ্বীজয়ী বিদ্যাবলে বলীয়ান, তাঁহাকে বিদ্যায় জয় করিয়া তাঁহার সংসার-বন্ধন মোচন করিলেন। শ্রীমান অদ্বৈত প্রভু ভক্তিবলে বলীয়ান, তাঁহাকে ভক্তি-রহস্য দেখাইয়া দমন ও শ্রীচরণস্থ করিলেন।

এইরূপে নবদ্বীপ নিষ্কণ্টক হইল। গৌরভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে গৌর অবতারের ন্যায় করুণ অবতার ভগবান কোন যুগে উদয় হন নাই।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মামা কংসকে আছড়াইয়া মারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার মামা কাজীকে প্রেমদান করিয়া দমন করিলেন।

কাজী দমন করিয়া সকলে নাচিতে নাচিতে চলিলেন :—

জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে॥

নাচিতে নাচিতে নিমাই শঙ্খবণিকের নগরে গমন করিলেন। শঙ্খবণিকগণ নিমাইয়ের আগে পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। কেন? পাছে নদীয়ার কঠিন মাটিতে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগে। তাহার পরে তন্তুবায়দিগের নগরে গমন করিলেন। সেখানেও এইরূপ। তন্তুবায় নগরে কি হইল, না,

নাচে সব নাগরিয়া দিয়ে করতালি।
হরিবোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥

শেষে শ্রীধরের ভাঙ্গা কুটীরে সকলে উপস্থিত। সেই কুটীরের দুয়ারে শ্রীধরের জলপাত্র রহিয়াছে।

কত ঠাঁই তালি তার, চোরেও না হবে।

নিমাই সেখানে যাইয়াই সেই জলপূর্ণ-পাত্র লইয়া পান করিতে গেলেন। শ্রীধর নিষেধ করিতে করিতে প্রভু সমুদায় জল পান করিলেন। শ্রীধর ইহাতে ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীধরের অঙ্গে হস্ত দিয়া তাহাকে চেতন কবিয়া,

প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।

যে অসংখ্য লোক সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহারা জানিতেছেন, নিমাই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তাহার এইরূপ জল পান দেখিয়া সমস্ত লোক আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হইলেন। তাহারা ভাবিতেছেন, "তুমি ভগবান সবারই ঈশ্বর। দৈন্যতা সকল স্থানেই মধুর। তোমার দৈন্যতা কি মধুর।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে, শ্রীরূপ কান্দিয়া বলে,
আমি যোগ্য নহি পদ লাভে।
মুই দীন হীন ছার, শত কোটি স্পৃহা যার,
সে কেমনে শ্রীচরণ পাবে॥
শুনরে দুর্ম্মার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন,
যাহাতে নাহিক অধিকার।
শ্রীরূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই,
লাভালাভের ছাড় হে বিচার।

শ্রীবলরাম দাস।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যথা ঃ—

মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘু সিংহ বৌদ্ধ কল্কী শ্রীনন্দনন্দন॥
এই মত যতেক অবতার সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল॥

এইরূপ নিমাই শুদ্ধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতার হয়েন তাহা নহে। কখন মহাদেব, কখন ব্রহ্মা, এবং কখন বা দুর্গা প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিরূপা হইয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণলীলার যে সমুদায় গণ আছেন, তাঁহাদের রূপও গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা অক্রূর। অর্থাৎ দেহে কখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কখন শ্রীমতী রাধা, কখন বা অক্রূর হইতেন!

এই নিমাই যখন শ্রীকৃষ্ণ কি অক্রুর হইতেন, তখন কি তাঁহার অবয়ব ঠিক শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, কি ঠিক অক্রুরের ন্যায় হইত? এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছি। যখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রকাশ হইতেন, তখন নিমাই বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া। তাঁহার অঙ্গ দিয়া সোণার প্রচণ্ড তেজ বাহির হইতেছে। সেই আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়াছে। নিকটে যে ভক্তগণ আছেন তাঁহাদের কাহার কাহার অঙ্গ দিয়াও অধিক, কি অল্প আলো বাহির হইতেছে। এমন কি, গৃহের জড় দ্রব্য হইতেও আলো বাহির হইতে দেখা যাইতেছে।

বিষ্ণুখট্টায় তেজাবৃত যে নিমাই বসিয়া, তাঁহাকে কেহ নিমাই রূপে দেখিতেছেন। কেহ বা নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইতেছেন না। তবে তাঁহারা দেখিতেছেন যে নিমাইয়ের স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়াই নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন বিষ্ণুখট্টায় তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। আর নিমাই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দিলেন।

যখন মহাপ্রকাশ হইয়াছে, মুরারিগুপ্ত প্রভুর সম্মুখে পড়িয়া আছেন, তখন প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি উঠ, আমাকে দর্শন কর। তুমি হনুমান, আমি তোমার রামচন্দ্র।" মুরারি মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলে বসিয়া, নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুরারি যে বস্তুকে রাম সীতা প্রভৃতি রূপে দেখিতেছেন, তাঁহাকে শ্রীবাস তেজাবৃত নিমাই দেখিতেছেন। এক দিবস নিমাই দেব ঘরে প্রবেশ করিয়া নিতাইকে বলিতেছেন, "আমার রূপ দেখ।" নিতাই কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, নিমাই তাঁহাদিগকে অন্য স্থানে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা গমন করিলে তবে নিতাই রূপ দেখিয়া আনন্দে ও ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাইয়ের মহাদেব ভাব হইল, তখন তাঁহার প্রকৃতি সমুদায় মহাদেবের ন্যায় হইয়া গেল। মুখবাদ্য করিতে লাগিলেন। আপনাকে মহাদেব বলিয়া পরিচয় দিলেন। মহাদেবের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। তবে

আকৃতি যেরূপ সেইরূপই থাকিল, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল, কি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। অর্থাৎ, কেহ দেখিতেছেন দেহ প্রায় নিমাইয়ের বটে, কিন্তু প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিযাছে, ঠিক মহাদেবের মত। "প্রায় নিমাইযেব মত," এই নিমিত্ত বলি। যেহেতু এরূপে আবেশিত হইলে নিমাইয়ের অঙ্গেব বর্ণ অনেক সময পবিবর্ত্তিত হইত। যথা, শ্রীভগবান আবেশে নিমাইযেব বর্ণ কখন কৃষ্ণ হইত, বলবাম আবেশে কি মহাদেব আবেশে বর্ণ কখন শুক্ল হইত। এ পবিবর্ত্তন সকলেই দেখিতে পাইতেন। আবাব কখন কেহ নিমাইকে ঠিক জটা বিশিষ্ট মহাদেবের রূপেই দেখিতেন।

এখন পুর্ব্বকার কথা স্মরণ করুন। যজ্ঞোপবীতের পবে নিমাই বসিয়া তাঁহার মাতাকে ডাকিলেন। মাতা আসিয়া দেখেন যে নিমাইয়ের সমস্ত অঙ্গ তেজময। তখন নানাভাবে ও ভযে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি এই দেহ ছাড়িযা চলিলাম, আবাব আসিব। যিনি রহিলেন তিনি তোমাব পুত্র। তুমি ইঁহাকে যত্ন করিয়া পালন করিবা।" ইহাই বলিয়া নিমাই মুর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায ঢলিয়া পড়িলেন। সন্তর্পনে নিমাই চেতন পাইলেন। তখন তাঁহাব অঙ্গের সমুদায় তেজ লুকাইল, আর তিনি পুর্ব্বকাব যে রূপ সেই রূপ ধবিয়া নিমাই হইলেন।

সেই সময় জগন্নাথ বাড়ী ছিলেন না, আসিযা সমুদায় শুনিয়া নিমাইকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই অবাক হইযা বলিলেন, "সে কি বাবা? আমি কি বলিয়াছিলাম?" জগন্নাথ বলিলেন, "তুমি না বলিয়াছিলে "আমি দেহ ছাড়িযা চলিলাম, তোমার পুত্র রহিল, ইহাকে পালন করিও?" ইহাতে নিমাই বলিতেছেন, "কৈ বাবা, আমি ত কিছু জানি না?"

এই লীলা মুরারিগুপ্ত তাঁহাব গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া ইহার বিচার এইরূপ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় চক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জীবে সেরূপ দেখিলেও সহ্য করিতে পাবেন না। জীবের নয়নে প্রকাশ হইবার নিমিত্ত জড় দেহের প্রয়োজন। সেই কাবণে পূর্ব্বে শ্রীভগবান শচীর গর্ভে ও জগন্নাথের ঔরসে আপনার দেহ সৃষ্টি করিলেন। সেই দেহটি শ্রীভগবানের,

সুতরাং উঁহাতে সর্ব্ব জীবে স্থান পাইতে পারেন, কাযেই সে দেহে অক্রুর কেন, কাহারই প্রকাশ হইতে কোন আশ্চর্য্য নাই।

শ্রীভগবানের দেহে অক্রুর প্রকাশ হইতে পারেন, কিন্তু অক্রুরের দেহে শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রকাশ হইতে পারেন না। অতএব নিমাইয়ের দেহে ও অন্যান্য দেহে এই প্রভেদ। শ্রীনিমাইয়ের দেহে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অবধি জীবমাত্রে প্রকাশ হইতে পারিতেন। কিন্তু অন্য দেহে যাহার দেহ তিনি, কি তাহা অপেক্ষা যিনি ছোট তিনি ব্যতীত, আর কেহ প্রকাশ হইতে পারেন না।

যে দিবস প্রভু বলরাম আবেশ হইলেন, সে দিবস এ সমুদায় তত্ত্ব অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইল। এই অদ্ভুত বলরাম প্রকাশ মুরারিগুপ্তের বাড়ীতে হয়। তিনি স্বয়ং দেখিয়া ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবান রূপে নিমাইয়ের মহাপ্রকাশ যেরূপ, ইহাও প্রায় সেইরূপ অদ্ভুত।

এক দিবস প্রত্যূষেই প্রভু আবেশিত চিত্ত হইয়া, "মধু দাও, মধু দাও" এই কথা বলিতে লাগিলেন। পরে স্ব ইচ্ছায় রাজপথে চলিলেন, অবশ্য ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু মুরারিগুপ্তের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। তখন তাঁহার কি প্রকার রূপ তাহা মুরারিগুপ্ত বর্ণনা করিতেছেন। যথা, কেশ এলোথেলো, অঙ্গে দুঃসহ তেজঃ, গমন মদমত্ত হস্তির ন্যায়, লোচন ঘূর্ণিত, গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ। ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, আবার চেতন পাইতেছেন। এবং মুহুর্মুহু "মধু দাও মধু দাও" ধ্বনি করিতেছেন। ইহাতে ভক্তগণ, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনার এ কিরূপ আবেশ? আপনাতে সমুদায় আবেশ সম্ভাবনা, কিন্তু অদ্যকার এ আবেশ কি, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

কিন্তু নিমাই, "মধু দাও, মধু দাও," মেঘ গম্ভীর স্বরে এই কথা মাত্র বারম্বার বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ঘট-পূর্ণ গঙ্গাজল দিলেন। নিমাই তাহাই পান করিলেন, করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চৈতন্য চরিতে বলিতেছেন :—

মদঘূর্ণিত লোলাক্ষঃ ক্ষণদানাথসুন্দরঃ।
শুক্লৈর্মহোভির্গেহস্য শৈত্যং কুর্ব্বন্ননর্ত্তসঃ॥

তখন নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ শ্বেত হইয়াছে, আর তেজ ও শুক্লবর্ণের হইয়াছে। কারণ বলরামের বর্ণ শুক্ল। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, আবার চেতন পাইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন তাঁহার মেশো আচার্য্যরত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নাথ! হে প্রভো! এ তোমার কি ভাব? আমাদিগকে বল।"

নিমাই তখন আবেশিত চিত্তে নৃত্য করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের কৃষ্ণ নই, অতএব তোমরা আমাকে অনায়াসে মধু দিতে পার," ইহাই বলিয়া, তিনি কে, অর্থাৎ তিনি যে বলরাম ও সেই হেতু অসীম বলশালী, তাহাব পবিচয় দিবার নিমিত্ত, সেখানে উপস্থিত এক জন অতি বলবান ব্রাহ্মণকে অঙ্গুলি দ্বারা, একটু হাস্য করিয়া, স্পর্শ করিলেন, এবং সে ব্রাহ্মণ, যদিও অতি বলবান, তবুও অতি দূরে যাইয়া পড়িল!

ভক্তগণ তবু জিজ্ঞাসা কবিতে থাকিলে, নিমাই বলিতেছেন, "আমি নীলাম্বরপরিধান, রৌপ্যবর্ণের পর্ব্বত সদৃশ, বৃহৎকায় বিশিষ্ট যে বলরাম, তাঁহাকে দর্শন কবিলাম, তিনি আমার অঙ্গে প্রবেশ করিলেন :—

হলায়ুধ মোব অঙ্গে প্রবেশ কবিল। (চৈতন্যমঙ্গলে)

এইরূপে মুবারিগুপ্তের বাড়ী অন্য দিনে নিমাইয়েব যে বরাহ আবেশ হয়, সে দিবসও নিমাই দেবঘবে যাইযা বলিয়াছিলেন, "এ যে দেখি প্রকাণ্ড শূকব! ইনি আমাব দিকে আসিতেছেন। ইনি যে আমার মর্ম্মে ব্যাথা দিতেছেন।" ইহাই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া বরাহের ন্যায হইলেন।

নিমাই এইরূপে আপনাকে বলরাম বলিয়া প্রকারান্তরে পরিচয় দিলে, ভক্তগণ তখন বলবামকে স্তব করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। নিমাই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে. প্রেমেব তরঙ্গ ক্রমেই বাড়ীতে চলিল। শেষে উর্দ্ধণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমেই নৃত্যের তেজ বাড়িতেছে, আর ক্রমে ভক্তগণের ভয় হইতেছে। উর্দ্ধণ্ড নৃত্যে যেন নদীয়া টলমল করিতে লাগিল, আর হুঙ্কারে কর্ণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যথা ভাগবতে —

হেন সে হুঙ্কার করেন হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন॥
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথী হয় খণ্ড॥
টল মল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে॥

শুদ্ধ তাহা নহে, এই নৃত্যের অবসান হইতেছে না। একে অতি উর্দ্দণ্ড নৃত্য, তাহাতে বিরাম নাই, কাযেই ভক্তগণ ভীত হইতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিমাই যখন চেতন পাইতেছেন তখন মনের বেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। যখন বাহ্য হইতেছে, তখন দু একটি চেতন মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতেছেন, যথা শ্রীভাগবতে :—

"কদাচিৎ কথন প্রভুর বাহ্য হয়।
"প্রাণ যায় মোর" সবে এই কথা কয়।"

আবার আব এক অদ্ভুত কথা বলিতেছেন, যথা ভাগবতেঃ—

প্রভু বলে বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম॥

এ আবার কি? নিমাই স্বয়ং শ্রীভগবান। তবে তিনি আবার কৃষ্ণকে বাপ, আর বলরামকে জেঠা কেন বলেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীভগবান জীব রূপ ধরিতে পারেন, কিন্তু জীব শ্রীভগবান হইতে পারেন না। আমরা শ্রীনিমাইয়ের লীলায় দেখিতেছি যে, এই নিমাই বিষ্ণুখট্টায়, শ্রীবিগ্রহ দূরে ফেলিয়া বসিতেছেন; গঙ্গাজল তুলসী ও চন্দন, এবং গোবিন্দায় নমো এই শ্লোকে, তাঁহার পদ পূজা করিতে দিতেছেন; কুলবালাগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক; বৃদ্ধ মাতার মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতে তোমার আমাতে প্রেম হউক। আবার দেখিতেছি বলরাম ভাই কানাই বলিয়া ডাকিতেছেন। আর গোপী হইয়া কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরকে হারাইয়াছেন বলিয়া রোদন করিতেছেন। আবার ইহাও দেখিতেছি,

এই নিমাই আবার দন্তে তৃণ ধরিয়া গলায় বসন দিয়া, ভক্তগণের প্রত্যেক জনের নিকট, কৃষ্ণ চরণে ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, আর "বাপ কৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার কর" বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এখন পরিগ্রহ করুন। যখন নিমাই বিষ্ণুখট্টায়, তখন তিনি নির্ব্বোধ জীবগণের নিকট আপনার পরিচয় দিতেছেন। যখন গোপী কি বলরাম হইতেছেন, তখন ভক্তগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস কি পদার্থ তাহা আপনি আস্বাদ করিবার ছল করিয়া, ভক্তগণকে আস্বাদ করাইতেছেন। আর যখন "হে কৃষ্ণ! হে কৃপাময়! আমি ভবকূপে পড়িয়া; হে পিতা! তুমি সন্তান বৎসল, তোমার দুঃখী সন্তানকে উপেক্ষা করিও না," বলিযা ব্যাকুল হইতেছেন, তখন জীবগণকে কিরূপে সাধন ভজন করিতে হয় তাহা "আপনি ভজিয়া" শিক্ষা দিতেছেন। এই নবদ্বীপ লীলায় শ্রীভগবানের অন্যান্য প্রয়োজন সিদ্ধির সহিত এই দুইটি ছিল. যথা প্রথম জীবের নিকট আপনার পরিচয় দেওয়া; আর দ্বিতীয়, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহার উপায় দেখাইয়া দেওয়া।

নিমাই এইরূপে বলরাম আবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর পৃথিবী টল মল করিতেছে। হুঙ্কার করিতেছেন, কর্ণ ফাটিয়া যাইতেছে। নৃত্য করিতে করিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, এরূপ বলের সহিত পড়িতেছেন যে, তাঁহার সমুদায় অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। তিনি মৃত্তিকায় না পড়িয়া যান তাহার নিমিত্ত নিতাই প্রভৃতি, পাছে বাহু পসারিয়া থাকিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেছেন। কখন বা সফল হইতেছেন, কখন হইতেছেন না। নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলে সকলে, "প্রভুর প্রাণ বাহির হইল," বলিয়া হাহাকার করিয়া ধরিতেছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার মুখে জল দিতেছেন আর বায়ু ব্যজন করিতেছেন। কেহ কোথায় বেদনা লাগিয়াছে কি না তাহার নিমিত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিতেছেন। এই সব করিতেছেন আর অঝোর নয়নে রোদন করিতেছেন, কেহ বা ক্লেশে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

কত ক্ষণ পরে নিমাই চেতন পাইলেন। তখন উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বলিতেছেন, "আমার প্রাণ গেল, আমি আর সহিতে পারি না।" ভক্তেরা বলিতেছেন, "প্রভু ক্ষমা দিউন।" কেহ বলরামকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রভু! এখন প্রত্যাগমন করুন।" ভক্তেরা ইহা বলিতে বলিতে নিমাই আবার অচেতন হইতেছেন। তখন নিতাইয়ের গলা ধরিয়া নিমাই বলিতেছেন, "আমার ভাই কানাই কোথা?" ইহাই বলিয়া এমন করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন, যে সে করুণ স্বরে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হয়। এরূপ করিয়া যদি নিমাই ক্ষান্ত দেন তবে সে এক প্রকার মন্দ নয়। কিন্তু ভাই কানাই কোথায় বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, "এই যে আমার কানাই" বলিয়া আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর ভক্তগণের অমনি প্রাণ উড়িয়া গেল। কারণ নিমাই বলরামের নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, ক্রমে ভক্তগণও সেই তরঙ্গে পড়িয়া নাচিতে লাগিলেন।

ভক্তগণের ক্রমে ভয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইলেন, আর নৃত্য করিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের নৃত্য কিন্তু এইরূপে চলিল, সমস্ত দিবা এই নৃত্য ভঙ্গ হইল না। রাত্রি হইল তবু নৃত্য ভঙ্গ হইল না। এইরূপে :—

আনন্দে ভরল নাহি দিগ্ বিদিগে।
দুই দিন গেল প্রভুর আনন্দ না ভাঙ্গে॥

তখন ভক্তগণ দিশিহারা হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। দুই দিবস অনবরত উর্দ্ধণ্ড নৃত্য করিয়া তাহার পরে নিমাই নিপট্ট বাহ্য পাইলেন।

এই যখন মহা নৃত্য হয় তখন অনেকে অনেক প্রকার অলৌকিক দর্শন করিলেন। শ্রীরামআচার্য্য দেখিলেন যে সমুদায় আকাশমণ্ডল নানাবেশধারী দীপ্তকায় দেবগণ দ্বারা পরিপূরিত, যথা চৈতন্যচরিতে :—

শ্রীরামনামা বিপ্রাগ্র্যো দদর্শাকাশমণ্ডলাৎ।
সমাগতান্ মহাকান্তীন্ মহাদীপ্তান্ মহাজনান্॥
দিব্য গন্ধানুলিপ্তাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দিব্যস্রগ্বসনান্ দিব্যান্ দিব্যরূপগুণাশ্রয়ান্॥

এককর্ণধৃতাম্ভোজ কর্ণপূর মনোহরান্।
উষ্ণীষপট্টসংশ্লিষ্ট মস্তকান্ হৃষ্টমানসান্॥

"ঐ সময়ে শ্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্রগণ্য আকাশমণ্ডলে সমাগত মহাকান্তি এবং মহাদীপ্তিশালী বহুসংখ্যক মহাপুরুষ আলোকন করিলেন, সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যাভরণে ভূষিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাঁহারাও দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় পুরুষ ও সুদিব্য রূপগুণযুক্ত তথা এক কর্ণে পরিহিতা কর্ণপুর (কর্ণভূষণ) দ্বারা তাঁহাদের অবয়ব অত্যন্ত মনোজ্ঞ, পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষে মস্তক সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদের মন অতিশয় হর্ষযুক্ত।"

আবার বনমালীআচার্য্য আকাশমণ্ডলে পর্ব্বতাকার সুবর্ণ নির্ম্মিত লাঙ্গল দর্শন করিলেন। তবে ভক্তমাত্রে একটি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন। নিমাই নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় সকলে বারুণীর গন্ধ পাইলেন। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ভ্রমরা মেঘের ন্যায় আসিয়া একেবারে আকাশ আচ্ছন্ন করিল। (চৈতন্যচরিতে)

তং তং গন্ধং সমাঘ্রায় মদোৎকটমতিস্ফুটং।
আকস্মিকৈরিব ঘনৈর্ভ্রমরৈঃ পিদধে নভঃ॥

এই বলরাম আবেশ প্রভু বহু কার্য্য সাধন করিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীবলরাম, যিনি সখ্য রসের আধার তাঁহার কানাইর প্রতি প্রেম কিরূপ তাহা ভক্তগণকে আপনি আস্বাদ করিয়া, আস্বাদ করাইলেন। কিশোরীর প্রেম যেরূপ দুর্লভ বস্তু, বলরামের প্রেমও সেইরূপ।

অপিচ, যাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার বিশ্বাস করিতে পারেন তাঁহাদের ন্যায় সুখী জীব ত্রিজগতে নাই। কারণ অবতার বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আর একটি বিশ্বাস আসে। সেটি এই যে, শ্রীভগবান নিজজন, তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এত ব্যস্ত যে স্বয়ং আসিয়া তাহাদিগকে অভয় দিয়া তাহাদের নিশ্চিন্ত করেন, ও স্বয়ং তাহাদের সহিত সঙ্গ করিয়া তাহাদের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই বলরাম আবেশে তাহাদের সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

পশুর সমান করিতে অজ্ঞান,
যেত অনায়াসে কাল।
পরিণাম জ্ঞান, দিলে ভগবান,
ভাবিতে পরাণ গেল॥
কি লাগি সৃজিলে, গোপন রাখিলে,
ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
বলায়ের প্রাণ, করে আনচান,
দেহ পদ গৌর হরি॥

নগর কীর্ত্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কপাট দিলেন। নগর কীর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপের ভক্তিদান প্রভৃতি কার্য্য একপ্রকার তাঁহার হইয়া গেল। বাহিরের লোকের সহিত সঙ্গ করিবার শক্তিও তাঁহার এক প্রকার রহিল না। কারণ তাঁহার নয়নে দিবানিশি কেবল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অভ্যাস বশতঃ দেহের কার্য্য, যথা স্নানাহার ইত্যাদি সমাধা করেন। ভক্তগণ সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন, কখন বা সঙ্গে করিয়া নগর ভ্রমণেও লইয়া যান, কিন্তু, (যথা চৈতন্যভাগবতে,)

কি নগরে কি চত্বরে কি জলে কি বনে।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥

আর সে হাস্য কৌতুক রহিল না, আর সে কৃষ্ণ কথা রহিল না, এমন কি, সংকীর্ত্তন পর্য্যন্ত করিবার শক্তি রহিল না। নিমাই ভাবে বিভোর, কে কীর্ত্তন করে? কাযেই ভক্তগণ শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে

প্রধান করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রভুর বাড়ীতে প্রভুর সঙ্গে থাকেন। নিমাইকে যখন যেখানে সকলে লইয়া যান, তাঁহাকে একেবারে ঘিরিয়া থাকেন। কেন? যথা চৈতন্যভাগবতে ঃ—

কেহ মাত্র কোন রূপে বলে যদি হরি।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥

এইরূপে দুষ্ট কি অবিবেচক লোকে ভক্তগণকে দুঃখ দিত। নিমাই স্নান করিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় কেহ রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। আর নিমাই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় আর্দ্র বস্ত্রে মুর্চ্ছিত হইয়া পথে পড়িয়া গেলেন। ঘোর মূর্চ্ছা ও লোকের সংঘট দেখিয়া ভক্তগণ নিমাইকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। বাড়ীতে যাইয়া আবার স্নান করাইলেন, এবং বহুক্ষণ পরে নিমাই হরি হরি বলিয়া চেতন পাইলেন।

স্নান করিয়া নিমাই বিষ্ণুপূজা করিতে চলিলেন। পূজা করিতে বসিয়া নয়ন জলে বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল। তখন ভাবিলেন বস্ত্র খানি অশুদ্ধ হইয়াছে, ভাবিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। আবার পূজায় বসিলেন, আবার নয়ন জলে বস্ত্র আর্দ্র হইল। এইরূপে চারিবার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, শেষে বুঝিলেন যে তাঁহা দ্বারা পূজা আর হইবে না। তখন গদাধরকে অতি বিষণ্ণ চিত্তে বলিতেছেন, "গদাধর! আমার ভাগ্যে নাই, তুমি পূজা কর।"

আপনার রসে বিভোর, গোটে বাহজ্ঞান নাই, তাতে নিমাই সংসারের কথা কি বলিবেন? শচী নিমাইয়ের এই নূতন অবস্থা দেখিয়া একেবারে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। শচীর দুঃখ দেখিয়া নিমাই মাঝে মাঝে একটু অতি চেষ্টা করিয়া সচেতন হয়েন, এমন কি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিতও কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। শ্রীনিমাইয়ের দিবানিশি প্রভেদ জ্ঞান লোপ হইয়া গেল।

জ্বর সচারাচার অষ্ট দিনের পর ছাড়িয়া যায়। যাহার জ্বর ছাড়িতে দুই পক্ষ লাগে তাহার অষ্ট দিবসে জ্বর না ছাড়িয়া আরো বৃদ্ধি হয়।

যাহার জ্বর তিন সপ্তাহ থাকিবে, তাহার জ্বর দুই সপ্তাহ অতীত দিবসে না ছাড়িয়া আরো বাড়িয়া উঠে। গয়া হইতে শুভাগমন করিয়া নিমাই প্রেম-তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন, ক্রমে সেই তরঙ্গ স্থির হইয়া যাইবার কথা। সামান্য জীবের এইরূপে নবানুরাগ আরম্ভ হইয়া পরে যাহার যেরূপ আধার, সেইরূপ প্রাপ্তিতে শান্ত হয়, নিমাইয়েরও সেইরূপ হইতেছিল। তিনি পূর্ব্বকার ভক্তি-ধন এই নয়মাস উপভোগ করিয়া শান্ত হইতেছিলেন, হইতে হইতে, আর একটি বিষম তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আবার ডুবাইয়া ফেলিল। সে তরঙ্গ আসিবার পূর্ব্বলক্ষণ যে সমস্ত উপস্থিত হইল তাহা উপরে অল্প কিছু বলিলাম। এ তরঙ্গটি কিরূপ তাহা পরে ক্রমে বলিতেছি।

শ্রীনিমাই বাড়ীতে আপনার ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেবা করিতেছেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে অদ্বৈত এবং অন্যান্যে কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে, তিনি পারুন না পারুন, নিশিতে কীর্ত্তন বন্ধ হইত না। এক দিন কীর্ত্তনে অদ্বৈত অত্যন্ত অস্থির হইলেন, অতিশয় দুঃখ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ইহাতে আরো উন্মাদ হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে অদ্বৈত শান্ত না হইয়া, তাঁহার আর্ত্তি ক্রমেই বাড়িতে চলিল। নিশি প্রভাত হইল, ক্রমে দুই প্রহর বেলা হইল। ভক্তগণ শ্রান্ত হইলেন ও নানারূপে অদ্বৈতকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

অদ্বৈত কহিলেন, "তোমরা স্নানে গমন কর, আমি বিশ্রাম করিয়া পরে যাইব।" ভক্তগণ স্নানে গমন করিলেন, অদ্বৈত ঘরের দাওয়ায় একলা বসিয়া আবার, তাঁহার মনের যে দুঃখরূপ অগ্নি, তাহাতে বায়ুবীজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের কি দুঃখ এখন তাহা বলিতেছি। হয় ত কোন ভক্ত, অদ্বৈত যিনি স্বয়ং মহাদেব, তাঁহার দুঃখ শুনিয়া একটু হাস্য করিতেও পারেন। কোন কোন ভক্ত প্রভু অদ্বৈতকে মনে মনে একটু নিন্দা করিতেও পারেন। কিন্তু হে শ্রোতা মহোদয়গণ! আপনারা কৃপা

করিয়া অতি শীঘ্র কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না। অদ্বৈতের মনে এখন কি দুঃখ, বলিতেছি। তাঁহার মনে সেই পুরাতন, সেই চির দিনের দুঃখ, হুতাসনের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতেছেন এই যে জগন্নাথের পুত্র নিমাইচাঁদ, যাঁহাকে তিনি ভজনা করিতেছেন, ইনি কি সত্যই তিনি, তাঁহার ভজনীয় বস্তু, শ্রীনন্দ নন্দন? অদ্বৈত মনে মনে নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "প্রভো! আমি জীবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ। তোমার ভক্তমাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রেম-সরোবরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। কেবল আমিই কি হতভাগ্য! কেবল আমিই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! এত দেখিলাম, এতবার বিশ্বাস করিলাম, কই তবু ত আমার মন হইতে সন্দেহ-বীজ গেল না? তাই বুঝিলাম, আমি অতি নরাধম, আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী। হইবারই কথা। আমাকে না তুমি প্রণাম কর, ভক্তি কর, স্তুতি কর? আমাকে তোমার আপন ভাবিলে কি এরূপ করিতে? নিত্যানন্দ তোমার নিজজন, তোমার দাদা, আমি তোমার দাস হইতেও পারিলাম না? কাহাকে দোষ দিব? আমি আমার আপনার অভিমানে এ জন্ম নষ্ট করিলাম।" ইহাই ভাবিতে ভাবিতে, সন্দেহজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া, পিঁড়া হইতে, "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, আর সেই ধূলায়, বাণে বিদ্ধ-জীবের ন্যায়, ঘোর আর্ত্তনাদে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

এ দিকে শ্রীনিমাই তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া অঝোর নয়নে, কি মনের ভাবে তিনিই জানেন, ঝুরিতেছেন। নিত্যানন্দ স্নান করিতে গিয়াছেন, সুতরাং তখন তিনি সঙ্গে নাই। যখন শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া শ্রীবাসের ঘরের পিঁড়া হইতে আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, তখন সেই কাতরধ্বনি কেহ শুনিল না। কিন্তু শ্রীনিমাই শুনিলেন, শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তখন বৎসহারা গাভীর ন্যায় এদিকে ওদিকে চাহিলেন। তাঁহার অচেতন ভাব তদ্দণ্ডে সমুদায় অন্তর্হিত হইল, আর দ্রুতগতিতে শ্রীবাসের বাড়ী পানে ছুটিলেন। সঙ্গে যে যে ভক্তগণ সেখানে ছিলেন, তাঁহারাও চলিলেন। কিন্তু নিমাই তাঁহাদিগকে কিছু বলিলেনও

না, তাঁহাদিগকে লক্ষও করিলেন না। বরাবর শ্রীবাসের বাড়ী যাইয়া আঙ্গিনায় শ্রীঅদ্বৈত যে "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিয়া কাতরে গড়াগড়ি দিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। বসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত কর কমল স্পর্শে শীতল হইলেন ও নয়ন মেলিলেন। তখন দুই জনের চারিচক্ষে মিলন হইল। দুই জনের চক্ষে পৃথক পৃথক ভাব। অদ্বৈতের চক্ষে পরিচয় দিল যে তিনি অকুল পাথারে ভাসিতেছেন। শ্রীনিমাইয়ের চক্ষু দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে নিমাই বলিতেছেন, "ভয় কি? এই যে আমি।" শ্রীনিমাইয়ের তখন ভগবান ভাব।

একটু পরে শ্রীনিমাই অদ্বৈত প্রভুকে ঠাকুর ঘরে লইয়া বলিলেন, "এই ত আমি সম্মুখে। তুমি আব চাও কি?" অদ্বৈত এ কথায় যে একমাত্র উত্তর সম্ভব তাহাই দিলেন। অর্থাৎ, "প্রভু, তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই।" কিন্তু ইহা বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন তাহা তাঁহার পরের কথায় প্রকাশ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, "তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই। কিন্তু তুমি কে? তুমি কি সেই তুমি, যিনি আমার একমাত্র গতি, সেই শ্রীনন্দনন্দন? তুমি সেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সেরূপ সিদ্ধান্তও শতবার করিয়াছি, কিন্তু তবু কালে উহা নষ্ট হইয়া আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আবার তোমাকে দর্শন করিয়া সে সন্দেহ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও এরূপ সন্দেহ হইয়া, তোমাকে দেখিয়া উহা ঘুচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় হইয়াছিল। এবার যে সে সন্দেহের মূলউৎপাটিত হইল, তাহার ঠিক কি? হয় ত, তুমি যে দূরে যাইবে, আমার আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইবে। অতএব আর লজ্জা, ভয়, কি অনুরোধে আপনার কার্য্য ছাড়িব না। এবার একেবারে জন্মের মত সন্দেহটি উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। তোমাকে আমি এরূপ পরীক্ষা করিব যে তুমি আমার প্রভু না হইলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবা না।"

যখন অদ্বৈত ইহা ভাবিতেছেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চাহিবার কিছু নাই, আপনি স্বীকার করিতেছ, তবে ওরূপ কাতর কেন হইতেছ? তোমার কি দুঃখ বল।"

অদ্বৈত। আমার চাহিবার কিছু আছে, তুমি আমাকে কিছু বৈভব দেখাও।

শ্রীগৌরাঙ্গ। কি বৈভব দেখিবে?

অদ্বৈত তখন বলিলেন, "তুমি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ মুর্ত্তি দেখাইয়াছিলে, তাহা আমাকে দেখাও।"

অদ্বৈতের মনের ভাব এই যে স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অর্থাৎ সেই শ্রীনন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কোন দেবতাই শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ মুর্ত্তি দেখাইতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বিশ্বরূপ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি যে "সেই" তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্বৈত যে মাত্র বলিলেন বিশ্বরূপ দেখিব, অমনি তাঁহার সম্মুখ হইতে জড় জগৎ অন্তর্হিত হইল। আর সম্মুখে একটি তেজোময় দেহ দেখিতে লাগিলেন। সে দেহের সমুদায় অনন্ত। যখন তাঁহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করেন, দেখেন তাঁহার চক্ষু অসংখ্য। এইরূপ দেখেন তাঁহার অগণনীয় মস্তক, বাহু, ও পদ। আবার দেহের যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহার সীমা পাইলেন না। দেখিয়া অদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ "দেখ দেখ" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, এবং অদ্বৈত চেতন পাইতেছেন।

নিত্যানন্দ, প্রভুকে বাড়ীতে না পাইয়া, তল্লাস করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীবাসের ঠাকুর ঘরে পাইলেন। ঘরে কবাট, বাহির হইতে প্রভুর হুঙ্কার শুনিয়া, তিনিও বাহির হইতে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা ক্রমে অদ্বৈত কবাট খুলিয়া দিলেন, ও নিত্যানন্দ ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, ভয়ে নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সম্বরণ করিলেন, অমনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বিশ্বরূপ দেখিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত বলিতেছেন, "মাতাল! তোকে এখানে ডাকিল কে?" নিতাই বলিলেন, "আমাকে ডাকিবে কে? আমি ঠাকুরের দাদা, আমি আসিয়াছি, তুমি এখানে কেন?" অদ্বৈত তখন কাল্পনিক ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, "পশ্চিম দেশে যার তার ভাত খাইয়া, এখন বড় শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া, আমাদের জাতি মারিতে আসিয়া, আবার ঠাকুরের দাদা হইয়াছেন।"

নিত্যানন্দ। আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার অন্নে দোষ কি? তুমি কাচ্চা বাচ্ছা নিয়া ঘোর সংসারী। আমি সন্ন্যাসী, আমাকে শাসন কর, তোমার প্রাণে ভয় নাই?

অদ্বৈত। তুমি ত ভারি সন্ন্যাসী! দিনে তিনবার ভাত খাও। মাছ খাও, মাংস খাও, আবার সন্ন্যাসী। তাহার পরে আবার উভয় উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

অদ্বৈতের এইরূপ কথায় কথায় সন্দেহ কেন? কিন্তু পূর্ব্বে এ বিষয় কিছু বিচার করিয়াছি। ব্রহ্মা কি ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। সদাশিবও কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এবারও যে সেইরূপ তিনি মাঝে মাঝে শ্রীভগবানের সহিত বিরোধ ভাব দেখাইবেন তাহার বিচিত্র কি? শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি যে প্রেম, তাহার অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আদি, অনন্ত। তিনি যে মাঝে মাঝে অতি প্রীতিতে এরূপ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে অদ্বৈতের এই সন্দেহ ভাবের আরো নিগূঢ় কারণ আছে।

অদ্বৈতের এই যে সন্দেহ ভাব ইহা প্রায় জীব মাত্রেরই হইয়া থাকে। নিত্যানন্দের যে বিশ্বাস উহা সামান্য জীবে ঘটে না। শ্রীভগবানে বিশ্বাস সহজে হয় না। বিশ্বাস হয়, আবার যায়। গৌরচন্দ্র কোন সময়ে মহারাজা প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিলেন যে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলেন, বৈকুণ্ঠে ভক্ত মাত্রে চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ দেখাইলেন বলিয়া তিনি যে, ভগবান ইহা ঠিক প্রমাণ হইল না। তাহাই ভাবিয়া মনে অবিশ্বাসকে আবার স্থান দিয়াছিলেন।

এই গৌর অবতারে তিনি স্বয়ং কি তাঁহার সহচরগণ, সকলেই তাঁহাদের চরিত্র দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, প্রায় সমুদায় জীবের যে ভাব হয় তাহা গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ অবিশ্বাস। প্রথমত তিনি দেখাইলেন যে, সেই কালে যে লক্ষ লক্ষ লোকে শ্রীগৌর হরিকে শ্রীভগবান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন সে সহজে নহে। এখনকার সুসভ্য কৃতবিদ্য লোকে ভাবিতে পারেন যে, যাহারা গৌর হরিকে অবতার বলিয়া মানিয়াছিলেন তাঁহাদের বিচার শক্তি তত ছিল না। যাহারা এ কথা বলেন তাহারা অদ্বৈত বস্তুটী কি একবার পর্য্যালোচনা করুন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং মহাদেব বলিয়া জানিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই অবতারের পূর্ব্বে তিনিই বৈষ্ণবগণের রাজা। শ্রীহট্টে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন সেখানকার রাজা উদাসীন হইয়া "কৃষ্ণদাস" নাম লইয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া। যখন অবতারের কথা উঠিল তখন এমনও চর্চ্চা হইয়াছিল যে কে শ্রীকৃষ্ণ? শ্রীনিমাই না শ্রীঅদ্বৈত? অদ্বৈতের ন্যায় সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ তখন আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার শক্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মুনিঋষি বলিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, "অবতার এখনও হইয়া থাকে। এক জনকে লইয়া পাঁচ জনে কোন কারণে পাগল হয়, হইয়া তাহাকে ভগবান বলে। গৌর অবতারও সেইরূপ। তবে নয় গৌর অবতার কিছু বড়, আর এখনকার অবতার কিছু ছোট।" কিন্তু আপনারা এ কথা মনে রাখিবেন যে, অবতার ব্যাপার শ্রীগৌরাঙ্গের পুর্ব্বে ছিল না। যখন গৌর অবতার বলিয়া ধ্বনি উঠিল তখন লোকে একবারে নূতন কথা শুনিল। সুতরাং তখন অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করান অতি অসাধ্য কথা। এখন সেই দেখাদেখি অবতার হইতেছে, এখন অবতার হওয়া কাজেই সোজা হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে নদিয়ার তখন কি অবস্থা ছিল। দীধিতী গ্রন্থ ভাল করিয়া ব্যাখা করে এরূপ লোক এখন নাই। সেই সময় শ্রীঅদ্বৈত অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভক্ত, ও তাপস। তাঁহাকে ঈশ্বরের ন্যায় সকলে মান্য করিত। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বে সর্ব্বা! এখন তিনি কিরূপে, ক্রমে,

শ্রীগৌরহরিকে গ্রহণ করিলেন, তাহা তিনি জীবগণকে দেখাইলেন। তিনি যেরূপ পদে পদে অবতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তুমি যদিচ সুসভ্য, পণ্ডিত, সুবোধ, তুমি থাকিলেও ইহার অধিক আর কি করিতে? আহা মরি মরি, অদ্বৈত প্রভুর দুঃখ দেখ। অবিশ্বাসের বিন্দু হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, আর ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। অতএব শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরিত্র ধ্যান কর। তুমি বড় উপকার পাইবে। তুমি দেখিবে যে, তুমি সেই সময়ে থাকিলে অবতার পরীক্ষার নিমিত্ত যাহা যাহা করিতে, তিনি তাহা, তোমার উপকারের নিমিত্ত, সমুদায় করিয়া গিয়াছেন। যদি শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন তবে, হে অবিশ্বাসী জীব! তুমি তাঁহাদের ন্যায় গা ঢালিয়া দিতে না পারিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিতে নিরস্ত হইতে। আর মনকে ইহাই বলিয়া বুঝাইতে যে "আমি অবিশ্বাসী, আমা দ্বারা ওরূপ গা ঢালিয়া দেওয়া চলিবে না। কাযেই ও পথ অবলম্বন করা চলিবে না।"

কিন্তু তুমি জীব, তোমার দর্শন শক্তি অল্প সুতরাং তুমি সন্দিগ্ধ চিত্ত। অতএব সন্দিগ্ধ চিত্ত বলিয়া দুঃখ করিও না। তুমি অদ্বৈতের ব্যবহার অনুকরণ কর। জোর করিয়া বিশ্বাস করিও না। সত্য বস্তু বিশ্বাস করিতে জোর কেন করিতে হইবে? তোমরা অদ্বৈতের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি কর, বুঝিয়া সুঝিয়া ভজনীয় বস্তু বাছিয়া লও। ইহা করিতে পদে পদে সন্দেহ আসিবে, কারণ সন্দেহ জীবের সুদ্ধ স্বভাব তাহা নয়, শ্রীভগবানের প্রধান আশীর্ব্বাদ। সন্দেহ দ্বারা হৃদয়ের কর্ষণ হয় ও তাহার পরে বিশ্বাসরূপ বীজ বপন করিলে সতেজ বৃক্ষ হয়। যে পরিমাণে সন্দেহ দ্বারা হৃদয় কর্ষিত হয়, সেই পরিমাণে বিশ্বাস রূপ অঙ্কুর-মূল হৃদয়ে প্রবেশ করে।

তবে এক কাজ করিও। বিশ্বাস প্রার্থনীয়, অবিশ্বাস নয়। যদি মনে সন্দেহের উদয় হয় তবে তাহার নিমিত্ত "আমি বড় বুদ্ধিমান" ইহা বলিয়া গৌরব না করিয়া উহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইও, ও শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় "ত্রাহি ত্রাহি" করিও। তাহা হইলে শ্রীভগবান সেই সন্দেহের অপনয়ণ করিয়া স্বহস্তে বিশ্বাস রূপ বীজ, তোমার হৃদয়ে রোপণ করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

একলা বসিয়া বঁধুয়া, বাঁশীর স্বরে করে গান।
বঁধুয়ার বিনোদিয়া তান, তাহে অবলার প্রাণ,
আমার হরে নিল জ্ঞান;
শ্যাম আমার পাগল কল্লে, গেল কুল শীল মান।
ফুট্‌লো পীরিতির ফুল, মধু ভরে টলমল,
উঠ্‌ছে আনন্দের হিলোল,
রসে অঙ্গ পড়ে খসে, আহ্লাদে প্রাণ আট খান।

বলরাম দাস।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে আর একটি তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। এ নূতন তরঙ্গটি কি তাহা বলিতেছি। প্রথমে এ কথা মনে রাখুন, যে শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান রূপে প্রকট হইয়া, তিনি কি বস্তু তাহার পরিচয় দিতেন, আর ভক্তরূপে প্রকটিত হইয়া সেই ভগবানকে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, শিখাইতেন। এইরূপে ভক্তভাবে গয়ায় গদাধরের পাদ-পদ্ম দর্শন করিয়া, ও ঈশ্বর পুরীর নিকট মন্ত্র লইয়া ভক্তিরসে মগ্ন হইলেন। এবং ভক্তগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করিলেন। হরিমন্দির মার্জ্জন, নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদন প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা ভজন ও ভক্তি পরিবর্দ্ধন করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার পার্ষদগণ শ্রীভগবানকে পাইলেন। ইহা দ্বারা তিনি আপনি ভজিয়া ভক্তগণকে দেখাইলেন, যে, ভক্তি চর্চ্চা কিরূপে করিতে হয়, আর ভক্তি চর্চ্চা করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।

যখন পার্ষদগণ ভক্তিচর্চ্চা করিয়া করিয়া ভগবদ্দর্শনের উপযুক্ত হইলেন, তখন আপনি ভক্তভাব ছাড়িয়া ভগবানরূপে প্রকাশ হইলেন, হইয়া, শ্রীভগবানের স্বরূপ, আকৃতি, প্রকৃতি, সমুদায় তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। সুতরাং ভক্তি সাধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্তি সাধনা কার্য্য যাই সম্পন্ন হইল, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে নূতন তরঙ্গ আইল, সেই তরঙ্গের দ্বারায় "প্রেম" সাধন কার্য্য আরম্ভ হইল।

অতএব প্রেম ও ভক্তি বিভিন্ন বস্তু। পূর্ব্বে এই গ্রন্থে সাধুগণের পথ অবলম্বন করিয়া প্রেম ও ভক্তির বিভিন্নতা দেখাই নাই। ভক্তিকে প্রেম বলিয়াই উক্তি করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু শুক্লাম্বরকে প্রেমদান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে ভক্তিই দিয়াছিলেন। প্রেমের চর্চ্চা প্রকৃত প্রস্তাবে তখন আরম্ভ হয় নাই। পিতা ও পুত্র উভয়ের উভয়ের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব। পুত্রের পিতার উপর যে ভাব, সে ভক্তি] ও প্রেম মিশ্রিত। পিতার শিশু পুত্রের উপর যে ভাব, সে শুদ্ধ প্রেম, তাহাতে ভক্তির লেশ মাত্র নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তির কাহারও উপর প্রেমের লেশ মাত্র নাই, অথচ সম্পূর্ণ ভক্তি আছে। হরি মন্দির মার্জ্জনা শুদ্ধ ভক্তির কার্য্য। পূজা অর্চ্চনা প্রায়ই ভক্তির কার্য্য, ব্যক্তি বিশেষে উহা বিশুদ্ধ ভক্তির কার্য্য হইলেও পারে। এ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ যতরূপ সাধন করিলেন, ইহা সমুদায় হয় শুদ্ধ ভক্তির সাধন, কি প্রধানতঃ ভক্তির সাধন। যথা প্রার্থনা, অর্চ্চনা, বন্দনা, নাম কীর্ত্তন, প্রভৃতি। তখন শ্রীনিমাই ভক্ত ও ভগবান ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। এই শ্রীভগবান ভাবে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন, আবার তখনই সে ভাব ত্যাগ করিয়া "কৃষ্ণ, আমায় কৃপা কর" বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে :—

ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভ করি বৈসে।
"মুঞি সেই" "মুঞি সেই" বলি বলি হাঁসে॥
সেইক্ষণে "কৃষ্ণরে বাপরে" বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায় বান্ধে॥

* * * *

কখনো ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখনো রোদন করে, বলে মুঞি দাস॥

এইরূপে যখন তিনি কৃষ্ণদাস হইতেন, তখন নিমাইপণ্ডিত থাকিতেন। তখন নিমাইপণ্ডিত, উদ্ধবের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেন।

যখন নূতন তরঙ্গ আসিল ও প্রেমের চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-দাসত্ব গেল, নিমাইপণ্ডিতত্ব গেল। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি হইলেন, না, শ্রীরাধা। পূর্ব্বে নিমাই দুইরূপে প্রকাশ হইতেন, ভক্ত ও ভগবান, বা কৃষ্ণের দাস নিমাইপণ্ডিত, বা শ্রীভগবান নিমাই পণ্ডিত। সে সাধনে শ্রীভগবান ছিলেন রাজা কি প্রভু, কি দয়াময় ইত্যাদি। এখন নিমাইপণ্ডিত হইলেন রাধা ও কৃষ্ণ, নিমাই পণ্ডিতত্ব আর কিছু রহিল না। এখন নিমাই পণ্ডিত রাধা ভাবে প্রকাশ হইয়া, কৃষ্ণকে করুণাময় কি প্রভু বলা ছাড়িয়া, বলিতে লাগিলেন কি, না, "প্রাণেশ্বর"। পূর্ব্বে উদ্ধব ও কৃষ্ণরূপে, এখন রাধা কৃষ্ণ রূপে প্রকাশ হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন, ভক্তিসাধন কিরূপ ও ভক্তি সাধনে ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানকে পাওয়া যায়। এখন দেখাইতেছেন, প্রেম সাধন কিরূপ ও এই প্রেম সাধনে, যাঁহাকে লাভ হয়, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান নহেন, মাধুর্য্যময় বস্তু। ভক্তি সাধনে যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তিনি করুণাময়, ন্যায় পরায়ণ, বদান্যবর, ও ক্ষমাশীল। প্রেম সাধনে যে সাধ্য বস্তু, তিনি পরম মিষ্ট, সুন্দর, রসিক, কৌতুকপ্রিয়, প্রেমময়, মিষ্টভাষী বন্ধু। ভক্তি সাধন কর, বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে পাইবে; প্রেম সাধন কর, গোলকে শ্রীনন্দনন্দনকে পাইবে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ এক্ষণে হইলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ। কখনো রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণ হইয়া রাধাকে আলিঙ্গন করেন। কখনো "কৃষ্ণ প্রাণনাথ" বলিয়া রোদন করেন, কখনো "রাধা, প্রাণেশ্বরী" বলিয়া রোদন করেন। কখনো সুধোদ্গারিণী মুরলী বাজাইয়া "রাধা" বলিয়া ডাকেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া "এসেছো" বলিয়া সানন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, দেখেন, পুলিনে ফুলের বন ও তাহার নিকটে গাভী চরিতেছে। দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন; ভাবিলেন তিনি বৃন্দাবনে, যে গাভীগণ চরিতেছে সে গুলি শ্রীকৃষ্ণের, যে ফুলবন উহা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া স্থান, সম্মুখে যে সুরধুনী দেখিতেছেন, উহা কাযেই যমুনা বলিয়া বোধ হইল।

এই ভাবে যখন মগ্ন হইলেন, তখন ভাবিতেছেন যে তিনি আর কেহ নহেন কেবল রাধা। যমুনায় জল আনিতে আসিয়াছেন। এই ভাবে আড়্চোখে গাভীগণ ও ফুলের বন পানে চাহিতেছেন, যেন দেখিতেছেন সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কি না? তখন হৃদয় মন্দির রাধা ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কাযেই একটু সশঙ্কিত। সশঙ্কিত কেন? না, পাছে কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়েন, আর কৃষ্ণের হাতে পড়িলেই কুলশীল সমুদায় যাইবে। আবার কৃষ্ণ আসিয়া ধরেন ইহাও প্রাণে বড় সাধ। একবার আড়নয়নে নিকুঞ্জ বন পানে চাহিতেছেন, একবার জটিলা সেখানে আছে কি না এই ভয়ে এদিক ওদিক চাহিতেছেন।

এমন সময়ে দেখিলেন যে, যেন কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন বেশ ধরিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে বৃক্ষ হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া। নয়নে নয়ন মিলিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্ত্রীস্বভাবে নয়ন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। আর কৃষ্ণ যেন সেই সুযোগে নয়ন দ্বারা কি সঙ্কেত করিলেন। ইহাতে নিমাই ভয়ে ও আনন্দে জড়ীভূত হইলেন, হইয়া, ও বালা-স্বভাব বলিয়া, অতিশয় লজ্জা পাইয়া, গৃহাভিমুখে মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন। একবার গমন করেন ও নানা ছল করিয়া পশ্চাদ্দিকে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ক্রমে নবানুরাগিনী শ্রীমতীরাধা হইয়া ঘরের পিঁড়ায় আসিয়া বসিলেন।

এইরূপে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। আনন্দে অঙ্গে পুলকাদি অষ্ট-সাত্বিক ভাব মুহুর্মুহু উদয় হইতেছে, নয়নে ধারার বিরাম নাই, ধারার উপর ধারা পড়িতেছে। আবার গুরুজনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সমুদায় মনের ভাব গোপন করিবার নানা উপায় করিতেছেন, কিন্তু কোন ক্রমে পারিতেছেন না। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল লাগে না, কাযেই যদি কথা বলেন সে এক বলিতে আর। বাহিরের সহিত প্রায় সম্পর্ক নাই, দিবানিশির প্রভেদ জ্ঞান নাই। লোকের সঙ্গ একেবারে ভাল লাগে না, মন অতিশয় চঞ্চল। একবার বাহিরে একবার ঘরে করিতেছেন; যেন বাহিরে কি দেখিতে যাইতেছেন। ভক্তগণকে বারম্বার যেন কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণনাম শুনিলেই চমকিয়া

উঠিতেছেন। কখন একেবারে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। সুখের মধ্যে এই যে আনন্দে চন্দ্রবদন টলমল করিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গকে এখন তাঁহার ভক্তগণ "ভাব নিধি" বলিয়া থাকেন। ভাব-নিধির ভাব বর্ণনা এখানে আমরা অল্পমাত্র করিব। যদি এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড লিখিতে পারি তবে উহার বিস্তার করিব। তবে তাঁহার পার্ষদগণ নিকটে বসিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা পাঠক কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরলে থাকিতে ভাল বাসিতেছেন, শ্রীনিতাইকে দেখিলে লজ্জায় জড়সড় হইতেছেন। কারণ ভাবিতেছেন নিতাই কৃষ্ণের দাদা বলরাম! সঙ্গীর মধ্যে তখন কেবল গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, মুরারি, আর দুই একটি। শ্রীনরহরি বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া এ ব্যাপার কি তাহা মনে মনে বিচার করিতেছেন :—

"কি লাগি ধূলায়, ধুসর সোণার, বরণ শ্রীগৌর দেহ।
অঙ্গের ভূষণ, সকল তেজিল, না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চান্দে। ধ্রু
উহু উহু করি, ফুকরি ফুকরি, উরে পাণি হানি কান্দে॥
তিতিয়া গেয়ল, সব কলেবর, ছাড়ে দীরঘ নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরিতি, যেন হেন রীতি, কহে নরহরি দাস॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বুকে কর হানিতেছেন, উহু উহু মলেম মলেম বলিতেছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, আর নয়ন জলে সমুদায় অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে।

নরহরি ভাবিতেছেন, কেন, এবং কার জন্য প্রভু কান্দিতেছেন? ঠিক যেন শ্রীমতী রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লোভ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ। এ যে রাধার প্রেম ইহা নরহরি কিরূপে বুঝিলেন, তাহা বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ দুই একটি কথা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব কিছু প্রকাশ হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বলিয়া ভূমিতে পড়িতেছেন, ও উঠিয়া উৰ্দ্ধমুখে চাইয়া দুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ, আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, আমাকে বাউরী (পাগলিনী) কে করিল?

হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে পাগল করিলে?” আবার বলিতেছেন, “কৃষ্ণের দোষ কি? বিধি! এ সব তোর কার্য্য, বিধি! এরূপ ঘটনা কেন করিলি? বিধি ধিক্ তোরে। আমি দুর্ব্বলা, কুলের মাঝারে থাকি আমি কৃষ্ণকে কিরূপে পাব? তিনি দুল্ল´ভ, আমি অবলা নারী, আমাকে কৃষ্ণের লোভ কেন দিলি?” এইরূপে বিধাতার ঘাড়ে দোষ দিতেছেন। নরহরি সঙ্গীগণের কাছে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “প্রভুর কি ভাব তোমরা কিছু বুঝিতে পারিতেছ?”

কনক চম্পক গোরা চাঁদে।
ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে?
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি।
“কে করিল আমারে বাউরি?”
আজানু-লম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥
কহে “ধিক্ বিধির বিধানে।
এমত যোটান করে কেনে॥”
কোন্ ভাবে কহে গোরা রায়।
নরহরি সুধিয়া বেড়ায়॥

যিনি শ্রীভগবানকে ভজন করিবার অধিকারী তিনি যে পরম ভাগ্যবান তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবগণ তখনই পরম পুরুষার্থ লাভ করেন যখন শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের প্রেম জন্মে। ইহার ন্যায় আর সৌভাগ্য হইতে পারে না। যাঁহার প্রেম হইয়াছে, তাঁহার আর ভগবানের নিকট কোন প্রার্থনা নাই; কারণ শ্রীভগবান তাঁহার অতি নিজজন, এবং নিজ-জনের কাছে কেহ কিছু চাহে না। ভগবৎ-প্রেমের এই চরম আদর্শ শ্রীরাধা। রাধার প্রেম কি তাহা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল, এবং শ্রীধরস্বামী তাহার বিস্তার করেন। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায় প্রভৃতি কবি উহা আরও পরিষ্কার করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাধা প্রেম একটী কথা মাত্র ছিল, রাধার প্রেম কিরূপ পদার্থ তাহা কার্য্যে কেহ কখন দেখেন নাই। এবং

শ্রীভগবানকে যে কেহ সেরূপ প্রেম করিতে পারেন তাহাও অনেকে মনে বিশ্বাস করিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এখন তাঁহার পার্ষদগণ উহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি স্বয়ং রাধা হইয়া সেই প্রেমের যে কুটিল ও সূক্ষ্ম গতি, তাহা সমুদায় পর পর দেখাইতেছেন।

রাধার এই প্রেম কিরূপ? রাধার ভগবানের উপর যে প্রেম, তাহা দম্পতি প্রেম অপেক্ষাও অধিক, পুত্রের প্রতি জননীর যে প্রেম, তাহা অপেক্ষা অধিক। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা হইয়া সেই প্রেম যে কবির কল্পনা নহে এবং উহার স্বরূপ কি তাহা দেখাইতেছেন। এই প্রেমে, দেহ ও সংসারের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন; বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক লোপ হইয়া গিয়াছে; এবং অন্য চিন্তার সহিত সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধ গিয়াছে দিবানিশি কেবল কৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন, কাজেই বাহিরের লোক তাঁহাকে বিহ্বলের মত দেখিতেছে। প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারে বাউলী হইয়াছেন।

একটি কথায় এ প্রেমের বেগ কিরূপ তাহার আভাস দিতেছি। যিনি প্রিয়জন, তাহার নাম বড় মিষ্ট, প্রীতিতে তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত মিষ্ট হইয়া যায়। এই নিমিত্ত স্বামীর নাম স্ত্রীর নিকট বড় মধুর, স্ত্রীর নাম স্বামীর নিকট বড় মধুর। রাধা ভাবে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কৃষ্ণনামটি বড় মিষ্ট। সে মিষ্টতা এত অধিক যে, নামটি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবামাত্র আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এমন প্রীতি কে কোথায় শুনিয়াছেন যে প্রিয়জনের নাম শুনিয়া মূর্চ্ছা হয়? অতএব শ্রীভগবান সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ভাব অঙ্গীকার করিয়া জীবকে দেখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সপ্রমাণ করিতেছেন। আপনি রাধা কেন হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থে রাধার বর্ণন ত বরাবর ছিল, কিন্তু পুস্তকে পড়িয়া কি লোকের মুখে শুনিয়া লোকে রাধার প্রেম ভাল করিয়া হৃদয়ে ধরিতে পারেন না, ও কেহ পারে নাই। তাই একেবারে আপনি রাধা হইয়া সেই সমস্ত ভাব জীবকে দেখাইলেন। শ্রীনরহরি তখন প্রভুর ভাব বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া প্রভুকে কি প্রকার দেখিতেছেন তাহা আর একটি পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

আরে মোর গৌর কিশোর। ধ্রু।

নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি,

মনের ভরমে পঁহু ভোর।

ক্ষণে উচ্চস্বরে গায়, ক্ষণে পঁহু কি সুধায়,

"কোথায় আমার প্রাণনাথ ?"

ক্ষণে শীতে মহা কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্ফ,

"কোথা পাই যাই কার সাথ।"

ক্ষণে উর্দ্ধবাহু করি, নাচি বুলে ফিরি ফিরি,

ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ।

ক্ষ[illegible]খি-যুগ মুদে, "হা নাথ" বলিয়া কাঁদে,

ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ।

কহে দাস [illegible], আরে মো[illegible]রি,

রাধার [illegible]পিরিতে হৈল হেন।

ঐছন ভাবিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে,

বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন ?

ভক্তগণ নিকটে বসিলে শ্রীগৌর উঠিয়া দূরে বসিতেছেন, সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না। প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ। ব্যথার ব্যথিত, অর্থাৎ যাহার নিকট প্রিয়জনের কথা মন খুলিয়া বলা যায়, এমন সঙ্গী ব্যতীত অন্য সঙ্গ ভাল লাগে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে সঙ্গীগণকে ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া আপনি আপনি কথা বলিতেছেন, কিন্তু কি বলিতেছেন নরহরি ও গদাধর অতি নিকটে বসিয়া সমুদায় শুনিতেছেন :—

গৌর সুন্দর মোর। ধ্রু।

কিলাগি একলে, বসিয়া বিরলে,

নয়ন গলয়ে লোর।

হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর,

গদ গদ মৃদু কহে।

"সকল অকাজ, করে মনসিজ,

এত কি পরাণে সহে ?

"অবলা নারীর, করে জর জর,
বুকের মাঝারে পশি।"
কহিতে ঐছন, পুরব বচন,
অবনত মুখ শশী।
প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা,
মরম কেহ না জানে।
পুরব চরিত, সদা বিভাবিত,
দাস নরহরি ভণে।

শ্রীগৌর আপনি আপনি বলিতেছেন, "আমি অবলা, আমার কি এত সহে?"

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পঁহু করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণে কহয়ে তাহারে।
কহে "মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে।
করিনু দারুণ প্রেম আপনি আপনি।
দুকুলে কলঙ্ক হইল না যায় পরানি॥"
এত কহি গোরা চাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

এইরূপ বিভোর হইয়া যে এক ভাবে আছেন, তাহা নহে। ক্রমেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে। নবানুরাগে কিছু কাল থাকিয়া এখন আর একটি ভাব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। সেটি এই যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন এই সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে বাসক সজ্জা করিতেছেন। একটু পরেই ভক্তগণ বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। শ্রীগৌরাঙ্গ পুষ্প ও পল্লব সংগ্রহ করিতে-ছেন, ভক্তগণও তাহাই করিতে লাগিলেন। এইরূপে গৃহের মধ্যে অতি আনন্দে কুসুম শয্যা প্রস্তুত হইল। কখনো বা গদাধর, কি নরহরি, কি পুরুষোত্তমকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। গদাধর বরাবর প্রভুর বেশবিন্যাস করিতেন। গদাধরকে সখী ভ্রম হওয়ায় চুপে চুপে

বলিতেছেন, "সখি! আমার শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি আমার বেশবিন্যাস করিয়া দেও।" গদাধর কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রভু আপনাআপনি বলিতেছেন, "সখি কাজ নাই, আমার বেশের প্রয়োজন কি? আমি না কৃষ্ণের দাসী!" শেষে গদাধরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাঁসিয়া বলিতেছেন, "সখি! তুমি আমাকে আর কি ভূষণ দিবে, এই দেখ আমি ভূষণে ভূষিত"। গদাধর শুনিতেছেন, আর প্রভু আবার বলিতেছেন, "শুনিবে? এই দেখ, গলায় আমি কৃষ্ণচন্দ্রের হার পরিয়াছি। আমার হৃদয়ে কি দেখিতেছ? এ শ্যাম পরশমণি! সখী, বল দেখি আমার হাতের ভূষণ কি? শুনবে? আমার হাতের ভূষণ শ্যামের পাদপদ্ম সেবা। আমার নয়নের ভূষণ সেই মধুর রূপ দর্শন।" এইরূপে গদ গদ হইয়া আপনার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভূষণ বর্ণনা করিতেছেন, আর প্রেমানন্দ ধারা পড়িতেছে। এ স্থানে বাসুঘোষের পদটি দিলাম ঃ—

অরুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে ॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমি গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥
কানন পল্লব বিছাইয়া।
রহে পঁহু ধেয়ান করিয়া ॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসক সজ্জার ভাব করে ॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া।
বলে কিছু চরণে ধরিয়া ॥

উপরের পদটি বাসক সজ্জার "গৌরচন্দ্রিকা" বলে। অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ লীলার ভিন্ন ভিন্ন রস কীর্ত্তন করিবার আগে, প্রভু, সেই সেই রস যে রূপে তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণকে আস্বাদ করাইয়াছিলেন এবং ঐ ভক্তগণ উহা দর্শন কি শ্রবণ করিয়া যে পদ প্রস্তুত করেন, তাহাকে গৌরচন্দ্রিকা বলে। বাসক সজ্জা কীর্ত্তন করিতে হইলে উপরের পদটি, কি ঐ ধরণের একটি পদ গাইতে হয়।

এইরূপে বাসকসজ্জা করিয়া প্রভু সারানিশি বসিয়া, গদাধর, নরহরি প্রভৃতি দুই একটি সঙ্গী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু শব্দ শুনিলেই "ঐ এলেন" বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। "পড়ে পাতার উপর পাত, ঐ এলেন" প্রাণনাথ" এই ভাবে বিভোর হইয়া নয়ন মুদিয়া নিশি জাগরণ করিতেছেন। হে ভাবুক! হে রসিক! হে ভক্তগণ! তোমরা এই ভাবটি এখন অনুভব কর। শাস্ত্রে এ ভাবকে বলে "উৎকণ্ঠা।" "উৎকণ্ঠা" কি? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন পণ্ডিত শাস্ত্র খুলিয়া দেখাইবেন যে, প্রিয়জনকে অপেক্ষা করিয়া তাহাকে আসিতে বিলম্ব দেখিলে মনের মধ্যে যে ভাব সমুদায় উদয় হয়, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না, ইহাতে শ্রীমতীর যে ভাব হইয়াছিল তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। কোন আচার্য্য হয়ত শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উৎকণ্ঠা কাহাকে বলে তাহা তোমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু যিনি যেরূপেই বুঝান, শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে তাঁহার পার্ষদগণকে বুঝাইলেন, এরূপ আর কেহ পারেন নাই, পারিবেন ও না। তিনি স্বয়ং রাধা হইয়া বাসকসজ্জা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতে করিতে, যখন বন্ধু আইলেন না, তখন উৎকণ্ঠার ভাবে আক্রান্ত হইলেন। ভক্তগণ ইহা দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া উহা হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন, ও পরে লিপিবদ্ধ করিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথম রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন অর্থাৎ নবানুরাগ ভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ পর্য্যন্ত, সমস্ত ভাব ধারণ করিয়া পার্ষদগণকে দেখাইলেন। দেখাইয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে এই সমুদায় ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভাবগুলিন প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাই বাসুঘোষ বলিতেছেন:—

"গৌর না হ'ত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম-রস সীমা, জগতে জানা'ত কে?"

ঐ পদে আবার বলিতেছেন, এরূপ জানাইতে "শকতি হইত কার?"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ যে চৌষট্টী-রস আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে দেখাইলেন, তাহার মধ্যে আমরা পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত একটি, অর্থাৎ উৎকণ্ঠাভাব, লইয়া তাহার মর্ম্ম দেখাইতেছি। সমস্ত

রসগুলিন বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে আমাদের সাধ্যও নাই, ও করিতে গেলে সেই এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বাসকসজ্জা করিয়া, নয়ন মুদিয়া বসিলেন, ইহাতে যে চিত্রের উৎপত্তি হইল তাহা পার্ষদগণের হৃদয়ে বসিয়া গেল। তিনি কি বলিলেন তাহা তাঁহারা শুনিলেন; তিনি সে কথা যখন বলিলেন তখন তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কি ভাব হইল, তাহা তাঁহারা দেখিলেন। তিনি কোন্ কথা কি স্বরে বলিলেন, তাহাও শুনিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "সখি! কই কৃষ্ণ ত এলেন না। তোমরা দেখ্ছো না, এ দিকে যে আমার প্রাণ যায়?" যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা তখন সেই ভাব পাইলেন। তাঁহারাও ব্রহ্মার সেই দুর্লভরসে মগ্ন হইলেন। অর্থাৎ তাঁহারাও ভাবিতে লাগিলেন যে কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিতে আসিবেন কথা ছিল, কিন্তু আসিতেছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন আবার তাঁহাদের নিজগণকে এই রসের কিছু অংশ দিলেন। এইরূপে এই রসের আভাস ক্রমে ক্রমে সকলেই পাইতে লাগিলেন।

কিন্তু শুধু ইহা নহে। যাহাতে এই রস চিরদিন থাকিতে পারে তাহারও উপায় করা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন, বলিতে গিয়া তাঁহার কি ভাব হইল এ সমুদায় বর্ণনা করিয়া ভক্তগণ পদ প্রস্তুত করিলেন। এই হইল "মহাজনের পদ।" এইরূপে আধুনিক কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। মহাজনগণ ব্রজলীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে যে ভাব দিয়াছেন তাহার নিগূঢ়তম অংশ শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-ভাবে ব্যক্ত করিলেন, আর তাঁহার পার্ষদগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রচার করিলেন।

কিন্তু শুদ্ধ লেখনী দ্বারায় ভাবের জীবন দেওয়া যায় না। ভাবকে যদি জীবন্ত করিতে চাও তবে তাহার দেহ সৃষ্টি কর, সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর। তখন সেই ভাব তোমার সঙ্গিনী হইবে, আর তখন সেই ভাব জীবে পরিণত করিতে পারিবে। ভাবের দেহ কথা দ্বারা গঠিত হয়, কিন্তু সামান্য কথায় ভাল হয় না। ভাবের যদি সুন্দর দেহ করিতে হয়, তবে কবিতার দ্বারায় উহা গঠন করা প্রয়োজন। দেহ যখন গঠিত হইল তখন দেখিতে সুন্দর হইল বটে, কিন্তু জীবন্ত

হইল না। সঙ্গীত দ্বারায় সেই দেহটির যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তখনই ভাব জীবন্ত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কুসুমশয্যা করিয়া মহানন্দে নয়ন মুদিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আনন্দে নয়ন দিয়া বারি পড়িতেছে। চুপ করিয়া আছেন, কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সেবার কোন দ্রব্যের কথা মনে পড়িতেছে। আর উহা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিতেছেন, "সখি! শ্রীকৃষ্ণের পদধৌতের নিমিত্ত সুবাসিত জল আছে ত?" যাঁহারা নিকটে আছেন তাঁহারা বলিলেন, "আছে," আর না হয় তখনই ঝারিতে করিয়া জল আনিলেন। ক্রমে সময় যাইতেছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গ একটু অধৈর্য্যের ভাব দেখাইতেছেন। একটু ছট্‌ফট্ করিতেছেন। এক একবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। পুরুষোত্তমকে বলিতেছেন, "সখি! একটু এগোইয়া দেখ না, তাঁহার বিলম্ব কেন?" পুরুষোত্তম একটু দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "স্থির হও। কৃষ্ণ এখনি আসিবেন।" শ্রীগৌরাঙ্গ শুইলেন, বলিতেছেন "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই।" কিন্তু স্থির হইতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। বলিতেছেন, "সখি, নিদ্রা ত আসে না।" ক্রমে উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন। কিন্তু তাহাতে শরীর জুড়াইবে কেন? শেষে মৃদুস্বরে "উহুমরি" "উহুমরি" বলিতে লাগিলেন। তাহাতেও শান্ত হইলেন না। পরে আর থাকিতে না পারিয়া সখিগণের পানে চাহিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "সখি! রাত্রি কি আর আছে? আমি বাসকসজ্জা করিয়া এ কি অকায করিলাম। ছি! কি লজ্জা! এখন তিনি আইলে আমি আর নিকুঞ্জে আসিতে দিব না।" ইহা বলিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। কান্দিতে কান্দিতে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলেন, তখন সখিগণ ধরিলেন। পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "সখি! আমার প্রাণনাথ কোথা? আর ত আমি সহিতে পারি না। সখি, রাত্রি যে পোহাইয়া গেল?" সখিগণ বুঝাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দুর্ব্বার মন প্রবোধ মানিতেছে না। মনের বেদনা বলিতে বলিতে বলিতেছেন

"চুপ! কি শব্দ হইল যে! ঐ বুঝি এলেন! সখি দেখ ত। আমি একটু রাগ করিয়া বসিয়া থাকি।" কিন্তু শব্দ কিছুই না। ইহাতে কাযেই পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধীর হইলেন। তখন করযোড়ে অতি করুণ স্বরে, প্রাণবল্লভকে বাছা বাছা মিষ্ট নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমার নয়নানন্দ! তুমি কোথা? আমি মান করিব বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিয়াছ? আমি মান করিব না। আমি কি প্রকৃত তোমার উপর রাগ করিতে পারি? হে আমার মুরলীবদন! আমি চকোরিণী, তোমার মুখচন্দ্র-সুধা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করি। আজ তোমার অধিনী পিপাসায় মরিতেছে, তুমি কৃপা-বারি বরিষণ করিলে না? তুমি না আমায় বড় ভাল বাসিতে? আমাকে না দেখিলে তোমার না পলকে প্রলয় হইত?"

সঙ্গীগণও তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ রসে ডুবিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ এই রস প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদন করিয়া উহা চির কাল সতেজ অবস্থায় থাকে তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, কৃষ্ণ আইলেন না এই উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া, সঙ্গীগণের গলা ধরিয়া কি বলিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা স্মরণ করিলেন, করিয়া সেগুলি লিপিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, সেই কথাগুলি প্রভুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, লিপিবদ্ধ করিলে তাহাতে সে শক্তি কিছুই রহিল না। দেখিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি কবিতা দ্বারা লিখিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে, সেই ভাব, সজীব করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রভুর সেই কথাগুলি দিয়া নানা ছন্দে কবিতা বান্ধিলেন। একজনে বান্ধিলেন দেখিয়া সেই কথা গুলি লইয়া আর একজনে, এইরূপে বহু জনে, পদ বান্ধিলেন। ক্রমে এক এক ভাবের শত শত পদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখোক্ষরিত শুধু কথা নয়, উৎকণ্ঠার সময় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে ভাব হইয়াছিল, তাহাও ভক্তগণ কবিতায় লিখিলেন। এখন আমরা গুটিকয়েক এই উৎকণ্ঠার পদ, যাহা প্রায় সর্ব্ব সাধারণে অবগত আছেন, নিম্নে লিখিলাম; পাঠক মনে মনে ভাবুন, যে এই পদগুলির কথা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গের রাধা ভাবে যে উৎকণ্ঠা, উহা হইতে ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইয়া বলিতেছেন, "সখি! নিশি পোহাইয়া গেল, কই আমার প্রাণনাথ এলেন না। সখি! আর ত বিরহ অনলে আমি বাঁচি না। সখি! তোমরা আমায় এত ভাল বাসো এখন আমার একটি উপায় বলিয়া উপকার কর। তোমরা ত জানো যে আমি প্রাণনাথ বিনা বাঁচি না। তোমরা প্রবোধ দিতেছ কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না।"

একটু থামিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বলিতেছেন, "সখি! এই দেখ অগুরু চন্দন, ফুলের মালা আমি থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছি। আমি ফুলের নিমিত্ত বনে বনে তল্লাস করিলাম, ফুল আনিয়া একটি একটি করিয়া তাহার কাঁটা বাছিলাম, পাছে আমার প্রাণেশ্বরের কোমল অঙ্গে ব্যাথা লাগে। দেখ আমার নিঠুর বন্ধু আমাকে বনে আনিয়া আর এলেন না।"

ভক্তগণ এই সমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নিম্নের পদ বান্ধিলেন :—

নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না।
আর ত বিরহানলে এ প্রাণ বাঁচে না॥
তোমরা আমার প্রিয় সখি,উপায় বুদ্ধি বল না!
তোমরা জান, মন প্রাণ, নিষেধ সে মানে না।
বনে বনে ভ্রমি বুলি, বন ফুল আনিলাম তুলি,
বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি, (কেন দিলাম?)
কিনা, শ্যামের অঙ্গে বাজিবে বলে।
সখি!
অগুরু, চন্দন, মালা, থরে থরে রেখেছি।
এই দেখ মালতীর মালা আমি গেঁথেছি।
এমন নিঠুর কালা, পর দুঃখ জানে না।
আনিয়া নিকুঞ্জ বনে এত দিলে যন্ত্রণা।

পাঠক মহাশয়, আর একটি পদ শ্রবণ করুন :—

"কই গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কই?
গগণের চন্দ্র অস্তে গেল ওই।
করিয়া বাসক সজ্জা, ছি ছি ছি একি লজ্জা,
আমি পেলেম সই।

কই গো সই, নয়নের আনন্দ কই?
কার লাগি বনে আগমন?"
পড়ে পাতের উপর পাত, "ওই এল প্রাণনাথ,"
চমকিয়া উঠে ধ্বনি!
"আমি গাঁথিলাম ফুলের মালা,
সব শুখাইয়া গেল,
কত রাশি ফুল বাসি হয়ে রয়েছে ঐ॥

উপরের দুটি গীতই এক অবস্থার। তাহার পরে শ্রীরাধা উৎকণ্ঠায় আরও ব্যাকুল হইয়াছেন। তখন পাগলিনী হয়েছেন :—

(প্রেমের) হাট কি ভাঙ্গিলি। ধুয়া।
একে কুল কন্যে, শ্যামেরি জন্যে,
এলায়িত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন বেশা ইত্যাদি।

তাহার পরে রজনী প্রভাত হইতেছে, নিরাশা আসিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধও আসিতেছে। রাধা বলিতেছেন,—

"ত্যজ সখি, কানুক আগমন আশ। ধ্রু
রজনী শেষ ভেল কেবল নৈরাশ ইত্যাদি॥"

মহাজনেরা উপরের এই পদগুলি বান্ধিলেন, কিন্তু উহাতে তবুও প্রাণ দিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠার প্রকৃত অবস্থা তবু প্রকাশ হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলিয়াছিলেন "কই? আমার প্রাণনাথ কই? সখি! ফুলের সজ্জা আমার অঙ্গে কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছে।" তাহাতে মনের মধ্যে তাঁহার পার্ষদগণের যে অবর্ণনীয় ভাব উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের কবিতায় দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যে করুণ স্বরে, কি স্বরের ভঙ্গীতে তাঁহার মনের বেদনা গুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা শুনিবা মাত্র হৃদয় শুধু দ্রব হয়, না, উৎকণ্ঠার ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে, তাহা তাঁহাদের কবিতায় প্রকাশ হইল না।

কিন্তু করুণাময় শ্রীভগবান ভাব দিয়াছেন, ভাবের ভাষা কি দেন নাই? ইহা কি হইতে পারে? পূর্ব্বে বলিয়াছি সেই ভাবের ভাষা সঙ্গীত! ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভাব গুলি কবিতা দ্বারা প্রকাশ

করিতে না পারিয়া সঙ্গীতের সাহায্যে উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পদে সুর বসান হইল। এই সুর বসান তোমার আমার কার্য্য নহে। কেবল তাঁহারা পারেন, যাঁহারা ভাবে অভিভূত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে শুনিলেন, "সখি! আর ত আমি সহিতে পারি না।" যে স্বর-ভঙ্গীতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা গুলি বলিলেন, তাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত হওয়ায়, যাহা অন্যের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য তাহা অনায়াসে করিলেন। অর্থাৎ সুরের দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ভাবে সুরধুনী তীরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া নীরব হইলেন। কথা কহিতেছেন না বটে, কিন্তু মনের ভাব লহরী প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিতে ও কার্য্যে প্রকাশিত হইতেছে। কখন উর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকিতেছেন, আর যেন কি দেখিয়া লজ্জায় মুখ হেঁট করিতেছেন, আবার মধুর হাসিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিতেছেন। আপনি আপনি কথা কহিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন হাসিতেছেন। ভক্তগণ এই সমুদায় দর্শন করিয়া রাধার নবানুরাগে কি ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আর বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "উহু, আমি কি দেখিলাম! উহু, আমি কি মধুর রূপ হেরিলাম।" কিন্তু তাঁহার মনের ভাব এই কয়েকটি কথায় অতি অল্প মাত্র ব্যক্ত হইল। তবে ব্যক্ত হইল কিসে, না তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীতে, ও গলার স্বরে। এই গলার স্বর শুনিয়া একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল। পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি দেখিলে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি কি দেখিলাম বলিতে পারি না। আমি দিশেহারা হইয়া গিয়াছি।" অনেক পীড়াপীড়ি করিতে বলিতে লাগিলেন, "আমি একটি অতি সুন্দর নবীন পুরুষ-রতন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগি-লেন। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে যে কথাগুলি বলিলেন তাহা ... সর্ব্ব সাধারণে অবগত আছেন। কিন্তু রূপ বর্ণনা করার সময় শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ও গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বোধ হইতে

লাগিল যে যাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন তিনি যেন তাঁহার সম্মুখে। যেন তাঁহার রূপ তাঁহার নয়নে ধরিতেছে না। যেন তাঁহার রূপ-সুধা নয়ন দ্বারা অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিতেছেন। যেন সেই পুরুষ-রত্নকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করিতেছেন। যে কণ্ঠস্বরে এ রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে একটি রাগিনী সৃষ্টি হইল। সে রাগিনী 'মাথুর' নামে অভিহিত হইল। ভাল কীর্ত্তনীয়ার কাছে মাথুর রাগিনীতে রূপের গীত গাইয়া শুনিবেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া কিরূপ ভাবে বিমোহিত হইয়াছিলেন, কতক বুঝিতে পারিবেন। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে কাফি, সিন্ধু, খাম্বাজ, বেহাগ, ভৈরবী, আলেয়া, মল্লার, সুহা, বাগশ্রী, আসাবরী, প্রভৃতি কয়েকটি দ্বারা যদিও এই ব্রজের নিগূঢ় ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠস্বরে যে সকল রাগ রাগিনীর সৃষ্টি হয়, তাহার শুধু আলাপেই রস প্রস্ফুটিত হয়, কথার পর্য্যন্ত প্রয়োজন করে না।

এইরূপ প্রাচীন রাগের মধ্যেও কতকগুলি রাগ রাগিণী শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ-স্ফরিত রসে মিশ্রিত হইয়া এদেশে আর একরূপ আকার ধরিয়াছে।

মহাজনের পদ তাহাকেই বলি যাহার ভাব ও রাগ রাগিণী বিশুদ্ধ। আনন্দ উদ্দীপক রাগিণীতে মাথুরের ভাব হইলে রস ভঙ্গ হয়। ভাব যেরূপ, রাগিণী তাহার অনুযায়ী হইলেই প্রকৃত মহাজনের পদ হইল।

অনেক মহাজন এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ পদ সৃষ্টি করিয়া জীবের গোলোকে যাইবার পথ পরিস্কার করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের কর্ত্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য। হে জীব! ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া এই পুরুষোত্তম আচার্য্যকে প্রণাম কর!

এইরূপে মহাজনী পদের সৃষ্টি হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ব্রজের নিগূঢ় রস প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছিলেন এই সকল পদে, তাহা, জীবের ভাগ্যের নিমিত্ত, রক্ষিত হইল। প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের কথাগুলি বিবিধ ছন্দে আবদ্ধ হইল, তাহার পরে তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া সেই গুলি জীবন্ত করা হইল। এখন জীবমাত্রে এই সকল মহাজনী পদ আস্বাদন

করিতে পারিল, তবে অকৃত্রিম বস্তুটি আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে সাধন ও ভজন করিয়া মন নির্ম্মল করা প্রয়োজন। মন নির্ম্মল না হইলে এ রস প্রকৃতরূপে আস্বাদন করা অসম্ভব। যেমন নয়ন না থাকিলে চিত্র-দর্শনের সুখভোগ করা যায় না।

এইরূপে সহস্র সহস্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল। ইহার এক একটি পদ গোলোকে যাইবার পথ, কি এক এক খানি ভবসাগর পারের নৌকা স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ কি করুণাময় ও জীবের উপকারী বন্ধু!

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে এই একটি পদ অবলম্বন করিয়া কিরূপে গোলোকে যাওয়া যায়? তাহার উত্তর পূর্ণ-মাত্রায় দিবার স্থান এ নয়। তবে একটি কথা মনে রাখুন। যে জড়-জগতে আমরা বাস করি তাহা লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি দিয়া গঠিত। গোলোকের লৌহ ও কয়লা আর কিছুই নয়, এই সমস্ত মধুর ভাব। এই ভাব গুলি ঘনীভুত হইয়া আমাদের সেখানকার বাড়ী, আহারীয় দ্রব্য, শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গোলোকে যাইবার একটি পথ ভাব; সঙ্গীত ও কবিতা সম্বল করিয়া, সেই পথে যাইতে হয়। হে জীব! সঙ্গীত অভ্যাস কর। এমন আশীর্ব্বাদ ভগবানের অতি অল্প আছে।*

এখন "গৌর চন্দ্রিকার" উদ্দেশ্য অনুভব করুন। মনে ভাবুন, কীর্ত্তনে "উৎকণ্ঠার" পালা গীত হইবে। সেখানে রীতি এই যে, প্রথমে শ্রীগৌরচন্দ্র, এই উৎকণ্ঠার রস কিরূপে পার্ষদ্গণকে দেখাইয়া ছিলেন, তাহার একটি পদ গাইতে হইবে। এই পদটি গীত হইলে উৎকণ্ঠা রস বস্তুটি কি শ্রোতাগণ প্রথমে বুঝিলেন। ইহাতে আবার গৌরাঙ্গের উৎকণ্ঠা ভাব হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত হইল। আর যে এই ছবিটি হৃদয়-পটে লিখিত হইল, অমনি যাহার যেরূপ অধিকার তাহার হৃদয়ে তত খানি

---

* যিনি বলেন যে সঙ্গীত শিখিবার স্বর কি বোধ তাঁহার নাই, তিনি অন্যায় বলেন। সঙ্গীত পারে না, এরূপ দুর্ভাগা লোক অতি দুর্লভ। প্রায় জীব মাত্রেই সঙ্গীত শিখিতে পারেন, সংকল্প করিলেই হয়।

রসের সৃষ্টি হইল। এখন উৎকণ্ঠা রসের একটি গৌর চন্দ্রিকা শ্রবণ করুন :—

গৌরাঙ্গ চমকি, বলে "দেখ সখি,
শবদ হইল কেনে।"
বন্ধু না দেখিয়া, বলিছে কান্দিয়া,
"আর ত সহেনা প্রাণে ॥
আসিব বলিয়া, না এলো কালিয়া,
আশায় রজনী গেল।
কেন বা আইনু, পুড়িয়া মরিনু,
অবলা পরাণে মোল ॥"
পড়িল ঢলিয়া, ইহাই বলিয়া,
"পরাণের নাহিক আশা।"
কহিছে বলাই, রাধা ভাব লই,
পঁহুর এরূপ দশা ॥

উপরের ছবিটি হৃদয়ে ধারণ করুন, তাহার পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কীর্ত্তন শ্রবণ করুন।

আর গোটা দুই কথা বলিয়া এ অধ্যায় সমাপ্ত করিব। রস আস্বাদনের নিমিত্ত উভয় নায়ক নায়িকার প্রয়োজন। শুধু নায়িকার ভাব লইয়া থাকিলে রস হয় না। সুতরাং এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন নায়িকার ভাব দেখাইতেছেন, সেইরূপ আবার নায়কের ভাবও দেখাইতেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ একবার রাধারূপে প্রকাশ হইতেছেন, একবার কৃষ্ণরূপে প্রকাশ হইতেছেন। কৃষ্ণের লোভে রাধা কিরূপ ব্যাকুল, তাহা রাধারূপে প্রকাশ হইয়া জীবগণকে দেখাইলেন। আবার রাধার লোভে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ব্যাকুল তাহা কৃষ্ণ ভাবে প্রকাশ হইয়া জীবগণকে দেখাইলেন। রাধা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগিণী হইলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। আবার রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কি ভাব হইল তাহা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া ভক্তগণকে দর্শন করাইতেছেন। এই পদ দুইটি শ্রবণ করুন :—

আরে মোর দ্বিজ মণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে, লোটায়ে ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধনী ধারা বহে কমল নয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধানাম বলি গোরা ক্ষণে মুরছায়॥
পুলকে ভরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল?

আর এই পদটি শ্রবণ করুন:—

হরি হরি গোরা কেন কান্দে?
নিজ সহচর গন, পুছই কারণ,
হেরই গোরা মুখ চান্দে॥
অরুণিত লোচন, প্রেম-ভরে টলমল,
ঝর ঝর ঝরে প্রেম-বারি।
ঐছন শিথিল, গাঁথিল মতি ফল,
খসয়ে উপরি উপরি॥
সোয়রি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুনঃ পুনঃ,
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই করি,
ধরণী পড়ল মুরছিয়া॥
তাঁহে প্রিয় গদাধর, বসিয়া করিল কোর,
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে, জগ-জন মনে তোষে,
বাসুঘোষ মরম বুঝিয়া॥

এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থায় সুরধনীতীরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দেখেন, পুলিন ফুল-বনে শোভিত। নগরে বসতি অতিশয় ঘন, সুতরাং পুষ্পবন কি বৃক্ষ দেখিতে হইলে পুলিনে যাইতে হইত। শ্রীগৌরাঙ্গের পুষ্প-বন দেখিয়া অমনি বৃন্দাবন মনে হইল, ও চারিদিকে

যেন বৃন্দাবন দেখিতে লাগিলেন। তখন সুরধনী যমুনা বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে রাস-রসে বিহ্বল হইয়া দ্রুতবেগে শ্রীবাসের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। আসিয়া ভক্তগণকে সমুদায় যন্ত্র মিলাইতে বলিলেন। আপনি আপনি আনন্দে ডগ মগ হইয়া, ভক্তগণকে সেই আনন্দের অংশ দিতেছেন, কাযেই সকলেই আনন্দে ডগ মগ করিতেছেন। ভক্তগণ একে সেই আনন্দের অংশ পাইয়া সেই শ্রোতে ভাসিতেছেন, তাহার পরে কতক দিবস প্রভু সংকীর্ত্তনে আইসেন নাই। সুতরাং তাঁহাকে শ্রীবাস আঙ্গিনায় পুনরায় পাইয়া ভক্তগণের তখন কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা মনে অনুভব করুন। বাসুদেবের নীচের পদে এই লীলার একটু আভাস আছে। যথাঃ—

বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুল-বন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ॥

ভাগ্যবান বাসুদেব সেই দিন সেখানে উপস্থিত! রাস-রসের আস্বাদন হইতেছে, ইহাতে তিনি কোথায়? তিনি,—সেই নাগর? নাগর ব্যতীত রাস কিরূপে হইবে? যিনি আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি ত তখন নাগর নহেন, রাধা। সকলের মনে কৃষ্ণ-বিরহ উদয় হইতেছে। তখন নাগর আর থাকিতে পারিলেন না। আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কিরূপ হইল, তাহা শ্রীল বাসুঘোষের নীচের পদে ব্যক্ত করিতেছেন। যথা:—

সোঙরি পুরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলি চালাইয়া করে সুললিত গান॥

নগরের লোক [illegible] মোহিত
সুরধনী।
ভুবন মোহিল গে
বাসুদেব ঘোষ ধে [illegible] ধরে ?

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন রাধাভাব ত্যা [illegible] ভগবান হইলেন, হইয়া শ্যাম-সুন্দররূপ ধরিয়া, রাসের রজনী [illegible] মুরলী বাজাইয়াছিলেন, সেইরূপ মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। [illegible] ভক্ত-গণ বিমোহিত হইলেন। তখন এক অদ্ভ [illegible] উ[illegible] যেমন নাগর ব্যতীত রাস হয় না, তেমনি নাগরী ব্যতীতও রস হ[illegible] [illegible]রাঙ্গ যদি নাগর হইলেন, তখনই গদাধর রাধারূপিনী হইলেন, ও নরহরি মধুমতী হইলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীনিবাস ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়া॥
গৌর দেহ শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইল তখন॥
নরহরি মধুমতী হইল সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরি হরি বোলে॥
বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেই স্থানে।
গো গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে॥
অধিষ্ঠান কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥

সকলে দেখিলেন যে সে স্থান বৃন্দাবন হয়েছে। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ, সখা সখি, এমন কি শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি গাভীগণ উপস্থিত। তখন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মধ্য স্থানে দাঁড়াইলেন, আর সখিগণ মণ্ডলী করিয়া কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখানে এই গীতটি দিব :—

দাঁড়ালো, কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী।*
শ্যামের মাথায় মোহন চূড়া, রাইর মাথায় বেণী॥

---

* ব্রজ বিহারের একটি প্রধান অঙ্গ নৃত্য। শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্যের একটি অস্ফুট শাস্ত্র সৃষ্টি হয়। এখানে সে বিষয়ের কিছু বিস্তার করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে বড় ক্ষোভ রহিল।

চূড়া করে ঝলমল ঝলমল বেণী ধরে ফণী।
গোবিন্দ দাস কহে করযোড় করি।
এই পরিবার বৃদ্ধি কর কিশোরা কিশোরী॥

উপরের গীতটি দিলাম, তাহার একটি কারণ যে নদিয়ার সুখের দিন অদ্য অবধি ফুরাইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগ হইতে রাস পর্য্যন্ত সমুদায় রাধা-কৃষ্ণ লীলা-রস কিরূপ তাহা ভক্তগণকে দেখাইলেন। যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা ছিল ও জয়দেব প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়, তাঁহার পার্ষদগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজের সমস্ত রস দেখাইলেন, কেবল একটি বাকী রহিল—সেটি মাথুর, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ।

ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ। আমি ব্রজ-গোপী, কি আমি ব্রজের লোক, মুখে বলিলে হয় না। বাক্যের নুপুর পায়ে দিয়া, কি উপমার শাটী পরিয়া, গোপী সাজিলে গোপী হওয়া যায় না। অনেকে দেহ-তত্ত্ব, কি ভাগবত-তত্ত্ব, কি রস-শাস্ত্র পড়িয়া কতকগুলি কথা মাত্র শিখেন, শিখিয়া আপনার মনকে এই বলিয়া বঞ্চনা করেন যে তিনি ব্রজের লোক হইয়াছেন। অনেকে বেশ উপমা দিতে পারেন। কিন্তু উপমা যোজনা করিতে পারিলেই কেন মন নির্ম্মল হইবে, কেন কৃষ্ণ প্রেম হইবে? একটি উপমা শ্রবণ করুন; যথা, জীবন কিরূপ? না, পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায়। কিন্তু এই উপমার শুধু অর্থ বুঝিয়া কি ফল হইল? যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারেন যে জীবন অতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহা বুঝিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রূপে এই উপমার ফলভোগী।

তবে ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ বলিয়া কি জীবে ব্রজের ভজন করিবে না? তাহারও উপায় শ্রীপ্রভু করিয়া গিয়াছেন। ব্রজের ভজন করিতে হইলে গোপীগণের অনুগত হইয়া করিতে হয়। তুমি রাধা হইতে পার না, সুতরাং তুমি রাধার দাসী হও। তুমি যশোদা হইতে পার না, তুমি তাঁহার গণ হও, হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-বাসীগণের যে লীলা তাহা উপভোগ কর। তুমি রাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলি-

ঙ্গন কর এ সাধ্য তোমার নাই। তুমি এমত স্থলে শ্রীরাধা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করাইয়া দর্শন কর। তুমি যশোদা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে নবনীত দিতে পার না, তুমি যশোদার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ননী দাও। তাহাতেই ব্রজবাসীগণ যে রস-আস্বাদ করেন তাহার অংশ পাইবে। আর যে অংশ পাইবে, তোমার পক্ষে সে প্রচুর হইতেও প্রচুর হইবে, তুমি প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে।

এখানে কোন সরল স্নিগ্ধ ভক্তি-লোলুপ জীব নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা ব্যাপারটা কি ? যদি প্রভুর লীলা-কথা আরও লিখিতে পারি, তবে এ বিষয় আমরা ক্রমে ক্রমে বিস্তার করিব, কিন্তু আমার জীর্ণ-শীর্ণ দেহ ; কখন কি হয় কিছু বলিতে পারি না। অথচ বিষয়টী বড় গুরুতর। সুতরাং এ সম্বন্ধে এ স্থলে দিগ্-দর্শনরূপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। এখন শ্রবণ করুন।

এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, রাধাকৃষ্ণের লীলা সমস্ত রূপক বর্ণনা। আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন এ সমুদায় সত্য। আবার আর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে এ লীলা সত্য কি মিথ্যা ইহা বিচারের প্রয়োজনই নাই। এই ঐতিহাসিক বিচারের সহিত ব্রজের নিগূঢ়রস আস্বাদনের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? ইহার উত্তর এখানে এই মাত্র দিব যে, যাঁহারা গাঢ়রূপে ভগবানের ভজন করিয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে লীলা স্ফূর্ত্তি হয়। তাঁহারা সে লীলার বৃন্দাদেবী, ও তাঁহাদের হৃদয় বৃন্দাবন হয়েন।

ব্রজের নিগূঢ় রস হৃদয়ে ধারণ করিতে মনে একটি অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন, সে অবস্থা বিশেষ লাভ করিতে সাধন, ভজন, ও সময় লাগে। আমার "কালাচাঁদ-গীতা" নামক গ্রন্থে, আমি ব্রজের নিগূঢ় রস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। যদি সে গ্রন্থ কখন প্রকাশিত হয় তাহা হইলে আশা করি এ বিষয়ের অনেক নিগূঢ় কথা পাঠক জানিতে পারিবেন।

সে যাহা হউক, প্রেমের ভজন সম্বন্ধে এখানে গুটি দুই প্রয়োজনীয় কথা বলি। শ্রীভগবানকে জীবন্ত প্রীতি দ্বারা ভজনা করা শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি যজিয়া শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন

কয়া মুখে অতি সহজ কথা, কিন্তু তাহাতে রসের উদয় হইবে না। যে পরিমাণে একটি চিত্র প্রস্ফুটিত হয় সেই পরিমাণে উহা চিত্ত মুগ্ধ করে। কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন দেখিলে একটি প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন্ত ছবি দেখা হয়। সেই স্ত্রীলোক যদি একটি কুকুরকে কি বিকটাকার দৈত্যকে বল্লভ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা কি দয়া উদয় হয়। সেইরূপে যদি কোন জীব শ্রীনিরাকার ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করে তবে সেটি হয় কি? একটি নির্জীব কবিতা বই আর কিছুই নয়। অতএব যদি তুমি স্ত্রীলোক হও, আর শ্রীভগবান পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি ধরিয়া তোমার সম্মুখে আগমন করেন, আর তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর, তবেই তুমি তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণনাথ বলিতে পার, তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিবার তোমার অধিকার জন্মে। কিন্তু তুমি যেখানে তাহা পারহ না, সেখানে শ্রী-শ্যামের বামে কিশোরীকে দাঁড় করাও, করিয়া তুমি তাঁহাদের যুগোল বিলা-সের সহায়তা কর। এই নিমিত্ত ভগবানের মানব-লীলা ব্যতীত তাঁহার প্রেম-ভক্তির ভজন হইতে পারে না। বৌদ্ধ কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান, ইঁহারা কিঞ্চিৎ মাত্র লীলা পাইয়াছেন বলিয়া ভক্তির ভজন করিতে পারেন, কিন্তু ইঁহাদের ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন করিবার মত ভগবৎ-লীলা কিছু মাত্র নাই।

এখন ভগবানকে বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেম দ্বারা ভজন করিতে কি কি প্রয়োজন বিবেচনা কর। প্রথম, শ্রীভগবানের ঠিক মানুষ হইতে হইবে। তাঁহার এক জন মাতা কি পিতা, কি মাতা পিতা উভয়ই চাই। তাঁহার ভ্রাতা চাই, স্ত্রী কি প্রণয়িনী চাই। তাঁহার এক জন মাতা না হইলে তাঁহাকে কে বাছা বলিয়া ডাকিবে? কাহার এত বড় শক্তি? কে সখা কি ভাই বলিয়া ডাকিবে? কে বা প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিবে? তুমি ত ইহার কিছুই পার না। শুধু তাহা নয়। তাঁহার শুধু এক জন মা চাই তাহা নহে, নিজেরও একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দুরন্ত শিশু হওয়া চাই। তাহা না হইলে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হইবে না। তাঁহার এক জন সখা হইলেই হইল না, সখার সহিত তাঁহার খেলা চাই, আর তাঁহার নিজের ক্রীড়াশীল, ও সরল হওয়া

চাই। তাহা না হইলে সখ্যরসের স্ফূর্ত্তি হইবে না। সেইরূপ শুধু তাঁহার একটি প্রণয়িণী চাই তাহা নহে, মধুর রস পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার স্বয়ং নবীন সুন্দর পুরুষ হওয়া চাই, আর তাঁহার প্রণয়িণীর লাবণ্যময়ী হওয়া চাই। ব্রজ রস স্ফূর্ত্তি করিতে কি কি প্রয়োজন তাহা এখন অনায়াসে বলা যায়। উহাতে সুন্দর নাগর চাই, নিভৃত নিকুঞ্জ বন চাই, সঙ্কেত বাঁশী চাই, জটিলা চাই। আর চাই কি? না, নবানুরাগ, বাসকসজ্জা, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, রাস প্রভৃতি। তুমি যদি ব্রজলীলায় বিশ্বাস করিতে না পার, তবে একটি বুদ্ধির কার্য্য করিও। মহাজনগণ বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন সেই অনুরোধে যত দূর পার বিশ্বাস করিয়া লও। তবু যদি তোমার মনে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তুমি সমুদায় রূপক বলিয়া ভজনা আরম্ভ কর, তাহাতেও ক্ষতি নাই। দেখিবে কিছু কাল ভজনের পরে সে সমুদায় ভাব ঘুচিয়া তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলা মূর্ত্তি-মন্ত হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের নবীন নটবর নাগর জয়যুক্ত হউন! যাঁহার মধুর মুরলীরবে ব্রজাঙ্গনার নীবিবন্ধন খসিয়া পড়ে তিনি জয়যুক্ত হউন! যিনি ব্রজ-বধূর মুখকমলমধু লুণ্ঠন করেন তিনি জয়যুক্ত হউন! আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জয় যুক্ত হউন!

নবম অধ্যায়।

নিজ জন নিঠুর, আনে দয়া প্রচুর।
ভক্তজনে চঞ্চল, আনে গম্ভীর অটল॥
নব অনুরাগ সুধা ভৃঙ্গ।
যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,
সব সুধা বরিষণ, ভালবাসার সেই ত জীবন।
বলরাম দাস দেখে রঙ্গ॥

কখন কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গ স্ব ইচ্ছায় শ্রীবাসের বাড়ী সংকীর্ত্তনে যাইতেন। কি ভাবে এক দিন এইরূপ গিয়াছেন, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত ভক্তগণ মহানন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন সে আনন্দে ভক্তগণের কাহারও বাহ্য নাই। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং তাঁহার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া শ্রীবাসকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল।

শ্রীবাসের এক পুত্র, বয়সে বালক, সেই পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে। অভ্যন্তরে রমণীগণ তাহার সেবা শুশ্রূষা ও রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, শ্রীবাস বাহিরে প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার যে এক মাত্র পুত্র সংঘাতিক রোগে প্রাণে মরিতেছে, তাহাতে শ্রীবাসের মনে বড় একটা চিন্তা নাই। তিনি কেন চিন্তা করিবেন? তিনি যাঁহার,

তাঁহার পুত্র যাঁহার, যিনি জীব মাত্রের গতি, সেই তিনি, আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাস কাজেই রোগাক্রান্ত পুত্রকে রমণীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, বাহিরে আসিয়া সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন।

দাসীর সহিত শ্রীবাস দ্রুতগমনে বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। তখন কেবল মাত্র চারি দণ্ড রাত্রি হইয়াছে। পুত্রের কাছে যাইয়া দেখেন যে তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত। তখন তাহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক তারকব্রহ্ম নাম শুনাইলেন। পুত্রের জননী প্রভৃতি রমণীগণ কান্দিবার উপক্রম করিলে শ্রীবাস বিনীতভাবে তাহাদের নিবারণ করিলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "যাঁহার নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকী নিত্যধামে যায়, সেই শ্রীভগবান স্বয়ং আমার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। আমার এ পুত্রের যে ভাগ্য তাহাতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোভ করিতে পারেন। যদি তোমাদের তাহার উপর প্রকৃতই স্নেহ থাকে তবে তোমরা আনন্দ উৎসব কর। সে শুভক্ষণে জন্মিয়াছিল। নৃত্যকারী শ্রীভগবানের সম্মুখে সে দেহ ত্যাগ করিল এই কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতেছে। তোমরা স্ত্রীলোক, দুর্ব্বল জাতি, যদি আমার এই কথায় মনকে সান্ত্বনা করিতে না পার, তবে অন্তত আমার এই কথাটি রাখ। কিছু কাল ক্রন্দন স্থগিত কর, এমন কি বাহিরে যে ভক্তগণ আছেন তাঁহারা যেন এই ঘটনার বিষয় কিছুই জানিতে না পারেন। কারণ এই কথা প্রকাশ হইলেই দুঃখের তরঙ্গ উঠিবে, আর তাহা হইলে আমার প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হইবে। অতএব, (যথা চৈতন্যভাগবতে)

কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥

শ্রীবাস বলিতেছেন, "যদি ক্রন্দন কলরব শুনিয়া প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হয় তবে আমি তদ্দণ্ডে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের স্ত্রী, অর্থাৎ মৃতপুত্রের মাতা ও তাঁহার বাড়ীর অন্য অন্য রমণীগণ কতক বুঝিয়া, কতক অনুরোধে, আর কতক ভয়ে, ক্রন্দনে ক্ষান্ত দিলেন, ও মৃত পুত্র লইয়া অভ্যন্তরের আঙ্গিনায় ঘিরিয়া বসিলেন। এ সংবাদ কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

শ্রীবাসের মনে ভয় যে যদি ভক্তের মধ্যে কেহ এই ঘটনা জানিতে পান তবেই এ কথা ক্রমে প্রকাশ হইবে, ও অবশেষে প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হইবে। অতএব এ কথা কাহাকেও জানিতে দিবেন না। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির নিমিত্ত, সদ্য-মৃত পুত্রকে মৃত্তিকায় রাখিয়া, প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে, প্রফুল্লিত মুখে, কীর্ত্তন সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুই বাহু তুলিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

কাজেই তখন ভক্তগণ কেহ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এ কথা অনেকক্ষণ গোপন থাকিবার নহে, কাজেই থাকিল না। ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল। যিনি এই সংবাদ শুনিতেছেন তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় শ্রীবাসের মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন। দেখিতেছেন কি যে, যে শ্রীবাস সদ্য পুত্রশোকরূপবাণে বিদ্ধ, তিনি দুই বাহু তুলিয়া, মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাসের এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, সেই ভক্ত আবার শ্রীগৌরাঙ্গের পানে চাহিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "প্রভু এ তোমারই কাজ, তুমি ভিন্ন এরূপ রঙ্গ করে কাহার সাধ্য? এই শ্রীবাস তোমার একান্ত প্রিয়, ইহার হৃদয় মাঝারে তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই তুমি, তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছ, সেই তুমি তাঁহার এক মাত্র পুত্র হরণ করিলে, ইহাতে তোমার প্রতি শ্রীবাসের চিত্ত একবিন্দুও বিচলিত হইল না, বরং দেখিতেছি যেন শ্রীবাসের চিত্তে আনন্দ ধরিতেছে না। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ভক্ত!"

প্রকৃত পক্ষে যাঁহাদের মন নিতান্ত মায়াজালে আবদ্ধ, তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে প্রভু এ কার্য্যটি ভাল করেন নাই, যেহেতু তিনি যখন শ্রীবাসের বাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন, তখন তাঁহার সম্মুখে সেই শ্রীবাসের বাড়ীতে, কোন বিপদ আসিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল না। কিন্তু হে মুগ্ধ জীব! তুমি কি আমি ভগবান নহি, তুমি আমি শ্রীবাসও নহি, তুমি আমি তাঁহাদের পরিমাণ হইতে পারি না। শ্রীবাসের এই ঘটনা দ্বারা জগতে একটি কথার উৎপত্তি হইল। সে কথা পূর্ব্বে জগতে ছিল না, সেই কথায় লক্ষ লক্ষ লোক চিরদিন শিক্ষা পাইবে। এ অবতারের সমুদায় কাণ্ডটিই জীব-শিক্ষার নিমিত্ত। এই লীলা দ্বারা শ্রীভগবান দেখাইলেন যে, তোমরা

যাহাকে দুঃখ বল, ভক্তের নিকট তাহা সুখ। পুত্রশোক অপেক্ষা আর দুঃখ নাই। শ্রীবাস মর্ম্মে সেই বিষম আঘাত পাইয়া, সেই শেল বুকে করিয়া ভক্তিবলে কি করিলেন, তাহা তিনি জীবকে দেখাইলেন।

তবে তোমরা বলিতে পার যে শ্রীভগবান শ্রীবাসকে কেন এত দুঃখ দিলেন। কিন্তু শ্রীবাস একটুও দুঃখ পান নাই। যাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে শ্রীভগবান তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন, পুত্রশোকে তাঁহার কি করিতে পারে? তোমার যদি সে বিশ্বাসটুকু থাকিত, তোমারও ঐ অবস্থায় দুঃখ হইত না।

তাহার পর আর একটি সকলেরই জানা উচিত। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা ইহ কালকে স্বপ্ন মনে করেন। কেবল পরকালই তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত। তাঁহাদের নিকট মৃত্যু চির-বিয়োগ নয়। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট নূতন জীবন, ও চির-মিলন।

এইরূপে যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রেব বিষয় শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া স্তম্ভিত হইয়া একবার শ্রীবাসের, একবার প্রভুর মুখ দেখিতে-ছেন। এইরূপে এক এক কবিয়া ক্রমে সকলেই নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যও ক্ষান্ত হইল। যখন সমস্ত কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্য হইল। বাহ্য পাইয়া ভক্তগণের মুখপানে চাহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "কেন আমার অন্তর কান্দিয়া উঠিতেছে?" তখন শ্রীবাসের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার বাড়ীতে কি কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে? কীর্ত্তনে কেন আমার সুখ হইতেছে না? আমার প্রাণ কেন কান্দিতেছে?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু তুমি আমার বাড়ীতে, সুতরাং দুর্ঘটনা অসম্ভব।" প্রভু এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমাকে শীঘ্র বল, পণ্ডিতের বাড়ী কি কোন বিপদ হইয়াছে?"

ভক্তগণ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। প্রভুকে দুঃখের কথা কেহ বলিতে চাহেন না। কিন্তু শেষে বলিতে হইল।

দগণ তখন কহিলেন যে শ্রীবাসের পুত্র পরলোক-গত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "সে কি! কত ক্ষণ?" ইহাতে পার্ষদগণ বলিলেন, "এই ঘটনা চারিদণ্ড রজনীর সময় হইয়াছে, আর সে প্রায় আড়াই প্রহর হইল।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন তাঁহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল। প্রভু শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিয়া, তাঁহার বদনের ভাব দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তুমি ধন্য! তুমি অদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিলে।" কিন্তু তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। আপনাপনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন, "আমি কিরূপে এই সঙ্গ ত্যাগ করিব? এমন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ এই বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া অনেক ক্ষণ রোদন করিলেন। শ্রীবাস তখন প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস যখন বলিলেন, "প্রভু! পুত্রশোক সহিতে পারি কিন্তু তোমার নয়ন জল দেখিতে পারি না, প্রভু শান্ত হও, আমার দুঃখ নাই, দুঃখের সম্ভাবনা নাই," তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নয়ন মুছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ একটু শান্ত হইলে সকলে সেই মৃত-শিশুকে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন, আনিয়া শোয়াইলেন। প্রভু তখনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন, ও তাহাকে জীবিত ভাবিয়া দুই একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রভু প্রশ্ন করিবা মাত্রই অমনি সেই মৃত দেহে প্রাণ আসিয়া সঞ্চারিত হইল। আর শিশু কথা কহিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে সেখানে আসিলেন। শ্রীবাসের অন্যান্য পরিবারবর্গ ও ভক্তগণ মৃত-শিশুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর ইচ্ছামত মৃত-শিশু উত্তর করিতেছে, যথা, "আমার এ জগতের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমি ভাল স্থানে যাইতেছি। প্রভু! তুমি কৃপা কর, যেন তোমার চরণে মতি থাকে।" ইহা বলা হইলে তাহার প্রাণ আবার তাহার দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন মৃত পুত্র এইরূপ কথা কহিল, তখন মৃত-শিশুর জননী প্রভৃতি সকলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে সে শিশু মরে নাই, সম্পূর্ণ

রূপে জীবিত আছে। শোক, জীবের সর্ব্ব প্রধান দুঃখ। এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্বে রমণীগণ মৃত স্বামীর সহিত সহ-মরণ গমন করিতেন। শোকের কারণ আর কিছুই নয়। যিনি শোকাকুল তিনি ভাবেন যে তাঁহার প্রিয়জন চিরকালের নিমিত্ত ধ্বংস হইয়া নীরব হইল, আর সে কথা কহিবে না, আর তাহার সহিত কোন কালে মিলন হইবে না। যদি তিনি জানিতে পারেন যে তিনি যাহাকে মৃত ভাবিতেছেন সে জীবিত আছে, তবে শোকজনিত দুঃখের অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। মৃতশিশুর মুখের কথা শুনিয়া তাহার জননী পর্য্যন্ত শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং আনন্দে পরিপূরিত হইলেন। শ্রীবাসেরা চারি ভাই একেবারে প্রভুর চরণে পড়িলেন, এবং আর একবার প্রভুকে দেহ, গৃহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সমর্পণ করিলেন। আর একবার বলি কেন, তাঁহারা পূর্ব্বে এইরূপে একবার কেন, বহুবার আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রভু বলিলেন, "শ্রীবাস! যখন সংসারে আসিয়াছ তখন তোমার ইহার নিয়মের অধীন থাকিতে হইবে। তবে কেহ কেহ সংসারের দণ্ডে ক্লেশ পায়, কিন্তু তুমি তাহার বাহিরে। তবু তুমি আমার নিজজন, যথাসাধ্য তোমাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য বলি। যেমন তোমার পুত্র পরলোক গত হইয়াছে, আমি আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার পুত্র রহিলাম।"

তখন সকলে শ্রীবাসের ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণ তাহার পরে মৃতদেহ লইয়া সংকার করিতে চলিলেন।

সকলেই শোক দুঃখ ভুলিলেন, কিন্তু একটি কথা কেহই ভুলিতে পারিলেন না। সে কথাটি সকলের হৃদয়ে শেলের মত বিন্ধিয়া রহিল। সকলেই বিষন্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে প্রভু ও কি কথা বলিলেন? আমাদিগকে কি ত্যাগ করিয়া যাইবেন? প্রভু ত্যাগ করিয়া গমন করিলে ত একজনও প্রাণে বাঁচিবে না? সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে ইহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কথাটি এরূপ মর্ম্মভেদী যে উহা লইয়া কেহ পরস্পর আলোচনা করিতে পারিলেন না। সকলেই মনে মনে রাখিলেন।

দশম অধ্যায়।

আজ কেন গোরা চাঁদের বিরস বয়ান। ধ্রু
"কে আইল" "কে আইল" বলয়ে সঘন॥
চৌদিকে ভকতগণ কান্দি অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেন না বুঝি কারণ॥
ও মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে।
কত সুরধুনী গোরার আঁখি যুগে ঝরে॥
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শিরে কর হানে বাসু গদ গদ ভাষ॥

২

হরি হরি কি কহিব গৌর চরিত। ধ্রু
"অক্রূর" "অক্রূর" বলি, পুনঃ পুনঃ ধাইছে,
ভাবিয়া পুরব পীরিত।
কাঁহা মোর প্রাণ, নাথ লই যাইছ,
ডারি মোরে শোকের কূপে?
কো পুন বচন, বোলত নাহি ঐছন,
সব জন রহল নিচুপে।
রুই ভকতগণে, বোলত পুনঃ পুনঃ,
তু সব না কহসি ভাব।
ঐছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত,
না বুঝল গোবিন্দ দাস।

মাঝে মাঝে এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে দুই একটী কথা বলিতেন কি কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু অন্য সময়

একেবারে ভাবে বিভোর থাকিতেন। এক দিন শ্রীভক্তগণ নিমাইকে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখিতে লাগিলেন। মুখে যে আনন্দময় ভাব ছিল তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইলে যেরূপ মুখে চিন্তার নিদর্শন দেখা যায়, সেইরূপ ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহার মুখ চন্দ্রিমা মলিন করিল। ভক্তগণ বুঝিলেন যে কোন ঘোর উদ্বেগ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে। কিন্তু সে চিন্তাটী কি কেহ নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এরূপ সাহসও হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলেও ফল নাই, যেহেতু প্রভু হয় ত প্রশ্ন শুনিতে কি বুঝিতে পারিবেন না, ও উহার উত্তরও দিবেন না। নিমাই আপনার পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, ভক্তগণ চতুষ্পার্শে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাঁহার চক্ষে জল নাই, যেন হতাশে নয়নের জল শুখাইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কি অস্ফুটস্বরে "হায়, হায়" করিতেছেন। শচী পুত্রের এই হৃদয়বেদনা দেখিয়া দুঃখে রোদন করিতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের মনের কি দুঃখ তাহা কেহ জানেন না। সুতরাং কিরূপে সে দুঃখ অপনয়ণ করিবেন তাহাও স্থির করিতে পারিতেছেন না। সকলে বসিয়া নিমাইয়ের দুঃখ দেখিতেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

নিমাই মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছেন, কখন বা একটু উঠিয়া উঁকি মারিতেছেন, যেন কাহাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্প একটু শব্দ হইলেই চমকিয়া উঠিতেছেন, ও মুখ শুখাইয়া যাইতেছে। কখন কখন শব্দ হইলে নিকটের ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা দেখ ত, কে এলো?" এই কথা শুনিয়া কেহ বা বাটীর বাহিরে যাইয়া দেখিয়া আসিলেন, আর বলিলেন, "কই? কেহ আসে নাই।" তখন আবার নিমাই একটু শান্ত হইলেন। আবার উঁকি মারিতে লাগিলেন, আবার কোন শব্দ হইলে বলিতে লাগিলেন, "আবার দেখিয়া আইস, কেহ আসিয়াছেন কি না।" কেন নিমাই এইরূপ করিতেছেন কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময় গোপীনাথসিংহ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার পানে

শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতরভাবে চাহিয়া বলিলেন, "অক্রুর ! তবে তুমি সত্যই আসিয়াছ ? সত্যই আমাকে অনাথা করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবে ?" এই বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের মনের ভাব কি।

শ্রীবৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণ লীলা-রস সমুদায় স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ও ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া এখন শ্রীগৌরাঙ্গ এই কৃষ্ণলীলায় আর এক পদ অগ্রবর্ত্তী হইলেন। শ্রীনবদ্বীপে এখন "অক্রুর সম্বাদ" পালা আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে এই ভাব বিন্ধিয়া গেল যে শ্রীঅক্রুর আসিতেছেন, আসিয়া তাঁহার কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবেন।

এখন উপরের যে বাসুঘোষের পদ উহা অনুভব করুন। অক্রুর আসিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন, অক্রুর আসিতেছেন, আগতপ্রায় কিন্তু কখন আসিবেন ঠিক নাই, এই ভাবে শ্রীনিমাই বিভোর। কাজেই উদ্বেগে মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, কাজেই একটু উঠিয়া মুহুর্মুহু উঁকি মারিতেছেন ; কাজেই কোন শব্দ শুনিলেই "কে এলো" বলিয়া ভয়ে ব্যস্ত হইতেছেন। একটু শব্দ হইলেই ভাবিতেছেন "এই এসেছে !"

এখন মথুরার লীলা আরম্ভ হইতেছে। এখন কাজেই অক্রুরকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অক্রুরকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, করিতে করিতে ক্রমে ভাব ফুটিতে লাগিল, ভাব ফুটিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ এই রসে বিভোর হইলেন যে অক্রুর আসিয়াছেন, আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছেন। ক্রমে যেন অক্রুর তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। তখন অতি কাতর হইয়া অক্রুরকে সম্বোধন করিয়া অনুনয় বিনয় করিতেছেন। বলিতেছেন, "অক্রুর তুমি আমার কৃষ্ণকে লইয়া যাইও না।" ইহা বলিয়া এরূপ কাতর স্বরে মিনতি করিতেছেন যে ভক্তগণ, যাহারা চারিপার্শ্বে বসিয়া প্রভুর ভাব দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আবার বলিতেছেন, "অক্রুর ! আমার কৃষ্ণ যতনের ধন। মথুরায় তাঁহার যত্ন হইবে না, তাঁহার হৃদয় ভালবাসায় গঠিত। তিনি ব্রজ ফেলিয়া যাইতে মর্ম্মাহত হইবেন।" নিমাই এইরূপ বলিতেছেন আর যেন বুঝিতেছেন যে তাঁহার কথা অক্রুর না শুনিয়া তবু

কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, "অক্রুরের দোষ কি? আমার কপালের দোষ। বিধি আমার কপালে কৃষ্ণ-বিরহ লিখিয়াছে, অক্রুর কেবল সেই নির্ব্বন্ধ পালন কবিতেছে মাত্র।" শ্রীগৌবাঙ্গের সেই মুহূর্ত্তের প্রলাপ অবলম্বন করিয়া মহাজনের এই পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী রাধা বিধিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

তুইরে বিধি অক্রুর মূর্ত্তি ধরি।
আমার, কৃষ্ণ নিলি চুরি করি॥
যদি, কৃষ্ণ নিলি চুরি কবি।
রাখিস তাবে যতন করি॥
(আমার যতনেব ধনবে)

এই রূপে অক্রুবকে অনুনয় বিনয় কবিতেছেন, এমন সময় সে ভাব আরো প্রস্ফুটিত হইল। সে এই যে, নিদয় অক্রুর তাঁহার কৃষ্ণকে ছাড়িল না, লইয়া চলিল। তখন ব্যগ্র হইয়া বলিতেছেন, "অক্রুর! আমার প্রাণনাথকে কোথা নিয়া যাইতেছ? আমি বাঁচিব কিরূপে? আমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অক্রুর তৃমি আমার কৃষ্ণকে লইও না।" ইহাই বলিয়া চলিতে উঠিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ঘিবিযা দাঁড়াইলে, আবাব বসিলেন। তখন নিমাই ভক্তগণকে বলিতেছেন, (উপবেব গোবিন্দ দাসেব গীত দেখুন) "তোমরা যে চুপ করিয়া রহিলে? তোমবা যে কেহ কথা কহ না? কৃষ্ণকে যে লইয়া গেল, দেখিতেছ না?" কিন্তু ভক্তগণ এ কথায় উত্তব দিলেন না, কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তখন, "অক্রুর একটু দাঁড়াও, আমি একবার জনমের মত দেখিয়া লই," ইহাই বলিয়া উঠিয়া অক্রুরের পশ্চাৎ দৌড়িলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া ধরিতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বড় পরিশ্রম করিতে হইল না। কারণ "দাঁড়াও, দাঁড়াও" বলিয়া দু এক পা যাইতে নিমাই দাঁড়াইলেন, একটু কাঁপিলেন, আর দীঘল হইয়া ধুলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন!

ভক্তগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন যে প্রভু ধুলায় মূর্চ্ছিত হইয়া না পড়েন, কিন্তু সকল সময় তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ সকল সময় প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাহ্য গতিও বুঝিতে পারেন না।

অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহার মূর্চ্ছা ছাড়িয়া গেল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাহ্যজ্ঞান হইল না। যেহেতু তখনও আপনাকে গোপী ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছে। এই দুই ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

এই কৃষ্ণ-বিরহ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও তাহাই, তবু উভয় ভাবে অনেক প্রভেদ। ইহার তথ্য পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। পূর্ব্বে "নিমাই" "কৃষ্ণ" বিরহে কান্দিতেন, কিন্তু এখন নিমাই আর নিমাই রহিলেন না। এখন নিমাই শ্রীমতী রাধা, কি একজন গোপী। আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে যেরূপ গোপীগণ কাতর হইয়া রোদন করিয়াছিলেন সেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে :—

পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার॥

পুনঃ যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

এই মতে আনন্দে সানন্দে দিন যায়।
আচম্বিত উঠে খেদ প্রভুর হিয়ায়॥

কখন একটু চেতনা হইতেছে আর ভক্তগণকে সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমি কি প্রলাপ করিলাম? আমি কি রাধা? আমি না নিমাই?" কিন্তু ইহার উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইতেছেন না, আবার অচেতন হইতেছেন। এই গোপী ভাব উদয় হইলে, প্রভু আর শ্রীভগবান রূপে সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসেন নাই। তবু মাঝে মাঝে শ্রীভগবানরূপে প্রকাশ হইতেন বটে, কিন্তু সে কি রূপে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই যে গোপীভাবে কৃষ্ণ-বিরহ, ইহা অদ্ভুতকাণ্ড। জ্যোৎস্না দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। কেন? কৃষ্ণ বিনা কিরূপে রজনী যাপন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণকে অক্রূর লইয়া গিয়াছেন, তিনি মথুরায় আছেন, কুব্জা তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

"কুব্জা কুংসিং মতি কৃষ্ণ হরে নিল।

জীবের শিক্ষা এই অবতারের এক প্রধান উদ্দেশ্য তাহা পদে পদে বুঝা যায়। প্রভুর এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তনে বুঝা যায় যে, জীবে সাধারণতঃ প্রথমে ভক্তি লইয়া শ্রীভগবান ভজন করিয়া ক্রমে ক্রমে মধুরভাব অবশেষে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে "প্রভু" বলিয়া ভজনা করিতে করিতে তিনি শেষে পদতলস্থ ভক্তকে হৃদয়ে উঠাইয়া, যেরূপ পতি আপন নারীকে হৃদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ করিয়া থাকেন।

আপনার বাড়ীতে নিমাই বসিয়া আছেন এমন সময় সেখানে শ্রীকেশব-ভারতী আইলেন। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া শচীদেবী বলিয়াছিলেন :—

বড় সাধ ছিল মনে নদিয়া বসতি।
কাল হয়ে এলো মোর কেশব ভারতী॥

নিমাই যে "কে এলো কে এলো" বলিয়া উঠিতেছেন, সে কি এই কেশবভারতীর নিমিত্ত? কেশবভারতী একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, পরম ভক্ত, অতি শুদ্ধ চিত্ত। তাঁহাকে দর্শন মাত্র নিমাইয়ের অন্তরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি হইল। ভক্ত দেখিলেই নিমাইয়ের এরূপ হইত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া পুলকিতাঙ্গ ও তাঁহার ভাব দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া নিমাইকে দর্শন করিতেছেন। একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "তুমি শুক না প্রহ্লাদ?" এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া নিমাই আরো কান্দিয়া উঠিলেন। কেশবভারতী আবার ভাল করিয়া মুখ দেখিতে-ছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন বলিতে-ছেন তুমি শুক কি প্রহ্লাদ নও, তুমি কি বলিতেছি, যথা চৈতন্যমঙ্গলেঃ—

তুমি প্রভু ভগবান জানিনু নিশ্চয়।
সর্ব্ব জন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়॥

তাহাতে, (চৈতন্যমঙ্গলে):—

এ বোল শুনিয়া প্রভু ব্যথিত অন্তর।
ন্যাসী নমস্কারী বলে বচন মধুর॥
তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
সে কারণে যেথা সেথা দেখ কৃষ্ণময়॥

বল বল ন্যাসীবর করুণা করিয়া।
কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া॥
কৃষ্ণের উদ্দেশে কবে দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথে মুই পাবো॥

পুনঃ যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে :—

প্রশংসাং স্বাং শ্রুত্বা দ্বিগুণ বিকলোঽসৌ পুনরপি
প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনরাহাতি চকিতঃ।
ভবান্ দেবোবিষ্ণু র্বিদিতমিদমেবং খলু অয়ে
ত্যুপাকর্ণ্য শ্রীমান্ন্যসনমিহ কর্ত্তুং স চকমে॥ ৪৪॥

কেশবভারতী কাঞ্চননগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় সুরধুনীতীরে একটি সুন্দর বটবৃক্ষতলে বাস করিতেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ভারতীকে দেখিয়া নিমাই বাহ্য পাইলেন, ও তাঁহাকে অনেক যত্ন করিয়া ভিক্ষা করাইলেন, ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি দেখাইলেন। ভারতীকে নিমাই যত্ন করিলেন, করিয়া একটু বাহ্যও পাইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না।

এক দিন নিমাই পিঁড়ায় বসিয়া ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন তাহা তাঁহার কার্য্য দ্বারা কতক ব্যক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় গিয়াছেন, ইহা ত নিমাই সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। এই সাব্যস্ত করিয়া কৃষ্ণ-বিরহে দিবানিশি পুড়িতেছেন। অতি ব্যথার স্থানে ক্রোধও হয়। নিমাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র দেখিয়া মনে ক্রোধ করিলেন। ভাবিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ বড় নির্দ্দয় এবং কৃতঘ্ন। গোপীগণের সহিত তাঁহার ব্যবহার একটুও ভাল নয়। আপনি ত্রিজগৎকে মোহন করিতে পারেন তাহাই বলিয়া অনুগত সরলা গোপীগণকে মোহিত করিয়া, কুলের বাহির করিয়া, শেষে পরিত্যাগ করা, নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য হইয়াছে। এরূপ নিষ্ঠুরকে ভজন করায় ফল কি? সুখই বা কি? অতএব আর কৃষ্ণকে ভজন করিব না। বরং গোপীগণ ভাল, তাহারা কৃষ্ণের পাদপদ্মের নিমিত্ত সমুদায় ত্যাগ করিল। অতএব কৃষ্ণকে ভজনা না করিয়া গোপীগণকে ভজন করাই কর্ত্তব্য।" নিমাই অহরহঃ মুখে কৃষ্ণনাম জপ করিতেনে, কিন্তু এই অবধি

গোপীগণকে ভজন করিবেন, শ্রীকৃষ্ণকে আর ভজন করিবেন না, মনে সাব্যস্ত করিয়া, মুখে কৃষ্ণনাম জপ ছাড়িয়া দিয়া, এক মনে "গোপী" "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর ভাব কিছু কিছু বুঝেন। আর তাঁহারা প্রভুর মনের ভাব একটু বুঝিয়া বিস্মিত হইয়া সেই গোপীনাম জপ শুনিতেছেন। এমন সময় সেখানে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আসিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইনি আর নিমাই এক টোলে গঙ্গাদাসের নিকট পাঠ করিয়াছেন। অতএব প্রভুকে তিনি খুব চিনেন। নিজে তখন খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। ব্যাস যেরূপ বেদের, রঘুনন্দন যেরূপ স্মৃতির, রঘুনাথ যেরূপ ন্যায়ের, আগমবাগীশ সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য। শুনিয়াছেন নিমাইপণ্ডিত অধ্যয়ণ এবং সাধু পথ ছাড়িয়া দিয়া, "হরি ভজা" হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে, কি শুধু কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত, একবার নিমাইপণ্ডিতকে দেখিতে আসিয়াছেন। দেখেন নিমাইপণ্ডিত ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। সকলে নীরব হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তিনি এক মনে "গোপী" "গোপী" নাম জপিতেছেন।

আগমবাগীশের, নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া, জিগীষা বৃত্তি নিবৃত্তি হইয়া গেল। দেখেন যে নিমাই নিতান্ত ভাল মানুষ, মুখে দম্ভের চিহ্ন নাই, বরং তাহাতে সারল্য ও বিনয়ের জ্যোতি অতি পরিস্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। তখন এরূপ নিরীহ ক্ষমতাশূন্য লোকের সহিত কোন তর্ক কি শাস্ত্রালাপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তবে ইহাও ভাবিলেন, তিনি আগমবাগীশ যখন আসিয়াছেন তখন তাঁহার আগমন একেবারে বিফল হওয়া উচিত নয়। তিনি আসিলেন, আর চলিয়া গেলেন, অথচ কেহ লক্ষ করিল না, ইহা হইতে পারে না। অতএব এই মুগ্ধ ব্রাহ্মণকুমারকে গোটা দুই উপদেশ দিয়া যাইবেন সাব্যস্ত করিলেন। ইহাই ভাবিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার কার্য্যপ্রণালী শাস্ত্রসম্মত নয়।" কিন্তু নিমাই সে কথা শুনুন বা না শুনুন, শুনিয়াছেন যে তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে দিলেন না, অবিচলিত হইয়া "গোপী" "গোপী" নাম জপিতে

লাগিলেন। তখন আগমবাগীশ আবার বলিতেছেন, "তোমার ঐ প্রণালী অশাস্ত্রীয়। কৃষ্ণনাম জপায় পুণ্য আছে, এরূপ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। গোপী নাম জপিবার বিধি কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। অতএব গোপী নাম জপা ছাড়িয়া দাও, বরং কৃষ্ণনাম জপ কর, তাহাতে ফল পাইবে।"

কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে প্রভু মুখ তুলিলেন, তুলিয়া আগমবাগীশের কথা শুনিতে লাগিলেন। কৃষ্ণানন্দ যাহা বলিলেন নিমাই তাহার ভাব বুঝিলেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ যে কে তাহা চিনিলেন না। তবে মনের ভাব এই হইল যে, তিনি ত গোপী, আর কৃষ্ণানন্দ একজন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় মথুরার লোক। প্রভু কৃষ্ণানন্দকে চাহিয়া বলিতেছেন, "তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কৃষ্ণ-নাম আর লইব না। কৃষ্ণ নির্দ্দয় ও কৃতঘ্ন।" তখন আগমবাগীশ জিভ্ কাটিয়া বলিতেছেন, "ওকথা বলিতে নাই, শুনিতে নাই, আর কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয়া গোপী নাম জপ করিলে মহা অপরাধ হয়।" প্রভু বলিতেছেন, "তুমি কৃষ্ণের দূত হইয়া আবার আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ? তুমি আমার কুঞ্জ হতে বাহির হও।" আগমবাগীশ ইহার ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন, "আমি আর কৃষ্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না। তুমি গেলে না? দাঁড়াও, আমি তোমাকে বাহির করিতেছি।" ইহাই বলিয়া নিকটে যে এক খানা যষ্টি ছিল তাহা করে লইয়া, "বাহির হও" বলিয়া ক্রোধের সহিত আগম-বাগীশের পানে ধাইলেন। আগমবাগীশ যদি ঐ ভাবের ভাবুক হইতেন তবে প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণের দূত ভাবিয়া যেরূপ কথা কহিতেছিলেন, তিনিও সেই ভাব স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেন। কিন্তু তিনি সে ভাবের ভাবুক নহেন, অতএব প্রভুর ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই বুঝিলেন যে, একজন অতিশয় বলবান, প্রকাণ্ড দেহধারী যুবক, যষ্টি হস্তে করিয়া তাঁহাকে, কি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া, মারিতে আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ; তিনি আর কি করিবেন? "বাপ্‌রে, মার্‌লেরে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিলেন। এত ব্যস্ত হইয়া দৌড় মারিলেন, যে, পশ্চাতে যে কেহ তাহাকে মারিতে আসিতেছে না ইহা দেখিবার অবকাশও পাইলেন না। কেবল দৌড়িয়া দৌড়িয়া নিজের স্থানে,

আপনার নিজজনের মধ্যে, উপস্থিত হইলেন। তখন পশ্চাদ্দিকে দেখিলেন যে কেহ আর আসিতেছে না, আর নিজজনকে কাছে দেখিয়া অনেকটা সাহসও হইল। কিন্তু তবু কথা কহিতে পারিলেন না। ভয়ে ও পা. শ্রমে কাঁপিতে ও ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

তখন নিজজনের নিকট হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতেছেন, "অদ্য একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। অদ্য পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে প্রাণ পাইয়াছি। বড় ফাঁড়া কাটাইলাম! রাম! রাম! এমন স্থানেও মনুষ্য যায়? যাহা হউক, ইহার বিহিত করিতে হইবে। নিমাইপণ্ডিত কি দেশের রাজা হয়েছেন?"

সকলে কৌতূহলী হইয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় আগমবাগীশ বলিতেছেন, "আমি, নিমাইপণ্ডিত বড় ভক্ত শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখি, যে কতকগুলি অকালকুষ্মাণ্ড তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে, আর নিমাই "গোপী" "গোপী" নাম জপিতেছে। বেচারার অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। গোপী নাম জপা শাস্ত্রে নাই, ভাবিলাম ইহাকে একটি সদুপদেশ দিয়া যাই। ইহাই ভাবিয়া বলিলাম যে, তুমি গোপী নাম না জপিয়া কৃষ্ণনাম জপ কর। এই আমার অপরাধ। ইহাতে কৃষ্ণকে ত অনেক কটু কাটব্য বলিল, সে কথা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। তাহার পরে করিল কি,—সেই নিমাইপণ্ডিতকে দেখেছ ত, চারি হস্ত লম্বা, অঙ্গে অসুরের বল,—হাতে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল! তখন আমি দেখিলাম যে এক দৌড় মারিতে পারিলে প্রাণ রক্ষা হইলেও হইতে পারে। তাই দৌড়িয়া প্রাণ পাইলাম। এখন তোমরা বিচার কর, নিমাইপণ্ডিত কি নদের রাজা?"

আগমবাগীশের গণ যাঁহারা, তাঁহাদের নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার ধর্ম্মের উপর বড় অশ্রদ্ধা। তাঁহারা এ কথা শুনিয়া প্রভুর দোষ কীর্ত্তনের একটি উপলক্ষ্য পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। একজন বলিতেছেন, "কল্য নিমাইপণ্ডিতের সহিত একত্রে পড়াশুনা করিলাম, আজি তিনি কিরূপে গোসাঞি হয়েন?" আর একজন বলিলেন, "তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া হয় ত অভিমান করেন, কিন্তু আমরাও ত ব্রাহ্মণের তেজ রাখি। তিনি যে ব্রাহ্মণ মারিতে চাহেন

তাহার এ আস্পর্দ্ধা কেন হয়?" এক জনের পিতা একটু বড় লোক। তিনি বলিতেছেন, "তিনি জগন্নাথের বেটা, আমরাও কম লোকের সন্তান নহি।" আর এক জন বলিলেন, "তিনি যে মারিতে আসেন তিনি কি রাজা?" এই কথা শুনিয়া আর এক জন বলিতেছেন, "ইহার প্রকৃত কর্ত্তব্য আমি বলিতেছি। তিনি যেমন আমাদের মারিতে আইসেন আমরাও তাঁহাকে মারিব, দেখি তাঁহাকে কে রাখে।"

তাহারা শ্রীনিমাইকে মারিবেন এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এখন নিমাইয়ের কথা শ্রবণ করুন। তিনি যষ্টি হাতে করিয়া যেমন "বাহির হও" বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্তগণও তাঁহাকে ধরিতে উঠিলেন। এদিকে প্রভুর ভাব দেখিয়া আগমবাগীশ চীৎকার করিয়া ভয়ে দৌড় মারিলেন। আগমবাগীশের ভয় ও দৌড় দেখিয়া শ্রীনিমাইয়ের রসভঙ্গ হইল ও তদ্দণ্ডে তাঁহার নিপট্ট বাহ্য হইল। যদি কৃষ্ণানন্দ এই কৃষ্ণের দূতের ভাব স্বীকার করিয়া নিমাইয়ের সহিত ব্যবহার করিতেন, তবে হয় ত তাঁহার মোটে বাহ্য হইত না।

নিমাই অনেক দিবস পর্য্যন্ত গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিভোর ছিলেন। কিছুতেই তাঁহার সে ভাব যায় নাই। সে ভাব দেখিয়া শচী প্রভৃতি ও ভক্তগণে কান্দিয়া কান্দিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহারা নানা চেষ্টায় প্রভু যে এই ভাব সাগরে ডুবিয়া আছেন, তাহা হইতে উঠাইতে পারেন নাই। কিন্তু আগমবাগীশ আসিয়া অতি সহজে তাঁহাকে চেতন করাইয়া দিলেন। কথায় বলে—

"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

প্রভু সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পাইয়া হাতের যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আবার তাঁহার স্থানে আনিয়া বসাইলেন। প্রভু বসিয়া ভক্তগণ পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?" ভক্তগণ কিছু বলিলেন না। কিন্তু তবু শ্রীনিমাই সমুদায় জানিতে পারিলেন। তিনি যে যষ্টি হাতে করিয়া আগমবাগীশকে তাড়াইয়াছিলেন এ সমুদায় তাঁহার স্মরণ হইল। তখন তাঁহার চাঁদমুখ ক্লেশে একেবারে মলিন হইয়া গেল। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া বিষণ্নমনে অবনত মুখে রহিলেন।

নিমাইয়ের এই নীরব অবস্থা রহিয়া গেল। তিনি যে কি ভাবিতেছেন ও ভাবিয়া ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না, কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইলেন না। তবে সকলে দেখিলেন যে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান রহিয়াছে, আর তিনি কোন ভাবে অভিভূত নহেন। এইরূপে নীরবে নিমাই গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন, ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু গঙ্গাতীরে বসিলেন, ভক্তগণ একটু দূরে বসিলেন। এমন সময় এই একটি কথা বলিলেন, 'কফ নিবারণের নিমিত্ত পিপ্পলি-খণ্ড ঔষধ ব্যবহার করিল, কিন্তু কফ্ নিবারণ না হইয়া আরো বাড়িয়া চলিল।" এই কথা বলিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন। অর্থাৎ প্রভু যে হাস্য করিলেন তাহাতে বুঝা গেল যে সে সুখের হাসি নয়, ক্লেশের হাসি।

ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। এ কথার অর্থ কি সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রভু বলিয়াছিলেন; "এমন সঙ্গ কিরূপে ত্যাগ করিবেন," এখন বলিতেছেন, "ঔষধে পীড়া না সারিয়া বাড়িয়া চলিল," এই দুইটি কথা মিলাইয়া সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। নানাজনের নানা মত, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু যিনি যাহাই স্থির করুন, সকলেই একটি বিষয় নিশ্চিত বুঝিলেন। সেটি এই যে, প্রভু কি নিঠুরালী করিবেন, মনে মনে তাহারই যুক্তি করিতেছেন। কিন্তু কিরূপে কি করিবেন তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে কাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। পুত্রের আসন্ন কাল উপস্থিত হইলেও পিতা মাতা মুখে বলিতে পারে না, পুত্র মরিবে, কি মরিতেছে। প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, ভক্তগণ এ কথা মুখেও আনিতে পারিতেছেন না। ক্ষণিক পরে শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া প্রভু নিভৃতে বসিলেন। কিন্তু বলরাম দাস এই সময়কার কথা লইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় যে একটি প্রস্তাব লিখেন তাহা এস্থানে আমরা অগ্রে দিব:—

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী মানিতেছেন।

"নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইয়াছেন। নূতন যৌবন, অমানুষিক রূপ, সুন্দর বসন। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লেপিত, গলে মালতীর মালা, অতি

সূক্ষ্ম শুভ্র উপবীত শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া শোভা করিতেছে।, দুষ্ট লোকে ইহা দেখিয়া ঈর্ষা করিতে লাগিল।

"আবার ভক্তগণ তাঁহাকে গৌরহরি, ও পূর্ণব্রহ্মসনাতন বলিতে লাগিলেন, ও ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সুখ বিলাসের অবধি রহিল না। তাঁহার ভক্তগণ দেহ মন প্রাণ যথা সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতি দিবস তাঁহার বাড়ীতে বিবিধ উপহার আসিতেছে। যিনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ভাবেন তাহার অগ্রভাগ প্রভুকে না দিয়া কেহ ভোগ করেন না। যিনি যখন দর্শন করিতে আসেন, হস্তে ফুলের মালা চন্দন, ও কোন উপাদেয় দ্রব্য লইয়া আইসেন।

"এই সমস্ত দেখিয়া দুষ্ট লোকের সহ্য হইল না। তাহারা বলিতে লাগিল, 'শচীর বেটা আবার ঠাকুর হহল? নিমাইপণ্ডিতের বড় সুখ হয়েছে। ঠাকুর হয়েছেন, ক্ষীর ছানা চলিতেছে, আর দেখ না, কেমন নাগর হইয়া বেড়ান? উহার নাগরালি ঘুচাইতে হইবে।' ইহাই বলিয়া ষণ্ডার দল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিবে এই পরামর্শ করিতে লাগিল।

"অন্তর্যামী ভগবান ইহা জানিলেন, ক্রমে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, 'শ্রীপাদ, নগরে পরামর্শ হইতেছে যে আমাকে প্রহার করিবে, এ কথা আপনি শুনিয়াছেন?' এ কথায় শ্রীনিত্যানন্দ কি উত্তর দিবেন, অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 'যাহারা আমাকে প্রহার করিবে পরামর্শ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি জানি। আমি সন্ন্যাসী হইব। কৌপীন পরিয়া হাতে করোঙ্গা লইয়া সেই সমুদয় লোকের বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা মাগিব। আমার গার্হস্থ্য সুখ নাশ ও ভিক্ষুক অবস্থা দেখিলে আর তাহাদের আমার উপর ক্রোধ থাকিবে না। বরং দয়া হইবে ও তখন স্বচ্ছন্দে তাহারা হরিনাম গ্রহণ করিবে'।

"পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আবিষ্ট হইয়া, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ও চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী মানিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 'শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। তুমি সাক্ষী থাকিলে। চন্দ্র সূর্য্য তোমরা সাক্ষী রহিলে। আমার সন্ন্যাসে, আমার নিজজন বড় দুঃখ পাইবেন। কেহ কেহ ইহাতে আমার উপর ক্রোধ

করিবেন, কেহবা মনের দুঃখে আমাকে ত্যাগ করিবেন। কোন কোন ভক্ত মন দুঃখে আমাকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু তোমরা সাক্ষী রহিলে, আমি স্বইচ্ছায় সন্ন্যাসী হইতেছি না। আমি জীবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সুখে বাস করিতেছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে আমি সুখে থাকিলে তাহারা সুখী হইবে। কিন্তু আমার সুখ তাহাদের প্রিয়কর হইতেছে না। অতএব এই অবধি আমি দুঃখী ভিক্ষুক হইব, হইয়া জীবের মনস্তুষ্টি করিব। অতএব তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি যে, ঘরের বাহির হইলাম, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই'।"

উপরের উদ্ধৃত প্রস্তাবটির তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। নিমাইকে তাঁহার নিজজনে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। প্রাণের অধিক ভালবাসা যে বলিলাম, ইহা বাহুল্য বর্ণনা নহে। অনেকেই তাঁহার নিমিত্ত অনায়াসে প্রাণ দিতে পারেন। তাহার পরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। তাঁহার নবীনা ঘরণীর কেবল যৌবনাঙ্কুর হইতেছে। নিমাই এ সমুদায় নিজজনকে কি দোষে ছাড়িয়া যাইবেন? তিনি এখন সমুদায় অনুগত জনের হৃদয়ে শেল হানিলে তাঁহার নিঠুর ও কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য্য করা হয়। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কি ইচ্ছা তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে থাকিয়া পৃথিবীর যত সুখ আছে সমুদায় ভোগ করুন। প্রভুর অঙ্গে কৌপীন তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? প্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আর তোমরা আমাকে দোষিতে পারিবে না। আমি তোমাদের তুষ্টির নিমিত্ত সংসারে থাকিয়া আনন্দে দিন যাপন ও নৃত্য গীত করিতেছিলাম। কিন্তু জীবের তাহা সহ্য হইল না। বরং তাহাদের আমার উপরে ক্রমে ক্রোধ হইতেছে। আমি এখন সমস্ত সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, তোমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, জীবগণের মনস্তুষ্টি করিব। আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৌপীন পরিয়া যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে, তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা মাগিব।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিতেছেন, "প্রভু! এমন নিঠুরাণী করিও না। মায়ের দশা একবার মনে কর।"

প্রভু বলিতেছেন, "সেই জন্ম আমি সংসারে থাকিয়া, তোমাদের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। জীবে আমার গার্হস্থ্য সুখ দেখিয়া হরিনাম লইল না। ইহা তোমরা এখন স্বচক্ষে দেখিলে। কাযেই আমার গার্হস্থ্য সুখের ও তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত, কঠিন জীবগণের উদ্ধার হইল না। এখন শ্রীপাদ! তুমি আমাকে উপদেশ কর। তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমি সংসারে থাকিয়া সুখভোগ করিব, না কৌপীন পরিয়া তোমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, জীবগণকে উদ্ধার করিব?"

শ্রীনিত্যানন্দ উত্তর করিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিলেন। নিতাইয়ের নয়ন দিয়া জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। নিতাই ভাবিতেছেন, "প্রভু, শ্রীভগবান। তিনি তাঁহার ত্রিতাপিত জীবগণকে, স্বয়ং কাঙ্গাকরঙ্কধারী হইয়া, উদ্ধার করিবেন। আমি নিবারণ করিলে তিনি শুনিবেন কেন? আর আমিই বা নিবারণ করি কি বলে? কিন্তু আমার কথা আমি ভাবি না, প্রভু যেখানে গমন করেন আমি সঙ্গে যাইব। প্রভুর পথ হাঁটিয়া, উপবাসে, শীতে, রৌদ্রে ক্লেশ হইবে তাহাও তত ভাবিতেছি না। কিন্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে?" ইহাই ভাবিয়া নিতাই ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। নিতাই একটু স্থির হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়। তোমাকে কে বাঁধ দিবে, বা নিষেধ করিবে? তবে এই নিবেদন, আর পাঁচজন ভক্তের নিকট এই কথা বলুন, আর যাইবার পূর্ব্বে তোমার বিরহে যেন সকলে না মরিয়া যায়, তাহার উপায় করুন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলেন, ও মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইও না। আমি এখনি যাইতেছি না। আর আমি যাইবার আগে সকলকে বলিয়া কহিয়া স্থির না করিয়া যাইব না।"

একাদশ অধ্যায়।

যাই মাগো তোমায় তোমার বধূর কাছে রেখে। ধ্রু
সদা কৃষ্ণ নাম নিও, [যাবার বেলা] নিমাইর এই ভিক্ষে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া অবোধিনী, ছুখিনী সে অনাথিনী,
যতন করে দিও তারে কৃষ্ণনাম শিক্ষে॥
রইতে নারি নিমাই গেল, এ কলঙ্ক চিরকাল,
জলন্ত অনল সম, বলরামের বক্ষে॥

প্রভু কিন্তু এ কথা আর কাহাকেও, নিতাইকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, সে ভাবে বলিলেন না। তাঁহার মনের কথা কথক প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সে অন্য প্রকারে। কিরূপে বলিতেছি। পদকর্ত্তা বাসুঘোষের অগ্রজ পদকর্ত্তা গোবিন্দ ঘোষ ও মুকুন্দ বসিয়া আছেন, এমন সময় গদাধর দৌড়িয়া আসিয়া একটি সংবাদ বলিলেন। এই ঘটনা গোবিন্দ ঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরয়,
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ॥
ইহা ত না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আছে বসি।

নিঝরে নয়ন ঝোরে, বুকবাহি ধারা পড়ে,
মলিন হৈয়াছে মুখ শশি ॥
দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আন চান,
শুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হইল, তবে মুঞি নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন উত্তর ॥
আমিত বিবশ হইয়া, তারে কিছু না কহিয়া,
ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এই ত কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া।
গোবিন্দ ঘোষ কহয়, ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুঞি যাইব মরিয়া ॥

গদাধর মুকুন্দের ওখানে এই সংবাদ বলিতে যাওয়ার কারণ আছে। প্রথম গদাধরে ও মুকুন্দে এক আত্মা, আর দ্বিতীয়, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন এ সংবাদ মুকুন্দ সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন। তিনি ভাব গতিকে পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রভু আর অধিক দিন ঘরে রহিবেন না, যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ।
প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ ॥
"শুন শুন সর্ব্বজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে এই দেব বিশ্বম্ভর ॥
যাবৎ আছয়ে দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পুরিয়া ॥
ছাড়িয়া যাইবে প্রভু নিজ গৃহবাস।
জননী ছাড়িবে আর সব নিজ দাস ॥"

এখন প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন গদাধর ইহা কিরূপে বুঝিলেন বলিতেছি। প্রভু নীরবে আছেন, মনের ভাব কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। তাঁহারা ভক্তগণও নীরবে তাঁহার সহিত দিবানিশি বাস করিতেছেন। এক দিন সকালে প্রভু উঠিয়া অতি কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও সেই ভাব দেখিয়া ও করুণ রোদন শুনিয়া ধৈর্য্য হারা হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় প্রভু তাঁহাদের রোদন দেখিয়া আপনা হইতে বলিতেছেন, "কল্য নিশিযোগে আমি এক দুস্বপ্ন দেখিয়া বড় কাতর হইয়াছি, আর আমি রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।" তখন স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত সকলে প্রভুর মুখ পানে আগ্রহের সহিত চাহিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে একজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে আসিয়া সন্ন্যাসের একটি মন্ত্র বলিল। তাহা আমার হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিন্ধিয়া গেল। আমি এখন কোন ক্রমে মন স্থির করিতে পারিতেছি না।" ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কোন ভক্ত বলিলেন, "ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কি আমরা বুঝিলাম না। কেহ কোন মন্ত্র বলিয়া থাকে তাহাতে তুমি কান্দ কেন? মনে করিলেইত রোদন সম্বরণ করিতে ত পার?"

প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি পারিতেছি না। সে মন্ত্র আমার হৃদয়ে বিষের স্বরূপ জ্বলিতেছে। সে মন্ত্রের কথা মনে করিতেছি আর আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। সে মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে "তুমি তিনি," কিন্তু তোমরা বিবেচনা কর যে, (যথা চৈতন্যমঙ্গলে:)

কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কায॥

"যদি আমি আর শ্রীভগবান এক হইলাম, তবে ভক্তি কি প্রেম রহিল না। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ রহিলেন না, তাহা হইলে আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া আমার কি কার্য্য সাধন হইবে?" প্রভুর এই উক্তিতে সম্ভবতঃ কোন ভক্ত, প্রভু যে স্বয়ং ভগবান ইহা ইঙ্গিত করিয়া, বলিয়া থাকিবেন, "তুমি তিনি, এ কথা অন্যায় কি হইল? ঠিক কথাইত বলা হইয়াছে? যে ব্রাহ্মণ তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া গিয়াছে সে তোমার তত্ত্ব অবগত আছে বই নয়।"

কোন ভক্ত এরূপ বলিয়া থাকিবেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ যে প্রভুর এই দুঃখের কারণ হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু তখন একটি রহস্যের তরঙ্গ না উঠিলে মুরারি অত দুঃখের মাঝে কিরূপে প্রভুর সহিত রহস্য করিলেন? এখন শ্রবণ করুন। মুরারি গুপ্ত করপুটে নিবেদন করিতেছেন, "প্রভু! তুমি সেই মন্ত্রকে ষষ্ঠীতৎ-পুরুষ কর," যথা চৈতন্য চরিত কাব্যেঃ—

ইতি শ্রুত্বা গুপ্ত সপদি স মুরারিঃ সমরদৎ।
প্রভোতৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষ বচনং তত্র করুভোঃ।

অর্থাৎ মুরারি বলিতেছেন যে, "প্রভু! মন্ত্রের অর্থ যদি তুমি তিনি অর্থাৎ তুমি আর ভগবান যদি এক এইরূপ হয়, তবে তুমি সেই মন্ত্রকে 'তুমি তাঁহার" করিয়া লও। তাহা হইলেই হইল।"

এ কথা শুনিয়া অতি দুঃখের মাঝেও শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিলেন, করিয়া বলিতেছেন. "ঠিক হইয়াছে! তাহাই করিব। যেমন বিষ, তাহার উপযুক্ত প্রতীকার তুমি বলিলে। কিন্তু কি করিব, আমি স্ববশে নাই। আমার প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া উঠিতেছে। এ কি শব্দের শক্তিতে হইতেছে? যাহাই বল, আমার আর সংসারে থাকা হইল না। আমি বুঝিলাম আমাকে এতদিন পরে গৃহের বাহির হইতে হইল।"

এই কথা শুনিয়া গদাধর আর প্রভুর পানে চাহিতে পারিলেন না। মাঠের মাঝ খানে যেরূপ দেবতার গর্জ্জন শুনিলে, লোকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া দৌড় মারে, সেইরূপ গদাধর দৌড়িয়া মুকুন্দের নিকট গমন করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। গদাধর বলিলেন, "তাঁহার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।" মুকুন্দ বলিলেন তাঁহারো তাহাই, গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, তাঁহারও তাহাই, এই কথা বলিয়া সকলে মুখ চাওয়াচাই করিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

নিতাই প্রভুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন, যে তিনি সংসার ছাড়িবেন! এখন ভক্তগণও এক প্রকার বুঝিলেন যে প্রভু আর অধিক কাল গৃহে থাকিতেছেন না। প্রভুর ভক্তগণ তখন পৃথিবীর সমুদায় সুখ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছেন। তাঁহারা নয়ন মুদিলে প্রভুর রূপ দেখেন। নয়ন মেলিলে

তাঁহার রূপ দেখিতে পাইবেন বলিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকেন। যখন আপনারা আপনারা কথা বলেন, তখন কেবল প্রভুর কথাই বলেন।

এক জন আসিতেছেন এক জন যাইতেছেন, পথে দেখা হইলে আগের জন জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু কেমন আছেন, কি করিতেছেন।" আর কোন কথা আছে, আর কোন বস্তু আছে, ভক্তগণ তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহারা শুনিলেন যে সেই প্রভু তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। কাজেই গদাধর বলিলেন, "আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।" সকলেই মনে মনে সংকল্প করিলেন যে প্রভু যদি প্রকৃতই এরূপ নিঠুরালী করেন, তবে সকলে প্রাণত্যাগ কি ঐরূপ একটা কিছু করিবেন। তাঁহাদের বিশেষ ভয়ের কারণ এই যে প্রভু কি করিবেন তাহা তাঁহারা জানেন না। সকলেই ইহাই লইয়া দিবা নিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সকলের আহার নিদ্রা সুখেচ্ছা একেবারে গেল।

শচী এ সমুদায় কথা কিছু জানেন না। কিন্তু তবু দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছেন। মধ্যযোগে নিমাইকে সংকীর্ত্তনে মগ্ন দেখিয়া শচী ভাবিয়াছিলেন যে পুত্র এত দিন পরে বান্ধা পড়িল, আর বিশ্বরূপের ন্যায় নিঠুরালী করিয়া পলাইতে পারিবে না, কারণ নিমাই সংকীর্ত্তনে পাগল, আর বাড়ী ছাড়িয়া এরূপ সংকীর্ত্তন কোথাও পাইবে না। কোথায় নিতাইকে পাইবে, কোথায় অদ্বৈতকে পাইবে, কোথায় শ্রীবাসকে এবং কোথায় অন্যান্য সঙ্গী পাইবে? সুতরাং নিমাই এ সমুদায় সঙ্গীর ও সংকীর্ত্তনের লোভ ছাড়িয়া পলাইবে না। কিন্তু নিমাইয়ের সংকীর্ত্তনে স্পৃহা কমিয়া গেল, নৃত্য গীত এক প্রকার থামিয়া গেল, সঙ্গীগণের সহিত কৃষ্ণ কথা বন্ধ হইল, কেবল থাকিল,—নীরবে রোদন ও বিভোর অবস্থা। শুদ্ধ ইহা নয়। পূর্ব্বে নিমাই আনন্দে ডগমগ এখন যেন অতি ব্যথিত, যেন হৃদয়ে শেল বিন্ধিয়া রহিয়াছে, আর তাহাতে চন্দ্রবদন কাতর। শচী আর মনোদুঃখে নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিতে পারেন না। কিন্তু সেও শচীর প্রকৃত দুঃখ নয়। নিমাই কি আর ঘরে থাকিবে? আর নিমাইকে কিসে ঘরে আটকিয়া রাখিবেন? নিমাই তাঁহার বাধ্য নয়, বিষ্ণুপ্রিয়ার বাধ্য নয়, নিমাই ত আর সংকীর্ত্তনে মত্ত নাই? নিমাই ত আর তাহার ভক্তগণের নয়? নিমাই তখন আপনা আপনি বসিয়া কান্দে, কাহার সহিত কথা কহে না।

এমন সময় শচী দেখিলেন যে কেশবভারতী আসিয়াছেন, আর নিমায়ের সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। তখন মনে, "নিলে, নিলে! আমার নিমাইকে নিলে!" মনে এই মহা আতঙ্ক হইল। কি করেন কিছু সাব্যস্ত করিতে না পারিয়া, দুঃখিনী শচী তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগ্নী, চন্দ্রশেখরের পত্নীকে, ডাকাইয়া আনিলেন। ভগ্নী আইলে অতি নির্জ্জন স্থানে তাঁহাকে লইয়া শচী বসিলেন। তখন অতি বিষন্ন মনে বলিতেছেন, যথা প্রেম দাসের চন্দ্রোদয় নাটকে :—

শচী বলে ভগ্নী শুন, তোমারে কহি যে পুনঃ,
আমার জীবন বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাসী দেখিয়া তারে, বড়ই আদর করে,
তা দেখিয়া মোর লাগে ডর॥

শচীর ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, নিমাই কবে কিরূপে কাহাকে আদর করিলেন? তাহাতে শচী বলিলেন, "সে দিবস কেশবভারতী নামক একজন সন্ন্যাসী আইলে নিমাই তাহার সহিত কি কথা বলিল, আর কত আদর করিয়া তাহাকে খাওয়াইল, দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।" ভগ্নী বলিলেন, ইহাতে দোষ কি হইল? বোধ হয় কেশবভারতী বড় একজন ভক্ত হইবেন, তাই নিমাই তাঁহাকে আদর করিয়াছেন।

শচী। ভগ্নী তুমি কি ভুলে গিয়াছ? সন্ন্যাসীর নাম শুনিলে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বিশ্বরূপ আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে তাহা ত আর ভুলিবার নহে। আমার বাড়ীর পাশ দিয়া যদি সন্ন্যাসী যায় তবে আমি অমনি ঠাকুর ঘরে গিয়া হত্যা দিই, যেন আমার নিমাইকে না নিয়া যায়। যদি ঘাটে সন্ন্যাসী দেখি তবে আমার অমনি বোধ হয় যে সে নিমাইকে ভুলাইয়া লইতে আসিয়াছে।

তখন দুই ভগ্নী পরামর্শ করিয়া সাব্যস্ত করিলেন যে এ কথা নিমাইকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। শচী বলিলেন, "ভগ্নী! দেখ দেখি নিমাই বাহিরে আছে কি না? স্নানের বেলা হইল, এখানো বাড়ী আইলো না কেন?" ইহাই বলিতে বলিতে শচীর ভগ্নী বলিতেছেন, "ঐ যে নিমাই

আসিতেছেন," বলিতে বলিতে নিমাই আসিলেন। শচী দেখিলেন নিমাই সচেতন আছেন।

নিমাই জননীকে দেখিলেই করপুটে পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতেন। যে কয়েক বার এরূপ দেখিতেন সে কয়েকবারই এইরূপ করিতেন। জননীকে দেখিয়া অমনি ভক্তিতে গদ গদ হইয়া শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন। যথা চন্দ্রোদয়েঃ—

মায়ে দেখি গৌরহরি, দুই হস্তাঞ্জলি করি,
প্রণমিল চরণ যুগোল।

শচী চির-জীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিতেছেন, "বাপ, আমার নিকট বসিয়া তোমার মাসী, দেখিতেছ না? উহাকে প্রণাম কর" এ কথা শুনিয়া,

মায়ের আজ্ঞায় তারে, প্রণমিল বিশ্বম্ভরে,
তিঁহ তবে সঙ্কুচিত হইল।

যদিও তিনি প্রভুর মাসী, তবু প্রভু প্রণাম করিলেন বলিয়া জড়সড় হইলেন।

শচী সমস্ত মনের কথা খুলিয়া পুত্রের নিকট বলিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মন কেবল এক সাধে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ নিমাই ঘরে থাকিয়া সংসার করুক। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস হইতেই এই সাধ অতি প্রবল হইয়াছে। কিন্তু নিমাই একেবারে সংসারের সুখকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং তাঁহার এক ভাব, নিমাইয়ের এক ভাব, কাযেই পুত্রের নিকট সমুদায় মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন। এখন শচী চিন্তায় ব্যাকুল, অতএব পূর্ব্বকার সঙ্কোচিত ভাব সংকল্প দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব। আমাকে ভাড়াইবা না, উচিত উত্তর দিতে হইবে।"

নিমাই। যে আজ্ঞা, মা।

শচী। তুমি সন্ন্যাসী দেখিয়া অত আদর কর কেন? কেশবভারতীকে সে দিবস তোমার অত ভক্তি দেখিয়া আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

নিমাই। মা, ভারতী ঠাকুর পরম ভক্ত তাহাই আদর করিয়াছি। তাহাতে দোষ কি?

শচী। নিমাই, তুমি আমাকে ভাড়াইতেছ? আমার কথার উত্তর দিতেছ না। তুমি কি বিশ্বরূপের মত আমার বুকে শেল মারিয়া আমাকে ফেলিয়া যাইবে? স্পষ্ট করিয়া উত্তর দেও।

নিমাই। মা, আমায় কি করিতে হইবে আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি স্ববশে নাই। কিন্তু আমি যদি কোথাও যাই, তোমাকে বলিয়া যাইব। যদি কোথা যাই, তোমার অনুমতি লইয়া যাইব, আর যদি কোথা যাই, তবে আবার আসিয়া তোমাকে দেখা দিব।

শচী এ সমুদায় কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া পুলকিত হইলেন। নিমাই সত্যবাদী; চন্দ্র সূর্য্য নষ্ট হইবে, তবু নিমাইয়ের কথা লঙ্ঘন হইবে না তাহা শচী জানেন। এরূপ স্পষ্ট করিয়া কখন তিনি তাঁহার মনের ভাব পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন নাই, এরূপ স্পষ্ট উত্তরও পান নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে উত্তর দিলেন, তাহাতে শচী একেবারে নিঃশঙ্ক হইলেন। তখন মনের মধ্যে একটি প্রাচীন কথা তাঁহাকে ক্লেশ দিবার অবসর পাইয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। এ কথাটি এত দিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এত দিন তিনি এ কথাটি গোপন করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। এখন যখন নিঃশঙ্ক হইলেন, মনে যখন বুঝিলেন যে নিমাই বিশ্বরূপের মত তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবেন না, তখন তাঁহার কায ভাল হয় নাই বুঝিতে পারায় তাঁহার অনুতাপানল জলিয়া উঠিল। শচী বলিতেছেন, "বাপ, আমি তোমার নিকট একটি বিষয়ে বড় অপরাধী আছি। আমি এত দিন ভয়ে বলি নাই। অদ্য বলিব, তুমি বাপ অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবা।"

শ্রীনিমাই শিহরিয়া বলিতেছেন, "মা! এ কথা বলিতে নাই। জননীর আবার পুত্রের নিকট অপরাধ কি? তবে বিবরণ কি, বল, শুনিতেছি।"

শচী বলিতেছেন, "সে তোমার দাদা বিশ্বরূপের কথা।"

এ কথা বলিতেই নিমাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন, "সে কি! দাদার কথা? দাদার কথা এ জন্মে শুনিব ইহা আমি কখন আশাও করি নাই। বল বল, আমি শুনিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছি।"

শচী বলিতেছেন, "তোমার দাদা যখন আমার বুকে আগুন দিয়া আমাকে ফেলিয়া যায়, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে আমার হস্তে এক খানি পুঁথি দিয়া বলিল, "মা!, নিমাই বড় হইলে তুমি তাহাকে এই পুঁথি খানা দিয়া বলিবা যে, তোমার দাদা তোমায় এই পুঁথি খানা পড়িতে বলিয়াছে।"

শচী বলিতেছেন, "এই কথা শুনিয়া আমি পুঁথি লইলাম না। আমি বলিলাম যে 'আমি কেন দিব? তুমি নিজে দিলেইত পারিবে?' তাহাতে বিশ্বরূপ অতি কাতর হইয়া বলিল, 'মা! আমার এ কথা তোমার রাখিতে হইবে। যদি আমি পারি তবে আমিই নিমাইকে দিব। কিন্তু মরণ বাঁচনের কথা কিছু বলা যায় না। তাই এই পুঁথি খানা তোমার কাছে রাখিতে চাই। যদি আমি না পারি নিমাইকে দিও।' "

শচী বলিতেছেন, "তখন আমি জানি না যে বিশ্বরূপ আমার বুকে শেল মারিবে। আমি তাহার বিনয় বচনে মুগ্ধ হইয়া পুঁথি খানা লইলাম।" ইহাই বলিয়া শচী মস্তক অবনত করিয়া নীরব হইলেন।

নিমাই জননীকে চুপ করিতে দেখিয়া একটু অধৈর্য্য হইয়া বলিতেছেন, "মা, চুপ করিলে কেন? বুঝিতেছ না যে তোমার কাহিনী শুনিতে আমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে?"

শচী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "বাপ! আমার বলিতে ভয় করে!"

তখন শ্রীনিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "মা, তুমি আমাকে ভয় কর এ তোমার বড় অন্যায়। আমি যাই হই তোমার পুত্র বই নয়, তুমি শীঘ্র বল সে পুঁথি খানা কোথায়?"

শচী তখন অবনত মস্তকে বলিলেন, "বিশ্বরূপ তাহার পরে সন্ন্যাস করিল। এক দিন রন্ধন করিতে করিতে সে পুঁথির কথা মনে পড়িল। সেই পুঁথি খানা আনিলাম, তোমাকে দিব কি না ভাবিতে লাগিলাম। শেষে ভাবিলাম পড়িয়া শুনিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইল। এই পুঁথি যদি নিমাই পড়ে তবে হয় ত তাহার মনেও ঔদাস্য হইবে, তাহাই ভাবিলাম যে পুস্তক খানি নিমাইকে দিব না।" ইহা বলিয়া শচী আবার চুপ করিলেন। নিমাই ইহাতে আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, "তবে পুঁথি খানা এখন দাও, আমি উহা দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যগ্র হইয়াছি।"

শচী তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি পুঁথি তোমাকে দিব না ভাবিয়া উহা আখার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছি?"

নিমাইয়ের চন্দ্র বদন মলিন হইয়া গেল!

শচী উহা দেখিয়া বলিতেছেন, "বাপ! তুমি রাগ করিবে জানি, তাই আগে আমি ক্ষমা চাহিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া নিমাই লজ্জা পাইলেন, মুখ উঠাইয়া জননীকে চাহিয়া মধুর হাস্য করিলেন। বলিতেছেন, "আমার দাদার একমাত্র নিদর্শন পুঁথি খানা নষ্ট হওয়ায় স্বভাবতঃ দুঃখ পাইয়াছিলাম, মা আমাকে ক্ষমা কর। তোমার দোষ কি? তুমি বাৎসল্য প্রেমে অভিভূত। তুমি ভালই করিয়াছ। তুমি স্বচ্ছন্দ হও, আমিও স্বচ্ছন্দ হইলাম।"

শচীর মনে তদ্দণ্ডে আবার একটু শঙ্কার উদয় হইল। বলিতেছেন, "নিমাই তুমি যে বলিলে যদি যাই তবে বলিয়া অনুমতি লইয়া যাইব,—তুমি কি কোথা যাইবে?" নিমাই বলিলেন, "হাঁ মা, আমার ইচ্ছা আছে যে, কোন পুণ্যভূমি দর্শনে যাইব।"

শচী। তুমি বল কি? তুমি তিল মাত্র অদর্শন হইলে আমি মরিয়া যাইব।

নিমাই। মা! তুমি বিপরীত বুঝিতেছ। আমি তোমাদের সুখের নিমিত্ত যাইব।

শচী। বাপ, যাহা কর, আমাকে আর দুঃখ দিও না।

নিমাই। মা, তোমার কি কোন দুঃখ আছে? (যথা চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ):—

তোমার মানসে সদা, কৃষ্ণচন্দ্র আছে বাঁধা,
তাহাতে সম্পূর্ণ আছ তুমি।
দশ দিক সুখময়, সদাই তোমার হয়,
তোমারে বা কি বলিব আমি?

শচী। বাপ, তাহা সত্য, কৃষ্ণ সকলের কর্ত্তা, কিন্তু তুমি আমার সুখ দুঃখ দিবার কর্ত্তা। তুমি বল কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে আছেন তাহাই শুনি, কিন্তু আমি ভিতরে কি বাহিরে তোমাকে বই ত কৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।

নিমাই। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমাকে না বলিয়া, তোমার অনুমতি না লইয়া, কোথাও যাইব না।

শচী। তা বটে।

এখন শ্রীনিমাইয়ের সাহস অনুভব করুন। তিনি পুত্র, শচী জননী, তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননী। তিনি শচী-জননীর নিকট অনুমতি লইয়া কৌপীন পরিবেন! এইরূপ সাহস কি সামান্য জীবের হইতে পারে?

দ্বাদশ অধ্যায়।

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি।
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥
আপন বঁধুয়া, বান্ধিয়া আনিব,
আমি না ডরাই কারে।
যদি রাখে কেউ, ত্যজিব এ জিউ,
নারী বধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম নাগরের হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, রাখিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে।
জ্ঞান দাস কহে, বিনয় বচনে,
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
দারুণ কুলের বাধা॥

নিমাই দাস্য ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়াই তিনি স্বয়ং ভগবান এই পরিচয় দিলেন। তাহার পর গোপীভাবে ব্রজলীলা আস্বাদ করিয়া, তাঁহার

ভক্তগণকে উহা আস্বাদ করাইতেছিলেন, কিন্তু জীবের দুর্ম্মতি দেখিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে, ভক্তগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত তাঁহার আর একটি কার্য্য আছে, অর্থাৎ নাস্তিক, মায়াবাদী, অভক্ত প্রভৃতি কঠিন জীবগণকে উদ্ধার করা। অতএব তিনি সন্ন্যাস করিয়া জীবগণের হৃদয় দ্রব করিবেন, করিয়া তাহাতে হরিনামরূপ বীজ রোপণ করিবেন, ইহাই সাব্যস্ত করিলেন। এমন সময় কেহ স্বপ্নযোগে সন্ন্যাসের মন্ত্র তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন।

স্বপ্নযোগে সন্ন্যাসের পূর্ব্বে এই মন্ত্র প্রদান করিবার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য ছিল বলিয়া বোধ করা যাইতে পারে। প্রভু গোপীভাবে সন্ন্যাস করিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইবেন। যদি সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রভু প্রথম সেই মন্ত্র শ্রবণ করিতেন, তবে হয় ত তদ্দণ্ডে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত। যেহেতু তখন তিনি রাধা ভাবে বিভোর। রাধাকে যদি কেহ এ কথা বলে যে, কৃষ্ণ আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন তুমিই তিনি, তাহ হইলে শ্রীমতী তাঁহার এক মাত্র সুখ ও আশা হইতে বঞ্চিত হইয়া তদ্দণ্ডে প্রাণে মরিয়া যাইবে। সেইরূপ যদি শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিতে বসিয়া প্রথমে তাঁহার গুরুর নিকট শুনিতেন যে সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য "তুমিই তিনি," অর্থাৎ শ্রীভগবান আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তুমিই ভগবান, তবে একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত। এই জন্য পূর্ব্বেই স্বপ্নযোগে শ্রীপ্রভু সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি তাহা শ্রবণ করিলেন। সেই মন্ত্র শুনিয়া প্রভু মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে থাকিলেন। ভক্তগণ হাসিয়া প্রভুর সেই দুঃখ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কতক কৃতকার্য্যও হইলেন।

প্রভু এখন ভাবিতে লাগিলেন তিনি কি করিবেন? যদি সন্ন্যাসী হইয়া কাঙ্গালের জীবন অবলম্বন না করেন, তবে জীব উদ্ধার হয় না। কিন্তু সন্ন্যাসের মন্ত্র ভক্তি পথের বিরোধী, সুতরাং সেই আশ্রমই বা তিনি কিরূপে অবলম্বন করেন? এখন পাঠক জ্ঞানদাসের উপরিউক্ত পদটি বিচার করুন। প্রভু সাব্যস্ত করিলেন যে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ "তিনিই আমি" এই তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না। তবে করি-

বেন কি, না, গেরুয়া বসন পরিধান করিবেন, হস্তে করোয়া ও দণ্ড লইবেন, সন্ন্যাস আশ্রমের যত দুঃখ স্বীকার করিয়া লইয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র জপ কি যোগাভ্যাস না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিবেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রভুর মন তাঁহার পার্ষদগণেরও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, আমরা কিরূপে জানিব? তিনি বসিয়া গল্প করিতেন না, কি ধর্ম্ম উপদেশও দিতেন না। তিনি কি করিবেন না করিবেন তাহা লইয়া পার্ষদগণের সহিত পরামর্শ করিতেও বসিতেন না। তবে তাঁহার কার্য্যের, কি আবিষ্ট অবস্থায় দুই একটি কথা দ্বারা, তাঁহার মনের ভাব কথক জানা যাইত। প্রকৃত কথা জীব উদ্ধার করা কি ধর্ম্ম প্রচার করা যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য্য তাহা বাহিরের লোকে তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্য্য কি কথা দ্বারা জানিতে পারিত না। শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসকে যে হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ করেন তাহা বাহিরের লোকে জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। যদি নাগরীয়াগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন এই মাত্র বলিতেন যে, "তোমরা হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত শ্রীনিমাইয়ের প্রধান কার্য্য রসাস্বাদন করা। তিনি ভাব তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতেন। "আমি জীব উদ্ধার করিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব" এ কথা তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন না, কি প্রায় কাহাকেও জানিতে দিতেন না। তবে ভক্তগণকে বলিতেন যে কৃষ্ণ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিবেন।

তবে হরিনাম প্রচার করা যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য্য তাহা লোকে প্রকারান্তরে তাঁহার নানা কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারিত। হরিনাম প্রচারের জন্যে প্রভু কি করিতেন, বলিতেছি। ভক্তগণ প্রভুর কৃপায়, নূতন নূতন রস আস্বাদ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেন, হইয়া এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইতেন যে তাঁহারা অনায়াসেই যেখানে সম্ভব, জীবগণের হৃদয় দ্রব করাইতে পারিতেন। হরিনাম প্রচারের যে সমুদায় প্রধান বাধা, যাহা অতিক্রম করা ভক্তগণের

সাধ্যাতীত, যেমন জগাই মাধাইকে উদ্ধার, তাহা প্রভু নিজে করিতেন। আবার প্রভু দেখিলেন যে তিনি সংসারে থাকিলে হরিনাম প্রচার হইবে না। তাই হরিনাম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত, সংসার ত্যাগ করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "কি কায সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।" তাঁহার সন্ন্যাস কার্য্যটী কেবল মলিন জীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত।

সে যাহা হউক, নিমাই আবার বিরহ রসে ডুবিয়া গেলেন। যাহারা তরঙ্গের মধ্য দিয়া বড় নদী পার হইয়াছেন, তাঁহারা এটা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? নৌকায় এক একটি তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, আর উহা টলমল করিতেছে। নৌকা যতই অগ্রবর্ত্তী হইতেছে ততই তরঙ্গ বাড়িতেছে। ক্রমেই বোধ হইতেছে যে নৌকা বুঝি ডুবিল। পরে সম্মুখে বৃহৎ একটি তরঙ্গ নৌকার দিকে আসিতেছে দেখা গেল। দেখিয়া প্রাণ শুখাইয়া গেল, মনে উদয় হইল বার বার এইবার বুঝি নৌকা ডুবিল। ভক্তগণ সেইরূপ বুঝিলেন যে, আর একটি প্রকাণ্ড রস-তরঙ্গ প্রভুকে আঘাত করিতে আসিতেছে। এবার প্রভুকে একেবারে ডুবাইবে, কি কুল ছাড়াইয়া অকূলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এই বার বুঝি প্রভুকে হারাইলেন।

প্রকৃতই এই তরঙ্গে নিমাইকে কুলের অর্থাৎ গৃহের বাহির করিল। নিমাই এত দিবস কৃষ্ণ বিরহরূপ অগ্নি হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর তাহা পারিতেছেন না। উহা অতি প্রবলরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে নীরবে রোদন করিতেছিলেন, এখন "প্রাণ যায়" বলিয়া পার্ষদগণের গলা ধরিলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকে মনের দুঃখ মনে রাখেন, কিন্তু দুঃখ ক্রমে প্রবল হইতে থাকিলে পরিশেষে তাহাদের এরূপ অবস্থা হইতে পারে যে আর তখন মর্ম্মী প্রিয়জনের আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাই বসিয়া। নিমাই ভক্তগণকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি আর তোমাদের কাছে থাকিতে পারিতেছি না।"

নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি॥ (চৈতন্যমঙ্গল গ্রীত)

ইহা বলিয়া "কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ, আমি তোমাকে কবে দেখিব" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চ নাদে।
সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

তাহার পরে অঙ্গের জ্বালায় ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বৃশ্চিকে দংশন করিলে লোকে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া থাকে। পুত্র বিয়োগ সংবাদ পাইলেও লোকে ঐরূপ গড়াগড়ি দিয়া থাকে। নিমাই কৃষ্ণ-বিরহ যন্ত্রণায় ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পার্ষদগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু একটু শান্ত হইলে সকলে ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। গদাধর অমনি পৃষ্ঠদেশে বসিলেন, আর নিমাই তাঁহার অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন। সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, রোদন করিয়া নয়ন পদ্ম পুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়াছে। গদাধরের অঙ্গে হেলন দিয়া নিমাই নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন, কথা কহিতে পারিতেছেন না। চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ রোদন করিতেছেন। নিমাই অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া ভক্তগণকে আরো নিকটে আসিতে বলিলেন, যেন কি বলিবেন। সকলে আরো নিকটে আইলেন। নিমাই কথা কহিতে গেলেন কিন্তু :—

কহিতে আরম্ভ মাত্র গদ গদ স্বর।
অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল॥
সকরুণ কণ্ঠ আধ আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিঃশব্দে রহে॥ (চৈতন্য মঙ্গল।)

দৃঢ় সংকল্পে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার চির বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি যোগী হইব, হইয়া দেশে দেশে আমার প্রাণ-নাথকে তল্লাস করিয়া বেড়াইব। আমি তোমাদের লাগি এত দিন আমার হৃদয়ের বেগ সহ করিয়াছিলাম, আর পারিতেছি না। তোমাদের যদি আমার উপর স্নেহ থাকে তবে আমাকে মনোসুখে বিদায় দাও। তোমা-দিগকে ফেলিয়া যাইতে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু আমি থাকিতে পারিলাম না।"

ভক্তগণ কোন উত্তর করিলেন না, কেবলিই রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইও উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইলেন না। ভক্তগণকে কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদিগকে ভুলিয়া গেলেন। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। সে এই যে, এক দেহে এক সময় উভয় রাধা-কৃষ্ণ প্রকাশ হইলেন। এইরূপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ উভয়ে শ্রীনিমাইয়ের দেহে প্রকাশ হইয়া, উভয় উভয়ের নিমিত্ত প্রাণ উঘাড়িয়া বিরহ দুঃখ বলিতে লাগিলেন। আর উভয়ে শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। উভয়ই শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিয়া অতি আর্ত্তনাদে শ্রীবৃন্দাবনের পরিকরগণকে ডাকিতে লাগিলেন। একবার রাধা ভাবে নিমাই, কোথা আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, কোথা আমার ললিতা, কোথা আমার বিশাখা, কোথা আমার নিভৃত নিকুঞ্জ ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতেছেন ইতি মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভাবে রোদন করিতে করিতে "মা যশোদা, নন্দ পিতা" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, "আমার মা যশোদা কোথা? তোমরা কি দেখেছ, আমার পিতা নন্দ কোথা? তোমরা বলিতে পার, কোথা আমার দাদা বলরাম? আমার প্রাণের সখা ছিদাম কি বেঁচে আছে? আমার সুবল? আহা! আমার সুবল আমার চিত্রপটের সহিত কথা কহিত। আমার প্রাণেশ্বরী রাধা! আমার কি কঠিন প্রাণ! প্রাণেশ্বরী তোমাকে ভুলিয়া আমি কিরূপে প্রাণ ধরিয়া আছি? আহা! আমার সকল কথা একেবারে স্মরণ হইল। ইহাতে আমি কিরূপে বাঁচি? তোমরা সকলে একেবারে মনে উদয় হইলে আমি কার জন্যে কান্দিব? কোথা আমার সুখের বৃন্দাবন? কোথায় বা যমুনা পুলিন? কোথায় আমার প্রাণ-তুল্য মুরলী? কোথা আমার নিধুবন? কোথাইবা বেহুলা বন? কোথায় আমার ভাণ্ডির বন? কোথায় বা আমার গোকুল? কোথায় আমার শ্যামলী, ধবলী? *

---

* নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥
কতি মোর কালিন্দি যমুনা নিধুবন।
কতি মোর বেহুলা ভাণ্ডির গোবর্দ্ধন। চৈতন্যমঙ্গল

আবার তদ্দণ্ডে রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

ভাবান্তরে বলে পঁহু কাঁহা গুণমণি।
না শুনি বিদরে হিয়া সে মুরলী ধ্বনি॥
কবে সে মধুর রূপ হেরিব নয়নে।
হিয়াতে চাপিব সেই রাতুল চরণে॥
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব।
নন্দের দুলালে আমি কোথা গেলে পাব॥

এইরূপে বৃন্দাবন স্মরণ করিতে করিতে ক্রমেই তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তখন আর থাকিতে পারিলেন না। গলায় যে উপবীত ছিল হস্ত দ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, ও "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন" বলিয়া উঠিয়া ছুটিলেন।* কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃতবৎ ধুলায় পড়িয়া গেলেন। এই উপবীত তাঁহাকে কলে আটকাইয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া সেই রজ্জু ছিঁড়িয়া কূলের বাহিরে, অনন্ত পথে যাইতে, অচেতন হইয়া, দীঘল হইয়া পতিত হইলেন!

ভক্তগণ, কি "হলো কি হলো" বলিয়া প্রভুকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। সজোরে কপালে জলের আঘাত করিতে লাগিলেন, বায়ু-ব্যজন করিতে লাগিলেন। কর্ণে অতি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাইয়ের দাঁতে দাঁত ছাড়িয়া গেল, নিমাই নিশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষু মেলিলেন। সকলে তখন যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, আর গদাধর অমনি পৃষ্ঠদেশে বসিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন।

নিমাই বাহ্য পাইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের স্নেহ আমার কাল হইল। তোমাদের স্নেহে আমি আমার মনোমত কার্য্য করিতে পারি না। তোমাদের নিমিত্ত আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপাময়। তোমরা

---

* কতি গেল আর মোর ললিতা আর রাধা।
কতি গেল আর মোর শ্রীনন্দ যশোদা॥
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিল কোথায়।
শ্যামলী ধবলী বলি অনুরাগে ধায়॥ চৈতন্যমঙ্গল।

আমাকে রাখিতে পারিবে না। যদি তোমরা স্নেহে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণ লইয়া যাইবেন। তোমরা যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাহ, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি একবার দৌড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসি। তোমরা আমার এ শূন্য-দেহ রাখিয়া কি করিবে? ইহাতে ত আমার প্রাণ নাই। আমার প্রাণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে গিয়াছে। ভাই! আমার এ দেহে কি আর কিছু আছে যে তোমরা রাখিবে? ইহা কৃষ্ণের বিরহে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তোমাদের বিনয় করিয়া বলি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

ভক্তগণ দেখিলেন বিষম বিপদ। "তুমি বৃন্দাবনে যাও" এ কথা মুখে বলিতে পারেন না। প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িবেন এ কথা মনে করিলে তাঁহা-দের চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া যায়। আবার প্রভুকে রাখেন বা কি বলিয়া? বুঝিলেন তাঁহাকে রাখিতে পারিবেন না। যদি সামান্য রকমে বাঁধিয়া রাখেন, তবু তাঁহার প্রাণ বাহির [illegible] ভক্তগণ কি করিবেন ও কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

গদাধর নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া কথা বলিতে সাহস পায়েন না, সেখানে তাঁহার সহিত কথা কাটা কাটি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঘোর বিপদ কাল উপস্থিত, প্রভু গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার ভয় একেবারে দূর হইয়া গেল। তাই নির্ভীক হইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! তুমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে তাহাতে আমার ক্ষতি কি? আমি তোমাকে ছাড়িয়া না থাকিতে পারি, যেহেতু আমি উদাসীন। আমি তোমার পাছ পাছ যাইব, কিন্তু তোমার মত কি পরিষ্কার করিয়া বল। তোমার মতে কি গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন হয় না? এখন আমার মত কি বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি যদি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাও, তবে প্রথম জননী বধের ভাগী হইবে। আর জননীকে বধ করিয়া যে ধর্ম্মার্জ্জন, তাহা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।" গদাধর শুধু জননীর দোহাই দিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা আর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন

না। কিন্তু তিনি যে এই দুই জনকেই মনে করিয়া বলিতেছেন তাহা সকলে বুঝিলেন।

প্রভু কি উত্তর দেন শুনিবার নিমিত্ত ভক্তগণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন নিমাই গদাধরের পানে মুখ ফিরাইলেন। মুখে দেখা গেল যেন তিনি গদাধরের কথা শুনিয়া মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছেন। বলিতেছেন, "গদাধর! তুমি তোমার কথায় বিষ মাখাইয়া আমার মর্ম্মে আঘাত করিতেছ। আমার অতি সরলা, পুত্র-বৎসলা, বৃদ্ধা জননীর আমা বই আর নাই। তিনিই আমার সংসার ত্যাগের প্রধান বিরোধী। তাঁহার ভাবনাই আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুণের ন্যায় জ্বলিতেছে। তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব। কোথায় আমার সেই অগ্নি নিবাইবে, না তাহাই আবার জ্বালিয়া দিতেছ? গদাধর! নিঠুরালী করিও না। আমার জননীর শেষ দশায় যে তাঁহাকে আমার বিরহ বেদনা পাইতে হইবে, তাহা মনে করিলে আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই। গদাধর! আর এরূপ বাক্য-বাণে আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড না করিয়া, যদি আমাকে ভাল-বাস, তবে আপন সুখের নিমিত্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না যাইয়া, আমার বৃদ্ধ জননীকে পালন করিও, তাহার নয়ন জল মুছাইও। আর তাঁহার যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় তাহাই করিও। যাইবার বেলা, তোমাদের কাছে, আমার এই ভিক্ষা।"

আবার একটু থামিয়া বলিতেছেন, "মানুষের বিষম জ্বর হইয়া থাকে, শুনিয়াছ? আমার সেই শ্রীকৃষ্ণ বিরহরূপ বিষম জ্বর হইয়াছে। সেই বিষম জ্বরে আমার ইন্দ্রিয়গণ, সংসারের মায়া, সমুদায়ই ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আমার প্রাণাধিক বন্ধুগণ! আমার গৃহে থাকিতে কি অসাধ? তোমাদের সঙ্গ, যাহা ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ, জননীর চরণ সেবা, যাহা আমার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা কি স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করিতেছি? আমি স্ববশে নাই। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহির করিতেছেন। আমি গৃহে থাকিবার নিমিত্ত বল করিয়া ইচ্ছা করিতেছি, আর যাই এরূপ মনে আসিতেছে, অমনি যেন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। অতএব যদি

তোমারা আমার স্বোয়াস্তি কামনা কর, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি বৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া আসি।"

ভক্তগণ মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহারা ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। প্রভুর কথার উত্তর করিতে পারিলেন না।

একটি কথা মনে রাখুন। যদিও নিতাইয়ের নিকট প্রভু হরিনাম প্রচার ও জীব উদ্ধারের কথা বলিয়াছিলেন, তখন সর্ব্ব সমক্ষে সে সমুদায় কথা কিছু বলিলেন না। এখনকার তাঁহার সমুদায় কথার তাৎপর্য্য এই যে, "আমাকে বিদায় দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইব।"

শ্রীবাস একটু পরে কথা কহিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু, তাহাই হউক। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমাকে আমরা রাখিতে পারিব না। তবে আমাকে এই অনুমতি কর যেন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।" আবার বলিতেছেন, "আমি ভাল বলিলাম না। আমি কেবল আমার কথা ভাবিতেছি। প্রভু তুমি যাবে যাও, কিন্তু যে তোমার সহিত যাইতে চাহে, তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দাও।"

নিমাইয়ের তখন সকলকে শান্ত করিবার সময়। কাযেই আপনি শান্ত হইলেন। বলিতেছেন, "তোমরা এ ক্ষুদ্র কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর করিতেছ? সওদাগরে ধন আহরণের নিমিত্ত দূরদেশে গমন করে। ধনোপার্জ্জন করিয়া গৃহে আসিয়া বন্ধু-বান্ধবকে দেয়। আমিও বিদেশে সেইরূপ প্রেম-ধন উপার্জ্জন করিতে যাইতেছি। উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া তোমাদিগকে দিব।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু ও কথায় কেহ প্রবোধ মানিবে না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ ছাড়িলে যে প্রাণে বাঁচিবে তাহাকে তুমি ফিরিয়া আসিয়া প্রেম-ধন দিও। কিন্তু আমি তোমাকে পলকে হারাই। তুমি যখনই যাইবে তখনই আমি মরিয়া যাইব। সুতরাং তুমি যে ধন লইয়া আসিবে, তাহাতে আমার কি?"

মুরারি ভাবিতেছেন যে সংসারের কথায় প্রভু ভুলিবেন না। গদাধর সে কথা বলিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। আমি পরমার্থ কথা অর্থাৎ যে কথায় প্রভুর লোভ আছে, তাহাই বলিয়া তাঁহার হৃদয় কোমল করিবার

চেষ্টা করিব। ইহা ভাবিয়া বলিতেছেন, "প্রভু আমরা ক্ষুদ্র কীট, পিপীলিকা হইতেও অধম। তুমি কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভক্তি দিয়াছ। তুমি যদি এখন আমাদিগকে ফেলিয়া যাও তবে সংসার ব্যাঘ্রে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে। প্রভু, আপন হাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে, জল সিঞ্চনে পরিবর্দ্ধন করিলে, এখন আপন হাতে সেই বৃক্ষ কাটিতে চাহিতেছ। প্রভু, তোমার একটু মমতা হইতেছে না?"

হরিদাস কিছু বলিলেন না। দুই খানি চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পড়িয়া এই মাত্র বলিলেন, "আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি তোমাকে অর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর।" এ পর্য্যন্ত ভক্তগণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সেই ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া দিলেন:—

মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়য়ে শরীর।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির॥ (চৈতন্যমঙ্গলে)

মুকুন্দ বলিতেছেন, 'প্রভু তুমি দেশান্তরে যাবে, ইহা কি সহা যায়? আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে না, কিন্তু প্রাণ জ্বলিয়া গেল। প্রভু! তুমি আমাদের প্রাণ! আমাদের প্রাণের প্রাণ! তুমি কোথা যাবে? এ কথা মনে করিতেও পারি না।" ইহা বলিতে বলিতে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। একটা ক্রন্দনের রোল হইল, আর ভক্তগণ অস্থির ও দিশাহারা হইয়া "প্রভু ক্ষমা দাও" বলিয়া সকলেই চরণ ধরিয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীভগবান ব্যতিব্যস্ত হইলেন। শ্রীভগবান ইচ্ছা মাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও ধ্বংশ করিতে পারেন। কিন্তু অবুঝ ভক্তকে বুঝাইতে পারেন না। শ্রীনিমাই তখন পরাস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একটু স্থির হইয়া রহিলেন। স্থির থাকিয়া কি করিতে লাগিলেন শ্রবণ করুন:—

ভকতের দুঃখ দেখি ভকতবৎসল।
অরুণ করুণ আঁখি করে ছল ছল॥

গদ গদ স্বর কথা না বাহির হয়।
সকরুণ দিঠে প্রভু ভক্ত পানে চায়॥ (চৈতন্যমঙ্গলে।)

পরে সকলের প্রতি অতি করুণ ও স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তোমরা শান্ত হও। আমার এ দেহ তোমাদের। তোমরা আমাকে যেখানে সেখানে বেচিতে পার। প্রথমতঃ আমি এই পথেই বৃন্দাবন যাইতেছি না। আমার বিলম্ব আছে। আবার তোমাদিগকে আমি একেবারে ফেলিয়া যাইতেছি না। আমাকে তোমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে। আমি যেখানে থাকি তোমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে যাইও, আর আমিও মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে আসিব। তোমরা যখনই সংকীর্ত্তন করিবে, তখনই তাহার মধ্যস্থলে আমি নাচিব।" শ্রীবাসের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঠাকুরমন্দিরে আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে। আর এক কথা। যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন, কি আমার জননী, কি বা বিষ্ণুপ্রিয়া, কি তোমরা ভক্তগণ, তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন। আমি তোমাদের নিকট এই কথা অঙ্গীকার করিলাম।" এই কথা শুনিবা মাত্র ভক্তগণের একটি কথা মনে পড়িল। সেটি তখন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেটি এই, যে, নিমাই শ্রীভগবান আর কেহ নহেন। তখন সকলে ভাবিতে লাগিলেন, প্রভুর সহিত অধিক হঠকারিতা ভাল নয়, তিনি যতদূর স্বীকার করিলেন সেই ভাল। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়, এবং তোমার ইচ্ছা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া তোমাকে উপদেশ দিতে যাই, আর তোমার গতি রোধ করিতে চেষ্টা করি। তবে একটি নিবেদন। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ, দেখিও যেন তোমার বিরহে কেহ প্রাণে না মরি।"

নিমাই মধুর হাসিয়া জনাজনাকে বার বার প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এখন চণ্ডীদাসের পদটি স্মরণ করুন, অর্থাৎ :—

"নামের প্রতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি না হয়।"

শ্রীনিমাই "অঙ্গের পরশ" দিলেন, কাযেই সকলে অনেকটা সান্ত্ব হইলেন।

যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

এ বোল শুনিয়া, প্রভু সে হাসিয়া,
সবারে করিল কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া, সবা সম্বোধিয়া,
প্রবোধ উত্তর বলে॥
শুন সর্ব্বজন, আমার বচন,
সন্দেহ না কর কেহ।
যথা তথা যাই, তোমা সভা ঠাঁই,
আছিয়ে জানিও এই।

সন্ধ্যাকালে প্রভু হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া মুরারির গৃহে গমন করিলেন, এবং উভয়ে দেব গৃহে উঠিলেন। প্রভু মুরারিকে নিকটে বসাইলেন। মধুর বাক্যে প্রবোধ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মুরারি, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ত্রিজগতে ধন্য। তাঁহার সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়। আমার অভাবে, তুমি তাঁহাকে আশ্রয় করিও।"

মুরারি অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। মুরারিকে যেরূপে সান্ত্বনা করিলেন, এইরূপে জনাজনার বাড়ী যাইয়া নিমাই সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহারে কি বলিয়া সান্ত্ব করিলেন তাহা তিনিই জানেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে, শ্রীরূপ কাতরে বলে,
"আমা হতে না হল ভজন।"
আমি দীন হীন ছার, শত কোটী স্পৃহা যার,
কি গুণে পাইব সে চরণ॥
শুনরে দুর্ব্বার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন,
যাহাতে নাহিক অধিকার।
শ্রীরূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই,
পাও না পাও ছাড় সে বিচার॥

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর গোপন থাকিল না। ভক্তগণের কাছে তাঁহাদের পত্নীরা শুনিলেন। স্ত্রীলোকদিগের নিকট শচী শুনিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পিতৃ আলয়ে ছিলেন; তিনিও সেখানে এ কথা শুনিলেন। লোকে যে নিঠুরালী করিয়া তাঁহাদিগকে এ সংবাদ দিল তাহা নয়। নিমাই, সন্ন্যাস অর্থাৎ সংসারত্যাগ করিবেন! নিমাইয়ের সংসার কেবল জননী ও ঘরণী লইয়া। তাঁহার পিতা নাই, ভ্রাতা ভগ্নী নাই, পুত্র কন্যাও নাই। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, তাহার অর্থ এই যে তিনি জননীকে ও আপনার পত্নীকে ত্যাগ করিবেন। অতএব নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল ঐ দুই জনের। নিমাই সন্ন্যাস করিলে ঐ দুই জনের যেরূপ সর্ব্বনাশ হইবে এরূপ কাহারও নয়। নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিবার

এই দুই জন যেরূপ প্রতিবন্ধক, এরূপ আর কেহ নহে। অতএব যদি কেহ তাঁহাকে গৃহে রাখিতে পারেন, তবে এই দুই জনে। কাজেই সকলে, আকার ইঙ্গিতে. শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয় বস্তুর গতিক ভাল নহে, এই বেলা তাঁহারা তাহার উপায় করুন।

নিমাই প্রতিশ্রুত আছেন যে জননীর অনুমতি না লইয়া কোথাও যাই-বেন না। সুতরাং শচী যখন এ সংবাদ শুনিলেন তখন উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। ষোল বৎসরের পরম সুন্দর, পিতৃ মাতৃ বৎসল, স্নিগ্ধ, সাধু ও পণ্ডিত পুত্র তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়ায় তাঁহার একটি রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেটি বায়ু রোগের মত। নদিয়ায় সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া যাইত। সন্ন্যাসী দেখিলেই ভাবিতেন যে সে আগে বিশ্বরূপকে লইয়া গিয়াছে এখন নিমাইকে লইতে আসিয়াছে। যদি কোন সন্ন্যাসীর সহিত নিমাইয়ের একটু ঘনিষ্টতা দেখি-তেন, অমনি ঠাকুর ঘরে গমন করিয়া হত্যা দিয়া পড়িতেন। আর বলিতেন, "ঠাকুর তুমি দেখ, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সেবা করিতেছি। তুমি স্বামী ও পুত্র লইলে, আমি তোমার ও আমার নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া, সহিয়া আছি। আমার নিমাইকে লইও না। তুমি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর যে নিমাই আমার এক শত বৎসর বাঁচিয়া সংসারে থাকিয়া ঘরকন্না করুক।" শচী সংকীর্ত্তন ভাল বাসেন না, তবে নিমাইয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলে পিঁড়ায় বসিয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উহা বন্ধ করিয়া সকলে বাড়ী চলিয়া যান ও নিমাই ঘরে আসিয়া শুইয়া থাকে, ইহার নানামত উপায় করেন। কখন অদ্বৈত, কখন নিতাই, কখন নরহরি, কি কখন শ্রীবাসকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "রাতি অধিক হইয়াছে, নিমাইকে শুইতে পাঠাইয়া দাও।"

নিমাই যে জগতপূজ্য হইয়াছেন, নিমাই যে কৃষ্ণ কথায়মত্ত থাকেন, নিমাই যে সাধুসঙ্গ করেন, ইহার কিছুই শচীর ভাল লাগে না। পাড়ার মেয়ে-দের ডাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুবনমোহিনী বেশে সাজাইয়া, তাম্বুলের বাটা হাতে দিয়া, রজনীতে পুত্রের ঘরে পাঠাইয়া দেন। শচী দেবীর তখন সম্পদের সীমা নাই।.. আর সংসারের এক মাত্র ও সম্পূর্ণ কর্ত্তা তিনিই। নিমাইয়ের

শয়ন ঘর সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, উত্তম পালঙ্ক শয্যা, বালিস, মশারি প্রস্তত করিয়া শয়ন ঘর সুখের স্থান করিয়াছেন। তাঁহার বধূকে সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নিমাই ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? শুধু ইহা নয়। নিমাই এক একবার ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িতেছেন, আর শচী কান্দিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "বাছার এইবার হাড় ভাঙ্গিয়া গেল।"

নিমাইয়ের সাংসারিক সুখে কিছুতেই লোভ জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া, শচীর ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দিবানিশি মনে ভয় যে পুত্র চলিয়া যাইবে। রাত্রিতে স্বপ্নে নিমাই বলিয়া কান্দিয়া উঠেন, আর দিবা নিশির মধ্যে এক মুহূর্ত্তও স্বস্তি পান না। ভরসার মধ্যে নিমাইয়ের বাক্য, অর্থাৎ তিনি না বলিয়া কোথাও যাইবেন না। কিন্তু এ আশ্বাস বাক্যের শক্তি স্বভাবতঃ ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল: যদিও তিনি জানিতেন নিমাই সত্যবাদী, নিমাইয়ের কথা পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও লঙ্ঘন হইবার নহে, তথাচ তিনি জানিতেন যে তিনি নিমাইকে কখন কোন কথায় "না" বলিতে পারিবেন না।

শচী অর্দ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। তিনি প্রথমে যাঁহারা নিজজন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিমাই সন্ন্যাস করিবে এ কথা মুখে আনিতে পারেন না, ঠারে ঠোরে জিজ্ঞাসা করেন, যথা:—"তুমি শুনেছ নিমাই নাকি কি করিবে, সে নাকি আমারে অকুলে ভাসাইয়া পলাইবে?" তাহারা বলিল যে তিনি ইহার উহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনার পুত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন, আর তিনি পুত্রকে ধরিয়া রাখুন। তিনি ইচ্ছা করিলেই মাতৃবৎসল আজ্ঞাকারী পুত্রকে অবশ্য রাখিতে পারিবেন।

শচী এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে একটু বিরলে পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। নিকটে বসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি শচীর বয়স তখন অন্ততঃ সাতষট্টি বৎসর। তার পর আটটি কন্যার শোক পাইয়াছেন, তার পরে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসজনিত বিষম বিয়োগ সহিয়াছেন। তাহার পর দেবতুল্য পতি হারাইয়াছেন। শচী চিরদিন দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া

তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হওয়ায় কুব্জা হইয়া গিয়াছেন। তাহার পরে যে অবধি নিমাই কৃষ্ণ-বিরহে অভিভূত হইয়াছেন, সেই অবধি চিন্তায় চিন্তায় আর কান্দিয়া কান্দিয়া, আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন।

পুত্রের মুখ পানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ কিছু কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পরে বলিলেন, "নিমাই! কি শুন্‌ছি যে?'

পূর্ব্বে নিমাইয়ের সাহসকে প্রশংসা করিয়াছি। বলিয়াছি যে তাঁহার অসীম সাহস যে তিনি স্বচ্ছন্দে এ ভরসা করিলেন যে, তাঁহার ন্যায় পুত্র শচীর ন্যায় জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সন্ন্যাস করিতে যাইবেন। কিন্তু সে সময় নিমাই জননীর বদন, তাঁহার দীনহীন বেশ, এলো-থেলো কেশ, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, চিরদুঃখিনীর মুখ, দেখিয়া, মস্তক হেঁট করিলেন। শ্রীভগবানের সাহস সে মুহুর্ত্তে পলাইয়া গেল।

নিমাই এই অবস্থায় একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ভাল করিয়াছ। আমি ভাবিতেছিলাম যে আমিই তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিব। কিন্তু কোন্ মুখে করিব ভাবিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। মা! তুমি আমাকে যেরূপ পালন করিয়াছ জগতে এরূপ কোন মাতায় কোন সন্তানকে করিতে পারে নাই। তোমার দুগ্ধে এ দেহ পালিত। আমার শৈশবে তুমি জননীর কার্য্য করিলে; আমি একটু বড় হইলে প্রতিপালন করিলে ও পড়াইলে শুনাইলে, তখন পিতার কার্য্য করিলে। এখন তুমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছ, তুমি শোকের উপর শোক পাইয়া জরজর। আমি তোমার এক মাত্র পুত্র, এখন আমার কর্ত্তব্য কার্য্য তোমাকে পালন করা, আপনার প্রাণ দিয়া তোমাকে সেবা করা। না মা?"

শচী পুত্রের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বা করিলেন না।

শচী যদি কোন উত্তর না করিলেন, তখন নিমাই বলিতেছেন, "মা! লোকের শুভক্ষণে সন্তান জন্মে, অশুভক্ষণেও সন্তান জন্মে। মা, আমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছিলাম। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম, পুত্র জন্মিয়া

থাকে। মা আমি তোমার সেইরূপ বৃথা পুত্র, আমার দ্বারা তোমার প্রতিপালন হইল না।"

নিমাইয়ের আয়ত্ত নয়ন দুটি জলে পুরিয়া যাইতেছে, কিন্তু উঁহা অতি কষ্টে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শচীর নয়নে জল নাই, তবে মুখ শুখাইয়া গিয়াছে। এক দৃষ্টে পুত্রের মুখ দেখিতেছেন; যেন পুত্রকে হারাইবেন জানিয়া, জন্মেরমত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন।

নিমাই বলিতেছেন, "এ জন্মে আমা দ্বারা তোমার ঋণ শোধ হইল না। আর কোটি জন্ম চেষ্টা করিলেও শোধ করিতে পারিব না। তবে, মা তুমি সদাশয়, তোমার নিজগুণে আমার এই ঋণ শোধ করিয়া লইবে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তোমাকে না বলিয়া কিছু করিব না। এখন মা আমাকে খালাস দেও, আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাইব, আমার হিত চেষ্টাই তোমার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, আমার সুখ ও মঙ্গল হইবে ইহা ভাবিয়া তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও।"

শচী এ কথা শুনিয়া মূৰ্চ্ছিত কি জড়বৎ হইতে পারিতেন। কিন্তু ঘোর বিপদ কাল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তিনি এক প্রকার স্থির ও সজীব রহিলেন। নিমাইয়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে অস্ফুটস্বরে, পুত্রের পানে চাহিয়া একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন, সে শব্দটি,—

"বিষ্ণুপ্রিয়া?"

নিমাই আবার মস্তক হেঁট করিলেন!

একটু আপনাকে সামলাইয়া বলিতেছেন, "মা! তাহার তত দুঃখ হইবে না। যদি আমি নিদয় হইয়া, কি অন্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইতে পারিত। যদি আমি নিজ সুখে বিভোর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার ক্ষোভের কারণ হইত। আমি মোটে এ জগতে না থাকিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইত। আমি থাকিব, তবে একটু দূরে। তাহাতে তাহার দুঃখ কেন হইবে? আমি সাধুপথ অবলম্বন করিতেছি, ইহাতে তাহার ভাল ও আমার ভাল হইবে,

তাহাতে সে কেন দুঃখ পাইবে? তাহার নিমিত্ত তুমি ভাবিও না। আমার হইয়া সে তোমার সেবা করিয়া সুখ পাইবে, জীবে তাহার দুঃখে উপকৃত হইবে তাহাতেও তাহার সুখ হইবে। আর তুমি তাহাকে, ও সে তোমাকে, আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। দুইজনে ব্যথার ব্যথিত আমার কথা কহিয়া বড় সুখ পাইবে। তবে মা আমার এই নিবেদন, তাহাকে কৃষ্ণনামে শিক্ষা দিও, এই আমার ভিক্ষা। *

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমার চিরদিনের একটি সাধ ছিল। আমার সে সাধ মনে মনে ছিল। এখন বুঝিলাম, আমার সে সাধ পুরিল না। সাধ ত পুরিল না, তবে তোমাকে বলিয়া মন হইতে ফেলিয়া দিই। নিমাই, আমার বড় সাধ ছিল যে তুমি নদের মাঝে বড় পণ্ডিত হও, তোমার পদ, মর্য্যাদা, ধন হউক। আমার পুত্রবধূ হউক, তোমার সন্তান হউক, আর আমি সে সব লইয়া নদিয়ায় বসতি করি। আর আমি তোমাকে এইরূপ রাখিয়া মরিয়া যাই, আর তুমি একশো বৎসর বাঁচিয়া থাক। সে সব সাধে ছাই পড়িল। পুত্রবধূ হয়েছে, ধন ও মর্য্যাদা হয়েছে, কিন্তু সে সব আমার দুঃখের কারণ হইল। নিমাই তুই পথে হাঁটিবি কিরূপে? তুই যখন হাঁটিস, তখন পা বহিয়া যেন রক্ত পড়ে। তাও যাউক। নিমাই! তুই কি এখন দ্বারে দ্বারে মাগিয়া খাইবি?† বৈরাগী হইয়া দ্বারে দাঁড়াইবি, আর তোকে মুষ্টি ভিক্ষা দিবে, অমনি আর এক বাড়ী যাইবি। নিমাই তোকে রান্ধিয়া কে দেবে? আর যদি কেহ আমার উপর দয়া করিয়া

---

* বৃথা পুত্র তোমার জন্মেছিলাম উদরে। ধ্রু
হলোনা হলোনা [আমা হতে] প্রতিপালন তোমারে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার জ্বলন্ত আগুনি, গৃহে রইল সে হয়ে অনাথিনী,
মা যতন করে রেখো তারে।
[মা জননী গো]

† এ হেন কোমল পায় কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাঙ্গিবে॥
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিবে ইহা দুঃখিনী মায়॥ চৈতন্যমঙ্গল।

তোকে রান্ধিয়া দেয়, তোকে বসিয়া কে খাওয়াইবে? আমি তোর খাবার সময়, তোর সম্মুখে বসিয়া কত ছল করিয়া, তোর অচৈতন্য ভাঙ্গিয়া, তোকে মাথার দিব্য দিয়া, দুটা খাওয়াই। তাহা আর তোরে কে করিবে? নিমাই! এই যে সব আমি বলিতেছি ইহা এখনই মনে হইল, এমন নয়। এ সব আমি পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখিয়াছি। তুমি যে যাইবে, আমার প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া আমাকে বলিত, আর তোমার যে সমুদায় ক্লেশ হইবে তাহাও আমার মন আপনা আপনি বলিত। আমি ভাবিতাম যে আমার সুখ-সম্পদ থাকিবে না। আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি যে, তোমার ন্যায় পুত্র আমার হইয়া আমার ঘরে থাকিবে? নিমাই! তুমি আমাকে ও বউমাকে কৃষ্ণসেবা করিতে বলিতেছে। তিনি মাথার উপর। কিন্তু নিমাই! আমরা তোমার ভজন করিয়া থাকি। কৃষ্ণের ভজন করিতে পারি না। ইহাতে কি তিনি আমাদের উপর ক্রোধ করিবেন? যদি করেন, আমরা মেয়েমানুষ, আমরা কিরূপে তাঁহাকে সন্তোষ করিব?" শচী একটু চুপ করিলেন। আবার বলিতেছেন, "নিমাই আমার নিকট অনুমতি চাহিতেছ, ভাল। আমার দুঃখ আমি অনায়াসে সহিব। যদিও তোমাকে তিল মাত্র না দেখিলে মরি, তবু তোমার সুখের নিমিত্ত আমি না হয় যে কটা দিন আর বাঁচিব আরো দুঃখ পাইব। কিন্তু পরের মেয়ে, আমার নিরপরাধিনী বউমাকে কি বলিয়া বুঝাইব?"

শ্রীভগবান ক্রমেই মস্তক অবনত করিতেছেন। যেমন অপরাধীগণ বিচারকের অগ্রে ভয়ে করযোড়ে থাকে, শ্রীভগবান সেইরূপ শচীর অগ্রে করযোড়ে বসিয়া অপরাধীর ন্যায় দীনভাবে বসিয়া। শচীর কথা যত শুনিতেছেন ততই মাথা হেঁট করিতেছেন। শচী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন।

"নিমাই তুমি যে কি ধর্ম্ম পালন করিবা, আমি স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারি না। তোমার সর্ব্বজীবে দয়া দেখিতে পাই, কেবল জন কয়েক ছাড়া। আমি, বিষ্ণুপ্রিয়া, আর তোমার প্রিয় ভক্তগণ। তুমি সন্ন্যাস করিলেই এরা সকলেই মরিয়া যাইবে। তা হলে তোমার কি ধর্ম্ম হইবে? তবে

কি, যে তোমার মত নিজজন হইবে, তুমি তাহার প্রতি তত নিঠুরালি করিবা, এই কি তোমার বিচার?" *

তখন করযোড় করিয়া নিমাই বলিলেন, "মা! ক্ষমা দাও। তোমার কাতর ধ্বনি আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে। তুমি যদি এরূপ মর্ম্মাহত হও, মনোসুখে বিদায় না দিলে আমি যাইব না।"

শচী। মনোসুখে আমি তোমাকে সন্ন্যাসী করিব, তা আমি কিরূপে পারি? তবে তোমার যদি সুখ হয় তবে আমি সব দুঃখ সহিব। নিমাই! তুমি যখন এ কথা বলিলে যে তোমার মঙ্গল হইবে তখন আমি বাধা দিব না। তুমি আমার নিকট অপরাধী বলিতেছ, ও কথা মাকে বলিলে মায়ে কষ্ট পায়। আমি তোমাকে সরল মনে অনুমতি দিলাম। তবে মনোসুখে অনুমতি দেওয়া আমার ক্ষমতায় নাই। যেহেতু আমি মা, ও তোমা বই আমার আর নাই।

এখন পাঠক বিচার করুন যে শ্রীভগবান জিতিলেন, না শচী জিতি-লেন? আমরা বলি শ্রীভগবান জিতিলেন। ইহার রহস্য বলিতেছি। নিমাই তিনরূপে মায়ের নিকট বিদায় লইতে পারিতেন। প্রথমতঃ, তাঁহার প্রতি শচীর যে স্নেহ তাহারি শক্তিতে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাকে বুঝাইয়া। তৃতীয়তঃ, তাঁহার ঈশ্বরশক্তির দ্বারা জননীকে অভিভূত করিয়া। নিমাই শেষোক্ত দুই পথ ঘৃণা করিয়া অবলম্বন করিলেন না। তাঁহার জননীর গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত, আর শচী তাঁহাকে গর্ভে ধরিবার কিরূপে উপযুক্তা হইয়াছিলেন, তাহা জগতে বুঝাইবার নিমিত্ত, প্রথম পথটি অবলম্বন করিয়া শচীর নিকট বিদায় লইলেন। নিমাই বলিলেন, "মা! আমার সন্ন্যাসী হইয়া গমন করিলে আমার মঙ্গল হইবে।" অমনি শচী বলিলেন, "তবে তুমি যাও।"

---

* সর্ব্ব জীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥ চৈতন্যমঙ্গল।

শচী অনুমতি দিবা মাত্র তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহা যথা সাধ্য নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "একটি কথা আমি বলি, দেখ দেখি তোমার মনে ধরে কি না। এত অল্প বয়স সন্ন্যাসের সময় নয়। কিছু কাল পরে গেলে কি হয় না? বাড়ীতে ভক্তগণ আছেন, তাঁহাদের লইয়া এখন সংকীর্ত্তন কর, তাহার পরে যাইও?"

নিমাই শুধু শচীর নিস্বার্থতার বলে অগ্রে বিদায় লইয়া পরে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় (অর্থাৎ বুঝাইয়া), ও তৃতীয় পথ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য) অবলম্বন করিলেন।

নিমাই বলিলেন, "মা! আমি নদিয়ার এই সম্পত্তি ছাড়িয়া, তোমা হেন জননীকে অকূলে ভাসাইয়া যাবো, ইহা কি আমি স্ববশে থাকিলে পারি? আমি স্ববশে নাই। বিয়োগ আর সংযোগ শ্রীভগবান করেন। আমরা তাঁহার ইচ্ছাধীন। আমাদের এক মাত্র কর্ত্তব্য তাঁহাকে ভজন করা। সংসারে লিপ্ত হইয়া আমরা তাঁহার চরণ হইতে বঞ্চিত হই। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া তাঁহার চরণ পাই।*

"ভজন ব্যতীত আমাদের আর কোন শক্তি নাই, সংযোগ বিয়োগ তিনি করেন। তিনি গলায় ফাঁসী দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমিও পরম সুখে যাইতাম। কেবল তোমার, আর অন্যান্য যাঁহারা আমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তাঁহাদের নিমিত্ত যাইতে পারিতেছি না। তোমরা আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাখিতে দিবেন না, লইয়া যাইবেন। তাঁহার হাতেই তুমি আমাকে সমর্পণ কর। তুমি ত দিবানিশি আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাক। মা, আমি সত্য বলিতেছি যে সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করিলেই আমার মঙ্গল হইবে। আমার মঙ্গল হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমাকে সঁপিয়া দিলে তুমি তাঁহাকে পাইবে, তোমার নিমাইকেও পাইবে।† তাহা না

---

* সংসার আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ আরতি করি ভব তরিবারে॥

† [ওমা] কেন্দনাকো আর, নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কান্দ।
কৃষ্ণ পাবে আর পাবে নিমাই চান্দ॥ চৈতন্যমঙ্গল।

কর, পরিশেষে তাঁহাকেও হারাইবে, তোমার নিমাইকেও হারাইবে। তাহাই মা, বলিতেছি, তুমি মনোসুখে বিদায় দাও যে, আমি সুখের সহিত সুখের বৃন্দাবনে যাইয়া সুখময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি।" এই কথা বলিতেই নিমাই বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, "মা! তুমি ত আমার মনোবেদনা সমুদায় জানো। মা! কৃষ্ণ-বিরহে আমার নয়ন শ্রাবণের মেঘের মত হয়েছে। দিবা-নিশি আমার হৃদয় পুড়িতেছে, আমার সে অগ্নি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নিবা-ইতে পারিবেন না। বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইব। কিন্তু তোমাদের কথা মনে হওয়ায় এই সংকল্প করি যে তোমাদের বুকে শেল আঘাত করিয়া যাইব না। কিন্তু এ ইচ্ছা হইবা মাত্র—"। নিমাই নীরব হইলেন। শচী দেখেন নিমাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়াছে। অমনি ব্যস্ত হইয়া কোলে করিলেন। "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কর্ণে, অতি কাতর স্বরে, চীৎকার করিতে লাগিলেন। অন্যান্যে দৌড়িয়া আইল, নিমাইয়ের চক্ষে জলের ছাটি মারিতে মারিতে তাঁহার নিশ্বাস পড়িল, একটু পরে নয়ন মেলিলেন।

শচী বুঝিলেন যে পুত্রকে আর রাখিতে পারিবেন না। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি কি চেতন আছ?" নিমাই বলিলেন, "আছি।"

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমি শুনেছি যে যাহারা সন্ন্যাসী হয় তাহারা পিতাকে পিতা, মাকে মা বলে না। তুমি সন্ন্যাসী হইলে তুমি আর আমাকে মা বলিবে না। তাহাই কি?" প্রভু দেখিলেন জননী পাগল হই-তেছেন, বুঝিবার অবস্থা তাঁহার নাই। ফল কথা এ পর্য্যন্ত শচী যে কি শক্তিতে এরূপ স্থির হইয়া কথা বলিতেছিলেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। অতি বৃদ্ধা, শোকাকুলা, তাহে স্ত্রীলোক, শ্রীভগবান শচীর ঘাড়ে যে বোঝা চাপা-ইলেন, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। পাগলের মত দুই একটা অর্থশূন্য কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের তখনও একটি কার্য্য বাকি আছে। শচী বিদায় দিয়াছেন বটে, কিন্তু "মনোসুখে" নয়। তাঁহার মনোসুখে বিদায় লইতে হইবে। কিন্তু শ্রীভগবান দেখিলেন শচী আর দুঃখের বোঝা বহিতে পারেন না। যাহা চাপাইয়াছেন তাহাই অধিক হইয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি জননীকে জ্ঞান দিলেন।

শচী তখন দেখিতেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে তাহার সকলের প্রাণ শ্রীভগবান। সেই শ্রীভগবানের সহিত সমস্ত জীবের গাঢ় সম্বন্ধ। তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান স্বয়ং আগমন করিয়া, সন্ন্যাসী হইবেন, হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ রূপ অভয় প্রদান করিবেন। শচী ভাবিতেছেন, "এ অতি শুভ কথা। আমি তিন লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী যে শ্রীভগবান আমার উদরে জন্ম লইয়াছেন। এখন সেই শ্রীভগবান জীবের পক্ষে যে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ কর্ম্ম, তাহাই করিতে যাইতেছেন, ইহাতে বাধা দিতে আমার দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?"

শচী ভাবিতেছেন, তাঁহার ত এ কর্ম্মে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বরং গাঢ় আনন্দ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ইহাই ভাবিয়া বলিতেছেন, "বাপ্ নিমাই! তুমি কে তাহা আমি জানিয়াছি। আমি তোমার মা নয়, তুমি আমার পুত্র নও। তুমিই সকল জীবের মা ও বাপ। তুমি কৃপা করিয়া, আমার গর্ব্ভে জন্ম লইয়াছ। যত দিন মনোস্থখে আমার বাড়ী পবিত্র করিয়াছ সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি এখন মনোস্থখে তোমার অতি প্রিয় যে জীব তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিবে। এ বড় শুভ কথা। তুমি কৃপা করিয়া, আমার সম্মান বাড়াইবার নিমিত্ত, আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। আমি মনোস্থখে অনুমতি দিলাম, তুমি স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস কর।"

শচী যে অতি জ্ঞানের ও উত্তম কথা বলিলেন তাহা সকলের স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা লইয়া পরে একটু বিচার করিব।

যখন শচী এই কথা বলিতেছেন, তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া গলিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। এই কথা বলা যখন সাঙ্গ হইল তখন শচীর জ্ঞান অন্তর্হিত হইল, ভাবিতেছেন, "আমি কি বলিলাম? আমি না নিমাইকে বিদায় দিয়া পথের ভিখারী করিলাম?" *

---

* [শচীর] সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ বুদ্ধি হইল।
আপন তনয় বলি মায়া দূর গেল।

জগত দুর্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারো বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয়॥ [ওপিৎে]

শচী জ্ঞান পাইয়া পুত্রকে অতি আনন্দে বিদায় দিলেন, যখন সে কার্য্য হইয়া গেল তখন আবার সে জ্ঞান হারাইলেন। জ্ঞান হারাইয়া বাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত হইলেন। অভিভূত হইয়া দুই রূপ দুঃখে জর জর হইতে লাগিলেন। প্রথম এই যে নিমাই সন্ন্যাসী হইল, আর দ্বিতীয় তিনিই তাঁহাকে বৈরাগী করিলেন। তখন এই দুঃখে আহত হইয়া শচী, ইহাই বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

আমি কি বলিতে কি বলিলাম।
মা হয়ে নিমায়ে বিদায় দিলাম॥ ধ্রু

দুইটি সুখ একেবারে আইলে যেরূপ কোনটিই ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না। দুইটি দুঃখ এক সময় আইলেও সেইরূপ উভয়ের একটিও পূর্ণ পরিমাণে দুঃখ দিতে পারে না। তাই শচী প্রাণে মরিলেন না। শচী তখন ধূলায় কেবল "নিমাই নিমাই" বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

শচী যে কথা মুখ দিয়া একবার বলিয়াছেন, তাহাতে যে আবার 'না' বলিবেন, সেরূপ মেয়ে তিনি নন। তিনি নিমাইয়ের মা ও তাঁহারই মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এই যে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ইহার মধ্যে এক বারও এ কথা বলিলেন না যে, "নিমাই আমি কি বলিতে গিয়া কি বলিয়াছিলাম। নিমাই আমি ত বিদায় দেই নাই, আর যদি দিয়া থাকি সে আমার ঘাড়ে দুষ্ট স্বরস্বতী আসিয়াছিল, আমি কখন যেতে দিব না।" তবে ইহাই বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, "কি কৈলাম? আমার নিমাইকে পথের ভিখারী করিলাম? বাছার ত কোন দোষ নাই? বাছা ত আমায় নির্ভর করিয়াছিল? নিমাই আমার মাতৃবৎসল। আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কায করে না। নিমাই যোগ্য হইয়াছে, তবু মা বই জানে না।" তাহার পরে নিমাইকে লক্ষ্য

এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
"স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন॥
মোর ভাগ্যে এত দিন ছিলে মোর বশ।
এখন আপন সুখে করগে সন্ন্যাস॥
পুনর্ব্বার শচী মাতা মায়াচ্ছন্ন হৈল।
"হায় কি করিলাম" বলি ভূমিতে পড়িল॥ চৈতন্যমঙ্গল।

করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই! তোমার আমাকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কু-লোকে তোমাকে কু-পরামর্শ দিয়া ঘরের বাহির করিতেছিল। তুমি তাহাদের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া আমার উপর নির্ভর করিয়াছিলে। তুমি ভাবিয়াছিলে আমি আর কিছু তোমাকে যেতে দিব না। কেমন নিমাই? এখন দেখ, আমি তোমার কেমন মা! এই নবীন বয়স, ভুবনমোহন রূপ, তোমাকে কৌপীন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম!"

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি ব্যস্ত হইয়া, জননীকে উঠাইয়া, আপনার অঙ্গে হেলান দিয়া বসাইলেন। বলিতেছেন, "মা! সত্য কি পাগল হইলে? ও কি তুমি অনুমতি দিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণ তোমার জিহ্বায় বসিয়া অনুমতি করিয়াছেন। মা কেন কান্দিতেছ? আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি? এ যে পরমার্থ ত্যাগ, এ ত ত্যাগ নয়, চির-মিলন! আমি যে নিমাই তাহাই আছি। আর তুমি আমার যে মা, তাহাই আছ। আমি যেখানে যাই, তুমি যেখানে থাকো, আমি যাহা তাহাই থাকিব, তুমি যাহা তাহাই থাকিবা। আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা। এ সম্পর্ক কোন কালে যাইবার নহে। তুমি যেমন আমার কথা দিবানিশি ভাবিবা, আমিও তেমনি তোমার কথা তিল মাত্র ভুলিতে পারিব না। না হয় কিছুকাল দেখা দেখি হইবে না। তাহাতে কি? ভালবাসা নষ্ট হইলেই দুঃখ, তাহা কোন যুগে হইবে না। মনে ভাবো আমি যেন ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে যাইতেছি। অন্যের পুত্র বৃথা ধন আনিয়া জননীকে দেয়; আমি তোমাকে অক্ষয়, অব্যয়, পরম ধন আনিয়া দিব। মা, শান্ত হও, তোমার মলিন মুখ আমি কিরূপে দেখি? তাহা হলে আমি কিরূপে যাইব? তুমি বলিলে যে আমি সকলের উপর করুণ, কেবল তোমাদের উপর নিদয়। মা! শ্রীভগবান, যে তাঁহার নিজজন, তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। কারণ তিনি জানেন যে তাহার ভক্ত উহা সহিবে। সন্তানেও জননীর প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে কারণ সে জানে যে জননী উহা সহিবেন। যেখানে গাঢ় স্নেহ সেখানে পদে পদে এরূপ নিঠুরালী হইয়া থাকে। মা, আমার অত্যাচার তুমি ব্যতীত অন্যে সহিবে কেন?" ইহা বলিতে বলিতে জননীর গলা ধরিলেন, ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মা, আমি স্ববশে থাকিলে কি

তোমা হেন জননীকে এই বৃদ্ধকালে ফেলিয়া যাইতে পারি? আমি যাইব না থাকিব, এইরূপ কত প্রকারে মনকে বুঝাইতেছি, কিন্তু এ কথা উদয় হইবা মাত্র যেন আমার হৃদয় বিদরিয়া যাইতেছে। কিন্তু মা! আমি থাকিতে পারিলাম না; সংসারের সুখভোগ আমার কপালে নাই। তাই বলে তুমি ক্ষোভ করিও না; সংসারের সুখ মিছা, আর প্রকৃত যে সুখ আমি তাহারি নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিতেছি।"

তখন শচী আঁচল দিয়া নিমাইয়ের নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন, আর বলিতেছেন, "বাপ! যদি তুমি যাইবে তবে বিশ্বরূপের মত নিঠুরালী করিও না। আমার চাঁদ, আমার এই কথাটি রাখিও। আমাকে মাঝে মাঝে দেখা দিও, আর আমাকে সর্ব্বদা তোমার সংবাদ দিও।" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা সেকি? এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিল যে আমি তোমাকে ফেলিয়া যাবো আর আসিব না, আর তোমাকে ভুলিয়া থাকিব? মা, আমি তা পারিব কেন? আমার সন্ন্যাসী হওয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনের একটি উপলক্ষ মাত্র। সন্ন্যাসী হইলাম বলিয়া তোমার চরণে অপরাধ করিব না। যে সন্ন্যাসে তোমার সহিত সম্পর্ক লোপ হয় সে সন্ন্যাসের মুখে ছাই। তুমি যাহা বল তাহাই করিব, যেখানে থাকিতে বল সেখানে থাকিব।"

শচী নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাপ! তুমি যখন অন্য বাড়ী যাও তখন আমি অস্থির হইয়া দ্বারে বসিয়া থাকি। সেই তুমি বৃন্দাবন যাইবে। তাহা হইলে বোধ হয় আমার প্রাণ বাহির হইবে। দেখিস্ নিমাই, জননী-বধের ভাগী হইস্ না। তোকে লোকে বড় নিন্দা করিবে।"

নিমাই তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "মা, তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। আমার বিরহে, তুমি কি আমার নিজজন কেহ প্রাণে মরিবে না। তুমি কি তোমার দুঃখিনী বধূ, কি ভক্তগণ, যিনি "অনুরাগে" শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন।* আর জননী আরো বলি, যখন আমার বিরহে তুমি বড় ব্যাকুল হইবে, তখন তুমি আমার দর্শন

---

*"অনুরাগে," কথাটিতে চিহ্ন দিলাম। কারণ শুনিয়াছি যে এখনও যিনি অনুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান।

পাইবে। মা, তুমি ভাবিতেছ আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব। আমার আবার ভয় যে পাছে তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাও, আমার প্রতি তোমার যে গাঢ় ভালবাসা তাহা যাহাতে কিঞ্চিৎ শিথিল না হয়, তাই তোমার বধূকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম। উভয়ে উভয়কে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।"

শচী চিরদিন রন্ধনে পটু। তাঁহার পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবা রন্ধন করিয়া দেওয়া। যাহা পুত্র ভালবাসেন তাহাই সংগ্রহ করেন, মনোসুখে তাহাই উত্তম করিয়া রন্ধন করেন, আর মনোসুখে তাহা বসিয়া পুত্রকে খাওয়ান। এই তাঁহার সুখের সীমা, ইহার অধিক সুখ তিনি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন না। শচীর এখন সেই কথা মনে পড়িল। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি কি ভালবাসো, তাহা আমি যেরূপ জানি জগতে আর কেহ সেরূপ জানে না। তোমারো আমার রন্ধন ভিন্ন আর কাহারও রন্ধন ভাল লাগে না। নিমাই আমি এখন সেই কথা ভাবিতেছি, তোর পেটও ভরিবে না, আর শরীর কাহিলী হইয়া যাইবে।"

শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা! তুমি এ কথা ভাবিও না যে, আমি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাইতেছি। তুমি যেরূপ কর সেইরূপ প্রত্যহ করিও। আমার নিমিত্ত আমার প্রিয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিয়া, আমি যে স্থানে বসিয়া ভোজন করি, সেখানে তুমি এখন যেরূপ বসিয়া আমাকে ভোজন করাও, তোমার যে দিন ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিও। আমি তাই ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করিব। আমি যে ভোজন করিলাম ইহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত তোমাকে আমি মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ দর্শন দিব। সে সুখ তোমার, এখন আমাকে নয়নের উপর রাখিয়া যে সুখ পাও, তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক হইবে। আরো বলি, মা, তুমি বলিলে যে তোমার সাধ যে নবদ্বীপে আমি ঘর-কন্না করি। তাই তোমার সুখের নিমিত্ত আমি কিছু কাল যাওয়া স্থগিত রাখিয়া নদিয়ায় গৃহস্থালী করিব।"

শ্রীনিমাইয়ের এই সময়কার লীলা ভক্তগণে আলোচনা করিতে পারেন না। করিতে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কঠিন বলিয়া

করিতেছি। ভক্তগণের একটু বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত এখন এ কাহিনী ক্ষান্ত দিয়া গোটা দুই কথা লইয়া বিচার করিব। শ্রীশচী পুত্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "নিমাই এখন গৃহত্যাগ না করিয়া, আমার মৃত্যুর পরে করিলে ভাল হয়।" এইরূপ কথা কিছু দিন পরে নিমাইকে কেশবভারতীও বলিয়াছিলেন। আর অদ্যাবধি অনেক লোকে বলিয়া থাকেন। ইঁহারা বিজ্ঞলোক, অত্যন্ত জ্ঞানবান, অন্যের কার্য্য প্রণালী বিচার করিতে অত্যন্ত পটু। তাঁহারা বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধ জননীকে ত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই। কেহ এ কথাও বলেন যে, যদি তিনি গৃহত্যাগ করিবেন তবে বিবাহ কেন করিলেন? এ সম্বন্ধে অধিক না বলিয়া বলরাম দাসের এই পদটি উদ্ধৃত করিব।

যত বিজ্ঞজনে, প্রভুরে নিন্দয়ে।
বলে "কেন ছাড়িলেন, বৃদ্ধ মায়ে॥"
কেহ কেহ বলে, অতি বিজ্ঞ হয়ে।
"কেন শ্রীগৌরাঙ্গ, করিলেন বিয়ে?
বৃদ্ধ জননীরে, নবীণা ঘরণী।
ছাড়ি ভাল কায, করেন নাই তিনি॥
গৃহ ছাড়িবেন, যদি মনে ছিল।
বিয়া নাহি করা, তাঁর ছিল ভাল॥
এই সব কথা, বলে বিজ্ঞ লোকে।
কি উত্তর দিব? শুনি বসি দুঃখে॥
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইল।
ভুবনে উঠিল, ক্রন্দনের রোল॥
নদে মাঝে তাঁর, শত্রুপক্ষ ছিল।
কাতরে তাহারা, কান্দিতে লাগিল॥
"হেন মহাজন, চিনি নাই মোরা।"
অনুতাপে দগ্ধ, আগে হল তারা॥
নবীনা ঘরণী, যদি বৃদ্ধা মাত।
সন্ন্যাসের কালে, গোরার না থাকিত॥

তবে বল তাঁর, সন্ন্যাসের কালে।
কেন কান্দিবেক, ভুবন সকলে ?
করুণায় যদি, জীব না কান্দিত।
তবে কি কেহ, বৈষ্ণব হইত ?
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইল।
তখন অদ্ভুত, তরঙ্গ উঠিল ॥
যত গৌড়বাসী, কান্দিতে লাগিল।
সেই কালে কত, সন্ন্যাসী হইল ॥
কেহ বা শোকেতে, পাগল হইয়া।
কত শত দিন, বেড়াল ভ্রমিয়া ॥
"কি হ'লো কি হ'লো," শুধু এই রব।
"হায় হায় হায়," করে জীব সব ॥
ইহাতে জীবের, হিয়া দ্রব হ'লো।
তবে ভক্তি-বীজের, অঙ্কুর হইল ॥
নবীন সন্ন্যাসী, সোণার বরণ।
সদা ঝুরিতেছে, কমল নয়ন ॥
অতি দীর্ঘ কায়, সুবলিত অঙ্গ।
কৌপীন পরেছেন, আমার শ্রীগৌরাঙ্গ ॥
দৃষ্টি মাত্র জীবের, হিয়া দ্রব হয়।
"মসু মসু" বলি, পড়ে রাঙ্গা পায় ॥
আদরে শ্রীগৌরাঙ্গ, ধরে তারে বুকে।
বলে "প্রিয় শুন, হরি বল মুখে" ॥
এইরূপে গৌর, জীবে উদ্ধারিল।
তাহে শচী বিষ্ণু- প্রিয়ার ত্যজিল ॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ-জন তাঁর।
তাঁহাদের দুঃখে, জীবের উদ্ধার ॥
যেবা হয় অতি, নিজ-জন তাঁর।
দুঃখ দেওয়া তারে, স্বভাব তাঁহার ॥

তারে বলেন যে, 'নিজ-জন তাঁর।
"আমার দৌরাত্ম্য, সহিবে কে আর?"
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইল।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায়, স্পষ্ট ত বলিল॥
"তোমাদের দুঃখে, জীবের মঙ্গল।
"দুঃখ নিবে কি না, স্পষ্ট করি বল?
"বড়ই মলিন, হ'লো সব জীব।
"তোমাদের আঁখি, জলেতে শোধিব॥
"কারে দুঃখ দিব, কে আর সহিবে।
"তোমাদের দুঃখে, জীব উদ্ধারিবে॥"
দুহে ইহা শুনে, শিরে দুঃখ নিয়ে।
অনুমতি দিল, গদ গদ হয়ে॥
ক্ষুদ্রলোকে ভাবে, বড় দুঃখ পেল।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, ভাগ্য বলি নিল॥
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ, করিল সন্ন্যাস।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার, হ'লো সর্ব্বনাশ॥
আর যত তাঁর, প্রিয় ভক্তগণ।
সকলের সঙ্গে, সদাই মিলন॥
কেবল কান্দিল, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
শূন্য নদিয়ার, ঘরেতে শুইয়া॥
অতএব শুন, শুন ভক্তগণ।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁর নিজজন॥
নিজ-জন বলি, দিল এত দুঃখ।
তুমি ভাব দুঃখ, তাদের মহা সুখ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ যদি, সন্ন্যাসী না হত।
বলাই কি তাঁরে, চিনিতে পারিত?

সন্ন্যাস আশ্রম সৃষ্টি করিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য জীবকে সংসারের অনিত্যতায় উপদেশ দেওয়া, আর পরকালের প্রতি দৃষ্টি করিতে উত্তেজিত

করা। মহাজনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেখাইয়া থাকেন যে, জীবগণ যে সুখকে সুখ বলে তাহা তাঁহাদের ন্যায় মহাজন পা দিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখ দেখিতে নাই। সন্ন্যাসীর উদর পূর্ত্তি করিয়া অন্ন সেবা করিতে নাই। সন্ন্যাসীর ব্যঞ্জন কি অন্নের অন্য উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই। তাঁহাদের, শীতের নিমিত্ত গাত্রে অন্যের পরিত্যজ্য ছেঁড়া বস্ত্র, ও লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কৌপীন পরিধান করার অধিকার আছে মাত্র।

সন্ন্যাস আশ্রমের আর এক উদ্দেশ্য জীবের নিকট শ্রদ্ধা আহরণ করা। যে ব্যক্তি পরমার্থের নিমিত্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন তাঁহাকে লোকে সহজেই ভক্তি করে ও তাঁহার উপদেশ মান্য করে। শ্রীভগবান এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া জীবকে শিক্ষা দিবেন। তিনি তাঁহার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন। সুতরাং তিনি এইরূপ অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিলেন যে সামান্য জীবে তাহা পারেন না। তিনি, সাতষট্টী বৎসর বয়স্কা শোকাকুলা জননী শচী, ও চতুর্দ্দশ বয়স্কা রমণী বিষ্ণুপ্রিয়া, এই দুই জনকে ফেলিয়া চলিলেন। আর সমস্ত গৌড়, ও পরে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিল। যদি তিনি শচীর মৃত্যু অন্তে গমন করিতেন ও মোটে বিবাহ না করিতেন, তবে লোকে তাঁহার সন্ন্যাসে কান্দিবে কেন?

শ্রীভগবান শচীকে জ্ঞান দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পরে আবার জ্ঞান হরণ করিলেন। জ্ঞানী লোকে বলিতে পারেন প্রভু এ কায কি ভাল করিলেন? যদি জ্ঞান দিলেন আবার লইলেন কেন? জননীকে জ্ঞান দিয়া ফাঁকি দিয়া অনুমতি লইলেন, শেষে তাঁহাকে আবার অকূলে ভাসাইলেন, একি ভাল করিলেন? এ কথার একটু বিচার করিব। এ কথা বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার কথা উঠিবে। যাঁহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব মানেন তাঁহারা তাঁহার সহিত তিনরূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। একদলে বলেন যে, তিনিও যে আমিও সে, অতএব তাঁহাকে ভজনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যখন কোন এক পৃথক বস্তু নহেন, তখন তিনি কিছু দিতেও পারেন না, লইতেও পারেন না। লওয়া কি দেওয়া আমার নিজের হাত। আমার সাধ্য থাকে সাধন করিয়া ধন

আহরণ করিব, সাধ্য না থাকে পারিব না, যাহা আছে হারাইব। আর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা শ্রীভগবানকে শাস্তা ও দাতা বলিয়া ভজনা করেন। যদি পাপ করি শ্রীভগবান দণ্ড করিবেন, যদি তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে পারি তবে পুরস্কার পাইব। এই শ্রেণী জীবের ভজন, সুতরাং, দুই রূপ। একরূপ, "হে ভগবান! পাপ মার্জ্জনা কর," আর একরূপ, "হে ভগবান! আমাকে ভাল ভাল দ্রব্য দাও।"

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, শ্রীভগবানের ভজন প্রণালী আমাদের সংসার দ্বারা আমরা জানিতে পাই। আমরা জীবগণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকি। যাহার সহিত আমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাই সে আমার সহিত সেইরূপ পাতায়। যথা, আমি যদি এক জনের বন্ধু হই, তবে সেও আমার বন্ধু হয়। আমি যদি কাহার সহিত স্ত্রীরূপ সম্বন্ধ পাতাই, তবে আমি তাহার স্বামী হই। যদি প্রভু বলিয়া কাহার সহিত সম্পর্ক করি, তবে তিনি আমার সহিত দাস সম্পর্ক স্থাপিত করেন। এইরূপে জীবগণে সমাজ আবদ্ধ, পরিবার আবদ্ধ হইয়া বাস করে।

সেইরূপে শ্রীভগবানের সহিত তুমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাও তিনি তোমার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ করিবেন। তাঁহাকে সখা বলিয়া ভজনা করিলে তিনি তোমার সহিত বন্ধুর ন্যায়, তুমি তাঁহাকে পুত্ররূপে ভজনা করিলে তোমাকে পিতার ন্যায়, ব্যবহার করিবেন। এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত চারি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, যথা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর। এ সমুদায় সম্বন্ধ পাতাইবার উপায়, ভক্তি আর প্রেম। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে মুখে নাথ, কি বন্ধু বলিলে লাভ নাই। তাঁহার উপরে সেই প্রকৃত ভাব হওয়া চাই, তবে তিনিও তোমাকে ঐরূপ ভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন। এইরূপ যাহারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই বৃন্দাবনে স্থান পাইয়া থাকেন। মন্ত্র তন্ত্রের বলে, কি উপমা অলঙ্কার কি বাক্য-ঢক্কা গলায় দিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করা যায় না। এই সম্বন্ধ স্থাপন, তত্ত্ব কথার দ্বারা কি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া, করা যায় না।

এরূপ ভজনে যাগ, যজ্ঞ, যোগ, পূজা, কি কোন গুপ্ত প্রকরণ কিছু থাকিল না। এরূপ ভজনে কোন স্বার্থ সাধনের প্রয়োজন থাকিল না,

কারণ যাঁহার কাছে চাহিব তিনি নিজ-জন, তাঁহার নিকট চাহিতে হইবে কেন? স্ত্রী কি কখনো স্বামীর কাছে বলে থাকে, "আমাকে পোষণ কর?" অতএব এ ভজনের প্রধান সাধন ভক্তি, প্রেম-ভক্তি, ও প্রেম। প্রেম-ভক্তি গেলো ত সব গেলো, ভক্তি-প্রেম থাকিল ত সব থাকিল।

শ্রীভগবান শচীর প্রেম হরণ করিলেন। বাৎসল্য প্রেমে শচীর জ্ঞান আবৃত ছিল। সেই জ্ঞান উদয় হওয়ায় শচী দেখিলেন যে নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন। আর দেখিলেন যে নিমাই জীবগণের উপকারের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিতে যাইতেছেন। তখন এরূপ শুভ কর্ম্মে বাধা দিতে নাই, ইহাই বুঝিয়া, তিনি যে বস্তুকে পুত্র ভাবিতেন, তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু এই জ্ঞান হওয়াতে শচীর অতিশয় অনিষ্ট ঘটনা হইল। অগ্রে তিনি শ্রীভগবানের এক মাত্র জননী ছিলেন, এই জ্ঞান উদয় হওয়ায় তিনি একজন সামান্য জীব মাত্র হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহার বিমল সুখের প্রস্রবণ যে অতি প্রিয় বস্তুটি ছিল, তাহা জ্ঞান পাইয়া হারাইলেন। কাযেই শ্রীভগবান শচীর জ্ঞান হরণ করিয়া আবার তাঁহাকে মাতৃস্বরূপ যে দুর্ল্লভ পদ তাহাই দিলেন, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রিয় ও সুখের বস্তুটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশ্য জ্ঞানের অবস্থায় শচীর কান্দিবার কোন কারণ ছিল না, আর জ্ঞান যাওয়ায় "হা নিমাই" বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভালবাসার সেবা করিতে হইলে এরূপ কান্দিতে হইবে। যেখানে ভালবাসা সেখানেই বিরহ। প্রেমোত্থিত সুখ চাও তবে বিরহরূপ দুঃখ লইতে হইবে, যাহার বিরহ দুঃখ নাই, তাহার এই বিরহে ভালবাসাকে পুষ্টি করে। তাই নিমাই শচীকে বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী হইয়া তিনি মাঝে মাঝে শচীকে দর্শন দিবেন, তাহাতে শচী যত সুখ পাইবেন তিনি (নিমাই) সর্ব্বদা নয়নের নিকট থাকিলে তাহার শতাংশের এক অংশও সুখ পাইবেন না।

ফল কথা, যদি জ্ঞানী হও, যত প্রকার মানসিক প্রবৃত্তিতে হৃদয়কে কোমল করে অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি, দয়া, স্নেহ, মমতা, এ সমুদায় থাকিবে না। এ সমুদায় না থাকিলে ইহা হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা পাইবে না বটে, কিন্তু একটি নিরস শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া এ সমুদায় হইতে যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাও পাইবে না। অর্থাৎ জ্ঞানী হও, শ্রীভগবান কি কোন প্রিয়জনের নিমিত্ত কান্দিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদের হইতে কোন সুখও পাইবে না। প্রেমের চর্চ্চা কর তবে প্রেম হইতে যে সুখ উৎপত্তি হয় তাহা ভোগ করিতে পাইবে ও বিয়োগ জনিত দুঃখ কাযেই ভোগ করিতে হইবে। তাই শ্রীভগবান শচীর প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার সুখ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, আপনি তাহার পুত্র থাকিবেন বলিয়া, তাঁহার জ্ঞান হরণ করিলেন, ও "হা নিমাই" বলিয়া কান্দিবার মহা ভাগ্য দিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কিবা হইল দুর্গতি, বিষ্ণুপ্রিয়া গুণবতী,
কি ক্ষণে আনিনু তোমা ঘরে।
দিবানিশি কান্দাইনু, সুখ মাত্র নাহি দিনু,
প্রিয়ে! কৃপা করি ক্ষম মোরে ॥
করি ধন আহরণ, আপন জন পোষণ,
জগমাঝে সবে করে সুখী।
সুখ নাহি দিনু তারে, জন্মের মত দেশান্তরে,
চলিছি একাকী তোবে রাখি ॥
বলরাম দাস গায়, বালা স্বামী পানে চায়,
নয়নের তারা নাহি চলে।
শুখাইল মুখইন্দু, অঙ্গ কাঁপে মৃদু মৃদু,
মুরছিয়া পড়ে পতি কোলে ॥

নিমাই জননীর নিকট, তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া, অনুমতি লইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শচী মর্ম্মাহত হইয়া বাহ্যজ্ঞান প্রায় হারাইয়া, অভ্যাস বশতঃ সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। শচীর এই দুঃখভাব ঘুচাইয়া নিমাই কিছু কাল সংসারী হইবেন তিনি জননীকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। জননীর নিকট বিদায় লইয়াছেন বটে, কিন্তু চতুর্দ্দশ বয়স্কা নববালা, সেই সরলা, পতি-প্রাণা, পতি-গৌরবিণী, বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে বাঁকি আছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয় গমন করিয়াছেন; সেখানে কাণাঘুষা শুনিলেন যে, তাঁহার স্বামী নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ছাড়িবেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বামী, (যাঁহার হৃদয় কেবল ভালবাসা দ্বারা ঘটিত), যে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু ভরসাইবা কি? তাই ব্যস্ত হইয়া পতির গৃহে, আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিমাই রজনীতে ভোজন করিয়া খট্টায় শয়ন করিলেন, একটু নিদ্রাও গেলেন। এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া, অল্প গল্প বেশ বিন্যাস করিয়া, হাতে পানের বাটা, আর এক খানি রেকাবিতে চন্দনের বাটী ও ফুলের মালা, লইয়া পতির গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন পতি ঘুমাইয়া আছেন, বস্ত্রের দ্বারা সমুদায় অঙ্গ আবৃত, কেবল বদন খানি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ধৈর্য্য মাত্র নাই। পিতার গৃহ হইতে অনাহুত দ্রুতগমনে আসিয়াছেন কেন, না স্বামীর কাছে শুনিবেন যে লোকে যে জনরব করিতেছে তাহার অর্থ কি? সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া দুটা অন্ন মুখে দিয়া শীঘ্র শীঘ্র পতির গৃহে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ভাগ্য ক্রমে সে দিবস প্রভু সংকীর্ত্তনে গমন করেন নাই। পতির নিকটে যাইয়া কি বলিবেন, এ সমুদায় কথা মনে মনে শত বার রচনা করিয়াছেন। আর পতির নিকট যাইয়া দেখেন তিনি ঘুমাইতেছেন। পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি দাঁড়াইলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন, তাঁহার বল্লভের ভাগ্যে ত নিদ্রা প্রায় হয় না। একটু ঘুমাইতেছেন, এখন জাগান কর্ত্তব্য নয়। আবার ভাবিতেছেন, ভালই হইয়াছে। এই সুযোগে পদতলে বসিয়া মুখ খানি দেখি। তখন পানের বাটা ও হস্তের রেকাবি নিঃশব্দে খট্টার নিম্নে রাখিলেন, ও ঐরূপ নিঃশব্দে, ভয়ে ভয়ে, যেন কত অপরাধ করিতেছেন, স্বামীর পদতলে বসিলেন। বসিয়া মহা সুখে ও অতি গৌরবের সহিত, পতির মুখ-চন্দ্র দেখিতে লাগিলেন। পতির শ্রীপদে হস্ত স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে না। শীতকাল, তাঁহার করতল শীতল, উষ্ণ বস্ত্রে পতির চরণ আবৃত, তাঁহার করতল স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা। ইহাই ভাবিয়া সেই উষ্ণ বস্ত্রের মধ্যে,

ধীরে ধীরে হস্ত প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। যখন ভাবিলেন যে করতল উষ্ণ হইয়াছে, তখন শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন।

এইরূপে শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া কিয়ৎকাল স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে, চৌরগণ যেরূপে অতি নিঃশব্দে ও ক্রমে ক্রমে দ্রব্যকে স্থানভ্রষ্ট করে, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পদদুটি হস্ত দ্বারা উঠাইতে লাগিলেন। মনে মহা ভয় যে পাছে পতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু বিধি তাঁহাকে সে রাত্রি সুপ্রসন্ন, নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতির দুটি অভয় পদ উঠাইয়া আপনার হৃদয়ে ধরিলেন।

এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের পদ হৃদয়ে ধরিলেন, ইহার তিনটি কারণ আছে! প্রথমতঃ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার উষ্ণ হৃদয়ে পদতল চাপিলে শ্রীনিমাইয়ের আরাম হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ভাবিলেন যে, তাঁহার বুকের মধ্যে কুচিন্তা জলন্ত অনলের ন্যায় পোড়াইতে-ছিল, স্বামীর শীতল পদস্পর্শে উহা নির্ব্বাণ হইবে। তৃতীয়তঃ, বরাবর ভাবিতেছেন যে, স্বামীর অভয় পদে একবার স্মরণ লইবেন, তাহা এখন লইলেন! শ্রীপদ হৃদয়ে ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পতির প্রসন্ন বদন দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, ত্রিভুবনে এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর নাই। পদ-স্পর্শে শরীর আনন্দে পুলকিত হইল, আর তাহাতে যেন পতিমুখ আরো প্রফুল্লিত হইল। হাস্য ও রোদন যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সুখ ও দুঃখও সেইরূপ। অধিক হর্ষ হইলে রোদনের উৎপত্তি, ও অধিক রোদনে হাস্যের উৎপত্তি; অধিক দুঃখে সুখের উৎপত্তি, ও অধিক সুখে দুঃখের উৎপত্তি হয়। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার মত ভাগ্যবতী ত্রিজগতে কেহ নাই, তাঁহার কি এ ভাগ্য থাকিবে? ইহাই মনে উদয় হওয়ায় নয়ন দুটি জলে পুরিয়া গেল, আর যদিও পতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে এই ভয়ে নীরবে রহিলেন, কিন্তু নয়নজল নিবারণ করিতে পারিলেন না। জল নয়নে স্থান না পাইয়া ভাসিয়া চলিল। তখন উহার একবিন্দু পতির শ্রীপাদপদ্মে পড়িল।

এই উষ্ণ নয়নজল পায়ের উপর পড়িলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল, ও তখন তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন তাঁহার প্রিয়া পদতলে বসিয়া তাঁহার চরণ দুই খানি হৃদয়ে ধরিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিবা মাত্র নিদ্রার আবেশ একেবারে গেল। তখন অতি ক্লেশ পাইয়া, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, আপন প্রিয়াকে উরুর উপর রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি আমার প্রাণ-প্রিয়া, তুমি কাঁদ কেন?" *

বিষ্ণুপ্রিয়া এই মধুর সম্ভাষণ শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার উত্তর দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্য বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন পূর্ব্বে যে ধারা পড়িতেছিল, তাহার বেগ শত গুণ বৃদ্ধি হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাতে আরো ব্যস্ত হইয়া প্রিয়ার অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল, হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল। শ্রীনিমাই তখন অতি কাতর হইলেন। কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরিয়া আর কোন কথা না বলিয়া প্রিয়ার নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন হৃদয়াবেগের কিছু নিবৃত্তি না হইলে প্রিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। বসিয়া নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন, ও প্রিয়ার হৃদয়ের দুঃখ-তরঙ্গে মুখে যে নানাভাব খেলিতেছে, তাই এক দৃষ্টে, সজল নয়নে, দেখিতে লাগিলেন।

পরে আবার বলিতেছেন, "প্রিয়ে! আমাকে দুঃখ দিতেছ, আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার কথা আমাকে বল। এই আমার ক্রোড়ে বসিয়া, আর তুমি পতিপ্রাণা, তোমার আবার দুঃখ কি হইতে পারে?"

---

* দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চির,
হৃদয় বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে অতি পারা॥
"মোর প্রাণ প্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি,
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে,
পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥—চৈতন্যমঙ্গল।

নিমাই দেখেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। স্বামীর কোলে অঙ্গ অঙ্গ কাঁপিতেছেন, কেবল স্থান গুণে মূৰ্চ্ছিত হইতেছেন না। নিমাই দ্বারা নানা প্রকারে আশ্বাসিত ও সেবিত হইয়া শেষে পতির মুখ পানে চাহিলেন। নিমাই দেখিলেন, দৃষ্টি ক্ষোভে পূর্ণ। বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন :—

"তুমি নাকি,— মাকে অকূলে ভাসাইয়া যাইবে ?"

শ্রীমতী "আমাকে" বলিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন, "মাকে।"

নিমাই যদিও বুঝিলেন, পূর্ব্বেও বুঝিয়াছিলেন, যে প্রিয়া তাঁহার সন্ন্যাসের জনরব শুনিয়াছেন, ও তাহাই শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, তবুও মনেরভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আরও বুঝাইয়া বল, ফেলে যাব সে কি ?"

বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছা নয় যে সন্ন্যাস শব্দ মুখে আনেন। তাই বলিতেছেন, "তোমার দাদা যাহা করিয়াছিলেন, তুমি নাকি তাহাই করিবে ?"

নিমাই হাসিতে লাগিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে এ কথা কে বলিল ? আপনা আপনি অহেতুক কেন দুঃখ পাইতেছ ?" ইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া পতির হস্ত খানি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "আমার মাথা খাও, ঠিক কথা বল।" ইহাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, "কত দিবস পরে তোমাকে দর্শন পাইলাম, এখন তোমার চাঁদমুখ দেখিব না কেবল কান্না কাটা করিব। যখন যেখানে যাই, তোমার অনুমতি লইয়া যাইব। এখন ও সমুদায় ভুলিয়া যাও।" ইহা বলিয়া প্রিয়ার সহিত নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে লাগিলেন।

প্রভুর পূর্ব্বে এ সমস্ত গার্হস্থ্যরস ভোগ করিবার অবকাশ ছিল না। সমস্ত নিশা সংকীর্ত্তনে যাইত। যখন ভাবে বিভোর থাকিতেন, তখনই সংকীর্ত্তনে গমন করিতেন না। তাহাতে শ্রীমতীরবা কি ? উভয় সময়েই তিনি বঞ্চিত। কিন্তু শচীমার মনের বাসনা কি তাহা তিনি জানিতেন, ও সে দিবস মায়ের মুখে শুনিলেন যে, তাহার সাধ যে নিমাই অন্ততঃ কিছু-কাল ঘরকন্না করুন। প্রভু তাহাতে প্রতিশ্রুত হয়েন, যে তিনি মায়ের

এই সাধ যথা সাধ্য পালন করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবকে তখন হৃদয়ে লুকাইয়াছেন। সুতরাং চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক পতি, চতুর্দ্দশ বয়স্কা বল্লভার সহিত, যেরূপ হাস্য কৌতুক করে, প্রভু প্রিয়ার সহিত তাহাই করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই নূতন ভাব দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে গলিয়া পড়িলেন!

এইরূপে প্রায় সমস্ত রজনী গেল। নববালা সমস্ত নিশা ঢোকে ঢোকে আনন্দ পান করিলেন। হৃদয়ে যেন আনন্দ ধরিতেছে না। তখন স্বাভাবিক নিয়মে হৃদয়ে আবার দুঃখের তরঙ্গ উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড় সুখ হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়। ভাবিতেছেন আমি কি ছার যে আমার এ সুখ থাকিবে ? ইহা ভাবিয়া পতির মুখপানে চাহিলেন, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পতিপানে চাহিয়া সেই সন্দেহ গেল না, বরং যেন বাড়িয়া গেল। পতি-মুখ দেখিয়া বুঝিলেন যেন তাঁহার পতি, তাঁহার পানে চাহিয় অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন শ্রীমতী ব্যস্ত হইয়া, পতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কান্দ কেন ?"

ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন যে যদিও তিনি আমোদ ও কৌতুক করিতেছেন বটে, কিন্তু সে সমুদায় বাহ্য, যেন প্রকৃত পক্ষে অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন তাঁহার মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। মনের সন্দেহ ঘুচাইবার নিমিত্ত স্বামীর মুখপানে আবার চাহিলেন, চাহিয়া সন্দেহ গেল না, বরং বদ্ধমূল হইল। তখন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কান্দিতেছ কেন ?".

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া চমকিত হইলেন। সরলা স্ত্রীর মুখের ভাব দেখিয়া প্রকাশ্যে কান্দিয়া ফেলেন এরূপ ভাব হইল। কিন্তু দৃঢ় সংকল্পে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "কৈ এই ত আমি হাসিতেছি।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এ কথায় প্রবোধ মানিলেন না। পতির দুই খানি হস্ত ধরিয়া আপনার বুকে ধরিলেন। আর বলিলেন, "তোমার ভাব আমার নিকট একটুও ভাল বোধ হইতেছে না। তুমি আমাকে যেন ফাঁকি দিতেছ, আমি তোমার

মুখ দেখিয়া মনেরভাব বুঝিতেছি। যদিও আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু আমি তোমার মুখ দেখিলে মনেরভাব বুঝিতে পারি। তবে সত্যি সত্যি তুমি, মা এবং আমার গলায় ছুরি দেবে ?*

এখন নিমাইয়ের বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে শেল মারিবার সময় উপস্থিত হইল। কাযেই প্রভু একটু গম্ভীর হইলেন, হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, হিত-বাক্য শুন। আমার ইচ্ছা তোমার হিত হয়, তোমার ইচ্ছা আমার হিত হয়। উভয়ের মনস্কামনা সিদ্ধি হবে, কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে। তুমিও তাই কর, আমিও তাই করি। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি নামের স্বার্থকতা কর।"

শ্রীমতীর মুখ শুখাইয়া গেল। পতি যাহা বলিলেন, তাহা সমুদায় শুনিতেও পাইলেন না, কিন্তু তবু স্পষ্ট বুঝিলেন যে তাঁহাদের ছাড়াছাড়ির কথা হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন না। কারণ তাঁহার সম্মুখে কি বিপদ তাহা তখন সম্যকরূপে মনে ধারণা করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি যাই কর, বাড়ী ত্যাগ করিও না। আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তোমার কাছে আসিব না, তুমি মাকে ত্যাগ করিও না, মা মরিয়া যাইবেন, আর লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে।" আর কি কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উহাই বলিতে লাগিলেন।

উপরের কথা গুলি ও আরো অনেক কথা, যে অবধি এই বিপদের কথা শুনিয়াছেন সেই অবধি চেষ্টা করিয়া করিয়া মনে মনে যোজনা করিয়াছিলেন, পতিকে বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবেন, কিন্তু সময় কালে তাহার অধিকাংশ ভুলিয়া গিয়াছেন। কেবল আমি তোমার কাছে আসিব না, জননীকে বধ করিও না, এইরূপ দুই একটি কথা বার বার বলিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বালা প্রেয়সীর, তাঁহাকে বাড়ী রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, দুই ভাবে বিভোর হইলেন। তাঁহার প্রিয়াকে, তাঁহার অতি ভালবাসার

---

* প্রভু কর বুকে দিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না বলিহ মোর তরে।
হেন অনুমান করি, যত কহ সে চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে॥—চৈতন্য মঙ্গল।

পাত্রীকে দুঃখ দিতেছেন, তাহাতে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ইঁহার পরে তাঁহার বালিকা স্ত্রীর, তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন স্বামীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, আবার দয়ার উদ্রেক হইতেছে। প্রিয়ার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া চাহিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী হইব। কিন্তু প্রিয়ে! তোমার প্রতি কি আমার ভালবাসার অভাব আছে? তোমাকে দুঃখ দিতেছি বটে, আমার নিমিত্ত তুমি বড় দুঃখ পাইবে, কিন্তু আমিও ত তোমার নিমিত্ত দুঃখ পাইব? তোমাকে দুঃখ দিতেছি আর আমি দুঃখ লইতেছি। ইহা কি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি? বিষ্ণুপ্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত এ সমুদ্রায় করিতেছি, তোমার ও আমার দুজনের ভাল হবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া পতির কথা শুনিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার হৃদয় ভাল করিয়া স্পর্শ করিল না। যেন আপনা আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আজ কয়েক দিন আমি অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে আমার সুখ ফুরাইয়াছে। আমি এ সব জানি, আমি ত সে উছটের কথা এক দিনও ভুলি নাই।" এই কথা বলিয়া পতির মুখ পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "হাঁগো সত্যবাদী! আমার পায়ে উছট লাগিলে, তুমি না বলেছিলে এই যে আমি আছি, তোমার ভয় কি?"

শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার দোষ কি? তুমিত গুণনিধি। আমার কপালে বিধি পতি থাকিতে বৈধব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সব কি? আমি কি স্বপ্নে দেখিতেছি না তুমি তামাসা করিতেছ? তুমি কি আমাকে ভয় দিতেছ?

শ্রীগৌরাঙ্গ সাশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রিয়ার দিকে চাহিয়া আছেন। বলিলেন, "প্রিয়ে! এ স্বপ্নও নয়, তামাসাও নয়, সত্যই আমি সন্ন্যাসী হইব। এখন তুমি আমাকে মনোসুখে অনুমতি দাও।"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ঠিক চেতনাবস্থা নাই, তাহা থাকিলে মূর্চ্ছিত হইতেন। একবার ভাবিতেছেন, স্বপ্ন। শ্রীগৌরাঙ্গ, এ যে সত্য ও স্বপ্ন নয়, তখন তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিতেছেন, "প্রিয়ে! আমি তোমাকে ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইব, এখন মনোসুখে আমাকে অনুমতি দাও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি বল কি? তুমি যাবে কোথা? তুমি কেন যাবে? ইহা নাকি আবার হয়! আমি মারে এখনি ডাকিয়া বলিতেছি। আমাকে নয় পায় ঠেলিলে, তাঁহাকে আর এই বৃদ্ধ কালে ফেলে যাইতে পারিবে না। এই কথা বলিয়া শ্রীমতী মায়ের নিকট চলিলেন। মায়ের নিকট চলিলেন তাহার অনেক কারণ, এক কারণ এই স্বামী ত্যাগ করিলেন, কাজেই মায়ের আশ্রয় লইতে চলিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ধরিলেন। ধরিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। বলিতেছেন, "প্রিয়ে, একটু ধৈর্য্য হও। আমি যাইব, তাহাতে আমার ক্লেশ। তোমাকে দুঃখ দিতেছি, তাহাতে ক্লেশ। তুমি পতিপ্রাণা, সমুদায় দুঃখ আমার ঘাড়ে না দিয়া ইহার কিছু অংশ লও। মার নিকট আমি অনুমতি লইয়াছি, তিনি মনোস্থখে অনুমতি দিয়াছেন। এখন তোমার নিকট অনুমতি লইব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি বল কি? মা অনুমতি দিয়াছেন?

শ্রীগৌরাঙ্গ। হাঁ, তিনি মনোস্থখে অনুমতি দিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা অনুমতি দিয়াছেন! তা দিলেও পারেন। তিনি আর ক দিন বাঁচিবেন? আমি বল দেখি এ চির জীবন কিরূপে কাটাইব? তুমি আমাকে কার হাতে দিবে? মা অল্পকাল পরে চলিয়া যাইবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করিবে?

তাহার পরে আবার বলিতেছেন, "আমি তোমাকে এক কথা বলি। তুমি মাকে ফেলিয়া যাইও না, তোমার অধর্ম্ম হবে। তুমি সন্ন্যাসী হবে, তার মানে আমাকে ত্যাগ করিবে। তার জন্যে তুমি বাড়ী কেন ছাড়িবে? আমি বাপের বাড়ী থাকিব।" পতির মুখ পানে চাহিয়া দেখেন যে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই, তাহাতে আবার বলিতেছেন, "তাহাতে হবে না? আচ্ছা! আমি বিষ খেয়ে কি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব। তুমি ঘর ছাড়িও না, মারে ত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম ও লোকনিন্দা ঘাড়ে করিও না। তুমি সন্ন্যাসের দুঃখ লইও না।"*

---

* কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার,
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লয়ে, মরিব মু বিষ খেযে,
সুখে নিবেশহ তুমি ঘরে॥—চৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতর ও করুণস্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সব কথা বুঝিতেছ না। এ জনম আমি ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি। ক্রন্দনও করিয়াছি, তবু জীবে হরিনাম লইল না। এখন আমি ও আমার নিজ জন সকলে একত্র হইয়া, রোদন করিয়া, জীবের হৃদয় দ্রব করাইব। আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিলে মা রোদন করিবেন, তুমি রোদন করিবে, জীবে তাহা, ও আমার অবস্থা দেখিবে ও শুনিবে। তখন জীবে আমার জননীর অবস্থা, তুমি আমার প্রাণ প্রিয়া তোমার অবস্থা দেখিয়া, আমাকে কৃপার্ত্ত হইবে, হইয়া হরিনাম লইবে। তাহাই মার নিকট অনুমতি লইয়াছি, ও তোমার নিকট লইব। মারে ও তোমারে কান্দাইতে হইবে, তাহা না হইলে জীব উদ্ধার হইবে না।

এ কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

একটু থামিয়া বলিতেছেন, "তোমাকে আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া আজ মনের কথা বলিব। আমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে নাই। তোমার রূপে ও গুণে পশু পক্ষী মোহিত। আমি ঘাটে যাই, শুনি যে লোকে আমাকে দেখাইয়া, তোমার রূপ গুণের প্রশংসা করিতেছে। আমি পথে তাহাই শুনি, ঘরেও তাই শুনি, এমন কি, আমি শুনি যেন ত্রিজগত কেবল তোমার রূপ ও গুণের কথা বলিতেছে। সেই তুমি আমার স্বামী, আমার সামগ্রী! দেখ আমি তোমাকে দেখিতে পাই না। তুমি আমার কাছে আইস না, ভাল করিয়া কথা কও না। এমন কি তোমার মুখ খানিও আমি ভাল করিয়া যে দেখিব তাহার অবকাশ তুমি দেও না। কিন্তু তাহাতে আমি দুঃখ করিতাম না। ভাবিতাম আমারই স্বামী ত? আবার যখন তুমি কীর্ত্তন করিতে, আমি একা শুয়ে ভাবিতাম, যে আমি আর একটু বড় হইলে, তখন তুমি আমাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর আমি তোমাকে পাইব।*

---

* আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী,
তুমি মোর নিজ প্রাণনাথ।
বড় প্রীতি আশা ছিল, দেহ মন সমর্পিল,
এ নব যৌবনে দিবে হাত॥ চৈতন্যমঙ্গল।

দেখ সে সাধ আমি ছাড়িলাম। আমাকে ছাড়িলে তোমার দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু আমি ছার, আমাকে ছাড়িয়া তোমার দুঃখ কেন হইবে? তুমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইও না। কে তোমাকে রান্ধিয়া দিবে? কে তোমার সেবা করিবে? আবার পথে হাঁটিবে কিরূপে? তোমার পা দুখানি যেন শিরীষ ফুল। তুমি আমাকে গলায় ছুরি দিয়া যদি না বলিয়া যাও, আমি কি করিতে পারি, কিন্তু তুমি ঘরের বাহির হও এ অনুমতি আমি দিতে পারিব না।"*

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "প্রিয়ে, সংসারের সুখ, তোমাদের স্নেহ ত্যাগ করিতেছি, এ সমুদায় আমি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি না। আমার প্রাণ জর জর হইয়াছে। তুমি আমাকে ঘরে রাখিতে চাও কেন? তুমি আপনি বলিলে তুমি আপনার সুখ চাও না, আমার সুখের নিমিত্ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিতেছ। তুমি যেমন বুঝো তেমনি বলিতেছ। কিন্তু ঘরে থাকিলে আমার সুখ হইবে না, আমাকে ছেড়ে দাও আমি বৃন্দাবনে যাই, তবেই আমি বাঁচিব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "যদি বৃন্দাবনে গেলে সুখী হও তবে যাও, আমাকেও সঙ্গে লও। দেখ, রাম যখন বনে গমন করেন, তখন সীতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রিয়ে! তুমি সব ভুলে গেলে? তোমাকে সঙ্গে লইলে আর আমার সন্ন্যাস হইল না, তাহা হইলে আর জীবের নিকট করুণা পাইব না। আমায় কাঙ্গাল, তোমায় কাঙ্গালিনী, হইতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে তাহা হইবে না। প্রিয়ে আমি তোমার; যেখানে থাকি সেই খানেই তোমার। আমাকে যাইতে দেও, দিয়া হৃদয়ের মধ্য-স্থানে আমাকে রাখিয়া তোমার বিরহ-যন্ত্রণা দূর করিও। তোমার বিরহও আমি ঐ উপায়ে সহ্য করিয়া থাকিব। শুন, তোমাকে সার কথা বলি। নয়নের অন্তরে গমন করিলে তাহাকে বিচ্ছেদ বলে না। প্রীতি ছিন্ন হইলেই তাহাকে বিয়োগ বলে। আমি চলিলাম, কিন্তু আমি আমার

---

*কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম যেন, সুকোমল শ্রীচরণ,
ভয় লাগে পরশিতে হাতে॥ চৈতন্যমঙ্গল।

প্রতি তোমার প্রীতিটুকু রাখিয়া যাইতেছি। তা লইয়া গেলে তুমি কিরূপে বাঁচিবে, আমিইবা কিরূপে বাঁচিব ? সুতরাং আমি তোমারি থাকিব, কেবল স্থানান্তরে বাস করিব। প্রিয়ে! তুমি আমার, আমি তোমার। আমি জীবের দুঃখে বড় দুঃখ পাইতেছি। তুমি আমাকে বাধা দিও না, আমি তোমার পতি, তুমি পতিপ্রাণা, তুমি আমার সহায়তা কর।

ইহাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই খানি হস্ত ধরিলেন। পতি দুই খানি হস্ত ধরিলে, বিষ্ণুপ্রি য়া মুখ খানি উঠাইলেন, পতির মুখপানে চাহিলেন, নয়নে নয়ন মিলন হইল, না বলিতে পারিলেন না, মুর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন। *

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হাহাকার করিয়া প্রিয়াকে ধরিলেন। ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। আর তাহার কর্ণে বলিতে লাগিলেন, "উঠ! তোমার ত জীবন আছে ? তোমাকে ত বধ করিনাই ? প্রিয়ে, দেখিও, নারীবধের ভাগী আমাকে করিও না। উঠ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া উঠ। আমি তোমাকে চিরদিন দুঃখ দিয়া অদ্য তোমার কোমল হৃদয়ে শেল আঘাত করিতেছি। কিন্তু তুমি পতি-প্রাণা, পতির অপরাধ না লইয়া, জীবিত হইয়া আমার প্রাণদান কর।"

বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন। একটু সজীব হইলে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তবু নয়নে তখন জল আইসে নাই। নয়নে একটু জল আইলেই প্রাণরক্ষা হয়, কিন্তু তখন সর্ব্বেন্দ্রিয় শুখাইয়া গিয়াছে। কাযেই বিহ্বলের ন্যায় বকিতে লাগিলেন। প্রভুকে বলিতেছেন, "আমি কি করিব বলিয়া দাও ? তুমি গেলে আমি কি হইলাম ? আমি ত সধবা থাকিব ? তুমি আমার স্বামী, তাহা বলিতে দিবে ত ? লোকে, আমি তোমার স্ত্রী, ইহা ত বলিবে ? না আমি এখন ত্রিজগতে একাকিনী হইব ? আমাকে সবে ভাগ্যবতী বলিত, এখন সকলে অভাগী না বলে তাহাই করিয়া তুমি যাইও।"

---

* প্রিয়া করে ধরি, অনুমতি মাগিতে,
মুরছে পড়িল তছু ঠাঁই।

"আর একটি কথা বলি," ইহাই বলিয়া পতির এক খানি হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইয়া গেলে লোকে আমাকে কি বলিবে? পৃথিবীর যত স্ত্রীলোক আমাকেই নিন্দা করিবে। বলিবে কি যে, ইহার ঘরণী অতি নিঠুর কাল সাপিনী, তা না হইলে এ যৌবন কালে ইনি সংসার কেন ছাড়িবেন? সংসারে যদি ইহার সুখ থাকিত তবে কি ঘর ছাড়িয়া বনবাসী হইতেন? তুমি সত্য করিয়া বল, আমি কি ত্যক্ত করিয়া তোমাকে ঘরের বাহির করিলাম?*

---

* প্রভুর সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রলাপ বর্ণনা করিযা বলরাম দাস এই পদটী গ্রথিত করেন, যথা:—

আমার বয়সী, যে তোমা দেখিল,
কত না নিন্দিল মোরে।
সেত অভাগিনী, হেন গুণমনি,
কেন রবে তার ঘরে?
যদি রূপ গুণ, থাকিত তাহার,
পতি কি যৌবন কালে।
কৌপীন পরিযা, কাঙ্গাল হইয়া,
গৃহ ছাড়ি বনে চলে?
নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী,
পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া,
লোকে গালি পাড়ে মোরে॥
আমি কি তোমায়, দিয়াছি বিদায়,
সত্য করে বল নাথ।
তোমার লাগিয়া, মরিছি পুড়িয়া,
তাহে লোক পরিবাদ॥
তুমি মোর পতি, হইয়াছ যতি,
একা মোর সর্ব্বনাশ।
প্রিয়ার রোদন, তারিবে ভুবন,
আর বলরাম দাস॥

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন প্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া একটু চিন্তিত হইলেন, হইয়া তাঁহাকে অগ্রে নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তখন একটি চতুর্দ্দশ বর্ষ বালিকার নিকট শ্রীভগবান পরাজিত হইয়া, ঐশ্বর্য্যের সহায়তা লইতে বাধ্য হইলেন। শচীর যেরূপ প্রেম হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ারও তাহাই করিলেন। করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান দিলেন। দিয়া বলিতেছেন, "কি মিছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পাগলের মত বকিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ একাই সকলের পতি। শ্রীকৃষ্ণ ভজন জীবের এক মাত্র কায তাহাই কর, তবেই নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ পাইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন জ্ঞান পাইয়াছেন। সুতরাং প্রভুর তত্ত্ব উপদেশ গুলি অতি মিষ্ট লাগিতেছে, ক্রমেই হৃদয়ের জ্বালা অপনয়ণ হইতেছে, আর শান্তি আসিতেছে। যখন মনে সম্পূর্ণরূপে শান্তি আইল, তখন দেখেন যে তাঁহার পতি আর পতি নাই, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু!*

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর এইরূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। একটু সামলাইয়া ভক্তিতে গদ গদ হইয়া, গলায় বসন দিয়া, প্রণাম করিলেন। করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "আমি অবলা বালিকা, আমার প্রতি এ ভাব কেন? ঠাকুর! আমার স্বামী কোথা গেলেন? আমি তাঁহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্ত বাঁচি না। ঠাকুর, তুমি কি আমার স্বামী? তাহা যদি হও তবে আমি তোমার চরণে কোটি প্রণাম করি। তুমি আবার আমার স্বামীর মত হও।" †

ঐশ্বর্য্য প্রেমের নিকট পরাজিত হইল, শ্রীভগবানের শক্তি প্রীতির অগ্রে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। শ্রীভগবান বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট আবার পরাজিত হইলেন।

---

*দূরে গেল শোক দুঃখ, আনন্দে ভরিল বুক,
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিতে।

† তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া,
পতি বুদ্ধি, নাহি ছাড়ে তবু। চৈতন্যমঙ্গল

শ্রীগৌরাঙ্গ কাযেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন দুই বাহু দ্বারা প্রিয়াকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি আমার নিমিত্ত শ্রীনারায়ণকে উপেক্ষা করিলে! আমি তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি? লোক দৃষ্টে ত্যাগ করিব মাত্র, কিন্তু তুমি যখনই আমার বিরহ বেদনায় কাতর হইবে তখনই আমি আসিয়া তোমাকে জুড়াইব। আর জানিও, বিরহ ব্যতীত মিলনে সুখ নাই, তখনই তুমি মিলন সুখ কাহাকে বলে প্রকৃতরূপে আস্বাদ করিতে পারিবে।"

তখন গাঢ় আলিঙ্গনে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে জল আইল। শ্রীগৌরাঙ্গের কোলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহার নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে জ্ঞান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জ্ঞানে তাঁহার প্রেম ধ্বংস করিতে পারে নাই, বরং উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তবু জ্ঞান পাইয়া তিনি প্রভুর সমুদায় লীলা পরিস্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "তুমি স্বেচ্ছাময়, আমাকে দাসী পদ দিয়াছিলে, যেন আমার উহা থাকে। তুমি জীবের মঙ্গল করিবে তাহাতে আমি দুঃখ লইব এ ভাগ্যের কথা। তুমি মনোসুখে শুভ কার্য্য কর, কেবল এই করিও যেন আমার চিত্ত তোমার চরণ হইতে ক্ষণকালও বিচলিত না হয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন তাহাই হউক! আমার তোমাকে ভুলিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ উপকৃত জীবগণে, তোমায় আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

(শচীদেবীর উক্তি।)

আর না হেরিব, প্রসর কপালে,
অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব, সোণার কমলে,
নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে,
সকল ভকত লয়ে।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে,
আর না দেখিব চেয়ে॥
আর কি দুভাই, নিমাই নিতাই,
নাচিবেন একঠাঁই।
নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই,
নিমাই কোথাও নাই॥

(বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।)

নিদয় কেশব, ভারতী আসিয়া,
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, না দেখি কেমনে,
রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধুর, রোদন শুনিয়া,
বংশী গড়াগড়ি যায়॥

শ্রীগোবিন্দের কড়চা বলিয়া এক খানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখিতে পারেন, বর্ণনা শক্তিও বেশ আছে। সংস্কৃত ভাষায় উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। ফল কথা তখন কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সকলেই একটু না একটু সংস্কৃত শিখিতেন, ও বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতও ছিলেন। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় পুত্রবধূ সংসারের কর্ত্তা হয়েন। গোবিন্দ গৃহশূন্য হওয়ায় সংসারে থাকিয়া আর সুখ পায়েন না। ইহার উপর পুত্রবধূ তাঁহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। গোবিন্দের কখন কখন ইচ্ছা হইত উদাসীন হইবেন, কিন্তু মনে সাধ করিলেই, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। চিরদিনের মায়া ত্যাগ করিতে শক্ত হয়েন না। পুত্রের কাছে নালিস করেন, পুত্র তাঁহার স্ত্রীকে ধমকান, কিন্তু সে মুখে। ফল কথা গোবিন্দের পুত্র যদিও ভালমানুষ, কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে তিনি পিতাকে এক প্রকার বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন।

এই গোবিন্দ দায় ঠেকিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, কিন্তু বাড়ীর বাহির হইলেই ত উদাসীন হয় না? পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন কোন্ দিকে যাইবেন। ফকির হইবেন, কি দরবেশ হইবেন, কি গলায়-দড়ি দিয়া মরিবেন। শেষে মনে হইল যে, নদিয়ায় না কি একটা কাণ্ড হইতেছে। ভাবিলেন সেখানে যাই। যদি সত্য শ্রীভগবান আসিয়া থাকেন, তবে ভাল; না হয় তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার নদিয়াই বা কি মক্কাইবা কি? বাড়ী ত আর স্থান পাইবেন না? ইহাই ভাবিয়া নদিয়ায় আইলেন, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁ গা, তোমরা বল্‌তে পারো, নদে যে অবতার হয়েছেন তাঁহার বাড়ী কোথা?" তাহাতে একজন বলিলেন, "ঐ যে তিনি ঘাটে স্নান করিতেছেন।"

প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া স্নান করিতেছিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন, মধ্য স্থানে অতি পরম সুন্দর একজন যুবাপুরুষ স্নান করিতেছেন, আর তাঁহার চতুস্পার্শ্বে অনেক তেজস্বর সাধুলোকে তাঁহাকে প্রতি কার্য্যে অতীব ভক্তি দেখাইতেছেন। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে, সেই যুবা-পুরুষটিকে দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিতেছেন, এমন

রূপ কখন দেখেন নাই। রূপ যেন আঁখিতে ধরিতেছে না। কাযেই মাঝে মাঝে নয়ন মুদিয়া আপনাকে সামলাইতেছেন। রূপে এত মাধুর্য্য আছে, গোবিন্দ ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না। নয়ন দিয়া রূপ যেন ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন। অতি উত্তম আস্বাদীয় সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে যেরূপ জিহ্বায় জল আইসে, রূপ দেখিয়া সেইরূপ গোবিন্দের নয়নে জল আইল, ও বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তখন গোবিন্দের মনে হঠাৎ একটি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব-কথা মনে হইল। তিনি ভাবিলেন, "এ বস্তুটি শ্রীভগবান। কেন না এরূপ রূপ জীবে সম্ভবে না। তাহার পরে, আমি কে, আর উনি কে? উনিবা কোথা আমিবা কোথা? এই মাত্র আমি উহাঁকে দেখিলাম। কিরূপ মানুষ জানি না, কোন গুণ আছে কি না জানি না, আমি মরি কি বাঁচি তাহাতে উহাঁর কোন লাভালাভ নাই। আমি যে উহাঁকে এস্থান হইতে দেখিতেছি তাহাও উনি জানেন না। কিন্তু তবু উনি প্রাণ, মন, সমুদায় হরণ করিয়া লইলেন। এখন আমি উহাঁর অতি অল্প সন্তোষের নিমিত্ত আমার এই প্রাণ শত বার দিতে পারি। অতএব ইনি ভগবান, সর্ব্ব জীবের প্রাণ।"

যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ লিখিতেছেন তাহার মনেও শ্রীগৌরাঙ্গ চর্চ্চা করিতে, ঠিক এইরূপ ভাব উদয় হইয়াছিল। লেখক কঠিন হৃদয় বলিয়া উহা ছাড়া তাহার হৃদয়ে আর একটু অধিক উদয় হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, যে যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান না হইয়া, শুধু একজন পরম ভক্ত বলিয়া তাঁহার পার্ষদগণের মন হরণ করিতেন, তবে কখন তিনি উহা আপনি গ্রহণ করিতেন না, না করিয়া শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যাইতেন। তাহাও নয়, যদি বল মহাজন মাত্র জীবগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা হইলেও পারেন। তাহা সত্য। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পার্ষদ কি শিষ্য-গণের চিত্তের অল্প কিছু অংশ আপনারা লয়েন, আর শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত অধিকাংশ রাখেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের শ্রীঅদ্বৈত অবধি সকলেরি মন গৌররূপে একেবারে পুরিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলে পরম ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের যেটুকু ভগবানে ভক্তি ছিল সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে অর্পণ করিলেন।

শ্রীযীশুখৃষ্টের মত পরম বস্তু দুর্লভ। কত কোটি লোক তাঁহাকে ভজনা করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্তগণের নিকট ঈশ্বরের পুত্র বই নয়, তিনি তাঁহার ভক্তগণের ভক্তি অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়া, আপনি অল্প কিছু লইয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীমহম্মদ কত কোটি লোকের উপাস্য, কিন্তু তবু তিনি শ্রীভগবানের "দোস্ত" অর্থাৎ সখা বই নয়। তাঁহার ভক্তগণের ভক্তির অল্প অংশ মহম্মদ স্বয়ং লইয়া, অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের সমুদায় ভক্তি, সমুদায় চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। ইহা জীবে কোন কালে পারেন নাই, পারিবেনও না। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ শ্রীভগবান না হইলে তিনি কখন তাঁহার পার্ষদগণের সমুদায় ভক্তি আপনি লইতে পারিতেন না, আর তাঁহার ভক্তগণও তাঁহাকে সমুদায় প্রাণ দিতেন না,—দিতেও পারিতেন না। আরো ভাবুন, শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শুধু পরম ভক্ত হইতেন, তবে তাঁহার পার্ষদগণের যে ভগবদ্ভক্তি উহা আপনি লইতে সাহস পাইবেন কেন? সে যাহা হউক, গোপীগণ যমুনায় জল আনিতে গিয়া যে তাঁহাদের মন প্রাণ সমুদায় হারাইয়া আসিয়াছিলেন, সে ঠিক কবির কল্পনা নয়। এ সমুদায় যে কবির বর্ণনা নয় তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি। শ্রীনরহরি (শ্রীখণ্ডের) এই দশা হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া একবারে আপনার যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া আপনার দশা আপনি বহুতর পদে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটি পদ এখানে দিতেছি:—

মরম কহিব, সজনী কায়, মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে, দিক নেহারিতে,
হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়॥
হৃদি-সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল,
সকলি গৌরাঙ্গ ময়।
এ দুটি নয়নে, কতবা হেরিব,
লাখ আঁখি যদি হয়॥
জপিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ,
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।

ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ,
কি হ'লো মোর এ সখি ?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ,
গৌর হেরি যে সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গ চরণ,
হিয়ায় রহিল বাঁধা॥

তাহার পরে নরহরি, ব্যথিত হৃদয় শীতল করিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী খুঁজিতে লাগিলেন, যথা :—

কে আছে এমন, মনের বেদন,
কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি,
তেঁই সে তুহারে কই॥
বেলি অবসানে, ননদিনী সনে,
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, রূপ নিরখিয়া,
কলসী ভাঙ্গিয়া আনু॥
সঙ্গে ননদিনী, কালভুজঙ্গিনী,
কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি,
বয়ান শুখায়ে গেল॥
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর,
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, রূপের পাঁথারে,
সাঁতারে না পাই থা॥
অঙ্গ ঝলমল, শ্রীঅঙ্গ সকল,
শরদ চাঁদের আলো।
সুরধুনী তীরে, দাঁড়ায়ে আছে,
দুকুল করিয়া আলো॥

বুক পরিসর, তাহার উপর,
চন্দন ফুলের মাল।
নয়ন ভরিয়া, দেখিতে না পানু,
ননদী হইল কাল ॥
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল,
বিন্ধিল কুসুম শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে,
মদন কাঁপায়ে ডরে ॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী,
যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুল-শীল তার, সকলি মজিল,
গোরাচাঁদের অনুরাগে ॥

গোবিন্দ এইরূপে রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তীরে উঠিলেন, গোবিন্দ দাঁড়াইয়া; যখন শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে চলিলেন, কাযেই তাঁহার পাছ পাছ চলিলেন। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর বাড়ীতে প্রভুকে দ্বারে রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। গোবিন্দ আর কোথায় যাইবেন, দাঁড়াইয়া থাকিলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন গোবিন্দের দিকে চাহিলেন, গোবিন্দ কৃতার্থ হইলেন। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিলেন, গোবিন্দ ভিতরে গমন করিলেন। গোবিন্দকে স্নান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দ স্নান করিয়া আইলেন, অন্ন পাইলেন। এইরূপে গোবিন্দ তাঁহার প্রাণেশ্বরের বাড়ীতে রহিয়া গেলেন।

প্রভুর বাড়ীতে এখন দুইটি ভৃত্য হইলেন, ইশান ও গোবিন্দ। প্রভুর বাড়ীর কর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত। এই দামোদর পণ্ডিত মুরারিগুপ্তকে বলেন যে, প্রভুর আদি লীলা তিনি যেরূপ জানেন এরূপ আর কেহ নহেন, অতএব তাঁহার সেই সমুদায় কাহিনী গ্রন্থনিবদ্ধ করা উচিত। তাই মুরারিগুপ্ত একটি একটি লীলা বলেন, আর দামোদরপণ্ডিত তাহা অতি সহজ সংস্কৃত-শ্লোকে প্রকাশ করেন। তাহাকেই মুরারিগুপ্তের কড়চা বলে।

দামোদর পণ্ডিত প্রভুর বাড়ীর সমুদায় দেখা শুনা করেন। পরম পণ্ডিত, পরম ভক্ত, গৌর ব্যতীত আর কিছু জানেন না, মানেনও না। নিজে, ও তাঁহার অন্য চারি ভ্রাতা উদাসীন, প্রভুর বাড়ীতে থাকেন, আর সমুদায় সংসারের তত্ত্বাবধারণ করেন। তখন নিমাইয়ের সংসার বড় মানুষের মত। প্রভু শচীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যে তিনি কিছুকাল সংসারী হইবেন। *

দেড়মাস কাল প্রভু শচীদেবীর অনুরোধে ঘরকন্না করিলেন। প্রভু ব্রজ-লীলা-রস আস্বাদনে তখন নিরস্ত থাকিলেন। বিভোর অবস্থা আর রহিল না।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, পূজা আহ্নিক, পরে ভোজন করিয়া শয়ন করেন। তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পানের বাটা লইয়া পদতলে উপস্থিত হয়েন। অতি অল্প একটু গড়াগড়ি দিয়া প্রভু আসিয়া বহির্ব্বাটীতে উপবেশন করেন। দিবানিশি প্রভুর বাড়ীতে লোকের সমারোহ। যত লোকে প্রাতে গঙ্গা-স্নানে গমন করেন, বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় একবার প্রভুকে প্রণাম করিতে আইসেন। কেহ ভব, কেহ কেহ দেহ-রোগের নিমিত্ত, আর ভক্ত-গণ, দর্শন করিতে আগমন করেন। যিনি যাহা উত্তম দ্রব্য পায়েন তাহা অংশ প্রভুর নিমিত্ত আনয়ন করেন। এইরূপে প্রভুর ভাণ্ডার অনবরত পরিপূর্ণ হইতেছে।

আবার যেমন পূর্ণ হইতেছে, তেমনি ব্যয় হইতেছে। ভিক্ষুক, কাঙ্গাল, সাধু, ভক্ত, অতিথি ইহাদের প্রভুর বাড়ী যাইতে মানা নাই। প্রভু যেন দ্বারকা লীলা আরম্ভ করিলেন। শচীদেবীর রন্ধন করিতেও আলস্য নাই। শচীদেবী যে একা সমুদায় রন্ধন করিয়া উঠিতে পারেন তাহা নয়, শচী রন্ধন করেন, বিষ্ণুপ্রিয়া করেন, ভক্তগণের বাড়ীর পরিবারেরা

---

*এই মনে সবা সনে করায় পিরিতি। চৈতন্যমঙ্গল

*　　*　　*　　*

আছিল অধিক করি পিরিতি বাড়ায়।
মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া॥
যে কথায় অন্তরে সে থাকে সুস্থ হয়ে।
পরিজন পরিতোষ যা হয় উচিত।

আসিয়া সাহায্য করেন। এরূপ সাহায্য না করিলে চলে না। যেহেতু প্রভুর বাড়ী প্রত্যহ মহোৎসব। ভাণ্ডার যেন অক্ষয়!

অতিথি, কাঙ্গাল, ও ভক্ত ব্যতীত আর এক প্রকাণ্ড দল প্রভুর অন্নের প্রার্থী ছিলেন। তাঁহারা ভক্তগণ। প্রভুর প্রসাদ পাইবেন সকলের ইচ্ছা। প্রভুর ভোজন দর্শন করিবেন ইহাও ইচ্ছা। সুতরাং প্রভু ভোজন করিতে বসিলে সে স্থানে বসিবার নিমিত্ত শচী অল্প একটু স্থান পাইতেন বটেন, কিন্তু ভক্তগণের মধ্যে স্থান লইয়া বড় হুড়াহুড়ি হইত। প্রভু ভোজন করিতেছেন, ভক্তগণ দর্শন করিবেন, এই তাঁহাদের সুখ। কেনই বা সুখ না হবে? শ্রীভগবানের ভোজন দর্শন করিতে, কাহার সুখ না হয়? প্রভু ভোজন করিতে বসিয়া ভক্তগণকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বড় ডাকিতে হইত না, আপনিই পাত লইয়া বসিতেন। অন্যান্য ভক্তগণকে ডাকিলে, তাঁহারা বলিতেন, "আপনি ভোজন করুন, আমরা দেখি"। কখন বা প্রভু এই কথা শুনিয়া নিরস্ত হইতেন, কখন বা হইতেন না। তবু এইরূপে প্রভু বসিলে অবশ্য তাঁহার সহিত দশ বিশ জনের বসিতে হইত। ভোজন কালে প্রভু হাস্য রহস্য করিতেছেন, মার সহিত রঙ্গ করিতেছেন। মা ভাবিতেছেন, যেন নিমাই দুগ্ধপোষ্য বালক, "নিমাই ইহা খা, আর একটু খা, আমার মাথা খাইস," এই তাঁহার আলাপ। প্রভু বা কখন মার উপর কপট রাগ করিলেন, করিয়া অন্ন আহার করিবেন না, আর শচীর তখন সাধ্য সাধনা রূপ যে অপরূপ দৃশ্য তাহা দেখিতে কে না মুগ্ধ হইতেন? প্রভুর ভোজন হইলে সেই উচ্ছিষ্ট লইয়া ভক্তগণে কাড়াকাড়ি করিতেন।

অপরাহ্ণে প্রভু হয় ত একটু পাশা খেলা করিলেন, না হয় কৃষ্ণ কথায় যাপন করিলেন। অল্প বেলা থাকিতে নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাহির হইবার সময় গদাধর কেশ সজ্জা করিলেন। নিমাই অতি অপূর্ব্ব বস্ত্র পরিধান করিলেন। গলায় ফুলের মালা দিলেন, দিয়া ভক্তগণের সহিত নগর ভ্রমণে নির্গত হইলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিয়া সকলে সংকীর্ত্তন কি কৃষ্ণ কথায় রত হইলেন। তাহার পরে আহার করিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন।

এই যে প্রভু সংসারীর ন্যায় দ্বারকা-লীলা করিতেছেন, কিন্তু ইহা দর্শন করিয়াও, লোকের মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইতেছে। প্রভুর বাড়ীতে সংকীর্ত্তন অহোরহ হইতেছে, প্রভুর বাড়ীর চারি পার্শ্বে, নদিয়ার প্রতি গলিতে, প্রতি পাড়ায়, সংকীর্ত্তন হইতেছে। তবু প্রভু আল্‌গোচ থাকেন। বহুক্ষণ শচীর সঙ্গে থাকেন, নিশি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যাপন করেন, এইরূপে প্রায় দেড় মাশ শ্রীনিমাই গৃহস্থলী করিলেন। প্রভুর যত নিজ-জন সকলেই প্রভু যে সন্ন্যাসী হইবেন ইহা ক্রমেই ভুলিতে লাগিলেন।*

এক দিবস, অগ্রহায়ণ মাসে, সন্ধ্যাকালে প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত, পীড়ায় বসিয়া কৃষ্ণকথা রসে আছেন, এমন সময় একটি যুবক ব্রাহ্মণ-কুমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় প্রভুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আলো আছে, সুতরাং সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন। দেখেন যে যুবকটী পরম সুন্দর ব্রাহ্মণ কুমার, আর যেন ভাবে বিভোর। প্রভু তাঁহার পানে চাহিলেন, চাহিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তখন দুই বাহু পসারিয়া, 'লোকনাথ এসেছ,' বলিয়া আঙ্গিনায় যাইয়া, সেই যুবকটিকে বুকে করিয়া, তাঁহাকে লইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন!

এই লোকনাথ, যশোহরের তালখড়ির পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ইঁহার কাহিনী আমার কৃত শ্রীনরোত্তম চরিত গ্রন্থে, বিবরিত আছে। সুতরাং এখানে আর তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। লোকনাথ নদে অবতারের কথা শুনিয়াই, প্রভুকে না দেখিয়াই, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে নদিয়ায় আসিতে না দেওয়ায় পলাইয়া আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে চির পরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিলেন, পঞ্চ দিবস নিকটে রাখিলেন, ও পরে বৃন্দাবনে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, "তুমি যাও, সেই তীর্থ স্থানে বাস কর, আমিও সন্ন্যাসী হইয়া সত্বর সেখানে আসিতেছি।"

প্রভু পৌষ মাস কাটাইলেন। শ্রীনবদ্বীপবাসী যাহার যেরূপ অধিকার প্রভুকে সেইরূপে যথা, শচী পুত্র ভাবে, বিষ্ণুপ্রিয়া পতি ভাবে, পুরুষোত্তম

---

* নিরবধি পরানন্দ সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
পরানন্দ বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিল সবে প্রভুর গমন॥

সখা ভাবে, গদাধর প্রাণনাথ ভাবে, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভু ভাবে, প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ করিলেন। ইহাতে প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন তাহা এক প্রকার ভুলিয়া তাঁহারা যে "সুখের পাঁথারে" সন্তরণ দিতেছেন, তাহাও একটু ভুলিলেন। আনন্দের উপভোগে যেরূপ আনন্দ, উহার প্রত্যাশায় ও গত আনন্দের ধ্যানে তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ। আনন্দের মধ্যে থাকিলে ক্রমে উপভোগ শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। মিলন সুখ শ্রীভগবানের নিজস্ব ধন। উপভোগে এরূপ সুখের শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া যায় এবং তখন বিরহ প্রয়োজন হয়, যেমন আহারান্তে পুনরায় ক্ষুধার নিমিত্ত কিয়ৎকাল উপবাস প্রয়োজন। এই বিরহে, প্রীতি ও মিলন সুখ পরিবর্দ্ধিত হয়, এই নিমিত্ত রাসের রজনীতে শ্রীভগবান অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। এইরূপে যখন সুখের জোয়ার আসিয়া নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার নিজ জনের তাঁহাকে আস্বাদ করিবার শক্তি হ্রাস হইবার উপক্রম হইল, তখনি শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের সময় হইল।

প্রভু কল্য গৃহত্যাগ করিবেন। কিন্তু সকলে প্রত্যাহিক মহোৎসবে ও কীর্ত্তনে মগ্ন আছেন। প্রভু সন্ন্যাস করিবেন এ কথা আর কাহার মনে নাই। প্রভু প্রত্যূষে উঠিলেন। নিমাইয়ের মুখ আনন্দময়, চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস ভক্তগণ ও জননীর সহিত আনন্দে যাপন করিলেন, পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন ভোজন করিলেন। অপরাহ্নে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর দর্শনে বাহির হইলেন। প্রভু জানিতেছেন যে আর সে নগরে বেড়াইবেন না। তাই মনে মনে তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, গৃহ, গলির নিকট বিদায় হইতেছেন। নগর ঘুরিয়া তাঁহার অতি প্রিয় স্থান সুরধুনী তীরে উপবেশন করিলেন। এখানে বসিয়া শিষ্যগণ পবিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যা চর্চ্চা করিয়াছেন, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথা কহিয়াছেন,— আর কহিবেন না। স্থির গঙ্গানীরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শীত কাল জল অতি পরিষ্কার হইয়াছে, অতি বেগে স্রোত চলিয়াছে, এই জলে বয়স্যগণ ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কত কোন্দল ও কেলী করিয়াছেন,—আর করিবেন না। সে স্থান হইতে বিদায় হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার পীড়ায় বসিলেন,—আর সেখানে বসিবেন না।

তখন ভাবিতেছেন, নবদ্বীপবাসীগণের নিকট বিদায় হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ বিচরণ করিতেন, তখন গাভীগণ বৃন্দাবনে ছড়াইয়া পড়িলে মুরলীধ্বনি করিতেন, আর গাভীগণ উচ্চ-পুচ্ছ হইয়া তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিত। এখন মনে মনে নবদ্বীপবাসীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহারা সকলে অতিশয় চঞ্চল হইলেন। নবদ্বীপবাসীগণ কেহ ভক্তি কথায় মুগ্ধ, কেহ বিষয় কার্য্যে বিব্রত ছিলেন, এখন হঠাৎ তাঁহাদের হৃদয় মাঝারে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রের শ্রীমুখ স্ফুরিত হইল। তখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন, আর সারি বান্ধিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। সকলেরই হস্তে ফুলের মালা ও চন্দন, সকলেই উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী হস্তে করিয়া, আনন্দে ডগমগ হইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া। ভক্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তাহার পরে শত শত লোকে ষাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভুও তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন এক এক করিয়া উপহার দ্রব্য অর্থাৎ চন্দন, ফুলের মালা, উপাদেয় আহার দ্রব্য হস্তে করিয়া, প্রভুকে প্রণাম করিলেন, এবং প্রভুও আপনার ফুলের মালা লইয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন, এবং ভক্তকে তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিবার অনুমতি দিলেন। ভক্ত প্রভুর গলায় মালা দিলে প্রভু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র স্নেহ থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" এই রঙ্গ জনা জনার সহিত হইতে লাগিল।

এমন সময় শ্রীধর আসিয়া উপস্থিত। দরিদ্র শ্রীধর প্রভুকে আর কি দিবেন, একটি লাউ হস্তে লইয়া আসিয়াছেন। তখন আর প্রভুর সঙ্গে শ্রীধরের কোন্দল নাই। তাঁহাকে কিছু অদেয় নাই, লাউটি সম্মুখে রাখিয়া শ্রীধর প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সহাস্যে শ্রীধরকে আহ্বান করিয়া, মনে মনে ভাবিতেছেন, শ্রীধরের দ্রব্য এই লাউটি ভোজন করিতে হইবে। এবং জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই লাউ দিয়া পায়স রন্ধন করা হউক।" এইরূপে সারি সারি ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইতেছে, ও মুহুর্মুহু হরিধ্বনি হইতেছে।

রজনী দ্বিপ্রহর হইল। তখন সমুদায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লওয়া হইল। মহা হর্ষে প্রভু ভোজনে বসিলেন,— আর নবদ্বীপের বাড়ীতে ভোজন করিবেন না।

শচীর সহিত কথা কহিতে কহিতে ভোজন করিলেন। সে কথা এরূপ যেন তিনি আর শচী ব্যতীত জগতে আর কেহ আছেন, তাঁহা তাঁহারা জানেন না। শচীর ইচ্ছা, প্রভু সমুদায় আহার করেন, তাই নিমাই সমুদায় আহার করিলেন। প্রভু আপনার শয়ন ঘরে গমন করিলেন, শচী আপনার শয়ন ঘরে গমন করিয়া শয়ন করিলেন। শচী পুত্রের মুখ আর প্রাতে দেখিবেন না।

উত্তম শয্যায় বসিয়া নিমাই প্রিয়াকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সে দিন আর ঘুমাইয়া পড়িলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াও তাড়াতাড়ি পতির গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিমাই 'এসো, এসো' বলিয়া মধুর সম্ভাষণ করিলেন। পতিকে বড় প্রফুল্ল দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে একটি সাধ ছিল তাহা প্রবল হইল। বলিতেছেন, "তুমি যদি অনুমতি কর আমি আইজ তোমাকে সাজাইব।" নিমাই বলিলেন, "আমি অনুমতি দিব, কিন্তু আগে বল তুমিও তার পরে আমাকে সাজাইতে দিবে?" বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীকার করিলেন, কেবল ভাবিলেন যে পুরুষ মানুষ আবার সাজান-গোজানের কি বুঝেন্? বিষ্ণুপ্রিয়া পতিকে সাজাইতে বসিলেন। পতিকে সাজাইবেন, সংকল্প পূর্ব্বে করিয়া সাজাইবার সজ্জা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এখন তাহাই করিতে লাগিলেন। শ্রীমুখে বিন্দুর উপর বিন্দু দিয়া অলকা তিলকা দ্বারা সাজাইলেন। তাহার পরে, যেখানে যেখানে শোভা পায় চন্দন দিয়া, গলায় মালতীর মালা দিলেন। তাহার পরে নিজ হস্তে একটি খিলি উঠাইয়া পতির মুখে দিলেন।

সজ্জা হইলে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে সলজ্জভাবে অগ্রে দাঁড়াইয়া মহাসুখে পতির মুখ দেখিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীনিমাই বলিলেন, "এসো, এখন আমার পালা," ইহা বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিতেছেন, যে পুরুষ-

মানুষও সাজাইতে জানে।* বেশবিন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ একেবারে ত্রৈলোক্য মোহিনী হইল।†

এখানে আমি বলরাম দাসের বিষ্ণুপ্রিয়ার বন্দনার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিব।

চাঁদ বদনী ধনী, প্রিয়া মৃগ-নয়নী। ধুয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী আমার তড়িত প্রতিমা।
কোথা পাব কিবা দিব তাহার উপমা॥
কাঞ্চন বরণীধনী নবদ্বীপ ময়ী।
অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোর সুখে গুণ কই॥
হের দেখসিয়ে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া।
সর্ব্ব অঙ্গে শ্রীলাবণ্য পড়িছে খসিয়া॥
নবীনা প্রিয়াজি কেবল যৌবন উদয়।
লজ্জায় মুগুধা ধনী অধোমুখে রয়॥
চঞ্চল চরণে গৃহ কোণেতে লুকায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়॥
পদ্ম গন্ধ বহে মরি সুরস অধর।
দিবানিশি মত্ত তাহে গৌরাঙ্গ ভ্রমর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশশি গৌরাঙ্গ চকোর।
যার রূপ-সুধা পিয়ে প্রমত্ত শ্রীগৌর॥
গৌর-প্রেম গরবিণী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া।
গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী দেহ পদ ছায়া॥

---

* তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি॥
সুন্দর ললাটে দেয় সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য্য তারা দেখিবারে ধায়॥ চৈতন্যমঙ্গল।

† ত্রৈলোক্য মোহিনী বেশ নিরখি বদন। চৈতন্যমঙ্গল।

জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়।
বলরাম দাসে ধনী রেখো রাঙ্গা পায়॥

উপরের এই ছবিটি কেন দিলাম? শ্রীভক্তগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার এরূপ রূপ আর দেখিবেন না। এই বেলা রূপটি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন।

আবার, তাঁহার সুখের শেষ রজনীতেই বা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতিকে সাজাইবেন, একপ ইচ্ছা কেন হইল? বোধ হয় প্রভুর লীলাখেলার এ একটি অঙ্গ। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ যেন মুগ্ধ হইয়া প্রিয়ার পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রিয়ার প্রতি প্রিয়ের লোভ, ইহা হইতে প্রিয়ার সুখ আর হইতে পারে না। বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে সুখে বিভোর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লজ্জা পাইয়া গৃহকোণে লুকাইলেন। এইরূপ লুকাচুরি খেলিতে খেলিতে শেষে ধরা পড়িলেন, কি ধরা দিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানারস বিথারে প্রীতির বন্যা উঠাইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া একেবারে কৃতার্থ হইলেন। এরূপ প্রিয়ার সহিত শ্রীনিমাই রস কৌতুক ও গাঢ় প্রেমালাপ কখন করেন নাই।

এখন কোন পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন, যে প্রভু যাওয়ার নিশিতে কেন এরূপ করিলেন। তিনি যাইবার দিন অত প্রীতি দেখাইয়া, কেবল বিষ্ণুপ্রিয়ার, তাঁহার বিরহজনিত দুঃখ, আরো তীক্ষ্ণতর করিলেন বই নয়। কিন্তু যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, তবে আমরা ইহার উত্তর কতবার করিব, উত্তর ত পূর্ব্বেই দিয়াছি? শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার প্রতি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ, উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জলিতে থাকুক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শেষের রজনীতে অতি প্রীতি করিয়া কি করিলেন, না, সেই বিরহরূপ-দীপে, যাইবার বেলা, একটু তৈল ঢালিলেন, আর গোটা দুই সলিতা বেশী করিয়া দিলেন।

যখন প্রীতিডোরে আবদ্ধ দুটি জীব ছাড়া ছাড়ি হয়, তখন স্বাভাবতঃ কি কথা হয় শ্রবণ করুন :—

প্রিয়া। তুমি আমাকে ভুলিবে না, ত?

প্রিয়। তুমি আমাকে ভুলিবে না, ত?

প্রিয়া। তোমার ছবিটি আমাকে দিয়া যাও, দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিব।

প্রিয়। আমি তোমার রূপ হৃদয়ে পুরিয়া লইয়া যাইব, ও সেই ছবি দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব।

প্রীতিডোরে আবদ্ধ জীব, বিচ্ছেদের শেষ দিন এইরূপে কথা কহিয়া থাকেন। এ কথা আর কেহ বলেন না যে, "তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও।" যদি বলেন সে ক্ষোভ করিয়া, মনের সঙ্গে নহে।

প্রীতির অঙ্কুর হইলে বিচ্ছেদে উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। যে প্রীতি বিরহে নষ্ট হইয়া যায়, সে প্রকৃত প্রীতি নয়। বিরহে প্রকৃত প্রীতি ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হয়। বিরহে, প্রিয়-জনের রূপ, গুণ, প্রত্যেক প্রীতির কার্য্য, একটি অগ্নি শিখারূপ হইয়া হৃদয়ে জলিতে থাকে। সেই শিখাগুলি প্রিয়বস্তর দূত স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও প্রথম প্রথম এগুলিতে হৃদয় দগ্ধ করে, কিন্তু পরিণামে এই এক একটি শিখা হৃদয়ের এক একটি কোটর প্রফুল্ল করে।

কিম্বা প্রিয়জনের এই অঙ্গের লাবণ্য, গুণ, ও প্রত্যেক প্রীতির কার্য্যকে প্রীতি অঙ্কুরের এক একটি বৃক্ষমূলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সমুদায় দ্বারা প্রীতি অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত ও সজীব হইয়া হৃদয়েতে আবদ্ধ থাকে।

প্রিয়জনের কার্য্যকে তাঁহার প্রিয়া লীলা খেলা ভাবিয়া থাকেন। প্রিয়জনের প্রত্যেক লীলা খেলা তাঁহার প্রিয়ার একটি সুখের প্রস্রবণ। সুতরাং যে প্রিয়জনের অধিক লীলা, তাঁহার প্রিয়ার অধিক দুঃখের ও পরিণামে সুখের প্রস্রবণ।

প্রিয়জন তাঁহার লীলা খেলা দ্বারা তাঁহার প্রিয়ার হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ-রোপণ করেন। তাঁহার বিয়োগে, নয়নজলে সেই সমুদায় লীলাখেলা-রূপ বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরে কুসুমিত হয়, বা সুপক্ক রসাল ফল ধারণ করে।

শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন, "সখি! তুমি কি আমার ব্যথা জান না? যে দিবস মাধব মধুপুরে গেলেন, আমি রাজ পথে দাঁড়াইলাম। প্রকাশ

হইতে পারি না, যেহেতু সেখানে শ্রীনন্দ, যশোদা, জটিলা, কুটিলা, সকলে দাঁড়াইয়া, কাযেই একটি কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলাম। মাধব যখন গমন করেন, সেই কুঞ্জের প্রতি চাহিলেন ও সৌভাগ্য ক্রমে নয়নে নয়ন মিলন হইল। তখন আমি নয়ন ভঙ্গিতে বলিলাম ঃ—

(ছড়ার সুরে)

বন্ধু, আমার আর কে আছে ?
রেখে যাও কার কাছে ?

তখন আমার প্রসন্ন বদন, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ঃ—

(গীত)

যেতে যেতে, রথ হতে,
কি কথা বল্‌তেছিল।
মুখের কথা মুখে রইল।
আমার মুখ পানে চেয়ে,
নয়ন জলে ভেসে গেল।
(কে জানে মা, তার কথা তিনি জানেন।)
(অভিপ্রায় বুঝি, যাবার মন তার ছিল না।)
(তা নৈলে কেন, যাবার বেলা কেঁদে গেল।)

সখি! বন্ধুর সেই কান্দা বদন, আমার হৃদয়ে দিবানিশি জলিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ যাবার বেলা তাঁহার এই কান্দা বদনটি শ্রীরাধার হৃদয়ে, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সঙ্গিনী বড় দুঃখ দিতেছিল, কিন্তু আবার অপার সুখও দিতেছিল, কারণ সে প্রিয়ের ভালবাসার একজন সাক্ষী। এই জন্য জীবের ভজন সাধন সুলভের নিমিত্ত ও তাহাদের সহিত প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত, আর জীবের সুখের নিমিত্ত, শ্রীভগবান্ নর-লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নর-লীলা কি মধুর! তিনি যত মনুষ্যের মত লীলা করেন ততই উহা মধুর হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মে, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আছে। আহা! শ্রীবৈষ্ণবেরা কি ধন্য!

যাঁহারা শোকাকুল, লোকে তাঁহাদের এই পরামর্শ দিয়া থাকে, যে, "তোমরা তোমাদের হারান প্রিয়বস্তুকে বিস্মৃত হও।" কিন্তু বিস্মৃত হওয়া শোকের ঔষধ নয়, স্মরণ করাই ঔষধ। শোকাকুল জনকে আমাদের বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের হারান প্রিয়বস্তুকে ভুলিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কথা দিবানিশি চিন্তা করুন। তাহার গুণ স্মরণ করুন, ও রূপ ধ্যান করুন, তাহা হইলে শুধু শোকের যন্ত্রণা লাঘব হইবে তাহা নয়, ঐ শোকে হৃদয় নির্ম্মল করিবে, ও পরিণামে ঐ শোক হইতে বিমল আনন্দ স্ফূরিত হইবে।

তবে জীবের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের একটু প্রভেদ আছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কুলবধূগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" অতএব তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় হইবার বেলা, যতদূর সম্ভব, তাঁহার প্রতি প্রিয়ার ততদূর প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া যাওয়া, অসংলগ্ন কার্য্য নহে। যেহেতু তাহাতে প্রীতির ন্যায় জীবের পক্ষে আর সৌভাগ্য নাই।

প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা গেলেন। রজনী আন্দাজ ছয় দণ্ড আছে, বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসুখে, নিশ্চিন্ত হইয়া, পতির কোলে ঘুমাইতেছেন। শ্রীনিমাই আস্তে আস্তে উঠিলেন। তখন ঐরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার শিওরের বালিস বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে, আপনি যেখানে ছিলেন, সেখানে রাখিলেন। তাহার পরে আপনার চরণের উপর বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বাম-চরণ ছিল সেই বাম-চরণ পার্শ্বের বালিসের উপরে, রাখিলেন। *

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার মুখচুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার কোল হইতে সরিয়া আইলেন। ওইরূপ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। ধীরে ধীরে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন করিলেন। তাঁহার রাত্রিবাসের অঙ্গের বসনভূষণ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিধান

---

* নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবাম-চরণে।
পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে॥
বক্ষস্থলে নিজ গণ্ড উপাধান দিয়া।
বাহির হইল গোরা দ্বার উদ্ঘাটিয়া॥—শ্রীবংশী শিক্ষা গ্রন্থ

করিলেন। অঙ্গিনায় আগমন করিয়া, মনে মনে জননীকে প্রণাম করিয়া, বাহিরের দ্বার উন্মোচন করিলেন। বাহিরে আসিয়া ভবনকে, শ্রীনবদ্বীপধামকে, ও জননীকে সম্বোধন করিয়া আবার প্রণাম করিলেন। তখন দ্রুতগতিতে গঙ্গাভিমুখে যাইয়া, তাঁহার দাদা বিশ্বরূপকে মনে করিয়া, সেই শীতকালের শেষ রাত্রির শীতে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ইহার অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে প্রিয়ার গাঢ় আলিঙ্গনে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন আর শরীরে সুখ দুঃখ বোধ জ্ঞান নাই। ক্ষণ পরে গঙ্গার অপর পারে উঠিয়া, সেই আর্দ্র বস্ত্রে, দ্রুতগমনে কাটোয়া অভিমুখে চলিলেন। *

যে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ পার হইলেন, নবদ্বীপের লোকে তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিল। সেই হইতে সে ঘাটের নাম হইল, "নিরদয়ের ঘাট।" †

---

*শয়ন মন্দিরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
উঠিল রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস,
ঘুচাব এ সব বেশে॥
এতেক ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া,
আইলা সুরধুনী তীরে।
দুই কর জুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিল নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি,
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন, শুনি সব জন,
বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন,
সেও শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে,
এ দাস লোচন গায়॥

† এ ঘাটের নাম আইজ হইতে।
নিদয় ঘাট জানিহ নিশ্চিতে॥ শ্রীবংশী শিক্ষা গ্রন্থ।

বিষ্ণুপ্রিয়া অতি সুখে ঘোর নিদ্রায় ছিলেন, সেই সুখ অন্তর্হিত হওয়ায়, একটু পরেই চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তখন দেখেন যে নিকটে পতি নাই। ইহাতে তিনি একটু সরিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া, যেহেতু ঘর অন্ধকার, পালঙ্কে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পালঙ্কে হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নাই। পতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া প্রথমে কোন শব্দ করেন নাই। এখন তিনি পালঙ্কে নাই বুঝিয়া, "তুমি কোথা গেলে" বলিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন উঠিয়া বসিলেন, দেখেন ঘরের কপাট খোলা। পতি ঘরে নাই বুঝিয়া, তখন উঠিয়া পিঁড়ায় আইলেন। সেখানেও কোন শব্দ কি পতির কোন উদ্দেশ পাইলেন না।

অমনি তাঁহার মনে ঘোর উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিতেছেন, "এত প্রত্যূষে তিনি কোথা গেলেন? এমন সময় একাকী ত তাঁহার কোথাও যাইবার কথা নয়? তিনি না আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?" আবার তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার সহিত গত রাত্রে যত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি যে ভাবে চাহিয়াছিলেন, যে ভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক কার্য্য একেবারে মনে উদয় হওয়ায়, সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। * একবার ভাবিতেছেন, জননীকে সংবাদ

---

*এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, উঠিল কান্দিয়া,
শিরে মারে করাঘাত॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী,
জাগিল প্রভুরে নিয়া,
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া॥
কাঞ্চন নগর, গেল বিশ্বম্ভর,
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন, দগধয়ে মন,
না পাইল শচী দেখিবারে॥

দিবেন, আবার ভাবিতেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে কেন ভয় দিবেন? কিন্তু আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তখন আর থাকিতে না পারিয়া, জননীর ঘরে চলিলেন। পিঁড়ায় উঠিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। তখন দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, আর মৃদুস্বরে ডাকিতেছেন, "মা উঠ! মা উঠ!"

শচী যদিও নিমাইকে লইয়া আনন্দে ভাসিতেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দের মধ্য স্থানে "নিমাই বাড়ী ছাড়িবেন," এই চিন্তাটী সজীব হইয়া বসিয়াছিল। আনন্দে মগ্ন আছেন, কিন্তু কোন একটা শব্দ শুনিলে এই উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় যে, ঐ বুঝি নিমাই গেল! অমনি বুক দুর-দুর করিয়া উঠে, আর জিজ্ঞাসা করেন, "কি ও?" বিষ্ণুপ্রিয়া যেই "মা উঠ!" "মা উঠ!" বলিয়া ডাকিলেন, অমনি বৃদ্ধা শচী ধড়-ফড় করিয়া উঠিলেন, বলিতেছেন, "কে ও, যেন মা বিষ্ণুপ্রিয়া? সংবাদ কি? নিমাই ত ভাল আছে?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, আমি। মা, তিনি ঘরে ছিলেন, কোথা চলিয়া গিয়াছেন।" এই কথা শচী শুনিয়া প্রথমে "সে কি!" বলিয়া দেয়াশলাই দিয়া শীঘ্র শীঘ্র একটি প্রদীপ জ্বালিলেন। তাহার পর দুয়ার খুলিলেন। এখন বাসুঘোষের এই পদটি শ্রবণ করুন:—

শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দু নয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচী মাতা।
আলু থালু কেশে ধায়, বসন না রয় গায়,
শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে,
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥

ধুয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া। ধ্রু।
আমি ডাকি নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি নদিয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জন পথে ধায়, দশ জন পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা?
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে,
কাঞ্চন নগর পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি, আমার গৌরাঙ্গ হরি,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥

শচী রাজ পথে, প্রদীপ হাতে করিয়া চলিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ছায়ারমত শাশুড়ীর বস্ত্র ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। শচী "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছেন, কোন উত্তর পাইতেছেন না। গলার শব্দ অধিক দূর যাইতেছে না। ভাবিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "মা, আমিও ডাকি, মা, তুমিও ডাক।" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমি কি বলে ডাকিব?" বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে যাহাই বলিয়া ডাকুন, প্রকাশ্যে আর কোন শব্দ করিলেন না।

কিন্তু রাত্রি অবসান হইতেছে, দু একটি লোকের সহিত দেখা হইতে লাগিল। দুইজনে ফিরিলেন, ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শচীর কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, বসিয়া পড়িলেন। তখন দেখেন, তাঁহাদের বাড়ীর দিকে লোক সব আসিতেছে। শচী বাহির বাটীতে বসিয়া, (যেখানে নিমাই, মুরারির নিকট তীর্থ যাত্রার ও গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের কথা বলিয়াছিলেন।) বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া। কিন্তু তাঁহাদের বাটীতে অনেক লোক ও তাঁহার ভৃত্য ঈশান আসিতেছে দেখিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভিতরে যাইতে বলিলেন। আর আপনি ঈশানকে লইয়া বাহির দুয়ারে রহিলেন।

যে সকল ব্যক্তি আসিতেছেন, ইহাঁরা সমুদায় প্রভুর ভক্ত। ইহাঁদের নিয়ম ছিল যে, অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া, প্রভুকে দর্শন করিয়া, বাড়ী

প্রত্যাগমন করিতেন। সেই নিয়মানুসারে তাঁহারা প্রত্যুষে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সে দিবস তাঁহারা পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক সকালে ও দ্রুতগতিতে আসিতেছেন। প্রভুর বাড়ী গঙ্গার নিকট। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতে যাইতে শচী "নিমাই, নিমাই" বলিয়া যে ডাকিয়াছিলেন, সে স্বর তাঁহাদের কর্ণে গিয়াছিল। তখন ব্যস্ত হইয়া সকলে প্রভুর বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলেন। নিতাই আসিলেন, শ্রীবাস আসিলেন, আর বাসুঘোষও আসিলেন। আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা বাসুঘোষ স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুনমণি। ধ্রু
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইলে কোন তন্ত্র,
কিবা হৈল কিছুই না জানি॥
গৃহ মাঝে শুয়েছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু,
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাঁথারে ভাসাঞা গেল,
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদিয়া ছাড়িয়া॥

ভক্তগণ দ্রুতগতিতে আসিয়া দেখেন, শচী ঈশানের অঙ্গে অঙ্গ হেলন দিয়া বসিয়া। শচীকে ওরূপ সময়ে বাহির দুয়ারে দেখিয়া সকলে আরো ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস "ব্যাপার কি বল" * বলিয়া শচীকে সুধাইলে,

* প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
আই কেন রহিয়াছেন বাহির দুয়ার॥ চৈতন্যভাগবত।

তিনি নিতাইর পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি কিছু জানি না। রাত্রে শুয়েছিলাম, চিন্তায় চোখে নিদ্রা নাই, কখন নিমাই কি করে। বউ মা আসিয়া আমারে ডাকিলেন, চমকিয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত বাড়ী তল্লাস করিলাম। বাহিরের কবাট খোলা, দেখিয়া বুঝিলাম, নিমাই বাহিরে গিয়াছে। বউমাকে, কার কাছে রাখিয়া যাইব বলিয়া, সঙ্গে লইয়া পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলাম। নিমাই তোমাদের বাধ্য। এখন তোমরা নিমাইকে যেখানে পাও সেখান হইতে আমাকে আনিয়া দাও।" তাহার পরে ঈশানের প্রতি চাহিয়া কপালে আঘাত করিয়া সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন যে, নিমাই নিশ্চিত আমায় ফেলে চলে গিয়াছে। সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন, মুখে বলিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বাসুদেব ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং নিচের চিত্রটি তাঁহার স্বচক্ষে দেখিয়া অঙ্কিত, যথা :—

পড়িয়া ধরণীতলে, শোকে শচী দেবী বলে,
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
সোণার পুতলি গোরা চাঁদে ॥
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা, গোরা চাঁদের কণ্ঠমালা,
খাট পাট সোণার ঝুলিচা।
সে সব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি,
মুঞি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা ॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদিয়া আঁধার হৈল,
ছট ফট করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব, যথায় গৌরাঙ্গ পাব,
কান্দিব তার গলায় ধরিয়া ॥
যে মোরে নিমাই দেবে, মূল্য করি কিনে লবে,
হও মুঞি তার দাসের দাসী।
বাসুদেব ঘোষ ভণে, শচী কান্দে অকারণে,
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী ॥

এই কথা শুনিয়া মহান্তগণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। কিছু কাল কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। কথা ফুটিলে নিতাই মায়ের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া কি ভাবিলেন, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া শচীকে বলিলেন, "মা, ব্যস্ত কি? আমি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করিয়া দিব, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

বজ্রাঘাতের ন্যায় নিমাইয়ের গৃহত্যাগ সংবাদ শুনিবামাত্র সকলে জড়বৎ হইয়াছেন, সকলে দিশিহারা হইয়াছেন, কে কি করিবেন কি বলিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। কেবল নিতাই সজীব আছেন, তিনি জননীকে দুই একটি সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া, মহান্তগণকে সঙ্গে করিয়া একটু দূরে আইলেন, আসিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, "তোমরা কি বুঝো?" শ্রীবাস বলিলেন, "মনকে বঞ্চনা করিয়া কি লাভ? আমার বিশ্বাস প্রভু নিতান্তই এ জন্মের মত ঘর ছাড়িয়াছেন।" সকলে আবার নীরব হইলেন। সর্ব্বনাশ হইলে লোকের মনের ভাব যেরূপ হয় সকলের মনের ভাব তাহাই হইয়াছে। সকলের ইচ্ছা হইতেছে, যে এখনি মরিলে বাঁচেন। এক জন বলিলেন, "প্রভু-শূন্য নদিয়ায় বাস করিবার আর প্রয়োজন নাই, আমি বেরোইলাম, আমি সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে যেখানে পাই সেখানে যাইব। বাড়ী আনিতে পারি ভাল, নতুবা তাঁহার সঙ্গে থাকিব।" ইহাতে সকলেই "আমারও ঐ কথা" বলিয়া উঠিলেন। আবার পরামর্শ করিতেছেন। কেহ বলিলেন, "প্রভু নিশ্চিত সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের যে যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে সম্ভবত সেখানে গিয়াছেন। সেখানে তল্লাস করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। এসো, আমরা সেই সব স্থান ভাগ করিয়া লই। কেহ চল বৃন্দাবনে, কেহ চল নীলাচলে, কেহ চল বারানসীতে, কেহ বা পাণ্ডুপুরে। এইরূপে স্থান ভাগ করিয়া লইলে তল্লাসের সুবিধা হইবে।"

নিতাই বলিলেন, "এই উত্তম যুক্তি। কিন্তু প্রভু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, যে কাটোয়াতে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইবেন। অগ্রে সেখানে তল্লাস করা কর্ত্তব্য। সেখানে যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায়, তখন সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তাঁহাকে তল্লাস করিয়া বাহির করিব।

আমি কাটোয়ায় চলিলাম, আমার সঙ্গে আমার সহায়তার নিমিত্ত জন কয়েক বিজ্ঞ, ধীর, ভক্ত দাও। কারণ তাঁহাকে শুদ্ধ ধরিতে পারিলে হইবে না। তাঁহাকে কোন গতিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যাবো।" শ্রীবাস বলিলেন, "সকলে গেলে চলিবে না। প্রভুর বাড়ী আগলাইয়া রাখিতে হইবে। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। কারণ আমাদের একটু ফাঁক পাইলেই তাঁহারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিবেন। তাহা শুধু নয়, তাঁহাদের কাছে না থাকিলে তাঁহারা হতাশে প্রাণে মরিবেন। আমি যাইব না, আমি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত থাকিলাম। তাহার 'পরে যদি কোন দিক হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায়, তখন কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শের নিমিত্ত বিজ্ঞলোকের প্রয়োজন। তোমরা জন পাঁচেক শ্রীপাদের সহিত গমন কর। *

তখন এই পাঁচজন মনোনীত হইলেন, অর্থাৎ নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং দামোদর। ইহারা যাইবেন, বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, পিতৃস্থানীয়, প্রভুর গৌরবের পাত্র। কাযেই নানা কারণে তাঁহার যাইতে হইল।

শচী ঈশানের অঙ্গে হেলান দিয়া, এবং মালিনী প্রভৃতি গর্ব্বিতা রমণীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, বসিয়া আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাহার একটু দূরে অন্তরালে পড়িয়া আছেন। শচীকে কিরূপ দেখাইতেছে না, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনী। তাঁহার নয়নে বারি নাই, কি পলক নাই, ইহার উহার পানে চাহিতেছেন, কিন্তু কাহাকে যে চিনিতে পারিতেছেন, তাহা বোধ হইতেছে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার নবযৌবন সময়, কাঁচা সোণার বর্ণ। গত নিশিতে রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে সাজাইয়াছিলেন তাহার চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মস্তকের সেই ভঙ্গিম বেণী রহিয়াছে,

---

*চন্দ্রশেখর আচার্য্যপণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর॥
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥ চৈতন্যমঙ্গল।

মুখে অলকার যে চিত্র তাহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। এখন ধুলায় পড়িয়া রহিয়াছেন! তাঁহার সমবয়স্ক রমণীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। চারি দণ্ড পুর্ব্বে ত্রিলোকের মধ্যে তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন, এখন ত্রিলোকের মধ্যে একাকিনী, অনাথিনী, কাঙ্গালিনী। একটু পুর্ব্বে সমুদায় ছিল, এখন কিছুই নাই,—আশা পর্য্যন্ত।

নিতাই ও সকল ভক্তগণ আড়ালে থাকিয়া পরামর্শ করিয়া আবার আইলেন। আসিয়া শচীকে (ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে) শুনাইয়া, শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, "ত্রিলোক জননী! তোমার পুত্র চিরকাল স্বেচ্ছাময়। তিনি বস্তু কি তোমরা তাহা ভাবিয়া আপনাদের মন শান্ত কর। তিনি যাহাকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সকলের তাহাই করা কর্ত্তব্য। তিনি যে একেবারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কি ভাবে কোথা গিয়াছেন, আমরা কেহ কিছু জানি না। আপনারা ধৈর্য্য ধরুন, আমরা তাঁহার তল্লাসে বাহির হইলাম। যদি তিনি প্রকৃতই গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমরা সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে ধরিব, ধরিয়া আপনার সহিত মিলন করাইব, আমি এই প্রতিশ্রুত হইলাম, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।" এই কথা বলিয়া পাঁচজন কাটোয়ার দিকে তীরের ন্যায় ছুটিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

তোমরা কেউ দেখেছ যেতে। ধ্রু
সোণার বরণ গৌরহরি অনেক সন্ন্যাসী সাথে ॥
তার, ছেড়া কাঁথা গায়, প্রেমে হ্‌লে হ্‌লে যায়,
যেন পাগলের প্রায়।
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে, দণ্ড করোয়া হাতে ॥ প্রচীন পদ।

এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শ্রবণ করুন। তিনি সেই শীতে, আর্দ্র বস্ত্রে, কাটোয়া অভিমুখে বিদ্যুৎ গতিতে চলিলেন। এত দ্রুত চলিয়াছেন যে, তিনি কে, কোথা যাইতেছেন, ইহা লোকে শুধাইবার অবকাশ পাইতেছে না। এইরূপে প্রভু কাটোয়ার সুরধুনী তীরে, বটবৃক্ষ তলে, কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীকে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। *

---

* কণ্টক নগরে গেলা দ্বিজ বিশ্বম্ভর।
যেখানে বসিয়া আছে সেই ন্যাসীবর ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমস্কার করে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে ॥
কোথা হতে এলে তুমি যাবে কোথাকারে।
কি নাম তোমার সত্য কহ ত আমারে ॥
প্রভু কহে শুন গুরু ভারতী গোসাঞি।
কৃপা করি নাম মোর রেখেছ নিমাই ॥
বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস।
তোমার নিকটে এলাম দেহ ত সন্ন্যাস ॥
লোচন বলে মোর সদা প্রাণে ব্যথা পায়।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এত বড় দায় ॥

ভারতী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, যেন বিদ্যুতে মণ্ডিত একটি সুবর্ণ বর্ণের পুরুষ বিদ্যুতের গতিতে আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। সন্ন্যাসী গোঁসাই তখন দিশিহারা হইয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া, "নারায়ণ" "নারায়ণ" স্মরিয়া বলিতেছেন, "কে তুমি বাপু আমাকে প্রণাম কর?" তখন নিমাই করযোড়ে বলিলেন, "আমি আপনার কৃপা প্রার্থী। আমাকে নিমাই বলিয়া ডাকিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে আপনার চরণ দর্শন করিয়াছি। তখন আপনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে আমাকে সন্ন্যাস দিবেন, তাই আমি আসিয়াছি। এখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আপনি দয়াময়। আমাকে সন্ন্যাস মন্ত্র দিয়া, আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন।" ভারতীর তখন সমুদায় কথা স্মরণ হইল, ও তিনি সমুদায় বুঝিলেন। বলিতেছেন, "বাপু, তুমি উপবেশন কর, বিশ্রাম কর, তাহার পর তোমার সহিত এ সমুদায় কথা হইবে।" ইহাই বলিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া বসাইলেন। বাসু ঘোষ শ্রীনিমাইয়ের সহিত সন্ন্যাসীর কাটোয়াতে মিলন এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনী তীরে তরু ছায়া যে সুন্দর॥
তার তলে বসি আছেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি যিনি দীপ্ত কলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজ পতি যপ ছাড়ে যতী॥
কাঁখে কুম্ভ করি তারা দাঁড়াইয়া রয়।
চলিতে না পারে সেই নড়ি হাতে ধায়॥
কেহ বলে হেন নাগর যে না দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল?
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
কেহ বলে মা বাপেরে এসেছে বধিয়া॥
কেহ বলে ধন্যা মাতা ধরেছিল গর্ভে।
দৈবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥

কেহ বলে কোন নারী পাইয়াছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী॥
কেহ বলে ফিরি যাও আপন আবাসে।
সন্ন্যাসী না হও না মুড়াইয় কেশে॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা।
সাধ আছে কৃষ্ণ পদে বেচিব নিজ মাথা॥
হেনকালে কেশব ভারতী মহামতী।
দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞি দেহ ভক্তি বর।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥

নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া ভারতী নানা ভাবে বিভোর হইলেন। আর যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মনের মধ্যে ভাবের উপর ভাব, এইরূপে ভাবের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। কিন্তু যত রূপ ভাবই আসুক, এই নবীন পুরুষটিকে সন্ন্যাস দিবেন না ইহা মনের মধ্যে স্থির সংকল্প করিলেন।

তবে বাধার মধ্যে এই যে, তিনি নিমাইয়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবেন তাহাই ভাবিবার নিমিত্ত, নিমাইকে স্থির করিয়া বসাইয়া, মনে মনে গাঢ় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ জন কাটোয়ার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কেহ কাহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। মনে মনে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন। ভাবিতেছেন, "প্রভু! তুমি দয়াময়, তুমি ভক্ত বৎসল, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও! প্রভু আমাদের দর্শন দাও! প্রভু নিদয় হইও না। যদি তোমাকে কাটোয়ায় দেখিতে না পাই তবে আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, আমাদের প্রাণ নিরাশে তদ্দণ্ডে বাহির হইয়া যাইবে।" সকলে যত ভারতীর স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন ততই বুক দুর দুর করিতেছে, ততই কাতর হইতেছেন, আর চলিতে পারিতেছেন না, কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বট বৃক্ষ

দেখিলেন, একটু পরে দেখিলেন যে নিমাই, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, সেই বৃক্ষতল আলো করিয়া বসিয়া আছেন!

তখন সকলে একেবারে "ঐ যে প্রভু" বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া সকলে দৌড়িয়া প্রভুর মুখো চলিলেন। হরিধ্বনি শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ তুলিলেন। পরস্পরের নয়নে নয়ন মিলিত হইল। ভক্ত পঞ্চ জনের আনন্দে বাহ্য মাত্র নাই। প্রভু সহাস্য বদনে বলিলেন, "এসো, এসো তোমরা আসিয়াছ, বড় ভালই হইয়াছে।" ভক্তগণ আসিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ।" আবার বলিতেছেন, "আমি সন্ন্যাস করিয়া বৃন্দাবন যাইব।" এই বৃন্দাবন নাম করিবা মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-জলে বদন ভাসিয়া গেল, তখন আবার ভারতীর পানে চাহিয়া করযোড়ে বলিতেছেন, "গোসাঞি তোমার পাদপদ্মে আমার এই দেহ অর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে ভবসাগর হইতে পার কর, যেন আমি অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাই।" এই কথা বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

ভারতী গোসাঞি নিমাইয়ের প্রতি অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, বিধির কি সুন্দর সৃষ্টি! আবার ভাবিতেছেন, "কি অদ্ভুত প্রেম! এ বস্তুটি না আমি সে দিবস শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম? যাহা হউক, ইহাকে আমি সন্ন্যাস দিব না। নবনীত কি রৌদ্রে রাখিতে আছে? রাখিলে গলিয়া যায়। এই কমনীয় বস্তুটি নবনীত অপেক্ষাও কোমল ও মধুর। ইহাঁকে দর্শন মাত্র ইহাঁর প্রতি আমার কোটি পুত্রের স্নেহ হইয়াছে।" সতৃষ্ণ নয়নে ভারতী নিমাইয়ের চন্দ্র মুখখানি দেখিতেছেন। আনন্দে নয়নজল আসিতেছে, আর উহা তিনি কষ্টে শ্রষ্টে নিবারণ করিতেছেন। সেই মুহূর্ত্ত স্মরণ হইল যে ইহার জননী আছেন, আবার নবযৌবনা ঘরণী আছেন। তখন স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া রুক্ষভাবে বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি অন্য স্থানে গমন কর, আমা হতে তোমার সন্ন্যাস হইবে না।"

তারতীর স্থান সুরধুনী তীরে, ঘাটের নিকট। সেই পথে লোক যাইতেছে, আর তাহারা বৃক্ষতলে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছে। দেখিতেছে যে জন কয়েক উদাসীন, কারণ চন্দ্রশেখর ছাড়া আর তাহার নিকটস্থ ভক্তগণের সকলেরই উদাসীন এবং কাহার বা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসের বেশ, আর তাঁহাদের মধ্য স্থানে একটি অপরূপ বস্তু বসিয়া। শ্রীনিমাইকে দর্শন করিবা মাত্র মনে একটি ভাব উদয় হইত। সেটি এই যে "এ বস্তুটি কি? এটি কি আমাদের মনুষ্য জাতীয়?" তাহার পরে বোধ হইত যেন মনুষ্য জাতীয় নহে, মনুষ্য অপেক্ষা কোন বড় জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কোন দেব-বংশীয় হইবেন। অন্ততঃ এরূপ মনুষ্য তাঁহারা কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের এরূপ বর্ণ, এরূপ নির্দোষ সুবলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এরূপ লাবণ্যময় ভঙ্গি, এরূপ সুচারু চিক্কণ কেশ, এরূপ কমল নয়ন, এরূপ পরিসর বক্ষ, এরূপ আজানুলম্বিত বাহু, এরূপ ক্ষীণ কটি, এরূপ হিঙ্গুলমণ্ডিত ওষ্ঠ, হস্ত ও পদতল, এরূপ দীর্ঘ কায় কখন দর্শন করেন নাই। সচরাচর লোকে চন্দ্রের সহিত মুখের তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু মনুষ্যের মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র হইতেও মনোহর হয়, ইহা কে কবে বিশ্বাস করিত? মনুষ্যের এরূপ তেজ হইতে পারে, অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মনের প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা তাহারা পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। প্রথমে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটির অন্তরে মলা মাত্র নাই, এবং ইহার সমুদায় গুণই আছে। কিন্তু তাহার পরে ক্রমে মনে অন্যান্য নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সে কি ভাব তাহা তাহারা পরস্পরে যে কথা কহিতে লাগিলেন তাহাতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। যথা, একজন আর একজনকে বলিতেছেন, "আমার এই ব্রাহ্মণ-কুমারটিকে দেখিয়া কেন প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে? কেন আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে?"

এইরূপে ঘাটের পথে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছেন। যাঁহারা ঘাটে যাইতেছিলেন, তাঁহারা আর ঘাটে গমন না করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। স্নান করিয়া কি জল লইয়া যাঁহারা গৃহে যাইতেছিলেন, তাঁহারা অমনি দাঁড়াইয়া গেলেন। এইরূপে সেখানে ক্রমেই জনতা হইতে লাগিল।

যখন ভারতী বলিলেন, যে, তিনি নিমাইকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিবেন না, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ করপুটে বলিলেন, "গোসাঞি! আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, আর সেই নিমিত্ত কৃতার্থ হইতে আমি আসিয়াছি।" ভারতী এ কথার উত্তর আগেই মনে যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সে কথা আমি পালন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সন্ন্যাসের সময় আছে। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে রাগ নিবৃত্তি হওয়া কঠিন বলিয়া, তাহার পূর্ব্বে কাহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে বলিলেন, "গোসাঞি! আমি তোমার আগে কি বলিতে জানি। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে যদি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দিতে নাই, তবে যাহাদের অল্প আয়ু তাহাদের উপায় কি? আমি ভব-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর, করিয়া দয়াময়ের কার্য্য কর।"

ভারতী বলিতেছেন, "তোমার সন্তান-সন্ততি হয় নাই, তোমার জননী বর্ত্তমান। আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারিব না। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইয়া মন্ত্র গ্রহণ কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঞি! আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত এই জনম, আমি বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার ভজন করিয়া জনম সফল করিব। আমার আর বিলম্ব সহিতেছে না, আমি সংসারে [illegible] আবদ্ধ আছি। আপনি আমাকে খালাস করিয়া দিউন। আপনি আমার জননী প্রভৃতির কথা বলিতেছেন, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট অনুমতি লইয়া আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার কৃপা সাপেক্ষ রহিয়াছে।"

কাটোয়াস্থ যত লোক দাঁড়াইয়া, তাঁহারা সমুদায় কথা শুনিতেছেন। যাঁহারা পাছে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা আগের লোকের নিকট উপরিউক্ত কথা-বার্ত্তার প্রত্যেক আখর শুনিতেছেন। যাঁহারা কুলবধূ তাঁহারা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠাগণের নিকট শুনিতেছেন। তাঁহারা সকলে শুনিলেন যে, ঐ ভুবন-মোহন যুবকটি, তাঁহার অতি বৃদ্ধা জননীর একমাত্র পুত্র। আবার তাঁহার নবযৌবনা পত্নী আছেন। এ সমুদায় ফেলিয়া তিনি সন্ন্যাস করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আরো শুনিলেন যে, নদিয়ায় যে অবতার হইয়াছেন,

তিনিই এই যুবক। যত লোক দাঁড়াইয়া তাঁহারা তখন আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে যে কাণ্ড হইতেছে তাহাতে তাঁহাদের সমুদায় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ও চিত্ত নিয়োজিত হইতেছে। সকলের তখন চির দিনের সমস্ত বাসনা গিয়া উহার স্থানে নূতন একটি বাসনা উদয় হইয়াছে। সেটি এই যে, যেন এই নবীন পুরুষ-রত্ন সন্ন্যাসী না হন। ভারতীরও সেই ইচ্ছা দেখিয়া, সকলে তাঁহার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যখন কথাবার্ত্তা হইতেছে, সকলেই কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন। সকলেই নীরব। যখন কাহার একটি আখর শুনিতে ব্যাঘাত হইতেছে, অমনি চুপে চুপে তিনি তাঁহার পার্শ্বে যিনি দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে কি কথা হইল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যখন ভারতী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন যে, যুবকটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, তখন কি পুরুষ কি নারী সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভারতী বলিতেছেন, "তোমার মাতা ও পত্নী তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন, শুনিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহারা ধন্য; তবে সম্ভবতঃ তাঁহারা জানেন না, যে সন্ন্যাস-আশ্রম পদার্থটি কি। এ আশ্রমে কত দুঃখ নিশ্চিত তাঁহারা কিছুই জানেন না। নিমাই! তোমাকে আমি হৃদয়ের কথা বলি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের এ জগতের অতি যতনের ধন। তোমার অঙ্গ স্ত্রীলোক হইতেও কোমল। তুমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে জান না। তোমাকে সন্ন্যাস দেওয়া আমার কোন ক্রমে উচিত নয়। প্রথমতঃ এরূপ করিলে আমি তোমার জননী ও পত্নী-বধের ভাগী হইব। তাহার পরে সন্ন্যাসের দুঃখ তুমি বহু দিন সহ্য করিতে পারিবে না, তুমি আপনিও প্রাণে মরিবে। আমি এ কায করিলে জগতে নিন্দার ভাগী হইব, আর পরকালে দণ্ড পাইব। আমি সন্ন্যাসী, আমার হৃদয়ের যত কোমল ভাব সমুদায় আমি শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি আমার কেহ নহ, তবু তোমাকে সন্ন্যাস দিব এ কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এখন ভাব দেখি, তোমার জননী পত্নীর কি দুঃখ হইবে? নিমাই! ঐ চেয়ে দেখ! এই সমুদায় লোক তোমাকে কেহ চিনে না, ইহারা তুমি সন্ন্যাস করিবে শুনিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে।"

তখন নিমাই সাশ্রুনয়নে তাহাদের পানে চাহিলেন, অমনি যাহারা পদস্থ ব্যক্তি তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "বাপু হে এমন কায কখন করিও না।" একজন বলিলেন, "বাপু! এই সুন্দর দেহে, এই যৌবনকালে, কৌপীন পরিলে দেশের লোক পাগল হইয়া যাইবে"। স্ত্রীলোকেও নানা কথা বলিতে লাগিলেন। এমন কি কুলবধূগণ, অবগুণ্ঠন দ্বারা যাঁহাদের মুখাবৃত, তাঁহারাও মাথা নাড়িতে লাগিলেন!

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার বাবা ও মা, কারণ তোমাদের আমার প্রতি স্নেহ সেইরূপ দেখিতেছি। যদি আমার অঙ্গে রূপ থাকে, যদি আমার যৌবন উদয় হইয়া থাকে, তবে এই বেলা আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিন, যেখানে আমার প্রাণেশ্বর, আমার নয়নানন্দ, আমার একমাত্র গতি ও সুখ শ্রীকৃষ্ণ আছেন"।

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্য হারাইলেন। তখন, "আমি বৃন্দাবনে যাব, আমার প্রাণনাথের সেবা করিব," এই ভাবে আনন্দে অচেতন হইয়া, দুই বাহু তুলিয়া কোটি দোলাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি মুকুন্দ সমুদায় ভুলিয়া গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিতাই, পাছে কাটোয়ার কঠিন মাটিতে শ্রীনিমাই পড়িয়া আঘাত পান, এই ভয়ে দুই হাত পসারিয়া নিমাইয়ের পাছে পাছে বেড়াইতে লাগিলেন। কাটোয়াতে এখন নবদ্বীপ উদয় হইলেন!

চন্দ্রশেখর মনে মনে ভাবিতেছেন, "বাপ, খুব নাচ! এখানে আর বাধা দিবার কেহ নাই। তোমার মা আর নাচিতে তোমাকে বাধা দিতে পারিবেন না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলে নয়ন দিয়া জল ছুটিতে আরম্ভ করিল। যেমন পিচকারী দিয়া জল চলে এইরূপ নয়ন হইতে জল ছুটিয়া সকল লোক স্নাত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সে কিছু নহে। সকল লোকের হৃদয় একেবারে বিলোড়িত হইল, সকলে সেইরসে মজিয়া গেলেন। তখন কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর সহস্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে সকলেই নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভারতীর তখন

আবার সেই পুরাতন ভাব মনে উদয় হইল। ভাবিতেছেন, "এটি মনুষ্য নয় দেবতাও নয়, এটি স্বয়ং—তিনি। কারণ আমার চিত্ত তাহাই বলিতেছে। ইঁহাকে আমি 'না' কিরূপে বলিব? আবার মন্ত্রই বা দিই কি বলিয়া? মন্ত্র দিলে আমাকে প্রণাম করিবেন, আর স্বয়ং ভগবান আমাকে প্রণাম করিবেন, তবে ত আমার সাধন ভজনের খুব ফল হইল!" ভারতী তখন আপনার চিত্তকে আর আপন বশে রাখিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছেন যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তে খেলার সামগ্রীর ন্যায় অধীন হইয়াছেন। তখন উঠিলেন, উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত ধরিয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া বসাইলেন।

ভারতী বলিতেছেন, "নিমাই আমি বুঝিলাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই সর্ব্বজীবের প্রাণ।" কিন্তু এই কথা বলা মাত্র নিমাই ভারতীর দুই খানি চরণ ধরিয়া পড়িলেন, পড়িয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে না দিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি! এমনি দুঃখে আমি মৃত। আমার জনম বিফলে গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে না পারায় আমার মরণ বাঁচন সমান হইয়াছে। আবার তাহার উপর আপনি আমাকে অনুচিত কথা বলিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। গোসাঞি আমাকে খালাস করিয়া দিউন, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আমি বৃন্দাবনে যাই।"

ভারতী বলিতেছেন, "তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি শ্রীভগবান, আমাকে বধ করিতে এই অবতার লইয়াছ, বুঝিলাম। আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে রোধ করিব, আমার কি ক্ষমতা? তবে অন্যের যে গতি আমারও সেই গতি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তুমি এই মাত্র বলিলে যে, তুমি তোমার জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় হইয়া আসিয়াছ। সেখানে তোমার, আবার বিদায় হইতে বিচিত্র কি? অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তাঁহাদের নিকট সমস্ত পরিষ্কাররূপে বলিয়া কহিয়া, আবার বিদায় হইয়া, আইস। যাঁহাকে তুমি জননী বলিয়া, ও যাঁহাকে তুমি পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহারা যদি তোমাকে সন্ন্যাসে অনুমতি করেন, তবে আমি কোন্ ছার, আমি কেন তাহাতে বাধা দিব? যদি তুমি তাঁহাদের নিকটে

সমুদায় বলিয়া কহিয়া অনুমতি লইয়া আসিতে পার, তবে তুমি যখন বল তখনই তোমাকে সন্ন্যাস দিব।"

ভারতী ভাবিতেছেন, "নিমাই সকলের নিকট অনুমতি লইতে পারিবেন না; যদিও পারেন তবু আমাকে আর ধরিতে পারিবেন না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অগ্রে আমি কাটোয়া ত্যাগ করিয়া এমনি স্থানে চলিয়া যাইব যে, আর আমাকে খুজিয়া পাইবেন না"। *

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, "ভাল" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "যে আজ্ঞে, আমি তাঁহাদের অনুমতি আনিতে চলিলাম।" এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ অভিমুখে ছুটিলেন। ভক্তগণ এই অননুভবনীয় কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে প্রভু অনুমতি আনিবার নিমিত্ত প্রকৃতই নবদ্বীপমুখো ছুটিলেন, তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমরাও আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়াইলেন।

এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যে আজ্ঞে বলিয়া নবদ্বীপ মুখো যাইতে উদ্যত হইলে, ভারতীর মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। ভাবিতে লাগিলেন, ইনি স্বয়ং ভগবান, ইহাঁকে ত্রিজগতে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্তই ইনি জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইতে পারিয়াছিলেন, আর এই নিমিত্তই তিনি শতবার চেষ্টা করিলেও শত বারই অনায়াসে অনুমতি লইতে পারিবেন। সেখানে আমি আর কেন শ্রীভগবানকে দুঃখ দিতেছি? বিশেষতঃ একবার তাঁহারা অনুমতি দিবার কালে অবশ্য

---

* এত অনুমানি ন্যাসী করিল উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর॥
সাক্ষাতে জননী ঠাই লইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তাঁর ঠাই।
সাক্ষাতে সবার ঠাই বিদায় হইয়া।
আইসহ মোর ঠাই সবা বুঝাইয়া।
মনে আছে গোরা চাদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাবো অন্য ঠাই। চৈতন্যমঙ্গল।

বহু দুঃখ পাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই দুঃখ কেন আমি পুনরায় দিব? তাহার পরে শ্রীভগবানের কাছে আমি কোথা পলাইব?" ইহাই সমুদায় ভাবিয়া ভারতী প্রভুকে ডাকিলেন, "নিমাই, তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর"। এই কথা শুনিয়া প্রভু আবার ফিরিয়া আসিলেন। আসিলে ভারতী বলিতেছেন, "নিমাই, আমি তোমাকে রোধ করিতে পারিলাম না, ত্রিলোকে কেহ পারিবে না। কিন্তু একটি কথা ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব। আমি তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি আমাকে গুরু বলিবে। তাহাতে আমি অপরাধী হইব। সুতরাং আমার অহাতে পতন হইবে। অতএব আমি তোমার গুরু হইলাম সত্য, কিন্তু তুমি আমার ভব সাগরের কাণ্ডারি হও, দেখিও যেন আমার পরকাল নষ্ট না হয়। বাপ্, তোমার গুরুর যদি অধোগতি হয়, তবে ত্রিলোকে তোমার বড় কলঙ্ক করিবে।"

ভারতীর তখন এরূপ ভাব যেন প্রভুর চরণে পড়েন, কিন্তু তাহা করিলেন না।

এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে প্রভুকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিয়াছেন, এখন কাযেই কিছু বলিতে পারিতেছেন না, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। যখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিতে অসম্মত হইলেন, আর সেই সংকল্পে দ্রাঢ্যতা দেখাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের একটু আশার সঞ্চার হইল। যখন প্রভু আবার নবদ্বীপে জননী ও ঘরণীর অনুমতি লইতে চলিলেন, তখন সে আশা আর একটু বৃদ্ধি হইল। এখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিবেন স্বীকার করিলে, সেই কথা ভক্তগণের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিদ্ধিল্য গেল, তাই দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন।

উপস্থিত লোক সকলে শুনিলেন যে ভারতী সন্ন্যাস দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া সকলে পরম ব্যথিত হইলেন, আর অনেকে সংকল্প করিলেন যে এরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে কখন দেওয়া হইবে না। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, এ কাযটাই অশাস্ত্রীয়, অতএব ভারতীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন। যাঁহাদের হৃদয় কোমল, তাঁহারা ও স্ত্রীলোকে ভাবিতেছেন, পায়ে ধরিয়া এই কার্য্য বন্ধ করিবেন,—

ভারতীর পায়ে ধরিবেন ও নিমাইয়েরও পায়ে ধরিবেন। যাঁহারা গোঁয়ার তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, প্রকৃতই যদি ভারতী এই নবীন ব্রাহ্মণ কুমারের কর্ণে মন্ত্র দিতে যান, তবে না দিতে দিলেই হইবে। মন্ত্র দিবার অগ্রেই এ স্থান হইতে, গলদেশে হস্ত দ্বারা, সন্ন্যাসীকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ দিকে প্রভু ভারতীর অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া অতি প্রফুল্ল হইলেন। করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্য আমি তোমার কৃপায় সুস্থ হইলাম।" ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ! একটু কৃষ্ণমঙ্গল গান কর, আমি শ্রবণ করি। কল্য আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইব।" নিত্যানন্দের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি ত সব জান। বল দেখি বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণ কি আমায় দেখা দিবেন? আমি ত তাঁহাকে পাইব?" নিতাই উত্তর করিতে পারিলেন না, অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, বলিতে গেলে এক মাত্র তিনিই তাঁহার পিতৃস্থানীয় অভিভাবক। তাঁহাকে প্রভু অনেক সময় বাপ বলিতেন। শচী, তাঁহার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার বধূমাতা। তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে নিমাইকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি ভাবিতেছেন, তাঁহাকে নিমাইয়ের জননী ও তাঁহার বধূমাতার নিকট যাইয়া বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের সেই হৃদয়ের ধন কৌপীন পরিয়া পলায়ন করিয়াছে। ভাবিতেছেন, "আমি এ সংবাদ লইয়া যাইব না। মা গঙ্গা আছেন, তাহাতেই প্রবেশ করিব, তাহা হইলে আমার সব দুঃখ যাইবে। যে পারে সে এ সংবাদ শচীদেবীকে ও বধূমাতাকে বলুক গিয়া।"

মুকুন্দ কৃষ্ণমঙ্গল গাইতে লাগিলেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি নৃত্য করিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিতে উঠিলেন। ভিন্ন লোকে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কাটোয়ার লোক সারি সারি আসিতে লাগিলেন, যিনি আসিতেছেন তিনি আসিবামাত্র দলে মিশিয়া যাইতেছেন, আর ভক্তিরসে বিবশীকৃত হইতেছেন। হরিধ্বনি শুনিয়া লোক দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার পরে খোল করতাল আসিতে লাগিল, দলে দলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, হরি ও কীর্ত্তন ধ্বনিতে কাটোয়া টলমল করিতে লাগিল। তখন ভিন্ন গ্রামস্থ লোক সব

সেই শব্দ শুনিয়া আসিতে লাগিল। আবার কেহ বা গ্রামে আপনার নিজ জনকে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাঁহারা এরূপ অভিনব ও মধুর রস পান করিতেছেন যে সঙ্গীর অভাবে দুঃখ পাইতেছেন। নিজ প্রিয় জনকে উহার অংশ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এমন কি নিজ জনকে অংশ না দিয়া আপনি ভাল করিয়া রসাস্বাদ করিতে পারিতেছেন না। তিনি নিজ জনকে ডাকিতে দৌড়িলেন, নিজ জনকে ডাকিলেন, "ওরে শীঘ্র আয়, শীঘ্র দেখে যা"। তাঁহার ভাব দেখিয়া শুধু নিজ জন পশ্চাতে দৌড়িল এরূপ নয়, গ্রামের অন্য লোকও দৌড়িল। এইরূপ দশ দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। প্রভু যে কি শক্তি প্রকাশ করিলেন তাহা অননুভবনীয়। কাটোয়া নগর জনপূর্ণ হইল, ভক্তির তরঙ্গে লোক একেবারে পাগল হইয়া উঠিল।

সারা নিশি এই কাণ্ড হইল। প্রাতে গদাধর ও নরহরি আসিয়া উপস্থিত।* তাঁহাদিগকে দেখিয়া, প্রভুর নিজজন ভাবিয়া, লোকে পথ ছাড়িয়া দিল, তাঁহারা আসিয়া "হা প্রভু" বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভুর তখন একটু বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি দুই জনকে উঠাইলেন, উঠাইয়া অতি আনন্দের সঙ্গে বলিলেন, "আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ।" এই কথা শুনিয়া নরহরি ও গদাধরের প্রাণ আরও বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে। একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সারা নিশি নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণে ও আগন্তুক অসংখ্য লোকে আনন্দে নৃত্য করিয়া যাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে তাঁহারা নাচেন কেন? ইহা ত নাচিবার কথা নয়? শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইবেন, আর তাহারা নাচিতেছে! তাহাদের হৃদয় কি এত কঠিন?

ইহার উত্তর এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে নাচাইলেন, তাই সকলে নাচিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীবাস মৃত পুত্রকে আঙ্গিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। "ভক্তিতে মন নিবিষ্ট হইয়াছে," ইহার অর্থ আর কিছুই নয় কেবল এই যে, মনোভৃঙ্গ শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধু পান করিতেছে। যখন মনোভৃঙ্গ সেই পাদপদ্মমধু পান করে, তখন

---

*নবদ্বীপ হৈতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিল তারা বলি হরি হরি॥—চৈতন্যমঙ্গল।

ভক্ত উন্মত্ত হইয়া সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যান, জগতে যে দুঃখ আছে ইহা মনে ধারণা করিতে পারেন না, এবং তাঁহার বোধ হয়, যেন ত্রিজগতকে লইয়া সেই ত্রিজগতের কর্ত্তা দিবা নিশি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত যে অসংখ্য লোক আসিয়াছেন তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম-মধু আস্বাদ পূর্ব্বে জানিতেন না। এই প্রথমে আস্বাদ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সারা নিশি নৃত্য করিলেন। এখন প্রভাত হইলে তাঁহাদের স্মরণ হইল যে, সুখের নিশি পোহাইয়াছে, দুঃখের দিন আসিয়াছে।

কাটোয়ায় তখন কি তরঙ্গ উঠিয়াছিল আমি তাহা কি বর্ণনা করিব? সে ঢেউ অদ্যাপি রহিয়াছে। আমার সেই সোণার চাঁদের চাঁচর কেশ গুলি অদ্যাপি কাটোয়ায় আছেন। ভক্তগণ তাহা গঙ্গা তীরে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি স্তম্ভ করাইয়া দিয়াছেন।

পাছে তাঁহার সন্তানগণ জীবের প্রতি অত্যাচার করে বলিয়া, দয়াময় প্রভু, দ্বারকাতে তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এ অবতারে সেই নিমিত্ত তিনি সন্তান উৎপাদন করিলেন না। প্রভু আমার এ জগতে আসিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নের মধ্যে সেই কেশ গুলি আছেন।

অদ্য এই নৃত্যকারী সোণার-পুতুলটি কাঙ্গালের বেশ ধরিবেন, ধরিয়া বৃক্ষ-তলবাসী হইবেন, এই কথা একই কালে সকলের মনে উদয় হইয়া উঠিল। "সে কি? তা হবে না। তা করিতে দেওয়া হইবে না," ইহাও সকলে ভাবিতেছেন। ইহাও ভাবিতেছেন, এই যুবকটিকে সন্ন্যাস করিতে দেওয়া না দেওয়া তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই যুবক আর এই সন্ন্যাসী যদি এরূপ যুক্তি করে, এই লক্ষ লোকের অনিচ্ছায় তাহারা কি করিতে পারে? জন কয়েক বিজ্ঞলোক অগ্রসর হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।" প্রভু অমনি তাহাদের পানে সাশ্রুনয়নে এরূপ কাতরভাবে চাহিয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহারা কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা প্রকৃতই ক্ষমা দিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "না, আমরা পারিলাম না। তোমরা আর কেহ যাইয়া নিষেধ কর। নিষেধ করিলে তাঁহার যে দুঃখ উদয় হয়, তাহা আমরা সহ্য করিতে

পারিলাম না।" আবার একদল সাহস বান্ধিয়া যাইতেছেন। প্রভু বলিতে-ছেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে যাইতেছি, সুতরাং আমার দুঃখের সম্ভাবনা কি? বাধা! তোমরা পাগল হলে? আমি না অভাগ্য ছাড়িয়া ভাগ্য আহরণ করিতে যাইতেছি?"

প্রভু এই কথা গুলি এরূপভাবে ও কণ্ঠস্বরে বলিতেছেন যে, যাঁহারা তাঁহার মন ফিরাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন, "তা বটে ত? ইনি ত ভাল কথাই বলিতেছেন? ইনি ত সাধুপথই অবলম্বন করিতে-ছেন। আমাদের ইহাঁকে নিষেধ না করিয়া বরং ইহাঁর এই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।"

এইরূপে দলে দলে, সাহস করিয়া, হাসিতে হাসিতে, হস্তে মায়া-রজ্জু লইয়া প্রভুকে বন্ধন করিতে যাইতেছেন, আর প্রভু তাঁহাদিগকে নানা উপায়ে কাঁদাইয়া নিরস্ত করিতেছেন।

তাঁহারাও নিরস্ত হইয়া বলিলেন, "কই, আমরাও পারিলাম না। তোমরা আর যদি কেহ পার, তবে যাও।"

গর্ব্বিত স্ত্রীলোকে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সরিয়া যাও, আমরা দুটা কথা বলে দেখি।" তাঁহারা বলিতেছেন, "ও গো বাছা! তোমার না মা আছেন? লোকে বলিতেছে, তাই শুনিতেছি যে, তোমার জননী ও ঘরণী আছেন। তুমি যদি এ কায কর, তবে আমরাই দুঃখে সকলে মরিয়া যাইব। তখন, বাপু, তোমার মায়ের ও ঘরণীর কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি?"

প্রভু তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "মা! তোমরাই আমার জননী, আমার প্রতি তোমরা একটু দয়া কর। আমার হৃদয় কৃষ্ণের নিমিত্ত জলন্ত আগুনে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে। আমার জননীকে আমি ইচ্ছায় কি ফেলিয়া আসিয়াছি? আমি তিষ্ঠাইতে না পারিয়া আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে বৃন্দাবনে যাইতেছি।" ইহা বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, করযোড়ে তাঁহা-দিগকে বলিতেছেন, "মা! আমি তোমাদের সন্তপ্ত পুত্র, আমাকে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই।"

প্রভু যখন করুণ স্বরে করুণ নয়নে চাহিয়া এই কথা বলিলেন, রমণীগণ তখন বুঝিলেন যে, নিমাইকে নিবৃত্তি করা তাঁহাদের কার্য্য নয়।

হঠাৎ এ কথা মনে হইতে পারে যে, "উপস্থিত অসংখ্য লোকে কি একটি যুবককে নিষেধ করিতে পারিল না? এ কথা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি?" কিন্তু একটু শান্ত হউন। পূর্ব্বকালে যখন দুর্ব্বলা যুবতী পতির চিতারোহণ করিতে যাইতেন, তখন কি লোকে তাহাকে নিষেধ করিতে পারিত না? তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, গুরু, পুরোহিত সকলে তাহাকে প্রাণপণে নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিত। যদি তাহার সন্তান থাকে তাহাকে সেই সতীর কোলে বসাইয়া দেয়, আর সে মাতার গলা ধরিয়া কান্দে। উপস্থিত সহস্র সহস্র লোকে তাহাকে নিষেধ করে, নানা মত ভয় দেখায়। কিন্তু একটি বালক অপেক্ষাও যে দুর্ব্বলা, সেই রমণী উপস্থিত সকলকে করায়ত্ত করে, ও তাহারাই আবার তাহার আজ্ঞা শুনিয়া তাহাকে চিতায় বসাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করে। কেন? কারণ সতীকে নিবারণ করিতে পারে না। সতীকে রোধ করিতে না পারিয়া তাহার অনুগত হয়। মনুষ্যের বাহু বল আর কত টুকু? নিমাইয়ের বল তাহা অপেক্ষা অধিক।

তবে শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া, লোকে এত অধীর কেন হইতেছে, সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলিতেছি। কোন একটি স্ত্রী-লোক মরিতেছে, তাহা দেখিয়া ভিন্ন লোকে বিগলিত হয় না। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক যদি সতী হইতে যায়, তবে সেই ভিন্ন লোকে কাঁদিয়া আকুল হয়,—কেন? যাঁহারা সতী-দাহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বের লোক হাহা-কার করিয়া রোদন করিতে থাকে। সকলের সংসারে ঔদাস্য উদয় হয়, ও ভগবানের চরণের দিকে মন ধাবিত হয়। কেহ কেহ বা সতীদাহ দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী, কেহ বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত পাগলও হইয়া যায়। এমন কি, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ পবিত্র হইয়া যায়।

ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মের নিমিত্ত যে ত্যাগ উহা দর্শনে লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। শ্রীভগবান যে আছেন, আর শ্রীভগবান ভজন যে জীবের

সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, ইহা অপেক্ষা ইহার আর বড় প্রমাণ হইতে পারে না যে, ধর্ম্মের নিমিত্ত যে ত্যাগ তাহা দর্শন করিলে জীবের মন বিগলিত ও পবিত্র হয়। ঐরূপ যদি কেহ সংসারের সুখ ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিধান ও হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হন, তাহা দর্শন করিলেও লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। যদি কাহার সন্ন্যাস গ্রহণ দেখিয়া মন বিগলিত না হয়, তবে সে ভণ্ড, কি তাহার সন্ন্যাসে কোন ত্যাগস্বীকার নাই। যথা, যদি এমন কোন কাঙ্গাল, সন্ন্যাসী হয়, জগতে যাহার ত্যাগ করিবার ধন জন কি কোন সম্পত্তি নাই, তবে তাহার সন্ন্যাসের নিমিত্ত লোকে তত বিগলিত হয় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইবেন, যদি তাঁহার মনে ছিল, তবে তাঁহার জননী গত হইলে সন্ন্যাস করিলে, কি মোটে বিবাহ না করিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাসে এত কারুণ্য রসের উদয় হইত না। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস এখন স্মরণ করুন। তাঁহার শোকাকুল জননীর বয়ঃক্রম সপ্তষষ্ঠি, আর তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তান। তাঁহার ঘরণীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। নিমাইয়ের সম্পত্তির অবধি নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্বিংশতি। তাঁহার রূপের তুলনা নাই। আবার প্রেমে কমল-নয়ন দিয়া অনবরত ধারা পড়িতেছে। এই বস্ত্র ছিন্ন কাঁথা গায়ে দিয়া, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পথের কাঙ্গাল হইতেছেন। ইহা দেখিয়া যদি কাটোয়ার লোকে বিগলিত হইয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের অপরাধ কি ?

শুধু তাহা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে লোকের চির দিনের সঞ্চিত পাপ ক্ষয়, হৃদয় নির্ম্মল, ও প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শ্যামের মুখের মুরলীর ন্যায় উন্মাদকারী। তাঁহার নৃত্য দর্শনে সমস্ত অঙ্গ বিবশীকৃত হয়। কাটোয়ার লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শুনিতেছেন। সেই সুবর্ণের পুত্তলী তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। অতএব কাটোয়ার লোকের অপরাধ কি ?

তাহাও শুধু নয়। যদি এই সমুদায় ত্যাগ করিয়া শ্রীনিমাই কাঙ্গাল হইতেছেন বলিয়া, একটু দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তবু লোকের দুঃখের একটু লাঘব হইত। কিন্তু তাহা নয়। সন্ন্যাসী হইবেন বলিয়া, যেন

নিমাইয়ের আনন্দ ধরিতেছে না। তাই গর্ব্বিতা রমণীগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে যাইয়া বলিতেছেন, "বাপ হে! তুমি দুঃখে কাতর না হইয়া আনন্দে নাচিতেছ কেন? উহা ত আর দেখা যায় না। তোমার আনন্দ দেখিয়া আমাদের হৃদয় আরও বিদীর্ণ হইতেছে।"

তখন সে স্থল ক্রন্দনময় হইল। যাঁহারা তখনই উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা লোকের ভিড়ে অগ্রবর্ত্তী হইতে না পারিয়া অগ্রের লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্যাপারটা কি?" সে কথায় কে উত্তর দিবে, উত্তর দিতে কাহারও ক্ষমতা কি ইচ্ছা হইতেছে না। তাহার বার বার আকিঞ্চনে হয় ত কেহ উত্তর দিল "ব্যাপার কি? অগ্রবর্ত্তী হইয়া দর্শন কর। শুন নাই কি যে, ইনি সন্ন্যাসী হইতেছেন?" আগন্তুক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "উনি! উনি কে?" ইহাতে যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তর এইরূপ দিলেন, "উনি কে শুন নাই? উনি নিমাই, আজ বৃদ্ধা জননী ও যুবতী স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়া সন্ন্যাসী হইতেছেন।"

আগন্তু ব্যক্তি ভাবিতেছেন, 'নিমাইপণ্ডিত ত ইহাঁর আপনার কেহ নহেন, তবে তাঁহার জন্যে ইনি এরূপ শোকাকুল কেন হইতেছেন? শুধু ইহাও নহে, সকলেই দেখি কান্দিয়া কান্দিয়া পাগল হইতেছে।" সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, "নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাসী হইতেছেন তাহাতে তোমার কি? তুমি কান্দ কেন?" এখন যিনি উপস্থিত তাঁহার এ কথার উত্তর দিবার কিছু নাই। উত্তর দিতে না পারিয়া একটু ভাবিয়া বলিতেছেন, "তুমি জান না তাই বলিতেছ, তাঁর মায়ের আর নাই। তাঁহার মায়ের কি উপায় হইবে?" আগন্তুক তবু বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল, তাঁহার মায়ের আর কেহ নাই, তিনি কান্দুন। তুমি কান্দ কেন?" ইহাতে যিনি উপস্থিত তাঁহার আর কোন উত্তর রহিল না। তখন বিরক্ত হইয়া আগন্তুককে বলিতেছেন, "এখানে দাঁড়াইয়া ফুটনী না করিয়া একটু এগাইয়া দেখ, তুমিও আমার মত কান্দিবে।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

অল্প বয়সে নিমাই রে, ও তোর কে মুড়ালে মাথা।

প্রাচীন বারাসে।

এই অবস্থা। যদি লোকের শোক একটু শিথিল হয়, তবে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া আবার উহা শতগুণ উথলিয়া উঠিতেছে। নিমাই কখন আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছেন, যেন তাঁহার আনন্দ ধরিতেছে না। কখনবা বৃন্দাবন দিকে চাহিয়া, "আমি এলাম, আমি এলাম" বলিয়া, (যেন তাঁহাকে কেহ ডাকিতেছেন ও তিনি তাঁহার উত্তর দিতেছেন) সেই দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর ভক্তগণ ধরিয়া রাখিতেছেন। নিমাই অমনি চেতনলাভ করিয়া ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আর কত বিলম্ব ?"

কাটোয়ায় ক্রন্দনের রোল উঠিল। কেহ আপনা আপনি বসিয়া কান্দিতেছেন। কেহ বা আর ঐ স্থানে থাকিতে না পারিয়া দূরে বসিয়া কান্দিতেছেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ নীরবে রোদন করিতেছেন। কেহ এত অধীর হইয়াছেন যে, কান্দিতে পারিতেছেন না, বুক চাপড়াইতেছেন, বা ভূমিতে গড়া গড়ি দিতেছেন। কেহ "কি হোলো" "কি হলো" বলিয়া অন্যের নিকট সান্ত্বনা পাইবার নিমিত্ত সাহায্য চাহিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহা দিতে পারিতেছেন না। কেহ কোন মান্য লোকের চরণ ধরিয়া বলিতেছেন "তুমি যাইয়া মানা কর। কখন সন্ন্যাসী হইতে দিও না। তুমি অবশ্য পারিবে।" কোন কোন রমণী প্রায় উন্মাদিনী অবস্থায় লোকের ভিড় উত্তীর্ণ হইয়া, এলো থেলো কেশে, নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল তরুর ন্যায়

পড়িয়া বলিতেছেন, "বাপ, তুমি সন্ন্যাসী হইও না।" অন্য রমণী জনা জনার উপাসনা করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন, "ওরে তোরা দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছিস? শীঘ্র উহার জননীকে সংবাদ দে। তিনি লোক পাঠাইয়া বান্ধিয়া বাড়ী লইয়া যাউন।"

কেহ বা বাহ্য হারাইয়াছেন, অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। কেহ একেবারে উন্মাদ হইয়াছেন। কেহ বা প্রলাপ বকিতেছেন। এমন কি, কেহ ভাবিতেছেন, তিনিই শচী, ও "নিমাই কোলে আয়" বলিয়া তাঁহাকে কোলে করিতে যাইতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, আর সেই ভাবে তিনি শিরে করাঘাত করিতেছেন। কেহ বা অধিরূঢ় ভাব প্রাপ্ত হইয়া, তিনিই নিমাই, মনে এই ভাব উদয় হওয়াতে, নিমাইয়ের মত নৃত্য করিতেছেন।

ইহার মধ্যে আবার বহুতর খোল করতাল আসিয়া উপস্থিত, এবং অনেক সংকীর্ত্তনের দল হইয়াছে। তাহারা এখানে ওখানে মহা কলরব করিয়া "হরি হরয়ে নমো" গাইতেছেন, আর হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

ভক্তগণ ভা।।.:তেছেন, প্রভুর সন্ন্যাস না হইতেই এই, হইলে না জানি কি হইবে।

এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভাতে গম্ভীর স্বরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে বলিলেন, "বাপ! এ কার্য্যের যে নিয়ম আছে তাহা তুমি সমুদায় কর। আমি তোমাকে প্রতিনিধি করিলাম।"

এ আজ্ঞায় চন্দ্রশেখরের মনে কি উদয় হইল তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি প্রভুর পিতৃস্থানীয়। শচীর বিশ্বাস তাঁহার খ্যাপা ছেলে অনেকটা অন্যের পরামর্শে খ্যাপাম করে। নিমাই তাহাদের আপনার কেহ নহেন, তাহা হইলে খ্যাপাইত না। চন্দ্রশেখর নিজ জন, তিনি অবশ্য নিমাইয়ের খ্যাপামতে উৎসাহ দিবেন না। ইহা ভাবিয়া বাছিয়া চন্দ্রশেখরকে তাঁহার পুত্র ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখরকে প্রভু বলিতেছেন, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া আমার সন্ন্যাসের সহায়তা কর! চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, "প্রভুর যেরূপ গতিক, যদি আমি না থাকিয়া শচী দেবী এখানে থাকিতেন, হয় ত তাহা হইলে তাঁহাকেই আজ্ঞা করিতেন যে

"মা! তুমি সন্ন্যাসের সমুদায় উদ্যোগ কর।, এ আজ্ঞাটী আমাকে না করিয়া অন্যকে করিলে ভাল হইত। আমি শচী দেবীকে ও বধূমাতাকে যাইয়া কি বলিব? ইহাই ত বলিতে হইবে যে আমি আপন হাতে তাঁহাদের দুর্লভ ধনকে, বাড়ী না আনিয়া, জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি? প্রভু! তুমি চিরদিন বড় নিকরুণ। আমি এই কার্য্য করি, আর তুমি আনন্দে নৃত্য কর। যাহা হউক আমি আর নদিয়ায় যাইব না, গঙ্গায় প্রবেশ করিব।"

চন্দ্রশেখর মনে যাহাই ভাবুন, মুখে দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইল না। কেবল, "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আর বড় কিছু করিতে হইল না। সন্ন্যাসোপযোগী সমুদায় দ্রব্য যাহা প্রয়োজন, লোকে শুনিবা মাত্র, আপনা আপনি আনিতে লাগিল। যখন সতীদাহ হয়, তখন শত শত লোকে কান্দিতে কান্দিতে কাষ্ঠ আহরণ করে। তেমনি কান্দিতে কান্দিতে লোকে দধি, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, ফুল, চন্দন, প্রভৃতি সামগ্রী ভারে ভারে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল। আয়োজনের স্থান পুরিয়া গেল। চন্দ্রশেখর স্নান করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ পূজা করিতে বসিলেন।

এমন সময় নাপিত আইল। নাপিত কেন আইলেন তাহা শ্রীভগবান জানেন। তাঁহার আসিবার ইচ্ছা মাত্র ছিল না। কাটোয়ায় নাপিতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তিনি পদস্থ, তাই বলিয়া তাঁহাকে ডাকা হইল, আর তিনি আসিলেন। নাপিত আসিবার সময় সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, কারণ সন্ন্যাসের প্রধান সহায় নাপিত। সে মুহূর্ত্তে তিনিও এক জন প্রধান নায়ক। নাপিতের যেন কোন দুঃখ নাই, স্বচ্ছন্দ মনে আসিতেছেন, আর সেইরূপে নিশ্চিন্ত ভাবে প্রভুর আগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি আজ্ঞা, ঠাকুর।"

প্রভু কি বলিলেন, তাহা প্রাচীন পদে এইরূপে বর্ণিত আছে:—

খালাস কর হে নাপিত বৃন্দাবনে যাই।
তোরে কৃপা করিবেন কৃষ্ণ দয়াময়॥

নাপিত বলিলেন, "ঠাকুর! এই কাটোয়ায় নাপিত ঢের আছে, যাহাকে পার ডাক, আমা হতে তোমার ও কায হবে না।"

তখন প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! তুমি উপবেশন কর। আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে তল্লাস করিতে আমি বৃন্দাবনে যাইব। আমার এই কেশ গুলি

আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই বন্ধন দশায় বড় দুঃখ পাই-তেছি, তুমি আমাকে খালাস কর, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।"

নাপিত বলিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি ত বল্লে তোমাকে খালাস করিয়া দিতে। আর আমি তার উত্তর করিলাম যে ঢের নাপিত আছে, তাহাদের কাহাকে ডেকে নিয়ে এসো, আমা হতে হবে না।"

প্রভু বলিলেন, "নাপিত, তুমি আমাকে খালাস করিয়া দাও, তোমার সৌভাগ্য হইবে, বংশ বাড়িবে, ও তুমি সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইবে। অন্তিমে তুমি বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারিবে।"

নাপিত বলিলেন, "আমি সৌভাগ্য চাহি না, যাহা আছে তাহাও যাউক। আমার কুষ্ঠ হউক, আমার অঙ্গ গলিয়া তাহাতে পোকা হউক। আবার তুমি বৈকুণ্ঠের লোভ দেখাইতেছ? আমার সঙ্গে আমার বংশ ঘোর নরকে যাউক। ঠাকুর, আমা হতে তোমার ও কায হবে না।"*

শ্রীভগবান, জননী, ঘরণী, ভক্তগণের নিকট বিদায় হইয়া, ভারতীকে বাধ্য করিয়া, শেষে ক্ষুদ্র নাপিতের নিকট পরাস্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। একটু পরে প্রভু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হরিদাস! আমার কেশ মুণ্ডনে তোমার আপত্তি কি? কি অপরাধে তুমি আমাকে এরূপ দুঃখ দিতেছ?"

---

* মোর ভাগ্য নাশ প্রভু যাউক সর্ব্বথায়।
কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ।
বংশ মোর নরকে যাক শুনহ গৌরাঙ্গ॥ চৈতন্যমঙ্গল।

এ গ্রন্থের অনেক স্থানে চৈতন্যমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত আছে, তাহা ছাপার পুস্তকে নাই। নাপিতের সহিত প্রভুর যে কথা বার্ত্তা তাহা ছাপার চৈতন্যমঙ্গলে সমুদায় নাই। কাঁকড়া হোসেনপুর নিবাসী শ্রীপ্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তী এখনকার এক জন প্রধান চৈতন্যমঙ্গল গীত গায়ক। তাঁহাদের ঘরে প্রথমে লোচনের পদ সুরে গাঁথা হয়। তাঁহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে এই চৈতন্যমঙ্গল গীত গাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের ঘরে লোচনের নিজ হস্ত লিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে, সেই পুস্তকের প্রতিরূপ এক খণ্ড তাঁহাদের ছিল, সেখানি তাঁহারা আমাকে দিয়াছেন, ও উহা আমার নিকট আছে, এবং উহা হইতেই উপরের কয়েক ছত্র লওয়া হইল।

নাপিত ঐরূপ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমিও কি ত্রিজগতে আর নাপিত পাইলে না? আমিই বা তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত নাপিত থাকিতে তুমি আমাকে এ কায করিতে বল? ঠাকুর! যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে তুমি সন্ন্যাসী না হইয়া ছাড়িবে না। তুমি এক কায কর। ইচ্ছা হয় তুমি সন্ন্যাস কর, কিন্তু মাথা ক্ষৌরি করিও না।" *

প্রভু একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "হরিদাস! মুণ্ডন না করিলে হয় না। মুণ্ডন করা সন্ন্যাসের নিয়ম।"

নাপিত বলিলেন, "তবে আর তোমার সন্ন্যাস করা হইল না, আমি ত পারিবই না, আর কোন নাপিতে যে পারিবে তাহাও বোধ হয় না। আমি চির দিন বড় কঠিন, তবু আমি পারিতেছি না, অন্যে কেন পারিবে? ঠাকুর, তোমাকে মনের কথা বলি। অনেকের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি, কিন্তু তোমার যেমন সুন্দর কেশ, এমন কেশ আমার বাবার কালে আমি দেখি নাই। এই সুন্দর কেশ কি আমি ক্ষুর দিয়া কাটিতে পারি? তাহা পারিব না। লাভ হতে ক্ষৌর করিতে গিয়া হাত কাঁপিবে, তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব, ফেলিয়া আমার লাভ ত অনেক, আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

তখন প্রভু অতি করুণস্বরে মিনতি করিয়া নাপিতকে বলিতেছেন, "হরিদাস! বিলম্বে আমার হৃদয় বিদরিয়া গেল। তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত, আমি তোমার সেই ঠাকুরের অন্বেষণে যাইতেছি। আমাকে খালাস করিয়া দাও। হরিদাস, আমি তোমাকে মিনতি করি।"

নাপিত এক দৃষ্টে নিমাইয়ের মুখ দেখিতেছেন, একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "বুঝেছি! তাই বল, আমি ভাবিতেছিলাম তোমার নিমিত্ত আমার এমন করিয়া প্রাণ কান্দিতেছিল কেন? তুমি সেই সকলের নাথ, সকলের কর্ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ! আমি মূর্খ বলিয়া তুমি আমাকে ফাঁকি দিতেছ। ঠাকুর, আমি অতি হীন, অতি নীচ জাতি, তুমি কি আমাকে বধ করিতে এবার ধরাধামে আসিয়াছ? ঠাকুর! আর এক জনকে ডাক।"

প্রভু দেখিলেন বড় বিপদ, তখন কতক মিনতি, কতক আজ্ঞার ভাবে বলিলেন, "হরিদাস! তুমি আমার বন্ধন মোচন করিয়া দাও, সন্ন্যাসের

---

*যে কর সে কর তুমি না কর মুণ্ডন। চৈতন্যমঙ্গল।

শুভক্ষণ আসিতেছে, আর বিলম্ব করিতে পারি না। তুমি আমাকে বন্ধন দশায় রাখিয়া যে দুঃখ দিতেছ তাহা একবার মনে কর। আমার উপকার কর, আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি।"

নাপিত অনেকক্ষণ প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। প্রভুর সহিত যখন তাহার কথা বার্তা হয়, তখন সকলে একেবারে চুপ করিলেন। সকলে নিবিষ্ট হইয়া অবুঝ ভক্তে ও চক্রী ভগবানে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নাপিতের প্রথমে জয় দেখিয়া সকলে তাহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীভগবান না পারিয়া, প্রভুত্বের সহায় লইয়া, নাপিতকে আজ্ঞা করিলেন। তখন নাপিত নাচার হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। নাপিত প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি আমি তোমার আজ্ঞা পালন করি, তবে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। আবার তুমি ভগবান, তোমার আজ্ঞা যদি না পালন করি তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ। ঠাকুর! তুমি আর একটি বিবেচনা কর। আমার যে কায তাহাতে পায়ের নখ কেলিতে হয়। আমার এই হাত তোমার মাথায় দিব, আবার সেই হাত কাহার পায়ে দিব? ইহাতে আমার ও তাহার সর্ব্বনাশ করিব। ঠাকুর, আমি তোমার নাপিত, ত্রিজগতের মধ্যে ধন্য, আবার কাহার নাপিতের কার্য্য করিব?"

প্রভু তখন বলিলেন, "হরিদাস তুমি তোমার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া মধুমদকের ব্যবসায় অবলম্বন কর। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া খালাস করিয়া দেও, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন। *

---

*প্রভু কহে নিজগুণে দেহ ত সন্ন্যাস।
"হইও না সন্ন্যাসী নিমাই মুড়াইও না কেশ॥"
কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে।
"সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরে যাহ ঘরে॥"
পঞ্চাশের উর্দ্ধ হলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে ত সন্ন্যাস দিলে হয় ত উচিত॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী।
"তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি॥
পঞ্চাশ হইতে যদি হয় ত মরণ।
তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন॥" [ওপিঠে]

তখন নাপিত অধোবদনে অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। নাপিত যখন পরাস্ত হইলেন, তখন সকলের আশা ফুরাইল। নাপিত যে প্রভুকে মুণ্ডনের আপত্তি করিতেছেন তাহাতে লোকের কোন আশার সঞ্চার হওয়া অন্যায়, যেহেতু যে ব্যক্তি শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি লইয়াছেন, তিনি কি আর নাপিতের মত করিতে পারিবেন না? কিন্তু জীবের ধর্ম্মই এই। যিনি নাস্তিক, কিছুই মানেন না, তিনিও বিপদকালে শান্তিস্বস্ত্যয়ন, কি নীচ লোকের দ্বারা দৈবক্রিয়া করিয়া থাকেন। যখন নাপিত মুণ্ডন করিতে স্বীকার হইল, তখন সকলে বুঝিলেন সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত। নিমাই সংসারের বাহির হইল। নিমাই গেল, আর রাখিবার উপায় নাই। ভারতী কর্ণে মন্ত্র দিলেই হয়। কেবল সেই এক কার্য্য বাকী। এখন ভারতী যদি মন্ত্র না দেন, তবেই নিমাইকে ঘরে রাখিলেও রাখা যাইতে পারে। অতএব ভারতীকে মন্ত্র দিতে দেওয়া হইবে না। ইহাই ভাবিয়া সকলে ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোঁসাঞি।
"সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই॥"
এ কথা শুনিয়া প্রভু আনন্দ উল্লাস।
নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ॥
নাপিত বলেন প্রভু করি নিবেদন।
"এরূপ মনুষ্য নহে এ তিন ভুবন॥
তব শিরে হাত দিয়া ছোঁব কার পায়।
যে বল সে বল প্রভু কাঁপে মোর গায়॥
কার পায়ে হাত দিয়া কামাইব নিতি।
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি॥"
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়।
"না করিও চিন্তা বৃত্তি ঠাকুর কহয়॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঁয়াইবে সুখে।
অন্ত কালেতে গমন হইবে বিষ্ণুলোকে॥"
কাঞ্চন নগরের লোক কাতর হৃদয়।
বাসুঘোষ যোড় হাতে ভারতীরে কয়॥

বিজ্ঞলোকে বলিতে লাগিলেন, "ভারতী ঠাকুর, তুমি এরূপ বালককে সন্ন্যাস দিয়া অশাস্ত্রীয় কায করিও না। পঞ্চাশের পূর্ব্বে কাহাকে সন্ন্যাস দিতে নাই। তুমি এরূপ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়া কেবল নারী-বধের ভাগী হইবে। কারণ ইহার বৃদ্ধা জননী আছেন, নব-যুবতী ঘরণী আছেন, তাঁহার আবার সন্তান সন্ততি হয় নাই।"

ভারতী বলিলেন, "শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে, পঞ্চাশের পূর্ব্বে রাগের নিবৃত্তি হয় না, বলিয়া সন্ন্যাস দিতে নাই। কিন্তু এ বস্তুটি মনুষ্য নয়, তাহা আপনারা সকলে দেখিতেছেন। তাহার পরে ইনি ইহাঁর জননী ও ঘরণীর সম্মতি লইয়া সন্ন্যাস করিতেছেন।" বিজ্ঞগণ ভারতীর এইরূপ উত্তরে একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "গোঁসাঞি, তুমি দেখিতেছ না যে অসংখ্য লোক, দুঃখে ও শোকে অধীর হইয়াছে? তুমি একটু কৃপা করিলেই লোকের এই দুঃখ অপনয়ন হয়।"

ভারতী মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপর অত্যাচার হইতেছে, যেহেতু তিনি নিরপরাধী, তবে লোকের নিকট তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভারতী একটু বিদ্রূপভাবে বিজ্ঞজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার ত দয়ামায়া না থাকিবার কথা। এই যে বস্তুটি ইনি বালক, এখন ইহার হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল আছে। ইহার নিমিত্ত তোমরা শোকাকুল আছ। আমাকে উপাসনা না করিয়া কেন ইহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিবৃত্তি কর না?"

বিজ্ঞজন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এ তোমার অন্যায় কথা। ইহার কি এখন জ্ঞান আছে? ইনি প্রেমে উন্মাদ, হয় ত আমাদের কথা ইহার কর্ণে প্রবেশও করিবে না। তোমার ত সহজ জ্ঞান আছে, তুমি কেন এরূপ গর্হিত কায কর?"

তখন বলবান যুবকগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বিজ্ঞজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আপনারা একটু সরিয়া যাউন। সন্ন্যাসী বড় কঠিন, এ অনুনয় বিনয়ের কায নয়। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ আমরা দিতেছি।" ইহাই বলিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যুবকগণ, সন্ন্যাসী যে স্ত্রীলোকের ন্যায়

অবধ্য, ইহা ভুলিয়া যষ্টি হস্তে করিয়া, ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা সকলে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল, গালি দিতে লাগিল, এমন কি মারিতে উদ্যত হইল। কেহ বা ইহাও বলিতে লাগিল, যে, "সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় একটি শীকার পাইয়াছেন, আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না।" কেহ বলিল, "তোকে বধ করিলে পাপ নাই। তুই সন্ন্যাসী নয়, তুই হিংস্র পশু।" কেহ বলিল, "আর বিলম্ব কি? তর্জ্জন গর্জ্জনের কায নহে। দেখিতেছ না নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। চতুর সন্ন্যাসী ভাবিতেছে যে এ কেবল ভয় দেখান হইতেছে। সকলে উহাকে ধর, ধরিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল, তাহার পরে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার ওপারে লইয়া ফেলিয়া দিয়া এস।"

ভারতী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে যদি বধ করিতে পার তবে বন্ধুর কার্য্য করিবা। এই যে বস্তুটি দেখিতেছ ইনি স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন। ইহাঁকে আমি রোধ করিতে পারিলাম না। ত্রিজগতে কেহ পারে না। তাহা যদি পারিত তবে এই যে ওঁর পিতৃ স্থানীয় ওঁর মেশো সম্পর্কীয় আচার্য্য রত্ন বসিয়া আছেন, উনি কি পারিতেন না? তবে আমি বাধ্য হইয়া গোলোকের অধিকারীকে কৌপীন পরাইয়া কাঙ্গালের বেশ ধরাইতেছি, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে। এ কলঙ্ক আমার কিছুতেই যাইবে না। ত্রিজগতের ভক্তমাত্রেই আমাকে শাপ দিবে। অতএব, তোমরা দয়া করিয়া আমাকে বধ কর, করিয়া আমার যন্ত্রণা দূর কর।" ইহা বলিয়া ভারতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিরদিনের উপার্জ্জিত যত জ্ঞান তাহার এক বিন্দুও আর তখন রহিল না। তখন প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ নিমাই! তোমার মনে কি এই ছিল।" কিন্তু সে কথা যেন নিমাইয়ের কর্ণেও গেল না।

এ দিকে আকুল নাপিতকে শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় মিনতি করিয়া কাতর স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিতপ্রায়। আমাকে সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই।" নাপিত তখন বাহ্য পাইলেন, পাইয়া প্রভুর অগ্রে বসিলেন। নাপিত কাঁপিতেছে, প্রভু তাহাকে সাহস দিতে লাগিলেন।

গৌর-ভক্তগণ চিরদিন জীবগণকে এই বলিয়া দোষিয়া থাকেন যে, তাহারা তাহাদের প্রভুকে ঘরের বাহির করিল। জীব কুকর্ম্মান্বিত না হইলে, কি মুগ্ধ থাকিয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য না করিলে, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। ভক্তগণ দুঃখে বলিয়া থাকেন, "জীব! তোকে ধিক। তুই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শ্রীভগবানকে কৌপীন পরাইলি।" কিন্তু জীবের পক্ষ হইয়া আমি একটি কথা বলি। শ্রীভগবান যখন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, তখন জীবমাত্রে, কি ভক্ত, কি অভক্ত, কি নিজ জন, কি ভিন্ন জন সকলেই সন্তপ্ত-হৃদয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

যখন নাপিত প্রভুর অগ্রে বসিলেন, তখন বোধ হইল যেন ত্রিভুবন হাহাকার করিয়া উঠিল। উপস্থিতগণ "কি হ'লো, কি হ'লো" বলিয়া ঢুপ ঢাপ করিয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ একেবারে মূর্চ্ছিত হইলেন। কেহ সংজ্ঞা হারাইলেন, আর বহুদিন সংজ্ঞালাভ না করিয়া "নিমাই নিমাই" বলিয়া পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে পরের কথা। প্রভুর নিজ জনের তখন অচেতন হইলে চলিবে না, জানিয়া, তাঁহারা বুকে পাষাণ বান্ধিয়া, বসিয়া থাকিলেন। কিন্তু তাঁহারা বস্ত্রে মুখ ঝাঁপিলেন। * আমি এখানে লেখনী রাখিলাম। মহাজনগণ যে এই স্থানটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু আমি উদ্ধৃত করিয়া দিব।

এতদিন পরে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর অনন্ত কোটি লোকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নতি করিতে করিতে যাইতেছে; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বাসর ঘরে যাইতে পায়ে উছট লাগিয়াছিল; ব্রাহ্মণ যে শাপ দিয়াছিল, "নিমাইপণ্ডিত! তোমার সংসার সুখ নাশ হউক;" শাস্ত্রে যে ভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই পদ আছে যথা:— "সন্ন্যাস কৃৎ শান্তঃ নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ," এ সমুদায় সফল হইতে চলিল।

নাপিত অগ্রে বসিলেন। নিকটে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নাপিত প্রভুর চরণ স্পর্শ

* মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেয় ঝাঁপ।—চৈতন্যমঙ্গল।

করিলেন, করিয়া মস্তকে ধূলি লইলেন।, মনের বাসনা চরণ ধূলি মস্তকে লইয়া পরে ক্ষৌর কার্য্য করিবেন। কিন্তু প্রভুর চরণ স্পর্শ করিবা মাত্র নাপিত প্রেমে অধীর হইলেন। তাঁহার কার্য্য করিবেন কি, প্রেমে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন, নয়ন বহুল পরিমাণে জল দ্বারা আবৃত হওয়ায়, তিনি একেবারে অন্ধ হইলেন।

এদিকে যাঁহারা পশ্চাতে, তাঁহারা শুনিলেন, প্রভু ক্ষৌর করিতে বসিয়াছেন। তখন সকলে নিরাশ হইয়া, যাহার যেরূপ প্রকৃতি সেইরূপে তাঁহার মনের বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেইদণ্ডে অনেকে মনে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আর গৃহে যাইবেন না। কেহবা এরূপ সংকল্পও করিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে বনে গমন করিবেন। কেহবা মনে মনে বুঝিলেন যে, পাগল হইতেছেন। সহজ জ্ঞান কাহার রহিল না। পশ্চাৎ দিক হইতে সকলে অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মুণ্ডন কতদূর হইল?" "মুণ্ডন কি সমাপ্ত হইল?" "মুণ্ডন কি হইতেছে?"

কিন্তু মুণ্ডন হইবে কি? নাপিত তখন ক্ষুর রাখিয়া নৃত্য করিতেছে! একবার নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে আসিয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছে, আবার উঠিয়া প্রভুকে অগ্রে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ দিকে যাইতেছে। প্রভু স্বয়ং মোহিত হইয়া সেই ভঙ্গির নৃত্য দেখিতেছেন। আবার প্রভু মনের বেগ সম্বরণ করিয়া কাতর স্বরে বলিতেছেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিত প্রায়, তুমি আমাকে খালাস কর।" এ কথা শুনিয়া নাপিত যেন জাগ্রতোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া ক্ষৌর করিতে বসিতেছে।

কিন্তু নাপিতের হাত কাঁপিতে লাগিল, হাতের ক্ষুর পড়িয়া গেল, শেষে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনি ধূলায় পড়িয়া গেল, পড়িয়া গড়ি দিতে লাগিল। প্রভু তখন তাহার গাত্রে পদ্ম-হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, নাপিত আবার শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু একা নাপিতের অপরাধ নয়। প্রভুও মাঝে মাঝে ক্ষৌর রাখিয়া এক একবার নৃত্য করিতেছেন।

প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! আমাকে একটু ক্ষমা দাও, আমি অল্প একটু নৃত্য করিয়া লই।" বৃদ্ধ মাতা ও নবীনা ঘরণী ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস লইবেন বলিয়া, ক্ষৌর হইতে বসিয়া, "আমি একটু নৃত্য করিয়া লই" এ কথা বলে, এরূপ অধিকার ত্রিজগতে এক আমাদের প্রভু ছাড়া আর কাহার নাই।

আবার কখন বা নাপিতের কর ধরিয়া দুই জনে নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের যিনি অতি কৃপাপাত্র তাঁহার কর ধরিয়া তিনি নৃত্য করিতেন, এরূপ ভাগ্য অতি অল্প জীবের হইত। নাপিতের উপর প্রভু বড় সদয়। নাপিত তাঁহাকে খালাস করিতেছে। সে যাহা হউক, ক্ষৌর কার্য্য আর হয় না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

হেন সে কারুণ্য প্রভু গৌর চন্দ্র করে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীবে উদ্ধার কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্ব জন॥
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌর-চন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥
বোল্ বোল বলি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥
বসিলেই প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম-রসে মহা কম্প বহে অশ্রু ধারে॥
বোল্ বোল্ করি প্রভু করয়ে হুংকার।
ক্ষৌর কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেম-রসে॥

তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি,
খুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চ রব, কান্দে যত লোক সব,
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥ (অপর পৃষ্ঠে।)

কেশ মুণ্ডন হইল, কেশ মুণ্ডন হয়েছে এ সংবাদ মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে হুড়াহুড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা স্পর্শ করিতে কাহার সাহস হইল না। নাপিতের কার্য্য হইলে, প্রভু স্নান করিতে দৌড়িলেন। মুখে মুখে লোকে সে কথা শুনিল, তাহারাও দৌড়িল। সকলে গগন ভেদি হরিধ্বনির সহিত, গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিল। কেশব ভারতীর স্থানে, কেশব ভারতী ব্যতীত, আর কেহ রহিল না।

নাপিতও তাহাই করিলেন। তিনি তাঁহার অস্ত্রগুলি লইয়া বিপদে পড়িলেন। তাঁহার সে গুলার আর প্রয়োজন নাই, তিনি আর ক্ষৌর কার্য্য করিবেন না। সেগুলি কোথাও রাখিয়া বিশ্বাস হইল না। তখন উহা মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় চলিলেন। গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া অস্ত্রগুলি টান দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রভুর কেশের সমাধি ও নাপিতের সমাধি অদ্যাপি কাটোয়ায় বিরাজিত। নাপিতের সমাধি "মধু মণকের" সমাধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিয়াছি সেখানে গড়াগড়ি দিলে পাপী ও তাপীর হৃদয় শীতল হয়।

হরি হরি কি না হৈল কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগর বাসী, দিবসে দেখয়ে নিশি,
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়া অতি প্রেমাবেশ,
নাপিত কান্দয়ে উচ্চৈঃরায়।
"কি হৈল, কি হৈল' বলে, হাতে নাহি ক্ষুর চলে,
"প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়॥"
যত উচ্চরোল করি, কান্দে কুলবতী নারী,
সবাই প্রভুর মুখে চায়।
ধৈরয ধরিতে নারে, নয়ন যুগল ঝোরে,
ধারা বহে নয়ন বাহিয়া॥
দেখি কেশ অন্তর্ধান, অন্তরে দগধে প্রাণ,
কান্দিছেন অবধোত রায়।
রসিক নন্দের প্রাণ, শোকানলে আন চান,
এ দুঃখ ত সহনে না যায়॥ পদকল্পতরু।

প্রভু স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে ভারতীর নিকটে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্র বস্ত্রে সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন। প্রভু আসিতেছেন দেখিয়া ভারতী তিন খণ্ড অরুণ-বস্ত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন, ইহার এক খানি কৌপীন, আর দুই খানা বহির্ব্বাস। ভারতীকে বস্ত্র হস্তে দাঁড়াইতে দেখিয়া নিমাই দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া বস্ত্র মাগিলেন। ভারতী অর্পণ করিলেন। নিমাই তখন সেই তিন খানি বস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধরিলেন।

নিমাই যখন কৃতার্থ হইয়া অরুণ-বসন মস্তকে করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যেন ত্রিভুবন গলিয়া গেল। শুধু ইহা নয়। আমার গৌর, রসিক শেখর! সেই বস্ত্র মস্তকে করিয়া করযোড়ে সেই লোক সমুদ্রের নিকটে অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "হে আমার সুহৃদগণ! বাবা, মা! তোমরা অনুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হইব। আর তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই। *

---

*মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে,
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ,
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুই খানি ফালি, ভারতী দিলেন আনি,
আর দিল একটি কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌর-হরি,
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস,
ব্রজে যেন পাই ব্রজ-নাথে॥
এত বলি গৌররায়, উর্দ্ধমুখ করি ধায়,
দিক্ বিদিক্ নাহি মানে।
ভক্ত জনার পাছে, লোটায়ে লোটায়ে কান্দে,
বাসুদেব হা-কান্দ কান্দনে॥

এ কথার কে উত্তর দিবে? ইহার যে একমাত্র উত্তর অর্থাৎ রোদন তাই সকলে একস্বরে করিয়া উঠিলেন। ভারতী আসনে বসিয়া, নিমাই মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর বাম দিকে বসিলেন। সতী-দাহের সময় যখন চিতাতে অগ্নি প্রদান করা হয়, তখন লোকে চুপ করে, তাহাদের পূর্ব্বকার আর্ত্তনাদ তখন শান্ত হইয়া যায়। সেইরূপ তখন সেই অসংখ্য লোকে চুপ করিলেন, প্রভুও শান্ত হইয়াছেন। দক্ষিণ দিকে মস্তক একটু নত করিয়া ভারতীকে বলিতেছেন, "গোঁসাঞি, আমাকে স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণ একটি সন্ন্যাসের মন্ত্র বলিয়াছিলেন। আপনি উহা শ্রবণ করুন। দেখুন আমাকে সেই মন্ত্র কি পৃথক মন্ত্র দিবেন।" ইহাই বলিয়া চুপে চুপে ভারতীর কর্ণে তিনি স্বপ্নে যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।

সন্ন্যাসের মন্ত্র অতি গোপনে রাখা হয়, কেহ জানিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে সন্ন্যাসের মন্ত্র শুনিয়া ভারতী বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই কথা বলিলেন, "এ সন্ন্যাসের মহা মন্ত্র, তুমি যে পাইবা তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র কি?" আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

ভারতীর নিকট মন্ত্র লইবার অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া শিষ্য ও তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান প্রকারান্তরে আপনার মর্য্যাদা রাখিলেন। ভারতী মন্ত্র পাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন।

কেশব ভারতী প্রভুর কর্ণে সন্ন্যাস মন্ত্র দিলেন। কেশব ভারতী তখন প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, অতএব তাঁহার মুখে সে মন্ত্রের রস-শোষণ শক্তি যাইয়া রস-সঞ্চার শক্তি হইয়াছে।

কিন্তু তখনও সমুদায় কার্য্য শেষ হয় নাই। শাস্ত্র অনুসারে নিমাইয়ের তখন পুনর্জন্ম হইল, সুতরাং প্রথম আশ্রমের সমুদায় লুপ্ত হইয়া গেল, নামও গেল। এখন তাঁহার নূতন নাম রাখিতে হইবে। কেশবভারতী ভাবিতে লাগিলেন যে, নিমাইয়ের কি নাম রাখিবেন। ভারতীর শিষ্য ভারতী হয়, কিন্তু সন্ন্যাসের যে নয় সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে ভারতী সম্প্রদায়

সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। আর নিমাই যে তাঁহার, কি কাহার শিষ্য ইহার কোন প্রমাণ রাখিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিমাই-য়ের নাম পাইলেন। কেহ বলেন নাম দৈববাণী দ্বারা উপস্থিত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ হইল, কেহ বলেন সরস্বতী ভারতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নামটি বলিয়া দিয়াছিলেন। তখন কেশবভারতী নিমাইয়ের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "নিমাই! তুমি জীবমাত্রকে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করাইলে, অতএব তোমার নাম হইল —

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

ইহাতে কি হইল শ্রবণ করুন। শ্রীজগন্নাথ-শচী-নন্দন নিমাই, তিনি হইলেন এখন ভারতীর শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। জগতের যত পুরুষ সকলেই এখন তাঁহার পিতা, যত রমণী সকলেই তাঁহার মাতা। নিমাইপণ্ডিতের বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, কৃষ্ণ-চৈতন্যের বাড়ী নাই, কি বাড়ী অনন্ত পথে। তিনি পূর্ব্বে শচীর ভবনে বাস করিতেন, এখন বৃক্ষতলবাসী হইলেন। যখন নিমাইপণ্ডিত কৃষ্ণ-চৈতন্য হইলেন, তখন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল, তিনি তাঁহার জননীকে ত্যাগ করিলেন, ঘরণীকে ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নবদ্বীপ গমন করিবার আর অধিকার থাকিল না, গৃহের মধ্যে বাস করিতে আর পারিবেন না। তাঁহার আর কোন সম্পত্তি রহিল না, সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও অধিকার রহিল না। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে বাঁশের এক খানি যষ্টি, যাহাকে "দণ্ড" বলে; কমুণ্ডল অর্থাৎ কাঠের কি নারিকেলের মালার জল-পাত্র; এক খানি কৌপীন; আর দুই খানি বহির্ব্বাস। এবং শীত নিবারণের নিমিত্ত এক খানি ছিড়া কাঁথা। নিমাইয়ের কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করায় তাঁহার শয্যায় শয়ন করিবার অধিকার গেল, উপকরণ সহিত অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার গেল। এমন কি, অঙ্গে তৈল মর্দ্দনের অধিকারও রহিল না।

যে মাত্র প্রভুর নামকরণ করা হইল, অমনি সেই নামটি মুখে মুখে সকলে শুনিতে পাইলেন। তখন লোকে কেহ কৃষ্ণ, কেহ চৈতন্য বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর সেই মুহূর্ত্তের ভাব দেখিয়া তখনি সে কলরব থামিয়া গেল।

কৃষ্ণ চৈতন্য কে? তিনি এখন একলা, তাঁহার ত্রিজগতে আর এখন কেহ নাই।" গদাধর বিনীত হইয়া চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব," তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রুক্ষভাবে গদাধরকে বলিলেন, "আমি একলা, আমি অদ্বিতীয়, আমার আবার সঙ্গী কে?" গদাধর এই বাক্যে ভয়ে আর কথা কহিতে পারিলেন না।

ভারতী প্রভুর যে নাম রাখিলেন, অমনি তিনি, "আমি বৃন্দাবনে আমার প্রাণনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও," বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু লোক ভিড় বলিয়া দৌড় মারিবার সুবিধা পাইলেন না। এই সুযোগে ভারতী উঠিয়া, "কৃষ্ণ-চৈতন্য দাঁড়াও, ফিরিয়া আইস, তোমার দণ্ড ও কমণ্ডলু লইয়া যাও," বলিয়া ঐ দুইটা বস্তু হস্তে করিয়া প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন।* সেই ধ্বনি, প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পরে ফিরিয়া আ[illegible] আসিলে ভারতী দণ্ড ও কমণ্ডলু তাঁহার হস্তে দিলেন।

তখন প্রভু [illegible] প্রতি নিদয় ও পাষাণবৎ, ও জীবের প্রতি সদয় হইয়া, সেই লোক-সাগরের মা[illegible] দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে নিজ ভক্তগণ সকলে চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সেই অনন্তলোকে সেই সঙ্গে "গোঁসাঞি! পরিত্রাণ কর," বলিয়া প্রণাম করিলেন।

আজ আমাদের প্রাণের নিমাই "গোঁসাঞি" হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের আদরে বিবশীকৃত হইয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া, দাঁড়াইয়া তাহাদের দর্শন সুখ উৎপাদন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, সেই নবীন বয়সে, কাঙ্গাল বেশ ও দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিয়া জীবের অগ্রে হরিনাম ভিক্ষা করিতে দাঁড়াইলেন। দীর্ঘকায়, সুবলিত অঙ্গ, পরম সুন্দর, সুবর্ণ কান্তি বিশিষ্ট নবীন-পুরুষ-রতন যখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া, জীবের অগ্রে কৃপা-প্রার্থী হইয়া, ছল ছল নয়নে দাঁড়াইলেন, তখন সকলেই ভাবিলেন যে, "হে ভগবান! তুমিই সাধু! তুমিই ভক্ত! তুমিই দয়াময়! তুমিই মহাজন! তুমিই ধন্য! পতিব্রতা যে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া প্রাণ দেয় সে তাহার নিষ্ঠা তোমার কাছেই

*ইহার মধ্যে একটাকে (দণ্ড) আমার নিতাই খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন।

পাইয়াছে। রাজ্য সুখ ত্যাগ করিয়া যে শক্তিতে সাধুগণ কঠোর করেন সেও তাঁহারা তোমারই নিকট পাইয়াছেন !”

তখন বোধ হইতে লাগিল যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর দীন ভাবে, দীন বেশে, কাতর স্বরে, করযোড়ে, মনুষ্যরূপে কীটের নিকট, কৃপা ভিক্ষা করিয়া যেন বলিতেছেন, “জীবগণ ! আমার সমুদায় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলে আমার উপর তোমরা ক্রোধ করিও না। আমি নিরপরাধী। আপাতত কিছু দেখিয়া তোমরা আমাকে নিন্দা কর, কিন্তু অপেক্ষা কর, ক্রমে বুঝিবে যে আমার কোন দোষ নাই। তোমরা জানিবে, আমি তোমাদের, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই সব, এই যে দুঃখ দেখ ইহাও তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত। এই যে জগতে প্রলোভের নানা বস্তু রহিয়াছে, ইহাও তোমাদের নিমিত্ত। আমার প্রাণ তোমাদের নিমিত্ত ব্যাকুল, তোমরা আর কত কাল আমাকে ভুলিয়া থাকিবে ?” *

শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের মালা, রক্তবর্ণ নয়ন দিয়া শত সহস্র ধারা পড়িতেছে। বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, দণ্ডে বঙ্কিমভাবে একটু আশয় লইয়া উপস্থিত জনগণকে বলিতেছেন, “মা ! বাবা ! আমাকে অনুমতি কর, আমি ব্রজে যাই। মা ! বাবা ! আশীর্ব্বাদ কর, যেন ব্রজে আমার প্রাণনাথকে পাই। মা ! বাবা ! আর যাইবার বেলা আমার আর একটি ভিক্ষা। তোমরা সকলে আমার শ্রীহরিকে ভজন কর, তিনি বড় কৃপাময়।”

হে আমার কৃপাময় পাঠক মহাশয় ! তুমি প্রভুকে কি ভিক্ষা দিবে না ? ঐ বেশে তোমার দ্বারে প্রভুকে কি চির দিন দাঁড় করাইয়া রাখিবে ?

তখন উপস্থিতগণের সকলে এই সংকল্প করিয়াছেন, যে সংসারে আর থাকিবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া লোক সমাজে দাঁড়াইলেন, তখন কি তরঙ্গ উঠিল তাহার একটু আভাষ মাত্র বর্ণনা করা যাইতে

---

*আমি, প্রাণের অধিক ভাল বাসি যারে।
আমি জানি সে ত ভালবাসে না আমারে॥
লক্ষ লক্ষ জনম গেল, তবু মোরে না খুজিল,
পরাণ কুশাবে গেল, মরে আছি রে॥

পারে, তাহাই করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি। বিবেচনা কর, চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্কা বালিকা বিধবা হইয়াছে। বালিকার রূপের অবধি নাই, কিন্তু বাহ্য-সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। মস্তকে ভুবনমোহন কেশ, কিন্তু উহা এলাইয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে। ধুলায় গড়ি দেওয়ায় কেশ ধুলাবৃত হইয়াছে। বালিকার পরিধান অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে মণি মুক্তার ভূষণ। পতি-বিয়োগ হওয়ায় ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতেছে। বলিতেছে, "এ দীনা কাঙ্গালিনীকে চরণে স্থান দাও।" আবার কি করিতেছে, না সেই পট্টবস্ত্র ত্যাগ করিতেছে, করিয়া মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিতেছে, পরিয়া ঠাকুরের সম্মুখে সেই বহুমূল্য বস্ত্র রাখিতেছে। অঙ্গের মণি-মুক্তা উন্মোচন করিতেছে, আর ঠাকুরের অগ্রে রাখিতেছে, আর প্রফুল্লবদনে বলিতেছে, "ঠাকুর! এ সমুদায় দ্রব্যে আমার আর প্রয়োজন নাই, অতএব তুমি গ্রহণ কর। আর উহার বিনিময়ে আমাকে তোমার শ্রীচরণের ধূলি কর।"

এরূপ দর্শন যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে যদি মদ্যপ কি লম্পট হয়, তবে সে তদ্দণ্ডে সংকল্প করে যে, সে আর তুচ্ছ সুখের নিমিত্ত কুকর্ম্ম করিবে না। যদি কন্যার পিতা, মা[illegible] অন্যান্য নিজজনে এই চিত্র দর্শন করে, তবে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সংসারে ঔদাস্য হয়, ও শ্রীভগবানে মন আকৃষ্ট হয়। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জীব সকল কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আর বাড়ী যাইবেন না, পিতা পুত্রকে, স্ত্রী স্বামীকে, রুগ্ন আপনার রোগ, কুলবধূ আপনার লজ্জা, বণিক আপনার ধন ভুলিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অমন করে যাইস না যাইস না,
ধীরে চল গজগামিনী।
তুই নয়ন মদে চলে যাবি।
প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি॥ রাই উন্মাদিনী।

শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণের নিকট কৃষ্ণ-ভজন ভিক্ষা, ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াই পশ্চিমাভিমুখে দৌড় মারিলেন। পূর্ব্বে ঐরূপ একবার দৌড় মারিয়াছিলেন, দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবারও দৌড় মারিলেন। বার বার দৌড় মারিতেছেন কেন? মনে ভাব যে, এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন, আর বিলম্ব সহিতেছে না!

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চিম দিকে দৌড় মারিলেন, তখন গদাধর প্রভুর নিষেধ নিমিত্ত যাইতে পারিলেন না, ও নরহরি, দামোদর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। আর এই লোক-সমুদ্র প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল! হে ভক্ত! এ পদটি কি শ্রবণ করিয়াছেন?

উভ হাতে শঙ্কর* বলে।
রথ রাখ যমুনার কূলে॥

এই লক্ষ লোকে "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে "উভ হাতে" ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাহারা বলিতেছেন, "প্রভু দাঁড়াও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো। আমাদের কোথা ফেলিয়া যাও?"

---

*পদ কর্ত্তার নাম।

সকলের মনে বোধ হইল যে, তাহাদিগকে ফেলিয়া যাওয়া প্রভুর নিতান্ত অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেছে। নিমাইয়ের সঙ্গে তাহাদের তখন চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধন হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা নিমাইয়ের, নিমাই তাহাদের, সেখানে নিমাইয়ের তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গমন তাহাদের নিকট যেন অস্বাভাবিক কার্য্য বোধ হইতেছে। নিমাইকে রাখিবার চেষ্টা করিয়া রাখিতে পারিলেন না। নিমাই চলিলেন, তখন সকলে বলিতেছেন, "তুমি চলিলে ভাল, আমাদের নিয়া চল, আমাদের কার কাছে রাখিয়া যাও?"

যখন সেই লোক-সমুদ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু অধিক দূরও যাইতে পারিলেন না। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন, তখন গোপীগণ রথের অগ্রে পথে শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধু! যদি যাইবে, তবে তোমার রথ আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া গমন করুক।" তখন শ্রীকৃষ্ণ কাযেই রথ হইতে নামিয়া, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহার রথের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন, যে তাঁহার বৃন্দাবনের পথ লোকে বন্ধ করিয়াছে। লোকের ভিড়ে তাঁহার যাইবার পথ নাই। সহস্র লোকে তাঁহার গমন পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তখন তিনি অতি মধুর বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যাইবার পথ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বাবা! মা! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। কৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাদের কৃপা করুন। তোমরা গৃহে যাইয়া কৃষ্ণ-ভজন কর। আমিও শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত চলিলাম। আমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস করিলাম, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি হাস্যাস্পদ না হই, আর যেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, ভারতী, প্রভৃতি আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কেশবভারতী বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য! আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে তুমি অনুমতি কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোঁসাঞির যে আজ্ঞা।"

তখন প্রভু চন্দ্রশেখরকে সম্মুখে দেখিলেন। চন্দ্রশেখর শচীর ভগিনী-পতি, শচীর বাড়ীর নিকটবাসী এক মাত্র তিনি প্রভুর নিজজন। ভগিনীপতি চন্দ্রশেখরকে শচী আপনি পাঠাইয়াছেন। কেন? না, আর কাহাকে তাঁহার বিশ্বাস নাই। সকলে জুটিয়া তাঁহার নিমাইকে পাগল করেছে, পাগল করে ঘরের বাহির করেছে, এই তাঁহার মনের সন্দেহ। সুতরাং নিমাইকে বাড়ীতে ফিরিয়া আনিতে পাঠাইতে কাহাকেও বিশ্বাস হয় নাই। যদি তাঁহার পতি শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বাঁচিয়া থাকিতেন তবে তাঁহাকে পাঠাইতেন, তিনি নাই, কাযেই তাঁহার ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর কোথায় নিমাইকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাহা ত করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু নিমাইকে আপন হাতে সন্ন্যাসী করিয়াছেন। চন্দ্র-শেখর আপনাকে শ্রীনন্দের ন্যায় দুর্ভাগ্য ভাবিতেছেন। যে ... নন্দের হাতে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়া দেন, নন্দ পু...কে মথুরা ... লইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, "অ... শুধু হাতে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে, "শচী দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কৈ আমার নিমাই কৈ', বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া আমার মুখ পানে চাহিবেন, তখন আমি কি বলিব?" একবার ভাবিতেছেন, গঙ্গায় প্রবেশ করিবেন, একবার ভাবিতেছেন, নিমাইয়ের সঙ্গে যাইবেন।

নিমাই ও চন্দ্রশেখরের চারি চক্ষু মিলন হইল। নিমাই এ পর্য্যন্ত রাধা ভাবে আপনাকে হারাইয়া বসিয়া আছেন। প্রাণেশ্বরের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দেহ ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। চন্দ্র-শেখরে ও তাঁহাতে নয়নে নয়নে মিলন হইলে, তাহাতে কি হইল?

অমনি মনে পড়িল নদে ভূম। ধ্রু

চন্দ্রশেখরের মুখ পানে চাহিলে, নয়নে নয়ন মিলন হইল, আর নবদ্বীপ মনে হইল। তাঁহার জন্মভূমি, তাঁহার আরামের বাড়ী, তাঁহার বাড়ীর সুখের মালঞ্চ, তাঁহার গঙ্গার পুলিন, তাঁহার সমুদায় খেলার স্থান, তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণ, তাঁহার পুত্র বৎসলা মাতা, তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তমা নবীনা ভার্য্যা, এ সমস্ত তাঁহার হৃদয়ে একেবারে উদয় হইল।

মুক্ত জীবের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর বস্তু ত্রিজগতে নাহি, কিন্তু মুক্ত জীব হইতেও মুগ্ধ ভগবান আরও মনোহর ও সুন্দর। অর্থাৎ জীব মুক্ত হইয়া সুন্দর হয়েন, আর শ্রীভগবান মায়ামুগ্ধ হইয়া সুন্দর হয়েন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম ধারার স্থানে নয়নাশ্রু বৃষ্টি হইল। নিমাই বসিলেন। বসিয়া দুই হস্তে চন্দ্রশেখরকে ধরিয়া আপন অগ্রে বসাইলেন। তাহার পরে হস্তে তাঁহার গলাটি ধরিয়া গদ গদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাপ! শিশুকালে যখন আমার পিতৃবিয়োগ হয় তখন তুমি আমার পিতার কার্য্য করিয়াছিলে, এখন তুমি আমার বন্ধন মোচনের সহায়তা করিয়া নিঃস্বার্থ সুহৃদের কার্য্য করিলে। বাপ! তুমি বাড়ী যাও, আমার জননীকে তুমি যাইয়া শান্ত্বনা করিও। দেখিও তিনি যেন আমার বিরহে প্রাণে না মরেন। আর যিনি আমার নিমিত্ত দুঃখ পাইবেন সকলকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও যে, তাঁহাদের নিমাই এ জন্মে কেবল আপনার নিজ-জনকে দুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের বলিবে, তাঁহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। আর ইঁহাদের বলিও যে, নিমাই যে দিন গদাধরের পাদপদ্ম দেখিয়াছে, সেই দিন তাঁহাতে তাহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে। বাপ! তুমি বাড়ী যেয়ে বলিও যে, এত দিনে, যার নিমাই তারই হয়েছে।" *

এই বলিতে নিমাইয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বিহ্বল হইয়া তখন চন্দ্রশেখরকে, ও তিনি যাহা ও যাঁহাদের, এ সমুদায় একেবারে ভুলিয়া গেলেন। শুধু চন্দ্রশেখরকে নয়, আপনাকেও ভুলিলেন, তখন, "প্রাণবল্লভ! আমি এই আইলাম" বলিয়া উঠিয়া আবার দৌড় মারিলেন।

ইহাতে সেই সমুদায় লোক তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িল, বোধ হইল যেন এই লোক সমূহকে তিনি বান্ধিয়া লইয়া চলিতেছেন। কাটোয়ার পশ্চিমে

---

*আর ত ঘরে যাবুই ত না। ধ্রু
তোমরা গৃহে যেয়ে ইহাই বলো।
এত দিনে, যার রাধা তারি হলো॥
যদি আমার কথা বাড়ী পুছে।
বলিও, পাদপদ্ম পেয়ে মিশায়েছে॥

তখন বন ছিল, প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন, লোক সকলও বনে প্রবেশ করিল। প্রভু ক্রমেই নিবীড় বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, লোকও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু পশ্চাতের লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল। কারণ নিমাই দৌড়িয়া যাইতেছেন, লোকে সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না। তাহার পরে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলে ভিন্ন লোকে প্রভুকে হারাইলেন।

কিন্তু জনকয়েক ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িলেন না। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কাটোয়ায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিলেন, কেহবা সঙ্গে একটু যাইয়া প্রভুকে হারাইলেন, আর কেহবা প্রাণপণে প্রভুর পশ্চাৎ ছাড়িলেন না। এই জনকয়েক নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ, ও গোবিন্দ।

তখন শ্রীপ্রভুর অবস্থা শ্রবণ করুন। প্রভু কমণ্ডল কটির-ডোরে বাঁধিয়াছেন, আর হাতে দণ্ড লইয়া দৌড়িয়াছেন। করোয়া বান্ধা আছে, প্রভু যেমন দৌড়িতেছেন, উহা কটিতে দুলিতেছে। বিদ্যুতের ন্যায় দৌড়িতেছেন, পশ্চাতের লোক পাছে পড়িয়া যাইতেছে, শেষে তিনি উপরি-উক্ত নিজ-ভক্তগণ ব্যতীত অন্যের আঁখির বাহির হইলেন। ভক্তগণ প্রাণপণে দৌড়িতেছেন, তাঁহাদের ভয় যে, প্রভু একবার নয়নের অন্তরালে গমন করিলে আর তাঁহাকে ধরিতে পারিবেন না।

নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দৌড়িয়া পারিতেছেন না, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকিতে লাগিলেন, "প্রভু! একটু অপেক্ষা করুন, আমরা আর দৌড়িতে পারি না। হে আমার ভাই! তোমার অভাগা ভাইকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ?" আবার জিভ কাটিয়া ভাবিতেছেন, "আমার ভাই? আমার ভাই কে? আমি কাহাকে ভাই বলিতেছি? উনি না শ্রীভগবান? ভাই বলে আর ডাকিব না। প্রভু বলে ডাকিব। আমার প্রভু দয়াময়; ভবসাগরের কাণ্ডারী। আমাকে ভবসাগর হইতে পার করিতে বলিব।" ইহাই ভাবিয়া ডাকিতেছেন, "হে প্রভু! হে দীননাথ! হে কৃপা-সাগর! আমি দীন। আমি ভবসাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার না করিয়া, কোথা যাইতেছ?" *

---

* আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর। ধ্রু
প্রেম জলে তিতিল সোণার কলেবর। [ওপিঠে]

প্রভুর দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান নাই।

পাঠক এখন বুঝিতেছেন যে, নিতাইয়ের, তখন সহজ জ্ঞান এক প্রকার লোপ পাইয়াছে।

নিতাই যে এত ডাকিতেছেন, ইহাতে প্রভু "হাঁ" কি "না," কিছু বলিতেছেন না। এমন কি, তিনি যে সে ডাক শুনিতে পাইতেছেন, তাহাও বোধ হইতেছে না। প্রভু এক মনে দৌড়িতেছেন। ভক্তগণের মধ্যে নিতাই প্রভুর পশ্চাতে অল্প দূরে, আর সকলে এত বহুদূরে পড়িয়া গিয়াছেন যে, কখন কখন নিমাই ও নিতাই উভয়েই তাঁহাদের নয়নের বাহির হইতেছেন। কিন্তু তবু নানা প্রকারে আবার তাঁহারা প্রভুর দর্শন পাইতেছেন। যেহেতু প্রভু সোজা পথে না যাইয়া, কখন পশ্চিমে, কখন বা পূর্ব্ব মুখো যাইতেছিলেন। তাঁহার তখন দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান কতক রহিত হইয়াছিল।

এদিকে কাটোয়াবাসীগণ প্রভুকে হারাইয়া, যেমন দেবী-বিসর্জ্জন দিয়া লোকে বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে, এইরূপ শোকাকুল হইয়া গৃহে আইলেন। বাড়ীতে আসিতে কাহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্রমে, ধীরে ধীরে, একে একে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেরই মনে, কি দেখিলেন, তাহাই কেবল জাগিতেছে। সংসারের কিছু ভাল লাগিতেছে না। সকলেরই প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে, কেহ নীরবে বসিয়া রোদন করিতেছেন। যাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাস দর্শন করিলেন, তাঁহাদের, আবার, যাঁহারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন, তাঁহাদেরও, চিত্ত নির্ম্মল হইল। কাটোয়া ও কাটোয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান এইরূপে পবিত্র হইল। সে তরঙ্গের লহরী অদ্যাপি সেখানে আছে, অদ্যাপি সেখানে পাষাণ জীবও গমন করিলে দ্রবীভূত হয়েন।

কটিতে করঙ্গ বাঁধা দিগ পথে ধায়।
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়॥
নিতাই বলে প্রভু যত পাতকী তরাইলে।
সে সব অধিক হয়ে আমা উপেখিলে॥
যত যত অবতার অবনীর মাঝে।
পতিত-পাবন নাম তোমার সে সাজে॥ পদ কল্পতরু।

কেহবা কিছু কালের নিমিত্ত একেবারে উন্মাদ হইলেন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য পাগল হইয়া, "চৈতন্য" "চৈতন্য" বলিতে বলিতে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বুলি হইল "চৈতন্য," কোন কথা কহিলেই, তিনি কেবল "চৈতন্য" এই কথা বলিতে লাগিলেন। সাত দিবস পরে তাঁহার নয়নে জল আইল, আর তাঁহার ঘরণী তাঁহাকে দুটা অন্ন খাওয়াইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার নাম আপনা আপনি সাধ করিয়া, "চৈতন্য দাস" রাখিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মী ভক্ত। তাঁহাকে প্রধানতঃ লইয়া প্রভু নবদ্বীপে ব্রজলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি এক অপূর্ব্বভাবে অভিভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিঠুরতায় শ্রীমতী ক্রোধ করিয়া সখীকে বলিয়াছিলেন, "সখি! আর শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব না। যাহাতে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাও নিকটে রাখিব না। আমি সেই নিমিত্ত কেশ মুণ্ডন করিব। নীল সাটি ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন পরিব।"

সখী বলিলেন, "শ্রীমতী! শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তুমি কাহাকে ভজিবে? তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, "মহেশকে ভজিব। গণেশকে ভজিব।" তাঁহারা দয়াময়, ভক্তের দুঃখ বুঝেন। যাহা চাহিব তাহা পাইব। আমি প্রীতির লাগি সব ত্যাগ করিলাম। আমি সেই এক বিন্দু প্রীতির আশায়, চাতকিনীর ন্যায়, সব জলে ভাসাইয়া দিলাম। আমি মোমের বাতী জ্বালাইয়া কুঞ্জে বসিয়া রহিলাম, আর আমার নিঠুর বন্ধু আমার উদ্দেশ না লইয়া, যাহারা প্রীতির মর্ম্ম জানে না, এই সমুদায় রমণীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অতএব প্রীতির ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। আমি অদ্যাবধি সিদ্ধিদাতা গণেশের ভজনা করিব।"*

কিন্তু শ্রীমতীর যে অন্যায় ক্রোধ তাহা সখীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন; আর আমাদের সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, যে শ্রীমতী অন্যায়

ওর নামে নাই মোর সুখ।
[ওকে যেতে বল আমার কুঞ্জ হতে]
আমি জ্বালিয়া মোমের বাতী।
জাগি পোহাইনু সারা রাতি॥

কার্য্য করিয়াছিলেন। যেহেতু কাহার সাধ্য যে শ্রীভগবানকে "নিঠুর" বলে? কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে বলে, "তোমাকে আমি চাহি না। তুমি দূর হও!" প্রীতির ভজন করিয়াই ত ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীমতী এই অধিকার পাইয়াছিলেন?

শ্রীবৈষ্ণবেরা ধন্য! অন্যে প্রেমময়, দয়াময় বলিয়া শ্রীভগবানকে স্তুতি করেন। অন্যে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত বহু দুঃখ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা শ্রীমতীর দ্বারা তাঁহাকে "নিঠুর" "নিদয়" বলাইলেন, তাঁহাকে শ্রীমতীর পায় ধরাইলেন, গোপীর প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে পাগল করাইলেন। অন্যে শ্রীভগবানের তল্লাস করিয়া বেড়ান, বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবানকে বিষন্ন চিত্তে শ্রীমতীকে তল্লাস করাইয়া থাকেন। অন্যের, শ্রীভগবানের ক্রোধ হইবে, এই ভয়ে মুখ শুখাইয়া যায়। বৈষ্ণবগণের যে শ্রীভগবান, তিনি শ্রীমতীর ক্রোধ হইবে এই ভয়ে তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে থর থর কাঁপিতে থাকেন।

প্রীতি যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিধর বস্তু, যাহাতে শ্রীভগবান শ্রীমতীকে "দাস খত" লিখিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নবদ্বীপে মান-কাণ্ড আস্বাদ করেন ও করান, তখন তাহা ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দূত ভাবিয়া কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে বাড়ীর বাহির করেন, তাহাও পাঠক মহাশয়ের অবশ্য স্মরণ আছে। এখন প্রভুর ভক্ত পুরুষোত্তম আচার্য্য দেখাইতেছেন যে শ্রীমতীর মান কবির কল্পনা নয়, প্রকৃত পক্ষে, জীবে অতি প্রীতিতে শ্রীভগবানের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে।

শ্রীনিমাই যখন মস্তক মুণ্ডন করিলেন, তখন পুরুষোত্তম আচার্য্য ভাবিলেন যে এরূপ নিদয় প্রভুকে ভজন করিতে নাই। যিনি কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার ভক্তগণকে এরূপ মর্ম্মে আঘাত করিতে পারেন, তাঁহাকে বুদ্ধিমান লোকের মন প্রাণ সমর্পণ করিতে নাই। ইহাই ভাবিয়া পুরুষোত্তম ক্রোধ করিয়া, যে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, যে নগরের সাধুগণ ভক্তিধর্ম্মকে ঘৃণা করেন, সেই কাশী নগরীতে দ্রুতবেগে গমন করিয়া,

শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধমত অর্থাৎ "আমিই তিনি" ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল স্বরূপ দামোদর।

ইঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে পূর্ব্বে একবার ভক্তগণকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। হে জীব! তাঁহার কার্য্য বিচার কর। শ্রীভগবানের উপর শ্রীমতী প্যারী ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? জীবে কি কখন ভগবানের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে?

এই যে পুরুষোত্তম ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব, অর্থাৎ "শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ এক দেহে মিলিত" এই শাস্ত্র প্রচার করেন। ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে যেরূপ অটল বিশ্বাস তাহা প্রভুর কোটি ভক্তের কাহার মধ্যে ছিল না। এই স্বরূপ দামোদর ক্রোধ করিয়া প্রভুকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, যে প্রভুকে তিনি সর্ব্বান্তকরণে জানিতেন যে তিনিই পূর্ণব্রহ্ম ও সনাতন, ত্রিভুবনবাসী সকলের উপরের কর্ত্তা।

হে জীব! স্বরূপ যাহা করিলেন, মনুষ্য একপ কখন যে পারিবে তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার কার্য্যটি মনে একবার অনুভব কর, শ্রীভগবানে ও তাঁহার ভক্তে কিরূপ প্রেমের খেলা তাহা বুঝিতে পারিবে।

কলহ ও প্রীতি দুটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে স্থলে বিশুদ্ধ প্রেম সেখানেই কলহ। যেখানে কলহ নাই, সেখানে জানিবে যে প্রীতির সহিত একটু ভক্তি মিশান আছে। এমন হইতে পারে যে পতি পত্নীতে অতিশয় প্রেম আছে, অথচ কলহ একেবারে নাই। সেখানে এক জন এক জনকে অতিশয় ভক্তি অর্থাৎ মনে মনে একটু আপন অপেক্ষা বড় ভাবেন। শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ অসম্ভব। কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে, তাই শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ সম্ভব হয়। প্রেমে অন্ধ করে, করিয়া ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এই প্রেম-কলহে প্রীতির বর্দ্ধন হয়, তাহা সকলে জানেন।

নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন, অন্য ভক্তগণ পারিতেছেন না। প্রভু মধ্যে মধ্যে বিপরীত পথে যাইতেছেন, আর মূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্চল হইয়া পতিত হইতেছেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার লাগ পাইতেছেন, নতুবা তাহাও পাইতেন না। আমার অভিন্ন কলেবর বলরাম দাস,

দুরন্ত মাঠে প্রভুদ্বয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছেন। তাহা এই—

নবীন যৌবন, গলিত কাঞ্চন,
কটি বেড়া রাঙ্গা বাস।
সন্ন্যাস করিয়া, করঙ্গ বান্ধিয়া,
ধায় গোরা উর্দ্ধশ্বাস॥
কটির দড়িতে, করঙ্গ ঝুলিছে,
হাতে দণ্ড করি ধায়।
কে জানে তার মন, ভাবেতে বিভোর,
কোথা যায় গোরা রায়॥
লক্ষ লক্ষ লোক, সকলি উন্মত্ত,
ধুলায় পড়িয়া কান্দে।
শুদ্ধ নিতাইর, চক্ষে নাহি পাণি,
দৃষ্টি বাঁধা গোরা চাঁদে॥
গোরা ধেয়ে গেল, চকিতের মত,
নিতাই দেখিল চক্ষে।
গৌরাঙ্গ দৌড়িল, নিতাই ধাইল,
সদা চোখে গোরা রাখে॥
নিত্যানন্দ সনে, আর তিন জনে,
পাগলের মত ধায়।
নয়ন মুদিয়া, নিমাই দৌড়িছে,
দিক্ বিদিগ্ জ্ঞান নাই॥
নিতাই কাতর, দৌড়িবারে নারে,
কিন্তু বিশ্রামিতে নারে।
মাত্র এক বার, আড়াল হইলে,
ধরিতে নারিব তারে॥
নিমাই চলিছে, বিদ্যুতের মত,
নিতাই চলিতে নারি।

প্রভু প্রভু বলি, ডাকে উচ্চৈস্বরে,
দাঁড়া ভাই কৃপা করি ॥
আছাড়ে আছাড়ে, হাড় ভাঙ্গি গেল,
আমি তোর বড় ভাই।
তুহার সন্ন্যাসে, ভুবন আঁধার,
চোখে না দেখিতে পাই ॥
তুমি ফেলে গেলে, আমিতো তা নারি,
আর মোর নাহি কেহ।
কৌপীন পরেছ, ভালই করেছ,
আমা সঙ্গে করি লহ ॥
বিভোর নিমাই, আপনাতে নাই,
কোথা কি উত্তর দিবে।
নাহি কিছু জ্ঞান, উত্তান নয়ন,
নিমাই ভুলেছে সবে ॥
নিতাই ভাবিছে, ভাই বলি মিছে,
ভাই বলি না পাইব।
পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন,
বলি এবে সে ডাকিব ॥
"কোথা দীন বন্ধু, অধম নিতাই,
বড় দুঃখে ডাকে তোরে।
দীনবন্ধু নাম, সফল করহ,
এ হেন কাঙ্গাল তরে ॥"
এ হেন সময়, ভাবেতে গৌরাঙ্গ,
মুরছিয়া পড়ে ধরা।
পড়িতে পড়িতে, ধরিল বাহুতে,
উত্তান নয়ন গোরা ॥
কোলে শোয়াইল, ফেণ বহে মুখে।
হতাশ নিতাই, জল নাহি চোখে ॥

জল বিন্দু নাই,   বাঁচাই নিমাই।
"এক বিন্দু জল,   এনে দেরে ভাই॥"
দুরন্ত সে মাঠ,   কোথা লোক জন।
নিতাই চাহিছে,   শুনে কোন জন?
ওষ্ঠাগত প্রাণ,   কথা নাহি সরে।
নিতাইর হিয়া,   যায় বিদরিয়া॥
বলে, "আয় আয়,   আয় জীবগণ।
তোদের কামনা,   হইল পূরণ॥
দীন দয়াময়,   গোলোক আশ্রয়।
সন্ন্যাস করিয়া,   শোয়ালি ধরায়॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্,   তু মানুষ জাতি।
নির্দয় নিষ্ঠুর,   চির বন্ধু ঘাতী॥
তোরা ত আনিলি,   নদিয়া হইতে।
তোরা সবে দিলি,   দণ্ড প্রভু হাতে॥"
উঠিল গৌরাঙ্গ,   চাহে ইতি উতি।
আবার ধাইল,   বৃন্দাবন প্রতি॥
যদি গৌরাঙ্গ,   সন্ন্যাসী না হইত।
তবে কি জীবে,   হরিনাম নিত?

প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল না। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের উদ্দেশ লইলেন না, উঠিয়াই আবার দৌড়িতে লাগিলেন। প্রভুর ক্লান্তি নাই। ভক্তগণ ক্লান্ত হইতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রভু এমনি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন যে শ্রীনিত্যানন্দও তাঁহাকে হারাইলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ বিষণ্ণ মনে দাঁড়াইলেন, কিন্তু প্রভু নাই!

সম্মুখের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন উদ্দেশ বলিতে পারিল না। ভক্তগণ সে স্থান ছাড়িয়াও যাইতে পারেন না, প্রভু যদি তাহার নিকট কোথাও থাকেন? শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণকে আশ্বাস দিতেছেন, বলিতেছেন, "ইহা কি হইতে পারে? প্রভু আমাদিগকে

ফেলে যাইবেন ইহা কিরূপে হইবে?" সকলে বসিয়া, অবশ্য কাহারও আহার নিদ্রা নাই। রাত্রি শেষ হইতেছে, সমস্ত জগত নীরব, এমন সময় তাঁহারা কাতরধ্বনি শুনিতে পাইলেন। উহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতিতে তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইলেন, আর শুনিলেন কি না, যেন কেহ করুণস্বরে রোদন করিতেছে। তখনি বুঝিলেন যে আর কেহ নয় প্রভুই রোদন করিতেছেন। কারণ ওরূপ করুণ স্বরে রোদন করে ত্রিজগতে কাহার সাধ্য? যেমন স্ত্রীলোক বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে সেইরূপ অতি করুণ স্বরে, যে স্বরে সমস্ত ত্রিভুবন কারুণ্যরসে পরিপ্লুত করে, প্রভু অনেক দূরে কান্দিতেছেন। ভক্তগণ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া মাঠের মধ্যে গমন করিলেন, দেখিলেন একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতল হইতে ধ্বনি আসিতেছে। তাঁহারা আরও দৌড়িলেন, নিকটে গমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের জীবনের জীবন প্রভু, শূন্য গায়ে এক খানা কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া, বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া, আত্মহারা হইয়া, চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন।

রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমাকে কি দর্শন দিবা না? আমি যে আর সহিতে পারি না? আমি কোথা যাবো? আমি কোথা তোমারে পাবো? কৃপাময়! আমাকে কি তুমি একটি বার দেখা দিবা না? তুমি ত আমার মন জানো? আমার মন যে আমার কথা শুনে না? আমার মন যে তোমার প্রতি ধায়? আমি ত কত করিয়াও নিবারণ করিতে পারিলাম না?"

ভক্তগণ প্রভুর দশা দেখিয়া, রোদন শুনিয়া, ও কি বলিয়া রোদন করিতেছেন শুনিয়া, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিতেছেন, প্রভু করেন কি? এরূপ করিতে থাকিলে জীব উদ্ধার কি হইবে, সমস্ত জগত যে গলিয়া যাইবে?*

একটু পরে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া আবার পশ্চিম মুখে চলিলেন। ভক্তগণ যে তাঁহার নিকট আছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

---

*এই স্থানটীকে "বিশ্রাম তলা" বলিয়া বোধ হয়। লোচনের বাসস্থানের অর্থাৎ কো গ্রামের নিকট বিশ্রাম তলা বলিয়া যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহার তলে প্রভু বসিয়াছিলেন। এই প্রাচীন বৃক্ষের তল পবিত্র স্থান বলিয়া ভক্তগণ অদ্যাপি সেখানে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেখানে একটী গৌর মন্দিরও হইয়াছে।

কারণ বাহ্য জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্পমাত্র ছিল। ক্রমে যেটুকু ছিল, তাহাও গেল। পূর্ব্বে কখন নয়ন মেলিয়া, কখন মুদিয়া গমন করিতে-ছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান একেবারে গেল, তখন স্থির-নয়ন হইল, তারা উর্দ্ধে উঠিল, আর উহা অল্পমাত্র দেখা যাইতে লাগিল। প্রভু তখন বাহিরের আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা তাঁহার পদগতিতে বুঝা যাইতে-ছিল। চক্ষু মুদিয়া যদি কেহ হাঁটিতে থাকে, কি নিদ্রিতাবস্থায় যদি কেহ পদবিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার যেরূপ পদে পদে পদস্খলন হয়, প্রভুর তাহাই হইতে লাগিল। প্রভুর পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস, অঙ্গে বস্ত্র নাই, তবে অঙ্গে কি, না ধূলা-মাখা। ধূলা কোথা হইতে আইল? পদ-স্খলন হওয়ায় কখন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছেন, কখন বা একেবারে জ্ঞান-হারা হইয়াও ধূলায় পড়িতেছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি বাহু পসা-রিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। কখন করিতেছেন, কখন পারিতেছেন না। প্রভুর স্থির চক্ষু উর্দ্ধে স্থাপিত, কটিতে করঙ্গ ঝুলিতেছে, আর উহা শ্রীঅঙ্গে বার বার আঘাত করিতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। প্রভুর মূর্চ্ছিত অবস্থায় উহা খুলিয়া লইতেও সাহস হইতেছে না। *

প্রভু চক্ষে দেখিতেছেন না, কর্ণে শুনিতেছেন না, এই যে তাঁহার শরীরে ব্যাথা বোধ নাই, এই যে ক্ষুধা কি তৃষ্ণা বোধ নাই, নিদ্রা কি ক্লান্তি বোধ নাই, কিন্তু তত্রাচ ভিতরটি সম্পূর্ণরূপে সজীব রহিয়াছে! তাহা তাঁহার অপরূপ প্রলাপ দ্বারা জানা যাইতেছে।

---

*অগ্রে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার॥
সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি হীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উক্তি নাহিক উত্তর॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞেয়ান।
পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন॥
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন উর্দ্ধ স্থানে।
কখন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে।
কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে॥

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

যাঁহারা যোগী, তাঁহারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা, ক্রমে ঈশ্বরেতে মন নিযুক্ত করেন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাও এই যোগাভ্যাস অর্থাৎ মন সংযম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যোগীগণের উপায় অবলম্বন করেন না। জীবাত্মা দেহকে সজীব করেন, আর পরমাত্মা জীবাত্মাকে সজীব করেন। জীবাত্মার দেহের সঙ্গে প্রীতি, পরমাত্মার প্রীতি জীবাত্মার সঙ্গে। এই জীবাত্মাকে লইয়া দেহ ও পরমাত্মা টানাটানি করেন। জীবাত্মা স্ত্রীলোক, দেহ তাহার উপ-পতি, পরমাত্মা পতি। জীবাত্মাকে দেহের সহিত অল্পে অল্পে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন করা-কেই "যোগ" বলে।

জ্ঞানী লোকের এই পরমাত্মা তেজোময় আকাশ; ভক্তের এই পরমাত্মা, পরম-সুন্দর নবীন-পুরুষ। জ্ঞানী লোকে মারিয়া ধরিয়া, ধমকাইয়া ও জোর করিয়া কুলটারূপ জীবাত্মাকে দেহরূপ উপ-পতি হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাহার (জীবাত্মার) পতির (পরমাত্মার) সহিত মিলাইতে চাহেন।

জীবাত্মারূপ কুলটা, দেহরূপ উপ-পতির সঙ্গ-সুখে এত মোহিত হইয়া থাকেন যে, সেই দেহরূপ উপ-পতি যে অল্প দিনের বই নয়, ও পরি-ণামে দুঃখের কারণ হয়, তাহা ভুলিয়া যান। এই নিমিত্ত জ্ঞানীলোকে জীবাত্মাকে শাসন করেন। কিন্তু ভক্তগণ শাসন না করিয়া জীবাত্মায় ও দেহে অন্য উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকেন। তাঁহারা জীবাত্মাকে, পরমাত্মার রূপে গুণে মোহিত করিয়া, দেহের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, শ্রীভগবানের সহিত মিলন করাইয়া দেন। তাঁহারা জীবাত্মা কুলটাকে স্বামীর রূপ গুণ দেখাইয়া বশীভূত করেন।

আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব। জ্ঞানীজনে, জীবাত্মা কুলটাকে, দেহরূপ উপ-পতি হইতে কোন সুখভোগ করিতে না দিয়া, পরমাত্মারূপ পতির সহিত "যোগ" ঘটান। ভক্তগণ, সেই কুলটাকে, পরমাত্মা রূপ যে তাঁহার পতি, তিনি দেহরূপ উপ-পতি হইতে, অধিক সুখকর দেখাইয়া, তাঁ-হাকে পতির সহিত মিলন করান। জ্ঞানী সেই নিমিত্ত দেহরূপ উপ-পতিকে উপবাস প্রভৃতি বহুপ্রকারে দুঃখ দিয়া উহাকে জীবাত্মা কুলটার নিকট সুখকর

না করিয়া দুঃখকর করেন। ভক্তগণ ফুলটাকে খর্ব্ব করান, যে পরমাত্মারূপ পতি হইতে যে বিমলানন্দ উৎপত্তি হয়, তাহা দেহ সম্ভোগের সুখ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানীগণ সেই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণ ধ্বংশ করেন, যে জীবাত্মা আর দেহ হইতে কোন সুখ না পায়। ভক্তগণ ইন্দ্রিয়কে সজীব রাখেন, রাখিয়া উহা দ্বারা পরমাত্মাকে আস্বাদ করাইয়া, জীবাত্মার উহাতে লোভ জন্মাইয়া দেন। জ্ঞানীজনে, ইন্দ্রিয়গণের কুপ্রবৃত্তি না হয়, সেই নিমিত্ত তাহাদিগকে একেবারে নষ্ট করেন। ভক্তজনে ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংশ না করিয়া, সৎপথে লইয়া যান, ও উহাদের দ্বারা অতি পবিত্র আনন্দ উপভোগ করেন।

জ্ঞানীলোকে তেজ অর্থাৎ শক্তির উপাসনা করেন, তাহাতে যে শক্তি পান, তাহা দ্বারা তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে পারেন। ভক্তগণ পরম-সুন্দর নবীন-পুরুষকে ভজনা করিয়া চিরদিনের একটি, "তুমি আমার, আমি তোমার," সঙ্গীলাভ করেন। সেই সঙ্গী কিরূপ, না পঞ্চ-ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর; তাঁহার রূপে নয়ন শীতল, অঙ্গ-গন্ধে নাসিকা উন্মত্ত করে। আর তিনি কিরূপ, না সরল, স্নিগ্ধ, সুবোধ, রসিক ও নিস্বার্থ প্রেমের প্রস্রবণ। এখন গীতার শ্লোক স্মরণ করুন, যথা, আমাকে যে যেরূপে ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি, অর্থাৎ শ্রীভগবানকে যেরূপে ভজনা কর, তিনি সেইরূপে উদয় হন। যিনি জ্ঞানী তিনি তেজরূপ ভগবান, যিনি ভক্ত তিনি নবীন-নাগররূপ ভগবান পান।

যোগীগণ শক্তিসম্পন্ন হয়েন বটে, তাহার কারণ তাঁহারা শক্তি প্রার্থনা করেন, আর* ভক্তগণ শক্তি প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যকে অতি হেয় মনে করেন। কেন? যেহেতু ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, বরং দুঃখ আছে ও বিপদ আছে। এই খর্জ্জুর এ দেশেও আছে, অন্য দেশেও আছে। এখানে খর্জ্জুর হইতে রসের সৃষ্টি হয়, অন্যদেশে লোকে রস না লইয়া, ইহার ফল লইয়া থাকেন। যাঁহারা যোগী, তাহারা দেহরূপ বৃক্ষ হইতে ফল লয়েন, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা রস লয়েন।

ভৃঙ্গ গুণ গুণ করিয়া অতি চঞ্চলের ন্যায় এদিকে ওদিকে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু যখন মধুপান করিতে ফুলের উপর উপবেশন করে, তখন নিশ্চল ও

নীরব হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণের চিত্ত-ভৃঙ্গ যখন শ্রীপাদপদ্ম-মধু-পান করিতে উপবেশন করেন, তখন তাঁহার বাহ্য জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখনি তাঁহার যোগ সিদ্ধ হয়। অতএব ভক্তগণও পরম যোগী, অথচ তাঁহাদের যোগাভ্যাস করিতে বনে গমন, কি নানাবিধ কঠোর সাধনের প্রয়োজন করে না।

শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া, তাঁহার জীবগণকে দেখাইতে ছিলেন, যে ভক্তগণও পরম যোগী। শ্রীগৌরাঙ্গ এই যে গমন করিতেছেন, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্কমাত্র নাই, এমন কি ভক্তগণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও তাঁহার সেই অদ্ভুত নিদ্রা-ভঙ্গ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণ রসে টল মল করিতেছে। আশ্চর্য্য এই, তখন তাঁহার রাধাভাব একেবারে গিয়াছে, যাইয়া দাস্যভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তাঁহার শ্রীমুখের অর্দ্ধস্ফুটিত গোটা কয়েক বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীভাগবতে লেখা আছে যে, অবন্তিনগরে একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইয়া পরিশেষে একটি সাধু সংকল্প করিয়াছিল। সে ভাবিল যে ভব-সাগর তরিবার একমাত্র উপায় মুকুন্দকে ভজন করা। ইহাই ভাবিয়া সে সংকল্প করিল যে শ্রীমুকুন্দ চরণ ভজন করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভিক্ষুকের বচনটী এই ঃ—

> এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
> অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

প্রভু যাইতে যাইতে হঠাৎ এই শ্লোকটি আপনি আপনি উচ্চারণ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা শুনিলেন। এই শ্লোকট উচ্চারণ করিয়া আবার আপনি আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "সাধু! সাধু! হে ব্রাহ্মণ, তুমিই সাধু! তোমার সংকল্প অতি উত্তম। আমিও তোমার অনুবর্ত্তী হইব। আমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিব, করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমুকুন্দের সেবা করিব।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নিমাই দেহ-ধর্ম্ম সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়ের তরঙ্গে তাঁহার দেহ-ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন দেখিতেছি

যে, সেই প্রবল তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের, অন্যান্য "ভাব," ও সমুদায় "স্মরণ" ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমুদায় ভুলিয়াছেন, নবদ্বীপ ভুলিয়াছেন, কি ছিলেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার কে কে আছেন, তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত যে সহস্র সহস্র লোকে বিষাদ সাগরে ডুবিয়া আছেন তাহার কথা মাত্রও তাঁহার মনে নাই। তিনি যে জগতের সমুদায় সুখ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন তাহা তাঁহার মনে নাই। তাহার পরে তিনি যে রাধা ভাবে কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইতেছিলেন তাহাও ভুলিয়াছেন। তাঁহার মনে ঐ একটি ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন, যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিয়া ভব সাগর পার হইবেন। মনের ভাব এত প্রবল হইয়াছে যে উহা হৃদয়ে স্থান না পাইয়া কথা দ্বারা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

ইহার পূর্ব্ব দিন সমুদায় ত্যাগ করিয়া, নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় আছাড় খাইতে খাইতে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন!

ঊনবিংশ অধ্যায়।

গেল গৌর না গেল বলিয়া। ধ্রু
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥
হায়রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায়রে দারুণ বিধি কি কায সাধিলি।
কোলের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়ে দিলি॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ অনলে পুড়ে হব ছার খার॥
বাসুঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরা চাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥

এ দিকে নবদ্বীপের অবস্থা বাসু ঘোষের উপরের পদে কিছু জানা যাইবে। পদটী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় যে যে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও নবদ্বীপবাসী কেহ শুনেন নাই। কাটোয়ায় যে কাণ্ড হইতেছে তাহা যিনি দর্শন করিলেন তিনি সেখানে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। সেই কারণেই হউক, বা বড় দুঃখের কথা বলিয়া কেহ ইহা প্রকাশ করিতে নবদ্বীপে দৌড়িলেন না বলিয়াই হউক, কি প্রভুর বাড়ীর নিজজনে, কি ভক্তগণে, কেহ এ কথার কিছু শুনিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহারা পথ চেয়ে রহিলেন।

ক্রমে সমস্ত দিবা গেল নবদ্বীপে নিত্যানন্দ কি কেহ ফিরিলেন না। কেহ কেহ আর রহিতে না পারিয়া তাঁহারাও তল্লাসে ছুটিলেন, আর কাটোয়াভিমুখে চলিলেন। কেহ বা চলিতে অপারগ হইয়া পড়িয়া রহিলেন, আর কেহ বা প্রভুর বাড়ী আগলাইয়া রহিলেন।

রজনী হইল, কোন সংবাদ আইল না। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে জল পর্য্যন্ত দিলেন না। প্রভুর ভক্ত মাত্রে উপবাস করিলেন।

শচী মৃত্তিকায় পড়িয়া, আর উঠেন নাই, উঠিবার শক্তিও নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা; পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া শুইয়া আছেন। ভক্তগণেরও ঐ দশা, তাঁহারা শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলিয়া কোথায় যাইতে পারিতেছেন না। মাঝে মাঝে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভূতা হইতেছেন, একটু তন্দ্রা আসিতেছে, আবার চমকিয়া উঠিতেছেন। শচী বলিতেছেন, "ও নিমাই! নিমাই! তুই বাড়ী ফিরে আয়, আর তোর সংকীর্ত্তনে মানা করিব না।"

নিমাইয়ের অপরাধ শচী আপনার ঘাড়ে আনিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের সমুদায় অপরাধ, তল্লাস করিয়া শচী আপনার অপরাধ কিছুমাত্র পাইতেছেন না। তবে ঐ এক অপরাধ, যে তিনি সংকীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তাই ঐ কথা বারম্বার বলিয়া আপনার নিমাই যে নির্দ্দোষী তাহাই সাব্যস্ত করিতেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় গৌরব যে তাঁহার পতি "মদন মোহন"। সে কথা পরে বলিতেছি। তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আর মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "যা ছিল কপালে"। *

যখন নবদ্বীপে বড় আনন্দ, যখন নিমাই আপনি রাধা ভাবে প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে ব্রজলীলা আস্বাদন করাইতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই লীলা রসে অভিভূত হইয়া সেই সমুদায় রসাস্বাদন করিতেন। তাহার সাক্ষী শ্রীবৃন্দাবন দাস। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, পতির আগমন প্রতীক্ষায় বেশ ভূষা ও নানাবিধ সজ্জা, অর্থাৎ বাসক সজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস আঙ্গিনায় ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে নিশি শেষ হইতেছে, আর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ আসিতেছেন

* সবে একে বোল, বলে "যা ছিল কপালে।"—চৈতন্যমঙ্গল।

না বলিয়া অধীর হইতেছেন। নিশি অবসানে নিমাই আইলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া রাধা ভাবে নিমাইয়ের প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন—যথা পদঃ—

অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
(তোমার) বদন-সরসী রুহ, মলিন যে হইয়াছে,
সারা নিশি করি জাগরণে॥
(যাও গৌর) তুয়া সনে কিসের পিরীতি। ধ্রু
এমন সোণার দেহ, পরশ করিল কেহ,
না জানি সে কেমন রসবতী॥
নদিয়া নাগরী সনে, রসিকা হয়েছে ওহে,
অবহু কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে যেয়ে, মার্জ্জন করগে হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥
গৌরাঙ্গ করুণ ভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি,
কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিয় সাগরে ভাসি,
গুণ গায়ে বৃন্দাবন দাস॥

চৈতন্য মঙ্গল গীতে শুনিতে পাই যে এক দিবস শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন ঘরে আসিয়া দেখেন যে তাঁহার বল্লভ ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহাতে তিনি হাহাকার করিয়া পার্শ্বে বসিয়া আপন জীবিতেশ্বরকে ইহাই বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথা পদঃ—

হরি বলে হরি বলে, প্রাণনাথ আমার গো,
কেনে দেওগো, ধুলায় গড়াগড়ি, একবার উঠ গো নাথ।
সোণার অঙ্গে ধুলা লেগেছে। ইত্যাদি।

এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ী থাকিতেন, কি যদি তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন, আসিয়া দেখিতেন বিষ্ণুপ্রিয়া ধুলায় তাঁহার নাম লইয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছেন, তবে তিনিও বলিতে পারিতেন :—

গৌর বলে গৌর বলে, প্রাণ প্রিয়া আমার গো—ইত্যাদি।

শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে অতি কাতর স্বরে বলিতেছেন, "হে বিশ্বম্ভর! হে গুণনিধে! হে দীনবন্ধো! তুমি আমার কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে? আমি ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।"

সকলেই মনে ভাবেন যে, তাঁহাতে ও প্রভুতে যত প্রীতি এরূপ আর কাহার সঙ্গে নাই। সকলেই ভাবেন যে, প্রভু যাহা করেন তাহা প্রায়ই তাঁহারি জন্য। সকলেই ভাবিতেছেন, প্রভু তাঁহাকেই ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর প্রভু তাঁহারই অপরাধের নিমিত্ত তাঁহাকে ও অন্যান্যকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যিনি সকল চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই,—শ্রীকৃষ্ণ!

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি এই জন্য আমাকে বাঁচাইয়াছিলে যে, এই অপরাধীকে ভাল করিয়া দণ্ড দিবে?"

হরিদাস বলিতেছেন, "মনে বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুকে আমি তিলে হারাই। আর ক্ষণমাত্র তিনি অদর্শন হইলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। প্রভুকে বহুক্ষণ দর্শন করি নাই, কই তবু ত হৃদয় ফাটিতেছে না? তাই বুঝিলাম প্রাণ বড় কঠিন! তাহাই বুঝিলাম, প্রভুর উপর যে আমার প্রীতি, উহা বাহ্য, আর সেই নিমিত্ত আমি প্রভুকে হারাইলাম। আমার কপট-প্রেমে তাঁহাকে কিরূপে বাধ্য করিব?"

কিন্তু নিমাইচন্দ্রের শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাস প্রভৃতি কাহারও কথা মনে নাই। তাঁহার যে কেহ ছিলেন, কি আছেন; তাঁহারা যে শোকে পুড়িতেছেন, তাঁহার নিমিত্ত তাঁহারা যে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, তাহাতে নিমাই-চন্দ্রের কি? তিনি মহানন্দে মুকুন্দ-ভজন করিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছেন, আর সমুদায় ভুলিয়াছেন!

মুরারি বড় গম্ভীর। আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া কাহাকেও বা সান্ত্বনা করিতেছেন। ইহাও বলিতেছেন, "তোমরা এরূপ অদূরদর্শী কেন? তোমরা

হে বিশ্বম্ভরদেব! হে গুণনিধে হে প্রেমধারাং নিধে
হে দীনোদ্ধরণাবতার ভগবন্ হে ভক্তচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দিশো দৃশোঽন্ধ তমসা কৃত্যাখিল প্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ॥ চ.চন্দ্রোদয় নাটক।

এরূপ চঞ্চল হইলে প্রভুর জননী ও ঘরণীকে কি বলিয়া বুঝাইবে?" কিন্তু তিনি অধিকক্ষণ বুঝাইতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার যে শান্তভাব ও গাম্ভির্য্য সে সমুদায় বাহ্য। তিনি কথা কহিতে কহিতে "হা নাথ!" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে কি? তিনি বৃন্দাবনে মুকুন্দ-ভজন করিতে চলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত নিরাশা সাগরে হাবু ডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের জন্য কিছু দুঃখ—সে ত অনেক কথা, তাঁহাদের কথা পর্য্যন্ত মনে নাই। এখন চৈতন্যমঙ্গল গীতের একটি কাহিনী বলি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অন্তঃপুরে ধুলায় পড়িয়া একপার্শ্বে শুইয়া আছেন, এমন সময় উঠিয়া বসিয়া অতি প্রবল বিরহ-তরঙ্গে অভিভূত হইয়া, করযোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে ইহাই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, "হে নাথ! দর্শন দাও। হে হরি! কৃপা কর। এই বেলা দর্শন দাও যেহেতু আমার প্রাণ বুঝি যায়। হে মদনমোহন! তুমি একটি বার দর্শন দাও, আমি জন্মের মত তোমাকে দেখিয়া মরি।" *

শ্রীনিমাই চলিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, এই বাসনায় সর্ব্বেন্দ্রিয় এরূপ অধিকৃত হইয়াছে যে, তিনি যে ব্রজধামে চলিয়াছেন, ইহা ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে, অনিদ্রায় ইত্যাদি কিছুতেই তাঁহাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিতেছে না। কিন্তু যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শ্রীনিতাই দেখিলেন প্রভু পড়িয়া যাইতেছেন। তখনই বাহু পসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভুও নিতাইর অঙ্গে এলাইয়া পড়িয়া, অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। আর যাইতে পারেন না, শ্রীপদ আবদ্ধ হইল; আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া যে মাত্র "হে মদনমোহন হরি!

---

*হরি এই বেলা দাও দরশন। ধ্রু।
ভুবন মোহন গৌরাঙ্গ।
দাও দরশন, মদনমোহন,
বিদায় হই জনমের মতন॥ চৈতন্যমঙ্গল গীত।

দর্শন দাও," বলিয়া কাতর-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই ধ্বনি, প্রেম-রজ্জুর স্বরূপ হইয়া গৌরাঙ্গের দুটি পদ বন্ধন করিয়াছে।

সূর্য্য গ্রহগণকে, ও গ্রহগণ সূর্য্যকে, ও গ্রহগণ পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণ জীবন্ত হইলে তাহাকে প্রীতি বলে। সেইরূপে শ্রীভগবান জীবগণকে, জীবগণ ভগবানকে, ও জীবগণে পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তবে জড় পদার্থের আকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যেহেতু ইহা নির্জীব শক্তি। জীবগণে যে আকর্ষণ করেন সে জীবন্ত শক্তি, উহা পরিবর্দ্ধনশীল, ও উহা তাঁহাদের করায়ত্তে আছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এইরূপ আকর্ষণে যে প্রভু আবদ্ধ হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? বাসুদেব নামা একজন কুষ্ঠ-রোগগ্রস্থ এইরূপে প্রভুকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীভগবান সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন, ও সকলের উপর কর্ত্তা। ইহাও জানেন যে, তিনি স্বেচ্ছাময়। কিন্তু তিনিও আপনার একটি কর্ত্তা করিয়াছেন, সেটি—প্রীতি। অতএব জীবগণ যেমন তাঁহার অধীন, কর্ত্তব্যে তিনিও জীবগণের অধীন। শ্রীভগবান বড় জিদ করিয়া, সমুদায় উপেক্ষা করিয়া, "মত্ত সিংহের" ন্যায় যাইতেছিলেন। নিতাই যে পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন, তাহা ত কর্ণেও যাইতেছে না! কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রীতির অতি সূক্ষ্ম-রজ্জুতে বান্ধা গেলেন, আর নিতাইর অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন।

প্রভু সেই রজ্জু ছিঁড়িবার নিমিত্ত লম্ফা লম্ফি করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে ছিঁড়িলেন,—যেহেতু তিনি অসীম শক্তিধর,—নয়নজল মুছিলেন, আবার গতি পাইলেন, আবার পশ্চিম মুখে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রভু এবার আরো দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া চলিলেন। কিন্তু শচী "নিমাই!" বলিয়া কান্দিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া "মদনমোহন!" বলিয়া ডাকিতেছেন,

---

প্রেম-ফাঁসে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ।
চলিতে না পারে প্রভু গতি হইল ভঙ্গ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিল।
অঝোর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিল॥ চৈতন্যমঙ্গল।

ভক্তগণ প্রভু বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। এই সমস্ত আকর্ষণ ও রোদন সূক্ষ্ম রজ্জু রূপে সৃষ্টি হইয়া প্রেম-ফাঁস রূপে পরিণত হইতেছে। এই সমস্ত প্রেম-ফাঁদ প্রভুকে চারিদিকে ঘিরিতেছে। তিনি অসীম শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া এ সমুদায় রজ্জু ছিঁড়িতেছেন, কিন্তু ইহা খণ্ড খণ্ড করিতে সময় লাগিতেছে; পরিশ্রমও হইতেছে। ইহাতে হইতেছে কি, যে শচীর "বাছা" আর বড় অগ্রগামী হইতে পারিতেছেন না,—কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন!

এইরূপে নিমাই তিন দিবস রাত্রে ঘুরিতেছেন। ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন, বৃন্দাবনের নিকট এক পাও যাইতে পারিতেছেন না! একবার সঙ্কল্প করিয়া নিজ শক্তিতে দুই ক্রোশ পশ্চিম-উত্তর গমন করিলেন। এদিকে নবদ্বীপবাসীগণ পশ্চাতে টানিতে লাগিলেন। তাঁহারা টানিয়া টানিয়া আবার তাঁহাকে দুই ক্রোশ পশ্চাতে হটাইলেন। প্রভু প্রথম দিন যেখানে, তিন দিনের দিনেও প্রায় সেখানে। অথচ, তিন দিবস রজনী কেবল হাটিয়াছেন। আর প্রথম দিবস কেবল দৌড়াইয়াছেন। প্রভু অনবরত চলিয়াছেন, পিপাসা শান্তি নিমিত্ত একবার বিশ্রাম করেন নাই। অথচ তিন দিনের দিন বাড়ীর নিকট আছেন!

এইরূপে তিন দিবস রজনী গেল। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণও করেন নাই। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণের উহা স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিরূপে তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রভু যখন ঘোর অচেতন দশা প্রাপ্ত হইলেন, তখন ভক্তগণ ভাবিলেন যে, তাঁহাকে কোনগতিকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী লইয়া যাইবেন। প্রভুকে শান্তিপুরে লইতে পারিলেও তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে লওয়া হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসীর নিজ গ্রামে যাইতে নিয়ম বিরুদ্ধ। প্রভুকে কিরূপে শান্তিপুরে লইবেন দিবানিশি তাহারই উপায় করিতেছেন। নানা উপায়ে কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রভু কাটোয়া হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া বহুদূর গিয়াছিলেন, এখন সেই প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে দুই চারি ক্রোশ দূরে। ভক্তগণ নানা উপায়ে প্রভুকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন!

তখন প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে চারি পাঁচ ক্রোশের মধ্যে আসিয়াছেন। নিমাই নয়ন অর্দ্ধ মুদিত করিয়া চলিয়াছেন, নিতাইয়ের হৃদয়ে ক্রমেই আশা-লতা বাড়িতেছে, প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন এ ভরসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে। সেখানে মাঠে রাখালগণ গরু চরাইতেছে, প্রভু অন্ধের ন্যায় গমন করিতেছেন, এমন সময় রাখালগণ প্রভু, নিত্যানন্দ, প্রভৃতি পঞ্চ বিগ্রহের প্রতি চাহিল। তাহাদের নয়ন-ভৃঙ্গ কাযেই পরিনামে প্রভুর মুখ-পদ্মে আকৃষ্ট হইল। প্রভুর বদন দেখিয়াই তাঁহাদের হৃদয় বিলোড়িত হইল। ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে অপরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাহাদের নিকট বোধ হইল যেন জগতে কেবল শীতল বায়ু বহিতেছে, জগতে কেহ দুঃখী নাই, তাহাদেরও দুঃখ নাই। জগতে আছে কেবল আনন্দ, এবং সেই আনন্দের প্রস্রবণ শ্রীহরি, আর সেই শ্রীহরি কপট সন্ন্যাসী বেশ ধরিয়া তাহাদের সম্মুখে দিয়া গমন করিতেছেন।

তখন রাখালগণের জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উদয় হইল, তাহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শেষে আনন্দে অচেতন হইয়া "হরিবোল" "হরি-বোল" বলিয়া সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রভুর এই একটি অচিন্তনীয় শক্তি ছিল। এমন কি, তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াও কখন কখন জীবের "হরি বলি, বাহু তুলি" নাচিতে হইত। রাখালগণ এই আনন্দজনক হরিধ্বনি করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অচিন্তনীয় শক্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, এরা না রাখাল? এরা হরি বলে কেন? এরা নাচেই বা কেন? প্রভু ত ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই? ইহারা ত কখন সাধন ভজন করে নাই? ভক্তগণ প্রভুকে শ্লাঘা করিয়া ভাবিতেছেন, "সাবাস! বুঝিলাম এ অবতারে তুমি রাখাল পর্য্যন্ত প্রেমে উন্মত্ত করিবা।" কিন্তু তাঁহাদের অধিক ক্ষণ প্রভুকে প্রশংসারূপ আনন্দভোগ করা হইল না। যেহেতু প্রভু হঠাৎ দাঁড়াইলেন!

প্রভু দাঁড়াইলে তাঁহারাও দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, প্রভু দাঁড়াইয়া নয়ন উন্মীলিত করিলেন, করিয়া মস্তক অবনত করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন। ভক্ত-

গণ বুঝিলেন প্রভু, হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায়, দাঁড়াইয়াছেন। এখন সেই মধুর-ধ্বনি শুনিতেছেন।

এইরূপে, প্রভু নয়ন মেলিয়া কাণ পাতিয়া কোন দিক হইতে হরিধ্বনি আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া, রাখালগণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন রাখালগণ আনন্দে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে।

প্রভু তখন সেই দিকে চলিলেন। সে সময় নয়ন মেলিয়া যাইতেছেন, আর পদস্খলন হইতেছে না। তবু ভক্তগণ যে নিকটে তাহা জানিতে পারিলেন না।

রাখালগণ প্রভুকে আগমন করিতে দেখিয়া তটস্থ হইয়া, ভক্তিতে গদ গদ হইয়া, তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিল। প্রভু কথা কহিলেন,—এই প্রথম বলিতেছেন, "বাপ্‌গণ! উঠ, উঠিয়া আমাকে হরিনাম শুনাও। বাপ! আমি বহুদিন হরিনাম শুনি নাই। আমার কর্ণ বহুদিন উপবাসী আছে, তাই আমি মরিয়া আছি, তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া প্রাণদান কর।"

আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র যে তিন দিবস পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন, আর এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তিন দিবস পূর্ব্বে যে তাঁহার যত প্রিয় স্থান ও প্রিয়জন সমুদায় জনমের মত ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তাঁহার বৃদ্ধা জননী যে তাঁহার নিমিত্ত বিষাদ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহার ত্রিজগতের মধ্যে ভাগ্যবতী নবীনা ভার্য্যা যে এখন ত্রিলোকের মধ্যে কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। প্রভু যে তিন দিবস অনাহারে ও অনিদ্রায় আছেন, তাঁহার যে চলিয়া চলিয়া অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাঁহার পদ্ম-ফুলের ন্যায় কোমল পদে যে চলিয়া চলিয়া ব্রণ হইয়াছে, তাহা তাঁহার বোধ নাই। বহুদিন হরিনাম শুনেন নাই এই দুঃখে তিনি অন্য সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন রাখালের মুখে হরিনাম শুনিয়া সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে তাহাদের নিকটে দৌড়িতেছেন।

তিনি ঘোর অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এ অচেতন অবস্থা কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই। অনিদ্রায়, অনাহারে, পথের ক্লেশে, রৌদ্রে, শীতে, কি

পিপাসায় তাঁহার চেতন হয় নাই। নিত্যানন্দ তাঁহার পশ্চাতে চীৎকার করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শতবার ডাকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চেতন হয় নাই। হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র অমনি স্থির হইলেন, চেতন পাইলেন, ও নয়ন মেলিলেন। জীবগণ ক্ষুধায় মরে, তৃষ্ণায় মরে, অনিদ্রায় মরে, দেহের ক্লেশে মরে, বন্ধু বিরহে মরে। কিন্তু প্রভু ইহাতে মরেন নাই। প্রভু তিন দিন হরিনাম শুনেন নাই তাহাতেই মরিয়া ছিলেন। জীবগণ অনাহারে থাকিয়া আহার করিয়া, কি অনিদ্রায় থাকিয়া নিদ্রা আরাম ভোগ করিয়া, বলিয়া থাকে যে, তাহারা মরিয়াছিল, এখন আহার করিয়া কি নিদ্রা গিয়া প্রাণ পাইল। প্রভু হরিনাম শুনিয়া বলিতেছেন, "আমি মরিয়া ছিলাম, হে রাখালগণ! তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া বাঁচাইলে!"

প্রভু রাখালগণকে নিকটে আনিয়া তাহাদের মস্তকে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "বাপ! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। শ্রীভগবান তোমাদিগের উপকার করুন। বাপ! তোমরা এ হরিনাম কোথায় শিখিলে ? বুঝিলাম তোমরা ব্রজের রাখাল হইবে। *

তখন রাখালগণ ক্ষণেক বাহু তুলিয়া হরি বলিয়া নৃত্য করিল। প্রভু যে বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এ ভাব মনের অভ্যন্তরে ছিল। এখন ভাবিতে-তেছেন যে ব্রজের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন তাঁহার সন্দেহ নাই, আর এই রাখালগণ সেই শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী থাকে বলিয়া হরিনাম বলিতে শিখিয়াছে। প্রভু বলিতেছেন, "বাপ! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। আর একটু উপকার কর। বল দেখি, বৃন্দাবন কোন পথে যাবো ?"

---

*ও ব্রজের রাখালগণ! এ নাম কোথায় পেলি,
কে শিখালে। ধ্রু
আমি বৃন্দাবনে যেতে ছিলাম।
নাম শুনে ধেয়ে এলাম॥
এই যে আমি মরে ছিলাম।
নাম শুনে প্রাণ পেলাম॥
আমার কর্ণ উপবাসী ছিল।
হরিনামে আবার প্রাণ এলো॥ প্রাচীন পদ।

অতি দুঃখে হাঁসি পায়। প্রভুর এ প্রশ্নে একটু হাঁসি পাওয়ার কথা। বৃন্দাবন পশ্চিম-উত্তরে। প্রভু নয়ন মুদিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণে আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাপ! বৃন্দাবনে কোন পথে যাব?"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর পাছে দাঁড়াইয়া, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহারা যে কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাও প্রভু জানেন না। যে মাত্র প্রভু রাখালগণের কাছে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনি শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিলেন যে তাঁহার বড় সুযোগ উপস্থিত। তিনি পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া শান্তিপুরের পথ দেখাইতে বলিলেন। রাখালগণ সঙ্কেত বুঝিল। বুঝিয়া প্রভুকে শান্তিপুরে যাইবার যে পথ সেই পথ দেখাইয়া দিল!

প্রভু তখন সেই পথ ধরিলেন। রাখালগণ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাদিগ[illegible] নিবারণ করিলেন।

সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি দ্রুত গতিতে শান্তিপুরে যাও, সেখানে যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে বলিবে যে তিনি যেন [illegible]খানি নৌকা লইয়া এই পারে অপেক্ষা করেন। আমি কোন ক্রমে প্রভুকে সেই ঘাটে লইয়া যাইব। যদি তিনি শান্তিপুরে না থাকেন তবে তুমি তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে পাইবে, তাঁহাকে শীঘ্র নৌকা লইয়া আসিতে বলিবে। আর বাড়ী যাইয়া সকলকে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলিবে, আর বলিও যে আমি প্রভুকে শান্তিপুর লইয়া গেলে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব, দিলে তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবেন। জননীকে এ কথা এখন বলিও না।" চন্দ্রশেখরের, নিমাইকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা, আর সে আজ্ঞা বিবেচনা সঙ্গত, কাযেই অতি কষ্টে প্রভুকে ছাড়িয়া দ্রুত গতিতে চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সকলে বুঝিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

নবীন সন্ন্যাসী দেখি।
কা ঝুরে আঁখি পাখি ॥

শ্রীনিত্যানন্দের কথা আমি কি বলিব? প্রভু নিতাই! তোমাকে কি ধন্যবাদ দিব? আহা! ধন্যবাদ ত অনেককে দিয়া থাকি? হৃদয়ে কি তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিব? তাহাও ত সকলে করিয়া থাকে? অতএব হে নিত্যানন্দ! হে বিশ্বরূপের অভিন্ন কলেবর! হে জীবের বন্ধু! আমি তোমার ধার শুধিতে পারিলাম না, তোমার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

প্রভু শান্তিপুরের প্রশস্ত পথে চলিলেন, পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাঁহার পশ্চাতে একটু দূরে মুকুন্দ ও গোবিন্দ। প্রভুর তখন অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থা। চিত্ত একটি ভাবে বিভোর, সুতরাং বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার প্রায় সম্বন্ধ নাই। চক্ষু উন্মীলিত, পথ দেখিতেছেন, বাহিরের অন্যান্য দ্রব্যও দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাতে ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না। মনে উহাই ভাবিতেছেন যে, অবন্তিনগরের বিপ্রের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া একমনে গোবিন্দ-ভজন করিবেন। আবার "এতাং সমাস্থায়" শ্লোকটি পড়িলেন। আবার উহার তাৎপর্য্য বলিলেন। আবার বলিতেছেন, "সাধু বিপ্র! তোমার সংকল্প জীবমাত্রের অনুকরণ করা উচিত।" ইহাই বলিতেছেন, আর গমন করিতেছেন,—এমন সময় বুঝিলেন যেন কেহ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছেন।

প্রভুর স্থির-নয়ন পথ-পানে, রহিয়াছে, চিত্ত উপরি উক্ত ভাবে বিভোর রহিয়াছে। যদিও পশ্চাতে কেহ আসিতেছে জানিতে পারিলেন, তবু নয়ন-তারা স্থান্‌-ভ্রষ্ট করিলেন না। পথের দিকে চাহিয়া কতক মনে মনে, কতক যেন পশ্চাতের লোকের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর কত দূর ?"

নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভুর স্বর প্রশ্নাত্মক, তখন ভাবিলেন এ সুযোগ ছাড়া নয়। তাই অমনি প্রভুর কথায় উত্তর করিয়া বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর অধিক দূরে নাই।"

প্রভু এই কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যেমন পূর্ব্বে ছিলেন সেইরূপ পথ পানে নয়ন রাখিয়া চলিলেন। মনের মধ্যে আনন্দ রহিয়াছে যে, বৃন্দাবনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন। সেই ভাবের একটি আনুসঙ্গিক প্রশ্ন, "বৃন্দাবন কতদূর" জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রশ্নের উত্তর পাইলেন, তবু মনে যে আনন্দ-তরঙ্গ খেলিতেছে উহা ভঙ্গ করিয়া, কোন্‌ ব্যক্তি যে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিল, তাহা কিছুমাত্র জানিবার চেষ্টা না করিয়া, পূর্ব্বের মত মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন।

নিত্যানন্দ ইহাতে ঠকিলেন। ভাবিয়াছিলেন তিনি প্রভুর কথায় উত্তর দিলে, আর তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া, প্রভু তাঁহার দিকে চাহিবেন, কিন্তু প্রভু চাহিলেন না। তখন ভাবিলেন যে প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবার এই সুযোগ, এখন উহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রভুর ভাবগতিক নিতাই যেরূপ জানেন এরূপ আর কেহ নহে। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর যতদূর চেতন হইয়াছে এখন তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন। অতএব এখন পরিচয় দেওয়া উচিত। ইহাই বলিয়া দ্রুতপদে প্রভুর অগ্রে গমন করিলেন, করিয়া পথ আগুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "আমি নিত্যানন্দ !"

এরূপ, "আমি নিত্যানন্দ," কতবার, কতপ্রকারে কত চেঁচাইয়া প্রভুকে জানাইয়াছেন, কিন্তু প্রভুকে চেতন করাইতে পারেন নাই। এখন অগ্রে দাঁড়াইয়া নিতাই যখন আপনার পরিচয় দিলেন তখন প্রভু মুখ উঠাইলেন। মুখ উঠাইয়া কমল-নয়নে নিতাইয়ের পানে চাহিলেন।

দুই ভাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইল। মনে ভাবুন, সন্ন্যাসের পরে এই দেখা। মনে ভাবুন, নিতাই হারাধন পাইলেন। ইহাতে তাঁহার চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল, নয়নে শতধারায় জল, আর কণ্ঠে অতি বেগের সহিত ক্রন্দনের রব আসিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহা হইলে প্রভুর হয় ত নিপট্ট-বাহ্য হইবে, আর নিপট্ট-বাহ্য হইলে তাঁহার যে মনস্কাম তাহার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। ইহাই ভাবিয়া নিতাই, স্বয়ং ঈশ্বর সুতরাং বড় শক্তিধর বলিয়া, মনকে বশীভূত করিলেন। বদনে চিত্ত-বিচলিতের কোন রূপ চিহ্ন দেখাইলেন না।

প্রভু মুখ উঠাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র চিনিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, যে লোকটি পরিচিত বটে। অন্ততঃ ইহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায়, আর এ ব্যক্তি কে তাহা ঠিক নিরাকরণ করিতে পারিতেছেন না। সে নিমিত্ত নিতাইয়ের মুখে, দুই পরিশর নয়ন রাখিয়া, তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় নিতাই প্রভুর ভাব বুঝিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু! চিনিতে পারিতেছেন না ? আমি তোমার নিত্যানন্দ!"

প্রভু তখন একটু চিনিতে পারিলেন, বলিতেছেন, "তোমাকে যেন চেন চেন করি ? যেন শ্রীপাদ ?"

নিতাই করযোড়ে বলিলেন, "সেই অধমই বটে ? আমি তোমার নিত্যানন্দই বটে।"

প্রভু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি শ্রীপাদ! তুমি বল কি ? তাও ত বটে! শ্রীপাদই ত বটে ? তুমি এখানে কিরূপে আইলে ? আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমি কিরূপে আমাকে ধরিলে ? আমি যে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না ?"

প্রভুর পাছে নিপট্ট-বাহ্য হয় ইহা নিত্যানন্দের বড় ভয়। সুতরাং বেশী কথা না বলিয়া বলিতেছেন, "বলিতেছি, আপনি চলুন। লোকমুখে শুনিলাম আপনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, আমিও তাই আপনার পাছে পাছে আইলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে প্রাণ গিয়াছে। এই আপনার লাগ পাইলাম। এখন চলুন, কথা কহিতে কহিতে যাইব।"

প্রভু তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "বড়ই সুন্দর ! বড় বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছ। চল এখন দুইজনে বৃন্দাবনে যাইয়া নির্জ্জনে এক মনে শ্রীমুকুন্দের-ভজন করিব।"

প্রভু অধিক কথা বলেন, ইহা নিতাইয়ের ইচ্ছা নয়। তাই বলিতেছেন, "এই উত্তম যুক্তি। আপনি চলুন, কথা কহিতে কহিতে যাইব।"

প্রভু চলিলেন। নিতাই অগ্রে, প্রভু পাছে। নিতাই পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। নিতাই ভাবিতেছেন এইরূপে প্রভুকে ভুলাইয়া একবারে গঙ্গার ধারে লইয়া যাইবেন। দুই চারি পা যাইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ ! শ্রীকৃষ্ণ ত আমায় দর্শন দিবেন ?"

নিতাই ভাবিলেন, এই আবার কপাল পুড়িল। আবার শ্রীকৃষ্ণের কথা উঠাইলে হয় ত সেই পূর্ব্বকার মত ঘোর বিহ্বলতা আসিয়া পড়িবে। তাহাই প্রভুর কথায় সহানুভূতি না দেখাইয়া বলিতেছেন, "এখন ওসব থাক, চল অগ্রে বৃন্দাবনে যাই, তাহার পরে সেখানে যাইয়া কিরূপে কৃষ্ণের দর্শন পাই তাহার যুক্তি করিব।"

শ্রীনিতাই প্রভুকে কখন "আপনি" "আপনি" কখন "তুমি" "তুমি" করিতেন।

প্রভু মস্তক অবনত করিয়া পথ পানে চাহিয়া চলিতেছেন। একটু যাইয়া আবার বলিতেছেন, "শ্রীপাদ ! শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমি কি করিব বলিতেছি। মাধুকরী করিব, করিয়া জীবন যাপন করিব। আবার কি করিব বলিতেছি। জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া রাধাকুণ্ডের ধুলায় গড়াগড়ি দিব।" *

প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া কি কি করিবেন এই সমুদায় মনের খেয়াল বলিতে আরম্ভ করা মাত্র গদ গদ হইয়াছেন। নিতাই দেখিলেন যে, ভাব বড়

---

* নিতাই বলরে, কত দূর বৃন্দাবন।
আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন ?
কবে বৃন্দাবনে যাবো, মাধুকরী করে খাবো,
রাধা কুণ্ডে গড়ি দিব।
[জয় রাধে শ্রীরাধে বলে]

ভাল নয়, আবার কপাল পুড়িবার উপক্রম। তখন প্রভুর উত্থিত ভাব-তরঙ্গকে রোধ করিবার আশায় বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার এ সমুদায় কথা এখন ভাল লাগিতেছে না। ক্ষুধায় পিপাসায় তুমিও কাতর, আমিও কাতর। আগে বৃন্দাবনে যাই, ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করি, পরে মুকুন্দ-ভজনের যুক্তি করিব।"

নিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুঃখ পাইতেছেন, এ কথা শুনিলে প্রভু একটু দয়াদ্র্র হইবেন। হয় ত তাঁহার নিজেরও ক্ষুধা-পিপাসা বোধ হইবে, এবং বোধ হইলে বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ সজীব হইবে। তাহা হইলে অন্তরেন্দ্রিয়গণের শক্তি হ্রাস হইবে। প্রকৃতই নিতাইয়ের তাড়া খাইয়া প্রভু একটু চুপ করিলেন। কিন্তু অধিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। খানিক গমন করিয়া ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, আবার নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন 'আর' কতদূর আছে?"

এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দের সম্মুখে প্রকাশ হইল। নিতাই চিন্তার বোঝা ঘাড়ে করিয়া প্রভুর অগ্রে চলিয়াছেন, সে চিন্তায় একেবারে অভিভূত, সংজ্ঞা-শূন্য। ভাবিতেছেন, প্রভুকেত শান্তিপুর মুখে লইয়া যাইতেছেন, প্রভুও বৃন্দাবন পথ-ভ্রমে শান্তিপুরের পথে চলিতেছেন, তাঁহার বাহ্যও ক্রমে হইতেছে। যদি একবার প্রভু মস্তক তুলিয়া সূর্য্যের পানে চাহিয়া দেখেন, তখনই জানিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব-দক্ষিণে গমন করিতেছেন। যদি প্রভু জানিতে পারেন যে, আমি তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরাভিমুখে লইয়া যাইতেছি, তবে স্বেচ্ছাময় হয় ত রাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে এমনি দৌড় মারিবেন যে, আমি আর ধরিতে পারিব না। এই চিন্তায় নিতাই অভিভূত। এমন সময় প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন 'আর' কতদূর?"

এই যে, প্রভু "আর" শব্দটি ব্যবহার করিলেন, ইহাতে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবনের খুব নিকটে আসিয়াছেন, প্রভুর এই ভ্রম হইয়াছে। তখন তাঁহার কি কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ-গতির ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর এই ভ্রমই তাঁহার সহায় হইবে। নিতাই বলিতেছেন, "আর কতদূর? শ্রীবৃন্দাবন অতি নিকট।"

নিমাই আবার চলিলেন, একটু যাইয়া আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "শ্রীপাদ! শ্রীবৃন্দাবন খুব নিকটে বলিলে, কিন্তু কত নিকটে ত বলিলে না।"

নিতাই বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে ত এলাম?"

তখন সুরধুনী তীরে যে গ্রাম সে গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। এমন কি অতি দূরে একটি বটবৃক্ষও দেখা যাইতেছে। এটি শান্তিপুরের অপর পারে। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি একটু হাঁটিয়া চল, বৃন্দাবনে ত এলাম?"

প্রভু আর ভাল মন্দ না বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন। সেখান হইতে বটবৃক্ষটী পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। নিতাই আপনি আপনি বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে ত এলাম? অদ্যই বৃন্দাবনে যাইব।"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু দাঁড়াইলেন ও নিত্যানন্দের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার বদনের ও কথার ভাবে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবন যে এত নিকটে তাহা প্রভু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছেন না। প্রভু বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে অদ্যই যাইব? সেকি? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝিতেছি না?" নিতাই বলিলেন, "আমার কথা বুঝা কষ্ট কি? আমি তবু তোমারে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। ঐ একটি বড় বৃক্ষ দেখিতেছ?"

প্রভু একটু ঠাহরিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিতেছেন, "হাঁ! ঐ ত, বোধহয় বটবৃক্ষ।" নিতাই বলিতেছেন, "তাই বটে! আবার উহার ধারে একটি নদী দেখিতেছ?"

প্রকৃত সেখান হইতে সুরধুনীর গর্ত্ত কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছিল। প্রভু আবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ঐ ত একটি নদী বটে। ঐ বৃক্ষটি ও ঐ নদীটি কি?"

তখন নিত্যানন্দ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "ওটী বটবৃক্ষ, উহার আঙ্গিনায় যাইয়া বিশ্রাম করিব। এই বটবৃক্ষটী শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবট, আর ঐ নদীটি যমুনা।"

এ কথা শুনিয়া প্রভু এত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যে প্রথমে তিনি একেবারে নিতাইয়ের কথা বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে নিতাইয়ের কথার

ভাবার্থ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তখন প্রকৃতই অবাক হইয়া নিতাই রহস্য করিতেছেন কি না, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিতাই অবিচলিত রহিলেন। প্রভুরও কথা ফুটিল। বলিতে-ছেন, "আমি তোমার কথা শুনিয়া কথা কহিতে পারিতেছি না। ঐ বৃন্দাবন? আমার কোন মতে প্রত্যয় হয় না! আমার ভাগ্যে বৃন্দাবন দর্শন কি আছে? আর এত শীঘ্রই বা বৃন্দাবনে কিরূপে আইলাম?"

নিতাই বলিলেন, "প্রভু, তুমি এখন চল। বংশীবট আঙ্গিনায় বিশ্রাম করিয়া, যমুনার জলে স্নান করিব। একটু ক্রুত চল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে।"

যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহাদের প্রকৃতি কেবল বিপরীত দ্রব্য দ্বারা গঠিত। তাঁহাদের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল, ও বজ্র হইতেও কঠিন। তাঁহাদের বুদ্ধি বৃহস্পতি হইতে অধিক, আর সারল্য দশম বৎসরের বালিকা হইতেও অধিক। শ্রীনিমাই চাঁদ, শ্রীনিতাইয়ের সামান্য প্রবঞ্চনায়, ভুলিলেন। তখন বলিতেছেন, "তুমি আগমন কর, আমি অগ্রে যাইয়া যমুনায় অঙ্গ মার্জ্জন করি।" ইহাই বলিয়া এমনি দ্রুতবেগে চলিলেন যে প্রভু খানিক অগ্রবর্ত্তী হইলে নিতাই টের পাইলেন, ও তিনিও দৌড়িয়া চলিলেন। নিতাইও দৌড়িতে খুব মজবুত, দুই জনকেই ধরা কঠিন, তবে নিতাইকে ধরা সহজ, তাহা ভক্তগণ জানেন।

নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে প্রভুকে লইয়া গঙ্গার ধারে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিবেন। যেহেতু শ্রীঅদ্বৈত আসিয়াছেন কি না ইহা তিনি জানিতেন না। নিতাইয়ের মনের ভাব যে যদি তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পান, তবে দুই জনে প্রভুকে অবশ্য শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীনিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে বড় মান্য করিতেন, তাঁহার কথা প্রায় লঙ্ঘন করিতেন না। কিন্তু নিমাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ছুটিলেন, নিতাইও অমনি পশ্চাতে ছুটিলেন। আর প্রভু তীরে পৌঁছিয়াই বিশ্রাম না করিয়া গঙ্গায়, উহাকে যমুনা ভাবিয়া, ঝম্প প্রদান করিলেন। ঝম্প দিবার সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা চন্দ্রোদয় নাটকে :—

চিদানন্দ ভানোঃ সদানন্দ সূনোঃ পর প্রেম পাত্রী দ্রব ব্রহ্ম গাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী, পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্র পুত্রী॥

ভাগ্যক্রমে শ্রীঅদ্বৈতের নৌকাও সেই সময়ে সেই ঘাটে লাগিল, নৌকায় তিনি ও আরো কেহ কেহ ছিলেন॥

প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন মুদিত, দুই হস্ত মস্তকে, নয়নে আনন্দ ধারা বহিতেছে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। মস্তক মুণ্ডিত হওয়ায় প্রভুর আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তবু দেখিতেছেন যে একটি সোণার বিগ্রহ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। দেখিতেছেন, সুবলিত ও প্রকাণ্ড দেহ, পরিশর বুক ও "মুঠে পাই কটি খানি।" আর দেখিলেন শরীর দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। তখন বুঝিলেন, প্রভুই বটে॥

কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। যাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগিবে বলিয়া নদিয়ার পথে লোকে ফুল ছড়াইতেন, যাঁহাকে হৃদয়ে কি নয়নের উপর রাখিয়া মনের বেগ মিটিত না আজ তাঁহার এ কি দশা? তিনি আজ প্রায় উলঙ্গ, স্নান করিয়াছেন তাহাতে আরো উলঙ্গ দেখা যাইতেছে, সে জ্ঞান নাই। শীত কালে স্নান করিয়াছেন, গাত্র দিয়া জল পড়িতেছে, কিন্তু গাত্র মার্জ্জনি নাই। আর্দ্র কৌপীন পরিয়াছেন উহা ত্যাগ করেন এরূপ দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু যদি কোন খানে দাঁড়াইতেন তবে শত শত লোকে তাঁহার শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিত। এখন তিনি একাকী, তাঁহাকে দুটি কথা বলে এমন লোক নাই। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিতেছেন, "হে বসুন্ধরা! তুমি দ্বিধা হও, আমি উহাতে প্রবেশ করি।" শ্রীঅদ্বৈত অতি কষ্টে প্রভুর নিকট গমন করিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। প্রভুর তখন গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে। জানিলে হয় ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেন। কান্দিয়া তাঁহার ভ্রম অবস্থা হঠাৎ ভঙ্গ করিতেন না।

প্রভু যমুনায় স্নান করিতেছেন এই আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতের অতি কাতর ক্রন্দন রবে তাঁহার রস-ভঙ্গ ও কাযেই ধ্যান ভঙ্গ হইল। তখন নয়ন মেলিলেন। দেখেন সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত!

প্রভুর নিপট বাহ্য।

শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দও সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রভু চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! ইনি অদ্বৈত আচার্য্য না?" নিতাইয়ের এখন অনেক সাহস হইয়াছে। ওপারে শান্তিপুর, ঘাটে নৌকা, আর অদ্বৈত উপস্থিত, প্রভু আর যাইবেন কোথা? তখন আর প্রতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। সুতরাং স্পষ্টভাবে বলিলেন, "প্রভু! তিনিই বটে।"

শ্রীঅদ্বৈতকে পাইয়া, নিমাই অতি আনন্দিত হইলেন। তখন আর্দ্র-গাত্রে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "তুমিও আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ! এখন আমরা সুখে মুকুন্দ-ভজন করিব।"

একটু পরেই মনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় বলিতেছেন, "আমি বৃন্দাবনে, তুমি কিরূপে জানিলে?" শ্রীঅদ্বৈত বুঝিলেন, যে প্রভু বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার এই ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। উত্তর করিতে গিয়া কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভু উত্তর না পাইয়া, এবং অদ্বৈতের রোদন দেখিয়া, প্রকৃত ব্যাপার কি বুঝিবার নিমিত্ত, একবার নিতাইয়ের, আর একবার অদ্বৈতের মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন। নিতাইকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না? আমি বৃন্দাবনে আইলাম, আসিতে পথে দেখি, তুমি অগ্রে দাঁড়াইয়া। আবার খানিক আসিয়া দেখি যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য উপস্থিত! ইহা কিরূপে সম্ভবে? সত্য কি আমি বৃন্দাবনে, না কোথায়? আমি কি স্বপ্নে দেখিতেছি, না জাগ্রত আছি?" নিতাই কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আর উত্তর করিতে হইল না। প্রভুর একবারে নিপট বাহ্য হইল। তখন ব্যাপার কি সমুদায় একবারে পরিষ্কার-রূপে বুঝিলেন। বুঝিলেন ওপারে শান্তিপুর। বুঝিলেন নিতাই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বৃন্দাবনের নাম করিয়া শান্তিপুরের ওপারে লইয়া আসিয়াছেন!

প্রভু মনে বড় ব্যাথা পাইলেন। বৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন এই আনন্দে বাহেন্দ্রিয় সমুদায় এক প্রকার ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। সেই

বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই যমুনায় স্নান করিলেন, এত পথ হাটিলেন, ও এত দেহের ক্লেশ লইলেন, এখন শুনিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইতে পারেন নাই, বরং তিনি যে স্থান হইতে বৃন্দাবন মুখো গমন করেন, প্রায় সেখানেই আছেন, তখন হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন।

কিন্তু ভগবানের ক্রোধ, তাঁহার প্রীতির ন্যায়, কেবল মধুর। শ্রীনিমাই ক্রোধে ও দুঃখে নিতাইকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিলে? এ ত বংশীবট নয়, এত যমুনা নয়, এ যে গঙ্গা! তুমি আমাকে ভুলাইয়া নিয়া আসিলে? শ্রীপাদ, তুমি আমাকে কৃপা করিয়া ভাই বলিয়া থাক, এই কি ভাইয়ের উপযুক্ত কায হইয়াছে? আমার সঙ্গীগণ একে একে শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন, কেবল আমার যাওয়াই হইল না। শ্রীপাদ! আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে আর পেলাম না।" *

প্রভুর ক্ষোভ বাক্যে, নিত্যানন্দ ধরা পড়িয়াছেন জানিয়া, একটু লজ্জিত হইয়া, মস্তক অবনত করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তখন সমুদায় অবস্থা বুঝিলেন, বুঝিলেন যে, সুরধুনীকে যমুনা বলিয়া ভুলাইয়া নিতাই প্রভুকে আনিয়াছেন। নিতাই যদি মস্তক অবনত করিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "তোমাকে জীবে প্রতারণা করিতে পারে না। শ্রীপাদ সত্য কথাই বলিয়াছেন। গঙ্গার পশ্চিম ধারে যমুনা বহিয়া থাকেন ইহা শাস্ত্রের কথা। প্রভু করুণা কর, তোমার ভক্তগণ প্রতি একবার নয়ন মেল। এই শুষ্ক কৌপীন পরিধান করুন।" অদ্বৈত অতিশয় বিবেচনার সহিত সমভিব্যাহারে কৌপীন ও বহির্ব্বাস আনিয়াছিলেন।

"আমার যাওয়া হইল না" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু আর্দ্র কৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "বহু-

---

* নিতাই এ ত নয় বংশীবট আঙ্গিনা।
তুমি জাহ্নবী দেখায়ে বল ঐ দেখা যায় যমুনা।
তুমি ভাই হয়ে ভাই এই করিলে, ব্রজে যেতে দিলে না।
আমার খেলার সাথী সব গিয়েছে, আমার যাওয়া হল না।
আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে বুঝি পেলাম না।
[প্রাচীন পদ]

দিন উপবাসী আছেন, দাসের গৃহে পদার্পণ করুন, করিয়া এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ করুন, নৌকা প্রস্তুত।" প্রভু এ কথার উত্তর করিলেন না। নিতাই-য়ের দিকে রুক্ষভাবে চাহিয়া বলিলেন, "এই নিমিত্ত বুঝি তুমি আমাকে ভুলাইয়া আনিয়াছ?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমাকে ভুলায়েন নাই। অদ্য ত্রিভুবনকে দেখাইলেন যে, তুমি ভক্তবৎসল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়। শ্রীপাদ দেখাইলেন যে, আমি পুত্তলি, আর আমাকে সূত্রে বাঁধিয়া তিনি নাচাইয়া থাকেন।"

নিতাই অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু সে কিছুক্ষণের নিমিত্ত। বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার যে এই সমুদায় নিজ জন ইহাদের প্রতি কি একটু করুণা করিবে না? জীবে তোমার করুণা পাইল, কিন্তু ইহারাও ত জীব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! আমাদের প্রতি সদয় হও। কেহ যে প্রাণে মরে নাই সে কেবল তোমার ইচ্ছা। এখন নৌকায় উঠ। দুটা অন্ন মুখে দাও, দিয়া প্রাণধারণ কর।" ইহা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইয়ের হস্ত দুখানি ধরিলেন।

নিমাই অদ্বৈতের কথা ফেলিতেন না। এখনও তিনি কোন কথা বলিলেন না, আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন। তখন মুকুন্দ ও গোবিন্দ আসিয়াছেন, প্রভুরা উঠিলে, তাঁহারাও উঠিলেন। নৌকা যখন ভাসিল তখন নিতাইয়ের নয়নে জল, আর দেহে ক্ষুধা পিপাসা আইল। নিত্যানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুবেরপণ্ডিত। তাঁহার আনন্দ নিত্য বলিয়া, নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এ গ্রহ ভোগ কেন? তাঁহার কার্য্য নৃত্য করা ও অন্যকে নৃত্য করান। তাঁহার কার্য্য আপনি আনন্দ-ভোগ করা, অন্যকে আনন্দ দেওয়া। তাঁহার এ ভোগ কেন? এখন প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া, গঙ্গার মাঝখানে আসিয়া, তিনি আর অদ্বৈত নিমাইয়ের দুই পার্শ্বে প্রহরী স্বরূপ বসিয়া, সুতরাং আবার স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দ হইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ওগো ঠাকুর! বাড়ী ত নিয়ে যাইতেছ। দুটা পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারিবে ত?" অন্য সময় হইলে শ্রীঅদ্বৈত ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার প্রভুর সন্ন্যাস-জনিত দুঃখ জাগরিত রহিয়াছে, কাযেই তিনি এইমাত্র বলিলেন

"তাই হবে।" কিন্তু নিতাইয়ের ওরূপ কথা ভাল লাগিতেছে না। প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া অতি আনন্দ হইয়াছে, কাযেই একটু কোন্দল করিতে ইচ্ছা হইতেছে। নিতাই বলিতেছেন, "এরূপ নয়। স্পষ্ট করিয়া বল। প্রভু লইলেন দণ্ড, কিন্তু দণ্ড পাইলাম আমি। অদ্য চারি দিবস জল-বিন্দু মুখে দেই নাই। আমরাও দেই নাই, প্রভুও দেন নাই। কিন্তু উহাঁর কি? উনি ঢোকে ঢোকে প্রেমানন্দ পান করিতেছেন, আমাদের হুতাসে কোথাকার প্রেম কোথা পলাইয়াছে। একে হুতাস, তাহার পরে দৌড়িয়া প্রাণ গিয়াছে। অনাহারে কতদিন দৌড়ান যায়? তাই বলিতেছি, বাড়ী নিয়া যাইতেছ ভাল, যত চাইব তত অন্ন কিন্তু দিতে হবে।"

কিন্তু অদ্বৈতের কোন্দলে রুচি হইতেছে না। তিনি নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া সকৃতজ্ঞ-চক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "তুমি যে কায করিয়াছ তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে সকলেই তোমাকে অন্ন দিবে। বাপ রে বাপ! এ কয়েক দিবস পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আহারাদি করে নাই।" নৌকা শান্তিপুরের ঘাটে লাগিল। দেখেন ইহার মধ্যেই তীরে লোক সমবেত হইয়াছে। নৌকা দেখিয়া সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। নিতাই বলিতেছেন, "শীঘ্র চল, শ্রীভগবানের আকর্ষণে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, এত লোক হইবে যে যাইতে পারিব না।" প্রভুগণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পদধৌতের জল আইল। শ্রীঅদ্বৈত আপনি প্রভুর পদধৌত করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে শ্রীনিমাই একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় তাহা হইতে ক্ষান্ত দিলেন। পদধৌত করিয়া সকলে উত্তম আসনে বসিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "আচার্য্য! তুমি এক কার্য্য কর। দ্বারে কতকগুলি বলবান দ্বারী নিযুক্ত করিয়া দাও। এখনি এত লোক আসিবে যে তোমার বাড়ী চূর্ণ হইয়া যাইবে।" শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন। নিতাই আরও বলিলেন, "কৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে যেন বিলম্ব না হয়।" একটু তাড়াতাড়ি করিবার কথা বটে; চারি দিবস মুখে জল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই!

শ্রীঅদ্বৈতের সম্পত্তির অবধি নাই, ভাণ্ডার সমুদায় দ্রব্যে পূর্ণ। অতি অল্প সময়ে মহা আয়োজন হইল। ঠাকুর ঘরে তিন পাত্রে ভোগ দেওয়া

হইল। ভোগের কিরূপ আয়োজন হইল; তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। ঠাকুরের আরত্রিক আরম্ভ হইল, গৌর নিতাই ও ভক্তগণ উহা দর্শন করিলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইয়া অদ্বৈত, নিতাই ও গৌরকে ঘরের মধ্যে লইয়া, গমন করিলেন। দেখেন যে শুভ্র বস্ত্রাবৃত দুই খানি পিঁড়ি, আর তাহার সম্মুখে কদলি পত্রে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছে। প্রভু অন্নকে নমস্কার করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "হরিদাস কোথা? হরিদাস ও মুকুন্দ?" শ্রীভগবানের নিকট জাতি বিচার নাই!

মুকুন্দ যদিও বৈদ্য, কিন্তু হরিদাস প্রকৃত প্রস্তাবে যবন। প্রভু, হরিদাস বলিয়া ডাকিলে, হরিদাসের মুখ শুখাইয়া গেল। তিনি করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা দিউন, আমি পিঁড়ায় থাকিয়া ভোজন দর্শন করিব।" মুকুন্দও ঐ কথা বলিলেন। দুই জনেরই তাঁহাদের সহিত ভোজন করিতে নিতান্ত আপত্তি দেখিয়া প্রভু ক্ষান্ত দিলেন। দিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "এক খানি পাতা দাও, আর অল্প দুটী অন্ন দাও।" শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আবার পাতা দিব কি? পিঁড়ির উপর উপবেশন কর।" প্রভু বলিতেছেন, "সে কি? শ্রীকৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "ও, একই কথা, তুমি উপবেশন কর।" ইহা বলিয়া প্রভুর হাত ধরিয়া পিঁড়ির উপরে বসাইলেন।

শ্রীনিমাই অন্নের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, "এত অন্ন কি করিব? সমুদায় উঠাইয়া লও, অল্প কিছু রাখ।"

অদ্বৈত। উঠাইয়া আর লইব না। পাতে থাকে থাকিবে, তুমি আহার কর।

নিমাই। এত অন্ন খাইতে পারিব না, আর সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই।

অদ্বৈত। প্রভু! তোমাকে মিনতি করি, ভোজন কর।

নিমাই। তাহার পর এ সমুদায় উপকরণ লইয়া যাও। সন্ন্যাসীর উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই।

অদ্বৈত। প্রভু ক্ষমা দাও। সমুদায় ভোজন করিতে হইবে, না করিলে আমি আত্মহত্যা হইব।

নিমাই। আচার্য্য! তুমি বুঝিতেছ না। আমার কর্ত্তব্য দুটা মাত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করা। গুরুতর আহার করিলে ইন্দ্রিয় কিরূপে দমনে রাখিব?

নিমাই, এ কথা মনে মনে যে ভাবেই বলুন, বাহিরে দেখা গেল যেন সরল ভাবে বলিতেছেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত হাসিয়া বলিতেছেন, "নীলাচলে প্রত্যহ পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন আহার কিরূপে কর? ঠাকুর! সন্ন্যাসী হয়েছ ভাল, আমরা ত জানি তুমি কেমন সন্ন্যাসী? এ সমুদায় রঙ্গ বাহিরের লোকের সহিত করিও, আমাদের সঙ্গে কেন? প্রভু ক্ষমা দাও, অদ্য চারি দিবস মুখে জল মাত্র দেও নাই, আমি যাহা রন্ধন করিয়াছি সমুদায় ভোজন করিতে হইবে। তাহা না কর, তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া প্রভুর দক্ষিণ হস্ত খানি আপনি ধরিয়া জল দ্বারা ধৌত করিলেন। তাহার পর নিতাইয়েরও ঐরূপ করিলেন।

শ্রীনিমাই বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহার হাতের পুতুল হইতে বড় নারাজ। একটু পূর্ব্বে নিতাই তাঁহাকে হাতের পুতুল করিয়াছেন বলিয়া ধমকাইয়াছেন। কিন্তু তবু নিমাই স্নেহের বশ, ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতি নিমাইয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র শ্রদ্ধা নাই, এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। যখন শ্রীঅদ্বৈত জিদ করিয়া, যেন হাতে ছুরি করিয়া সম্মুখে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যদি ভোজন না কর আমি তোমার সাক্ষাতে মরিব," তখন প্রভু অল্পে অল্পে ভোজন করিতে লাগিলেন, আর কথা কহিলেন না।

নানাবিধ ব্যঞ্জন করা হয়েছে। প্রভু একটি আস্বাদ করিয়া আর একটিতে হাত দিতে যাইতেছেন, অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "এটা বুঝি ভাল হয় নাই, ভাল হইয়া থাকে আমার মাথা খাও আর একটু খাও।" প্রভু করেন কি, দস্যু হস্তে পতিত, আবার একটু খাইলেন। এইরূপে অগ্রে বসিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এই কার্য্যের সহায়তা সীতাদেবী দ্বারের আড়ে দাঁড়াইয়া করিতেছেন। প্রভুর গুরুতর ভোজন হইতেছে, আর

বলিতেছেন, "আর কত খাইব ?" অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমার মাথা খাও, এই ব্যঞ্জন আর একটু খাও।"

কিন্তু শ্রীনিতাইকে ভোজন করাইতে কোন দুঃখ পাইতে হইতেছে না। ভাইকে হারাইয়াছিলেন, ভাইকে পেয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আহার করিতেছেন, নিতাই সন্ন্যাসের কথা সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক মনে ভোজন করিতেছেন। যখন আর ভোজন করিতে পারেন না,—উদর আর কিছু গ্রহণ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে কোন্দল করিবার শক্তি ও সেই সঙ্গে ইচ্ছা হইল। বলিতেছেন, "আমি তখনি জানি পেট ভরিবে না। চারি দিনের উপবাস, এই কটা অন্নে কি আমার পেট ভরে ? আমার অদৃষ্টে অদ্য উপবাস আছে আমি মনে মনে ইহা জানিতাম, তাই গঙ্গার গর্ভে আচার্য্যকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লই যে আমাকে পেট ভরিয়া দুটা ভাত দিতে হইবে, তা পেট ভরিল না,—পেট ভরিল না।" ইহা বলিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

আচার্য্য উত্তরে বলিতেছেন, "আমি জানি যে তোমার সন্ন্যাস সমুদায় মিথ্যা, কেবল ব্রাহ্মণ বধ করা তোমার উদ্দেশ্য। তুমি এখন পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন খাইতে পার, সব যদি তুমি খাও তবে আমরা খাব কি ? শুদ্ধ তাও নয়, আমরা এত অন্ন পাবও বা কোথা ? তুমি সন্ন্যাসী, তীর্থ করিয়া বেড়াও, ফল মুল ভোজন করিয়া জীবন যাপন কর, অদ্য দুটা অন্ন পাইলে কৃতার্থ হও। এখন উঠ, আর লোভ করিও না, সন্ন্যাসীর লোভ করিতে নাই।"

শ্রীনিতাই বলিলেন, "এই নে তোর ভাত নে।" ইহাই বলিয়া, যেন ক্রোধ করিয়া, হস্তে এক দলা ভাত লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের গায়ে দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের অঙ্গে অন্ন পড়িলে তিনি ইহাই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, "আজ অবধুতের ঝুটো আমার অঙ্গে লাগিল, অদ্য আমি পবিত্র হইলাম !" ইহাতে নিতাই বলিতেছেন, "ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, ইহাকে তুমি ঝুটো বলিলে, তুমি অতিশয় অপরাধ করিলে। আমার মত এক শত সন্ন্যাসীকে তৃপ্তি করিয়া ভোজন করাইলে তবে এই অপরাধের দণ্ড হয়।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "আবার সন্ন্যাসী ! আবার সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ ? উহা আমা হইতে আর হবে না। সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়া এই ফল

সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া আমার কুল, ধর্ম্ম, পদ, বিধি সমুদায় গেল।" সে যাহা হউক, দুই প্রভু আচমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাইকে যত্ন করিয়া উত্তম শয্যায় বসাইলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপিলেন, যত্ন করিয়া শোয়াইলেন, আর আপনি পদতলে বসিয়া পদ-সেবা করিতে গেলেন। ইহাতে নিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে ঢের নাচাইয়াছ, আর কায নাই। এখন যাও। মুকুন্দ গোবিন্দ হরিদাস প্রভৃতিকে, আর আপনার মুখে, অন্ন দেও গিয়া।"

শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন। প্রভু একটু শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅদ্বৈতেরগণ খোল করতাল লইয়া উপস্থিত হইলেন, ও বাদ্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী, প্রভু তাঁহার অতিথি, তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, এখন কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিদ্যাপতির এই পদ গাওয়াইতে লাগিলেন :—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর ॥
আর প্রাণ-প্রিয়া দূর দেশে না পাঠাব।
আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাইব ॥

প্রকৃতই শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দের ওর নাই। মাধবকে হারাইয়াছিলেন, তখন পাইয়াছেন। "মাধব" যে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। মনের আনন্দে বলিতেছেন, আঁচল ভরিয়া যদি টাকা পাই তবু প্রিয়াকে আর দূর দেশে যাইতে দিব না। শ্রীঅদ্বৈতেরগণ গাইতেছেন, আর তিনি স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন, নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু অমনি উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভুর সন্ন্যাস করায় ভক্তগণের এই একটা লাভ হইয়াছে। অগ্রে গর্ব্বিত লোকে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও ফিরিয়া প্রণাম করিতেন, কাযেই ভয়ে তাঁহারা কেহ প্রভুকে প্রণাম করিতে পারিতেন না। সন্ন্যাসীর, সন্ন্যাসী ব্যতীত, অন্যকে প্রণাম করিতে নাই, কাযেই শ্রীঅদ্বৈত প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ব্যতীত

আর ফিরিয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রভুর কিছু ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-বিরহ ভাব সেই রূপেই জলন্ত রহিয়াছে। তবে এখন দাস্যভাব যাইয়া গোপী বিরহ-ভাব উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ, এখন সাধু বিপ্রের ন্যায় বৃন্দাবন যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, সে ভাব আর নাই, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণ যে বিরহ-দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহাই এখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অতএব শ্রীঅদ্বৈত যে, মনের আনন্দে গাইতেছেন, "মাধবকে পাইয়াছি আর যাইতে দিব না," কি কখন প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "প্রেম-ডোর দিয়া এই দুখানি চরণ বান্ধিয়া রাখিব, আর ছাড়িয়া দিব না," ইহা প্রভুর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। শ্রীমুকুন্দও পিঁড়ায় প্রভুর নিকট বসিয়া, কিন্তু তিনি কীর্ত্তন শুনিতেছেন না, এক চিত্তে প্রভুর কাতর বদন দেখিতেছেন। মুকুন্দ শ্রীনিমাইয়ের বদন দেখিয়া বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈত যে রস গাইতেছেন, তাহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না, আর তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহরূপ রসে পীড়া দিতেছে। তখন তিনি সুস্বরে এই গীতটি ধরিলেন :—

আহা প্রাণ-প্রিয়া সখি কি না হইল মোরে।
কানু-প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
কাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ি যাই॥

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভুর-ধৈর্য্যবাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি নয়ন বহিয়া শত শত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভাবের তরঙ্গ এত প্রবল হইল যে, একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে হাহাকার করিয়া কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রভু হরি হরি বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন আবার সকলে মৃদঙ্গ, করতাল বাজাইতে লাগিলেন, আর মুখে তালে তালে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। প্রভু যেমন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অমনি মৃত্তিকায় পড়িয়া যান ভয়ে বাহু পসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ দাঁড়াইলেন। প্রভু বহু দিন উপবাসে ও অনিদ্রায় আছেন, সকলেরি ইচ্ছা যে, তিনি নৃত্য না করেন, সেই নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া

সকলে বাদ্য রাখিলেন, আর চুপ করিলেন। যখন সমস্ত শব্দ রহিত হইল, তখন প্রভু বাহ্য পাইলেন। আর নিতাই ও অদ্বৈত তাঁহাকে ধরিয়া বাধ্য করিয়া অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন। শ্রীনিতাইও কাছে শুইলেন, শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিজস্থানে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

দুই ভাই শয়ন করিলে নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু! একটা কথা বলিব?" প্রভু বলিলেন, "বল।" বলিতে গিয়া নিতাইয়ের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কিন্তু কষ্টে শ্রষ্টে উহা নিবারণ করিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জন্য যে, তোমার নিজজন প্রাণে মরিতেছে, তাহাদের কথা কি তোমার মনে আছে?"

নিমাই নীরব রহিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "মা বাঁচিয়া আছেন না আছেন, জানি না। শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি তোমার ভক্তগণের কি দশা হয়েছে তাহারও কোন সংবাদ পাই নাই। আমরা অদ্য মুখে অন্ন জল দিয়াছি, তাঁহাদের সম্ভবতঃ অদ্যাবধি তাহাও হয় নাই। তুমি অনুমতি কর, আমি কল্য প্রত্যূষে শ্রীনবদ্বীপে গমন করি, করিয়া সকলকে এখানে আনয়ন করি।"

শ্রীনিমাইয়ের তখন নবদ্বীপ মনে পড়িতে লাগিল। একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছেন, "আমি যে সন্ন্যাস করিয়াছি এ সংবাদ কি নবদ্বীপবাসীরা শুনিয়াছেন?"

নিতাই বলিলেন, "আমি শ্রীআচার্য্যরত্নকে সে সংবাদ লইয়া পাঠাইয়াছি।

আচার্য্যরত্নের নাম শুনিয়া প্রভু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিতেছেন, "তাঁহাকে কোথা পাইলে?" নিতাই তখন সংক্ষেপে সমুদায় কথা বলিলেন। বলিয়া বলিতেছেন, "সম্ভবতঃ আচার্য্যরত্ন নদিয়ায় তোমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। এখানে তুমি যে আসিয়াছ তাহার ঠিক সংবাদ তাঁহারা কেহ পান নাই, অতএব আমাকে আজ্ঞা কর, আমি নদে যাই, যাইয়া সকলকে এখানে আনি।"

প্রভু বলিলেন, "তা বটে। আমি যদি ইঁহাদিগকে দেখা না দিয়া যাই, তবে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন। তুমি যাও, তাঁহাদের সকলকে লইয়া

আইস।" প্রভুর এই অনুমতি পাইয়া নিতাইয়ের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল। তিনি অতিশয় সুখী হইলেন। তাহার পরে আর একটু ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এ সংবাদ শুনিলে সকলেই আসিতে চাহিবেন, একেবারে নবদ্বীপ ভাঙ্গিবে। আমার কাযেই সকলকেই আনিতে হইবে?"

নিমাই বলিলেন, "তাহার সন্দেহ কি? যিনি আসিতে চান তাঁহাকেই আনিবে। আমি সকলের নিকট মহানন্দে বিদায় লইয়া যাইব।"

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ "যে আজ্ঞা" বলিলেন। নিতাই, "যে আজ্ঞা" বলিলেন, ইহাতে একটু আনন্দ প্রকাশ পাইল। নিতাই বরাবর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন, তাহাই তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রকারান্তরে অনুমতি চাহিতেছিলেন। তাই দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলকেই আনিব?" প্রভুও বলিলেন "হাঁ, সকলকেই এনো।" ইহাতে নিতাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকেও আনিতে পারিবেন, এরূপ অনুমতি পাইলেন বুঝিয়া, বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর সেই আনন্দ, "যে আজ্ঞা," কথায় প্রকাশ পাইল। প্রভু নিতাইয়ের আনন্দ দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধ হইলেন। আর তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর শাস্ত্রমত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে পারিবেন না। তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! সকলকেই আনিবেন। যে আসিতে চায় তাহাকেই আনিবেন,—কেবল একজন ছাড়া।"

নিতাই আবার কপালে ঘা দিলেন। কিন্তু আর দ্বিরুক্তি করিবার সাধ্য হইল না।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ছিলেন বলিয়া শ্রীপ্রভু গঙ্গাস্নান করিতে পারিলেন। নিতাই ঠিক অনুভব করিয়াছিলেন, নিমাইচাঁদ সন্ন্যাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী আসিয়াছেন, এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যপ্ত হইল। লোকে তখনি দলে দলে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। শত শত লোকে 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। অদ্বৈতের বাড়ী প্রবেশ করিতে না পারিয়া, দ্বারীগণের নিকট "পথ ছেড়েদে ওরে দ্বারী" বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল। দ্বারীগণ তখন তাহাদের ইহাই বলিয়া নিরস্ত

করিল, যে প্রভু অদ্য চারি দিবস জলমাত্র মুখে দেন নাই, তাঁহাকে সেবা করিতে দাও, একটু নিদ্রা যাইতে দাও, কল্য আসিও, প্রভুকে দেখাইব।

আগের দিন প্রভুকে কেহ দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রাতঃকাল হইতেই ভিড় আরম্ভ হইল। প্রভু অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর ক্রমে লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। লোকে, "প্রভু দর্শন দাও" বলিয়া, চীৎকার আরম্ভ করিল। দ্বারীগণ আর দ্বার নিবারণ করিতে পারেন না। তখন শ্রীঅদ্বৈত এক উপায় করিলেন, প্রভুকে লইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। প্রভু ছাদের উপর দাঁড়াইলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

উপস্থিতগণের মধ্যে কেহ প্রভুকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, কেহ দেখেন নাই। সকলেই নাম শুনিয়াছেন, সকলেরই মনে বিশ্বাস যে, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, কি ঐরূপ একজন। দর্শকগণ প্রভুকে দর্শন করিয়া কেহ ক্ষুণ্ণ হইলেন না। সকলেরই প্রভুকে দর্শন একটি মহাভাগ্য বলিয়া বোধ হইল। সকলেই বড় আশা করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এমত স্থানে নিরাশা হওয়ারই কথা, যেহেতু যেখানে অধিক আশা সেখানেই নিরাশা। কিন্তু তাহা না হইয়া সকলে আশার অতিরিক্ত ফল পাইলেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলে "ইনিই সেই বটে, সর্ব্বজীবের গতি ও কাণ্ডারী" এইরূপ বুঝিলেন। ভবসাগর পার হইবেন বলিয়া প্রথমে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে সহস্র ২ লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোকে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল, আর যাহার যেরূপ স্ফূরিত হইতেছিল, সেইরূপ সহস্র সহস্র লোকে স্তুতি কি প্রার্থনা করিতে লাগিল। নিমাইয়ের এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, যখন বহুতর লোকে তাঁহার শ্রীবদন নিরীক্ষণ করিত, তখন প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইত যে, প্রভু তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইতে লাগিল যে, নিমাই যেন তাহার কথা শুনিবার নিমিত্ত তাহার পানে চাহিয়া আছেন। সেই সঙ্গে আবার সকলেরই আর এক ভাব হইল। সকলে লোক মাঝে

দাঁড়াইয়া, ইহা সকলে ভুলিয়া গেলেন। এবং প্রত্যেকের মনে এই ভাব হইল যে তিনি আর প্রভু দাঁড়াইয়া, উভয় উভয়েরই পানে চাহিয়া রহিয়াছেন; আর প্রভু তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! কাযেই যাহার যেরূপ মনের ভাব তিনি সেইরূপ মন উঘাড়িয়া বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "আমি পাপী, আমাকে উদ্ধার কর।" কেহ বলিতেছেন, "আমার নিমিত্ত আমি কিছু চাহি না, যেহেতু আমি তোমার দর্শনে নির্ম্মল হইয়াছি। আমার পুত্রটীকে ভাল কর।" কেহ বলিতেছেন, "প্রভু! আমি ভব কূপে পড়িয়া, আমাকে উঠাও।" কেহ বলিতেছেন, "আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলে পাপ হয়, আমার উপায় কি হবে?" * শ্রীগৌর অবতারে এই সময়ে, জীবের হৃদয় হইতে যে সমুদায় প্রার্থনা উদিত হইয়াছিল, এরূপ কোন কালে, কি কোন দেশে হয় নাই।

প্রভু ছাদের উপর বসিলেন, চতুষ্পার্শ্ব হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দর্শন সুখ ছাড়িয়া গৃহে গমন করেন এরূপ কাহারও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রভু বসিয়া, আর ভক্তগণ

---

* অনেকে এই প্রাচীন পদটি শুনিয়া থাকিবেন, সুতরাং এইটী এখানে দিলাম। প্রভুর দর্শনে লোকের মনে কি ভাব হইল তাহা এই গীতদ্বারা কতক প্রকাশিত হইবে।

প্রভু দয়াল আমি সাধু মুখে শুনেছি।
অকূল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।
তুমি, দিয়া চরণ তরি, উঠাও কেশে ধরি,
আমি ভবার্ণবেতে ডুবে রয়েছি॥
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু, মনে জেনেছি।
তুমি করিয়া অধম তারণ, নাম ধর পতিত পাবন,
আমি অধম জনার হতে শুনেছি।
করিতে পতিত উদ্ধার, প্রকাশ হয়েছ এবার,
মোর সমান পতিত, প্রভু কোথা পাবে আর।
প্রভু, যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয়,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি॥

চতুষ্পার্শে বসিয়া। শ্রীঅদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল প্রভু, আমার একটি কথার উত্তর দিতে হইবে। সন্ন্যাসীগণ সোঽহং বাদী, অর্থাৎ ভগবানের সহিত তাঁহারা আপনাদিগকে অভেদ মনে করেন। তাঁহারা ভগবানকে অদ্বৈত ভাবে ভজনা করেন, তুমি জীবকে ভক্তি পথ অর্থাৎ দ্বৈত ভাব শিক্ষা দাও, তুমি তাঁহাদের পথ কেন অবলম্বন করিলে?"

শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও শ্রীঅদ্বৈতকে ভজনা করি। সন্ন্যাসীদিগের যে অদ্বৈত তিনি শক্তিরূপা ও নিরাকার। এখন সেই শ্রীঅদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়া শান্তিপুরে জন্ম লইয়াছেন।" ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "তুমি স্বরস্বতীপতি, তোমার সহিত কথায় পারিব কেন?"

একবিংশ অধ্যায়।

চলে নন্দ রাজ রমণী, বলে কোথা রে নীলমণি,
একবার দেখা দে আমায় ॥ ধ্রু

চন্দ্রশেখরকে নিত্যানন্দ পথ হইতে বিদায় করিলে তিনি দ্রুতবেগে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সমুদায় কথা বলিলেন, শ্রীঅদ্বৈত অমনি কয়েক ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া নৌকাসহ শান্তিপুরের অপর পারে গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতকে পাঠাইয়া দিয়া নবদ্বীপে আপন গৃহে গমন করিলেন। আপন বাড়ী আইলেন বটে, কিন্তু যে কারণেই হউক প্রভুর বাড়ী যাইতে পারিলেন না। হয় ভাবিলেন, ঠিক সংবাদ কিছু তাঁহার নিকট নাই, যেহেতু তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে মাঠের মাঝখানে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাই শচীর কাছে আর গমন করিলেন না। না হয় ভাবিলেন, নিমাইকে বাড়ী আনিতে গিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আর শচী দেবীকে কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন? শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট কাযেই তিনি কিছু বলিতে গেলেন না। কিন্তু ভক্তগণ অনেকে তাঁহার মুখে সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত শুনিলেন।

আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে আসিবা মাত্র এ সংবাদ অনেকে জানিতে পারিলেন। কাযেই প্রভুর সংবাদ শুনিতে অমনি তাঁহারা তাঁহার নিকট দৌড়িলেন। আচার্য্যরত্ন প্রথমত তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ,—কি বলিবেন? সকলে, "কোথা প্রভুকে রাখিয়া আইলে বল, বল, বল" বলিয়া দাপাদাপি করিতে থাকিলে—

আচার্য্য রতন কান্দি কহেন সবারে।
"কি জিজ্ঞাস আর?" বজ্রপাত হল শিরে॥

সমাপ্ত হইল সংকীর্ত্তন নৃত্য খেলা।
সেই সব প্রেমের বিলাস বাক্য ধারা॥
দৃষ্টি ছাড়ি গো সভার হৃদয়ে রহিল।
দৃষ্টি সুখ নবদ্বীপবাসীর ফুরাইল॥
প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণা।
স্মৃতি মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণা॥
"হাহা প্রভু গৌরচন্দ্র তোমার সন্ন্যাস!
আমা সকলের করিলেক সর্ব্বনাশ॥"
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি আচার্য্যের মুখে।
সব ভক্তগণ শূন্য দেখে তিন লোকে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ ভূমেতে পড়িল।—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

কিন্তু প্রভুর বাড়ীর কেহ কিছু শুনিলেন না।

এ দিকে শ্রীনিত্যানন্দ অতি প্রত্যূষে শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ চলিলেন। শান্তিপুর নবদ্বীপ চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান, অর্দ্ধ পথ খুব হাঁটিয়া আইলেন। নবদ্বীপ দেখা যাইতেছে, শ্রীনবদ্বীপ দর্শনে নিত্যানন্দের আনন্দ ফুরাইল। ভাবিতেছেন, তিনি শচী দেবীকে যাইয়া কি বলিবেন? শচী দেবী কি বাঁচিয়া আছেন? বিষ্ণুপ্রিয়ার কি অবস্থা? এই সমস্ত চিন্তা একেবারে উদয় হইল। নিত্যানন্দের আনন্দ ফুরাইল, ও তখন ক্লেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ উঠিলেন, আবার চলিলেন, আবার ধূলায় পড়িলেন। আবার ভাবিতেছেন, তাঁহার এখন শোকের সময় নয়। প্রভু শান্তিপুরে আছেন এই শুভ সংবাদ যত শীঘ্র পারেন দিতে হইবে। আবার দৌড়িতে লাগিলেন। নদিয়ায় প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দের বোধ হইল যেন সুখের নদিয়া ছারে খারে গিয়াছে। যেন প্রত্যেক বাড়ী, গলি, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, রোদন করিতেছে। প্রকৃত কথা, বাহিরের জগত, জীবের ইচ্ছামত কান্দিয়া কি হাসিয়া থাকে। নিত্যানন্দ হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, তাঁহার বোধ হইল ত্রিজগত ক্রন্দন করিতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ী আইলেন, তখনও প্রত্যূষ। বাড়ী নীরব! নিতাই ভাবিতেছেন, এরা কি বেঁচে আছে?

প্রভুর আঙ্গিনায় গমন করিলেন, সেটী গৌর প্রিয়গণের নৃত্য করিবার স্থান। পতি সোহাগিনী রমণী অকস্মাৎ বিধবা হইলে যেরূপ দেখায়, সেই আঙ্গিনা তাহার ন্যায় বোধ হইতেছে।

নিত্যানন্দ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, "মা" "মা" বলিয়া ভগ্নস্বরে ডাকিলেন। শচী ঘরে ছিলেন, নিতাইয়ের গলার সাড়া পাইয়া বলিতেছেন, "কে ও নিতাই ? আমার নিমাইকে এনেছ ?" ইহা বলিয়া বাহিরে আইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও উঠিলেন, তিনিও দ্বারে দাঁড়াইলেন, আর প্রভুর বাড়ী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা নিতাইকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। নিতাই আসিয়াছেন, এ সংবাদ বাড়ী বাড়ী গেল, প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইয়া গেল।

যখন নিতাই ও শচীর মিলন হইল, তখন মুরারি গুপ্ত সেখানে দাঁড়াইয়া, তিনি সেই মিলন যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। তিনি কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদিয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথ মাঝে অবনিতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়াইয়া মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভায়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে, "কোথা আছে আমার নিমাই॥"
"না কান্দিহ শচী মাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাইয়া দিল তোমা লইবারে॥"
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচৈতন্য হয়ে ভূমে পড়ে শচী মাতা॥

উঠাইল নিত্যানন্দ, "চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥"
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদিয়া নিবাসী।
"সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গোরা চাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গা জলে॥

মালিনী প্রভৃতি প্রবীণা রমণীগণ প্রভুর বাড়ীতে শচীকে ঘিরিয়া ছিলেন। আবার অল্পবয়স্কা কয়েক জন রমণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার নিমিত্ত ছিলেন। শচী যখন বাহিরে আইলেন, পাছে পাছে মালিনীও আইলেন। শচী নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনেক সন্তর্পণে শচী চেতন পাইলেন। মালিনীকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বলিতেছেন, "মালিনী নিমাই নাকি অদ্বৈতের ঘরে আমাকে নিতে পাঠাইয়াছে? চল যাই।" বলিয়া চুপ করিলেন। আবার বলিতেছেন, "নিমাই এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছে, না, আর তাহাকে দেখিব না। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব।" আবার চুপ করিলেন। একটু পরে উঠিয়া, "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ছুটিলেন। * তখন সকলে ধরিলেন, ধরিয়া বসাইলেন। শ্রীবাস বলিলেন, "মা! একটু অপেক্ষা কর, দোলা আসিতেছে, তাহাতে যাইবেন। আমরাও যাইব, যাইয়া সকলে মিলিয়া তোমার নিমাইকে ধরিয়া নদিয়ায় আনিব।"

---

* হেদে গো মালিনী সই চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশ হীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচীমাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখো ধায় "নিমাই" বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥

প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে চলিলেন। যিনি শুনিলেন তিনিই চলিলেন। স্ত্রীলোকও চলিলেন। সকলেই প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া জুটিতেছেন। শুধু ভক্ত নন, যাঁহারা পূর্ব্বে শত্রু ছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীনবদ্বীপে তিন শ্রেণীর লোক ছিলেন। এক শ্রেণী প্রভুর ভক্ত, এক শ্রেণী পরম শত্রু, আর এক শ্রেণী ইহাও নয় উহাও নয়। প্রভুর সন্ন্যাসে এই তিন শ্রেণী আর থাকিল না, সকলেই প্রভুর সন্ন্যাসে রোদন করিতে লাগিলেন। আদবে শ্রীনিমাইয়ের প্রতি কাহার ক্রোধ হওয়া আশ্চর্য্য। যখন বালক ছিলেন, তখন বাহিরের লোকে, তাঁহার দুর্দ্দান্তপনায়, আমোদিত ব্যতীত বিরক্ত হইবার কারণ পাইতেন না। যখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তখন কাহাকে মর্ম্মে আঘাত করিতেন না। যাহা কিছু কোন্দল করিতেন, সে কেবল নিজজনের সহিত। যখন সংসারী ছিলেন, তখন পরম পণ্ডিত, স্নেহশীল, উদার, বদান্যবর, নির্ম্মল চরিত্র, মধুর-ভাষী, কৌতুক-প্রিয়। যখন ভক্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে দর্শনে লোকের হৃদয় দ্রব হইত। তবে তাঁহার শত্রু হয় কেন?

কিন্তু জগতের নিয়মই এই যে, সব স্থানে, সব অবস্থায় বিপরীত দেখিবে। বিপরীত ব্যতীত সংসারের কার্য্যই চলে না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেইরূপ ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যিনি লোকের প্রিয় হয়েন, তিনি শুধু সেই কারণে অন্যের অপ্রিয় হয়েন। এই সমুদায় দেখিয়া খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান সয়তানের, হিন্দুগণ, দেবতা ও অসুরগণের, অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এমন কি, শ্রীভগবানের শত্রু আছেন, ইহা সকল ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন।

এই নবদ্বীপের শ্রীনিমাই শত্রুদলকে বশীভূত করিবেন, তাঁহার সন্ন্যাসী হইবার সেই এক কারণ। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বশীভূত করেন, ভগবান এ অবতারে কঠিন জীবগণকে কারুণ্যরসে দ্রব করাইয়া নির্ম্মল এবং বশীভূত করিলেন।

যখন সকলে শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়াছেন, তখন, তাঁহার পূর্ব্বকার পদ, মর্য্যাদা, ধন, গার্হস্থ্য সুখ, রূপ,

বয়স, আর এখনকার দীনাবস্থা মনে করিয়া, সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের পরম শত্রু যিনি তিনিও বলিতে লাগিলেন, "নিমাই-পণ্ডিত সত্যই মহাপুরুষ! আমরা ভাবিতাম, বুদ্ধিবলে তিনি তাঁহার পার্ষদ-গণকে স্তম্ভিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাহা নয়, তাহা নয়। এমন মহাজনকে আমরা চিনিতে না পারিয়া নিন্দা করিয়াছি! ছি! অতি গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। এখন তাঁহাকে পাই তবে চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।" তাঁহারা যখন শুনিলেন যে, নিমাইপণ্ডিত শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে আছেন, তখনি তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে ছুটিলেন।

আর একদল নিমাইপণ্ডিতের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জননীর ও ঘরণীর অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রভুর বাড়ী, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে যথা সাধ্য সান্ত্বনা করিতে, দৌড়িলেন। ভক্তগণের তখন কান্দিবার অবস্থা হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের দশা দেখিয়াও অনেকে কান্দিতে লাগিলেন। সেই যে "কি হোল," "কি হোল" ক্রন্দন-রোল উঠিল, তাহা দাবানলের ন্যায় সমস্ত গৌড় দেশ বিস্তার হইয়া পড়িল।

ভক্ত ও অভক্তগণ একত্রে শান্তিপুর যাইবার নিমিত্ত প্রভুর বাড়ীতে সমবেত হইয়াছেন। দোলা আসিয়াছে, আঙ্গিনায় রহিয়াছে। শচীকে মালিনী প্রভৃতি ধরিয়া দোলার নিকট লইয়া গেলেন, শচী দোলা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভিতরে যাইবেন উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় সকলে স্ত্রীলোকের ভূষণ-ধ্বনি শুনিলেন। ধ্বনি শুনিয়া সকলে মুখ তুলিয়া দেখেন, আপাদ মস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত, কোন অল্প বয়স্কা বালা, তাঁহার সম-বয়সী অন্য আর একজনের আশ্রয় লইয়া আসিতেছেন! সকলে ভাবিতেছেন, ইনি কে? কিন্তু তাঁহাদের অধিক ক্ষণ ভাবিতে হইল না। যেহেতু সেই অবগুণ্ঠনাবৃত নব-বালা, প্রতি পদবিক্ষেপে মনোহর ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে, আগমন করিয়া, শচীদেবীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন!

তখন সকলেই বুঝিলেন তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া!

ইহাতে অপরূপ কারুণ্যরসে ত্রিজগত প্লাবিত হইল। তখন শাশুড়ী বধূ দুই জনে সেই লোকের মাঝে দাঁড়াইলেন। শচী বধূর দিকে ফিরিয়া,

তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইলেন। এও কি প্রভুর লীলা খেলা? এই যে সহস্র ভক্তগণের মধ্যে প্রভুর ঘরণী ও জননী দাঁড়াইলেন তাহার কারণ কি এই যে, জীবগণ এই দৃশ্য ধ্যান করিবে, করিয়া তাহাদের হৃদয় কর্ষিত ও পরে কারুণ্যরসে সিঞ্চিত করিবে? শচী পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন, আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, অন্যের কি কথা?

শ্রীনিত্যানন্দ বড় বিপন্ন হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই, আর তখন বুঝিলেন যে, প্রভু উত্তম আজ্ঞাই করিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে যাইয়া কি করিবেন? প্রভু তাঁহার মুখ দেখিবেন না, তাই সন্ন্যাস লইয়াছেন। প্রভু যদি শুনিতে পান যে, বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়াছেন, তবে একেবারে দৌড় মারিবেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া গমন করিলে যদি দৌড় মারেন, তবে শ্রীমতীর বা কি সুখ হইবে? ভিন্ন লোকেও নিন্দা করিবে, হয় ত বলিবে প্রভুর সন্ন্যাস একটি ভণ্ডামি মাত্র, আর কিছুই নয়। এই সমুদায় চিন্তা নিত্যানন্দের হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নিতাই সর্ব্বজনকে শুনাইয়া, অতি কাতরস্বরে অথচ দৃঢ়রূপে বলিলেন, "শ্রীমতীকে লইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই।"

যখন বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রথমে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর তাঁহারা সেই মর্ম্মভেদী আঘাত সামলাইয়া রোদন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে আবার স্তম্ভিত হইলেন।

লোকের এই স্তম্ভিত ভাব শচী ভঙ্গ করিলেন। সর্ব্বাগ্রেই তিনি বলিলেন "তবে আমিও যাইব না।"

এই কথা শুনিয়া লোকে স্তম্ভিতের উপর স্তম্ভিত হইলেন। কে যে কি, বলিবেন, কেহ স্থির করিতে না পারিয়া ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এবার শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া লোকের স্তম্ভিতভাব ভঙ্গ করিলেন। যখন শচী বলিলেন, "তবে তিনিও যাইবেন না," তখন তিনি মনে একটু চিন্তা করিলেন, আর কোন উক্তি না করিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন, অমনি সেই পথ, সেই আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত নব-বালা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, সেই মধির

অঙ্গে নির্ভর করিয়া, ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে, গৃহাভ্যন্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহামায়াতনয়া,* চকিতের ন্যায়, জীবকে দর্শন দিয়া, মহামায়ায় অভিভূত করিয়া, তিলার্দ্ধে গৃহাভ্যন্তরে অদর্শন হইলেন। তিনি কি কাঁদাইতে আসিয়াছিলেন? তিনি না তাঁহার পতি-মুখে শুনিয়াছিলেন যে, জীবকে ক্রন্দন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার পতির অবতার? তাঁহার পতি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ও তাঁহার নিজজনের নয়নজল দিয়া কলুষিত জীবকে ধৌত করিবেন। তাই কি পতির যে প্রিয় কার্য্য তাহাই সাধন করিবার নিমিত্ত বাহিরের জীবকে এই অবস্থায় দর্শন দিলেন? শ্রীঅঙ্গ হইতে ভূষণ-ধ্বনির কথা আমি দুইবার উল্লেখ করিলাম। তাহার কারণ, এই ভূষণ ধ্বনি উপস্থিতগণের মর্ম্ম পঞ্জর ন্যায় বেদনা দিতেছিল। শ্রীমতীর ধীরে ধীরে গমন সকলে স্থির হইয়া দাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেহ কান্দিতেও পারিলেন না।*

শচী বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরে বলিলেন, "আমাকে বৌমার নিকট লইয়া চল।" সকলে তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন। শচী অভ্যন্তরে আগমন করিয়া বলিলেন, তাঁহার নিমাইকে দেখিবার নিমিত্ত গমন উদ্যোগ অন্যায় হইয়াছে, তিনি যাইবেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে লজ্জিত হইলেন। ভাবিলেন তিনি জননীকে অহেতুক দুঃখ দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে যখন শ্রীনিতাই বলিলেন যে, প্রভুর শ্রীমতীকে লইবার অনুমতি নাই, তখন প্রথমে শ্রীপ্রিয়াজী এই সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ করিলেন। কিন্তু তখনি হৃদয়াকাশ পরিস্কার হইয়া গেল, ও উহাতে আনন্দচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে শুনিয়া ভাবিলেন যে, কি অন্যায়! কি অন্যায়! কেবল আমি না? ত্রিলোকের সকলে দেখিতে পাবে, কেবল আমিই না?† যদি প্রভুর ঘরণী না হইতাম তবে,

---

* শ্রীমতীর জননীর নাম মহামায়া।

† আমা লাগি প্রভু মোর করিল সন্ন্যাস।
ফিরিয়া যদ্যপি আইলা অদ্বৈতের বাস॥ [ওপৃষ্ঠে]

আমিও যাইতে পারিতাম। আমার কেবল মাত্র অপরাধ যে, আমি তাঁহার ঘরণী ?

তখনি মনের মধ্যে যেন কেহ বলিতে লাগিল, "ভাল শ্রীমতী! তুমি নিমাইয়ের আধা হইয়া তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইবে, না তাঁহার আধা না হইয়া দর্শন পাইবে ? তুমি কি চাও ?" অমনি মনে মনে উত্তর করিতেছেন, "সে কি! আমি শ্রীগৌরাঙ্গের আধা, শ্রীগৌর আমার আধা, এ সম্পর্ক আমি কোন লাভের নিমিত্ত ছাড়িতে পারি না। না হয় দেখা না হবে, তবু ত আমার ? আমার বস্তু সকলে দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করুক। আমার ইহাতে ঈর্ষা কেন হইবে ? ত্রিজগত আমার হৃদয়ের রত্ন-হার দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িতেছে। ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে ? সকলে দেখুক, দেখিয়া আমার ভাগ্যকে প্রশংসা করুক। আমি নাই দেখিলাম, সামগ্রী আমারি ত ?"

ক্রমে হৃদয়ে গৌরব আসিয়া ভরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে। ভাবিতেছেন, "ত্রিজগত একদিকে, আর আমি একদিকে। আমার প্রভু আমাকে ত্রিজগতের সহিত পৃথক করিলেন! ইহাতে এই প্রমাণ হইল যে, হয় আমি প্রভুর একমাত্র অরি, আর না হয়, সর্ব্বাপেক্ষা বল্লভা! কিন্তু তিনি ত আমার শত্রু নহেন, তাহা হইলে আমাকে যেরূপ ত্যাগ করিলেন, তেমনি অন্য একটী রমণীকে কৃপা করিতেন। তাহা ত করিলেন না ? সন্ন্যাসে বড় দুঃখ, লোকে তাঁহার দুঃখ দেখিয়া কান্দিবে। সন্ন্যাসের অর্থ আমাকে ত্যাগ করা, অতএব আমাকে ত্যাগ করাই তবে

স্ত্রী পুরুষ বাল-বৃদ্ধ যুবতী যুবক।
দেখিতে আনন্দে ধাঞা চলে সব লোক॥
কোন্ অপরাধ কৈনু মুঞি অভাগিনী।
দেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী॥
প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি।
তথাপি পাই তু দেখা প্রভু গুণনিধি॥ চন্দ্রোদয় নাটক।

তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দুঃখ, যে দুঃখে লোকে কান্দিবে। * আমাকে ত্যাগ করা যদি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ হইল, তবে আমার সহিত মিলন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুখ, আর আমি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিজজন।"

যখন শ্রীমতীর হৃদয়ে এই সকল ভাব তরঙ্গ উঠিয়া তাঁহাকে দুঃখ-সাগর হইতে সুখের রাজ্যে ভাসিয়া লইয়া গিয়াছে, তখনি শচী আসিয়া বলিলেন, "তিনিও নিমাইকে দেখিতে যাইবেন না।" বিষ্ণুপ্রিয়া তখন অতি অনায়াসে শচীকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন, আর শান্তিপুরে যাইবার সম্মতি করাইলেন।

শ্রীভগবান ব্যতীত আর সকলেই একটু না একটু স্বার্থপর। প্রথমে সকলেই আপনাদের মনের ভাবতরঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, শচী পর্য্যন্ত। যখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে সকলে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যখন শ্রীমতী, শ্রীনিতাইয়ের মুখে কঠিন আজ্ঞা শুনিয়া আবার অভ্যন্তরে লুকাইলেন, তখন একা শচী নয় ভক্তমাত্রে সংকল্প করিলেন যে, প্রভুকে কেহ দেখিতে যাইবেন না। † শচী যখন বুঝিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন দুঃখ নাই, তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন, তখনই শান্তিপুরে যাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ভক্তগণও চলিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া জনকয়েক সঙ্গিনী লইয়া গৃহে রহিলেন। দোলায় চড়াইয়া শচীকে অগ্রে করিয়া, হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। কাহারা ও কতজনে এইরূপে চলিলেন, তাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে;—যথা:—

লক্ষ লক্ষ লোকে ধায় ঊর্দ্ধ মুখ করি।
অন্ন জল ঘর দ্বার সব পরি-হরি॥

---

*কার উপরে কর অভিমান, অবুঝ প্রাণ। ধ্রু
তোমার অঙ্গে নূতন শাড়ী, তার কৌপীন পরিধান॥
শীত গ্রীষ্মে রৌদ্রে সে যে, তুমি থাক গৃহ মাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান॥ বলরাম দাস।

† বিষ্ণুপ্রিয়া দশা দেখি যত ভক্তগণ।
দ্বিগুণ হইল দুঃখ না করে গমন॥ চন্দ্রোদয় নাটক।

ঘর হতে বাহির না হয় কুল-নারী।
তারাও ধাইয়া যায় সব পরিহরি॥
বৃদ্ধ সব নড়ি হাতে মন্দ মন্দ ধায়।
শিশু সব আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যায়॥
যে সব পণ্ডিত পূর্ব্বে উপহাস কৈল।
তাহারাও উৎকণ্ঠাতে ধাইয়া চলিল॥

অর্থাৎ প্রভু আবার বিদায় হইবেন, তাহাতেই নবদ্বীপবাসীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন।

যখন নদিয়া শূন্য হইল, সকলে শান্তিপুরে ধাবমান হইলেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া এলাইয়া পড়িলেন। তখন আপনার মন্দিরে —

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ-অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে।
"ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে,"
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি,
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ,
তবে সে করিল বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলেন তা সবায় প্রাণে॥
চাঁদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাই আশ॥

এদিকে শান্তিপুরের যাত্রীগণ, শচীর দোলা আগে করিয়া, মহা কলরবের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছেন। বাসুঘোষ তাঁহার নিজের

পদে, যাহা পাঠক মহাশয় একটু পূর্ব্বে পড়িয়াছেন, বলিতেছেন যে, তিনি সেই সঙ্গে "কান্দিতে, কান্দিতে" চলিয়াছেন। শান্তিপুর যাইয়া দেখেন লোকের ভিড়ে পদবিক্ষেপ দুষ্কর। কিন্তু লোকে যখন শুনিল যে, নদেবাসী-গণ আসিতেছেন, অমনি সকলে হরিধ্বনি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। তখন উভয় দলে, যাহারা ছিলেন, আর যাহারা আসিতেছেন, হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রভৃতি সকলেই তখন শ্রীঅদ্বৈতের ছাদে বসিয়া। হঠাৎ কলরবের বৃদ্ধি দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত ছাদের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "এই নদেবাসীগণ আইলেন!" অমনি প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে দেখেন সর্ব্বাগ্রে দোলা, তাহার মধ্যে শচী তাঁহার পুত্রকে ইতি উতি চাহিয়া খুজিতেছেন। প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না, সিড়ি বাহিয়া নীচে চলিলেন। এদিকে চারি পাঁচ জন বলবান দ্বারী, যাহারা দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা দেখিল প্রভুর জননী ও নদেবাসীগণ দ্বারের আগে আইলেন, অমনি সম্বমে তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাইল। দোলা আঙ্গিনায় নামিল। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কাহাকে প্রণাম করিতে নাই। নিমাই তাহা মানিলেন না, দোলা নামিলেই অমনি ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে জননীকে প্রণাম করিলেন। তাহার পরে হস্ত ধরিয়া জননীকে দোলা হইতে নামাইলেন। শচী নিমাইয়ের অঙ্গে ভর দিয়া বাহিরে আইলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। নিমাই জননীকে আবার প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে স্তব ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মা! ত্রিজগতে যত সুন্দর বস্তু সব তুমি, তুমি দয়া, তুমি ভক্তি-রূপিনী। তুমি জীবকে কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে পার, তুমি ভুবন পবিত্র করিয়া থাক, এমন কি, তোমার নাম যে গ্রহণ করে সে পবিত্র হয়।" প্রভু করযোড়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর সম্মুখে আসিয়া এক একবার প্রণাম করিতেছেন। ইহা শচীর ভাল লাগিতেছে না। প্রথমে, প্রদক্ষিণ করিতে নিমাই যখন পশ্চাতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছেন না। তাহার পরে, মহা তেজস্কর পুত্রের প্রণামে একটু সঙ্কুচিত হইতেছেন।

নিমাই মায়ের অগ্রে বসিলেন। শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমাকে তুমি প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইত, তবে বাপ অবশ্য

তুমি করিতে না?" ফল কথা, তখন শচী ভাবিতেছেন যে, তাঁহার পুত্র স্বয়ং ভগবান। আবার বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও তবু আমার এ বিশ্বাস কোন ক্রমে যায় না যে, তুমি আমার দুধের ছাওয়াল।" ইহা বলিয়া গলা ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। ইহাতে জ্ঞানলোপ পাইয়া বাৎসল্য-রসে শচী অভিভূত হইলেন। শচী পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, উপস্থিত লোকে নীরব হইয়া মাতা-পুত্রের কাণ্ড দেখিতেছেন। শব্দমাত্র নাই,—শচী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুঘোষ পাছে দাঁড়াইয়া। স্নেহ ও কোপে পুত্রকে কি বলিতেছেন, তাহা বাসু ঘোষের বর্ণনায় শ্রবণ করুন :—

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে,
আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ,
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
করযোড় করি আগে, দাঁড়াইল মায়ের আগে,
পড়িলেন দণ্ডবৎ হয়ে।
দুই হাত তুলি বুকে, চুম্ব দিল চাঁদ মুখে,
কান্দে শচী গলাটি ধরিয়া॥
"ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত,
এ দুঃখ কহিব আমি কায়?
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়?
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী,
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্তে থাকিতে মায়, উহা নাকি দেখা যায়,
কার বোলে হইলে বৈরাগী?"
গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে,
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে,
ত্রিজগতে করিল ঘোষণা॥

অদ্য আমার ভাগ্য ফুরাইল। আমার প্রতি যে আদেশ তাহা পালন করিলাম। প্রভুর বয়স তখন চতুর্ব্বিংশতি, প্রভু আর চতুর্ব্বিংশতি বৎসর প্রকট ছিলেন। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি প্রভুর এই সন্ন্যাস লীলা লিখিবেন। এ লীলা অতি গুহ্য। প্রভু, সরূপরায় ও রামরায়কে লইয়া গম্ভিরায় অর্থাৎ তাঁহার কুটীরের গুপ্তস্থানে দ্বাদশ বৎসর যে অতি গুহ্য লীলা করিয়াছিলেন, তাহা জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে। আমার মনের সাধ ছিল, যে আমি, সেই লীলার যে কিঞ্চিৎ জানি, জীবগণের নিকট প্রকাশ করিব। সে সাধ আপাততঃ পূরিল না। যেহেতু আমাতে আর শক্তি নাই। প্রভু যাঁহাকে শক্তি দেন তিনিই লিখিবেন।

—০()০—

পরিশিষ্ট।

পাঁচ বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছাড়িয়া গিয়াছেন। জননীকে বলিয়া গিয়াছেন, "মা! আমি আবার আসিব।" শচী প্রত্যহ ভাবেন নিমাই কল্য আসিবেন। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে নিমাইয়ের সহিত কথা বলেন। পুত্রের নিমিত্ত প্রত্যহ রন্ধন করেন, আর বসিয়া কান্দেন। আর বলেন, "নিমাই! আমার ঘরে দ্রব্যের অভাব নাই। কত প্রকার রান্ধিলাম। নিমাই! বাপ আমার! ইহা কাহারে খাওয়াইব?"

অমনি শচী দেখেন যে নিমাই আসিয়া সমুদায় খাইতেছেন। শচী তখন সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাবিতেছেন, নিমাই বাড়ীতে আছে। আবার একটু পরে চৈতন্য হইল। তখন সমুদায় স্বপ্ন ভাবিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

কখন শচী অধিক রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া একেবারে শ্রীবাসের বাড়ী উপস্থিত। সেখানে গিয়া "মালিনী সই, মালিনী সই" বলিয়া ডাকিলেন। শচীদেবীর গলার সাড়া পাইয়া মালিনী তাড়া তাড়ি দুয়ার খুলিলেন।

শচী মালিনীকে দেখিয়া বলিতেছেন, "নিমাই তোমাদের বাড়ী আসিয়াছে? আমি রান্ধিয়া বসিয়া রহিয়াছি, ভাত জুড়াইয়া গেল।" তখন মালিনী হাহাকার করিয়া শচীকে ধরিলেন, শচীর চেতন হইল। বাসুঘোষ এক দিন-কার শচীর কথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

আজিকার স্বপনের কথা, শুন গো মালিনী সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে চাহিয়া,
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥
ঘরেতে শুইয়া ছিলাম, অচেতনে বাহির হৈলাম;
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণ ধুলি, নিল নিমাই শিরে তুলি,
পুনঃ কান্দে গলাটী ধরিয়া॥
"তোমার প্রেমের বসে, ফিরি আমি দেশে দেশে;
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে, আইলাম নদিয়া পুরে,"
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
"আইস মোর বাছা বলি," হিয়ার মাঝারে তুলি,
হেন কালে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে,
কান্দিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
কি করিব কহ গো উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়,
নহিলে কি দেখা পাও তায়॥

শচীর একটু নিদ্রা আইলেই স্বপ্নে নিমাইকে দেখেন। প্রায় নিদ্রা হয় না, শুইয়া নিমাইকে ভাবেন। আর এক দিবসের কাহিনী শ্রবণ করুণ :—

বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়,
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী,
আঁচল পাতিয়া শুইল ভূমে॥

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি সর্ব্ব দিনে,
মালিনী বাহির হয়ে ঘরে।
সচকিত আসি কাছে, দেখি শচী পড়ে আছে,
অমনি কান্দিয়া হাত ধরে॥
উথলিল হিয়ায় দুঃখ, মালিনীর ফাটে বুক,
যুক্তি কান্দয়ে উভরায়
দুঁহু দুঁহু ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী তলে,
তখনি শুনিয়া সবে ধায়॥
দেখিয়া দুঁহার দুঃখ, সবার বিদরে বুক,
কত মত প্রবোধ করিয়া।
স্থির করি বসাইল, ভাসে নয়নের জলে,
প্রেমদাস যাউক মরিয়া॥

নিমাই গৃহ ছাড়িলে পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে ডাকিতেছেন, ডাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাছা, নিমাই কি ঘরে শুইয়া আছে?" এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথা ঘুরিয়া আইল, ও জলে নয়ন ভরিয়া গেল। শচী বলিতেছেন, "মা, তুই কান্দিস্ কেন?" তখন বিষ্ণুপ্রিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধুলায় পড়িয়া গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া শচীর অর্দ্ধ চেতন হইল। বলিতেছেন, "ঠিক্! আমার ভুল হইয়াছে। নিমাই ত আমার বাড়ী নাই।" এখন শ্রীমতীর কথা শুনুন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হইয়াছে তাহা প্রেমদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদিয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবা নিশি পিয়ে গোরা নাম সুধা খানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥

প্রবোধ করয়ে তারে কহি কত কথা।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥

পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে, শচী গঙ্গা স্নানে যাইতেছেন। শচীর বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর, ভাল চলিতে পারেন না। ঈশান তাঁহার হাত ধরিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ির অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিয়ম ছিল যে শাশুড়ির সঙ্গ ব্যতীত কখন গঙ্গা স্নানে যাইতেন না। যখন গঙ্গা স্নানে যাইতেন, তখন মস্তক অবনত করিয়া শাশুড়ির অঞ্চল ধরিয়া, তাঁহার চরণ দুটি দেখিতে দেখিতে যাইতেন। এইরূপে অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে কলরব প্রবেশ করিল। শচীও কলরব শুনিতে পাইলেন। কলরব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন যে, বহুতর লোক একত্র হইয়া হরিধ্বনি করিতেছে।

ওপারে কুলিয়ানগরে এই কলরব হইতেছে। কলরবের কারণ বলিতেছি। পাঁচ বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের ওপারে কুলিয়াতে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, জননীকে দর্শন করিবেন। কুলিয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ উপস্থিত হইলে বহু লক্ষ লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। স্নানের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান করিতে আসিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এখন তিনি স্নানের নিমিত্ত বাহির হইলে, অসংখ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

ওপারে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘাটে স্নান করিতে আসিতেছেন। এপারে শচী দেবীর অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াও স্নান করিতে যাইতেছেন।

হরিধ্বনি শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা উঠাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ সুদীর্ঘ কায় যে লক্ষ লোকের মাঝে থাকিলেও তাঁহাকে দেখা যাইত। বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাপার খানা কি তখনি বুঝিলেন, বুঝিয়া শাশুড়ীকে বলিতেছেন:—

ওমা আমায় ধর ধর। ধুয়া।

কেন বা আনিলে সুরধুনী তীরে, ওপারে কুলিয়া দেখ নয়ন ভরে,
লক্ষ লক্ষ লোক, হরি হরি বলে, কেন মা জননী, বল আমারে॥
লক্ষ লক্ষ লোক, হরি বলে নাচে, বুঝি তোর পুত্র, ওখানে বিরাজে,
উহু মরি মরি, দেখিবারে নারি, এ দুঃখ আমার কহিব কারে॥

পাপা তাপী হলো শ্রীচরণ ভোগী, জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সে বিয়োগী,
দাসীরে দণ্ড দিবার লাগি, এই অবতার ॥
চল চল চল মাগো, আমার নিয়া চল, লুকাইয়া চল, ঝাপিয়া অঞ্চল,
ঐ যে দেখা যায়, দীঘল শ্রীঅঙ্গ, ঐ ত আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ ॥
সোণার অঙ্গেতে, কৌপীন পরেছে, চির দিন দুঃখ, অবধি পেয়েছে,
তোমার মায়ায়, আবার আসিছে, বাড়ী ডাকি আন।
বলরাম দাসের, বিদরয়ে বুক, জীবের লাগিয়া, প্রভুর এই দুঃখ,
ধিক ধিক ধিক, জীব তোরে ধিক, হেন দুঃখ দেহ, চির বন্ধু জনে ॥

ইহার পরে সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে শ্রীনিমাই জন্মভূমি দেখিতে এক দিনের নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিলেন। তাহাতে—

আওল নদিয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥
চির-দিনে গোরা চাঁদ বদন দেখিয়া।
ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া ॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরা চাঁদ করে কোর ॥
মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদিয়া পুরে বাসুঘোষ গান ॥

তাহার পরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতিমুখ দর্শন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, যথা,—

এত দিনে সদয় হইল মোর বিধি।
আনি মিলায়ল গোরা গুণনিধি ॥
এত দিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ মুখ ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর ॥
বাসুদেব ঘোষ গায় গোরা পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনম-অন্ধ ॥

—:০:—